শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্য-লীলা

পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ও পরে চৌমুহনী কলেজের

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

কর্তৃক সম্পাদিত

তৎকর্তৃক লিখিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সম্বলিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

চতুর্থ সংস্করণ

সাধনা প্রকাশনী

৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট :: কলিকাতা ৯

প্রকাশক :

মনোরঞ্জন চৌধুরী
সাধনা প্রকাশনী
৬৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

রামপ্রসাদ রাণা
নিও প্রিন্টার্স
৭৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মূল্য : শোভন সংস্করণ ২৪·০০ (চব্বিশ টাকা) মাত্র
সাধারণ সংস্করণ ২১·৫০ (একুশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায় সমর্পণমস্তু

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইল। বাজারে কাগজ পাওয়া যায় না বলিয়া মাঝে মাঝে ছাপার কাজ বন্ধ রাখিতে হয় গ্রন্থ-প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার ইহাও একটী মুখ্য কারণ।

গত সংস্করণেও অন্ত্যলীলার সঙ্গে একটী পরিশিষ্ট ছিল, এইবারেও থাকিবে, এইবারের পরিশিষ্ট বেশ একটু বড়ই হইবে, ভূমিকা অপেক্ষা ছোট হইবে না, বড় হওয়ারই সম্ভাবনা। ইচ্ছা ছিল, অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্ট একসঙ্গেই গ্রাহকদের সাক্ষাতে উপস্থিত করিব, কিন্তু, অন্ত্যলীলা-প্রাপ্তির জন্য বহু গ্রাহকের উৎকণ্ঠা দেখিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমন সময় আবার কোনও কোনও গ্রাহক জানাইলেন —অন্ত্যলীলা ছাপা হইয়া গেলে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত পরিশিষ্ট পরে প্রকাশ করা যাইবে। পরিশিষ্টের ছাপা শেষ হইতে যখন কিছু বিলম্ব হইবে, তখন গ্রাহকদের উল্লিখিত সদুপদেশ গ্রহণ করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম।

অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্টের মূল্য এক সঙ্গেই ধার্য্য হইবে। পরিশিষ্টের ছাপা শেষ না হইতে কত খরচ পড়িবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না তাই একটা আনুমানিক মূল্য ধার্য্য করা হইল প্রকৃত মূল্য ইহার কম হইবে বলিয়া মনে হয় না যদি কিছু বেশী হয় যাহা বেশী হইবে, তাহা দিলেই গ্রাহকগণ পরিশিষ্ট পাইবেন। ডাকমাশুলাদি অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে দিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত অগ্রিম মূল্য চাওয়া হয় নাই এবার পরিশিষ্টের জন্য কিছু অগ্রিম মূল্য চাওয়া হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থ প্রকাশের আনুকূল্য হইবে বিবেচনা করিয়া সহৃদয় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

গ্রন্থমুদ্রণের আরম্ভে যে মূল্যে কাগজ খরিদ করা হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে অনেক বেশী হইয়াছে, তাই খরচও কিছু বেশী পড়িতেছে।

পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে হইতেছে আগামিনী শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে ইহার মুদ্রণ শেষ হইবে কিনা, সন্দেহ। শেষ হইলেই গ্রাহকগণকে জানান হইবে। মহানুভব গ্রাহকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মুদ্রণকার্য্য আশানুরূপভাবে অগ্রসর হয়।

শ্রীগ্রন্থের পাঠকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

ভক্তপদরজঃপ্রার্থী

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

অন্ত্যলীলার সূচীপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্ত্যলীলার সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্য-লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যৎ যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য কৃপা পঙ্গুং খঞ্জং জনং শৈলং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে, মূকং বাক্‌শক্তিবর্জ্জিতং জনং শ্রুতিং বেদাদিকং আবর্ত্তয়েৎ, তং কৃষ্ণচৈতন্যং ঈশ্বরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণম্ অহং বন্দে। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জয় শ্রীগুরুদেব। "—আমি কিছুই না জানি। যেই মহাপ্রভু কহায়, সেই কহি বাণী ॥ ৩।১।১৫৬ ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়। শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর জয়। শ্রীশ্রীভক্তবৃন্দের জয়। শ্রীশ্রীকবিরাজ-গোস্বামীর জয়।

অন্ত্য-লীলার এই প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দসেনের কুকুরের প্রসঙ্গ, শ্রীরূপকৃত নাটকদ্বয়ের প্রসঙ্গ, নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন-কথা, শ্রীরূপের সহিত প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তগণের সহিত প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপকৃত-নাটকদ্বয়ের আস্বাদন এবং শ্রীরূপের পুনরায় বৃন্দাবন-গমনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎকৃপা (যাঁহার কৃপা) পঙ্গুং (পঙ্গুকে—খঞ্জকে) শৈলং (শৈল—পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (লঙ্ঘন করায়), মূকং (মূককে—বোবাকে) শ্রুতিং (বেদ) আবর্ত্তয়েৎ (আবৃত্তি করায়), তং (সেই) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপা পঙ্গুদ্বারা পর্ব্বত-লঙ্ঘন করায়, মূক-(বোবা) দ্বারা বেদের আবৃত্তি করায়, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। ১

অন্ত্য-লীলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার পাঁচটী শ্লোকে ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। প্রথম শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—"প্রভু, পঙ্গু যেমন গিরি-লঙ্ঘনে অসমর্থ, বোবা যেমন বেদ পাঠে অসমর্থ, তোমার লীলাবর্ণনে আমিও তদ্রূপ অসমর্থ। কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপার একটা আশ্চর্য্য অচিন্ত্য-শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনাদির ন্যায় অঘটন-ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে; প্রভু, তোমার সেই অত্যাশ্চর্য্য-কৃপাশক্তির প্রভাবে আমাহেন অযোগ্যদ্বারা তোমার লীলাকথা বর্ণন করাইয়া লও—ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।"

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্বলম্বনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ১

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ২

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা মদনমোহনৌ ॥ ৩

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩

মধ্যলীলার এই সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলার বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৪

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

স্খলন্তী পাদাভ্যাং গতির্গমনং যস্য। সন্তঃ সাধবঃ কৃপাযষ্টিদানেন অবলম্বনং আশ্রয়ঃ সন্তু। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) স্বকৃপাযষ্টিদানেন (স্বীয় কৃপারূপ যষ্টি দান করিয়া) দুর্গমে (দুর্গম) পথি (পথে—শাস্ত্রপথে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) স্খলৎ-পাদগতেঃ (যাহার পদস্খলন হইতেছে, তাদৃশ) অন্ধস্য মে (অন্ধ আমার) অবলম্বনং (অবলম্বন) সন্তু (হউন)।

অনুবাদ। আমি একে অন্ধ (দৃষ্টিশক্তিহীন, অথবা শাস্ত্রজ্ঞানহীন), তাহাতে এই দুর্গম (শাস্ত্র) পথে পুনঃ পুনঃ আমার পদস্খলন হইতেছে, অতএব সাধুগণ কৃপাযষ্টি দান করিয়া আমার অবলম্বন হউন। ২

পথ যদি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গম হয় এবং তদুপরি তাহা যদি আবার পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে সে পথে চলা সহজ লোকের পক্ষেও কষ্টকর—অন্ধের কথা তো দূরে, তবে যদি যষ্টি হাতে থাকে, তাহা হইলে তাহা ভর করিয়া অন্ধব্যক্তি সেই দুর্গম পথেও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে, যষ্টিব্যতীত তাহা একেবারেই অসম্ভব, যেহেতু, পিচ্ছিল পথে পুনঃ পুনঃ তাহার পদস্খলন হইবে তাহাতে পড়িয়া গিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রচক্ষুহীন—যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাঁহার পক্ষে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দুর্বিতর্ক্য লীলার বর্ণনা করা অসম্ভব, কারণ, মহৎ-কৃপাব্যতীত সেই লীলার গূঢ় রহস্যে কাহারও প্রবেশাধিকার জন্মিতে পারে না, মহৎ-কৃপার সহায়তাব্যতীত সেই লীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তজ্জনিত অপরাধাদি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মহৎ-কৃপার বলে বলীয়ান হইয়া যদি কেহ সেই লীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সেই কৃপার অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির প্রভাবে শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইলেও তিনি অনায়াসে তাহা বর্ণন করিতে পারেন। তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্যসহকারে স্বীয় অসামর্থ্য খ্যাপন করিয়া গ্রন্থারম্ভে সাধু মহাপুরুষদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই শ্লোকে আবার সাধুদিগের কৃপা প্রার্থনা করার হেতু এই যে—ভগবৎ-কৃপা সাধুকৃপাসাপেক্ষ, সাধুমহাপুরুষের কৃপা হইলে ভক্তপরাধীন-ভগবানের কৃপা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

১-২। এই দুই পয়ারও নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্লো। ৩-৫। অন্বয়। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের যথাক্রমে ১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪। মধ্যলীলার এই—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরের ছয়-বৎসরের লীলার নাম মধ্যলীলা। এই ছয় বৎসরের লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবনাদি স্থানে

মধ্যলীলামধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন ॥ ৫
আমি জরাগ্রস্ত—নিকট জানিয়া মরণ ।
অন্ত্য কোনো কোনো লীলা করিযাছি বর্ণন ॥ ৬
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ৭
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ৮
শুনি শচী আনন্দিত, সর্ব্বভক্তগণ—।
সভে মেলি নীলাচলে করিলা গমন ॥ ৯
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সভে আসি ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা

যাতায়াতে এই ছয় বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে। **অন্ত্যলীলা**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার শেষ আঠার বৎসরের লীলার নাম অন্ত্য-লীলা। এই আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলে ছিলেন, অন্য কোথাও যান নাই।

৫। **মধ্যলীলা মধ্যে** ইত্যাদি—সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসরের লীলা-সূত্র-বর্ণনা-সময়ে অন্ত্য-লীলারও (শেষ আঠার বৎসরের লীলাসমূহের) সূত্রাকারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। (মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। **পূর্ব্বগ্রন্থে**—মধ্য লীলায়।

৬। মধ্য লীলার সূত্র বর্ণনা-সময়ে অন্ত্য-লীলার সূত্র-বর্ণনা কেন করিলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

আমি জরাগ্রস্ত ইত্যাদি—গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী যে সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কোন সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। পাছে সম্পূর্ণ-গ্রন্থ লেখার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই মধ্যলীলা-বর্ণনার সময়ে অন্ত্য-লীলা-সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন—উদ্দেশ্য এই যে যদিও অন্ত্য লীলা বিস্তৃতভাবে লিখিবার পূর্ব্বেই, মধ্য লীলা লিখিবার সময়েই তাঁহার দেহত্যাগ হয় তথাপি অন্ত্য লীলা সম্বন্ধে পাঠকগণ কিছু কিছু জানিতে পারিবেন।

৮-৯। **গৌড়ে বার্ত্তা**—প্রভু যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই সংবাদ স্বরূপগোস্বামী গৌড়দেশে পাঠাইলেন। **স্বরূপ-গোসাঞি**—স্বরূপ দামোদর। প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার কথা শুনিয়া শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণও সকলে আনন্দিত হইলেন।

সভে মেলি ইত্যাদি—ভক্তগণ সকলে একত্রিত হইয়া প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে গমন করিলেন। শচীমাতা নবদ্বীপেই ছিলেন তিনি নীলাচলে যান নাই। বৃদ্ধা শচীমাতার পক্ষে বহু দূরবর্ত্তী নীলাচলে পদব্রজে যাওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে একাকিনী শ্রীনবদ্বীপে ফেলিয়া তাঁহার পক্ষে নীলাচলে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। যে সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, পথের বর্ণনায় বা নীলাচলের বর্ণনায় তাঁহাদের সকলেরই উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শচীমাতার উল্লেখ নাই। শচীমাতা যদি নীলাচলে যাইতেন, তাহা হইলে পথিমধ্যস্থ কোনও ঘটনা উপলক্ষ্যে, অথবা শ্রীমন মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে শ্রীগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে অবশ্যই কোনও উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা নাই, বরং বিপরীত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া যাওয়ার সময়, প্রভু মাতার জন্য শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাঠাইতেন, মাতার চরণে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিতেন এবং তাঁহার অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা জানাইতেন।

১০। **কুলীন গ্রামী**—কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ। **খণ্ডবাসী**—শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ। **আচার্য্য শিবানন্দ-সনে**—শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য ও সেন-শিবানন্দের সঙ্গে। নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ এই দুইজনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য থাকিতেন শান্তিপুরে, আর সেন-শিবানন্দের বাসস্থান ছিল কাঁচরা-পাড়ায় (২৪ পরগণা জেলায়)। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে আসিলেন, আর কাঁচরা-পাড়ার নিকটবর্ত্তী ভক্তগণ সেন-শিবানন্দের নিকটে আসিলেন।

শিবানন্দ করে সব ঘাটি-সমাধান।
সভারে পালন করে—দেন বাসাস্থান॥ ১১

একটি কুক্কুর চলে শিবানন্দসনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১। **ঘাটি**—পথকর আদায়ের স্থান। সেই সময়ে গৌড় হইতে নীলাচলে যাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যে যাইতে হইলে পথে সকলকেই পথকর বাবতে কিছু অর্থ দিতে হইত। এই পথকর আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে কাছারী থাকিত; পথকর আদায়ের কাছারীকেই ঘাটি বলে। **করে ঘাটি সমাধান**—পথকরের টাকা দিতেন। **সভারে পালন করে**—সকলের আহারাদি যোগাইতেন এবং অপর যাহা কিছুর প্রয়োজন, সমস্ত যত্নসহকারে যোগাইতেন। **দেন বাসাস্থান**—রাত্রি যাপনের বা বিশ্রামাদির জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্তে এইরূপ পাঠান্তর আছে:—

"শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সভার পালন করি সুখে লৈয়া যান॥ সভার সর্ব্বকার্য্য করে দেন বাসাস্থান। শিবানন্দ জানেন উড়িয়া-পথের সন্ধান॥" **উড়িয়া-পথের**—উড়িষ্যায় (উড়িয়া) যাওয়ার পথের। নীলাচল উড়িষ্যা-দেশের অন্তর্গত। তাই "উড়িয়া-পথ" অর্থ—"নীলাচলে যাওয়ার পথ"।

বাঙ্গালাদেশের ভক্তগণ কেহই নীলাচলে যাওয়ার পথ চিনিতেন না; কেবল শিবানন্দই তাহা জানিতেন। তাই তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া নিতেন। আর ভক্তদের পথকরের পয়সা দেওয়া, আহারাদির সংস্থান করা, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা যোগাইয়া দেওয়া, রাত্রিযাপনের জন্য বা বিশ্রামাদির জন্য বাসস্থানের যোগাড় করিয়া দেওয়া ইত্যাদি সমস্তই শিবানন্দ-সেন করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কাহারও কোনও অসুবিধা হইত না—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। ভক্তদের কথা ত দূরে, একটি কুকুরকে পর্য্যন্ত তিনি কিরূপ যত্নের সহিত নীলাচলে লইয়া যাইতেছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে বর্ণিত হইতেছে।

১২। একবার একটী কুকুরও শিবানন্দের সঙ্গে নীলাচলে যাইবার জন্য চলিয়াছিল। এই কুকুরটী যে শিবানন্দের, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ পথিমধ্যেই এই কুকুরটী শিবানন্দের ও তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল এবং বরাবর তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়াছিল। গৌরগতপ্রাণ শিবানন্দ মনে করিলেন—গৌরচরণ-দর্শনের উদ্দেশ্যেই কুকুরটী তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছে, এই কুকুরের দেহে বুঝি কোনও গৌরভক্তই অবস্থিত, তাই তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত কুকুরকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং অন্য ভক্তদের যে ভাবে তিনি আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন এই কুকুরটীকেও সেই ভাবে আদর-যত্নের সহিত ভক্ষ্য—খাওয়ার জিনিস—দিতেন।

এই কুকুরের প্রসঙ্গটী অন্ত্য-লীলায় উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও ইহা অন্ত্য-লীলার ঘটনা নহে; ইহা মধ্যলীলার (অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালের) ঘটনা। একথা বলার হেতু এই—প্রথমতঃ, মধ্য-লীলার সূত্রবর্ণন-প্রসঙ্গেই কবিরাজ-গোস্বামী এই কুকুরের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। "বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত-আগমন। শিবানন্দসেন করে সভার পালন। শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান॥ পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥ ২।১।১২৯-৩১।" কবিরাজ-গোস্বামীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, যে বৎসর সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য কাশী-যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই কুকুরটীও শিবানন্দের সঙ্গে চলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্কে লিখিয়াছেন—মহাপ্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে কোনও এক বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটি কুকুর গিয়াছিল এবং এই কুকুরই প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল (১০।৩)। ভূমিকায় "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী"-প্রবন্ধে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১৪৩৫ শকেই কুকুরটি শিবানন্দসেনের সঙ্গে গিয়াছিল।

একদিন তবে এক নদীপার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চঢ়ায় নৌকাতে ॥ ১৩
কুক্কুর রহিল, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥ ১৪
একদিন শিবানন্দে ঘাটিআলে রাখিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ১৫
রাত্র্যে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত ?' সেবকে পুছিলে ॥ ১৬
'কুক্কুর ভাত নাহি পায়' শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা ॥ ১৭
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখীহঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ১৮
প্রভাতে উঠি চাহে কুক্কুর, কাহাঁ না পাইলা।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈলা ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং ইহা মধ্য লীলারই ঘটনা। কর্ণপূরের উক্তি হইতেও তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন, ইহা প্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বের ঘটনা, মথুরাগমন মধ্য লীলার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহার দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছেন, ইহা অন্ত্য লীলার ঘটনা। কুকুরের প্রসঙ্গ যদি মধ্য লীলার ঘটনাই হইবে, তাহা হইলে এই অন্ত্য-লীলার ঘটনার সঙ্গে তাহা উল্লিখিত হইল কেন? উত্তর এই—ভক্তদের নীলাচল যাত্রা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সভারে পালন করে—দেন বাসা স্থান ॥ ৩।১।১১ ॥" ইহার অব্যবহিত পরেই কুকুরটির প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে প্রভুর চরণ দর্শনার্থী অন্য ভক্তদের কথা তো দূরে, একটি কুকুরের সুখ সুবিধার জন্যও শিবানন্দের যে ব্যাকুলতার সীমা ছিল না—তাহাই দেখানো। শিবানন্দের পূর্ব্ব ব্যবহারের (কুকুর সম্বন্ধীয় ব্যবহারের) উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ উদারতার কথাই বলা হইয়াছে।

১৩। উড়িয়া-নাবিক—উড়িষ্যাদেশবাসী মাঝি। নৌকায় চড়িয়া নদী পার হওয়ার সময়ে মাঝি কুকুরটীকে নৌকায় তুলিতে সম্মত হইল না। তখন শিবানন্দ বেশী পয়সা দিয়া মাঝিকে সন্তুষ্ট করিয়া কুকুরটিকে নদী পার করাইয়া সঙ্গে নিলেন। ইহাই জীবে দয়ার একটী উদাহরণ। পরমকরুণ শিবানন্দ ইতর প্রাণিবোধে কুকুরটীকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া গেলেন না, কুকুরটীও সামান্য কুকুর নহে, পরে আমরা দেখিতে পাইব, এক কুকুরটী প্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্র, তাই বোধ হয় প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত প্রবল-উৎকণ্ঠাবশতঃই কুকুরটী গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিল। আর সেন শিবানন্দও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাই বোধ হয় তিনিও কুকুরটীর উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। এসব বিবেচনা না করিয়া, কুকুরটীকে শিবানন্দ-সেনের সঙ্গলিপ্সু একটী সাধারণ কুকুর মনে করিলেও এবং শিবানন্দ সেনকে সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ মনে না করিয়া পরম-ভাগবত জীব মনে করিলেও এই কুকুরটীর সম্বন্ধে সেন-শিবানন্দের আচরণ বৈষ্ণবমাত্রেরই শিক্ষার বিষয়। সাধারণভাবে শিবানন্দ হয়ত মনে করিলেন—"কুকুরটি যখন আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছে, তখন ইহাকে সঙ্গে করিয়া নিলে পতিত পাবন অবতার পরমদয়াল শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণদর্শন করিয়া কুকুরটী ধন্য হইতে পারিবে, তাহার জন্ম সার্থক করিতে পারিবে, উদ্ধার হইয়া যাইতে পারিবে—আর তাহাকে সংসারে আসিতে হইবে না। সুতরাং আদর-যত্ন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিবেচনা করিয়াই হয়তো শিবানন্দ কুকুরটীকে লইয়া গেলেন। ইহাই কুকুরটির প্রতি তাঁহার বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ করুণা। বাস্তবিক, বৈষ্ণবের নিকটে সকল প্রাণীই সমান—বৈষ্ণব সমদর্শী।

১৪। মাঝি কুকুরটিকে নদী পার করিতেছে না দেখিয়া শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন তিনি কুকুরটীর জন্য মাঝিকে দশপণ কড়ি দিলেন। অতিরিক্ত পয়সা পাইয়া মাঝি কুকুরটীকে পার করিয়া দিল।

১৫-১৯। ঘাটিআলে—ঘাটিস্থানের অধ্যক্ষ, যিনি ঘাটি (কর) আদায় করেন।

উৎকণ্ঠায় চলি সভে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥ ২০
সভা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সভা লঞা মহাপ্রভু করিলা ভোজন॥ ২১
পূর্ব্ববৎ সভারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে।
প্রভুঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে॥ ২২
আসিয়া দেখিল সভে—সেই ত কুক্কুরে।
প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥ ২৩
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন পেলাইয়া।
'কৃষ্ণ রাম হরি কহ' বোলেন হাসিয়া॥ ২৪
শস্য খায় কুক্কুর—'কৃষ্ণ' কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥ ২৫
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥ ২৬
আর দিন কেহো তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠকে গেল॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর একদিন পথ-কর-আদি আদায়ের জন্য ঘাটিয়াল শিবানন্দকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ নিকটবর্ত্তী একস্থানে আহারাদির বন্দোবস্ত করিবেন। সকলের আহারাদির পরে ঘাটির কাজ শেষ করিয়া অধিক রাত্রিতে শিবানন্দ তাঁহাদের নিকটে ফিরিয়া নিজে যখন আহার করিতে গেলেন, তখন কুকুরের খাওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, ভ্রমবশতঃ কুকুরের খাওয়া দেওয়া হয় নাই, শুনিয়া শিবানন্দের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল, আহার না করিয়াই তিনি উঠিয়া আসিলেন, কুকুরটীর খোঁজ করিয়া দেখিলেন, কুকুর বাসায় নাই। তখন কুকুরের খোঁজ করার জন্য দশজন লোক চারিদিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কোথাও কুকুরকে পাওয়া গেল না, সকলে ফিরিয়া আসিলেন। শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তিনি সেই রাত্রি উপবাস করিলেন। তাঁহার আশ্রিত একটী জীব অনাহারে রহিল, তিনি কিরূপে আহার করিবেন? যাহা হউক, প্রাতঃকালে আবার কুকুরের অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু পাওয়া গেল না, তাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কুকুরটী গেল কোথায়? যাহা হউক, পরে সকলেই নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। যে দিন তাঁহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তার পরের দিন প্রাতঃকালে বাসা হইতে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেই কুকুরটি প্রভুর নিকটে একটু দূরে বসিয়া আছে, প্রভু তাহাকে প্রসাদী নারিকেলের টুকরা দিতেছেন, আর "কৃষ্ণ রাম হরি কহ" বলিয়া হাসিতেছেন। ভাগ্যবান্ কুকুর প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত নারিকেল প্রসাদ খাইতেছে, আর বার বার "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতেছে; দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত। শিবানন্দসেন কুকুরটিকে দণ্ডবৎ করিয়া—পথে তাঁহার সেবক কুকুরটাকে আহার না দেওয়ায় নিজের যে অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য কুকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর একদিন জানা গেল, কুকুরটী সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব-সঙ্গের ইহাই মাহাত্ম্য। মানুষের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের সঙ্গের প্রভাবে কুকুরও ভগবৎ-কৃপালাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারে।

২০। **উৎকণ্ঠায়**—মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা-বশতঃ।

পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত।

২৪। **শস্য**—নারিকেলের শাঁস।

২৫। **কৃষ্ণ কহে**—কুকুরটী বার বার "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতেছে। ইহা অলৌকিক হইলেও অবিশ্বাস্য নহে। জীব কর্ম্মফল-অনুসারে রজস্তমঃ-প্রধান কুকুরাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণের-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। এই কুকুরটিরও সেই অবস্থাই। কিন্তু সেন-শিবানন্দাদি বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-প্রভাবে—বিশেষতঃ সেন-শিবানন্দের চিত্তে কুকুরটির মঙ্গলের ইচ্ছা উদিত হওয়ায়, তাহার মঙ্গলের উদয় হইয়াছে। তজ্জন্যই কুকুরটী স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছে। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ কখনও অপূর্ণ রাখেন না;

ঐছে দিব্যলীলা করে সচীর নন্দন।
কুকুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন ॥ ২৮
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন ॥ ২৯
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক তথাই লেখিল ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর চরণ দর্শন করাইয়া কুকুরটীর উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত শিবানন্দের ইচ্ছা হইয়াছিল—তাই ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর কুকুরটীকে কৃপা করিলেন—অদ্ভুত-উপায়ে বৈষ্ণব-বৃন্দের সঙ্গ ছাড়াইয়াও একাকী-কুকুরটিকে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার কৃপার সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকট করিলেন। বৈষ্ণবের কৃপায় এবং প্রভুর চরণ দর্শনের ফলে কুকুরের প্রারব্ধের খণ্ডন হইয়াছে, কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণের যোগ্যতা আসিয়াছে। তার উপর, সত্যসঙ্কল্প সত্যবাক্ পরম-দয়াল প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিয়াছেন—তাঁহার আদেশেই, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ-নাম ভাগ্যবান্ কুকুরের জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অসম্ভব-ব্যাপার নহে। ২।১৭।২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। এথা—এই দিকে। গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল-গমন উপলক্ষ্য করিয়া সেন-শিবানন্দের কুকুরের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন-পূর্ব্বক এখন শ্রীরূপ-গোস্বামীর কথা বলিতেছেন। প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভক্তি-শাস্ত্রাদি প্রণয়নের নিমিত্ত তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসিলেন। বৃন্দাবনে আসার পরে নাটকাকারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল।

নাটক—গদ্য-পদ্য প্রাকৃত ভাষাময় গ্রন্থ-বিশেষ। লীলা-বিশেষের অভিনয়াত্মক গ্রন্থকে নাটক বলে, ইহাতে মূল লীলার নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য-পরিকর দির আকারে সাজিয়া নাট্যকারগণ লীলাটির অভিনয় করিয়া দর্শকের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন। মূল লীলায় নায়ক নায়িকাদি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন বা কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, এই অভিনয়েও নাট্যকারগণ তদ্রূপ করিয়া থাকেন; তাহাতে সহৃদয় দর্শকগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের সাক্ষাতেই যেন লীলাটি প্রকটিত হইয়াছে। যাত্রা ও নাটকে প্রভেদ এই যে, যাত্রাতে বর্ণনীয় বিষয়টি কেবল গানে ব্যক্ত হয়, আর নাটকে, মূল লীলাটি যেমন যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমন তেমন ভাবে কথাবার্ত্তায় প্রকাশ করা হয়; নাটকে গান যে থাকে না, তাহা নহে, তবে বর্ণনীয় বিষয়টী সাধারণতঃ গানে প্রকাশিত হয় না, কথাবার্ত্তাতেই প্রকাশিত হয়; গান আনুষঙ্গিক অঙ্গ।

নাটক করিতে—নাটক-গ্রন্থ লিখিতে।

৩০। বৃন্দাবনে ইত্যাদি—শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনেই কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতেই নাটকের মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী-শ্লোক লিখিলেন। তাহার পরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা অনুপম গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন।

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশনাদির এবং সাফল্যাদির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবাদির স্মরণ-বন্দনাদিকে মঙ্গলাচরণ বলে। মঙ্গলাচরণ তিন রকমের—বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার। আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখকে বস্তু-নির্দ্দেশ বলে; এই বস্তু-নির্দ্দেশের সঙ্গে ইষ্ট-বন্দনাদিও থাকে। দ্বিজাদির বা ইষ্টবস্তুর মঙ্গলময় বচনকে আশীর্ব্বাদ, আর ইষ্টদেবাদির বন্দনাদিকে নমস্কার বলে।

নান্দী—মঙ্গলাচরণ ও নান্দী প্রায় একই। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তু-নির্দ্দেশ ইহাদের যে কোনও একটি যুক্ত মঙ্গলাচরণকে নান্দী বলে। আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা—ইতি নাটকচন্দ্রিকা। যাহা হইতে দেব-দ্বিজ-নৃপাদির আশীর্ব্বচন-সংযুক্ত স্তুতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে নান্দী বলে। আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।

পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লেখিতে ॥ ৩১
এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা ॥ ৩২
রূপগোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৩
অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণপাশ আইল, লাগি না পাইল ॥ ৩৪
উড়িয়াদেশে 'সত্যভামাপুর' নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেইগ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ ৩৫
রাত্রে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি—॥ ৩৬
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হইবে বিচক্ষণ ॥" ৩৭
স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ করিল বিচার—।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেবদ্বিজ নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সা স্মৃতা। ইতি অমরটীকায় ভারত। ইহাতে দেবতাদি আনন্দিত হয়েন বলিয়া ইহাকে নান্দী বলে। নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্নান্দী প্রকীর্ত্তিতা।

মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক—যে শ্লোকে মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী লিখিত হইয়াছে। **তথাই**—বৃন্দাবনেই।

৩১। পথে চলি ইত্যাদি—বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার পথে চলিতে চলিতে, নাটকে কি কি বিষয় কি কি কৌশলে লিখিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কড়চা করিয়া ইত্যাদি—চিন্তা করিতে করিতে যাহা মনঃপূত হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। যে বহিতে স্মরণীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে টুকিয়া রাখা হয়, তাহাকে কড়চা বলে।

৩২। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম। শ্রীঅনুপমের অপর নাম বল্লভ, ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—গৌড়দেশে আসিলে পর অনুপম গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

৩৩। প্রভুপাশ—গৌড় হইতে শ্রীরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনের আশায় নীলাচলে গেলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপকে দশদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বৃন্দাবনে যান। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে একমাস মাত্র ছিলেন (২।২৫।১৬০), তাহার পরেই কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমকে লইয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসেন; পরে কাশী হইয়া গৌড়ে আসেন। গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়, শ্রীরূপ গৌড় হইতে নীলাচলে আসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী প্রথম রথযাত্রার সময়েই শ্রীরূপ নীলাচলে ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

৩৪। অনুপম লাগি—অনুপমের দেহত্যাগ হওয়ায় নীলাচলে যাত্রা করিতে শ্রীরূপের কিছু বিলম্ব হইল।

ভক্তগণ পাশ ইত্যাদি—গৌড়ের ভক্তগণও ঐ সময়ে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন, শ্রীরূপের ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গেই যাইবেন কিন্তু অনুপমের জন্য কিছু বিলম্ব হওয়ায়, শ্রীরূপ আসিয়া দেখিলেন যে, ভক্তগণ চলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি একাকীই রওয়ানা হইলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ভক্তগণ পাশ" স্থলে "ভক্তগণের পিছে" পাঠ আছে।

৩৫-৩৭। "উড়িয়া দেশে" হইতে "হইবে বিচক্ষণ" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। শ্রীরূপ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া উৎকলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎকলে সত্যভামাপুর-নামে একটী গ্রাম আছে, শ্রীরূপ সেই গ্রামে একরাত্রি বিশ্রাম করিলেন। সেইস্থানে তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, একজন অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যবতী রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃপাবশতঃ আদেশ করিতেছেন—"শ্রীরূপ! আমার নাটক পৃথক্‌ভাবে রচনা কর। আমার কৃপাতে তোমার নাটক অতি সুন্দর হইবে।"

ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ ৩৯

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দিব্যরূপা নারী—অলৌকিক-রূপবতী (বা অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যবতী) রমণী ইনিই শ্রীসত্যভামা, কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে দর্শন দিয়া উপদেশ দিলেন। **আজ্ঞা**—আদেশ; এই আদেশটী পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। **বহু কৃপা করি**—নাটক রচনা সম্বন্ধে হিতোপদেশ এবং নাটকের সফলতা সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদই তাঁহার কৃপার পরিচায়ক। ৩৭শ পয়ার শ্রীসত্যভামার আদেশ। **আমার**—শ্রীসত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী। শ্রীসত্যভামার কৃপাতেই শ্রীরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন, এই দিব্যরূপা নারী সত্যভামাপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীসত্যভামা। **আমার নাটক**—আমি (সত্যভামা) যে নাটকের নায়িকা। অর্থাৎ দ্বারকা-লীলাসম্বন্ধীয় নাটক। ব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে এক গ্রন্থে না লিখিয়া পৃথক্‌ভাবে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে লিখিবার জন্য আদেশ দিলেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলা, এখানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত। আর দ্বারকায় মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা, এখানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত নহে, সম্যক্‌রূপে মাধুর্য্যমণ্ডিতও নহে, ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য আছে। দুইধামে দুইভাবের লীলা বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাটক করিবার আদেশ করিলেন। এই হিতোপদেশই শ্রীরূপের প্রতি শ্রীসত্যভামার কৃপার পরিচায়ক।

বিচক্ষণ—উত্তম সকলের চিত্তাকর্ষক এবং আস্বাদ্য। নাটকের সফলতাসম্বন্ধে এই আশীর্ব্বাদই শ্রীসত্যভামার কৃপার দ্বিতীয় নিদর্শন।

৩৯। ব্রজপুর-লীলা—ব্রজলীলা ও পুরলীলা (দ্বারকালীলা)।

ব্রজ-লীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে একই গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্যই শ্রীরূপ প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীসত্যভামার কৃপাদেশ পাইয়া দুই ধামের লীলা দুইটী পৃথক্ গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

৪০। ভাবিতে ভাবিতে—নাটকের বর্ণনীয় বিষয় এবং লিখিবার কৌশল-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে। **উত্তরিলা**—উপস্থিত হইলেন। **হরিদাস-বাসাস্থানে**—শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের বাসায়। কাশীমিশ্রের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটী নির্জ্জন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরের জন্য বাসা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানটী আজকাল সিদ্ধবকুল-তলা বলিয়া পরিচিত।

প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীরূপ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও বরাবর প্রভুর বাসায় না যাইয়া হরিদাসের বাসায় আসিলেন কেন? শ্রীরূপ পরমভাগবত হইলেও এবং উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হইলেও বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্যের পরাকাষ্ঠাবশতঃ তিনি নিজেকে নিতান্ত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য মনে করিতেন বহুকাল যবনের চাকুরী করায় তিনি নিজেকে অস্পৃশ্য যবন বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ইহা তাঁহার শুষ্ক মৌখিক দৈন্য ছিল না—ভক্তির কৃপায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই এইরূপ দীন-ভাব উত্থিত হইত। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ॥ ২।২৩।১৪ ॥" এইরূপ দৈন্যবশতঃ তিনি জগন্নাথের মন্দিরে তো যাইতেনই না, মন্দিরের নিকটবর্ত্তী রাস্তায়ও চলাফেরা করিতেন না—কারণ, ঐ রাস্তায় জগন্নাথের সেবকগণ চলাফেরা করেন, পাছে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সেবকগণ অপবিত্র হন। এইরূপ দৈন্যবশতঃই বোধ হয়, শ্রীরূপ প্রভুর বাসাস্থান কাশীমিশ্রের বাড়ীতে না যাইয়া হরিদাসের বাসায় আসিলেন। আরও একটী কথা। বলবতী উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও প্রভুর দর্শন পাইতে হইলে, প্রভুর কৃপা পাইতে হইলে, প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের কৃপার প্রয়োজন। তাই বোধ হয় শ্রীরূপ সর্ব্বাগ্রে প্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীহরিদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যখন রামকেলিতে প্রভুর চরণ-দর্শনে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসের চরণেই গিয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈল— ।
তুমি যে আসিবে, মোরে প্রভুহো কহিল ॥ ৪১
উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে ।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥ ৪২
"রূপ 'দণ্ডবৎ' করে"—হরিদাস কহিলা ।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৩
হরিদাস লঞা তিনে বসিলা একস্থানে ।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণে ॥ ৪৪
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল ।
রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৪৫
আমি গঙ্গাপথে আইলা তেঁহো রাজপথে ।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪১। শ্রীহরিদাসঠাকুর শ্রীরূপকে জানাইলেন—"তুমি যে আজ এখানে আসিবে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাহা আমাকে বলিয়াছেন।" প্রভু অন্তর্য্যামী বলিয়াই শ্রীরূপের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ আছে :—"প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন। হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন॥" তাঁর—শ্রীরূপের।

৪২। **উপলভোগ**—শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালের ভোগ-বিশেষ।

প্রত্যহ প্রাতঃকালেই উপলভোগ দর্শন করার পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দেওয়ার জন্য কৃপা করিয়া হরিদাসের বাসায় আসেন। এই দিনও শ্রীরূপের আগমনের কিঞ্চিৎ পরেই প্রভু তাহা জানিয়া হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

৪৩। প্রভুর দর্শন মাত্রেই শ্রীরূপ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হরিদাসও প্রভুকে বলিলেন—প্রভু! শ্রীরূপ তোমাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।

মুখ না দেখিলে আমরা সাধারণতঃ লোক চিনিতে পারি না। প্রভুর উপস্থিতি-মাত্রেই শ্রীরূপ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন ; প্রণামকালে মুখ নীচে থাকে বলিয়া দেখা যায় না। তাই প্রণত ব্যক্তিকে চিনিবার অসুবিধা হয়। ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় হরিদাস বলিলেন—প্রভু শ্রীরূপ তোমাকে দণ্ডবৎ করেন। হরিদাস-ঠাকুর না বলিলেও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতেন, তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা খ্যাপনের নিমিত্তই বোধ হয় তিনি ইহা বলিলেন। অথবা এই উক্তিতে শ্রীরূপের প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের কৃপারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—প্রভু, শ্রীরূপ তোমায় দণ্ডবৎ করিতেছেন, তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার কর।

হরিদাসে মিলি—হরিদাসের দণ্ডবৎ নমস্কারের পরে প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, বোধ হয় প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস-ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই সর্বত্যাগী এবং ভজন-পরায়ণ। মুসলমান-রাজের কঠোর অত্যাচারেও তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভজন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব-নিষ্ঠা এবং ভজন-পরায়ণতার মর্য্যাদা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু আগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্যও জীবশিক্ষা।

৪৪। **তিনে**—তিন জনে, প্রভু, হরিদাস ও রূপ। **কুশল প্রশ্ন**—প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। **ইষ্ট-গোষ্ঠী**—কৃষ্ণ-কথা।

৪৫। **সনাতন-বার্ত্তা**—সনাতন-গোস্বামীর সংবাদ। **গোসাঞি**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু। **রূপ কহে**—শ্রীরূপ বলিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিলেন যে, সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। দেখা না হওয়ার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৬। এই পয়ার শ্রীরূপের উক্তি। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গাতীরের পথে। **তেঁহো**—সনাতন। **রাজপথে**—প্রসিদ্ধ রাস্তায়। এই রাস্তা গঙ্গার তীর দিয়া যায় নাই। ২।২৫।১৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগে শুনিল—তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥ ৪৭
তাঁরে তাহাঁ বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গের ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৪৮
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সভায় কৃপা ত করিয়া ॥ ৪৯
সভার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৫০
অদ্বৈত-নিত্যানন্দপ্রভু এই দুই জনে।
প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫১
তোমাদোঁহার কৃপাতে ইহাঁর হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৭। **প্রয়াগে** ইত্যাদি—শ্রীরূপ বলিলেন, "আমি গঙ্গাতীর দিয়া আসিয়াছি, আর সনাতন প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া গিয়াছেন; তাই আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। প্রয়াগে আসিয়াই শুনিলাম, তিনি রাজপথ ধরিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন।"

অনুপমের ইত্যাদি—গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে অনুপমের দেহ-ত্যাগের কথাও শ্রীরূপ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন।

৪৮। **তাঁকে**—শ্রীরূপকে। **তাঁহা**—শ্রীহরিদাসের বাসায়। শ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকার জন্যই প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন। তারপর প্রভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। **গোঁসাঞির সঙ্গের** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণও ইহার পরে শ্রীরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

৪৯। **আর দিন**—আর এক দিন। সম্ভবতঃ শ্রীরূপ যাওয়ার পরের দিন। **রূপে মিলাইলা সভায়—** সকলের সঙ্গে রূপের সাক্ষাৎ করাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত ভক্তকে লইয়া শ্রীরূপের বাসায় আসিলেন এবং সকলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইলেন।

কৃপা ত করিয়া—শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিয়া। বৈষ্ণব-দর্শন করাইলেন এবং বৈষ্ণবগণের চরণ-বন্দনের সুযোগ দিলেন, এই এক কৃপা। আর, শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রভু নিজে অনুরোধ করিলেন, ইহা আর এক কৃপা।

৫০। শ্রীরূপ সকলকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং সকলে কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন।

৫১। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমরা উভয়ে কায়মনে শ্রীরূপকে কৃপা কর।" আহা! শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কত করুণা! **কৃপা কর কায়মনে**—সর্ব্বতোভাবে কৃপা কর। **কায়**—শরীর, দেহ। **কৃপা কর কায়মনে**— কায়দ্বারা ও মনের দ্বারা কৃপা কর। কায় অর্থ দেহ বা শরীর। চরণের দ্বারা মস্তক স্পর্শ, মস্তকে করস্পর্শ, কিম্বা দেহে করস্পর্শ বা আলিঙ্গনাদিদ্বারা আশীর্ব্বাদ করায় কায়িকী কৃপা, এবং মঙ্গলেচ্ছাদ্বারা মানসিকী কৃপা প্রকাশ পায়।

৫২। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমরা উভয়ে শ্রীরূপকে কৃপা কর, তোমাদের কৃপাতে শ্রীরূপ এমন শক্তি লাভ করিবে, যাতে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব, প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারে!" প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার জন্য শ্রীরূপকে আদেশ করিয়াছিলেন; যাহাতে ঐ সমস্ত গ্রন্থ সুচারুরূপে লিখিতে পারেন, তজ্জন্য কৃপা-শক্তি-সঞ্চারের নিমিত্ত প্রভু এখন শ্রীনিতাই ও শ্রীসীতানাথকে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিতে বলিলেন। ভঙ্গীতে প্রভুও আবার শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিলেন। শ্রীরূপ তত্ত্ব-বিচারের শক্তি লাভ করুক ইহা প্রভুর একান্ত ইচ্ছা; এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তত্ত্ব-প্রকাশিকা শক্তি নিশ্চয়ই শ্রীরূপে প্রকট হইবে। ২।১৯।১৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সভার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৩
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পায়ে—দেন দুইজনে ৫৪
ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহাসনে করি কথোক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৫৫
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ৫৬
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন ॥ ৫৭
প্রসাদ খান 'হরি' বোলেন সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের উল্লাসিত মন ॥ ৫৮
গোবিন্দদ্বারায় প্রভুর শেষপ্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥ ৫৯
আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিবরিতে—বর্ণনা করিতে। কোন কোন গ্রন্থে "বিবেচিতে" পাঠ আছে। বিবেচিতে—বিবেচনা (বিচার) করিতে। **কৃষ্ণরস-ভক্তি**—কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব।

৫৩। **গৌড়িয়া**—গৌড়দেশীয়, বঙ্গদেশীয়।

উড়িয়া—উড়িষ্যা-দেশীয়, উৎকল-দেশীয়, নীলাচলবাসী।

মহাপ্রভুর যত ভক্ত নীলাচলে ছিলেন, শ্রীরূপ তাঁহাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র হইলেন। যাঁহার প্রতি স্বয়ং প্রভুর এত কৃপা, প্রভু যাঁহার জন্য অন্য বৈষ্ণবদের কৃপা ভিক্ষা করেন, তাঁহার প্রতি কার না স্নেহ ও কৃপা হয়?

৫৪। প্রত্যেক দিনই প্রভু আসিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইষ্টগোষ্ঠী করেন। জগন্নাথমন্দিরে গেলে জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে যে মহাপ্রসাদ দেন, প্রভু কৃপা করিয়া তাহা আনিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসকে দেন।

দুই জনে—দুই জনকে, শ্রীরূপকে ও শ্রীহরিদাসকে।

৫৫। **মধ্যাহ্ন করিতে**—মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে, মধ্যাহ্ন-স্নানাদি ও আহার করিতে।

৫৭। **ভক্তলঞা** ইত্যাদি—গৌড়িয়া ও উড়িয়া ভক্তদের লইয়া রথের পূর্ব্বের দিন প্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিলেন। ২।১২।৭০, ৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আইটোটা—একটী উদ্যানের (বাগানের) নাম। উড়িয়া ভাষায় যুঁই ফুলের বাগানকে আই-টোটা বলে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের পরে ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রভু আইটোটা নামক (যুঁইফুলের) বাগানে আসিয়া বন্য ভোজন করিলেন। **টোটা**—বাগান।

৫৮। ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন, আর "হরি হরি ধ্বনি করিতেছেন ইহা দেখিয়া শ্রীরূপের ও শ্রীহরিদাসের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

প্রসাদ খান—প্রসাদ খাইতেছেন।

৫৯। শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস দৈন্যবশতঃ নিজেদিগকে অত্যন্ত হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করিতেন বলিয়া আহারাদির সময় অন্য ভক্তদের সঙ্গে বসিতেন না, দূরে থাকিতেন। সকলের-আহার হইয়া গেলে তাঁহারা প্রভুর অবশেষ পাইতেন। এই বন্য ভোজনের সময়েও তাঁহারা ঐরূপ দূরে থাকিয়া প্রভুর ও ভক্তদের ভোজন-লীলা দর্শন করিতেছিলেন। সকলের আহার হইয়া গেলে, প্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রভুর অবশেষ আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। প্রভুর অবশেষ পাইয়া তাঁহারা আনন্দে ও প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দদ্বারা—প্রভুর সেবক গোবিন্দের দ্বারা। **শেষ প্রসাদ**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

৬০। **আর দিন**—অন্য একদিন। **রূপে মিলিয়া বসিলা**—শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইয়া (শ্রীরূপের বাসস্থানে প্রভু আসিলেন, শ্রীরূপের দণ্ডবৎ ও প্রভুর আলিঙ্গনাদির পরে প্রভু সেইস্থানে) বসিলেন। **সর্ব্বজ্ঞ-**

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজহৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে॥" ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শিরোমণি—যিনি সব বিষয় জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। শিরোমণি অর্থ মথার মণি, যদ্দ্বারা মস্তকের শোভা বৃদ্ধি হয়, শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি অর্থ, যেখানে যত সর্ব্বজ্ঞ আছেন, তাঁদের সকলের শিরোমণি তুল্য, সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সকলের সর্ব্বজ্ঞতা, যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাঁর কৃপাতেই অন্যান্যের সর্ব্বজ্ঞতা, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি" বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপ ব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে একই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া নাটক লিখিতেছিলেন, শ্রীরূপ অবশ্য প্রভুকে ইহা বলেন নাই। না বলিলেও প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই তিনি শ্রীরূপকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। প্রভুর উপদেশ পরবর্ত্তী পয়ারে লিখিত আছে।

৬১। নাটক-সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই:— 'কৃষ্ণকে ব্রজ হৈতে বাহির করিও না, ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কভু কোনও স্থানে যায়েন না।" কৃষ্ণ যে ব্রজ ছাড়িয়া কোনও সময়ে অন্য কোথাও যান না, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত "কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ ইত্যাদি যামল-বচন পরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই যামল-বচনটী শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন উপলক্ষ্যে তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা না জানিলে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে একটু অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা বিচার করিতে যাইয়া শ্রীরূপগোস্বামিপাদ একটী মত-ভেদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের আদিব্যূহ যে বাসুদেব, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার প্রারম্ভে মথুরায় কংস কারাগারে বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন, আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সঙ্গে গোকুলে যশোদা-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। কেচিদ্ ভাগবতাং প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ব্যূহং প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেঽপ্যানকদুন্দুভেঃ। গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥ —ল ভা ৪৫৪॥ এই মতানুসারে, যিনি বসুদেব-গৃহে দেবকী-গর্ভে প্রকটিত হইলেন তিনি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নহেন তিনি নারায়ণের আদ্যব্যূহ বাসুদেব। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে এই মতাবলম্বীরা যামল বচনটী প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি॥'

এই শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:— যদুসম্ভূতঃ (বসুদেব-নন্দনঃ) অন্যঃ (কৃষ্ণাৎ অন্যঃ ন কৃষ্ণঃ) (যতঃ—যেহেতু) অতঃ (বসুদেবনন্দনতঃ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যঃ অস্তি, সঃ কৃষ্ণঃ। সঃ (কৃষ্ণঃ) বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য কচিৎ নৈব গচ্ছতি। অর্থাৎ যদুবংশজাত বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু। যেহেতু যেই কৃষ্ণ বসুদেব-নন্দন হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যান না। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও যান না, তখন মথুরায় কংস-কারাগারে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং মথুরায় দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কাজেই, যিনি দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ নহেন তিনি অন্যস্বরূপ—আদ্যব্যূহ বাসুদেব।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, উক্ত মতটী সমীচীন নহে যিনি বসুদেব-গৃহে প্রকট হইলেন তিনিও কৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, আদ্যব্যূহ বাসুদেব নহেন। গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন:—মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ (পরব্যোমাধিপতি) যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া * * * আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয়ে প্রকট হয়েন। "যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলা-পুরুষোত্তমঃ। আবিরভূবুরত্র * * * হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥ ল. ভা. ৪৪২।" বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলেন;—"যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এখন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণই যদি বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত যামল-বচনটীর সার্থকতা থাকে কোথায়? যামল যে বলেন—যদুসম্ভূতঃ অন্যঃ?—উত্তর :—যামল-বচন মিথ্যা নহে, তবে ইহার যে যথাশ্রুত অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা ইহার প্রকৃত অর্থ নহে। ইহার অর্থ এইরূপ :—যদুসম্ভূতঃ (বসুদেবনন্দনঃ) অন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যপ্রকাশঃ)। যদুনন্দন ও নন্দনন্দন, বিভিন্নস্বরূপ নহেন, একই স্বরূপ, তবে একই স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র উভয়ে একই বিগ্রহ, কেবল ভাব ও আবেশের পার্থক্য॥—"সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥ ২।২০।১৪৩॥" যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া পরিচিত, তিনিও ব্রজেন্দ্র-নন্দনই। ভাব ও আবেশের পার্থক্যবশতঃ তাঁহাকে প্রকাশে বলা হয় মাত্র। "বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ। দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥ যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রাভব প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম বৈভব বিলাস। ২।২০।১৪৬-৪৭॥" চতুর্ভুজ হইলেও তিনি "কৃষ্ণরূপতা" ত্যাগ করেন না, "কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। ল ভা কৃ ১৯॥" টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন, চতুর্ভুজ অবস্থায়ও তিনি "যশোদাস্তনন্ধয়স্বত্বভাবং ন তজ্যেৎ—যশোদা-নন্দনত্ব সভাব ত্যাগ করেন না।'

এইরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শাস্ত্র-বচনের অর্থ সঙ্গতি থাকে না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, -"নন্দ-নন্দন ও যদু-নন্দন একই স্বরূপ, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু যামল বলেন যে কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি। তবে তিনি কিরূপে ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় যাইয়া বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হইলেন? উত্তর এই :—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া যে কোথায়ও যান না, এই উক্তি তাঁহার অপ্রকট লীলা-সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, প্রকটলীলা-সম্বন্ধে নহে। উজ্জ্বল-নীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-প্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় লিখিত আছে, "ব্রজভূমের্যেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকৈঃ সহৈবৈব ন দৃশ্যন্তে ··· তেষু ·মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি। মথুরায়া অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতলীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমাবিতি গমো ব্রজভূমেঃ প্রকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনং আগমো দ্বারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরং আগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং নত্বপ্রকটলীলায়াম।' ইহার সারমর্ম্ম এই—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরা-গমন-লীলা নাই, যেহেতু, মথুরা যামোচিত-লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সপরিকরে অপ্রকট মথুরায় নিত্যই বিরাজিত আছেন। প্রকটলীলায় ব্রজ হইতে মথুরায় গমন, তথা হইতে দ্বারকায় গমন এবং দন্তবক্র বধের পরে দ্বারকা হইতে ব্রজে পুনরাগমন আছে। এই গমনাগমন অপ্রকট প্রকাশে আবার নাই। লঘুভাগবতামৃতের উক্তিও এইরূপ, "অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম। যো বাসুদেবো দ্বিভুজ প্রথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥ তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ। দ্বারাবত্যাং তথা যাতি তাং লীলাপ্রকাশকঃ। কৃষ্ণামৃত। ৪৬৪। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরীতে (মথুরায়) যাইয়া স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব গোপন করিয়া বসুদেব-পুত্রত্ব প্রকাশ করিলেন। মথুরা-লীলা শেষ করিয়া দ্বারকায় লীলা প্রকটনের জন্য দ্বারকায় গেলেন। তারপর দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পুনরায় ব্রজে আসিয়াছিলেন লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণের বচনে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, কৃষ্ণোঽপি তং (দন্তবক্রং) হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান প্রণম্যা-শ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান সর্ব্বান সন্তর্পয়ামাস। ল. ভা. ক। ৪৮২॥" মর্ম্মার্থ—শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রবধের পরে যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে আসিলেন—এবং উৎকণ্ঠিত মাতাপিতাকে এবং গোপবৃদ্ধগণকে অভিবাদনাদি করিলেন এবং বস্ত্রা-লঙ্কারাদি দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন।' এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরাদি স্থানে গিয়াছেন। যদি প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন না-ই থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অক্রূরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আনয়ন, তৎসঙ্গে নন্দমহারাজের মথুরায় গমন, তাঁহার বিরহে ব্রজপরিকরদের দুঃখসহ-যন্ত্রণা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রজপরিকরদের সান্ত্বনার্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধবের ব্রজে প্রেরণ, তদুপলক্ষ্যে শ্রীরাধিকার ভ্রমরগীতোক্ত দিব্যোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে গমনাদি সমস্তই যে মিথ্যা হইয়া পড়ে। দ্বারকানাথ বা মথুরানাথ যদি গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনই না হইবেন, তবে তাঁহার জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনৈকপ্রাণা গোপীগণের—বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার—এত বিরহ-দুঃখ কেন? তৎপ্রেরিত দূত উদ্ধবের সান্নিধ্যে তাঁহাদেরই মনোগতভাবের এত উদগীরণই বা কেন? তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রজগোপীরা কুরুক্ষেত্রেই বা যাইবেন কেন? ব্রজেন্দ্রনন্দনব্যতীত অন্য স্বরূপের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজদেবীদিগের এইরূপ আচরণ কল্পনা করিলেও তাঁহাদের ভাবে ও প্রেমে দোষেরই আরোপ করা হয় মাত্র।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যামল-বচনে প্রকট-অপ্রকট-সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। তবে, উহা যে অপ্রকট প্রকাশের কথা, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? উত্তর:—যামল-বচনে প্রকট অপ্রকট-শব্দগুলি না থাকিলেও শ্লোকের তাৎপর্য্যেই ইহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না—যামল একথা বলেন নাই, তাহাই যদি বলার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে "কচিৎ নৈব গচ্ছতি (কোনও সময়ে যায়েনই না)" একথা না লিখিয়া "কচিৎ এব (অপি) ন গচ্ছতি (কোনও সময়েই যায়েন না)" একথাই লিখিতেন।

'কচিৎ নৈব গচ্ছতি" লেখায় বুঝা যায়, "কচিৎ ন গচ্ছতি এব—কোন সময়ে যানই না" আবার কচিৎ গচ্ছতি এব—কোন সময়ে যান-ই"। কখন যায়েন, আর কখন যায়েন না? শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকটলীলায় ব্রজ হইতে মথুরাদিতে গিয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কথা। ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন সুতরাং অপ্রকট লীলাতেই ব্রজ ছাড়িয়া যায়েন না, ইহা বুঝিতে হইবে। ইহাই "কচিৎ"-প্রত্যয়ের তাৎপর্য্য। (টী প দ্র)

'ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে"—এই পয়ারার্দ্ধের "কভু শব্দের অর্থও ঐ "কচিৎ" এর মত। "কভুও" যদি বলিতেন, তাহা হইলে "কখনও যায়েন না—প্রকটেও না অপ্রকটেও না" এই অর্থ বুঝাইত। শুধু "কভু" বলাতে বুঝাইতেছে যে, 'কোন সময়ে (প্রকট-প্রকাশ-কালে) ব্রজ ছাড়িয়া যান, আবার কোন সময়ে (অপ্রকট-প্রকাশ কালে) ব্রজ ছাড়িয়া যায়েন না।"

প্রকট-ব্রজলীলার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি-ধামে গমনের প্রয়োজন দেখা যায়। রস আস্বাদনই ব্রজলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্ভোগ-রসের পুষ্টির নিমিত্ত বিরহের প্রয়োজন কারণ বিরহ (বিপ্রলম্ভ) ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। এই বিরহ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, বিরহ-জনিত যন্ত্রণা এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বলবতী হইবে, সুতরাং মিলন-জনিত আনন্দও ততই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় হইবে। সম্ভোগের অসমোর্দ্ধ আনন্দ-চমৎকারিতা একমাত্র সমৃদ্ধিমান সম্ভোগেই সম্ভব আবার—সুদূর-প্রবাসব্যতীতও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয় না। মথুরাদিধামে গমনের দ্বারাই সুদূর প্রবাস সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সম্ভব হইয়াছে। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের রস-আস্বাদন সঙ্কল্পই প্রকট লীলায় মথুরাদি গমনের একটী মুখ্য হেতু।

কৃষ্ণকে বাহির ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন, "তোমার নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিও না। যে ঘটনার উপলক্ষ্যে কৃষ্ণকে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয়, এমন কোনও ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা করিও না। ব্রজলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকে ব্রজলীলাব্যতীত অন্য কোনও লীলার বর্ণনা করিও না। উহা ব্রজলীলাতেই আরম্ভ করিবে আর ব্রজলীলাতেই শেষ করিবে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ—প্রকট-লীলায় ব্রজ ছাড়িয়া মথুরাদিতে যায়েন বটে, কিন্তু অপ্রকটলীলায়—ব্রজ ছাড়িয়া কোথাও যান না।"

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর এই আদেশের উদ্দেশ্য কি? আদেশটীর কথা শুনিলে দুইটী হেতু মনে উদিত হইতে পারে। প্রথমতঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী বোধ হয় তাঁহার নাটকে অপ্রকট-লীলাই বর্ণনা করিতেছিলেন এবং তাহার মধ্যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঘটনা-স্রোতে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরাদি ধামে নিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "অপ্রকট-লীলায় ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কোথাও যায়েন না, সুতরাং তোমার বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে না।" এই হেতুবাদটী সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে করিলে বুঝা যায়, অপ্রকট-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া কোথাও যায়েন না, ইহা শ্রীরূপ জানিতেন না। পণ্ডিতকুলকেশরী শ্রীরূপের সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতার অনুমান দূষণীয়।

দ্বিতীয়তঃ—"শ্রীরূপ গোস্বামী হয়ত প্রকট-লীলাই বর্ণনা করিতেছিলেন; এবং প্রকট-লীলায় ব্রজ হইতে দ্বারকাদি স্থানে গমন আছে বলিয়া ব্রজলীলা ও পুরলীলা এক সঙ্গেই বর্ণনা করিতেছিলেন (পরবর্ত্তী এক পয়ার হইতেও ইহা অনুমিত হয়)। ইহা জানিয়া ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক করার নিমিত্ত প্রভু আদেশ করিলেন।"—এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয়।

কিন্তু শ্রীরূপ যদি প্রকট-লীলার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতো অশাস্ত্রীয় হইত না। এমতাবস্থায় প্রভু ব্রজ-লীলার স্বতন্ত্র গ্রন্থ করিবার আদেশ দিলেন কেন?

সাধকভক্তদের প্রতি করুণাই বোধ হয় প্রভুর এই আদেশের প্রবর্ত্তক; পরবর্ত্তী (গ) দ্রষ্টব্য। বিশেষতঃ শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভু প্রকট ব্রজলীলারসই আস্বাদন করিয়াছেন।

ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক লিখিবার নিমিত্ত প্রভুর আদেশের উদ্দেশ্য এইরূপ হইতে পারে:—

(ক) ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে বর্ণিত হইলে (অর্থাৎ ব্রজলীলায় আরম্ভ করিয়া পুরলীলায় নাটক-খানা শেষ করিলে,) উহা কেবল প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় নাটক হইত; অপ্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় হইত না। ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক্ পৃথক্ নাটকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইলে, গ্রন্থ দুইখানি প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলা-সম্বন্ধেই প্রয়োজিত হইতে পারে।

(খ) উভয় লীলা একই গ্রন্থে বর্ণিত হইলে উহা কেবল প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইত বটে, কিন্তু অবিশেষজ্ঞ পাঠক উহাকে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ লীলার (অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার) গ্রন্থ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত।

(গ) সাধক স্মরণাঙ্গ-সাধনে কেবল প্রকট ব্রজলীলারই স্মরণ-মনন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলাদি সাধকের নিত্য স্মরণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। স্মরণে প্রবিষ্ট অনুরাগী ভক্তের পক্ষে মথুরা-গমনাদি বরং হৃদয়-বিদারক ঘটনা-রূপেই অনুভূত হয়। তাই সাধক ভক্তের নিরাবিল আনন্দ-বিধানের উদ্দেশ্যেই হয়তো ভক্তবৎসল পরমকরুণ প্রভু ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক-রচনার আদেশ করিলেন।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্বের ও কৃষ্ণত্বের বিকাশের এবং লীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রীতে ব্রজ-লীলা অপেক্ষা পুরলীলার অপকর্ষ এবং পুরলীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার উৎকর্ষ, শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে বর্ণনা করিতে হইলে, ব্রজলীলায় আরম্ভ করিয়া পুরলীলায় তাহা শেষ করিতে হইত; অর্থাৎ লীলা-রসের উৎকর্ষাবস্থায় আরম্ভ করিয়া অপকর্ষাবস্থায় শেষ করিতে হইত—ইহা নাটকের আস্বাদনের পক্ষে সমীচীন হইত না; "মধুরেণ সমাপয়েৎ"-বিধিই সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

(ঙ) শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার পুরলীলা-সম্বন্ধীয় (ললিতমাধব) নাটকে গত দ্বাপরের পুরলীলা বর্ণনা করেন নাই; অন্য এক কল্পের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই কল্পে, নানা ঘটনার ভিতর দিয়া স্বয়ং চন্দ্রাবলীই রুক্মিণীরূপে, স্বয়ং শ্রীরাধাই সত্যভামারূপে, ষোলহাজার গোপসুন্দরীই ষোলহাজার মহিষীরূপে দ্বারকা-লীলার পরিকর হইয়াছিলেন। এই পুর-লীলাটী যদি ব্রজ-লীলার সঙ্গে একই নাটকে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক, ইহাকে প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় নাটক বুঝিতে পারিলেও হয়ত মনে করিত যে, প্রত্যেক প্রকট-লীলাতেই বুঝি স্বয়ং

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে
(৫।৪৬১) যামলবচনম্—
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা—॥ ৬২
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা।
জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা ॥ ৬৩

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

যদুসম্ভূতঃ যদুবংশজাতঃ কৃষ্ণঃ বসুদেবনন্দনঃ অন্যঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য অন্যঃ প্রকাশঃ. "কচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশঃ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ॥" ইতি বচন ,। যঃ পূর্ণঃ স্বয়ংরূপঃ স অতঃ প্রকাশরূপতঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ মূলরূপত্বাদিত্যর্থঃ। সঃ স্বয়ংরূপঃ গোপেন্দ্রনন্দনঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য কচিৎ কস্মিন্‌কালে অপ্রকট-প্রকাশে ইত্যর্থঃ নৈব গচ্ছতি, প্রকটপ্রকাশে গচ্ছতি এব, অন্যথা যদুসম্ভূতস্য স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ অন্যত্বেন নায়কভেদাৎ প্রকটলীলাকালে তদর্থে পতিব্রতাশিরোমণীনাং শ্রীরাধিকাদীনাং বিরহাসঙ্গতিঃ, সমৃদ্ধিমৎ-সম্ভোগস্য অনুপপত্তিশ্চ—তাদৃশ-সম্ভোগস্য সুদূরপ্রবাসানন্তরং মিলনেনৈব ভাবিত্বাৎ তত্রাপি একস্যৈব নায়কস্যৈবৌচিত্যাৎ, অন্যথা বহুনায়কনিষ্ঠত্বাৎ রসাভাসাপত্তিঃ। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাধিকা সত্যভামা, স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণী ইত্যাদি হইয়া দ্বারকা-লীলা করিয়া থাকেন। প্রভুর আদেশে এইরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে। (টী. প. দ্র)

শ্লো। ৬। অন্বয়। যদুসম্ভূতঃ (যদুবংশে আবির্ভূত) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব) অন্যঃ (অন্যপ্রকাশ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই এক ভিন্ন স্বরূপ), যঃ (যিনি) পূর্ণঃ (পূর্ণতম স্বরূপ —স্বয়ংরূপ), সঃ (তিনি) অতঃ (ইঁহা হইতে—এই বাসুদেব-স্বরূপ হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ—স্বয়ংরূপ বলিয়া), সঃ (তিনি -সেই স্বয়ংরূপ) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবনকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) কচিৎ (কোনও সময়ে—অপ্রকট-লীলাকালে) ন গচ্ছতি এব (যায়েন না)।

অনুবাদ। যদুসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের) অন্য-প্রকাশ যিনি (স্বয়ংরূপ বলিয়া) পূর্ণ (পূর্ণতম স্বরূপ), তিনি ইঁহা অপেক্ষা (অন্যপ্রকাশ বাসুদেব অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ, তিনি কোনও সময়ে (অপ্রকট লীলাকালে) বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যায়েনই না (আবার কোনও সময়ে যায়েন—যেমন প্রকটলীলা-কালে)। ৬

এই শ্লোকের উল্লেখে জানান হইল —ব্রজলীলা ও পুরলীলা একসঙ্গে বর্ণনা করিলে অবিশেষজ্ঞ পাঠক মনে করিতে পারে যে, সকল সময়েই প্রকট এবং অপ্রকট, এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে পুরে গমন করেন।

পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উক্ত শ্লোকের "যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ"-স্থলে কোনও গ্রন্থে "যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ" পাঠান্তর আছে।

৬২। বিস্ময় হইলা—প্রভুর আদেশ শুনিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ পর-পয়ারে উক্ত আছে।

৬৩। শ্রীরূপের বিস্ময়ের কারণ এই :—সত্যভামাপুরে স্বপ্নযোগে সত্যভামা আজ্ঞা করিলেন—"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।" আবার এস্থলে প্রভু আদেশ করিলেন, ব্রজলীলার পৃথক্ নাটক লিখিবার নিমিত্ত। পুর-মহিষী সত্যভামা আদেশ করিলেন, পুরলীলার পৃথক্ নাটক করিতে এবং বৃন্দাবনেশ্বরী-শ্রীরাধার ভাব-বিভাবিতচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, ব্রজলীলার পৃথক্ নাটক করিতে। দুই ধামের দুই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীই তো তাঁহাদের লীলা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনায় আদেশ করিতেছেন। শ্রীরূপ যে দুই লীলা একত্র বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা প্রভু

পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই নাটক করি এবে করিয়া ঘটনা॥ ৬৪
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা॥ ৬৫

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন দেখিল॥ ৬৬
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিরূপে জানিলেন, ইহা এক বিস্ময়ের হেতু এবং প্রভুর আদেশও সত্যভামারই আদেশেরই অনুরূপ, সুতরাং প্রভু বোধ হয় সত্যভামার আদেশের কথা জানেন, কিন্তু কিরূপে জানেন—ইহা আর এক বিস্ময়ের হেতু।

৬৪। **দুই নাটক করি** ইত্যাদি—"দুই ভাগ করি এবে করির ঘটনা"—এরূপ পাঠান্তরও আছে। শ্রীরূপ এখন, ব্রজলীলার ঘটনা একভাগে এবং পুর-লীলার ঘটনা একভাগে সন্নিবেশিত করিয়া দুইটি নাটক লিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাই মঙ্গলাচরণ, নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি সমস্তই দুইটি নাটকের জন্য দুই ভাগে লিখিতে হইবে।

৬৫। **দুই নান্দী**—দুই নাটকের জন্য দুইটি নান্দী-শ্লোক লিখিলেন। নান্দীর অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **প্রস্তাবনা**—দুই নাটকের জন্য দুইটি প্রস্তাবনা। আরম্ভকে প্রস্তাবনা বলে। এই প্রস্তাবনায়, যে বিষয়ে অভিনয় হইবে স্থূলভাবে তাহার উল্লেখ করা হয়। সূত্রধারের সহিত নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের কৌশলপূর্ণ বিচিত্র-বাক্যময় কথোপকথনেই অভিনয়ের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। এই কথোপকথনটি তাহাদের নিজের কার্য্য সম্বন্ধ হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে, ক্রমশঃ কৌশলক্রমে অভিনয়ের বিষয়টিও তাহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে কথোপকথনে নাটকের বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়, তাহাকে প্রস্তাবনা বলে। প্রস্তাবনার অপর একটী নাম আমুখ। "নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥ চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥—সাহিত্যদর্পণ ৬।২৮৭॥ **দুই সংঘটনা**—দুই নাটকের জন্য দুইটী সামঞ্জস্যময় ঘটনা সন্নিবেশ। কোন ঘটনার সহিত কোন ঘটনার কি ভাবে সংযোগ করিলে, নাটকের বর্ণনীয় ভাব, রস ও চরিত্রের সম্যক্ অভিব্যক্তি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কার্য্যকে সংঘটনা বলে ইংরাজী ভাষায় প্লট ইহাকেই আমাদের সংঘটনা। **পৃথক্ করিয়া লেখে**—শ্রীরূপ-গোস্বামী চিন্তা করিয়া করিয়া দুই নাটকের জন্য দুইটি নান্দী দুইটি প্রস্তাবনা ও দুইটি সংঘটনা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। পরবর্ত্তী ৩।১।৮০ ৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাটক-রচনার ইতিহাস-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এক্ষণে শ্রীরূপগোস্বামি-সম্বন্ধে অন্য কথা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলিতেছেন।

৬৬। শ্রীরূপগোস্বামী রথযাত্রা সময়ে রথোপরি জগন্নাথ দর্শন করিলেন (তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া দর্শন করিতেন না)। ঐ সময়ে রথের সম্মুখভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করেন, তাহাও শ্রীরূপ দর্শন করিলেন।

রথ অগ্রে-রথের সম্মুখে।

৬৭। **প্রভুর নৃত্য-শ্লোক**—রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিবার সময় প্রভু যে-শ্লোকটি ('যঃ কৌমার-হরঃ'-ইত্যাদি শ্লোকটী) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রথের সম্মুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, *তিনি যেন শ্রীরাধা। আর শ্রীজগন্নাথ যেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের যেন কুরুক্ষেত্রে মিলন হইয়াছে, হাতী, ঘোড়া, রথ আদিই কুরুক্ষেত্রে স্মৃতির উদ্দীপক হইয়াছে। যাহা হউক, এই কুরুক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত* হইলেও যেন শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছে না, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে মিলনের নিমিত্তই যেন তাঁহার বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুর মনে এই ভাবটি উদিত হওয়ায় তিনি এই ভাব-প্রকাশক

পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ-কথন॥ ৬৮
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পঢ়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পঢ়ে ? ইহা কেহো নাহি জানে॥ ৬৯
সবে একা স্বরূপগোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করায় আস্বাদনে॥ ৭০
রূপগোসাঞি—মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল—প্রভুরে যে ভায়॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন। একমাত্র স্বরূপদামোদরব্যতীত প্রভুর গণের মধ্যে অপর কেহই প্রভুর মনের গোপনীয় ভাব জানিতে পারিতেন না ; সুতরাং কখন কি উদ্দেশ্যে প্রভু কোন কথা বলিতেন, তাহাও স্বরূপব্যতীত অপর কেহই প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। এক্ষণে রথাগ্রে কেন যে প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, তাহাও স্বরূপ-দামোদরব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশক একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। **সেই শ্লোকের**—"যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকের। **অর্থ-শ্লোক**—তাৎপর্য্য-প্রকাশক শ্লোক ; "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকেই প্রভুর উচ্চারিত শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

তথাই—সেই স্থানেই, রথের সম্মুখেই। প্রভুর মুখে শ্লোক শুনামাত্রই শ্রীরূপগোস্বামী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন তখনই মনে মনে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশক "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। পরে বাসায় আসিয়া তাহা তালপাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

৬৮। **পূর্ব্বে**—মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এই শ্লোকসম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে।

৬৯। **সামান্য এক শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি যে শ্লোকটি প্রভু উচ্চারণ করিলেন, তাহা কাব্য-প্রকাশ-নামক গ্রন্থের একটী সামান্য শ্লোক মাত্র, ইহা নিজ সখীর প্রতি কোনও নায়িকার মনোভাব-প্রকাশিকা উক্তিমাত্র। এই শ্লোকটীকে সামান্য বলিবার হেতু বোধ হয় এই যে, ইহা কোনও অপ্রাকৃত-রস-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের শ্লোক নহে ; ইহা রসিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা বা অপর কোনও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীর উক্তিও নহে, ইহা জনৈকা প্রাকৃতা নায়িকার উক্তি মাত্র। তবে এই নায়িকার মনের ভাব—যাহা শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার মনের ভাবের কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ভাবের সম্যক্ উদ্দীপনে প্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন।

কেনে শ্লোক পঢ়ে—কি উদ্দেশ্যে বা কোন্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এই শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

৭০। **সবে একা** ইত্যাদি—একমাত্র স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কোন্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু ঐ শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিয়া প্রভুকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

স্বরূপ-গোস্বামীর পক্ষে প্রভুর মনের গোপনীয় ভাব অবগত হওয়ার হেতু এই যে, স্বরূপ-গোস্বামী ব্রজ-লীলায় শ্রীললিতা-সখী, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু তো রাধা-ভাবেই আবিষ্ট। শ্রীরাধিকার মনের কোনও ভাবই অন্তরঙ্গা-সখী শ্রীললিতার অজ্ঞাত নাই ; শ্রীরাধার মনে যখন যে ভাব উদিত হয়, শ্রীললিতা তখনই তাহা জানিতে পারেন।

শ্লোকানুরূপ-পদ—শ্লোকে যে ভাবটী ব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভাবের কীর্ত্তনের পদ। **করায় আস্বাদনে**—স্বরূপ পদ-কীর্ত্তন করেন, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাহা আস্বাদন করেন।

৭১। **রূপ-গোসাঞি** ইত্যাদি—শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর মুখে ঐ শ্লোকটী শুনিয়া, প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর বুঝিতে পারার হেতু এই যে, প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপে শক্তি-

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—
সাহিত্যদর্পণে (১।১০) পদ্যাবল্যাম (৩৮৬)—
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭
তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)
শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৮

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র-স্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা ॥ ৭২
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালের উপর শ্লোক পাঞা লাগিলা পঢ়িতে ॥ ৭৩
শ্লোক পঢ়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেইকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা ॥ ৭৪
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা—॥ ৭৫
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে ?।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি প্রভুর মনের ভাব সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন। বোধ হয়, আরও একটী গূঢ় হেতুও আছে। তাহা এই:—শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীরূপ মঞ্জরী—সেবা পরায়ণা-কিঙ্করীদিগের যূথেশ্বরী, সুতরাং তিনি ইঙ্গিত-মাত্রেই কিম্বা দৃষ্টিমাত্রেই যুগল কিশোরের মনের ভাব সমস্ত বুঝিতে পারেন, তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে যুগল-কিশোরের অন্তরঙ্গ-সেবার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামীর পক্ষে রাধাভাব বিভাবিত-চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের মনের ভাব অবগত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

প্রভুরে যে ভায়—যে অর্থ প্রভুর অত্যন্ত প্রীতিপদ। এই পয়ারের পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটী প্রভুর উচ্চারিত "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক। আর দ্বিতীয়টি তাহার অর্থসূচক শ্রীরূপ-গোস্বামিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭২। শ্রীরূপগোস্বামী "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী একটি তালপাতায় লিখিয়া তাঁহার বাসাঘরের চালের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরূপ সমুদ্র-স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন। প্রভু হঠাৎ দেখিলেন, চালের মধ্যে একটী তালপাতা গোঁজা রহিয়াছে। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা লইয়া দেখিলেন, তাহাতে একটি শ্লোক লিখিত রহিয়াছে শ্লোকটি প্রভু পড়িলেন, পড়িয়া পরমানন্দে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এমন সময় সমুদ্র-স্নান করিয়া শ্রীরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন. শ্রীরূপ অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর দর্শনমাত্রেই দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? প্রভু অঙ্গনে আসিয়া শ্রীরূপকে ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে যেন উতলা হইয়া শ্রীরূপকে এক চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন "তুই কিরূপে আমার হৃদয়ের গূঢ় ভাব জানিলি?" ইহা বলিয়াই প্রভু স্নেহাবেগে শ্রীরূপকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

৭৫। চাপড় মারি—ইহা স্নেহের চাপড়, ক্রোধের চাপড় নহে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, আমাদের পরম স্নেহ-ভাজন কোনও ব্যক্তি যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের অত্যন্ত আনন্দজনক কোনও কাজ করিয়া থাকে, আমরা আনন্দে উতলা হইয়া তাহাকে স্নেহভরে কিল বা চাপড় দিয়া থাকি, তার পরই হয়তো দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকি। ইহা স্নেহ ও আনন্দের যুগপৎ-দৈহিক-অভিব্যক্তিমাত্র।

৭৬। গূঢ় মোর হৃদয়—আমার হৃদয়ের ভাব, যাহা অত্যন্ত গোপনীয়, যাহা আমি কাহাকেও বলি নাই।

সেই শ্লোক প্রভু লঞা স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা-লাগি তাঁহারে পুছিল—॥ ৭৭
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ ৭৮
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ—করি অনুমান॥ ৭৯
প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥ ৮০
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তুঞি জানিলি কেমনে—তুচ্ছার্থে এবং অত্যন্ত স্নেহার্থেও "তুমি" স্থলে "তুঞি" বা "তুই" শব্দ ব্যবহৃত হয়। এস্থলে পরম-স্নেহভরেই প্রভু শ্রীরূপকে "তুই" বলিলেন।

শ্রীরূপের শ্লোক পড়িয়া প্রভুর চিত্তে যে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং শ্রীরূপের প্রতি স্নেহের যে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে শ্রীরূপের প্রতি সমস্ত লৌকিক-মর্য্যাদার জ্ঞান প্রভুর নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। যেখানে মর্য্যাদার জ্ঞান বিদ্যমান, সেখানে স্নেহের অবাধ স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। যেখানে স্নেহের উদ্দামতা, সেখানে মর্য্যাদামূলক গৌরব-বুদ্ধির লেশমাত্রও থাকিতে পারে না; তাইতো স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ব্রজের রাখালগণ "হারে রে রে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আনন্দ পাইতেন, শ্রীকৃষ্ণও ঐ "হারে রে রে" শুনিয়া একেবারে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন।

৭৭। **স্বরূপে দেখাইল**—শ্রীরূপ-লিখিত শ্লোকটী প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে দেখাইলেন। ইহাও শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর স্নেহ ও কৃপার পরিচায়ক। আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট সন্তান যদি কোনও একটী অতি মনোরম বস্তু প্রস্তুত করে, তাহা হইলে আমরা তাহা আমাদের প্রিয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি এবং তদ্দারা স্নেহ-ভাজন সন্তানটীকেও আনন্দ দান করিয়া থাকি। **স্বরূপের পরীক্ষা-লাগি**—এই শ্লোকটী যেন স্বরূপ পরীক্ষা করেন, এই উদ্দেশ্যে স্বরূপকে তাহা দেখাইলেন। **অথবা**—স্বরূপের পরীক্ষা লাগি—কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শ্রীরূপ প্রভুর মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা স্বরূপ-দামোদর বলিতে পারেন কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীরূপ আমার অন্তর বার্ত্তা কিরূপে জানিল?"

৭৮-৭৯। **অন্তর-বার্ত্তা**—মনের কথা। **রূপ**—শ্রীরূপ। **জানি কৃপা** ইত্যাদি—স্বরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি প্রভুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ। তোমার কৃপাব্যতীত, তোমার উচ্চারিত শ্লোক শুনিয়া, কেহই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারে না। শ্রীরূপ যখন তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই বুঝা যায় যে, তুমি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছ।"

৮০। **ইঁহো**—শ্রীরূপ। **কৈল উপদেশ**—সর্ব্ববিধ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। **রসের বিশেষ**—রসতত্ত্ব, রসের বৈচিত্রী-আদি। স্বরূপের উত্তর শুনিয়া প্রভু খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"স্বরূপ, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা ঠিকই। আমি যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসি, তখন প্রয়াগে-থাকা-কালে এই শ্রীরূপ আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। যোগ্যপাত্র দেখিয়া, ইঁহার প্রতি আমার দয়া হইল; ইঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ইঁহাকে আমি ভক্তি-তত্ত্বাদিসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছি। স্বরূপ, তুমিও ইঁহাকে রস-তত্ত্বাদিসম্বন্ধে উপদেশ দিও।" **যোগ্য পাত্র**—রস-তত্ত্বের বিচারে এবং উপলব্ধি-বিষয়ে যোগ্যপাত্র।

৮১। **শক্তি-সঞ্চারি**—শক্তি-সঞ্চার না করিলে উপদেশ দিলেও গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তাই শক্তি-সঞ্চার করিয়া তারপর উপদেশ দিলেন।

তুমিহ কহিও ইত্যাদি—প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন—"শ্রীরূপ, তুমিও শ্রীরূপকে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা জানাইও।" স্বরূপ-দামোদর ছিলেন রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; তাই কেহ কোনও নূতন

স্বরূপ কহে—যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা—তবহিঁ জানিল ॥ ৮২

তথাহি ন্যায়ঃ—
ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লোক বা গ্রন্থ লিখিয়া প্রভুকে দেখাইতে আনিলে সর্ব্বাগ্রে স্বরূপ-দামোদর তাহা পরীক্ষা করিতেন, যদি দেখিতেন যে, কোথাও রসদোষ বা সিদ্ধান্ত বিরোধাদি নাই, তাহা হইলেই তিনি তাহা প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত করিতেন।

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর যে কত কৃপা এবং জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রভুর যে কত উৎকণ্ঠা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রভু নিজে প্রয়াগে শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাতেও যেন প্রভুর তৃপ্তি হইতেছিল না, তাই তিনি নীলাচলে স্বয়ং প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে শ্রীরূপের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে কৃপা করার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে এবং বিশেষ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দকে ও শ্রীমদদ্বৈতকে অনুরোধ করিলেন—তাঁহারা যেন "কায়মনে" শ্রীরূপকে কৃপা করেন, শ্রীরূপ "যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি ॥ ৩।১।৪৯-৫২ ॥" আবার স্বরূপ-দামোদরকেও বলিলেন, রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে যে বিশেষত্ব আছে, তিনি যেন তৎসমস্ত শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ উৎকণ্ঠাময়ী কৃপার প্রকাশ শ্রীসনাতনব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। রসতত্ত্ব-প্রচার বিষয়ে শ্রীরূপ বাস্তবিকই গৌর-কৃপার মূর্ত্ত বিগ্রহ। রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীরূপ যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে গৌর-কৃপা স্ফুরিত—সুতরাং শ্রীগৌরের অনুমোদিত—তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

পরবর্ত্তী পয়ারসমূহ হইতে জানা যাইবে—মহারসজ্ঞ মহাকবি স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত প্রভু শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়ের আলোচনা ও আস্বাদন করিয়াছেন। তখনও অবশ্য নাটক-দ্বয়ের কোনওটীই পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৬৫ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায় নীলাচলে অবস্থান-কালেই শ্রীরূপ উভয় নাটকের প্রস্তাবনা ও সংঘটনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সংঘটনাই (অর্থাৎ ঘটনা-সন্নিবেশের পরিকল্পনাই) নাটকের মেরুদণ্ড-সদৃশ, এই সংঘটনার রূপায়িত কলেবরই পূর্ণাঙ্গ নাটক, উপসংহারের পরিকল্পনাও সংঘটনায় থাকে, উপসংহারব্যতীত সংঘটনা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। রসজ্ঞ-ভক্ত-কবিদ্বয়ের সঙ্গে রসিক-শেখর প্রভু নাটকদ্বয়ের কয়েকটী শ্লোকের আলোচনার স্বাভাবিক অঙ্গরূপে শ্রীরূপের প্রস্তাবনা এবং সংঘটনারও যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যায়। সুতরাং শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের পরিণত রূপ যে তাঁহাদের অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই স্বাভাবিক অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, শ্রীরূপ যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-স্বকীয়াত্বেই তাঁহার ললিতমাধব নাটকের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহাও যে প্রভুর এবং রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না (ভূমিকায় "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ ললিত-মাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবাহেই, অর্থাৎ পরম স্বকীয়াত্বেই, নাটকের পর্য্যবসান। নাটকের প্রথম অঙ্কের বিংশ-শ্লোকেই (অর্থাৎ নাটকের প্রারম্ভেই)—"নটতা কিরাতরাজম্" ইত্যাদি শ্লোকেই—গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী এই বিবাহের ইঙ্গিত দিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৩।১।৪৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), এবং রায় রামানন্দাদির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু যে এই শ্লোকটিরও আস্বাদন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ললিত-মাধব-নাটকের পরম-স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসান যে প্রভুর অনুমোদিত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

৮২। প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপ বলিলেন—"যখনই আমি শ্রীরূপের লিখিত শ্লোকটি দেখিয়াছি, তখনই বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রভু, তুমি ইঁহাকে কৃপা করিয়াছ। কারণ, ফলের দ্বারাই ফলের কারণের পরিচয় পাওয়া যায়।" **তবহিঁ**—তখনই।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয় অতি সহজ।

তথাহি নৈষধীয়ে (৩।১৭)—

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নানামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ১০ ॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কার্য্যং নিদানাৎ কারণাৎ গুণান অধীতে প্রাপ্নোতি কারণং গুণমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। ফলের (কার্য্যের) দ্বারাই ফলের (কার্য্যের) কারণ অনুমিত হয়। ৯

শ্লো। ১০। অন্বয়। স্বর্গাপগা হেম মৃণালিনীনাং (স্বর্গ-নদীস্থ স্বর্ণ কমলিনীর) নানামৃণাল গ্রভুজঃ (নানামৃণালের অগ্রভাগভোজনকারী) [বয়ম] (আমরা) অন্নানুরূপাম (ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ) তনুরূপঋদ্ধি (দেহরূপ সম্পত্তিকে) ভজামঃ (লাভ করিয়াছি) [যতঃ] (যেহেতু) কার্য্যং (কার্য্য) হি (নিশ্চিতই) নিদানাৎ (কারণ হইতে) গুণান (গুণসমূহ) অধীতে (লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। দময়ন্তীর প্রতি হংসগণ বলিল—আমরা স্বর্গনদীস্থ স্বর্ণকমলিনীর নানামৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া ভোজ্যবস্তুর অনুরূপ শরীররূপ সম্পত্তিকে (শরীর ও সৌন্দর্য্য) লাভ করিয়াছি। যেহেতু কারণ হইতেই কার্য্য গুণ লাভ করিয়া থাকে। ১০

স্বর্গাপগা-হেম মৃণালিনীনাম্—স্বর্গস্থিত যে অপগা (নদী) তাহাতে অবস্থিত হেম (স্বর্ণ) মৃণালিনী কমলিনী পদ্ম) সমূহের **নানামৃণালাগ্রভুজঃ**—বহুমৃণালের (পদ্মের ডাঁটার) অগ্রভাগ ভোজন করে যাহারা তাদৃশ আমরা (হংসগণ) **অন্নানুরূপাম্**—অন্নের (ভক্ষ্যবস্তুর—যাহা খাওয়া যায়, তাহার অনুরূপ **তনুরূপ-ঋদ্ধিম্**—তনু (দেহ) রূপ ঋদ্ধি (সম্পত্তি) অথবা তনু (দেহ) এবং রূপ (সৌন্দর্য্য) রূপ ঋদ্ধি (সম্পত্তি) ভজামঃ (প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছি)। ইহার হেতু এই যে, **নিদানাৎ হি**—কারণ হইতেই **কার্য্যং**—কার্য্য **গুণান্ অধীতে** গুণসমূহ প্রাপ্ত হয়। কারণে যে গুণ বর্ত্তমান থাকে কার্য্যেও সে গুণ সঞ্চারিত হয়।

এক সময়ে মহারাজ-নলের নিকটে স্বর্গ হইতে একটি পরম রমণীয় হংস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তখনও নলের বিবাহ হয় নাই। পরে এই হংসটি আপনা হইতেই কুমারী দময়ন্তীর নিকটে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল। দময়ন্তী হংসের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্যের হেতু জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হংস যাহা বলিয়াছিল, তাহাই উক্তশ্লোকে কথিত হইয়াছে। হংসের দেহের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের হেতু ছিল যে—ঐ হংস স্বর্গস্থিত নদীতে উৎপন্ন স্বর্ণকমলের মৃণাল ভোজন করিত, একে তো কমলের মৃণাল তাহাতে আবার স্বর্ণকমল, তাতেও আবার সেই কমলের উৎপত্তি স্বর্গে—স্বর্গস্থ নদীতে, সুতরাং ঐরূপ মৃণাল যে পরম সুন্দর হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, এই মৃণাল ভক্ষণ করিয়া যে দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যে অতি রমণীয় হইবে, তাহাও সুনিশ্চিত, যেহেতু, কারণের গুণ কার্য্যে সঞ্চারিত হয়।

কারণের গুণ যে কার্য্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই ৮২ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণরূপে উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। হংসের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়া যেমন স্বর্গ-নদীস্থ স্বর্ণপদ্মের মৃণালই তাহার মূলকারণ বলিয়া অনুমান করা যায়, তদ্রূপ গাম্ভীর্য্য-বারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনের নিগূঢ়ভাব শ্রীরূপগোস্বামী যে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপাই ইহার মূল কারণ।

৮৩। চাতুর্ম্মাস্য—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে।

একদিন রূপ করে নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥ ৮৪
সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা। ৮৫
'কাঁহা পুথি লিখ ?' বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল॥ ৮৬
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥ ৮৭
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥ ৮৮

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৩৩)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তাণ্ডবং নাট্যং তৎকুর্ব্বতী নটীবেত্যর্থঃ। তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন তুণ্ডেন তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যেতে তর্হি সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়তে ইতিভাবঃ। কর্ণক্রোড়ে কড়ম্বিনী অঙ্কুরবতী জাতমাত্রাঙ্কুরেত্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারম্। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চাতুর্ম্মাস্যের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচল হইতে দেশে চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু কোথাও গেলেন না, তিনি প্রভুর চরণে শরণ লইয়া নীলাচলেই রহিলেন।

৮৫। **দোঁহে**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস।

৮৬। **কাঁহা পুথি লিখি**—কি পুঁথি (গ্রন্থ) লিখিতেছ। **পুঁথি**—পুস্তক গ্রন্থ।

৮৭। **অক্ষরের স্তুতি**—শ্রীরূপের হাতের অক্ষর খুব সুন্দর দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

৮৮। **সেই পত্রে**—যেই পত্রটী প্রভু হাতে লইয়াছিলেন। **এক শ্লোক**—প্রভু যে পাতাটী হাতে লইয়া দেখিয়াছিলেন, সেই পাতাটীতে শ্লোক লিখিত ছিল। এই শ্লোকটি পড়িতেই প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইয়া গেলেন নিম্নলিখিত 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' শ্লোকটীই ঐ পাতায় লিখিত ছিল।

শ্রীরূপ তখন বিদগ্ধমাধব (ব্রজলীলা) নাটক লিখিতেছিলেন। এই—তুণ্ডে তাণ্ডবিনী শ্লোকটীও বিদগ্ধ-মাধব নাটকের জন্যই শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন।

শ্লোক। ১১। অন্বয়। কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী (কৃ ও ষ্ণ এই বর্ণদ্বয়) কিয়দ্ভিঃ (কত পরিমাণ বা কিরূপ) অমৃতৈঃ (অমৃতদ্বারা) জনিতা (রচিত হইয়াছে) [ইত্যহং] (ইহা আমি) ন জানে (জানি না) [যতঃ] (যেহেতু) তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (নৃত্যকারিণী) [সতী] (হইলে) তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে (তুণ্ডাবলী—বহু মুখ—প্রাপ্তির নিমিত্ত) রতিং (রতি—তীব্রবাসনা) বিতনুতে (বিস্তার করিয়া থাকে), কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী (কর্ণমধ্যে অঙ্কুরিতা) [সতী] (হইলেও) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত) স্পৃহাং (বাসনা) ঘটয়তে (জন্মাইয়া দেয়) চেতঃ-প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী (চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী) [সতী] (হইলে) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের) কৃতিং (ব্যাপারকে) বিজয়তে (পরাজিত—রহিত—করিয়া দেয়)।

অনুবাদ। যাহা তুণ্ডাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইয়াই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করে এবং যাহা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে রহিত করে সে নান্দীমুখি! এতাদৃশ "কৃ" ও "ষ্ণ"—এই অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ১১

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী। নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি—॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তুণ্ড—বদন, মুখ; মুখস্থিত জিহ্বা। **তাণ্ডব**—নটীদের নৃত্য। **তাণ্ডবিনী**—নটীর ন্যায় নৃত্যকারিণী। **কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী**—কর্ণের ক্রোড়ে (মধ্যে) কডম্বিনী (অঙ্কুরবতী), কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা। **কর্ণার্ব্বুদ**—অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ, দশ কোটিতে এক অর্ব্বুদ। **চেতঃপ্রাঙ্গণ সঙ্গিনী**—চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী, চিত্তের সহিত সংযোগবতী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে আদেশ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে নান্দীমুখী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার অত্যধিক অনুরাগ ইতঃপূর্ব্বেই জন্মিয়াছে। নান্দীমুখী ইহা কিরূপে জানিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই শ্রীরাধা পুলকিতাঙ্গী হইয়া উঠেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অনুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুনিয়া পৌর্ণমাসী বলিলেন—নান্দিমুখি! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গতই, কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য শ্রীরাধা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই কৃষ্ণনাম-শ্রবণে তিনি রোমাঞ্চিতা হয়েন। কৃষ্ণনামের অদ্ভুত মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি শুন।

নৃত্যকলাবিশারদা পরমাসুন্দরী নটীর নৃত্য যেমন চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে, জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনামের উদয়ও তদ্রূপই চিত্তবিনোদনে সমর্থ—কৃষ্ণনামের উচ্চারণে কোনওরূপ কষ্ট তো নাইই, বরং এই নাম যখন জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন নৃত্যকলানিপুণা নটীর নৃত্যের ন্যায়ই ইহা পরম মনোরম বলিয়া মনে হয়। (ইহাই তাণ্ডবিনী-শব্দের তাৎপর্য্য, তাণ্ডবিনী-শব্দের অপর তাৎপর্য্য এই যে—দর্শকদের ইচ্ছামাত্রে নটী যেমন আপনা-আপনিই নৃত্যকলা বিস্তার করিতে থাকে, ভক্তের ইচ্ছামাত্রে স্বপ্রকাশ-শ্রীকৃষ্ণনামও আপনা-আপনিই জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতে থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ। ভ. র. সি ১।২।১০৯॥)। যাহা হউক, এই নাম যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহার মাধুর্য্য এতই মনোরম এবং চমৎকৃতিজনক এবং এতই লোভনীয় বলিয়া মনে হয় যে, উহা অত্যধিকরূপে আস্বাদন (অর্থাৎ অত্যধিকরূপে এ নাম কীর্ত্তন) করিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। কারণ, কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্যই এমন অদ্ভুত যে, ইহার আস্বাদন সময়ে আস্বাদন-তৃষ্ণার নিবৃত্তি তো হয়ই না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণ অমৃত যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন এবং তৃপ্তিও পান, আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই কৃষ্ণনাম অমৃত অপেক্ষা অনন্তগুণে মধুর হইলেও ইহার আস্বাদনে তৃপ্তি নাই, যতই আস্বাদন করিবে ততই আরও আস্বাদন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কৃষ্ণ নামটী যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহার এত মাধুর্য্য অনুভূত হয় যে, কেবলই এই নামটী উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু এক জিহ্বায় কত উচ্চারণ করিবে, তাই অসংখ্য জিহ্বা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অসংখ্য জিহ্বা যদি হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এই পরম-মধুর নাম-উচ্চারণ করিয়া ইহার মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ উপভোগ করা যাইত—এইরূপই মনে হয়। আবার অপরের উচ্চারিত কৃষ্ণনামের ধ্বনি যদি একবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যেন কাণে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে—সেই অমৃতধারা আস্বাদন করিলে আস্বাদনের স্পৃহা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু অনন্ত-বিস্তৃত মাধুর্য্য-প্রবাহ, দুই কানে কত পান করিবে তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়, যদি কোটি কোটি কান থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় কৃষ্ণনাম শুনার সাধ কিছু মিটিত, এইরূপই মনে হয়, আবার এই নামটী যখন মনোমধ্যে উদিত হয় তখন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার যেন লোপ পাইয়া যায়—চক্ষু তখন আর কিছু দেখিতে পায় না—কর্ণ তখন আর কিছু শুনিতে পায় না, জিহ্বা তখন আর কিছু উচ্চারণ করিতে পারে না,—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন নিজ নিজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তখন লোলুপদৃষ্টিতে কেবল চিত্তের দিকেই চাহিয়া থাকে, কৃষ্ণনামের উদয়ে চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই আনন্দ-

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৯০
তবে মহাপ্রভু দোঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্র করিলা গমন ॥ ৯১
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদির সাথ ॥ ৯২
সভা মেলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সভারে লাগিলা কহিতে ॥ ৯৩
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপভোগ করিবার জন্য লালসান্বিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বোধ হয় তখন চিত্তরূপে পরিণত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-নামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইলেই স্বীয় মাধুর্য্যের রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া ফেলে। "একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ ॥ বৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।৩।১৬২ ॥" নদীতে যখন বন্যার আবির্ভাব হয়, তখন সমস্ত জলা নালা বিল যেমন জলপ্লাবনে ভাসিয়া একাকার হইয়া যায়, তাহাদের কোনওটীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেমন তখন আর লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ চিত্তে যখন নামরসের বন্যা উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তদ্দ্বারা সংপ্লাবিত হইয়া যায়, কোনও ইন্দ্রিয়েরই তখন স্বতন্ত্র ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকে না। এমনই অপরূপ কৃষ্ণ নামের মাধুর্য্য। মনের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হয়, কিন্তু মন যখন নামামৃত পানে তন্ময় হইয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা যোগাইবার অবকাশও তাহার আর থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। তাই ইন্দ্রিয়গণ আপনাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে না, তাহাদের ক্রিয়াশীলতা শুব্ধীভূত হইয়া যায়। 'কৃষ্ণ' এই অক্ষর যে কি অদ্ভুত অমৃত-দ্বারা রচিত, তাহা বলিতে পারি না। ইক্ষু যতই চর্ব্বণ করিবে, ততই তাহার রসের ভাগ কমিয়া যাইবে, কিন্তু এই 'কৃষ্ণ'-নামটী যতই চর্ব্বণ (উচ্চারণ) করিবে, ততই ইহার রস ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহা অসমোর্দ্ধ রস-মাধুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পৌর্ণমাসী এইরূপে কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্য বর্ণনা করিলেন।

পদকর্ত্তা-যদুনন্দন-দাস ঠাকুর "তুণ্ডে-তাণ্ডবিনী" শ্লোকটীর যে অনুবাদ করিয়াছেন, ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়। নাম-সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥ কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু' আখর ররি ॥ ধ্রু ॥ আপন মাধুরী-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কানে, তাতে কানে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করি ব আস্বাদনে ॥ কৃষ্ণ দু' আখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটী আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥ চিত্তে কৃষ্ণ-নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ। সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম উনমাদ ॥ যে কানে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দন দাস কয় ॥"

৯০। শ্লোকটী শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"শাস্ত্রে এবং সাধুমুখে কৃষ্ণনামের মহিমা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু, এই শ্লোকটীতে নামের যে মাধুর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে এইরূপ মাধুর্য্যের কথা আর কখনও কোনও শাস্ত্রেও দেখি নাই, কোন সাধুর মুখেও শুনি নাই।"

বাস্তবিক, এই "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-শ্লোকটীর মত কৃষ্ণ নামের মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক শ্লোক বোধ হয় আর নাই।

৯৪। দুই শ্লোক—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"—এই শ্লোক দুইটী। **হঞা পঞ্চমুখ**—নানা-প্রকারে; পাঁচ মুখে বলিলে যেমন হয়, তেমন বেশী পরিমাণে। **নিজ ভক্তের**—নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপের।

সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহায় লাগিলা কহিতে ॥ ৯৫

ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ৯৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৬৮)—
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১২

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥ ৯৭

ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯৮

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

ভৃত্যস্যেতি। স্তমস্তবং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরম্ প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণনৃতঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ। শ্রীজীব। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৫। **সার্ব্বভৌম-রামানন্দে**—বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রায় রামানন্দের নিকটে শ্রীরূপের গুণ কহিতে লাগিলেন।

পরীক্ষা করিতে—উক্ত শ্লোক-দুইটী সার্ব্বভৌম ও বামানন্দদ্বারা পরীক্ষা করাইবার উদ্দেশ্যে।

৯৬। **ঈশ্বর-স্বভাব**—ঈশ্বরের স্বভাবই এইরূপ যে। **ভক্তের না লয় অপরাধ**—ভক্ত কোন অপরাধ করিলেও ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না অর্থাৎ ঈশ্বর তাহা শোধরাইয়া নেন, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শাস্তি করেন না। **অল্পসেবা বহু মানে**—ভক্ত যদি সামান্যমাত্র সেবাও করেন, তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐ অল্পসেবাই অত্যন্ত অধিক সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন। **আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ**—ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন। যদি কেহ তাঁহার চরণে একপত্র তুলসী দেন, অথবা এক বিন্দু জল দেন, তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ সেই ভক্তের নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকেন। "তুলসী-দল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥"

শ্রীরূপকৃত দুইটীমাত্র শ্লোক দেখিয়াই প্রভুর আনন্দাধিক্যের হেতুরূপে এই পয়ার বলা হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মল-মতি) অয়ং (এই) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) শীলেন (স্বীয় স্বভাববশতঃই) ভৃত্যস্য (সেবকের) গুরূন্ (গুরুতর) অপরাধান্ (অপরাধসমূহ) অপি (ও) ন পশ্যতি (দেখেন না), কৃতাং (সেবককৃত) মনাক্ (অল্প) সেবাম্ (সেবাকে) অপি (ও) বহুধা (অধিক করিয়া) অভ্যুপৈতি (গ্রহণ করেন), পিশুনেষু (দুর্জ্জনেতে) অপি (ও) অভ্যসূয়াং (অসূয়া) ন আবিষ্করোতি (প্রকাশ করেন না)।

অনুবাদ। নির্ম্মলমতি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বভাবগুণেই সেবকের গুরুতর অপরাধ হইলেও তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করেন না, প্রত্যুত সেবকের অল্পসেবাকেও অধিক বলিয়া গ্রহণ করেন; এবং দুর্জ্জনের প্রতিও তিনি কোনওরূপ অসূয়া প্রকাশ করেন না। ১২।

এই শ্লোকের "পুরুষোত্তমোঽয়ং"-স্থলে "কমলেক্ষণোঽয়ম্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; কমলেক্ষণঃ—কমল-নয়ন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৭। **দুইজন**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস।

৯৮। **ভক্তসঙ্গে** ইত্যাদি—প্রভু কৃপা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের মিলন করাইয়া দিলেন। **পিণ্ডা**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের বাসাঘরের পিণ্ডা; উচ্চ ভিটী।

রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভার আগ্রহে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ৯৯
'পূর্ব্ব শ্লোক পঢ় রূপ!' প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ---মৌন ধরিল ॥ ১০০
স্বরূপগোসাঞি তবে সেই শ্লোক পঢ়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১০১

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১৩

রায় ভট্টাচার্য্য কহে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোঁমার হৃদয় এই জানিল কেমনে? ॥ ১০২
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিল সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৯। ভক্তগণসহ প্রভু পিণ্ডার উপরে বসিলেন, রূপ ও হরিদাস দৈন্যবশতঃ পিণ্ডার নীচে বসিলেন।

সভার আগ্রহে—পিণ্ডার উপরে উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা উপরে উঠিলেন না, নীচেই বসিলেন।

১০০। পূর্ব্বশ্লোক—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকটী পড়িয়া সকলকে শুনাইবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ শ্রীরূপ তাহা পড়িতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। **মৌন ধরিল**—চুপ করিয়া রহিলেন।

১০১। তবে—শ্রীরূপ লজ্জাবশতঃ না পড়ায়।

সেই শ্লোক—প্রিয় সোঽয়ং শ্লোক।

পূর্ব্বদিন প্রভুঃ স্বরূপকে এই শ্লোকটী দেখাইয়াছিলেন তাই স্বরূপ তাহা জানিতেন বলিয়া, শ্রীরূপ এখন না পড়ায়, পড়িলেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০২। রায় ভট্টাচার্য্য—রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "ভট্টাচার্য্য" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **প্রসাদ বিনে**—কৃপাব্যতীত। **এই**—শ্রীরূপ। রামানন্দ রায় এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভু, এই 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং'-শ্লোকে শ্রীরূপ তোমার চিত্তের গোপনীয় ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তুমি ইঁহাকে কৃপা করিয়াছ বলিয়াই ইনি তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন. নচেৎ কিরূপে জানিবেন?"

১০৩। আমাতে ইত্যাদি—এই পয়ার ও পরবর্ত্তী পয়ার রায়-রামানন্দের উক্তি। তিনি প্রভুকে বলিলেন—"ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে সমস্ত সিদ্ধান্তের অন্ত জানেন না, পূর্ব্বে গোদাবরীতীরে আমা-হেন ক্ষুদ্র জীবে তুমি সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত, তোমার কৃপা-শক্তি-প্রভাবে, সঞ্চারিত করিয়া আমারই মুখে আবার প্রকাশ করাইয়াছ। তোমার কৃপা না পাইলে সে-সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীরূপ যে তোমার মনোভাব শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার কৃপাব্যতীত কেহই তোমার মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ নহে।"

আমাতে—রায় রামানন্দে। **সঞ্চারি**—শক্তি বা সিদ্ধান্ত সঞ্চার করিয়া। "সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্ত-মেঘে" ইত্যাদি মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ১ম শ্লোক। **পূর্ব্বে**—গোদাবরী-তীরে, মধ্যের ৮ম পরিচ্ছেদে এই বিষয় বর্ণিত আছে। **যে সব সিদ্ধান্তের** ইত্যাদি—অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মাও যে-সব সিদ্ধান্ত জানেন না।

তাতে জানি, পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা-বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ ॥ ১০৪
প্রভু কহে—কহ রূপ! নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখশোক ॥ ১০৫
বার বার প্রভু যদি তারে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ গোসাঞি কহিল ॥ ১০৬

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৩৩)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কডম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥ ১৪

যত ভক্তবৃন্দ, আর রামানন্দরায়।
শ্লোক শুনি সভার হৈল আনন্দবিস্ময় ॥ ১০৭
সভে কহে—নামমহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহো নাহি বর্ণে আর ॥ ১০৮
রায় কহে—কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥ ১০৯
স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১১০
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া ॥ ১১১
বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্‌ভুত সব ॥ ১১২
রায় কহে—নান্দীশ্লোক পঢ় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পঢ়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি ॥ ১১৩

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

১০৪। **পাঞাছে প্রসাদ**—শ্রীরূপ তোমার কৃপা লাভ করিয়াছে। **হৃদয়ের অনুবাদ**—মনের ভাব জানা।

১০৫। **কহ রূপ**—শ্রীরূপ, তুমি বল।

নাটকের শ্লোক—যে নাটক (বিদগ্ধমাধব) তুমি সে-দিন লিখিতেছিলে, সেই নাটকের সেই (তুণ্ডে তাণ্ডবিনী)

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩।১।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৭। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-শ্লোক শুনিয়া রামানন্দ রায় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। শ্লোকে কৃষ্ণনামের মাধুর্য্যের বর্ণনা শুনিয়া আনন্দিত এবং শ্রীরূপ কিরূপে এমন চমৎকার শ্লোক-রচনা করিলেন, ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

১০৯। **রায় কহে** ইত্যাদি—রামানন্দ রায় শ্রীরূপকে বলিলেন, "সম্ভবতঃ তুমি কোনও গ্রন্থ রচনা করিতেছ; সেই গ্রন্থেই বোধ হয় অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সূচক এই শ্লোক লিখিয়াছ।" **কোন গ্রন্থ কর হেন জানি**—বোধ হয় কোনও গ্রন্থ-রচনা করিতেছ। **যাহার ভিতরে**—যে গ্রন্থের মধ্যে। **সিদ্ধান্তের খনি**—সিদ্ধান্তের আকর; সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল উৎস। কোন কোন গ্রন্থে "সিদ্ধান্ত অঙ্গ গণি" পাঠ আছে।

১১২। **বিদগ্ধ-মাধব**—ব্রজলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকের নাম।

ললিত-মাধব—পুরলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকের নাম।

১১৩। **নান্দী-শ্লোক**—নান্দী সম্বন্ধীয় শ্লোক। নান্দী-শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৩০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

রামানন্দরায় শ্রীরূপ-লিখিত নাটকের মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী-শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীরূপ নিম্নোদ্ধৃত "সুধানাং" ইত্যাদি বিদগ্ধ-মধবের নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন।

প্রভুর আজ্ঞা মানি—পূর্ব্বে "কহ রূপ! নাটকের শ্লোক" বলিয়া প্রভু যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১)—
সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী রসালা রোমাবল্যাং শিখরিণীরসালাবৃত্তিভেদয়োরিতি। তৃষ্ণাং কিদৃশীং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং এবম্ভূতা যা সমন্তাদ্বিষমা দেব-নর-স্থাবরত্ব-প্রাপকলক্ষণা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতামিত্যর্থঃ। হরিলীলাশিখরিণী কিদৃশী চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালীতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পুনঃ কথম্ভূতো রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারঃ কর্পূরস্তেন সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং পক্ষে মনোহারিতাম্ দধানা সুগন্ধৌ চ মনোজ্ঞে চ বাচবৎ সুরভিঃ স্মৃতা ইতি পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১৫। অন্বয়। চান্দ্রীণাং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়—চন্দ্রের) সুধানাম্ অপি (সুধারও) মধুরিমোন্মাদ-দমনী (মাধুর্য্য-গর্ব্বের খর্ব্বতা-সাধিকা) রাধাদি-প্রণয়-ঘনসারৈঃ (শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূরদ্বারা) সুরভিতাম্ (সৌগন্ধ্য) দধানা (ধারণকারিণী) হরিলীলা-শিখরিণী (হরিলীলারূপ শিখরিণী) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিকে—সর্ব্বতোভাবে) সন্তাপোদগম-বিষম-সংসারসরণী-প্রণীতাং (আধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধ-তাপের উদ্গমকারি-সংসার-পদবী-ভ্রমণজনিতা) তে (তোমার) তৃষ্ণাম্ (তৃষ্ণাকে—বিবিধ বাসনাকে) হরতু (হরণ করুক)।

অনুবাদ। যে হরি-লীলা-শিখরিণী চন্দ্রসুধার মাধুর্য্য-গর্ব্বেরও খর্ব্বতা-সাধিকা এবং যাহা শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূরদ্বারা সুগন্ধ-যুক্তা, তাহা—নিরন্তর (সর্ব্বতোভাবে) আধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারি-সংসার-পদবী-ভ্রমণজনিত—তোমার তৃষ্ণাকে (বিবিধ বাসনাকে) হরণ করুক। ১৫

হরিলীলা-শিখরিণী—যিনি সকল-সন্তাপ হরণ করেন এবং যিনি প্রেমদান করিয়া মনঃ-প্রাণ হরণ করেন, সেই শ্রীহরির লীলারূপ শিখরিণী (রসালা)। দধি, দুগ্ধ, চিনি, এলাচি, লবঙ্গ, মরিচ ও কর্পূরাদিযোগে প্রস্তুত উপাদেয় বস্তুবিশেষের নাম শিখরিণী বা রসালা। ইহা অত্যন্ত সুস্বাদ, স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে শিখরিণী সদৃশী বলা হইয়াছে। শিখরিণী যেমন তৃষ্ণার্ত্ত লোকের তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থা, শ্রীহরির লীলাও স্বীয় গুণে সংসারাবদ্ধ-জীবের বিবিধ দুর্ব্বাসনা—যাহা নানা যোনি ভ্রমণ করিলেও নির্ব্বাপিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশী বাসনাকে—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিতে সমর্থা। শিখরিণী যেমন শরীরের ও মনের স্নিগ্ধতা বিধান করে, শ্রীহরির লীলাকথাও জীবের ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত করিয়া মনঃপ্রাণের স্নিগ্ধতা বিধান করে। সংসারাবদ্ধ জীব যে-সমস্ত প্রাকৃত বস্তুকে অত্যন্ত মধুর ও উপাদেয় মনে করিয়া তৎসমস্তে তন্ময় হইয়া আছে, শ্রীহরির লীলা স্বীয় মাধুর্য্যগুণে তৎসমস্তের মাধুর্য্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে—শিখরিণী যেমন স্বীয় স্বাদুতা ও সুগন্ধদ্বারা অন্য বস্তুর বাসনাকে দূর করিয়া দেয়।

মধুরিমোন্মাদ-দমনী—মধুরিমা (মাধুর্য্য) আছে বলিয়া যে উন্মাদ বা উন্মত্ততা—আমারই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য আছে, এইরূপ যে-অহঙ্কার—তাহারও দমনী (দমনে সমর্থা) যে হরিলীলা-শিখরিণী, তাহা। চন্দ্রের সুধার অত্যন্ত মাধুর্য্য আছে, চন্দ্রের সুধা অপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যময় বস্তু আছে বলিয়া সাধারণ লোক জানে না; তাই এই সুধার যেন একটা অহঙ্কার আছে যে, তাহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই; কিন্তু হরিলীলারূপ শিখরিণীর মাধুর্য্য চন্দ্রসুধার এই মাধুর্য্যগর্ব্বকেও সর্ব্বতোভাবে খর্ব্ব করিয়াছে; হরিলীলা-শিখরিণীর মাধুর্য্যের তুলনায় চন্দ্রসুধার মাধুর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। **রাধাদি-প্রণয়-ঘনসারৈঃ** সুরভিতাং দধানা—শ্রীরাধিকাদি

রায় কহে—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১১৪
প্রভু কহে—কহ, কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে ?।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে ॥ ১১৫
তবে রূপগোসাঞি যদি শ্লোক পঢ়িল।
শুনি প্রভু কহে—এই অতিস্তুতি শুনিল ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রজসুন্দরীগণের প্রণয়রূপ যে ঘন-সার (কর্পূর), তদ্দ্বারা সুগন্ধযুক্ত যে-হরিলীলা শিখরিণী, তাহা। কর্পূরের সুগন্ধে যেমন শিখরিণীর মনোহারিতা ও লোভনীয়তা বর্দ্ধিত হয়, ব্রজসুন্দরীদিগের নির্ম্মল-প্রৌঢ় প্রেমের কাহিনীও তদ্রূপ শ্রীহরির লীলাকে অত্যন্ত মনোহারিণী ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীহরির লীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেমের কথা আছে বলিয়াই তাহা অত্যন্ত আস্বাদ্য ও লোভনীয় হইয়া থাকে। **সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরণী-প্রণীতাম্**—চিত্তকে সম্যক্রূপে তাপিত করে যাহা, তাদৃশ সন্তাপ-সমূহের (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের) উদগম (উদ্ভব) হয় যাহাতে, সেই বিষম (উচ্চনীচ—দেবত্ব-নরত্বাদি উচ্চ যোনি, স্থাবরত্বাদি নীচ যোনি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে যাহাতে, তাদৃশ) সংসাররূপ যে-সরণি (পন্থা), তাহাতে প্রণীতা (তাহাতে ভ্রমণজনিতা—ত্রিতাপজ্বালাময় সংসারে কর্ম্মফল-অনুসারে কখনও বা দেবযোনিতে, কখনও বা নরযোনিতে, কখনও বা পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি-যোনিতে, আবার কখনও বা স্থাবরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া করিয়া বিভিন্ন যোনির উপযোগিনী যে-সমস্ত বিভিন্ন ভোগবাসনা সংসারাবদ্ধ জীবের চিত্তে অতৃপ্ত অবস্থায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সেই সমস্ত) **তৃষ্ণাং**—অতৃপ্ত-ভোগবাসনাকে হরিলীলা শিখরিণী **হরতু**—হরণ করুক।

"সুধানাং চান্দ্রাণামিত্যাদি"-শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। প্রখর সূর্য্য-কিরণের মধ্যে অসম-পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে করিতে, ক্লান্তি-বশতঃ লোকের যেমন তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ সংসারাবদ্ধ জীবও নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে, কখনও বা স্বর্গে, আবার কখনও বা নরকে যাতায়াত করিতে করিতে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নান্দীশ্লোকে এই সমস্ত জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ-শিখরিণী—মাধুর্য্যে যাহা চন্দ্রের সুধাকেও পরাজিত করে এবং যাহা শ্রীরাধিকাদির প্রৌঢ় প্রেমরূপ কর্পূরদ্বারা সুবাসিত, সেই স্নিগ্ধ সুশীতল শিখরিণী—সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের তৃষ্ণা দূর করুক, ক্লান্তি দূর করুক। দধি-আদিদ্বারা প্রস্তুত শিখরিণী অত্যন্ত স্বাদু সুগন্ধি ও সুশীতল পান করা মাত্রেই তৃষ্ণাদি দূরী-ভূত হয়, শরীর স্নিগ্ধ ও সুশীতল হয়। শ্লোকটীর ধ্বনি এই যে, এই শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে শ্রীরাধামদনগোপালের উন্নত-উজ্জ্বল-রস-সম্বন্ধীয় লীলা বর্ণিত হইতেছে। এই সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী লীলার কথা শুনিবার জন্য সকলের যেন আগ্রহ হয় এবং এই কথা শুনিয়া সংসারাবদ্ধ-জীবের সংসার বাসনা যেন দূরীভূত হয়। ইহাই শ্রীলীলার নিকটে গ্রন্থকারের প্রার্থনা। এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদ-ব্যপদেশে বস্তুনির্দ্দেশও করা হইল, শ্রীরাধামদনগোপালের লীলাই গ্রন্থে বর্ণনীয় বস্তু।

১১৪। রায় কহে ইত্যাদি—আশীর্ব্বাদ-বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া রামানন্দ রায় ইষ্টদেবের বন্দনরূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রভুর সঙ্কোচে ইত্যাদি—ইষ্টদেবের বন্দন-রূপ মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই শ্রীরূপও মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহা পড়িতে একটু সঙ্কোচিত হইতেছেন।

১১৫। শ্রীরূপের সঙ্কোচ দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"কেন তুমি লজ্জা ও সঙ্কোচ করিতেছ? বৈষ্ণবদিগকে তোমার গ্রন্থের কথা শুনাও।"

১১৬। শ্লোক পঢ়িল—নিম্নোদ্ধৃত "অনর্পিতচরীং"-শ্লোক পড়িলেন। এই শ্লোকটীই ইষ্ট-বন্দন-রূপ মঙ্গলাচরণ।

অতি স্তুতি—প্রভু নিজের বন্দনাসূচক শ্লোক শুনিয়া সঙ্কোচ ও দৈন্যবশতঃ বলিলেন, "এই শ্লোকে আমার অতিরিক্ত স্তুতি করা হইয়াছে।" এই শ্লোকটীতেও ইষ্টবন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ আছে। "যাহা বহুকাল

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ১৬

সবভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া—।
কৃতার্থ করিলা এই শ্লোক শুনাইয়া॥ ১১৭

রায় কহে—কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান ?
রূপ কহে—কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক'-নাম॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাবৎ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বল-ব্রজ-রস-সমন্বিত স্বীয় ভক্তি-সম্পত্তি সকলকে সম্যক্রূপে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে যিনি জীবের প্রতি কৃপা-বশতঃ কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই স্বর্ণ-দ্যুতি-সমুজ্জ্বল শচীনন্দন হরি, সকলের চিত্তে স্ফুরিত হউক।" ইহাই সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ—শ্রীশচীনন্দনের চরণে গ্রন্থকারের প্রার্থনা, শ্রীশচীনন্দন যেন সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৮। রায় কহে—রামানন্দ রায় বলিলেন। **আমুখ**—প্রস্তাবনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৬৫ পয়ারের টীকায় প্রস্তাবনার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **পাত্র**—নাট্যোক্ত ব্যক্তি। একজন অভিনেতা হয়ত পৌর্ণমাসী-দেবী সাজিয়া রঙ্গস্থলে (নাটক-অভিনয়ের স্থলে) উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি কে, চিনিতে না পারিয়া কোনও দর্শক তাহার পার্শ্বস্থ দর্শককে যদি জিজ্ঞাসা করেন—"এই যে রঙ্গস্থলে আসিলেন, এই পাত্রটী কে ?" উত্তর—"পাত্রটী শ্রীপৌর্ণমাসী-দেবী"। অভিনেতা, যাহার সাজে সাজিয়া, যাহার অনুরূপ কার্য্যাদি করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আসেন তাহাকে পাত্র বলে। অভিনেতাকে পাত্র বলে না, অভিনেতার অনুকার্য্যকেই (অভিনেতা যাহার বেশ-ভূষা কার্য্য-কলাপের অনুকরণ করে তাহাকেই) পাত্র বলে। **সন্নিধান**—অভিনয়স্থলে প্রবেশ (আগমন)। **কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান**—কিরূপ প্রস্তাবনা উপলক্ষ্যে তোমার নাটকের পাত্র সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন ? **কালসাম্যে**—তুল্য-ধর্ম্ম বিশিষ্ট সময়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে। **প্রবর্ত্তক**—সময়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া রঙ্গস্থলে পাত্রের যে প্রবেশ, তাহাকে প্রবর্ত্তক বলে।

শ্রীরূপ বলিলেন, "সময়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াই পাত্র সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন।" "সোঽয়ং বসন্ত-সময়ঃ" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পড়িয়া শ্রীরূপ তাঁহার উক্তির প্রমাণ দিলেন।

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, নাটক-অভিনয়ের আরম্ভে নাটক লিখকের বেশ ধরিয়া জনৈক অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া নান্দী মঙ্গলাচরণাদি পাঠ করিতেন। ইঁহাকে সূত্রধার বলা হইত। (এই বিদগ্ধ-মাধব-নাটকে শ্রীরূপ গোস্বামীই সূত্রধার)। কিঞ্চিৎ পরে সূত্রধারের জনৈক শিষ্যরূপ নট আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন, ইঁহাকে পারিপার্শ্বিক বলা হইত। তখন উভয়ের মধ্যে নাটক-খানা-সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইত, এই কথা-বার্ত্তার মধ্যেই গ্রন্থকারস্বরূপ সূত্রধার নাটকের লিপি-কৌশলাদির ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিয়া নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতেন, অন্যান্য উপায়ে অভিনয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন, অভিনয়ের বিষয়টিও জ্ঞাপন করিতেন। পাত্রদের সাজসজ্জা শেষ হইয়াছে কিনা, সে সংবাদ পারিপার্শ্বিক জানাইতেন। সমস্ত ঠিক ঠাক হইয়াছে জানিতে পারিলে, সূত্রধার এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারে। বাস্তবিক, যে দৃশ্যে প্রকৃত অভিনয়ের আরম্ভ, সূত্রধার সেই দৃশ্যটিই এই সময়ে বর্ণনা করেন। তখন হইতেই প্রকৃত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সূত্রধারকৃত মঙ্গলাচরণের পরের এবং পাত্র-প্রবেশের পূর্ব্বের সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনকে প্রস্তাবনা বা আমুখ বলে। আজকালকার অভিনয়ে মঙ্গলাচরণ ও প্রস্তাবনা থাকে না।

যাহা হউক, বিদগ্ধমাধব-নাটকে অভিনেতাদের বেশ-ভূষাদি সমস্ত ঠিক হইয়াছে জানিয়া অভিনয়সূচনার নিমিত্ত যে-শ্লোকটি সূত্রধার বলিলেন, তাহা শুনিলে একটি বসন্তকালের পৌর্ণমাসী-রজনীর দৃশ্যই শ্রোতাদের চিত্তে স্ফুরিত হয়।

তথাহি নাটকচন্দ্রিকায়াম্ (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৭

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৭)—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্

পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢনবানুরাগম্ ।

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ

রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আক্ষিপ্ত ইতি। কালসাম্যেন আক্ষিপ্তঃ আক্ষেপলব্ধঃ প্রবেশঃ প্রবর্ত্তকঃ নাম স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৭

তস্যা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণঞ্চ উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং গূঢ়া অস্পষ্টাঃ গ্রহাঃ নবগ্রহাঃ যস্যাং সা পক্ষে গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা রুচিং রাতিগৃহ্ণাতি ইতি তয়া শোভনয়া রাধয়া বিশাখানক্ষত্রেণ। কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং রাধা বিশাখা ইত্যমরঃ। প্রতিবৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। রঙ্গায় শোভনার্থং কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুঞ্চ পৌর্ণমাসী তিথিং ভগবতী চ। চক্রবর্ত্তী। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে বলিলেন, "দেখ দেখ, সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যে সময়ে নিশাকালে, নবরাগরঞ্জিত নাথকে সুশোভিত করিবার নিমিত্ত রাধার (অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের) সহিত পৌর্ণমাসী আসিয়া উপস্থিত হইল।"

শ্লো। ১৭। অন্বয়। কালসাম্যেন (সমধর্ম্মবিশিষ্ট-সময়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে) আক্ষিপ্তঃ (আকৃষ্ট) প্রবেশঃ (নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ) প্রবর্ত্তকঃ (প্রবর্ত্তক) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। সমধর্ম্মবিশিষ্ট-সময়-বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশের নাম প্রবর্ত্তক। ১৭

১১৮-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক। কিরূপে কালসাম্য হইল, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। সঃ (সেই) অয়ং (এই) বসন্তসময়ঃ (বসন্তকাল) সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে), যস্মিন (যাহাতে—যে-বসন্ত-সময়ে) গূঢ়গ্রহা (গুপ্তগ্রহা) অসৌ (এই) পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা-তিথি) উপোঢ় নবানুরাগং (প্রাপ্ত-নব-রক্তিমবর্ণ) পূর্ণং (পূর্ণ) তমীশ্বরং (নিশানাথ-চন্দ্রকে) রুচিরয়া (শোভাসম্পন্না) রাধয়া সহ (বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত) রঙ্গায় (শোভার নিমিত্ত) নিশি (রাত্রিকালে) সঙ্গময়িতা (মিলিত করিবেন)।

শ্লেষপক্ষে অন্বয়। সঃ (সেই) অয়ং (এই) বসন্ত-সময়ঃ (বসন্তকাল) সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে) যস্মিন (যাহাতে—যে বসন্তকালে) গূঢ়গ্রহা (গূঢ়-আগ্রহবতী) পৌর্ণমাসী (ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী) উপোঢ়-নবানুরাগং (প্রাপ্ত-নবানুরাগ) পূর্ণং (ও পূর্ণ) তম্ (সেই) ঈশ্বরং (ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে) রুচিরয়া (শোভাশালী) রাধয়া সহ (শ্রীরাধার সহিত) রঙ্গায় (কৌতুক-রহস্য-আবিষ্কারের নিমিত্ত) নিশি (রাত্রিকালে) সঙ্গময়িতা (মিলিত করিবেন)।

অনুবাদ। সেই এই বসন্ত সময় সমাগত, যখন গুপ্তগ্রহা (যাহাতে নবগ্রহসমূহ অস্পষ্ট—পূর্ণচন্দ্রের তীব্র জ্যোৎস্নায় তিমিত—হইয়া থাকে, তাদৃশী) এই পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমাতিথি) প্রাপ্ত-নব-রক্তিমবর্ণ ও পরিপূর্ণ নিশানাথকে (পূর্ণচন্দ্রকে) শোভাসম্পন্না বিশাখানক্ষত্রের সহিত—শোভার নিমিত্ত রাত্রিকালে সম্মিলিত করিবেন। ১৮

শ্লেষপক্ষে অনুবাদ। সেই এই বসন্ত-কাল সমাগত হইয়াছে, যে বসন্ত-সময়ে গূঢ়-আগ্রহবতী এই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী প্রাপ্তনবানুরাগ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুক-রহস্য আবিষ্কারের নিমিত্ত—শোভাসম্পন্না শ্রীরাধার সহিত রাত্রিকালে সম্মিলিত করিবেন। ১৮

রায় কহে—প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি। রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গূঢ়গ্রহা—(**পূর্ণিমাতিথি পক্ষে**) গূঢ় (গুপ্ত) থাকে গ্রহসমূহ (নবগ্রহ) যাহাতে, তাদৃশী, পূর্ণিমা-তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের তীব্র আলোকে, পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া নয়টী গ্রহের কোনটীই স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না; কারণ, তাহাদের আলোক পূর্ণচন্দ্রের আলোক অপেক্ষা অনেক কম, তাই তাহারা যেন পূর্ণচন্দ্রের আলোকে ঢাকা পড়িয়া অস্পষ্ট হইয়া যায়, পূর্ণিমাতে গ্রহগণ এইরূপে অস্পষ্ট বা গূঢ় হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ণিমাকে গূঢ়গ্রহা বলা হইয়াছে। (**পৌর্ণমাসীদেবী পক্ষে**)—গূঢ় আগ্রহ যাঁহার তাদৃশী, রঙ্গ রহস্যের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইবার নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবীর অন্তরে গোপনীয় আগ্রহ আছে, এই গোপনীয় আগ্রহকে লক্ষ্য করিয়াই দেবী পৌর্ণমাসীকে গূঢ়গ্রহা (গূঢ় আগ্রহবতী) বলা হইয়াছে। **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমাতিথি, অথবা ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবী—যিনি কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী। **উপোঢ়-নবানুরাগম্**—(**চন্দ্রপক্ষে**) উপোঢ় (প্রাপ্ত) হইয়াছে নব (নূতন) অনু (অনুগত) রাগ (রক্তিমা) যৎকর্ত্তৃক, তাদৃশ, অনুগত সেবকের বা পার্ষদের ন্যায় যাহার চতুষ্পার্শ্বে নূতন রক্তিমা অবস্থান করিতেছে। পূর্ণিমা রাত্রিতে নির্ম্মল আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, তখন তাহার চারিদিকে রক্তিমরাগ শোভা পায়, তাই পূর্ণচন্দ্রকে প্রাপ্তনবানুরাগ বলা হইয়াছে। (**কৃষ্ণপক্ষে**)—প্রাপ্তনবানুরাগ; (শ্রীরাধার) প্রতি যাঁহার নব অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াছে। **তমীশ্বরম্**—(**পূর্ণিমাপক্ষে**) তমীর (রাত্রির) ঈশ্বর (নাথ), নিশানাথ চন্দ্র। (**কৃষ্ণপক্ষে**)—তম ঈশ্বরম—সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। **পূর্ণম্**—(**চন্দ্রপক্ষে**) পূর্ণচন্দ্র। (**কৃষ্ণপক্ষে**) পূর্ণতম ভগবান্। **রাধয়া সহ** (**পূর্ণিমাপক্ষে**) বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত, বিশাখা-নক্ষত্রের এক নাম রাধা। (**কৃষ্ণপক্ষে**)—শ্রীরাধার সহিত। **রঙ্গায়**—(**চন্দ্রপক্ষে**) শোভার নিমিত্ত। (**কৃষ্ণপক্ষে**)—কৌতুক-রহস্য আবিষ্কারের নিমিত্ত।

উক্ত শ্লোকটীর দুইটী অর্থ :—প্রথম অর্থ এই যে "বসন্ত-রজনী, পূর্ণিমা (পৌর্ণমাসী) তিথি, পূর্ব্ব গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, এদিকে বিশাখা নক্ষত্রও (বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা) উদিত হইয়া স্বীয়নাথ চন্দ্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।" কবি উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "এই পূর্ণিমা পৌর্ণমাসী তিথিই যেন বিশাখাকে রাধাকে আনিয়া বিশাখা নাথ চন্দ্রের সহিত মিলিত করিয়াছে।" ইহাই সূত্রধারের কথিত শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ।

নেপথ্য হইতে ব্রজলীলার পৌর্ণমাসীদেবী সূত্রধারের ঐ কথা শুনিলেন। শ্লোকের পৌর্ণমাসী শব্দে সূত্রধার 'পূর্ণিমা তিথিকে" লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আর "রাধা" শব্দে বিশাখা নক্ষত্র"কে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী শুনিয়া মনে করিলেন, সূত্রধার 'পৌর্ণমাসী'-শব্দে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং "রাধা" শব্দে ভানু-নন্দিনীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী সূত্রধারের কথার এইরূপ (দ্বিতীয়) অর্থ বুঝিলেন :—"বসন্ত-রজনীতে (রাধা)-নাথ শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক-বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" পৌর্ণমাসীও বাস্তবিক সেই বসন্ত-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-সংঘটনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সূত্রধারের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সূত্রধার, তুমি কিরূপে আমার মনের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইলে?" ইহা বলিয়াই তিনি রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন, এদিকে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক, পৌর্ণমাসীর আগমনের পূর্ব্বেই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে বিদগ্ধ-মাধবের পাত্রসন্নিবেশ হইল। পৌর্ণমাসীদেবী বসন্ত-রজনীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সূত্রধারও বসন্ত-রজনী সমাগতা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, ইহাতেই কাল-সাম্য হইল। পৌর্ণমাসী দেবীর অভীষ্টকালের (বসন্ত-রজনীর) সঙ্গে সূত্রধারবর্ণিত কালের (বসন্ত-রজনীর) ঐক্য আছে বলিয়া কাল-সাম্য হইল। এই কাল-সাম্যকে উপলক্ষ্য করিয়া পাত্র প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে "**প্রবর্ত্তক**" বলা হইয়াছে।

১১৯। **প্ররোচনা**—দেশ, কাল, কথা বস্তু ও সভ্যাদির (শ্রোতাদের) প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাদিগকে অভিনয়-

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ সবল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৯

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

ভক্তানামিতি। তত্রাপি অনর্গলধিয়াং মায়ানাবৃতবুদ্ধীনাম ইতি সভ্যবৈশিষ্ট্যম্। শীলৈরিতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন কথাবৈশিষ্ট্যম্, বল্লববধূবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি বস্তুবৈশিষ্ট্যম্, লেভে চত্বরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদ্গর্ভভূ বাসপীঠরূপা ইতি দেশবৈশিষ্ট্যম্, কালবৈশিষ্ট্যন্তু বক্ষ্যতে "সোঽয়ং বসন্তসময়" ইত্যাদিনা। চক্রবর্ত্তী। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিষয়ে (প্ররোচিত) উন্মুখ করাকে পরোচনা বলে। "দেশ-কাল-কথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃণা-মুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা ॥ —নাটকচন্দ্রিকা।" সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনের মধ্যেই, পাত্র-সন্নিবেশের পূর্ব্বে, এই প্ররোচনা হইয়া থাকে। ইহাতে যে-বিষয়টী অভিনীত হইবে, তাহার উল্লেখ থাকে, তাহার স্থান ও সময়ের উল্লেখ থাকে, এবং শ্রোতাদের প্রশংসা থাকে। শ্রোতাদের প্রশংসাদ্বারা সূত্রধারের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করা হয়, তারপর কৌশলক্রমে অভিনয়ের বিষয়-স্থান-কালাদির প্রশংসাদ্বারা তৎপ্রতি শ্রোতাদিগকে উন্মুখ করা হয়।

নিম্নের "ভক্তানামুদগাদ্" ইত্যাদি প্ররোচনা-শ্লোকে প্রথমেই ভক্তগণকে প্রশংসা করা হইয়াছে—"তাঁহারা স্বভাবতঃই উজ্জ্বল বুদ্ধি, স্বভাবতঃই সুন্দর।" আর অভিনয়ের বিষয়টী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'ইহা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রবন্ধ, সুতরাং স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়।" আর স্থান-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"গোপীজন-বল্লভের যে লীলাটি বর্ণিত হইবে, তাহাও যেমন তেমন স্থানে ঘটে নাই, তাহা স্বভাব-সুন্দর বৃন্দাবনের হৃদয়স্থল বাসস্থলীতেই সংঘটিত হইয়াছে। বাসস্থলীতেই গোপীকুলসমন্বিত-ব্রজরাজ-নন্দনের-নৃত্যগীতাদিময়ী লীলাটীই অভিনীত হইবে।"

প্ররোচনাদি—এস্থলে আদি পদে গ্রন্থকারের দৈন্য-প্রকাশক-শ্লোকাদিকে বুঝাইতেছে। নিম্নের "অভিব্যক্তা মত্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকারের দৈন্য ব্যক্ত আছে। **শ্রবণেচ্ছা জানি**—মহাপ্রভুও প্ররোচনাদি শুনিতে ইচ্ছুক, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপ শ্লোক বলিলেন।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অনর্গলধিয়াং (মায়াকর্তৃক যাঁহাদের বুদ্ধি আবৃত হয় নাই, এইরূপ) ভক্তানাং (ভক্তগণের) নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বভাবোজ্জ্বল) বর্গঃ (সমূহ) উদগাৎ (আবির্ভূত—উপস্থিত—হইয়াছেন), **বল্লববধূবন্ধোঃ** (গোপবধূ-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) অসৌ (এই) প্রবন্ধঃ অপি (সন্দর্ভও) শীলৈঃ (স্বভাবোক্তি-অলঙ্কারে) **পল্লবিতঃ** (বিস্তারিত) বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ (বৃন্দাবনের অন্তর্গত বাসস্থলীও) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্যবিধির) চত্বরতাং (প্রাঙ্গণত্ব) লেভে (লাভ করিয়াছে), [অতঃ] (তাই) মন্যে (মনে হয়) অয়ং (এই) মদ্বিধপুণ্যমণ্ডল-পরীপাকঃ (আমার ন্যায় লোকের পুণ্যরাশির পরিণাম) উন্মীলতি (বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল)।

অনুবাদ। সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিক বলিল :—(মায়াকর্তৃক যাঁহাদের বুদ্ধি আবৃত হয় নাই, তাদৃশ) নির্ম্মলবুদ্ধি ও স্বভাবতঃ উজ্জ্বল ভক্তবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গোপবধূবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের এই (নাটকরূপ) প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি-অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনস্থ বাসস্থলীও নৃত্যবিধির চত্বরত্ব (নৃত্যকলার রঙ্গস্থলত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে ; (এ-সমস্ত দেখিয়া) মনে হয়, মাদৃশ ব্যক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯

এই শ্লোকে প্ররোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯-পয়ারের টীকায় প্ররোচনা-শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য এবং তৎস্থলে এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

তথাহি তত্রৈব (১।১৩)—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ২০

রায় কহে—কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ—।
পূর্ব্বরাগবিকার, চেষ্টা, কামলেখন ॥ ১২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্ররোচনাদ্যাদিপদেন স্বদৈন্যাদীনাং গ্রহণং এতদেবাহ অভীতি। বো যুষ্মাকম সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তৃন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্ররূপাৎ ব্যঙ্গপক্ষে তু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি স্বনামাপি দ্যোতিতম্। সরস্বতীতু তদ্দৈন্যমসহমানা তমেবস্থং স্থাপয়তি। প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ। তত্র নিদর্শনা পুলিন্দেন নিকৃষ্টজাতিবিশেষেণ সমিধমুন্মথ্য জনিতোঽগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাম অন্তঃ কলুষতাং মালিন্যং কিং নাপহরতি অপহরত্যেব। চক্রবর্ত্তী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২০। অন্বয়। বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ, হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ)! প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ অপি (স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র হইলেও রূপনামক) মত্তঃ (আমা হইতে) অভিব্যক্তা (অভিব্যক্ত) হরিগুণময়ী (শ্রীহরির গুণকথাপরিপূর্ণ) ইয়ং (এই নাটকরূপ) কৃতিঃ (প্রবন্ধ) বঃ (আপনাদিগের) সিদ্ধার্থান (অভীষ্টার্থের) বিধাত্রী (বিধান-কারিণী); পুলিন্দের (অতি নীচজাতি পুলিন্দকর্ত্তৃক) সমিধং (কাষ্ঠ) উন্মথ্য (সংঘর্ষণ পূর্ব্বক) জনিতঃ (উৎপাদিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) হিরণ্যশ্রেণীনাং (স্বর্ণরাশির) অন্তঃকলুষতাং (অন্তর্ম্মল) কিং (কি) ন অপহরতি (অপহরণ করে না)?

অনুবাদ। হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র রূপ হইলেও আমা হইতে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবে, অতি নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠ সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সে অগ্নি স্বর্ণরাশির অন্তর্ম্মল অপহরণ করে না কি? ২০

পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, "প্ররোচনাদি"-পদের অন্তর্গত "আদি"-পদে গ্রন্থকারের দৈন্য সূচিত হইয়াছে, উক্ত শ্লোকে গ্রন্থকারের সেই দৈন্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীরূপ-গোস্বামী দৈন্যপ্রকাশপূর্ব্বক নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—**প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ মত্তঃ**—রূপ-নামক যে আমি, সেই আমি প্রকৃতি-লঘু, স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র, সকল বিষয়ে স্বভাবতঃই আমি হীন [তাঁহার দৈন্য সহ্য করিতে না পারিয়া সরস্বতী হয়তো অন্য রূপ অর্থ করিবেন, যথা—প্রকৃতিরে (অর্থাৎ প্রকৃষ্টা বা উত্তমা কৃতিকে বা কার্য্যকে) লঘু (অতি শীঘ্রই) রূপদান বা নিরূপণ করেন যিনি, যিনি অতি শীঘ্রই অত্যুত্তম কার্য্য করিতে সমর্থ, তাদৃশ মহাশক্তিশালী। যাহা হউক,], স্বীয় দৈন্যপ্রকাশপূর্ব্বক শ্রীরূপ বলিতেছেন—এই বিদগ্ধমাধব নাটকখানি আমার ন্যায় অত্যন্ত হীনব্যক্তিকর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিলেও বিষয়গুণে আপনাদের ন্যায় ভক্তশ্রোতাদের অভীষ্ট আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইবে, কারণ আপনারা হরিগুণকথা শুনিতেই আনন্দ পায়েন আমার এই নাটকেও হরিগুণকথাই বর্ণিত হইয়াছে; তাই আমার বিশ্বাস—অতি নীচ পুলিন্দকর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নিও যেমন স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ স্বর্ণের মলিনতা দূর করিতে পারে, তদ্রূপ আমার ন্যায় অযোগ্যকর্ত্তৃক লিখিত হইলেও হরিগুণকথাময় এই নাটক স্বীয় স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ আপনাদের ন্যায় ভক্তের চিত্তে আনন্দদান করিতে সমর্থ হইবে। তাৎপর্য্য এই—এই নাটক ভক্তবৃন্দের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইবে বটে; কিন্তু তাহা লেখকের গুণে নহে—বিষয়ের গুণে।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার নিজের দৈন্যের সঙ্গে শ্রোতাদের এবং বর্ণনীয় বিষয়েরও প্রশংসা করিয়াছেন; তাই ইহাও প্ররোচনার অঙ্গীভূত।

১২০। **প্রেমোৎপত্তির কারণ**—রতির আবির্ভাবের হেতু। মধুরারতি-অর্থেই এস্থলে প্রেম-শব্দ ব্যবহৃত

ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল। শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে, কারণ, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে মধুরারতির আবির্ভাবের হেতুই লিখিত আছে, তাহা এইরূপঃ—"অভিযোগাদ্বিষয়তঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ। সা তদীয়বিশেষেভ্যঃ উপমাতঃ স্বভাবতঃ। রতিরাবির্ভবেদেষা-মুত্তমত্বং যথোত্তরম্। ১।—অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব—এই সকল কারণ হইতে রতির আবির্ভাব হয়, এই কারণ সকলের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে।"

নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা স্বীয় ভাবের যে প্রকাশ, তাহাকে **অভিযোগ** বলে। বিশাখার নিকট শ্রীরাধা বলিলেন, "সখি, যমুনাতটে আজি দেখিলাম, নাগর-রাজ আমার অধরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া নবীন-লতিকার নব-পল্লব দংশন করিলেন, তাহাতেই আমার হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে।" ইহা নিজের দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ-রূপ অভিযোগ। শ্রীকৃষ্ণ নবপল্লবের দংশনদ্বারা, শ্রীরাধার অধর-দংশনের জন্য স্বীয় লালসা জ্ঞাপন করিলেন (ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিজে নিজের মনোভাব প্রকাশ) তাহা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার রতি উদয় হইল—(আমার হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে, এ কথাই রতি-উদয়ের পরিচায়ক।) একদা কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অনুরাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ব্রজরাজ-নন্দন। শ্রীরাধিকা তোমার প্রতি এতই অনুরাগবতী যে, তোমার সংবাদ-শ্রবণমাত্রেই তিনি ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক এরূপ ঘূর্ণিতা হইলেন যে, তাঁহার যে নীবী-বন্ধন স্খলিত হইতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই।" ইহা পরের দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশরূপ অভিযোগ। পরের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শুনিয়া রত্যুদয় হইয়াছিল (নীবী-স্খলনই রত্যুদয়ের প্রমাণ)।

শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটীকে **বিষয়** বলে। শ্রীকৃষ্ণের শব্দে, স্পর্শে, রূপ-দর্শনে, চর্ব্বিত-তাম্বূলাদির রসাস্বাদনে ও গাত্রগন্ধ অনুভবে গোপ-সুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শ্রীচরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদে নিম্নে যে "একস্য শ্রুতমেব" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শব্দ-রূপ রত্যাবির্ভাব-হেতুর উদাহরণ।

কুল রূপ, শৌর্য্য ও সৌশীল্য প্রভৃতি সামগ্রীর গৌরব বা আধিক্যকে **সম্বন্ধ** বলে। কোনও ব্রজসুন্দরী বলিয়াছেন—যাঁহার বীর্য্যে (বলে) গোবর্দ্ধন-গিরি কন্দুকতুল্য হইয়াছে, যাঁহার রূপ নিখিলভুবন-সমূহের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি আভীর-পুরন্দর-নন্দ-ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার অনন্তগুণ ও অনির্ব্বচনীয় লীলা জগৎকে বিস্মিত করিতেছে, সেই বংশীধরের লোকাতীত চরিত্র চিন্তা করিলে কে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? এই দৃষ্টান্তে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, কুল ও শৌর্য্যাদি সমবেতভাবে ব্রজসুন্দরীর রত্যুদয়ের কারণ হইয়াছে।

"ভুবি ভুবি রমণীয় বস্তু আছে থাকুক, কিন্তু আমার এইটীই প্রার্থনীয়"—এই জাতীয় নিশ্চয়-করণকে **অভিমান** বলে। মমতাস্পদ-বস্তুতে যে অনন্য-মমতাময় সঙ্কল্প-বিশেষ, তাহার নাম অভিমান। এইরূপ অভিমান, রূপ-গুণাদিকে অপেক্ষা না করিয়াও রতি উৎপাদন করে। একদিন নান্দীমুখী শ্রীরাধিকার প্রেম-পরীক্ষার্থ পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "সখি, শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, প্রেমশূন্য, কামুক, অত্যন্ত রুক্ষচেষ্ট, কেন এই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী হইতেছ? অপর কোনও মহাগুণশালী ব্যক্তিতে অনুরাগ-প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য।" উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—"দেবি! জগতে প্রচুর মাধুর্য্যশালী বিদগ্ধচূড়ামণি বহু বহু পুরুষ থাকে থাকুক, গুণবতী রমণীগণ তাঁহাদিগকে বরণ করে করুক, কিন্তু যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছ, বদনে মুরলী এবং দেহে গৈরিকাদির তিলক নাই, আমি তাকে তৃণতুল্যও মনে করি না অর্থাৎ শিখি-পুচ্ছাদিদ্বারা উপলক্ষিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনব্যতীত অন্য কাহাতেও আমার মন যায় না।" বহুকাল-স্থায়ী পরিচয়াদির ফলে মমতাবুদ্ধি জন্মে, এই মমতা-বুদ্ধির ফলস্বরূপই অভিমান। অত্যধিক-মমত্ববুদ্ধি-জনিত এই অভিমান-বশতঃই রূপ-গুণাদির অপেক্ষা না রাখিয়া রতির উদ্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক, গোষ্ঠ এবং প্রিয়জনাদিকে **তদীয় বিশেষ** বলে। পদাঙ্কদর্শনে, গোষ্ঠভূমির স্পর্শে, বা শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের সঙ্গের প্রভাবেও রতির উদয় হয়।

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব (২।১৯)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূ-
ন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীম্ ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

একস্যেতি অত্রায়ং অত্রত্য প্রবন্ধ। রাধেয়ং প্রথমং কৃষ্ণনামমাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামনি রতিমুবাহ। ততশ্চ বংশীনাদং পরমমধুরত্বেনাস্বাদ্য তদ্বাদিনি রতিমুবাহ। ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং লেখায়াং তথা সকৃদেবাস্বাদ্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুকে **উপমা** বলে। অভিনয়াদিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশে সজ্জিত ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয়-কারী কোনও নটকে দেখিলে বা তাঁহার অভিনয়াদি দর্শন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রত্যুদ্ভব হইতে পারে। এস্থলে অভিনেতা হইল উপমা ; এই উপমাই সাক্ষাদ্-ভাবে রতির উদ্ভবের হেতু হইল।

যাহা হেতুকে অপেক্ষা করে না, স্বতঃই উদ্ভূত হয়, তাহাকে **স্বভাব** বলে। স্বভাব দুই প্রকার—নিসর্গ ও স্বরূপ। সুদৃঢ় অভ্যাস-জন্য যে-সংস্কার, তাহার নাম নিসর্গ। আর রতির উৎপাদক স্বতঃসিদ্ধবস্তু-বিশেষের নাম স্বরূপ। এই স্বরূপ আবার কৃষ্ণ-নিষ্ঠ, ললনা-নিষ্ঠ এবং উভয়-নিষ্ঠ ভেদে তিন রকমের। অসুর-প্রকৃতির লোকব্যতীত অন্য লোকের যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি হইতেই কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাহা কৃষ্ণ-নিষ্ঠ-স্বরূপ ; এই রত্যুদয়ের হেতু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বভাবতঃ আছে। জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি দর্শন বা গুণাদি-শ্রবণব্যতীতও যে তাঁহাতে ব্রজ-সুন্দরীদিগের গাঢ় রতি স্বতঃই স্ফুরিত হয়, তাহা ললনা-নিষ্ঠস্বরূপ। এই রত্যুদয়ের হেতু ব্রজ-ললনাদিগের চিত্তে স্বতঃই বিদ্যমান। আর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজললনা এই উভয়ের পরস্পর স্বরূপ এককালীন যাহাতে লক্ষ হয়, তাহার নাম উভয়-নিষ্ঠস্বরূপ।

এস্থলে অভিযোগাদিকে যে রতির হেতু বলা হইল, ইহারা বাস্তবিক রতির হেতু নহে—লৌকিক-রীতি অনুসারেই ইহাদিগকে হেতু বলা হইল। কৃষ্ণ-রতির হেতু প্রায় কিছুই নাই। কৃষ্ণরতি স্বাভাবিকী—অভিযোগাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকটিত হয় মাত্র। শ্রীরাধিকাদির শ্রীকৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ, ইহার কোনও হেতুই স্বরূপতঃ থাকিতে পারে না। সাধন-সিদ্ধদিগের রতিও বহুকালের সংস্কারজাত নিসর্গ হইতেই অথবা নিত্য সিদ্ধ-পরিকরাদির সংসর্গাদি হইতে উদ্ভূত হয়। **পূর্ব্বরাগ**—নায়ক-নায়িকার সঙ্গমে পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত যে-রতি বিভাবাদির সংযোগে স্বাদ-বিশেষময়ী হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। "রতির্যা সঙ্গমাৎপূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ সঃ উচ্যতে॥ উ. নী. পূ. রা.॥" পরবর্ত্তী "একস্য শ্রুতমেব" ইত্যাদি শ্লোকে রাগের উৎপত্তির হেতু এবং পূর্ব্বরাগ উভয়-বিষয়ই বলা হইয়াছে। **পূর্ব্বরাগ-বিকার**—পূর্ব্বরাগের বিকার। পূর্ব্বরাগে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাবের উদয় হয়। পরবর্ত্তী "ইয়ং সখি" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বরাগ-বিকার-ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে। **চেষ্টা**—শারীরিক ব্যাপার।

পরবর্ত্তী "অগ্রে বীক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকে "চেষ্টা" এবং "অকারুণ্যঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "ব্যবসায়" দেখান হইয়াছে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ব্যবসায় বলে। "অকারুণ্যঃ"-শ্লোকে শ্রীরাধিকা মৃত্যুই স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন ; সুতরাং ইহা ব্যবসায় হইল। ব্যবসায়ও চেষ্টারই একটা বৃত্তি, ইহা একরকম চেষ্টা।

কামলেখন—নিজের প্রেম-প্রকাশক লিখনকে (পত্রকে) কামলেখন বলে। উহা যুবক যুবতীর নিকটে এবং যুবতী যুবকের নিকটে প্রেরণ করে। "স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে॥ উ. নী. পূ. রা. ২৬॥" পরবর্ত্তী "ধরি অ পরিচ্ছন্দগুণম্" ইত্যাদি শ্লোক কামলেখনের দৃষ্টান্ত।

শ্লো। ২১। অন্বয়। একস্য (একজনের—এক পুরুষের) কৃষ্ণেতি (কৃষ্ণ- এই) নামাক্ষরং (নামাক্ষর)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তত্ত্বেদেন তস্মিন্ রতিমুবাহ। তত্র যদ্যপি ত্রীণ্যপি তানি স্বাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণমেব স্ফোরয়িত্বা রতিমুল্লাসয়ামাসুঃ তৎস্ফুর্ত্ত্যসম্ভবে সা ন সম্ভবেৎ। বক্ষ্যতে চাস্তিক এব লোকোত্তরপদার্থানামিতি তথাপি তদেকস্ফূর্ত্তাবপি তন্নিত্রয়তা-মননস্যৈকরূপেঽপি পৃথক্ পৃথক্ অনুভববাদেকবস্তুত্বং ন প্রতীতমিত্যাত এব জ্ঞেয়ম। কচ্চিদেকজাতীয়ত্বং স্যাদিতি বিতর্কাৎ অত আহ পুরুষত্রয়ে রতিরভূদিতি। প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা বিমুত ত্রয়ে। তস্মাৎ মৃতিরেব শ্রেয়সীতি মৃতিং বিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতিধিক্কারিণ্যেবেতিভাবঃ। শ্রীজীব। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রুতম্ এব (শ্রবণমাত্রেই) মতিং (বুদ্ধি) লুম্পতি (লোপ করিল), অন্যস্য (আর একজনের) বংশীকলঃ (বংশীধ্বনি) সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাং (গাঢ় উন্মত্ততা পরম্পরা) উপনয়তি (আনয়ন করিতেছে), পটে (চিত্রপটে) বীক্ষণাৎ (দর্শনমাত্রে) স্নিগ্ধদ্যুতিঃ (স্নিগ্ধকান্তি) এষঃ (এই আর একজন) মে (আমার) মনসি (মনে) লগ্নঃ (সংলগ্ন হইল) কষ্টম্ (ইহা বড়ই কষ্ট), ধিক্ (আমাকে ধিক্)। পুরুষত্রয়ে (তিনজন পুরুষে) রতিঃ (রতি) অভূৎ (জন্মিয়া চ), মৃতিঃ (মরণই) শ্রেয়সী (শ্রেয়ঃ) মন্যে (মনে করি)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি! এক পুরুষের "কৃষ্ণ" এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রে আমার বুদ্ধি লোপ করিল, আর একজনের বংশীশব্দ আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা পরম্পরা জন্মাইতেছে চিত্রপট দর্শনমাত্রে স্নিগ্ধ-জলদ-কান্তি এই আর একজন আমার মনে সংলগ্ন হইল। ইহা বড়ই কষ্ট আমাকে ধিক্। (একে তো পর পুরুষে রতি, তাতে আবার) তিন জন পুরুষে রতি জন্মিয়াছে, অতএব আমার মরণই শ্রেয়ঃ। ২১

সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাম্—সান্দ্র (ঘনীভূত, প্রগাঢ়) উন্মাদ (উন্মত্ততা, আনন্দোন্মত্ততা) তাহার পরম্পরা (সমূহ), এক আধ বার নয়, বহুবার—যতবারই বংশীধ্বনি শুনি, ততবারই—আমার আনন্দোন্মত্ততা জন্মিতেছে এবং প্রত্যেকবারের উন্মত্ততাই অত্যন্ত নিবিড়, বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি এতই মাতোয়ারা হইয়া যাই যে, আমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—যেন বংশীবাদকের নিকটে উড়িয়া যাইতেই ইচ্ছা হয়। **পুরুষত্রয়ে**—তিনজন পুরুষে যাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং যাঁহাকে না দেখিয়াই—কেবল যাঁহার নামমাত্র শুনিয়াই যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইয়াছিল—তিনি একজন। আর, যাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়াই আমি উন্মত্তার প্রায় হইয়াছি, তিনি একজন, আর যাঁহার প্রতিকৃতি চিত্রপটে দর্শন করিয়াছি, তিনি একজন। এই তিনজন পুরুষেই আমার রতি জন্মিয়াছে আমি কুলনারী—পরপুরুষে আমার রতি জন্মিল, ধিক্ আমাকে! তাহাও আবার একজন নয়, তিনজন পরপুরুষে আমার রতি জন্মিল—আমার মরণই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ তিনপুরুষে শ্রীরাধার রতি জন্মে নাই; যাঁহারই নাম কৃষ্ণ, তাঁহারই বংশীধ্বনি এবং তাঁহারই প্রতিকৃতি চিত্রপটে অঙ্কিত ছিল, তিনভাবে—নামরূপে, বংশীধ্বনিরূপে এবং চিত্র পটরূপে—একই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় চিত্তকে বিচলিত করিয়াছেন শ্রীরাধার পক্ষে বস্তুতঃ তিনি পরপুরুষও নহেন তিনি তাঁহার নিত্যস্বকান্ত, প্রকট-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে এই সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই শ্রীরাধা এরূপ কথা বলিতেছেন।

এই শ্লোক হইতে ইহাও জানা যায় যে নামরূপে, বংশীধ্বনিরূপে এবং চিত্রপটরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীরাধা তাঁহাকে দেখেন নাই, তথাপি, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার চিত্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। আবার যখন বংশীধ্বনি শুনিলেন, তখন বংশীবাদকের প্রতি তাঁহার চিত্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু তখন শ্রীরাধা জানিতেন না—যাঁহার নাম কৃষ্ণ বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, তিনিই বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। আবার চিত্রপটে প্রতিকৃতি দেখিয়াও যাঁহার প্রতিকৃতি, তাঁহার প্রতি শ্রীরাধা অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি তখন জানিতেন না—যাঁহার নাম কৃষ্ণ, কিম্বা যাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রতিকৃতি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা শ্রীরাধার প্রেমের ললনা-নিষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

তথা তত্রৈব (২।১৬)—
ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং
পর্য্যবস্যতি ॥ ২২

কন্দর্পলেখো যথা তত্রৈব (২।৪৮)—
ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্হি ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুৎসায়ামিতি বেদনায়া অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২২

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে॥ প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্রপটরূপং তৎসূত্রস্থা। চক্রবর্ত্তী। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ কান্তাপ্রেম—প্রকট-লীলায় স্বীয় কান্তের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও কান্তের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছিল, স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল—যদিও তিনি জানিতেন না, সেই প্রাণবল্লভ কে। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে প্রাণবল্লভের স্মৃতি ও জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই, হইতে পারেও না এবং সেই সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—পরস্পরের প্রতি নিত্য আকর্ষণ—তাহাও বিলুপ্ত হয় নাই। তাই কান্ত-সম্বন্ধীয় যে-কোনও বস্তুর সহিত সংস্পর্শ ঘটিলেই—তাহা নূপুরধ্বনিই হউক, অঙ্গগন্ধই হউক, বেণুধ্বনিই হউক, নামাক্ষরই হউক, কি প্রতিকৃতিই হউক, কান্তের সম্বন্ধীয় যে-কোনও বস্তুর সংযোগেই—সেই নিত্যসিদ্ধ প্রেমের নিত্যসিদ্ধ আকর্ষণ জাগ্রত হইয়া উঠে; ইহাই ললনা-নিষ্ঠ-স্বরূপ প্রেমের স্বভাবগত ধর্ম্ম; তাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পূর্ব্বেই তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে; আবার তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার রতি উদ্‌গত হইয়াছে—যদিও শ্রীরাধা জানিতেন না, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং এই বংশীবাদক কে। আবার চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়াও সেইভাবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

এই শ্লোকে রতির উৎপত্তির হেতু এবং পূর্ব্বরাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। নামাক্ষর, বংশীধ্বনি এবং চিত্রপটস্থ প্রতিকৃতিকে (তদীয় বিশেষকে) উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার রতি অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া নামাক্ষরাদি হইল রতির উৎপত্তির (অভিব্যক্তির) হেতু।

এই শ্লোকে "পটে"-স্থলে "সকৃৎ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; সকৃৎ—একবার মাত্র।

শ্লো। ২২। অন্বয়। সখি (হে সখি) ইয়ং (এই) রাধা-হৃদয়-বেদনা (শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা) সুদুঃসাধ্যা (সর্ব্বথা অসাধ্য—আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য); যত্র (যে-বিষয়ে) কৃতা চিকিৎসা অপি (কৃত চিকিৎসাও) কুৎসায়াং (নিন্দাতে) পর্য্যবস্যতি (পর্য্যবসিত হয়)।

অনুবাদ। হে সখি! শ্রীরাধার এই হৃদয়-বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য; ইহার চিকিৎসা নিন্দাতেই পর্য্যবসিত হয় (বেদনার নিবৃত্তি না হওয়ায় চিকিৎসার নিন্দা হইতেছে)। ২২

শ্লো। ২৩। অন্বয়। সুন্দর (হে সুন্দর)! তুমং (ত্বং—তুমি) পরিচ্ছন্দগুণং (প্রতিচ্ছন্দগুণং—প্রতিচ্ছন্দগুণ—চিত্রপটরূপ) ধরি অ (ধৃত্বা—ধারণ করিয়া) মহ (মম—আমার) মন্দিরে (মন্দিরে) বসসি (বাস করিতেছ); তহ তহ (তথা তথা—সেই সেই স্থানে) বলি অং (বলিতং—বলপূর্ব্বক) রুন্ধসি (আমাকে রোধ করিতেছ) চইদা (চকিতা—চকিতা বা ভীতা হইয়া আমি) জহ জহ (যথা যথা—যে যে স্থানে) পলাএম্হি (পলায়ে—পলায়ন করি)।

চেষ্টা যথা তত্রৈব (২।২৬)—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শিখণ্ডখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছখণ্ডং নটনং নৃত্যং তদ্রূপয়া ক্রীড়য়া চমৎকারিতাম্। চক্রবর্ত্তী। ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২৩। সংস্কৃত রূপ :—ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি . তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে ॥

অনুবাদ। হে সুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ)! তুমি প্রতিচ্ছন্নগুণ (চিত্রপটরূপ) ধারণ করিয়া আমার মন্দিরে বাস করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে বলপূর্ব্বক আমাকে রোধ করিতেছ। ২৩

শ্রীরাধা একখানি পত্র লিখিয়া ললিতা-বিশাখার হস্তে তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন ; পত্রখানি প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, পত্রের কথাগুলিই উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়াই শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন, তাই তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ চিত্রপটরূপেই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরাধা আরও লিখিয়াছেন—"হে সুন্দর! তোমার চিত্রপট আমি আমার গৃহে রাখিয়া দিয়াছি ; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। আমি কুলনারী, গৃহে গুরুজন বিদ্যমান, তাই চিত্তবিকারে ভীত হইয়া উঠি—ধর্ম্মহানির ভয়ে এবং গুরুজনের ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার চিত্রপটের নিকট হইতে পলাইয়া যাইতে চাহি ; কিন্তু পলাইতে পারি না ; যেদিকেই পলাইতে চাহি, সেই দিকেই যেন তুমি আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াও—সর্ব্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই (ইহাতে দর্শনের পূর্ব্বেই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সূচিত হইতেছে)। তাই তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন আর আমার হইয়া উঠে না।

এই শ্লোকে কামলেখনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অসৌ (এই শ্রীরাধা) অগ্রে (সম্মুখে) শিখণ্ড-খণ্ডং (ময়ূর-পুচ্ছখণ্ড) বীক্ষ্য (দেখিয়া) অচিরাৎ (অবিলম্বে) উৎকম্পং আলম্বতে (কম্পিতা হইতেছেন) ; গুঞ্জানাং চ (এবং গুঞ্জাবলীর) বিলোকনাৎ (দর্শনমাত্রে) মুহুঃ (বারম্বার) সাস্রং (সাশ্রুলোচনে) পরিক্রোশতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন, অপূর্ব্ব-নটনক্রীড়াচমৎকারিতাং (নটন-ক্রীড়ার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা) জনয়ন্ (উৎপাদিত করিয়া) কঃ (কে) অয়ং (এই) নবীনগ্রহঃ (নূতন গ্রহ) বালায়াঃ (বালা শ্রীরাধার) চিত্তভূমিং (চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে) কিল অবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) নো জানে (জানি না)।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র কম্পিতা হইতেছেন, গুঞ্জাবলী দর্শনমাত্রেই বারংবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। নটন-ক্রীড়ার অপূর্ব্ব-চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে করিতে কোন্ নূতনগ্রহ শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছে, জানি না। ২৪

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকার প্রেমোদয়-জনিত শারীরিক-ব্যাপাররূপ চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রেমোদয়ে চিত্তে যে বিকার উপস্থিত হয়, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিকভাবরূপে বাহিরেও তাহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরাধার দেহেও যে তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামালা শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, শ্রীরাধা চিত্রপটে দেখিয়াছেন। তাই ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জা দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছে এবং স্মৃতির উদ্দীপনেই প্রেমোচ্ছ্বাসে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইয়াছে। গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন নিজের বশে থাকে না, গ্রহের ইঙ্গিতেই সমস্ত করিয়া থাকে—কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা,

ব্যবসায়ো যথা তত্রৈব (২।৭০)—
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অকারুণ্য ইতি উত্তরকৃতিঃ অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছুটাছুটি করিয়া থাকে—প্রেমোদয়েও লোকের সেইরূপ অবস্থা হয়, "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১।২।৪০-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। চিত্রপটাদি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে অনুরাগের উদয় হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে শ্রীরাধাও আর আপনার বশে থাকিতে পারেন নাই, গ্রহাবিষ্টের মত তিনিও কখনও বা কম্পিত হইয়া উঠেন, কখনও বা অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, আবার কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। তাই উৎপ্রেক্ষাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—কোন্ নূতনগ্রহ না জানি শ্রীরাধার চিত্তে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অপূর্ব্ব নটন-রঙ্গ বিস্তার করিতেছে —যাহার প্রভাবে অসীম-ধৈর্য্যশালিনী হইয়াও শ্রীরাধা এইভাবে চীৎকারাদি করিতেছেন?

এই শ্লোকটী মুখরার উক্তি—তাঁহার নাতিনী শ্রীরাধার অশ্রু-কম্পাদি দেখিয়া তাহার গূঢ় কারণ জানিতে না পারিয়া স্নেহের আধিক্যবশতঃ মুখরা মনে করিয়াছেন, বুঝিবা কোনও দুষ্ট গ্রহই শ্রীরাধার দেহে ভর করিয়াছে। মুখরার কথা শুনিয়া দেবী পৌর্ণমাসী প্রকাশ্যে বলিলেন—"মুখরে। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, দৈত্যরাজ কংস শ্রীরাধিকাদির অনুসন্ধান করিতেছে, তাই কোনও স্ত্রীগ্রহ আসিয়া এই বালিকাতে প্রবেশ করিয়াছে।" কিন্তু গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"সোঽয়ং মুকুন্দস্য নবানুরাগরাশেঃ কোঽপি চণ্ডিমা—ইহা মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার নবানুরাগরাশিরই কোনও এক বিলাসবিশেষ।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্লোকে যে "নবীনগ্রহের" কথা বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকার নবানুরাগই সেই নবীন-গ্রহ, এই নবানুরাগের প্রভাবেই শ্রীরাধার অশ্রু-কম্প এবং চীৎকারাদি।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। সখি (হে সখি)! কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) যদি (যদি) ময়ি (আমার প্রতি) অকারুণ্যঃ (নির্দ্দয় হইলেন), তব (তোমার) ইদং (ইহা—ইহাতে) কথং (কেন) আগঃ (অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে)? মুধা (বৃথা) মা রোদীঃ (রোদন করিও না), পরং (ইহার পরে) মে (আমার) ইমাং (এই) উত্তর-কৃতিং (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) কুরু (কর—করিবে), যথা (যাহাতে), তমালস্য (তমালের) স্কন্ধে (স্কন্ধে) বিনিহিত-ভুজবল্লরিঃ (বদ্ধ-ভুজলতা—যাহার ভুজলতা তমালের স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাদৃশ) ইয়ং (এই) তনু (দেহ) বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) চিরং (চিরকাল ব্যাপিয়া) অবিচলা (স্থিরভাবে—অবিচলিতভাবে) তিষ্ঠতি (থাকে—থাকিতে পারে)।

অনুবাদ। (শ্রীরাধার দূতীরূপে ললিতা-বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম জানিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ ললিতাকে পৌর্ণমাসীর নিকটে পাঠাইয়া বিশাখা শ্রীরাধার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া তিনি ললিতার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় শ্রীরাধার মনোভাবের অনুকূল কোনও কথাই প্রকাশ করিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন মনে করিয়া স্বীয় প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় শ্রীরাধা যখন স্বীয় কণ্ঠ হইতে একাবলী হার উন্মোচন করিয়া বিশাখাকে দিতেছিলেন, তখন বিশাখা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"এরূপ করিয়া তুমি কেন সখি আমাকে কষ্ট দিতেছ? ললিতার প্রতীক্ষায় আমি নিরুদ্যম হইয়া রহিয়াছি।"—ইহা বলিয়াই বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন। ললিতার বিলম্ব দেখিয়া সম্ভবতঃ বিশাখা আশঙ্কা করিতেছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার বোধ হয় দেবী পৌর্ণমাসীর

রায় কহে—কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?।
রূপ কহে—ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব ॥ ১২২

তথাহি তত্রৈব (২।৩০)—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ২৬

রায় কহে—কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে—সাহজিক-প্রেমধর্ম্ম ॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিচারে শ্রীরাধার প্রতিকূল বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। এই আশঙ্কাতেই বিশাখা নিরুদ্যম হইয়াছিলেন এবং এই নিরুদ্যমতার অবস্থায় শ্রীরাধার প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় বিশাখা আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বিশাখাকে রোদন করিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—)

"হে সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাহাতে তোমার (কি অপরাধ ?) কেন অপরাধ হইবে ? (তুমি কেন রোদন করিতেছ ?) আর বৃথা রোদন করিও না। তমালবৃক্ষের স্কন্ধে (শাখায়) বাহুলতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে আমার এই দেহ বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপিয়া অবিচলভাবে অবস্থান করিতে পারে,—(আমার মৃত্যুর) পরে সেইরূপভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিও। ২৫

শ্রীরাধার এই করুণ কথার মর্ম্ম এইরূপ :—"সখি! কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্যই আমার প্রাণ ব্যাকুল, যদি তিনিই আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন, তবে আর বাঁচিয়া লাভ নাই। আমি মরিব, কিন্তু সখি মরণেও তো তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক কাজ করিও সখি। কৃষ্ণকে তো পাইলাম না, তমালের দেহ কৃষ্ণেরই দেহের মত কালো এবং স্নিগ্ধ, আমার মৃতদেহটীকে তমালের ডালে বাঁধিয়া দিও—যেন তমালের দেহকে আলিঙ্গন করিয়াই আমার দেহ চিরকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে পারে।"

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—বিশাখার রোদনেও শ্রীরাধা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত (এবং শ্রীকৃষ্ণ অলভ্য জানিয়া দেহত্যাগের পরে মৃতদেহেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তমালবৃক্ষের সহিত) মিলনের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিরূপ ব্যবসায়ই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্লোকে "বিনিহিত-ভুজবল্লিরিবিয়ম"-স্থলে "কলিতদোর্ব্বল্লিবিবিয়ম" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ একই।

১২২। ভাবের—প্রেমের। **স্বভাব**—ধর্ম্ম, প্রকৃতি।

ঐছে—এইরূপ, নিম্নের "পীড়াভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত প্রকার, প্রেমে অত্যধিক পরিমাণে সুখ এবং অত্যধিক পরিমাণে দুঃখ যুগপৎ বর্ত্তমান। বিষামৃতে একত্রে মিলন। ইহাই "পীড়াভিঃ" শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২।৭ শ্লো. ৭ দ্রষ্টব্য।

১২৩। সহজ-প্রেম—স্বাভাবিক প্রেম, নিরুপাধিক প্রেম। সহজ-শব্দের অর্থ সহজাত, যাহা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকে। কৃষ্ণ-পরিকরদের জন্ম মরণ নাই, তাঁহাদের সহজ প্রেম অর্থ নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রেম।

সাহজিক প্রেমধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্মই সাহজিক অর্থাৎ নিরুপাধি। পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহে এই নিরুপাধি (সাহজিক) প্রেমের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী "স্তোত্রং যত্র" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির দোষ-গুণে প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না ; বরং প্রিয়ব্যক্তির মুখে নিজের স্তুতি শুনিলে নিজের প্রতি প্রিয়ের ঔদাস্য প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া চিত্তে দুঃখ জন্মে, আর নিন্দা শুনিলে পরিহাস করিতেছে মনে করিয়া আনন্দ জন্মে।

তথাহি তত্রৈব (৫।৪)—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ২৭

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা তত্রৈব (২।৫৯)—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেম্ণঃ লক্ষণং তত্রাহ "স্তোত্রং" ইতি। দোষেণ ক্ষয়িতামিতি কমপি গুণাদিকমুপাধিমালম্ব্য জায়তে চেৎ তদা দোষদর্শনেন ক্ষীণো ভবতি গুণদর্শনেন বৃদ্ধো ভবতি। নিরুপাধিস্তু দোষগুণে নাপেক্ষতে। চক্রবর্ত্তী। ২৭

শ্রুত্বেতি। ইন্দুবদনা চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা সখীমুখাদিতি শেষঃ। প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী সতী বিধুরে ব্যথিতে স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়ং বিধায় আশ্রিত্য প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চিষ্যতি পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি মাং প্রতীতি শেষঃ। কিংবা পামরস্য নির্দ্দয়স্য কামস্য কার্ম্মুকাৎ পরিত্রস্তা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি পরিহরতি। হা খেদে। ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মূঢত্বাদ্ধেতোঃ ফলিনী ফলশালিনী মনোরথলতা উন্মূলিতা সমূলমুৎপাটিতা মন্নিষ্ঠুরতয়েতি শেষঃ। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২৭। অন্বয়। যত্র (যাহাতে) স্তোত্রং (প্রশংসা) তটস্থতাং (ঔদাসীন্য) প্রকটয়ৎ (প্রকাশ করিয়া) চিত্তস্য (চিত্তের) ব্যথাং (বেদনা) ধত্তে (ধারণ করে—প্রদান করে), নিন্দা অপি (নিন্দাও) পরীহাসশ্রিয়ং (পরিহাসের শোভা বা রূপ) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) প্রমদং (আনন্দ) প্রযচ্ছতি (প্রদান করে),—কেন অপি (কোনও) দোষেণ (দোষে) ক্ষয়িতাং (হ্রাস) গুণেন (এবং গুণে) গুরুতাং (বৃদ্ধি) ন আতন্বতী (প্রাপ্ত না হইয়া) কস্যচিৎ (কোনও অনির্ব্বচনীয়) স্বারসিকস্য (সাহজিক) প্রেম্ণঃ (প্রেমের) প্রক্রিয়া) বিক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছে)।

অনুবাদ। মধুমঙ্গলের প্রশ্নে পৌর্ণমাসীর উক্তি :—যাহাতে, প্রশংসা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া চিত্তে বেদনা প্রদান করে (প্রিয় ব্যক্তি যদি প্রশংসা করে, তাহা তাহার ঔদাসীন্য হইতে জাত—এইরূপ মনে করিয়া চিত্তে দুঃখ জন্মে), যাহাতে নিন্দাও পরিহাসশ্রী পোষণ করিতে করিতে আনন্দ প্রদান করে (প্রিয় যদি নিন্দা করে, তাহা হইলে পরিহাস করিতেছে মনে করিয়া আনন্দ হয়), সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ-প্রেমের প্রক্রিয়া কোনও দোষে হ্রাস অথবা গুণে বৃদ্ধি না হইয়াই ক্রীড়া করিতে থাকে। ২৭

অনাতন্বতী—ন+আতন্বতী।

যে প্রেম গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, দোষ দর্শনে তাহার হ্রাস হইতে পারে এবং নূতন কোনও গুণ দেখিলেও তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু যে প্রেম দোষ-গুণের কোনও অপেক্ষা রাখে না, যাহা নিরুপাধিক, সাহজিক, দোষে বা গুণে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ইহাই সাহজিক প্রেমের ধর্ম্ম।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা) মম (আমার) নিষ্ঠুরতাং (নিষ্ঠুরতা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) প্রেমাঙ্কুরং (প্রেমাঙ্কুরকে) ভিন্দতী (ভেদ করিয়া) বিধুরে (ব্যথিত) স্বান্তে (চিত্তে) শান্তিধুরাং (ধৈর্য্যাতিশয়) বিধায় (ধারণপূর্ব্বক) প্রায়ঃ (প্রায়) কিং (কি) পরাঞ্চিষ্যতি (আমার প্রতি পরাঙ্মুখী হইবেন)? কিংবা (অথবা কি) পামর-কাম-কার্ম্মুক-পরিত্রস্তা (নিষ্ঠুর-কন্দর্পের কার্ম্মুকভয়ে ভীত হইয়া) অসূন্ (প্রাণসমূহকে) বিমোক্ষ্যতি (পরিত্যাগ করিবেন)? হা (হায়)! ময়া (আমাকর্তৃক) মৌগ্ধ্যাৎ (মূঢ়তাবশতঃ) ফলিনী (ফলবতী) মৃদ্বী (কোমলা) মনোরথলতা (মনোরথলতা) উন্মূলিতা (মূলের সহিত উৎপাটিত হইল)।

শ্রীরাধায়া যথা তত্রৈব (২।৬০)—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যস্যেতি যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উৎসঙ্গে ক্রোড়ে প্রাপ্যং যৎসুখং তস্যাশয়া তৎপ্রাপ্ত্যাশয়া ময়া গুরুভ্যো গুরুজনেভ্যো গুর্ব্বী ত্রপা লজ্জা শিথিলিতা শিথিলীকৃতা। তথা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ প্রিয়তমাঃ যূয়ং পরিক্লেশিতাশ্চ। তথা সাধ্বীভিঃ পতিব্রতাভিঃ অধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ প্রসিদ্ধঃ ধর্ম্মঃ পাতিব্রত্যলক্ষণো মহান্ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মোঽপি ন গণিতো নাদৃতঃ। ধিক্ মম ধৈর্য্যং যৎ যতঃ তদুপেক্ষিতা তেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতা অহং পাপীয়সী জীবামি। চক্রবর্ত্তী। ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। (ললিতা-বিশাখা শ্রীরাধার দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন বলিয়া বাহিরে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ললিতা বিশাখা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গল বলিলেন—"বয়স্য! ইঁহারা তো তোমাকে যথেষ্ট আদরই দেখাইলেন, তবে তুমি কেন আর নিজের আদর বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছ? পরে হয়তো তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে?" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সখে! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, রঙ্গ-কৌতুক করিতে যাইয়া আমি এই কি করিয়া ফেলিলাম?" তাঁহার আচরণের কুফল আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুতাপের সহিত আরও বলিলেন) :—

চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকা সখীর নিকটে আমার নিষ্ঠুরতার (নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা—নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার প্রেমের প্রত্যাখানের কথা) শ্রবণ করিয়া প্রেমাঙ্কুর ভেদ করিয়া (আমার প্রতি তাঁহার যে নূতন অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া) (আমার ব্যবহারবশতঃ) ব্যথিত-চিত্তে ধৈর্য্যাতিশয় ধারণ-পূর্ব্বক (আমার সম্বন্ধে ব্যর্থমনোরথ হইয়া যে দুঃখাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রশমনের নিমিত্ত) আমার প্রতি কি পরাঙ্মুখী হইবেন? কিম্বা তিনি কি নিষ্ঠুর কন্দর্পের কার্ম্মুক (ধনু)-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? হায়! হায়! মূর্খতাবশতঃ ফলবতী কোমলা মনোরথ-লতাকে আমি সমূলে উৎপাটিত করিলাম। ২৮

শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণেরও বলবতী আকাঙ্ক্ষা ছিল, শ্রীরাধার দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করাতে সেই আশা ফলবতী হওয়ারই সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যিক উপেক্ষার ভাবে তাহা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে—ইহাই শ্লোকের শেষ চরণের তাৎপর্য্য।

"শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির প্রেম-পরীক্ষার্থ কপটতামূলক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও, তাহাতে প্রিয়ব্যক্তির মনে কষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত খেদ জন্মে, অর্থাৎ পরিহাসাদিতেও প্রিয়-ব্যক্তির মনে কোনওরূপ-দুঃখ জন্মিবার আশঙ্কায় প্রেমিক ব্যক্তি ভীত হয়েন—ইহাও সাহজিক-প্রেমের একটী ধর্ম্ম।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের) উৎসঙ্গসুখাশয়া (উৎসঙ্গ-সুখের আশায়—ক্রোড়ে অবস্থিতি-জনিত সুখের আশায়) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) গুরুভ্যঃ (গুরুজনের নিকট হইতে) গুর্ব্বী ত্রপা (গুরুলজ্জা) শিথিলিতা (শিথিলিত হইয়াছে), সখি (হে সখি)। তথা (এবং) প্রাণেভ্যঃ অপি (প্রাণ অপেক্ষাও) সুহৃত্তমাঃ (সুহৃত্তম) যূয়ং (তোমরাও) পরিক্লেশিতাঃ (পরিক্লেশিতা হইয়াছ), সাধ্বীভিঃ (সাধ্বী নারীগণকর্ত্তৃক) অধ্যাসিতঃ (সেবিত) সঃ (সেই—প্রসিদ্ধ) মহান্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম্মঃ অপি (পাতিব্রত্য-ধর্ম্মও) ন গণিতঃ (গণিত—আদৃত—হয় নাই) —তদুপেক্ষিতা অপি (সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও) যৎ (যে) পাপীয়সী (পাপীয়সী) অহং (আমি) জীবামি (জীবিত আছি) (তৎ) (সেইজন্য) ধৈর্য্যং (আমার ধৈর্য্যকে) ধিক্ (ধিক)।

তত্রৈব (২।৬৯)—

গৃহান্তঃ খেলান্ত্যো নিজসহজবাল্যস্ত বলনা
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ৩০

ললিতায়া যথা তত্রৈব (২।৫৩)—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽত্ত যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমাগরীয়ানভূৎ ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৃহান্তরিতি। যদি চ এতাং দশাং নীতা বয়ং তথাপি অধুনা উদাসীনপদবী কিং ন্যায্যা ন্যায়োচিতা তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায় ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩০

অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাং চিহ্নিতাঃ সত্যঃ। মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। হাসং তথাপীতি অকাকুণ্যং ব্যজ্যতে অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কর্ম্মান্ধীকৃতধিয়াং মেধাবিন্যাস্তব ন যুজ্যত ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। (সখীদিগের নিকট হইতে শ্রীরাধাও যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন খেদের সহিত বলিলেন) :—হে সখি! যে শ্রীকৃষ্ণের উৎসঙ্গ সুখের প্রত্যাশায় গুরুজন হইতে গুরু লজ্জা শিথিল করিয়াছি, প্রাণ হইতেও সুহৃত্তম তোমাদিগকেই বা কত প্রকার ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণ সেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই—সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার ধৈর্য্যকে ধিক্। ২৯

উৎসঙ্গ—ক্রোড, আলিঙ্গন।

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত প্রেমিকা সৎকুল আর্য্য-পদাদিও অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু প্রিয়কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, তথাপি প্রিয়ের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।—ইহাও নিরুপাধি প্রেমের একটী লক্ষণ।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। নিজ সহজ-বাল্যস্য বলনাৎ (স্বীয় সহজ-বাল্যস্বভাববশতঃ) গৃহান্তঃ (গৃহমধ্যেই) খেলন্ত্যঃ (খেলা কারিণী আমরা) ভদ্রং (ভাল) অভদ্রং বা (কিম্বা মন্দ) কিম অপি (কিছুই) মনাক্ (সামান্য মাত্রও) ন জানীমহি (জানি না), [কৃষ্ণ] (হে কৃষ্ণ)। (এতাদৃশাঃ) (এইরূপ) বয়ং (আমরা) অশরণাং (নিরাশ্রয়) কাম অপি (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) দশাং (দশায়) নেতুং (নীত হইতে) কথং (কিরূপে) যুক্তাঃ (যুক্ত—যোগ্য—হই), কথং বা (কিরূপেই বা) তে (তোমাকর্ত্তৃক) উদাসীন-পদবী (উদাসীনতা) প্রথয়িতুং (বিস্তারিত করিতে) ন্যায্যা (সঙ্গতা হইয়াছে)?

অনুবাদ। (নিজেকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা মনে করিয়া শূন্যে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অতি দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকা বলিলেন) :—

হে কৃষ্ণ! স্বীয় সহজ-বাল্য স্বভাব বশতঃ আমরা গৃহমধ্যে থাকিয়া খেলা করিয়া থাকি। ভাল মন্দ কিছুই জানি না, আমাদিগকে এতাদৃশ নিরাশ্রয় অবস্থায় লইয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? আবার সেই অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করা কি তোমার উচিত হইল? ৩০

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ (অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া) বয়ম্ (আমরা) অদ্য (আজ) যাম্যাং পুরীং (যমসম্বন্ধীয় পুরীতে) যামঃ (যাইতেছি—যাইতে উদ্যত হইলাম); তথাপি (তথাপি) অয়ং (ইনি—শ্রীকৃষ্ণ) বঞ্চন-সঞ্চয় প্রণয়িনং (বঞ্চনা-সঞ্চয়ে সুনিপুণ) হাসং (হাস্য) ন উজ্ঝতি (পরিত্যাগ করিতেছেন না) হা মেধাবিনি) হা মেধাবিনি রাধিকে (হা রাধিকে)। গভীরকপটৈঃ (গাঢ়-কপটতায়) সম্পুটিতে (প্রচ্ছন্ন)

পৌর্ণমাস্যা যথা তত্রৈব (৩।১৩)—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচীভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে কৃষ্ণার্ণব! রাধিকাবাহিনী রাধিকানদী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোর্নিকটমপি দূরে পথি হিত্বা ধবরক্ষা যত্র স্যন্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ পক্ষে অত্র ধবো ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এব সেতুস্তস্য ভঙ্গে উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্যকঠোরম। গুরুং গুরুজনমেব শিখরিণমতি বা রংহসা বেগেন নবো নূতনঃ রসো জলীয়স্বাদুত্বং স্রোতোভিঃ কাপি অপর্য্যুষিতত্বাৎ। নব শান্তশৃঙ্গারাদয়োরসা যস্যাং ক্বচিদ্বিশ্লেষাদৌ নির্ব্বেদাদি-স্থায়িত্বেন শান্তাদীনামুদ্বোধাৎ। ত্বঞ্চ সমুদ্র ইব বাগ্‌ভিরেব বীচীভিঃ কিমিতি বৈমুখ্যং করোষীতি। চক্রবর্ত্তী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অস্মিন (এই) আভীরপল্লীবিটে (আভীর পল্লীবাসী ধূর্ত্তে) কথং (কিরূপে) তব (তোমার) পেমা (প্রেম) গরীয়ান্ (গুরুতর) অভূৎ (হইল)?

অনুবাদ। ললিতা বিশাখাকর্তৃক শ্রীরাধার প্রেম-নিবেদনের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বাহ্যিক উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন, তখন অত্যন্ত খেদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই সম্ভবতঃ বিশাখাকে লক্ষ্য করিয়া ললিতা বলিলেন:—অদ্য অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরী গমনে উদ্যত হইলাম তথাপি ইনি বঞ্চনা সঞ্চয়ে সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা মেধাবিনি! রাধিকে! গভীর কপটতার প্রচ্ছন্ন এই আভীর পল্লী বিটে কি প্রকারে তোমার গুরুতর প্রেম হইল? ৩১

অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া। সতীকুল শিরোমণি শ্রীরাধা রূপে গুণে রমণীসমাজে বরণীয়া তাহার পক্ষে পরপুরুষে প্রেমনিবেদন নিতান্ত অশোভন তথাপি অনুরাগের আতিশয্যে তিনি তাহা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে উপেক্ষা ইহা যে প্রাণান্তক দুঃখদায়ক, তাহাই 'অন্তঃক্লেশ কলঙ্কিতা' শব্দে সূচিত হইতেছে। **বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং**—বঞ্চনের (প্রতারণার) সঞ্চয় (সমূহ), তদ্বিষয়ে প্রণয়ী (সুনিপুণ) হাস্য যে হাসির অন্তরালে প্রতারণা লুক্কায়িত এবং যে হাসি দেখিয়া লোক ভুলিয়া যায়, প্রতারণার ফাঁদে পতিত হয়। ললিতার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—'শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাসি দেখিয়াই আমরা আকৃষ্ট হইয়া প্রতারিত হইয়াছি তাহার ফলে আমাদের এখন মৃত্যুদশা উপস্থিত কিন্তু আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও যেন তাঁহার দয়া হইল না, আমাদিগকে আরও প্রতারিত করার বাসনা বোধ হয় এখনও তাঁহার আছে, ইহা অনুমান করার হেতু এই যে, যে হাসিদ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, সেই প্রতারণাময় হাসি এখনও তাঁহার মুখে বিরাজিত।" শ্রীরাধার দশা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় অত্যন্ত খেদের সহিত ললিতা বলিয়া উঠিলেন:—হা! মেধাবিনি রাধিকে! তোমার সমস্ত মেধাশক্তি—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—বৃথাই হইল কারণ, তোমার মত মেধাবিনী নারী কিরূপে **গভীরকপটৈঃ**—গাঢ় কপটতাদ্বারা **সম্পুটিতে**—আচ্ছন্ন এই **আভীরপল্লীবিটে**—গোপপল্লীবাসী ধূর্ত্তশিরোমণি নন্দ নন্দনে গাঢ় প্রেম স্থাপন করিতে পারে, তাইতো বুঝিতে পারি না। তোমার মেধা, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও এই শঠের শঠতা ভেদ করিতে পারিল না! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এভাবে প্রতারিত হইয়াও তুমি সেই শঠ পঞ্চকের প্রতি প্রেম নিবেদনের জন্যই এখনও ব্যাকুল॥

শ্লো। ৩২। অন্বয়। কৃষ্ণার্ণব (হে কৃষ্ণার্ণব)! ধর্ম্মসেতোঃ (ধর্ম্মরূপ সেতুর) ভঙ্গোদগ্রা (ভঙ্গে সমর্থা) নবরসা (নবরসা) রাধিকাবাহিনী (রাধিকারূপ নদী) ধবতরোঃ (ধবতরুর) অন্তিকং (সান্নিধ্য) দূরে পথি (দূরপথে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) রংহসা (বেগদ্বারা) গুরুশিখরিণং (গুরুজনরূপ পর্ব্বতকে) লঙ্ঘয়ন্তী (উল্লঙ্ঘন

রায় কহে—বৃন্দাবন মুরলীনিঃস্বন।
কৃষ্ণ-রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ? ॥ ১২৪

কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া) ত্বাং (তোমাকে) লেভে (প্রাপ্ত হইয়াছে), কিম্ ইব (কেন তবে) [ত্বং] (তুমি) বাগ্বীচিভিঃ (বাক্যরূপ তরঙ্গদ্বারা) অস্যাঃ (ইহার—এই রাধা-নদীর) বিমুখীভাবম্ (বিমুখভাব) তনোষি (বিস্তার করিতেছ) ?

অনুবাদ। দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—হে কৃষ্ণার্ণব ! ধর্ম্ম-সেতুভঙ্গ-সমর্থা নবরসা রাধিকানদী ধব-তরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় বেগে গুরুজনরূপ পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তবে কেন তুমি বাক্যরূপ তরঙ্গদ্বারা ইঁহাকে বিমুখী করিতেছ ? ৩২

রাধারূপ নদী কৃষ্ণরূপ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে অর্থাৎ নদী যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন—মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন। কিরূপ সেই রাধানদী ? ধর্ম্মসেতুভঙ্গে সমর্থা—ধর্ম্মরূপ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থা, নদী যেমন তাহার গতিপথে পতিত সেতুসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, শ্রীরাধাও তেমনি স্বীয় প্রেমের প্রভাবে লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-গৃহধর্ম্মাদি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আর কিরূপ ? নবরসা—এস্থলে নব-শব্দ এবং রস-শব্দ দ্ব্যর্থক ; নদীপক্ষে নব অর্থ নূতন ; আর রস অর্থ জল ; নদীতে স্রোত থাকে বলিয়া জল স্থিতিশীল হইয়া থাকিতে পারে না ; নদী সর্ব্বদাই নূতন নূতন জলে পরিপূর্ণ থাকে। আর শ্রীরাধাপক্ষে নবরস অর্থ শৃঙ্গারাদি নয়টী রস। অথবা, বিচিত্র বৈদগ্ধীবশতঃ নিত্য নূতন নূতন রসের উৎস বলিয়া শ্রীরাধাকে নবরসা বলা হইয়াছে। আর কিরূপ ? ধবতরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগকারিণী। এস্থলেও ধব-শব্দ দ্ব্যর্থক, নদীপক্ষে—ধব এক রকম বৃক্ষের নাম, যে-স্থানে ধব-বৃক্ষ থাকে, সে-স্থান দিয়া নদী যাইতে পারে না ; তাই সেই স্থানের বহুদূরবর্ত্তী স্থান দিয়াই—ধবতরুকে বহুদূরপথে রাখিয়া—নদী প্রবাহিত হয়। আর শ্রীরাধা পক্ষে—ধব অর্থ পতি ; ধবতরু—পতিরূপ তরু। নদী যেমন ধবতরুকে বহুদূরে রাখিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, শ্রীরাধাও তেমনি লৌকিক-লীলায় স্বীয় পতিম্মন্যকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া—আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়াছেন। আর কিরূপ ? গুরুশিখরীর উল্লঙ্ঘন-কারিণী। গুরু (গুরুজনরূপ) শিখরীর (পর্ব্বতের) উল্লঙ্ঘনকারিণী। নদী যেমন স্বীয় বেগের প্রভাবে উচ্চ পর্ব্বতকেও ভাসাইয়া চলিয়া যায়, শ্রীরাধাও তেমনি স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্বাশুড়ী আদি গুরুজনের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি করিতেছেন ? বাক্যরূপ তরঙ্গ-দ্বারা রাধানদীকে বিমুখী করিতেছেন। নদী যখন সমুদ্রে পতিত হইতে থাকে, তখন স্বীয় তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্র যেমন তাহার গতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহে, তদ্রূপ শ্রীরাধা যখন বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন কপট বাকচাতুরীদ্বারা নিজের অনিচ্ছা প্রকাশের ভাণ করিয়া যেন শ্রীরাধার প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করিতেছেন।

"গৃহান্তঃ" ইত্যাদি, "অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ" ইত্যাদি এবং "হিত্বা দূরে" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে দেখান হইয়াছে যে, নিজের প্রতি প্রিয়ব্যক্তির ঔদাসীন্য সত্ত্বেও প্রেমিকার প্রেম কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না।

উক্ত ছয়টী শ্লোকেই প্রেমের ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, "শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং" হইতে "হিত্বা দূরে" পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোক অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অতিরিক্ত পাঠ। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

১২৪। রায় কহে ইত্যাদি। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৃন্দাবনের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, মুরলীর কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, মুরলীর ধ্বনির কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ এবং শ্রীরাধিকারই

বিদগ্ধমাধবে (১।৪১,৪২,৪৮)—
সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গন্ধস্যেদ্‌ব্যৎপূতি সুতি সুরভিশ্চেতি ইচ্ সমাসান্তঃ। মাকন্দানাং আম্রাণাং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, বল।" **বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন**—বৃন্দাবন, মুরলী ও মুরলীর ধ্বনি (নিঃস্বন)। **কৃষ্ণ-রাধিকার**—শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার।

পরবর্ত্তী "সুগন্ধৌ"-ইত্যাদি, "বৃন্দাবনং-দিব্যলতাপরীতম্" ইত্যাদি ও "কচিদ্ ভৃঙ্গীগীতম্"-ইত্যাদি তিন শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা দিয়াছেন।

"পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়ম"-ইত্যাদি, "সদ্বংশতস্তব"-ইত্যাদি ও "সখি মুরলী"-ইত্যাদি তিন শ্লোকে মুরলীর বর্ণনা দিয়াছেন।

"রুন্ধন্নম্বুভৃতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বংশী-ধ্বনির বর্ণনা দিয়াছেন।

'অয়ং নয়নদণ্ডিত"-ইত্যাদি, "জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি"-ইত্যাদি, "কুলবরতনুধর্ম্ম"-ইত্যাদি এবং "মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী"-ইত্যাদি চারি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

"বলাদক্ষোঃ"-ইত্যাদি, "বিধুরেতি দিবা' -ইত্যাদি, এবং "প্রমদরসতরঙ্গ"-ইত্যাদি তিন শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামী এস্থলে বিদগ্ধমাধব নাটকের শ্লোকই শুনাইতেছেন, পরবর্ত্তী পয়ারে রায় রামানন্দ ললিত-মাধবের শ্লোক শুনিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেনও—"দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দীব্যবহার।' ইহাতে বুঝা যায়, এস্থলে শ্রীরূপ যে সকল শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই বিদগ্ধমাধবের শ্লোকই হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণনাত্মক ৪১।৪২।৪৩ সংখ্যক শ্লোক-তিনটী ললিতমাধব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, এই শ্লোকত্রয় এখানে অতিরিক্ত পাঠ—অর্থাৎ রায়-রামানন্দের নিকটে শ্রীরূপ এই শ্লোক-তিনটীর উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেই যখন এই শ্লোক তিনটী এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শ্রীরূপ যে ইহাদের উল্লেখ করেন নাই, তাহা কিরূপে মনে করা যায়? আমাদের মনে হয়, রামানন্দ-রায়কে যখন শ্রীরূপ নাটক শুনাইতেছিলেন, তখন উক্ত শ্লোক তিনটি বিদগ্ধ-মাধবের পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্তই ছিল, পরে ললিত-মাধবে লওয়া হইয়াছে। এজন্যই বিদগ্ধ-মাধবের আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকত্রয় উল্লিখিত হইয়াছে। (টী প. দ্র)

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য আম্র-মুকুল-সমূহের মকরন্দের) বিনিস্যন্দে (ক্ষরিত) সুগন্ধৌ (সুগন্ধি) মধুরে (মাধুর্য্যে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (বন্দীকৃত হইয়াছে ভ্রমরসমূহ যে বৃন্দাবনে) চন্দনগিরেঃ (এবং মলয় পর্ব্বতের) মন্দোন্নতিভিঃ (মৃদুপ্রবাহ) অনিলৈঃ (বায়ুদ্বারা) কৃতান্দোলং (আন্দোলিত হইতেছে যে বৃন্দাবন, সেই) ইদং (এই) বৃন্দাবিপিনং (বৃন্দাবন) মম (আমার) অতুলং (অতুলনীয়) আনন্দং (আনন্দ) তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধন করিতেছে)।

অনুবাদ। বৃন্দাবনের শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন:—হে সখে মধুমঙ্গল! যে বৃন্দাবনের আম্রমুকুলসমূহ হইতে ক্ষরিত মকরন্দের (পুষ্পরসের—মধুর) সুগন্ধিমাধুর্য্যে ভ্রমরসমূহ পুনঃ পুনঃ বন্দীকৃত হইতেছে এবং মলয়-পর্ব্বতের মৃদুপ্রবাহ বায়ুদ্বারা যে বৃন্দাবন আন্দোলিত হইতেছে—সেই এই বৃন্দাবন আমার অতুলনীয় আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। ৩৩

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ৩৪

ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বৃন্দাবনমিতি, বৃন্দাবনং দিব্যলতাভিঃ পরীতং বেষ্টিতম্। লতাশ্চ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতানি দ্যোতিতানি অগ্রাণি ভজন্তীতি তথা। তানি চ পুষ্পাণি চ স্ফীতা আনন্দিতা মধুব্রতাঃ ভ্রমরা যেষু তথাভূতানি। তে চ মধুব্রতাঃ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ং মাধুর্য্যেণ হর্ত্তুং শীলং যেষাং তথাভূতানি গীতানি যেষাং তে ইতি। ৩৪

শিশিরতা স্নিগ্ধতা, ধারাশালী পংক্তিক্রম-বিন্যাসবিশিষ্টা, করকফলপালী দাড়িম্বফলশ্রেণী হৃষীকাণাং শ্রবণ-নাসিকা-নেত্র-ত্বগ্রসনানাম্। চক্রবর্ত্তী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য—মাকন্দের (আম্রবৃক্ষের—আম-মুকুলের) প্রকর (সমূহ), তাহাদের মকরন্দ (পুষ্পরস—মধু) তাহার। **চন্দনগিরেঃ**—চন্দনের গিরির (পর্ব্বতের), চন্দন জন্মে যে পর্ব্বতে তাহার। মলয়-পর্ব্বতের।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদগ্ধমাধবে বসন্তকালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বসন্তের সমাগমে বৃন্দাবনস্থ আম্রবৃক্ষ-সকল মুকুলিত হইয়াছে, মুকুল সমূহ হইতে মধু ক্ষরিত হইতেছে, মধুর সুগন্ধে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরসমূহ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ মুকুলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—মনে হইতেছে যেন, পুষ্পরসের সুগন্ধে ও মাধুর্য্যে তাহারা বন্দীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আর মৃদুমন্দ-মলয়-বায়ুও ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবনের রমণীয়তা বর্দ্ধিত করিতেছে। বৃন্দাবনের এসকল শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। হে সখে! এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত; সেই লতাসকলের অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত; সেই কুসুম-শ্রেণীতে মধুকরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন-গানে প্রবৃত্ত। ৩৪

এই শ্লোকেও বৃন্দাবনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ইহা শ্রীদামের প্রতি বলদেবের উক্তি।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট বৃন্দাবনের শোভা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

কোনও স্থানে মধুকরীগণের সুমধুর গীত হইতেছে, কোনও স্থলে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোনও স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোনও স্থানে মল্লিকা-কুসুমের পরিমলে বন আমোদিত হইতেছে, কোনও স্থানে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব-ফল পরম্পরায় রসপূর্ণ বিরাজিত রহিয়াছে, অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। ৩৫

অনিলভঙ্গীশিশিরতা—অনিলের (বায়ুর) ভঙ্গী (গতিবিশেষ, প্রবাহ), তদ্দারা শিশিরতা (শৈত্য, শীতলতা), বায়ুপ্রবাহজনিত শীতলতা। **বল্লীলাস্যং**—বল্লীসমূহের (লতাসমূহের) লাস্য (নৃত্য)। **অমলমল্লীপরিমলঃ**—অমল (পবিত্র—অতিসুন্দর) মল্লীর (মল্লিকাফুলের) পরিমল (গন্ধ)। **ধারাশালী করকফলপালীরসভরঃ**—ধারাশালী (ধারাবিশিষ্ট—পংক্তিক্রমবিন্যাসবিশিষ্ট) করকফলের (দাড়িম্বফলের) পালীর (শ্রেণীর) রসভর (রসপূর্ণ), শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত দাড়িম্ববৃক্ষ-সমূহের রসগর্ভ ফলসমূহ। **হৃষীকাণাং**—ইন্দ্রিয়সমূহের।

মুরলী যথা তত্রৈব (৩।২)—
পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ৩৬

তথা তত্রৈব (৫।১১)—
সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তৎপরিসরৌ অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণে। শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়াদন্তরম অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠত্রয় পূর্ব্বম অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ তৌ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ তয়োর্মধ্যে তথৈব ব্যাপ্য যম হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বূনদং কনকং তন্ময়ী। চক্রবর্ত্তী। ৬

কস্মাদগুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষা গৃহীতা। কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বা। চক্রবর্ত্তী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভ্রমরীর গান কর্ণের, বায়ুর শীতলতা ত্বকের লতার নৃত্য চক্ষুর, মল্লিকাপুষ্পের গন্ধ নাসিকার এবং দাড়িম্বফলের রস জিহ্বার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

এই শ্লোকেও বৃন্দাবনের গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। উভয়তঃ (উভয়দিকে—শিরোভাগে ও পুচ্ছভাগে) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং (অঙ্গুষ্ঠত্রয়—তিন অঙ্গুলি পরিমিতস্থান) [ব্যাপ্য] (ব্যাপিয়া) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা) পরামৃষ্টা (খচিতা) অরুণৈঃ (অরুণবর্ণ) মণিভিঃ (মণিদ্বারা) সঙ্কীর্ণে (ব্যাপ্ত—খচিত) তৎপরিসরৌ (তৎ পরিসরদ্বয়—শিরোদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পরে এবং পুচ্ছদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিত পরিসরদ্বয় অর্থাৎ স্থানদ্বয়) বহন্তী (বহনকারিণী), তয়োঃ (তাহাদের—এই অরুণবর্ণ পরিসরদ্বয়ের) মধ্যে (মধ্যস্থলে) হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী (হীরকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধ-জাম্বূনদময়ী) কল্যাণী (কল্যাণী—মঙ্গলময়ী) ইয়ং (এই) কেলিমুরলী (কেলিমুরলী) হরেঃ (শ্রীহরির—শ্রীকৃষ্ণের) করে (হস্তে) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে)।

অনুবাদ। যাহার শিরোভাগে এবং পুচ্ছভাগে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, যাহার শিরো-দেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পরে এবং পুচ্ছদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠত্রয়-পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণ-বর্ণ মণিদ্বারা খচিত এবং যাহার এই অরুণবর্ণ পরিসরদ্বয়ের মধ্যস্থল হীরকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধস্বর্ণময় সেই কল্যাণী কেলি-মুরলী শ্রীকৃষ্ণের করে বিলাস করিতেছে। ৩৬

জাম্বূনদ—স্বর্ণ (২।২।৩৮-ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের কেলি-মুরলীর দুই প্রান্তে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত, দুই প্রান্ত হইতে তিন তিন অঙ্গুলি পরে দুই দিকেই আবার তিন তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অরুণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত, ঠিক মধ্যস্থলের স্থানটি স্বর্ণদ্বারা জড়িত এবং সেই স্বর্ণও হীরকদ্বারা খচিত। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর রূপ-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

মুরলীর লক্ষণ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—"হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা। চতুঃস্বর-ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী।—মুরলী লম্বায় দুইহাত, ইহার মুখে রন্ধ্র আছে, ইহাতে চারিটী স্বরের ছিদ্রও আছে এবং ইহার স্বরও অতি মনোহর। ২।১।১৮৮॥" (টী প দ্র)

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মুরলিকে (হে মুরলিকে)! সদ্বংশতঃ (সদ্বংশে—উত্তম বাঁশে) তব (তোমার) জনিঃ (জন্ম), পুরুষোত্তমস্য (পুরুষোত্তমের—পুরুষদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীকৃষ্ণের) পাণৌ (হস্তে) স্থিতিঃ (তোমার অবস্থিতি) জাত্যা (জাতিতেও) সরলা (সরল) অসি (হও), সখি (হে সখি)! ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) কস্মাৎ,

তথা তত্রৈব (৪।৯)—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

লঘুঃ ক্ষুদ্রা। শশ্বন্নিরন্তরম যচ্চুম্বনানন্দং তেন সান্দ্রো নিবিড়ো যো হরিকরস্য পরিরম্ভঃ আলিঙ্গনং দৃঢ়তর-গ্রহণমিতি যাবৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুরোঃ (কোন্ গুরুর নিকট হইতে) বিষমা (বিষম) গোপাঙ্গনাগণবিমোহন মন্ত্রদীক্ষা (গোপাঙ্গনাগণের বিমোহন-মন্ত্রের দীক্ষা) গৃহীতা (গৃহীত হইয়াছে)।

অনুবাদ। হে মুরলিকে! সদ্বংশে (উত্তম বাঁশে) তোমার জন্ম, পুরুষোত্তমের করে তোমার অবস্থিতি, এবং জাতিতেও তুমি সরলা, অহো! তথাপি গোপাঙ্গনাগণের মোহন-মন্ত্রের বিষমদীক্ষা কোন্ গুরুর নিকটে তুমি গ্রহণ করিয়াছ? ৩৭

মুরলীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন:—মুরলি! উত্তম-বংশে যাহার জন্ম, পুরুষোত্তমের হস্তে—উত্তম স্থানে—যাহার অবস্থিতি, জাতিতেও যে অত্যন্ত সরল, তাহার পক্ষে কোনও অসঙ্গত—কুটিল—কাজ করা সঙ্গত নহে; কিন্তু মুরলি! তুমি তাহা করিয়াছ—উত্তম বংশে সরল জাতিতে তোমার জন্ম হইয়া থাকিলেও তুমি নারীগণকে—সরলা গোপাঙ্গনাগণকে বিমুগ্ধ করিয়া থাক। **পক্ষান্তরে** অর্থ—সদবংশে—সৎ (উত্তম—ভাল) বংশে (বাঁশে), ভাল বাঁশে। মুরলী সরল বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত, তাই তাহাকে জাতিতে সরলা এবং সদ্বংশজাতা (উত্তম বাঁশের তৈয়ারী) বলা হইয়াছে। "হে মুরলি! জড় বাঁশদ্বারা তুমি প্রস্তুত বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার থাকার সম্ভাবনা নাই, দেখিতেও সরল—কুটিলতা তোমাতে থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না কিন্তু তুমি কিরূপে সরলা গোপাঙ্গনাদিগকে বিমোহিত করিবার কুটিল কৌশল শিক্ষা করিলে?"

স্থলার্থ এই যে—সামান্য বাঁশের মুরলীর মধুর শব্দে গোপাঙ্গনাগণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

এই শ্লোকে মুরলীর গুণবর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। সখি মুরলি (হে সখি মুরলি)! ত্বং (তুমি) বিশাল-ছিদ্রজালেন (বিশাল ছিদ্রজালে) পূর্ণা (পরিপূর্ণ) লঘুঃ (লঘু—ক্ষুদ্র), অতিকঠিনা (অতিশয় কঠিন) নীরসা (নীরস) গ্রন্থিলা (গ্রন্থিল—গ্রন্থিযুক্ত) অসি (হও), তদপি (তথাপি) কেন পুণ্যোদয়েন (কোন পুণ্যের প্রভাবে) শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং (নিরন্তর-চুম্বনানন্দ-দ্বারা নিবিড়তাপ্রাপ্ত) হরিকর-পরিরম্ভং (শ্রীহরিকরের আলিঙ্গন) ভজসি (প্রাপ্ত হইতেছ)?

অনুবাদ। হে সখি মুরলি! তুমি বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয়-কঠিনা, নীরসা এবং গ্রন্থিলা, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর চুম্বনানন্দদ্বারা নিবিড়তাপ্রাপ্ত হরি-করের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছ? ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা মুরলী বাজাইয়া থাকেন; তাই মুরলী সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অধর স্পর্শ পাইয়া থাকে, ইহাকেই মুরলীর অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করিয়া শ্রীরাধা মুরলীকে স্বীয় সখীর তুল্য মনে করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে—মুরলী যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সে তাহা পাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য: যেহেতু সে—মুরলী—বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ—বহুদোষে দুষ্ট, তাহার উপরে সে অত্যন্ত লঘু, অত্যন্ত কঠিন, রসহীন এবং গ্রন্থিল—অসরল; এত ত্রুটী থাকাসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণ-করের আলিঙ্গনলাভের সৌভাগ্য তাহার কিছুতেই হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি মুরলী সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; তাহাতে মনে হয়, মুরলী কোনও বিশেষ পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকিবে। তাই বোধ হয় শ্রীরাধা মুরলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুরলি! তুমি

তথা তত্রৈব (১।৪৪)—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরু°
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মায়য়ন বেধসম।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অম্বুভৃতঃ সমুদ্রান বা মেঘান, ধ্যানাদন্তরযন ধ্যানং ত্যজয়ন ঔৎসুক্যাবলিভিঃ বসাতলস্থস্য মম কেন ভাগ্যেন তন্নিকট-গমনং ভবিষ্যতি ইত্যৌৎসুক্যসমূহৈঃ চটুলযন চঞ্চলীকুর্ব্বন ভোগীন্দ্রম অনন্তম। চক্রবর্ত্তী। ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমাব সখীব তুল্য, আমাব সুখ-দুঃখেব তীব্রতা, আমাব আশা-আকাঙ্ক্ষা -সমস্তই তুমি উপলব্ধি কবিতে পাব শ্রীকৃষ্ণেব অধব-স্পর্শেব নিমিত্ত আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, কিন্তু সখি আমাব ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না, কোন পুণ্যেব প্রভাবে তুমি তাহা পাইযাছ, তাহা আমাকে বল সখি। আমিও না হয় সেই পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টা কবিব।"

এই শোকেও মুবলীব গুণ বর্ণনা কবা হইয়াছে। এই শ্লোকে "অতিকঠিনা ত্বং"-স্থলে "কঠিনাত্মা" পাঠান্তবও দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। বংশীধ্বনিঃ (শ্রীকৃষ্ণেব বংশীধ্বনি) অম্বুভৃতং (সমুদ্র-তবঙ্গকে বা মেঘেব গতিকে) রুন্ধন (বোধ কবিয়া) তুম্বুরুং (তুম্বুরু-ঋষিবে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চমৎকৃতিপবং কুর্ব্বন (আশ্চর্য্যান্বিত কবিয়া) সনন্দনমুখান্ (সনন্দনাদি ঋষিগণকে) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) অন্তরয়ন (বিচলিত কবাইয়া) বেধসং (সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে) বিস্মাযয়ন (সৃষ্টিকার্য্য বিস্মৃত কবাইয়া) ঔৎসুক্যাবলিভিঃ (ঔৎসুক্য-পবম্পবাদ্বাবা) বলিং (বলিকে) চটুলয়ন (চঞ্চল কবাইয়া) ভোগীন্দ্রং (ধবণীধব অনন্তদেবকে) আঘূর্ণযন্ (বিঘূর্ণিত কবাইয়া) অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহভিত্তি) ভিন্দন (ভেদ কবিয়া) বভ্রাম (ভ্রমণ কবিয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণেব বংশীধ্বনি—সমুদ্র-তবঙ্গকে অথবা মেঘেব গতিকে বোধ কবিয়া, গায়ক-শ্রেষ্ঠ তুম্বুরু-ঋষিকে আশ্চর্য্যান্বিত কবিয়া, ব্রহ্মাসক্ত সনন্দনাদি ঋষিব ধ্যানভঙ্গ কবাইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা-বিধাতাব সৃষ্টিনির্ম্মাণ-কার্য্য ভুলাইয়া, ঔৎসুক্য-পবম্পবাদ্বাবা ধৈর্য্যশালী বলিকে চঞ্চল কবিয়া ধবণীধব অনন্ত-দেবেব মস্তক ঘুবাইয়া,—ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ (কড়াই) ভেদ কবিয়া বাহিবে যাইবাব নিমিত্ত সর্ব্বদিকে ভ্রমণ কবিযাছে। ৩৯

এই শ্লোকেও বংশীধ্বনিব গুণ কীর্ত্তন কবা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণেব বংশীধ্বনি এতই মধুব, এতই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন যে, তদ্দ্বাবা সমুদ্র-তবঙ্গেব গতি এবং মেঘের গতিও স্তম্ভিত হইয়া যায়। গায়ক শ্রেষ্ঠ যে তম্বুব ঋষি—যিনি সমস্ত মধুর স্বর-লহবীব সহিত পবিচিত, তাঁহাব পক্ষেও বংশীর অপূর্ব্ব স্বব-মাধুর্য্য অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অননুভূত-পূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়, তাই তিনিও বংশীব স্বব-মাধুর্য্যে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যাযেন সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণ—যাঁহাবা অন্য সমস্ত ভুলিয়া একমাত্র ব্রহ্মানন্দেই নিমগ্ন হইয়া আছেন, বংশীধ্বনিব অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাঁহাদেব চিত্তও ব্রহ্মানন্দ হইতে বিচলিত হয়। বংশীধ্বনির অদ্ভুত-শক্তিতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য ভুলিয়া যায়েন, গাম্ভীর্য্যবাবিধি বলিও চঞ্চল হইয়া উঠেন। যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ কবিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান কবিতেছেন, বংশীধ্বনি শুনিয়া সেই অনন্তদেবও বিচলিত হইয়া পড়েন। আব এই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, প্রকট-লীলায় ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন সেই ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিবজা ও পবব্যোম অতিক্রম করিয়া গোলোকে যাইয়া উপনীত হয়। (চী. প. দ্র.)

এই শ্লোকে "বিস্মায়য়ন্"-স্থলে "বিস্মাপয়ন্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; বিস্মাপয়ন্—বিস্মিত কবাইয়া।

কৃষ্ণো যথা তত্রৈব (১।৩৬)—

অয়ং নয়নদণ্ডিত প্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥ ৪০

তথা ললিতমাধবে (৪।২৭)—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

জাগুড়ং কুঙ্কুমং পরিক্রিয়া অলঙ্কারঃ। অলঙ্কারস্তাভরণং পরিষ্কারো বিভূষণম্। গারুত্মতম্ মরকতমশ্মগর্ভম্ হরিন্মণিরিত্যমরঃ। অরণ্যে জায়ন্তে যে তে অরণ্যজাঃপুষ্পাদয়স্তৈর্জাতা যে পরিক্রিয়াঃঅলঙ্কারাঃ বনমালাদয়স্তৈর্দমিতং তিরস্কৃতং দিব্যবেশানামাদরো যেন সঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪০

হে বরাঙ্গি। পুরো মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্ত্তিমত্তে জঙ্ঘাধ ইত্যাদি। বিশেষণম্ চক্রবর্ত্তী। ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যাঁহার নয়নশোভায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরিহিত পীতাম্বরদ্বারা নবকুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশদ্বারা দিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে এবং মরকতমণির ন্যায় কান্তিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। ৪০

নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ—নয়নদ্বারা (নয়ন-শোভায়) দণ্ডিত (তিরস্কৃত—পরাভূত) হইয়াছে প্রবর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্ডরীকের (শ্বেত পদ্মের) প্রভা (শোভা) যাঁহা কর্ত্তৃক, যাঁহার নয়নের শোভার তুলনায় শ্রেষ্ঠ শ্বেতপদ্মের শোভাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ **নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ**—নবজাগুড়ের (নূতন কুঙ্কুমের) দ্যুতি (শোভা) বিড়ম্বিত (তিরস্কৃত) হইয়াছে যাঁহার পীতাম্বর (পীতবর্ণ পরিহিত বস্ত্র)-দ্বারা; যাঁহার পরিহিত পীতবসনের শোভার তুলনায় নবকুঙ্কুমের শোভাকেও অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়; সেই শ্রীকৃষ্ণ। **অরণ্যজ-পরিক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ**—অরণ্যজ (বনে জাত পুষ্প-পত্রাদিদ্বারা রচিত) পরিক্রিয়া (যাঁহার অলঙ্কার)-দ্বারা দমিত (পরাভূত) হইয়াছে দিব্যবেশের (মণিরত্নাদিরচিত অলঙ্কারের) আদর; মণিরত্নাদিদ্বারা রচিত অলঙ্কারের শোভাও যাঁহার অঙ্গস্থিত বন্যপুষ্প-পত্রদ্বারা রচিত অলঙ্কারের শোভার নিকটে অতি তুচ্ছ, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **হরিন্মণি-মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গঃ**—হরিন্মণির (মরকতমণি—ইন্দ্রনীলমণির) দ্যুতির ন্যায় মনোহর দ্যুতি (কান্তি)-দ্বারা উজ্জ্বল অঙ্গ যাঁহার; যাঁহার অঙ্গের কান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় মনোহর, সেই **হরিঃ**—মনঃ-প্রাণ-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ **প্রভাতি**—বিরাজ করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্লো। ৪১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সখি! যাঁহার বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণ সঙ্গত, যাঁহার তিন স্থান কিঞ্চিৎ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রাঞ্চল তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চারিত, যাঁহার সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চল-অঙ্গুলি-সঙ্গত বংশী বিন্যস্ত এবং যাঁহার ভ্রূ-দেশ নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! সেই অগ্রবর্ত্তী পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর। ৪১

সম্মুখস্থ মাধবী-মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন—"সখি! বরাঙ্গি! **পুরঃ**—সম্মুখে, তোমার সম্মুখে অবস্থিত **পরমানন্দং**—মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে **স্বীকুরু**—অঙ্গীকার কর।" কিরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও বলিলেন—"**জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদম্**—জঙ্ঘার অধস্তটের (নিম্নভাগের) সঙ্গী হইয়াছে যাঁহার দক্ষিণ পদ (ডাইন চরণ); যাঁহার দক্ষিণ চরণ জঙ্ঘার নিম্নভাগে অবস্থিত; **কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকম্**—কিঞ্চিৎ

তথা তত্রৈব (১।১০৬)—
কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ৪২

—

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পরিভাবনানাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম, শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি। কুলবরেত্যাদি স এষ কিমিত্যাদি-পদাভ্যাম্ কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ। মরকতমণিত্বয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যাম সৌন্দর্য্যপূরৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি পূরয়তীত্যর্থঃ। কুলবরতনু বরাঙ্গনা, নিশিতঃ শাণিতঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ। চিনোতি রচয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৪২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিভুগ্ন (বক্র) হইয়াছে ত্রিক (তিনটী অঙ্গ) যাঁহার ; যিনি ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান, **সাচিস্তম্ভিতকন্ধরম্**—সাচি (বক্রভাবে) স্তম্ভিত হইয়াছে কন্ধর (স্কন্ধ বা গ্রীবা) যাঁহার, **তিরঃ সঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্**—তিরঃ (তির্য্যগ্-ভাবে) সঞ্চারি (সঞ্চারিত) হইয়াছে নেত্রাঞ্চল (নয়নপ্রান্ত) যাঁহার, যাঁহার নয়ন প্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, ঈষদ বক্র কটাক্ষ যাঁহার **কুট্মলিতে অধরে**—সঙ্কুচিত অধরে **লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাম্**- লোল (চঞ্চল) অঙ্গুলি-দ্বারা সঙ্গত (ধৃত) **বংশীং**—বাঁশী **দধানম্**—ধারণ করিয়াছেন যিনি, **রিঙ্গদ্ভ্রূ-ভ্রমরম্**—রিঙ্গদ (নৃত্য করিতেছে) ভ্রূ-ভ্রমর (ভ্রূ-রূপ ভ্রমর) যাঁহার, কমলের উপরে ভ্রমরের নৃত্যের ন্যায় নয়নের উপরে যাঁহার ভ্রূ-নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। সুমুখি (হে সুমুখি)! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটাদ্বারা) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি (কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তররাশিকে) যুগপৎ (যুগপৎ—একই সময়ে) ভিন্দন্ (ভেদ করিতে করিতে) কঃ (কে) অয়ং (এই) অপূর্ব্ব (অপূর্ব্ব) বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) পুরঃ (সম্মুখ ভাগে) মরকতমণিলক্ষৈঃ (লক্ষ লক্ষ—অসংখ্য মরকতমণিদ্বারা) গোষ্ঠকক্ষাং (গোষ্ঠপ্রদেশকে) চিনোতি (বিরচিত করিতেছেন)?

অনুবাদ। হে সুমুখি! যিনি যুগপৎ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটাদ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তর-রাশিকে ভেদ করিতে করিতে অসংখ্য মরকতমণিদ্বারা গোষ্ঠ প্রদেশকে বিরচিত করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে? ৪২

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বকর্ম্মার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা যেমন টঙ্কদ্বারা প্রস্তরাদি কাটিয়া ও ছিদ্র করিয়া তাহাতে নানাবিধ মণিমুক্তা সংযোজিত করিয়া দেবতাদিগের গৃহ-চত্বরাদি নির্ম্মাণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় তীক্ষ্ণ কটাক্ষদ্বারা গোপ-তরুণীদিগের কুলধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া তদ্দ্বারাই যেন স্বীয় গোষ্ঠস্থল—ক্রীড়াস্থল—নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং স্বীয় নবজলদ-বরণ অঙ্গকান্তিদ্বারা সেই ক্রীড়াস্থলের শোভাও বর্দ্ধিত করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই :—ক্রীড়ার উপকরণদ্বারাই ক্রীড়াস্থলের বিশেষত্ব, উপকরণ না থাকিলে ক্রীড়াও হইতে পারেনা, ক্রীড়া না হইলে ক্রীড়াস্থলও আর ক্রীড়াস্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার প্রধানতম উপকরণ হইল গোপসুন্দরীগণ ; কিন্তু তাঁহারা কুলনারী, কুলধর্ম্মের প্রতি যতদিন তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে, তাঁহাদের সঙ্গে ক্রীড়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষদ্বারা—স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধীদ্বারা—তাঁহাদের কুলধর্ম্মকে ধ্বংস করিলেন, তখনই তাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ার উপযোগিনী হইলেন, তখনই তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া তিনি তাঁহার গোষ্ঠ-প্রদেশকে—তাঁহার ক্রীড়াস্থলকে—সার্থকতা দান করিলেন। এইরূপে, গোপসুন্দরীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত-কুলধর্ম্মই ক্রীড়াস্থলীয়

তথা তত্রৈব (১।১০২)—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিডম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং দ্যুতিং বিডম্বয়িতুং অনুবর্ত্তুং শীলম অস্যাস্তথাভূতা দেহদ্যুতিঃ অঙ্গকান্তিঃ যস্য স কোঽপি ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ নন্দকুলচন্দ্রঃ নব্যো যুবা স্ফুরতি। কীদৃশোঽসৌ? তদাহ—স্থিরকুলাঙ্গনানাং নিকরস্য নীবিবন্ধ এব অর্গলং কবাটঃ তস্য চ্ছিদাকরণে কৌতুকী আগ্রহান্বিতঃ যস্য বংশীধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সার্থকতা সাধনে প্রধান সহায় হইল বলিয়া সেই কুলধর্ম্মকে গোষ্ঠ-প্রদেশ-নির্ম্মাণের প্রস্তর সদৃশ বলা হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ এই কুলধর্ম্মবিনাশের প্রধান সহায় বলিয়া কটাক্ষকে শানিত টঙ্ক বলা হইয়াছে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠ-প্রদেশ-নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা বলা হইয়াছে। আর নবজলধর-কান্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরী-দিগের ভ্রষ্ট কুলধর্ম্মও তাঁহাদের গ্লানির হেতু না হইয়া পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের মহিমাদ্যোতকরূপে গৌরবেরই হেতু হইয়াছে। তাই তাঁহার নবজলধর-কান্তিকে—ধ্বংস প্রাপ্ত-কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তরের অলঙ্কারস্বরূপ মরকতমণিতুল্য বলা হইয়াছে। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদিই গোপসুন্দরীদিগের কুলধর্ম্মনাশের একমাত্র হেতু। এইরূপে এই শ্লোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণব্যঞ্জক।

টঙ্ক—যাহাদ্বারা প্রস্তর কাটা যায় বা ছিদ্র করা যায়, সেই যন্ত্রকে টঙ্ক বলে। **বিশ্বকর্ম্মা**—স্বর্গের ইঞ্জিনিয়ার। ইনি টঙ্কদ্বারা প্রস্তরাদি কাটিয়া ও ছিদ্র করিয়া দেবতাদের গৃহাদি ও অঙ্গনাদি নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিশ্বকর্ম্মা **নিশিত দীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ**—নিশিত (শানিত) দীর্ঘ অপাঙ্গ (আয়ত নয়নের কটাক্ষ) রূপ টঙ্কের ছটাদ্বারা **কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি**—কুলবরতনু (কুলাঙ্গনা)-দিগের ধর্ম্ম (কুলধর্ম্ম—সতীত্বধর্ম্ম) রূপ গ্রাববৃন্দকে (প্রস্তর-সমূহকে) **ভিন্দন্**-ভেদ করিতে করিতে (টঙ্কদ্বারা যেমন প্রস্তর ভেদ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষদ্বারা তদ্রূপ গোপনারীদিগের কুলধর্ম্ম ভেদিত—নষ্ট—হইয়াছে তাই কটাক্ষকে টঙ্ক এবং কুলধর্ম্মকে প্রস্তর বলা হইয়াছে) **মরকতমণিলক্ষৈঃ**—মরকতমণির (ইন্দ্রনীলমণির) লক্ষসমূহদ্বারা, লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা **গোষ্ঠকক্ষাং**—গোষ্ঠপ্রদেশকে স্বীয় ক্রীড়াস্থলীকে **চিনোতি**—বিরচিত করিতেছেন। ইন্দ্রনীল-মণির ছটার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি গোষ্ঠপ্রদেশের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই শ্লোকটী পরিভাবনা-নামক মুখসন্ধির উদাহরণ, শ্লাঘ্য গুণসমূহদ্বারা চিত্তের যে চমৎকারিতা, তাহাকে পরিভাবনা বলে। 'শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণদর্শনে শ্রীরাধিকার চমৎকৃতি দর্শিত হইয়াছে। ললিতাকে লক্ষ করিয়া শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিডম্বিদেহদ্যুতিঃ (যাঁহার দেহকান্তি মহা-ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিকেও বিড়ম্বিত করিতেছে) ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ (ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্ররূপ) কঃ অপি (কোন্) নব্যঃ (নবীন) যুবা (যুবক) স্ফুরতি (বিরাজ করিতেছেন)? সখি (হে সখি)! যস্য (যাঁহার) বংশীধ্বনিঃ (বংশীধ্বনি) স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকরনীবিবন্ধার্গল-চ্ছিদাকরণকৌতুকী (স্থির-পতিব্রতা-রমণীদিগের নীবিবন্ধের অর্গল-ছেদনবিষয়ে কৌতুকী হইয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। যাঁহার দেহ-কান্তি মহা-ইন্দ্র-নীলমণির দ্যুতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে, ব্রজেন্দ্র-কুল-চন্দ্ররূপ এইরূপ কোন্ নবীন যুবা বিরাজ করিতেছেন? হে সখি! তাঁহারই বংশীধ্বনি স্থির-পতিব্রতা রমণীদিগের নীবি-বন্ধের অর্গল-ছেদন-বিষয়ে কৌতুকী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে। ৪৩

শ্রীরাধায়া বিদগ্ধমাধবে (১।৩০)—
বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

লক্ষ্মীঃ শোভাঃ, কবলয়তি স্বকুবলোত্তীত্যর্থঃ, অষ্টাপদং স্বর্ণম্। চক্রবর্তী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহেন্দ্র-মণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বি দেহদ্যুতিঃ—মহা (অতি বৃহৎ বা অতি উৎকৃষ্ট যে ইন্দ্র পাঁশু) ইন্দ্রমণির (ইন্দ্রনীলমণির) মণ্ডলীর (সমূহের) দ্যুতিকে (কান্তিকে) বিড়ম্বিত (পরাভূত) করে যাহার দেহদ্যুতি (দেহ কান্তি), যাঁহার দেহের কান্তির নিকটে অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণিসমূহের জ্যোতিও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় সেই **ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ**—ব্রজেন্দ্রের (নন্দমহারাজের) কুলের চন্দ্রসদৃশ (ক্ষীরসমুদ্রে চন্দ্রের ন্যায়, নন্দমহারাজের বংশে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে সেই) কে এই নবীন যুবক বিরাজ করিতেছেন—যাঁহার বংশীধ্বনি **স্থিরকুলাঙ্গনা নিকর নীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণকৌতুকী**—স্থির (পাতিব্রত্যধর্মে যাঁহারা স্থির অবিচলিত, তাদৃশী) কুলাঙ্গনা (কুলস্ত্রী) নিকরের (সমূহের) নীবিবন্ধরূপ অর্গলের (সতীত্বরক্ষণে আলিম্বরূপ যে নীবিবন্ধ, তাহার) ছিদাকরণে (ছেদনবিষয়ে) কৌতুকী (উৎসাহশীল) হইয়া **জয়তি**—জয়যুক্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমন অদ্ভুত শক্তি যে তাহার শ্রবণে—যাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্মে অবিচলিত, তাঁহাদেরও নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে তাঁহারাও কুলধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

এই শ্লোকে নিম্নলিখিতরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—(১) মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বি স্থলে নবাম্বুধরমণ্ডলী মদবিড়ম্বি (নূতন মেঘসমূহের মদ বা গর্ব্বও বিড়ম্বিত বা পরাজিত হয় যদ্দ্বারা, তাদৃশী দেহদ্যুতি যাঁহার), (২) ব্রজেন্দ্র কুলচন্দ্রমা স্থলে ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ (নন্দমহারাজের কুলে আনন্দস্বরূপ) এবং স্থিরকুলাঙ্গনা স্থলে স্থিরপতিব্রতা (নারী ধর্মে অবিচলিতা পতিব্রতা রমণী)।

এই শ্লোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণব্যঞ্জক। ইহা শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি।

পূর্ব্ববর্তী ১২৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। [যস্যাঃ] (যাঁহার) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর) লক্ষ্মী (শোভা) নব্য (নূতন) কুবলয় (পদ্মকে—পদ্মের শোভাকে) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) কবলয়তি (গ্রাস—পরাজিত—করিতেছে) মুখোল্লাসঃ (যাঁহার মুখের উল্লাস—প্রফুল্লতা) ফুল্ল (প্রস্ফুটিত) কমলবন (পদ্মবনকে) উল্লঙ্ঘয়তি (উল্লঙ্ঘন—পরাজিত—করিতেছে), আঙ্গিকরুচিঃ (যাঁহার অঙ্গকান্তি) অষ্টাপদং (স্বর্ণকে) অপি (ও) কষ্টাং দশাং (কষ্টকর অবস্থায়) নয়তি (আনয়ন করিতেছে) [তস্যাঃ] (সেই) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) কিমপি (কোনও অনির্ব্বচনীয়) বিচিত্র (বিচিত্র) রূপং (রূপ) বিলসতি (বিলসিত হইতেছে)।

অনুবাদ। যাঁহার নয়নশোভা নব পদ্মের শোভাকেও বলপূর্ব্বক পরাভূত করিতেছে, যাঁহার মুখের প্রফুল্লতা প্রস্ফুটিত কমলবনের শোভাকেও অতিক্রম করিয়াছে এবং যাঁহার দেহের কান্তি স্বর্ণকেও কষ্টকর অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে (স্বর্ণের কান্তিকেও পরাভূত করিয়াছে) সেই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র রূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলসিত হইতেছে। ৪৪

এই শ্লোক পৌর্ণমাসীর উক্তি; এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

অষ্টাপদ—স্বর্ণ।

তথা তত্রৈব (৫।৩১)—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত সর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎ প্রিয়াননম্ ॥ ৪৫

তথা তত্রৈব (২।৭৮)—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শতপত্রং পদ্মম্। শর্ব্বরীমুখে সন্ধ্যাকালে। চক্রবর্ত্তী। ৪৫

স্মরেতি। কন্দর্পকার্ম্মুকসদৃশভ্রূলতায়া যল্লাস্যং নৃত্যং চাঞ্চল্যমিতি যাবৎ তদ্ ভজতে তস্যাঃ। অদাঙ্ক্ষীৎ দদাহ এতেন কটাক্ষস্যাগ্নিত্বে রূপণং রূপভেদাজ্ জ্ঞাতব্যম্। চক্রবর্ত্তী। ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। বিধুঃ (চন্দ্র) দিবা (দিবাভাগে) বিরূপতাং (বিরূপতা—শোভাহীনতা) এতি (প্রাপ্ত হয়), বত (আবার) শতপত্রং (পদ্ম) শর্ব্বরীমুখে (সন্ধ্যাকালেই) [বিরূপতাম্ এতি] (বিরূপতা প্রাপ্ত হয়), ইতি (এই অবস্থায়) সদা (সর্ব্বদা—দিবানিশি সকল সময়ে) শ্রিয়া (শোভাদ্বারা) উজ্জ্বলং (উজ্জ্বল) মৎপ্রিয়াননং (আমার প্রিয়ার মুখ) কেন (কাহার সহিত) তুলনাং (তুলনা) অর্হতি (প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য) ?

অনুবাদ। মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে সখে! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাবিহীন হয়, পদ্ম সন্ধ্যাকালেই শোভাবিহীন হয়। হে সখে! দিবানিশি সমান শোভায় উজ্জ্বল আমার প্রেয়সীর মুখের তুলনা কাহার সহিত হইবে ?"

এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

শর্ব্বরীমুখে—শর্ব্বরীর (রাত্রির) মুখে (প্রারম্ভে), সন্ধ্যাকালে।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। প্রমদ-রসতরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (আনন্দ-রসতরঙ্গে যাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত) স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ (কন্দর্পধনুতুল্য যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই) পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (সলোমাক্ষী) [শ্রীরাধায়াঃ] (শ্রীরাধার) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং (মত্ততানিবন্ধন মধুর-চঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিভঙ্গী) দধানঃ (সম্পাদক) কটাক্ষঃ (কটাক্ষ) ইদং (এই—আমার) হৃদয়ং (হৃদয়কে) অদাঙ্ক্ষীৎ (দংশন করিয়াছে)।

অনুবাদ। আনন্দ-রস-তরঙ্গে যাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাঁহার কন্দর্পধনু-তুল্য ভ্রূ-লতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাক্ষী শ্রীরাধার মত্ততা-নিবন্ধন মধুর-চঞ্চলভৃঙ্গীর ভ্রান্তি-সম্পাদক কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে। ৪৬

এই শ্লোকও শ্রীরাধার রূপবর্ণনাত্মক। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রমদরস-তরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ—প্রমদরসের (আনন্দ-রসের) তরঙ্গে স্মের (ঈষৎ হাস্যযুক্ত) গণ্ডস্থল যাঁহার, আনন্দ-হিল্লোলে যাঁহার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়াছে এবং সেই হাসিতে যাঁহার গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাদৃশী শ্রীরাধার। **স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ**—স্মরের (কন্দর্পের) ধনুর অনুবন্ধিনী (তুল্য) যে-ভ্রূলতা, তাহার লাস্যকে (নৃত্যকে) ভজন করেন যিনি, তাঁহার, কন্দর্পের ধনুর তুল্য মনোহর এবং লতার ন্যায় সূক্ষ্ম ও শোভন ভ্রূ যাঁহার, এবং যাঁহার সেই ভ্রূ—বায়ুহিল্লোলে চঞ্চল লতার ন্যায়, অথবা শরনিক্ষেপে উদ্যত কম্পামান কন্দর্প-ধনুর ন্যায়—নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীরাধার। **পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ**—পক্ষ্মল (লোমযুক্ত) অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার চক্ষুর আবরণের অগ্রভাগে যে রোম থাকে, তাহাকে পক্ষ্ম বলে, এই পক্ষ্মগুলি সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইলে চক্ষুর শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত নয়ন যাঁহার, সেই শ্রীরাধার কটাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে যেন দংশন করিল, অর্থাৎ শ্রীরাধার কটাক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

রায় কহে—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার॥ ১২৬
রূপ কহে—কাহাঁ তুমি সূর্য্যসমভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র, যেন খদ্যোত-প্রকাশ॥ ১২৭
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান।
এত বলি নান্দীশ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥ ১২৮

তথা ললিতমাধবে (১।১)—
সুরবিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ॥ ৪৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুরবিপুসুদৃশাং অসুরস্ত্রীণাং উরোজাঃ স্তনা এব কোকাশ্চক্রবাকাস্তান্, খেদয়ন্নিতি স্বপ্রধান নবকাদি-মহাসুর-বধজনিত-যশঃ-শ্রবণ-পলায়িত-পতীনাং তাসাং কবসংসর্গাভাবাৎ স্তনগতখেদঃ। অশেষ-সুহৃচ্চকোরম নন্দয়তি আনন্দয়তি সঃ পক্ষে স্পষ্টম। চক্রবর্ত্তী। ৪৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৬। অমৃতের ধার—অমৃত-প্রবাহের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন-মাধুর্য্য-পূর্ণ। **দ্বিতীয় নাটকের**—পুরলীলাত্মক শ্রীললিত-মাধব নাটকের। **নান্দী-ব্যবহার**—নান্দী প্রভৃতি যিরূপ লিখিয়াছ, তাহা। ৩।১।৩০ পয়ারের টীকায় নান্দীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

১২৭। রামানন্দরায়ের প্রশ্নে শ্রীরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"রায়! তুমি সূর্য্যের তুল্য দীপ্তিমান, আর আমি অতি ক্ষুদ্র জোনাকী পোকার তুল্য হীন। তোমার সাক্ষাতে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতামাত্র।" এইরূপ দৈন্য-সহকারে শ্রীরূপ ললিতমাধবের নান্দী-শ্লোক পাঠ করিলেন। **সূর্য্যসমভাস**—সূর্য্যের মত দীপ্তিশালী। **খদ্যোত-প্রকাশ**—জোনাকী-পোকার মত ক্ষীণ আলোকবিশিষ্ট।

১২৮। তোমার আগে—তোমার সাক্ষাতে। **ধার্ষ্ট্য**—ধৃষ্টতা, বেয়াদবী। **মুখের ব্যাদান**—হা করা; কিছু বলা। **নান্দী-শ্লোক**—ললিত-মাধবের নান্দী-শ্লোক। পরবর্ত্তী "সুরবিপু" প্রভৃতি শ্লোক। এই নান্দীটী আশীর্ব্বাদাত্মিকা।

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। সুরবিপুসুদৃশাং (অসুর-কামিনীদিগের) উরোজ-কোকান্ (স্তনরূপ চক্রবাকসমূহকে) মুখকমলানি চ (এবং মুখরূপ কমলসমূহকে) খেদয়ন (দুঃখিত করিয়া) অখিল সুহৃচ্চকোরনন্দী (সমুদয় সুহৃদ্রূপ চকোরের আনন্দবর্দ্ধনকারী) অখণ্ডঃ (অখণ্ড—পরিপূর্ণ) মুকুন্দ-যশঃ-শশী (শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র) চিরং (চিরকাল) বঃ (তোমাদের) মুদং (আনন্দ) দিশতু (সম্পাদন করুক)।

অনুবাদ। অসুর-কামিনীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলের খেদ-উৎপাদনকারী এবং সুহৃদ্রূপ চকোরের আনন্দবর্দ্ধনকারী—শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তি-চন্দ্র চিরকাল তোমাদিগের আনন্দ সম্পাদন করুক। ৪৭

এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের লীলা—সকলের আনন্দ সম্পাদন করুক, ইহাই শ্রোতাদের উপলক্ষ্যে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ। শ্রীকৃষ্ণলীলা যে-সমস্ত জগতেরই আনন্দ-সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহাও এই শ্লোকে সূচিত হইল। **মুকুন্দ-যশঃশশী**—মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) যশঃ (কীর্ত্তি—গুণলীলাদি) রূপ শশী (চন্দ্র); শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদিকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; চন্দ্র যেমন নিজের শৈত্যগুণে সকলের সন্তাপ দূরীভূত করে এবং সকলকে আনন্দিত করে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদিও তদ্রূপ জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত করিতে এবং জীবকে নিত্য-শাশ্বত এবং বিমল আনন্দ দান করিতে সমর্থ। মুকুন্দ-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যশঃ-কথা সংসার-বদ্ধ জীবের মুক্তিদান করিতে সমর্থ (মুক্তিদান করেন যিনি, তিনি মুকুন্দ)—জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য শাশ্বত আনন্দের অধিকারী করিতে সমর্থ। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্রের হ্রাস-

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি ?—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ পঢ়িতে লাগিলা॥ ১২৯

তথা তত্রৈব (১।৪—)

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুণ্ঠিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনা কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলাধিরাজস্য স্থিতির্মর্য্যাদা যেন সঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে বৃদ্ধি আছে সুতরাং তাহার সন্তাপহারিণী শক্তির এবং আনন্দদায়িনী শক্তির অভিব্যক্তিরও হ্রাসবৃদ্ধি আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র তদ্রূপ নহে—ইহা নিত্য **অখণ্ডঃ**—পূর্ণ, ইহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সুতরাং ইহার ত্রিতাপহারিণী শক্তির এবং আনন্দদায়িকা শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্রের সহিত আকাশস্থ চন্দ্রের আরও দুইটী বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—চক্রবাকসমূহের এবং কমল-সমূহের খেদ-উৎপাদন-বিষয়ে। চক্রবাক্ এক রকম পক্ষী, দিবাভাগে চক্রবাক্ ও চক্রবাকী সর্ব্বদা একই সঙ্গে পরমানন্দে বিচরণ করিয়া থাকে; রাত্রির সমাগমে তাহাদের এই আনন্দ-বিহার স্থগিত থাকে, সুতরাং রাত্রির আগমনই চক্রবাকের পক্ষে খেদ-জনক। আবার দিবাভাগে কমল প্রস্ফুটিত হয়, রাত্রিকালে তাহা মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাই রাত্রিসমাগম কমলের পক্ষেও খেদের কারণ। এই শ্লোকে, নিশানাথ বলিয়া চন্দ্রকেই (শশীকেই) চক্রবাক্ ও কমলের খেদের কারণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্র (রাত্রিকে আনয়ন করিয়া) চক্রবাকের ও কমলের খেদের কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র কাহাদের খেদের হেতু হইয়া থাকে? তাহা বলিতেছেন—**অসুর-সুদৃশাং**—সু (উত্তম, সুন্দর) দৃক্ (নয়ন) যাহাদের সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সুদৃশা বলে, অসুরদিগের তাদৃশ-স্ত্রীলোকগণের **উরোজ-কোকান্**- উরোজ (স্তনরূপ) কোক (চক্রবাক) এবং **মুখ কমলানি**—মুখরূপ কমলসমূহকে **খেদয়ন**—খেদযুক্ত করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র অসুর-রমণীদের স্তনরূপ চক্রবাকের এবং মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহুবলে কংসাদি অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন, তাই তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে নরকাদি-অসুরসমূহ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে নরকাদি-অসুর-পত্নীগণের স্তন-সমূহ স্ব-স্ব-পতির করস্পর্শের অভাবে এবং তাহাদের বদনসমূহ স্ব স্ব-পতির অধরস্পর্শের অভাবে খেদ প্রাপ্ত হয়, তাই—দুই দুইটী চক্রবাক ও চক্রবাকী—সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকে বলিয়া প্রত্যেক রমণীর বক্ষঃস্থলস্থ স্তনদ্বয়কে চক্রবাক-মিথুনের সহিত এবং অসুর-রমণীর বদন—কমলের ন্যায় সুন্দর বলিয়া বদনকে কমলের সহিত উপমা দিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের যশঃশশী তাহাদের স্তনরূপ চক্রবাকের এবং মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও একটী বিষয়ে আকাশস্থ চন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে, চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলিয়া চন্দ্রের দর্শনে চকোরের আনন্দ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে এবং তাঁহার গুণ-লীলাদির কথা-শ্রবণে শ্রীনন্দাদি সুহৃদবর্গেরও এবং ভক্তবৃন্দেরও তদ্রূপ আনন্দ, তাই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদবর্গকে চকোরের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের যশঃশশী **অখিল-সুহৃচ্চকোরনন্দী**—অখিল (সমস্ত) সুহৃদরূপ চকোরের নন্দী (আনন্দ-দায়ক)।

১২৯। **দ্বিতীয় নান্দী**—ইষ্টদেবের চরণ-বন্দনাত্মক নান্দী শ্লোক। **সঙ্কোচ পাইয়া**—এই ইষ্ট-বন্দনা-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রভুর সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে শ্রীরূপের লজ্জাবশতঃ সঙ্কোচ হইল।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) ক্ষিতৌ (ক্ষিতিতলে) উদয়ং আপ্নুবন্ (উদয় প্রাপ্ত হইয়া—উদিত হইয়া) নিজ-প্রণয়িতাসুধাং (নিজ প্রেম-সুধা) অলং কিরতি (সম্যক্‌রূপে বিতরণ করিতেছেন), উরীকৃত-দ্বিজ-কুলাধিরাজস্থিতিঃ (যিনি দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন—যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ) লুণ্ঠিত-

শুনিঞা প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস—॥ ১৩০

কাহাঁ তোমার কৃষ্ণ রসকাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যাস্তুতি-ক্ষারবিন্দু ?॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তমস্ততিঃ (যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন), বশীকৃত-জগন্মনাঃ (সমস্ত জগতের—জগদ্বাসীর—মন যাঁহার বশীকৃত), সঃ (সেই) শচীসুতাখ্যঃ (শচীসুত-নামক) শশী (চন্দ্র) কিমপি (কি এক অনির্ব্বচনীয়) শর্ম্ম (সুখ) বিন্যস্যতু (বিস্তার—সম্পাদন করুন)।

অনুবাদ। যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রেম-সুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞানরূপ-তমোরাশিকে নষ্ট করিয়াছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসূত-নামক শশী অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন। ৪৮

ইহাই দ্বিতীয় নান্দীশ্লোক; এই শ্লোকে ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, ইষ্টবন্দনার সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদও এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। শচীনন্দনরূপ শশী সকলের চিত্তে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন—এই বাক্যে গ্রন্থকারের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীশচীনন্দন-গৌরহরির নিকটে প্রার্থনা আছে এবং প্রার্থনার বিষয় হইতেছে—সকলের সুখ; সকলের সুখের নিমিত্ত প্রার্থনাই সকলের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। যাঁহার চরণে এই প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে, সেই শচীনন্দন কিরূপ, তাহাও বলিতেছেন—তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া **নিজ-প্রণয়িতাসুধাং**—নিজ (নিজবিষয়ক) প্রণয়িতা (প্রেম) রূপ সুধা; শশী সুধা বিতরণ করিয়া থাকে; শচীনন্দনরূপ শশীও সুধা বিতরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সাধারণ সুধা নহে—তিনি বিতরণ করেন নিজবিষয়ক প্রেমরূপ সুধা॥ চন্দ্র সুধা বিতরণ করেন আকাশে বসিয়া; কিন্তু এই শচীনন্দনরূপ চন্দ্র এতই করুণ যে, তিনি জগতে জীবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার অতুলনীয় কারুণ্যই সূচিত হইয়াছে। জগতে কোথায় কি ভাবে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? **উরীকৃত-দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ**—উরীকৃত (স্বীকৃত—অঙ্গীকৃত) হইয়াছে দ্বিজকুলের (ব্রাহ্মণবংশের) অধিরাজের (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকের) স্থিতি (মর্য্যাদা) যাঁহাকর্ত্তৃক; বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার চিত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবেই ভগবদ্ভাবে পূর্ণ থাকে, তাই তাঁহার চিত্তও উদারভাবাপন্ন হয়, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে; এবং জীবকে ভগবদ্‌বিষয়ে উন্মুখ করিয়া তিনি জীবের মঙ্গল-সাধনও করিয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান্ যখন প্রেম-বিতরণের উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন সমুদার-ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই। (অবশ্য অন্যবংশে জন্মলীলা প্রকট করিলেও তাঁহার প্রেমদানরূপ কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না; কারণ, প্রথমতঃ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, জন্মাদির অতীত; জন্মাদিদ্বারা তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশে যাঁহার জন্ম, তাঁহার অবস্থা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভের পক্ষে কিছু অনুকূল হইলেও অন্য বর্ণে জাত লোকের পক্ষে প্রকৃত-ব্রাহ্মণত্ব লাভ একেবারে অসম্ভব নয়)। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্র যেমন জগতের অন্ধকার হরণ করে, শচীনন্দনরূপ চন্দ্রও জগতের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন। আর তাঁহার অপরিসীম করুণার প্রভাবে তিনি **বশীকৃত-জগন্মনাঃ**—সমস্ত জগদ্বাসীর মনকে বশীভূত করিয়াছেন।

১৩০। **রোষাভাস**—রোষের (ক্রোধের) আভাস, কিন্তু ক্রোধ নহে। কৃত্রিম ক্রোধ।

১৩১। **কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু**—কৃষ্ণরসকাব্যরূপ অমৃতের সমুদ্র॥ **মিথ্যাস্তুতি-ক্ষারবিন্দু**—মিথ্যা-স্তুতিরূপ ক্ষারবিন্দু। অমৃতের মধ্যে ক্ষার নিক্ষেপ করিলে যেমন অমৃতের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়, তোমার নাটকে বর্ণিত কৃষ্ণ-রস-মধ্যে আমার অযথা স্তুতিদ্বারাও বর্ণনীয় বিষয়ের আস্বাদ্যতা নষ্ট হইয়াছে। প্রভু স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিলেন।

রায় কহে—রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর।
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥ ১৩২
প্রভু কহে—রায়! তোমার ইহাতে উল্লাস?।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥ ১৩৩
রায় কহে—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥ ১৩৪
রায় কহে—কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ?।
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥ ১৩৫

তথাহি ললিতমাধবে (১।২০)—

নটতা কিরাতরাজং
নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং
গুণবতি তারাকরগ্রহণম॥ ৪৯

শ্লোকের-সংস্কৃত টীকা

নটতেতি। কিরাতরাজং কংসং কলানিধিনা চন্দ্রেণ পক্ষে কৃষ্ণেন গুণবতি সময়ে পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে। তারা নক্ষত্রং পক্ষে শ্রীরাধা। চক্রবর্ত্তী। ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩২। অমৃতের পূর—অমৃতের সমুদ্র।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ বলিলেন, 'অমৃত যেমন স্বতঃই মধুর, তথাপি তাহার সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে যেমন তাহার মাদকতা বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ শ্রীরূপের কৃষ্ণরসবিষয়ক বর্ণনা স্বভাবতঃই অমৃতের তুল্য অত্যন্ত মধুর, তাহাতে আবার তোমার স্তুতিরূপ কর্পূর মিশ্রিত করাতে তাহা আরও আনন্দচমৎকারিতা ও আনন্দ মাদকতা লাভ করিয়াছে।"

১৩৪। "স্মৃতি" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "স্তুতি" পাঠ আছে।

১৩৫। কোন্ অঙ্গে—নাটকের প্রস্তাবনার তিনটী অঙ্গ আছে, প্ররোচনা, বীথী ও প্রহসন।

তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে। অঙ্গানি।—ইতি সাহিত্য-দর্পণ॥ ৬।১৮৬। **প্ররোচনা**—৩।১।১১৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বীথী**—বীথীতে একটী অঙ্ক এবং একটী নায়ক থাকে। আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র প্রত্যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বহুপরিমাণে শৃঙ্গার-রসের এবং অন্য রসেরও সূচনা করা হয় এবং মুখবন্ধে সন্ধী ও সমস্ত বীজাদি প্রযোজ্য হয়। বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্পতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ॥ সূচয়েদ্ভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান রসানপি। মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থ প্রকৃতয়োঽখিলা॥ সাহিত্য দর্পণ। ৬।৫২০॥ বীথীর আবার তেরটী অঙ্গ। **প্রহসন**—হাস্যরসাত্মক পরিহাসময় নাট্যাংশ। ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্ম্মিতে। ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্॥ তত্র নারভটী নাপি বিষ্কম্ভক-প্রবেশকৌ। অঙ্গীহাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতি র্ন বা॥ তপস্বি ভগবদ্বিপ্র-প্রভৃতিষ্বত্র নায়কঃ। একোযত্র ভবেদ্ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে॥ ইতি সাহিত্য-দর্পণঃ॥

প্রস্তাবনার এই তিন অঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া পাত্র (নাট্যোক্ত ব্যক্তি) রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী "নটতা কিরাতরাজং" ইত্যাদি শ্লোকে পাত্র-প্রবেশের প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। নটতা (নৃত্যপরায়ণ) তেন কলানিধিনা (সেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) রঙ্গস্থলে (রঙ্গস্থলে) কিরাতরাজং (কিরাতরাজ-কংস) নিহত্য (নিহত হইলে) গুণবতি সময়ে (পূর্ণমনোরথ-নামক-সময়ে) তারাকরগ্রহণং (তারার—শ্রীরাধার—পাণিগ্রহণ) বিধেয়ম্ (বিহিত হয়)।

অনুবাদ। সেই কলানিধি (শ্রীকৃষ্ণ) নাচিতে নাচিতে রঙ্গস্থলে কিরাত-রাজ কংসকে বিনাশ করিয়া পূর্ণমনোরথ-সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন। ৪৯

"উদ্‌ঘাত্যক'-নাম এই আমুখ-বীথী-অঙ্গ। তোমার আগে ইহা কহি,—ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কলানিধি—চন্দ্র, অথবা শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ বলিয়া চন্দ্রকে কলানিধি বলে; আবার চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও কলানিধি বলে। **তারাকরগ্রহণ**—(চন্দ্রপক্ষে) তারার (নক্ষত্রের) কর (কিরণ) গ্রহণ। (কৃষ্ণপক্ষে) তারার (শ্রীরাধার) করগ্রহণ (পাণিগ্রহণ—বিবাহ)।

"কলানিধি" ও "তারাকরগ্রহণ" এই শব্দ দুইটীর প্রত্যেকটীরই দুইরকম অর্থ হয় বলিয়া উক্ত শ্লোকটীরও দুইরকম অর্থ হইতে পারে; যথা—(১) কলানিধি চন্দ্রকর্তৃক নক্ষত্রের কিরণ গ্রহণ বিধেয় এবং (২) কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ বিধেয়। কিন্তু এই দুই রকম অর্থ সম্বন্ধে একটা আপত্তির বিষয় হইতে, পারে "কলানিধিনা"-শব্দের বিশেষণ "নটতা"-শব্দ লইয়া। ইহার আলোচনা পরবর্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ললিত-মাধব-নাটকের দশম অঙ্কের নাম পূর্ণমনোরথ; সেই অঙ্কে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন। ভূমিকার "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্তী ৩।১।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৬। উদ্‌ঘাত্যক—প্রস্তাবনার অঙ্গবিশেষ যে বীথী, সেই বীথীরই একটী প্রকারের নাম উদ্‌ঘাত্যক; উদ্‌ঘাত্যকের লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যে-পদের অর্থ সঙ্গতি হয় না, তাহার অর্থ-সঙ্গতির নিমিত্ত অন্য পদের সহিত যোজনাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে। উক্ত 'নটতা' ইত্যাদি শ্লোকে কলানিধি শব্দের অর্থ চন্দ্র, 'নটতা' (নৃত্যশীল)-শব্দ "কলানিধি-শব্দের" বিশেষণ; কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে নৃত্যশীলতা সম্ভব নহে; যেহেতু, চন্দ্র কখনও নৃত্য করে না। শ্রীকৃষ্ণই সময় সময় নৃত্য করিয়া থাকেন। কংসকে বধ করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিয়াছেন। সুতরাং কলানিধি-শব্দের চন্দ্র অর্থ করিলে, তাহার সঙ্গে নটতা-শব্দের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। এজন্য 'কলানিধি'-শব্দের শ্রীকৃষ্ণ অর্থ করিয়া নটতা-শব্দের অর্থ-সঙ্গতি করায় উদ্‌ঘাত্যক হইল। এই উদ্‌ঘাত্যকদ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্তী "নটতা কিরাতরাজম্"-ইত্যাদি শ্লোকের চন্দ্র-পক্ষীয় অর্থের প্রাধান্য নাই, কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই প্রাধান্য। "রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং নিহত্য"-বাক্যাংশদ্বারাও কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে; যেহেতু, কিরাতরাজ কংসকে শ্রীকৃষ্ণই নিহত করিয়াছেন, চন্দ্র তাঁহাকে হত্যা করে নাই। কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় "তারাকর-গ্রহণম্"-শব্দের ও "শ্রীরাধার (তারার) কর গ্রহণ বা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পাণি-গ্রহণ"-রূপ অর্থই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণই যে বিধেয়—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ললিত-মাধবের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের কথা বর্ণন করিয়াছেন, "নটতা কিরাতরাজম্" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পুষ্টির নিমিত্ত পরকীয়াভাবময়ী প্রকট-লীলার পর্য্যবসান স্বকীয়াতে হওয়াই সঙ্গত। পরবর্তী ৩।১।১৩৯ পয়ার হইতে জানা যায়, রায়রামানন্দও শ্রীরূপের সমস্ত সিদ্ধান্তকে "সিদ্ধান্তের সার" বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন এবং ৩।১।১৪২-৪৪ পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরূপের বর্ণনার ও সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। **আমুখ**—প্রস্তাবনা। ৩।১।৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বীথী**—পূর্ব্ববর্তী ১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আমুখ-বীথী-অঙ্গ**—প্রস্তাবনার বীথীনামক অঙ্গের একটী অঙ্গের (প্রকারের) নামই উদ্‌ঘাত্যক। **ধার্ষ্ট্য**—প্রগল্ভতা; ধৃষ্টতা। শ্রীরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"রায়, তোমার সাক্ষাতে এসব বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।"

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ৫০

রায় কহে—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ?
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১৩৭

তথাহি ললিতমাধবে (১।৫০, ৪৯)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ
কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা
বরবংশজকাকলীদূতী ॥ ৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পদানীতি। অগতার্থানি যেষাং অর্থাঃ তাৎপর্য্যাণি অগতাঃ অবোধিতাঃ তানি পদানি তদর্থগতয়ে তস্য অবোধিতস্য অর্থস্য গতয়ে বোধায় যত্র নরাং অন্যৈঃ অভিপেতার্থযুক্তৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি স উদ্‌ঘাত্যকঃ তন্নামকং প্রস্তাবনাঙ্গমুচ্যতে। ৫০

হ্রিয়মিতি। যা বরবংশজকাকলী মুরলীধ্বনিরূপা দূতী হ্রিয়ং লজ্জাবনম অবগৃহ্য হত্বা গৃহেভ্যঃ স্থিতিযোগ্যস্থানেভ্যঃ বনায় বৃন্দাবনকাননায় গমন-নিমিত্তায় রাধাং কর্ষতি আকর্ষণং করোতি, সা দূতী নিপুণা বিচক্ষণা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে কথম্ভূতা নিসৃষ্টার্থা নিষ্কাশিতোঽর্থঃ যয়া সা। শ্লোকমালা। ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অগতার্থানি (অবোধিত অর্থযুক্ত) পদানি (পদসমূহকে) তদর্থগতয়ে (তাহাদের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত) নরাঃ (লোকসকল) [যত্র] (যে-স্থলে) অন্যৈঃ (অন্য) পদৈঃ (পদের সহিত) যোজয়ন্তি (যোজনা করে), সঃ (তাহাকে) উদ্‌ঘাত্যকঃ উচ্যতে (উদ্‌ঘাত্যক বলে)।

অনুবাদ। অবোধিত-অর্থযুক্ত পদকে, অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত যে অন্য পদের সহিত যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে। ৫০

এই শ্লোকে পূর্ব্ব পয়ারোক্ত উদ্‌ঘাত্যকের লক্ষণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। অঙ্গের বিশেষ—নাটকের অন্যান্য অংশ, মুরলী-নিঃস্বনাদি। বিদগ্ধমাধবে যেমন বংশীস্বর বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির বর্ণনা আছে, ললিত মাধবেও তৎসমস্ত বিষয়ে যে-সকল বর্ণনা আছে, তাহা বল।

শ্রীরূপ কহেন কিছু—পরবর্ত্তী 'হ্রিয়মবগৃহ্য ইত্যাদি শ্লোকে বংশী-ধ্বনির 'হরিমুদ্দিশতি শ্লোকে ব্রজভূমির, 'সহচরি নিরাতঙ্ক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এবং বিহারসুরদীর্ঘিকা শ্লোকে শ্রীরাধারবর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। হ্রিয়ং (লজ্জাকে) অবগৃহ্য (বিনষ্ট করিয়া) গৃহেভ্যঃ (গৃহ হইতে) বনায় (বনগমন-নিমিত্ত) যা (যে) রাধাং (শ্রীরাধাকে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে), সা (সেই) নিপুণা (স্বকার্য্য-কুশলা) বর বংশজ-কাকলী (বর বংশী কাকলীরূপা) নিসৃষ্টার্থা (নিসৃষ্টার্থা) দূতী (দূতী) জয়তি (জয়যুক্তা হইতেছে)।

অনুবাদ। লজ্জাকে বিনষ্ট করিয়া গৃহ হইতে বন গমননিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে যে আকর্ষণ করে, সেই স্বকার্য্য-কুশলা বর-বংশী কাকলীরূপা নিসৃষ্টার্থা (মুরলী-ধ্বনি-রূপা) দূতী জয়যুক্তা হইতেছে। ৫১

এই শ্লোকে বংশীধ্বনির গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। **বরবংশজ-কাকলী**—বর (শ্রেষ্ঠ) যে বংশজ (বংশ—বাঁশ হইতে জাত—বাঁশী) তাহার কাকলী (মধুর ধ্বনি), মধুর বংশীধ্বনি। এই বংশীধ্বনিকে নিসৃষ্টার্থা দূতীর সমান বলা হইয়াছে।

নিসৃষ্টার্থা—নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একজন কোনও কার্য্যের ভার দিয়া অপর জনের নিকটে কোনও দূতীকে পাঠাইলে, সেই দূতী যদি নিজ যুক্তির দ্বারা উভয়কে মিলিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে। বিন্যস্তকার্য্যভারাস্যাদ্ব্যোরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোনভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥ উ নী দূতীভেদ। ২৯॥" বংশীধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, শ্রীরাধিকার কানে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মস্থানে পৌছিয়া, তাঁহার চিত্তকে

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ
প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ৫২

তথাহি তত্রৈব (২।২৩, ২২)—
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

রজোভরঃ গোক্ষুররেণুসমূহঃ হরিং গোবিন্দম্ উদ্দিশতি উদ্দেশং কারয়তি তমো ঘোরান্ধকারঃ পুরতঃ অগ্রতঃ অমুং হরিং নন্দ-নন্দনং সঙ্গময়তি সংযোজয়তি অতএব ব্রজবামদৃশাং গোপাঙ্গনানাং পদ্ধতিঃ রীতিঃ সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বেষাং চক্ষুষঃ শ্রুতেঃ অপি বেদস্য অপি সম্বন্ধে ন প্রকটতা ন ব্যক্তা ভবতি। শ্লোকমালা। ৫২

নিরাতঙ্কঃ শঙ্কারহিতঃ মুদিরদ্যুতিঃ নবীনমেঘবর্ণঃ মাদ্যন্ মত্তগজবিভ্রমঃ মহামত্তগজবচ্চঞ্চলঃ অহহ ইতি খেদে-চটুলৈশ্চঞ্চলৈঃ উৎসর্পদ্ভিরিতস্ততো ভ্রমদ্ভিঃ চেতঃকোষাৎ চিত্তরূপ-ভাণ্ডারাৎ। চক্রবর্ত্তী। ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিচলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আকৃষ্ট করে। এস্থলে বংশীধ্বনি দূতীর কাজ করিল। বংশীধ্বনিরূপা দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়া স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার চিত্তকে উন্মুখ করিয়া মিলন করাইয়া থাকে ; সুতরাং বংশীধ্বনি নিসৃষ্টার্থা দূতীর তুল্য।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। রজোভরঃ (রজঃ-সমূহ) [ব্রজবামদৃশাং] (ব্রজসুন্দরীদিগের পক্ষে) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে) উদ্দিশতি (উদ্দেশ করিয়া দিতেছে), তমঃ (এবং তমঃ) অমুং (ইঁহাকে—এই শ্রীকৃষ্ণকে) সঙ্গময়তি (মিলন করাইয়া দিতেছে)। ব্রজবামদৃশাং (ব্রজরমণীদের) পদ্ধতিঃ (রীতি—কৃষ্ণভজন-রীতি) সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বলোক-চক্ষুঃস্বরূপ) শ্রুতেঃ অপি (শ্রুতিরও) ন প্রকটা (আগোচর)।

অনুবাদ। (ব্রজবামাদিগের পক্ষে) রজঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করিতেছে এবং তমঃ তাঁহার সহিত সঙ্গম করাইতেছে ; অতএব ব্রজাঙ্গনাদিগের কৃষ্ণভজন-পদ্ধতি সকল লোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর। ৫২

রজঃ—গো-ধূলি, পক্ষে রজোগুণ। **তমঃ**—সন্ধ্যার অন্ধকার ; পক্ষে তমোগুণ। উত্তর-গোষ্ঠের সময় গোধূলি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ গোধূলি দেখিলেই বুঝা যায়, গো-সমূহ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। আর সন্ধ্যার অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া দিতেছে ; অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারময় আবরণেই অভিসার করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন। শ্লেষার্থে রজঃ—রজোগুণ, যদ্দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং কৃষ্ণের উদ্দেশ হয় না ; আর তমঃ—তমোগুণ, আবরক ; ইহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না, এইরূপই শ্রুতির উক্তি। বৃন্দাবনে কিন্তু উহার বিপরীত—রজঃ (গো-ধূলি) এবং তমঃ (অন্ধকার)ই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ এবং মিলন করাইয়া দেয়। এই শ্লেষার্থেই বলা হইয়াছে, ব্রজাঙ্গনাদের ভজন-পদ্ধতি বেদের অগোচর।

এই শ্লোক বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক এবং ব্রজসুন্দরীদিগের ভাবের অপূর্ব্ব-বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। সহচরি (হে সহচরি)! মুদিরদ্যুতিঃ (নবজলধর-কান্তি) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসবিশিষ্ট) কঃ (কে) অয়ং (এই) নিরাতঙ্কঃ (নির্ভীক) যুবা (যুবক)? কুতঃ (কোথা হইতে) ব্রজভুবি (ব্রজমণ্ডলে) প্রাপ্তঃ (আসিয়াছেন)? অহহ (অহো ! বড় দুঃখ) যঃ (যিনি) ইহ (এই বৃন্দাবনে) চটুলৈঃ (চঞ্চল) উৎসর্পদ্ভিঃ (ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল) দৃগঞ্চল-তস্করৈঃ (কটাক্ষস্বরূপ-তস্করদ্বারা) মম (আমার) চেতঃকোষাৎ (চিত্তরূপ ধনাগার হইতে) ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপ ধনকে) বিলুণ্ঠয়তি (লুণ্ঠন করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে সহচরি ! যিনি নবীন-মেঘের ন্যায় শ্যাম-সুন্দর, এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যাঁহার বিলাস,

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উন্নত-মনোরথৈঃ বহুদিন-মানস-বাঞ্ছিতৈঃ হেতুভূতৈঃ ময়া কৃষ্ণেন ইয়ং সা রাধিকা অলম্ভি প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই এই নির্ভীক যুবা কে? এবং কোথা হইতেই বা ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছেন? বড় দুঃখের বিষয়—এই বৃন্দাবনে ইনি চঞ্চল এবং ভ্রমণশীল কটাক্ষ-তস্করদ্বারা আমার চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন লুণ্ঠন করিতেছেন। ৫৩

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা তাঁহার সখীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? **যুবা**—তিনি নবযৌবনপ্রাপ্ত, আর কিরূপ? **মুদিরদ্যুতিঃ**—মুদিরের (নবীন মেঘের) ন্যায় দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার, তাদৃশ, নবজলধরের ন্যায় শ্যাম সুন্দর। আর কিরূপ? **মাত্তমতঙ্গজবিভ্রমঃ**—মাত্তন (মদমত্ত) মতঙ্গজের (মাতঙ্গের—হস্তীর) ন্যায় বিভ্রম (বিলাস) যাঁহার, তাদৃশ, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। তিনি কি করেন? চোরের সর্দ্দার যেমন স্বীয় অধীনস্থ চোরদিগের দ্বারা লোকের ধনাগার হইতে ধন লুটিয়া নেয়, ইনিও ইঁহার চঞ্চল-কটাক্ষরূপ তস্কর দ্বারা আমার [শ্রীরাধার] চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন হরণ করিয়া লইতেছেন। মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর নয়নের চঞ্চল কটাক্ষ দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্লো। ৫৪। অন্বয়। যা (যিনি—যে শ্রীরাধা) মম (আমার) মনঃ-করীন্দ্রস্য (চিত্তরূপ করীন্দ্রের—প্রধান হস্তীর) বিহার-সুরদীর্ঘিকা (বিহারের মন্দাকিনী তুল্যা), বিলোচন-চকোরয়োঃ (নয়নরূপ চকোরদ্বয়ের) শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের প্রভাতুল্যা) উরোঽম্বরতটস্য (হৃদয়রূপ আকাশের) আভরণ চারুতারাবলী (মনোহর তারাবলীনামক অলঙ্কারতুল্যা), সা (সেই) ইয়ং (এই) রাধিকা (শ্রীরাধা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) উন্নত মনোরথৈঃ (অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষায়) অলম্ভি (প্রাপ্তা)।

অনুবাদ। যিনি আমার চিত্তরূপ করীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী (আমার চিত্ত সর্ব্বদাই যাহাতে বিহার করিতেছে), যিনি আমার নয়ন চকোরের শারদীয় পূর্ণচন্দ্র প্রভা (যাহার রূপ-সুধা পান করিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত হয়) এবং যিনি আমার হৃদয়াকাশের আভরণস্বরূপ নক্ষত্রমালা—সেই এই রাধিকাকে আমি অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষায় লাভ করিয়াছি। ৫৪

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার গুণবর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতেছেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ করীন্দ্রের **বিহার-সুরদীর্ঘিকা**—বিহারের (জলকেলির) পক্ষে সুরদীর্ঘিকার (স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনীর) তুল্য হস্তিগণ গঙ্গাতে জলকেলি করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, শ্রীরাধিকাতে বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও সেইরূপ—ততোঽধিক—আনন্দ পায়। স্বর্গের মন্দাকিনী শব্দে আনন্দের আধিক্য সূচিত হইতেছে। আর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের **বিলোচন-চকোরয়োঃ**—নয়নরূপ চকোরদ্বয়ের পক্ষে **শরদমন্দ-চন্দ্র-প্রভা**—শরতের (শরৎকালের শারদীয়) অমন্দ (উৎকৃষ্ট—পূর্ণ, নির্ম্মল) চন্দ্রের প্রভাতুল্যা শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল সুধাপান করিয়া চকোর যেমন তৃপ্তিলাভ করে, শ্রীরাধার রূপসুধা পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ও তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই শ্রীরাধা আবার শ্রীকৃষ্ণের **উরোঽম্বরতটস্য**—উরঃ (বক্ষঃস্থল) রূপ অম্বর-তটের (আকাশের) পক্ষে **আভরণ-চারুতারাবলী**—আভরণ (অলঙ্কার) রূপ চারু (মনোহর) তারাবলী (নক্ষত্রকুল), নক্ষত্রসমূহ যেমন আকাশের শোভাবর্দ্ধন করে, শ্রীরাধিকার দেহলতাও তারাবলীহারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে—॥ ১৩৮
কবিত্ব না হয় এই—অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ ১৩৯
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন॥ ১৪০

তথাহি প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ—
কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥ ৫৫

তোমার শক্তি বিনু এই জীবে নহে বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি॥ ১৪১
প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হইল মন॥ ১৪২
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিমিতি। তস্য কবেঃ কাব্যকর্ত্তুঃ কাব্যেন কবিতাবচনেন কিং প্রয়োজনম্। তস্য ধনুষ্মতঃ ধনুর্ধারিজনস্য কাণ্ডেন বাণক্ষেপণেন কিং প্রয়োজনম্। পরস্য অন্যজনস্য হৃদয়ে অন্তঃকরণে লগ্নং যৎ যদি শিরঃ তস্য মস্তকং ন ঘূর্ণয়তি ন সঞ্চালয়তি। শ্লোকমালা। ৫৫

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

এতাদৃশী শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে লাভ করিয়াছেন? **উন্নত-মনোরথৈঃ**—উন্নত (বহুদিনব্যাপী) মনোরথদ্বারা (মনের বাসনাদ্বারা), শ্রীরাধাকে পাইবার নিমিত্ত বহুকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবাসনা পোষণ করিয়াছিলেন, বহুকালব্যাপিনী উৎকণ্ঠার ফলে তিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন।

১৩৮। শ্রীরূপের মুখে নাটকের শ্লোক-কয়টী শুনিয়া রায় রামানন্দ এতই প্রীত হইলেন যে, সহস্রমুখে শ্রীরূপের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন (যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে বিবৃত হইয়াছে)।

১৩৯। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার—নাটক-লক্ষণের ও সমস্ত সিদ্ধান্তের সার। শ্রীরূপের নাটকে নাটকের সমস্ত লক্ষণ অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে এবং যে-সব সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারও তুলনা নাই।

১৪০। প্রেম-পরিপাটী—প্রেমের পরিপাটীও (কৌশল) অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। **আনন্দ-ঘূর্ণন**—শ্রীরূপের প্রেমপরিপাটী-আদির বর্ণনা শুনিয়া চিত্ত ও কর্ণ আনন্দাতিশয্যে বিঘূর্ণিত হইয়া যায়।

চিত্ত-কর্ণের আনন্দ-ঘূর্ণনেই যে কবিত্বের বিশিষ্টতা, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৫। অন্বয়। তস্য কবেঃ (সেই কবির) কাব্যেন কিম্ (কাব্য-রচনার কি প্রয়োজন), তস্য ধনুষ্মতঃ (সেই ধনুর্ধারীর) কাণ্ডেন কিম্ (বাণক্ষেপণের কি প্রয়োজন), যৎ (যাহা—যেই কাব্য বা বাণ যদি) পরস্য (পরের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) লগ্নং (লগ্ন হইয়া) শিরঃ (মস্তককে) ন ঘূর্ণয়তি (ঘূর্ণিত না করে)।

অনুবাদ। সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কি—যদি তাহা অন্য জনের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া আনন্দে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত না করে? সেই ধনুর্ধারীর বাণ-ক্ষেপণেই বা প্রয়োজন কি—যদি সেই বাণ অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া বেদনায় তাহার মস্তক ঘূর্ণিত না করে? ৫৫

১৪১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি রায়রামানন্দের উক্তি।

এই বাণী—এইরূপ উক্তি, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের মত বর্ণনা।

১৪৩। প্রভু বলিলেন—শ্রীরূপের গ্রন্থ অত্যন্ত মধুর কবিত্বপূর্ণ, অলঙ্কার-পূর্ণ এবং চিত্তের প্রসন্নতা-সাধক। বাস্তবিক এইরূপ কবিত্বব্যতীত রসের প্রচার হইতে পারে না।

সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর—।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৪৪
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ ১৪৫
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ১৪৬
এই দুই ভাই আমি পাঠাইলাঙ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রসন্ন—প্রসাদ-গুণসম্পন্ন ; চিত্তের প্রসন্নতাসাধক। **সালঙ্কার**—অলঙ্কারযুক্ত।

১৪৪। সভে কৃপা করি—প্রভু সকল বৈষ্ণবকে বলিলেন, "তোমরা সকলে শ্রীরূপকে কৃপা কর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বদা ব্রজ-প্রেম বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়।"

১৪৫। ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—প্রভু এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীসনাতনের বিবরণ ভক্তদের নিকট বলিতেছেন। **বিজ্ঞবর**—জ্ঞানী, সনাতনের মত জ্ঞানী পৃথিবীতে কেহ নাই।

১৪৬। তোমার—রায় রামানন্দকে বলিতেছেন। **যৈছে বিষয় ত্যাগ**—যেরূপ বিষয় ত্যাগ ; রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের অধিপতি ছিলেন ; তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। **তৈছে তাঁর রীতি**—সনাতনের বিষয়-ত্যাগও তোমার মতই। উচ্চ রাজকার্য্য, বিপুল ধনসম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীসনাতন কাঙ্গাল-বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। **দৈন্য**—দীনতা ; আপনাতে হীনবুদ্ধি ; উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সনাতন নিজেকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন। **বৈরাগ্য**—ভোগ-সুখাদিতে বিরক্তি। **পাণ্ডিত্য**—বিজ্ঞতা। **তাঁহাতেই স্থিতি**—দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য এই তিনটী এক সঙ্গে কেবল শ্রীসনাতনেই আছে।

১৪৭। শক্তি দিয়াছি—প্রভু বলিলেন, "ভক্তি-শাস্ত্র লিখিতে এবং প্রচার করিতে শ্রীরূপ-সনাতনকে আমি শক্তি দিয়াছি।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন—রসশাস্ত্র-বিচারে শ্রীরূপগোস্বামী যোগ্যপাত্র (৩।১।৮০) ; আবার তিনি ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চারও করিয়াছেন,—একবার প্রয়াগে (৩।১।৮১), আর একবার নীলাচলে (৩।১।১৫১)। রসশাস্ত্রে পরম বিজ্ঞ এবং পরম-রসজ্ঞ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীকেও প্রভু বলিলেন—"তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ (৩।১।৮১)।" আবার নীলাচলবাসী রায়রামানন্দাদি ভক্তবৃন্দকেও প্রভু বলিলেন—"সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর। ব্রজলীলাপ্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ৩।১।১৪৪ ॥" প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে নিজেও আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎকালে নীলাচলে অবস্থিত প্রভুর ভক্তবৃন্দের চরণেও শ্রীরূপের দ্বারা নমস্কার করাইলেন (৩।২।১৫১)। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি প্রভুর পার্ষদবৃন্দও কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন (৩।১।১৫২)। এই সমস্তই হইতেছে শ্রীরূপের দ্বারা রসগ্রন্থ ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রভুর অত্যাগ্রহের পরিচায়ক। প্রভুর এতই আগ্রহ যে, একাধিকবার নিজে শক্তিসঞ্চার করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না ; তাই যেন শ্রীরূপের জন্য প্রভু নিজেই একে একে সকল ভক্তের কৃপাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীরূপ নিজেও পরম পণ্ডিত, পরম-রসজ্ঞ ; তার উপর এই সকল সুদুর্লভ শক্তি। প্রয়াগে প্রভু আবার তাঁহাকে নিজে শিক্ষাও দিয়াছেন। সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সঞ্চারিত-শক্তির প্রভাবে শ্রীপাদরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও ঠিক ঐরূপেই প্রভুর শিক্ষা এবং কৃপাশক্তি লাভ করিয়া বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী আদি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এ-সকল ভক্তিগ্রন্থই যেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অত্যাগ্রহের মূর্ত্ত-প্রকাশ। কিন্তু এত আগ্রহ কেন ? মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ যতদিন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, ততদিন তো সাধন-ভজনের

রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুত্তলী তুমি পার নাচাইতে॥ ১৪৮
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ১৪৯
ভক্তকৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস।
যারে করাও, সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥ ১৫০
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সভার চরণ বন্দন॥ ১৫১
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৫২
প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন॥ ১৫৩
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৫৪
হরিদাস কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা?॥ ১৫৫
শ্রীরূপ কহে—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহায়, সে-ই কহি বাণী॥ ১৫৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।১।২—
হৃদি যস্য প্রেরণয়া, প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ শ্যাশ্রয়চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি হৃদ্‌বিষয়-প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপেতি স্বয়ং দৈন্যেনোক্তম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহারা সকল জীবকেই প্রেমভক্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি করুণা প্রকাশের জন্যই যেন প্রভুর এত আগ্রহ বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে প্রেমভক্তির প্রতি প্রলুব্ধ হইতে পারে, ভগবদুন্মুখতা লাভ করিয়া ভজন-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে এবং তাঁহার কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে—মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ প্রভু শ্রীপাদরূপ" সনাতনের দ্বারা এ-সমস্ত অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি প্রকাশ করাইয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু-দ্বারা সে-সকল গ্রন্থ জগতে প্রচার করাইয়াছেন। ৩।৪।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; তোমার শক্তিতে সজীব প্রাণী তো দূরের কথা, নির্জীব কাঠের পুতুলও আপনা-আপনি নৃত্য করিতে পারে। শ্রীরূপ-সনাতনকে তুমি শক্তি দিয়াছ, তাঁহারা সেই শক্তির প্রভাবে ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?"

১৪৯। **মোর মুখে** ইত্যাদি—রামানন্দরায় বলিলেন, "প্রভু! গোদাবরী-তীরে আমার মুখে যে সকল রসতত্ত্ব প্রচার করাইয়াছ, শ্রীরূপের লেখায় সেই সমস্ত তত্ত্বই দেখিতে পাইতেছি।"

১৫০। **ভক্ত-কৃপায়**—ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ, ভক্তগণের মঙ্গল ও আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত **প্রকটিতে চাহ**—ব্রজ-রস-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রচার করাইয়া ব্রজরস প্রকটিত করিতে চাহ। **যারে করাও**—যাহাদ্বারা (ব্রজরস প্রচার করাইতে) ইচ্ছা কর। **জগৎ তোমার বশ**—সমস্ত জগৎই তোমাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত জগৎই যখন তোমাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া যখন কাঠের পুতুলও অপরের সহায়তাব্যতীত আপনা-আপনিই নৃত্য করিতে পারে, তখন যাহাদ্বারাই তুমি ব্রজরস প্রচার করাইতে ইচ্ছা কর, তিনিই (তোমার শক্তিতে) তাহা করিতে পারিবেন।

১৫১। প্রভু শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীরূপ-দ্বারা সকলের চরণ-বন্দনা করাইলেন।

১৫৩। **প্রভুর কৃপা রূপে**—শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপা।

১৫৪। **হরিদাস ঠাকুর রূপে**—সকলে চলিয়া গেলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। হৃদি (হৃদয়ে) যস্য (যাঁহার) প্রেরণয়া (প্রেরণায়) বরাকরূপঃ (অতি ক্ষুদ্র যে রূপ,

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপে হরিদাস সঙ্গে ॥ ১৫৭
চারিমাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিল—গৌড়ে করিলা গমন॥ ১৫৮
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু-সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ ১৫৯
দোল অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায় দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥ ১৬০
'বৃন্দাবন যাহ তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইও সনাতনে॥' ১৬১
ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি কর নিরূপণ।
তীর্থ সব লুপ্ত, তার করিহ প্রচারণ॥ ১৬২
কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহো দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার॥ ১৬৩
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপগোসাঞি ধরিল শিরে তাঁহার চরণ॥ ১৬৪
মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় মাগিলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা॥ ১৬৫
এই ত কহিল পুন রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য চরণ॥ ১৬৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ
শ্রীরূপসঙ্গমো নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ রায়তি শব্দায়ত ইতি তমেব স্তাবয়তি। সৎকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তিং স্থাপয়ন্নথেতি অপেরর্থঃ। শ্রীজীব। ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই রূপ) অহং (আমি) অপি (ও) প্রবর্ত্তিতঃ (প্রবর্ত্তিত হইয়াছি), তস্য হরেঃ (সেই হরি) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের) পদকমলং (চরণ-কমল) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় শ্রীরূপ-নামক অতি ক্ষুদ্র আমি (ভক্তি-শাস্ত্র প্রণয়নে) প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পদকমলকে বন্দনা করি। ৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিতেই, তাঁহার প্রেরণাতেই যে শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। শ্রীরূপগোস্বামী দৈন্যবশতঃ নিজেকে **বরাকরূপঃ**—বরাক (অতি ক্ষুদ্র, শক্তিহীন) রূপ, শ্রীরূপনামক অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

১৫৭-৫৮। দুইজন—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস। **রূপ হরিদাস সঙ্গে**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস এই দুইজন একসঙ্গে। অথবা, হরিদাসের সঙ্গে শ্রীরূপ। **চারিমাস রহি**—চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস অতিবাহিত হইলে।

১৬০। দোল অনন্তরে—দোলযাত্রার পরে। কোনও গ্রন্থে "দোলযাত্রা রহি" পাঠ আছে। **বিদায় দিলা**—বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ করিলেন। "বিদায়'-স্থলে কোনও গ্রন্থে "আজ্ঞা" পাঠান্তর আছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

১৬৩। প্রভু এখানে শ্রীরূপকে বলিলেন—"আমিও একবার বৃন্দাবন দেখিতে যাইব।" কিন্তু প্রকট-লীলায় তিনি আর বৃন্দাবনে যায়েন নাই, বোধ হয় আবির্ভাবরূপেই শ্রীরূপাদিকে দর্শন দিয়াছিলেন। "একবার" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে "বার বার" পাঠ আছে।

১৬৫। শ্রীরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

"মহাপ্রভু ভক্তস্থানে"-স্থলে "প্রভুগণ-পাশ" এবং "মহাপ্রভু-ভক্তগণে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৬৬। পুনঃ রূপের মিলন—একবার রামকেলিতে, আর একবার প্রয়াগে এবং এইবার নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন হইল।

অন্ত্য-লীলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘু-
নাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গুবোঃ দীক্ষাগুবোঃ। পদকমলম পদং কমলমিব ইত্যুপমালঙ্কারো নতু পদমেব কমলমিতি রূপকঃ তত্ত্বে বন্দনং প্রতি কমলস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাদপুষ্টদোষঃ স্যাদুপমায়ান্তু স্বরূপাখ্যানমেতৎ। গুরূন্ শিক্ষাগুরূন। ননু অত্র গুরূনিত্যনেন বিশেষানির্দ্দেশাচ্চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারাণামাপত্তিঃ স্যাৎ তদ্বারণায় বিশেষং নির্দ্দিশতি শ্রীরূপমিত্যাদি রঘুনাথো রঘুনাথ-ভট্টশ্চরঘুনাথদাসশ্চেতি স্বরূপৈকবিশেষাৎ রঘুনাথদ্বয়ং তং অনুভূত-প্রকারং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিনং এতেন শিক্ষাগুরু-ষট্কং জ্ঞাতব্যম। সাগ্রজাতং অগ্রজাতঃ শ্রীসনাতনস্তৎসহিতম। সাবধূতং সনিত্যানন্দম্। সহগণললিতাবিশাখাভ্যাং সহিতান্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নকুলব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশ, নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাব এবং ছোট হরিদাসের বর্জ্জনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অহং (আমি) শ্রীগুরোঃ (শ্রীদীক্ষাগুরুর) শ্রীযুত-পদকমলং (কমলতুল্য চরণ) বন্দে (বন্দনা করি), গুরূন্ (শিক্ষাগুরুগণকে) বৈষ্ণবান্ চ (এবং বৈষ্ণবগণকে) [বন্দে] (বন্দনা করি), সাগ্রজাতং (অগ্রজ সনাতনের সহিত), সহগণরঘুনাথান্বিতং (গণের সহিত এবং রঘুনাথ-ভট্ট ও রঘুনাথদাসের সহিত) সজীবং (এবং শ্রীজীব-গোস্বামীর সহিত) তং (সেই) শ্রীরূপং (শ্রীরূপগোস্বামীকে) [বন্দে] (বন্দনা করি), সাদ্বৈতং (শ্রীঅদ্বৈতের সহিত)-সাবধূতং (শ্রীনিত্যানন্দের সহিত) পরিজন সহিতং (এবং পরিকরবর্গের সহিত) কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) [বন্দে] (বন্দনা করি), সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণের-সহিত শ্রীললিতা-বিশাখা-সমন্বিত) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) [বন্দে] (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর চরণ-কমল বন্দনা করি, শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি, অগ্রজ-শ্রীসনাতনের সহিত, পরিকর-সমন্বিত রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথদাস-গোস্বামীর সহিত এবং শ্রীজীবগোস্বামীর সহিত শ্রীরূপ-গোস্বামীর বন্দনা করি, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের সহিত এবং পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি; পরিকরবর্গের সহিত শ্রীললিতা-বিশাখা-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

পরিচ্ছেদের আরম্ভে গ্রন্থকার শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় দীক্ষাগুরুকে, স্বীয় শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে, সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে এবং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন।

সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার—॥ ২
সাক্ষাদ্দর্শন, আর যোগ্য ভক্তজীবে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ আবির্ভাবে ॥ ৩
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সভা নিস্তারিলা।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে আবিষ্ট হইলা ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অবতারের একটী উদ্দেশ্যই হইল সমস্ত জীবকে উদ্ধার করা, অবশ্য ইহা অবতারের গৌণ উদ্দেশ্য। তিন উপায়ে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীব-সমূহকে উদ্ধার করিয়াছেন। **সর্ব্বলোক**—সকল জীব; **নিস্তারিতে**—মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে। **ত্রিবিধ-প্রকার**—তিন রকম উপায়।

৩। জীব-নিস্তারের তিনটী উপায় কি, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন, সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ এবং আবির্ভাব—এই তিন উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।

সাক্ষাদ্দর্শন—প্রভুর নিজ-স্বরূপের দর্শন দিয়া। যাঁহারা শ্রীনীলাচলে আগমন করিতেন, তাঁহারাই প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন, অথবা, যে স্থানে প্রভু গমন করিয়াছেন, সেই স্থানের জীবসমূহও প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের দর্শন পাইলেই জীবের মায়া বন্ধন ঘুচিয়া যায়। "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত—১।৩।২১॥' শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

আবেশ—কোনও উপযুক্ত ভক্ত যখন প্রভুরই ইচ্ছায় প্রভুর ভাবে আবিষ্ট হয়েন, তখন তাহাকে প্রভুর আবেশ বলে। আমরা ভূতের আবেশের কথা শুনিয়া থাকি। যাহাতে ভূতের আবেশ হয়, তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না—নিজের নাম, রূপ, দেহ আদির কথা কিছুই তাহার স্মরণ থাকে না। নাম জিজ্ঞাসা করিলে ভূতের নাম বলে, ধাম জিজ্ঞাসা করিলে ভূতের আবাস স্থানের কথাই বলে ইত্যাদি। বস্তুতঃ ঐ জীবের দেহটীকে আশ্রয় করিয়া ভূতই নিজের সমস্ত কাজ করিয়া থাকে। ভগবদাবেশেও ঐরূপ। যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের আবেশ হয় তাঁহার নিজের কোনও বিষয়ের স্মৃতি থাকে না, তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন, আবিষ্ট ভক্তের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা,—এমন কি দেহের বর্ণ পর্য্যন্ত—সমস্তই ভগবানের মত হইয়া যায়। আগুনে পোড়া লাল লোহা যেমন সাময়িক-ভাবে নিজের ধর্ম্ম প্রায় হারাইয়া ফেলিয়া আগুনের বর্ণ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবিষ্ট জীবও, যাঁহার আবেশ হয়, সাময়িকভাবে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হয়। তাহাতে তখন ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতারও সঞ্চার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে একবার নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময়ে যাঁহারা নকুল ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার হইয়া গিয়াছেন।

যে কোনও জীবেই অবশ্য শ্রীভগবানের আবেশ হয় না। শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যেই এই আবেশ সম্ভব। লঘুভাগবতামৃত বলেন, মহত্তম জীবগণই ভগবদাবেশের যোগ্য। জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ কৃষ্ণ। ১৮ ॥, ২।২২।৪৮ পয়ারের টীকায় মহৎ বা সাধুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত লক্ষণ সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে যাঁহাদের মধ্যে, তাঁহারাই মহত্তম।

আবির্ভাব—যানাদির সাহায্যে, অথবা পদব্রজে চলিয়া, অথবা অন্য কোনও লৌকিক উপায় অবলম্বনে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে না যাইয়া হঠাৎ যে আত্ম-প্রকাশ, তাহাকে আবির্ভাব বলে কোনও কোনও সময়ে শ্রীমন্-মহাপ্রভু নীলাচলে আছেন, ঠিক সেই সময়েই যদি বঙ্গদেশে সেন-শিবানন্দের গৃহে কেহ প্রভুর দর্শন পায়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শিবানন্দের গৃহে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নীলাচল হইতে হাটিয়া বা অন্য কোনও লৌকিক উপায়ে এখানে আসেন নাই, তিনি নীলাচলেই আছেন, অথচ হঠাৎ শিবানন্দের গৃহে আত্ম-প্রকাশ

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈল আবির্ভাব। 'লোক নিস্তারিব'—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিলেন। ইঁহাকেই আবির্ভাব বলে। সর্ব্বব্যাপী বিভু বস্তুর পক্ষেই এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব—অন্যের পক্ষে নহে। যিনি বিভু, তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র আছেন, অবশ্য লোকে সাধারণতঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যে কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছা—দর্শন দিতে পারেন। এই ভাবের আত্ম-প্রকটনই আবির্ভাব।

৫। **প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ**—নৃসিংহানন্দ নামক প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন ইঁহার আসল নাম, ইনি শ্রীনৃসিংহের উপাসক ছিলেন; নৃসিংহে অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার নাম হয়, প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ। **আগে**—অগ্রে, সাক্ষাতে। নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা পরে বর্ণনা করিতেছেন। **লোক নিস্তারিব** ইত্যাদি—সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাবদ্বারা কিরূপে প্রভু সকল জীবকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বলিতেছেন। **"এই ঈশ্বর স্বভাব"**—ঈশ্বরের স্বভাবই এই যে, তিনি লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুল, তাই সাক্ষাদ্দর্শনাদিদ্বারা সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন। প্রকট-লীলাকালে জীব উদ্ধারের অপর কোনও হেতুই নাই, একমাত্র ঈশ্বরের স্বভাব বা কৃপাই হেতু।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান্ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, জীব প্রাকৃত বস্তু, জীবের চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ও প্রাকৃত; কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এই অবস্থায় প্রভু স্বয়ং সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেও জীব কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইয়া উদ্ধার পাইতে পারে? উত্তর—ঈশ্বরের স্বভাবই ইহার হেতু, করুণা ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম; এই করুণা-বশতঃ জীব-উদ্ধারের বাসনাও ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃই তিনি যখন জীবের সাক্ষাতে আত্মপ্রকট করেন, তখন জীব যাহাতে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে, তিনি তাহাকে তাদৃশী শক্তি দিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহার শক্তিব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যতামিতং প্রভুম্ ॥—শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে।" তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিলেই তাঁহাকে দেখা যায়। "যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ৩৩৮।১৬।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, "লোক-নিস্তার"ই যদি "ঈশ্বরের স্বভাব" বা স্বরূপগত ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সকল সময়ে এই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নাই কেন? সকল সময়ে তিনি লোক নিস্তার করেন না কেন? উত্তর—করুণা শ্রীভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং ঐ করুণাবশতঃ লোক-নিস্তারের বাসনাও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং নিত্যই এই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এই করুণা-মূলক জীব-নিস্তারের বাসনা ক্রিয়া করিতেছে। বহির্ম্মুখতাবশতঃ এবং মায়ান্ধতা-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে আপনা-আপনি কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে না, সুতরাং জীব আপনা-আপনি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে না, তাই পরম-করুণ ভগবান্ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন; উদ্দেশ্য—শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জীব যদি নিজের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হয়। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ ॥ ২।২০।১০৭ ॥" অপ্রকট লীলাকালে এই ভাবেই শ্রীভগবানের লোক-নিস্তারের স্বাভাবিকী বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিয়া যুগাবতারাদি নানাবিধ অবতাররূপে তিনি জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও জীবদিগকে ভগবদ্ বিষয়ে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার ব্রহ্মার একদিনে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আপামর-সাধারণকে উদ্ধার করিয়া লোক-নিস্তারের বাসনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, লোক-নিস্তার-বাসনার মূল হেতু যে করুণা, তাহাই যদি ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তিনি জীবসমূহকে মায়ার কবলে পতিত হইতে দিলেন কেন? আবার মায়িক জগতের সৃষ্টি করিয়া মায়াবদ্ধ জীবের অশেষ দুর্গতির বন্দোবস্তই বা করিলেন কেন?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উত্তর—শ্রীভগবান্ই যে জীবকে মায়ার কবলে পতিত করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত মঙ্গলের নিধান, তিনি সুন্দর, তাঁহাদ্বারা অমঙ্গল কিছু হইতে পারে না, তাঁহাতে অসুন্দর বা অশোভন কিছুও সম্ভব নহে। জীব নিজের ইচ্ছাতেই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে। (ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে সংসার-বন্ধনের হেতু"—অংশ দ্রষ্টব্য)। আর এই যে মায়িক প্রপঞ্চ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও জীবকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে। ছোট শিশুরা খেলার আমোদ উপভোগ করার নিমিত্তই যেমন খড় মাটীর ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহাতে যেমন তাহাদের অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ও একমাত্র লীলাবশতঃই এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নহে—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। বেদান্তসূত্র॥ ২।১।৩৩॥" জীব নিজ ইচ্ছায় আপন কর্ম্মফলে এই মায়িক প্রপঞ্চে আসিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ দায়ী নহেন।

জীব শ্রীভগবানের চিৎকণ অংশ, অতি ক্ষুদ্র অংশ। স্বতন্ত্র ভগবানের অংশ বলিয়া জীবেরও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার ক্ষুদ্রতম অংশেও বর্ত্তমান থাকে, ক্ষুদ্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গেরও একটু দাহিকাশক্তি আছে। যাহা হউক, "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে জীবের পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মফল যখন জীবকেই ভোগ করিতে হয়, তখন সহজেই বুঝা যায়, জীব তাহার স্বাতন্ত্র্যের কতকটা ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারে। জীবের এই অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য বা অণুস্বাতন্ত্র্য শ্রীভগবানের বিভু স্বাতন্ত্র্যের ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও ইহা স্বাতন্ত্র্য তো বটে সুতরাং পরিণামে ইহার মূল অংশী বিভু স্বাতন্ত্র্য-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য হইলেও সাধারণতঃ জীব ইহা নিজ ইচ্ছানুরূপ কতকটা পরিচালিত করিতে পারে—নচেৎ স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থকতাই থাকে না। রাজকর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা আইনের দ্বারা সীমা-বদ্ধ হইলেও ঐ আইনের বলেই তাঁহাদের কতকটা স্বাধীনতা আছে, স্থলবিশেষে তাঁহারা নিজেদের বিবেচনামত আইনের ব্যবহার করিতে পারেন—এই ক্ষমতা আইনই তাঁহাদিগকে দিয়াছে। অবশ্য সময় সময় যে এই ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, তাহা নহে কিন্তু অপব্যবহার হইলেই স্বয়ং রাজা বা উচ্চতম রাজশক্তি এই অপব্যবহারের প্রতীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা যখন তখন পারেন না। যথাসময়ে কৌশলক্রমে ইহার প্রতীকার হইয়া থাকে, নচেৎ রাজকর্ম্মচারীদিগের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্বতন্ত্রতার ধর্ম্মই এই যে, ইহা যাহার আছে—তা ইহা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন—তাহাকে প্রায়ই অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে, তাই অণুস্বতন্ত্র জীবও নিজের ক্ষুদ্রতম স্বাতন্ত্র্যের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে প্রণোদিত হইয়া থাকে। অণুস্বাতন্ত্র্যের এই প্রণোদনার ফলেই অনাদিকাল হইতে কতক জীব ইচ্ছা করিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন, আবার কতক জীব ইচ্ছা করিলেন, মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া দেহ-দৈহিক বস্তুর সেবা করিবেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহারা নিত্য মুক্ত, নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ মায়া তাঁহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিল না। আর যাঁহারা তাহা না করিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিলেন, মায়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, মায়াও তাঁহাদিগকে কবলিত করিলেন তখন হইতেই তাঁহারা মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। লীলাবশতঃ শ্রীভগবান্ যখন মায়াদ্বারা জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন, তখন ঐ বহির্ম্মুখ জীব-সমূহও মায়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়িক জগতে আসিয়া পড়িলেন—মায়াকে তাঁহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিছুতেই ছাড়িতেছেন না, তাই মায়া যেখানে যায়েন, তাঁহারাও সেই স্থানে যাইতে বাধ্য। যে মাটীদ্বারা কুম্ভকার ঘট তৈয়ার করে, তাহার সঙ্গে যদি ক্ষুদ্র এক কণিকা প্রস্তর থাকে, তাহাও ঐ মাটীর সঙ্গে কুম্ভকারের চাকায় উঠিয়া ঘুরিতে থাকে, ঘটের অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যায়। আবার ঘট যখন আগুনে দগ্ধ হইতে থাকে, ঐ প্রস্তর-কণিকাও তখন আগুনে দগ্ধ হইতে থাকে, ইহাতে কুম্ভকারের কোনও দায়িত্বই নাই। তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীব আমরাও মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া মায়িক জগতে আসিয়া পড়িয়াছি, মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি, আবার কখনও বা অশেষবিধ নরক যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই সমস্তই আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফল—আমাদের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফল; এজন্য পরমকরুণ শ্রীভগবানের কোনও দায়িত্বই নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, লীলাসুখের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন, আমাদের কর্ম্মফলে আমরা তাহার মধ্যে পড়িয়া নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছি। ইহাতে প্রকারান্তরে কি তাঁহার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতেছে না? ইহাতে কি তাঁহার স্বরূপগত শিবত্ব (মঙ্গলময়ত্ব) ও করুণত্বের হানি হইতেছে না? উত্তর—সৃষ্ট-প্রপঞ্চে পতিত না হইলে যদি আমাদের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ দুঃখ-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা থাকিত, এবং সৃষ্ট প্রপঞ্চে পতিত হওয়ার দরুণ যদি আমাদের সেই সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত হওয়ার আশঙ্কাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই মায়িক প্রপঞ্চের সৃষ্টিদ্বারা, জীবের প্রতি ভগবানের নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইত এবং তাঁহার শিবত্ব ও করুণত্বের হানি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা হইতেছে না—সৃষ্টিদ্বারাই জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার হেতু এই:—প্রথমতঃ সৃষ্ট জগতে না আসিলে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নিজেদের অণু-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ জীব যে-কর্ম্মফল অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি না হইলে অন্তর্ম্মুখীনতা অসম্ভব। আবার ভোগব্যতীত কর্ম্মফলেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না; কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন-দেহের প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব সূক্ষ্মাবস্থায় কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া কারণ-সমুদ্রে অবস্থান করে, তখন তাহার ভোগায়তন দেহ থাকে না, সুতরাং তখন কর্ম্মফলের ভোগ হইতে পারে না। ভজনের দ্বারাও অবশ্য কর্ম্মফলের নিরসন হইতে পারে; কিন্তু জীব যখন সূক্ষ্মাবস্থায় কারণার্ণবে থাকে, তখন ভজনোপযোগী দেহ তাহার থাকে না। জীব যখন মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক-বস্তুর সহিত প্রায় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে চিন্ময়দেহ-প্রাপ্তিও অসম্ভব—মায়ার সম্বন্ধ যতক্ষণ থাকিবে, কর্ম্মবন্ধন যতক্ষণ থাকিবে, যতক্ষণ চিন্ময়-দেহে প্রবেশ জীবের পক্ষে অসম্ভব। বহির্ম্মুখ জীব চিন্ময়-দেহ যখন পাইতে পারে না, কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত তাহাকে অবশ্যই জড়-দেহ আশ্রয় করিতে হইবে। প্রাকৃত সৃষ্টি না হইলে তাহার পক্ষে প্রাকৃত জড়-দেহ সুদুর্লভ হইত, কর্ম্মফলের অবসানও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই জীব ভোগায়তন দেহ পাইয়াছে, এই দেহের সাহায্যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে যখন ভজনোপযোগী মানুষ দেহ লাভ করিবে, তখন কর্ম্মফলভোগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে তাহার অনাদি-বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখতা জন্মিতে পারে। সুতরাং লীলা-পুরুষোত্তমের লীলা-বাসনার ফলে জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও তাঁহার স্বরূপগতধর্ম্ম মঙ্গলময়ত্ব ও করুণত্বের ফলে এই মায়িক সৃষ্টিই মায়াবদ্ধ জীবের মোক্ষের সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এত সব হাঙ্গামার কি প্রয়োজন ছিল? মায়িক-জগতে ভোগায়তন দেহে কর্ম্মফল-ভোগ করাইয়া, আবার ভজনোপযোগী দেহ দিয়া ভজন করাইয়া জীবের বহির্ম্মুখতা দূর করার হাঙ্গামায় যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? ভগবান্ তো সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি আবার পরমকরুণও, জীব-উদ্ধারের জন্য বাসনাও তাঁহার স্বরূপগত। এমতাবস্থায় সৃষ্ট-জগতে না আনিয়া কারণার্ণবস্থিত সূক্ষ্মাবস্থ-জীবকেও তো তিনি মায়া-মুক্ত করিয়া স্বীয়-চরণ-সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন?

উত্তর—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভগবানের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া জীবেরও অণুস্বাতন্ত্র্য আছে; এই অণু-স্বাতন্ত্র্য অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার স্বরূপগত শক্তি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। যতক্ষণ এই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে, ততক্ষণই ইহার গতি অপ্রতিহত থাকিবে; কারণ, অপ্রতিহত-গতিত্বই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ। যতক্ষণ জীবের অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে। জীব কিন্তু নিত্য, সুতরাং তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যও নিত্য—জীবের এই অণু-স্বাতন্ত্র্য কোনও সময়েই কেহ ধ্বংস করিতে পারে না; বোধ হয় স্বয়ংভগবান্ও তাহা পারেন না; কারণ, তিনি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও নিত্য-বস্তুর স্বরূপ তিনিও ধ্বংস করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় না—যে-জিনিষের ধ্বংসই নাই, তাহা ধ্বংস করিতে না পারিলে কাহারও অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। কেহ যদি মানুষের শৃঙ্গ না দেখে, তবে তাহার দৃষ্টি-শক্তির দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা না দেখায় দোষ হইতে পারে না, যাহা হউক, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য যখন নিত্য, তখন তাহা শ্রীভগবান্ও নষ্ট করিতে পারেন না—তবে শ্রীভগবান্ তাহার গতি-পবিবর্ত্তন করিতে পারেন; কারণ, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য তাঁহারই বিভু-স্বাতন্ত্র্যের অংশ, সুতরাং তাঁহাদ্বারা নিয়ম্য। কিন্তু অণু-স্বাতন্ত্র্যের এই গতি-পরিবর্ত্তনও বলপূর্ব্বক করা যায় না—বল-প্রয়োগ স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী, কৌশলে অণু-স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা জন্মাইয়া তারপর অণু-স্বাতন্ত্র্যের নিজের দ্বারাই গতি-পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ জীব তাহার স্বাতন্ত্র্যকে বহির্ম্মুখী গতি দিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে পেছনে রাখিয়া বাহিরের মায়ার দিকে ছুটাইয়া দিয়াছে। এই গতি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ চেষ্টাও করিতেছেন যথেষ্ট—শাস্ত্র, গ্রন্থাদি প্রচার কবিয়া, যুগাবতারাদিরূপে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়া, ভজন শিক্ষা দিয়া নানা উপায়ে জীবের এই স্বাতন্ত্র্যের গতি নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই সার্ব্বজনীনভাবে কোনও ফল পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতেই বুঝা যায়, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে, বলপ্রয়োগে ইহার গতি-পরিবর্ত্তন অসম্ভব; ইহার গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কৌশলে। কৌশলক্রমে যদি এই অণু-স্বতন্ত্র-জীবের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্র্যের গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অন্যথা ইহা অসম্ভব। মায়িক প্রপঞ্চের সৃষ্টিই এই কৌশল-জালের বিস্তার। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব যখন মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক সুখভোগের জন্যই লালায়িত হইয়াছে, সেই দিকেই যখন তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যকে সে ধাবিত করিয়াছে, তখন কিছু ভোগব্যতীত তাহার বলবতী লালসা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বনমধ্যস্থিত প্রচুর তৃণরাজির লোভে যে পশু বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিছু তৃণভোগ না করিতে দিলে, তাহার গতি প্রশমিত হইবে না—পেছন হইতে যতই দৌড়াইবে, ততই বর্দ্ধিতবেগে সে বনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পেছন হইতে তাড়া না করিয়া তাহাকে যদি তৃণে মুখ দেওয়াব সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার গতি প্রশমিত হইবে, তখনই তাহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন কবা সম্ভব হইবে। জীব মায়িক জগতের সুখের লোভে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে: তখন তাহাব সাক্ষাতে চিন্ময় জগতের সুখেব চিত্র উপস্থিত করিলেও তাহাতে সে লুব্ধ হইবে না—কারণ, সে হয়ত মনে করিবে, মায়িক জগতের সুখ তদপেক্ষাও মধুবতব। তাই বোধ হয়, শ্রীভগবান্ কৌশলে তাহাকে মায়িক জগতে সুখভোগ করিতে দিলেন। জীব মায়িক জগতের সুখেব আস্বাদ যখন পাইয়াছে, তখন ভগবান্ শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে ও যুগাবতাবাদিব মুখে চিন্ময় জগতেব সুখ-বার্ত্তা-প্রচাররূপ-কৌশল বিস্তার করিয়া ভগবৎ-সেবা-সুখে জীবকে লুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন; যে ভাগ্যবান্ জীব তখন তাহার উপভুক্ত মায়িক সুখ অপেক্ষা ভগবৎ-সেবা-সুখের অধিকতর লোভনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে, সে তখনই তাহার স্বাতন্ত্র্যের গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিবাইয়া দিয়া ধন্য হইয়া যায়। শাস্ত্রাদির প্রচাররূপ কৌশলেও যখন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, তখন সময় সময় পরমকরুণ ভগবান্ নিজের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকটন করিয়া জীবের সাক্ষাতে একটী অপূর্ব্ব লোভনীয় বস্তু-ধারণরূপ কৌশল বিস্তার করেন—উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ দেখুক, জীব যে মায়িক আনন্দে বিভোর হইয়া আছে, তাহা অপেক্ষা লীলাপুরুষোত্তমেব সেবায় কত বেশী সুখ। এই লীলাদর্শন করিয়া বা লীলার কথা শুনিয়া যাঁহারা নিজের উপভুক্ত সুখেব অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই নিজের অণুস্বাতন্ত্র্যের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখী করিয়া দেন। এইরূপ কৌশলেই পরমকরুণ ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করেন—সৃষ্টি-লীলাব্যতীত এই জাতীয় কৌশল-প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই। তাই বোধ হয় সৃষ্টিলীলায় প্রবেশ না করাইয়া তিনি জীবকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন না।

সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল, সে কৃতার্থ হৈল ॥ ৬
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুন গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ৭
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥ ৮
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥ ৯
প্রভুকে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হইয়া।
'কৃষ্ণ' কহি নাচে সভে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—দেখা যাইতেছে, যেন অণুস্বাতন্ত্র্যই জীবের অশেষ দুঃখের কারণ। ভগবান্ জীবকে এই অণু-স্বাতন্ত্র্য দিলেন কেন? উত্তর—এই "কেন"-এর কোনও অর্থ নাই। জীবের স্বরূপের ন্যায় তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যও অনাদি; অনাদি বস্তু সম্বন্ধে "কেন"-প্রশ্ন উঠিতে পারে না; পারিলে তাহা অনাদি হইত না। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োগ-স্থান শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়; কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে সেবা হইয়া যায় যান্ত্রিক সেবার মতন; যান্ত্রিক-সেবায়—সেবার তাৎপর্য্য—সেব্যের প্রীতিবিধান—রক্ষিত হইতে পারে না। একটু স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কোনও সেবার পরিপাটী সকল সময়ে সম্ভব হয় না,—সেব্যের মন বুঝিয়া, ভাব বুঝিয়া, সেবা করা যায় না। প্রতিপদে আদেশের অপেক্ষা থাকিলে সেইরূপ সেবা সম্ভব হয় না। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কান্তাভাবের কোনও সাধনসিদ্ধ পরিকরস্থানীয়া সেবিকাকে তাঁহার গুরুরূপা সখী বা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি সখী যেন আদেশ করিলেন—যাও শ্রীশ্রীপ্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর জন্য ফুলের মালা গাঁথিয়া আন। ফুল কোথায় পাওয়া যাইবে, কি ফুলের কত ছড়া মালা গাঁথিতে হইবে, কত লম্বা মালা গাঁথিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনওরূপ আদেশ দেওয়া হইল না; এ সকল বিষয়ে আদেশ পাওয়া গেল না বলিয়া যদি সেই সেবিকা মালা গাঁথার আদেশ পালনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেবাই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করিবেন—তাঁহার পছন্দমত মনোরম ফুল তুলিয়া পছন্দমত মালা গাঁথিবেন—যাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য হইবে—গুরুরূপা সখী আদির আদেশের অনুগত; তাই ইহা অণু-স্বাতন্ত্র্য, আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্য। আর একটা দৃষ্টান্ত। গুরুরূপা সখীর বা ললিতা-বিশাখাদি কাহারও আদেশ সাধনসিদ্ধ সেবিকা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল। যুগলকিশোর বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝিয়া সেবিকা রত্নবেদীতে নির্বৃন্ত কুসুমের আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে কর্পূর-বাসিত সুশীতল চন্দন দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে চামর ব্যজন করিবেন ইত্যাদি। অথচ এই এই ভাবে সেবা করিবার জন্য হয়তো সেই সেবিকা বিশেষ আদেশ পায়েন নাই; তাঁহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার করিয়াই তিনি এ-সমস্ত সময়োপযোগী সেবা করিয়া থাকেন। এ-সকল সেবাও আদিষ্ট সেবা বিষয়ে সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত; এ-সকল সময়োপযোগী সেবা যে অণু-স্বাতন্ত্র্যের ফল, তাহাও সেবার সাধারণ আদেশের অনুগত।

এ-সমস্ত কারণেই বলা যায়, কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই অণু-স্বাতন্ত্র্যের বা আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অণু-স্বাতন্ত্র্যকে দেহের সেবায় নিয়োজিত করিয়াই মায়াবদ্ধ জীব তাহার অপব্যবহার করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

৬। **সাক্ষাদ্দর্শনে**—সাক্ষাদ্দর্শন-দ্বারা। **জগত**—জগদ্বাসী।

৭। **গৌড়দেশের**—বাঙ্গালা দেশের। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসর। ২।১।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। **আর নানা দেশের**—গৌড় ভিন্ন অন্যান্য বহুদেশের। **আসি জগন্নাথ**—জগন্নাথক্ষেত্র-নীলাচলে আসিয়া।

৯-১০। **সপ্তদ্বীপ**—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ।

এইমত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১১
তা-সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য-ভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে ॥ ১২
সেই জীবে নিজশক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৩
এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে ঐছে আবেশ, করি দিগ্ দরশন ॥ ১৪
আম্বুয়ামুলুকে হয় নকুলব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো—বড় অধিকারী ॥ ১৫
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নবখণ্ড—জম্বুদ্বীপের নয়টী ভাগ; ইহাদিগকে বর্ষও বলে। তাহাদের নাম, যথা:—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময়, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

পৃথিবী, জম্বু, প্লক্ষ প্রভৃতি সাতটী দ্বীপে বিভক্ত; জম্বুদ্বীপ আবার নয়টী বর্ষে বিভক্ত; আন্যান্য দ্বীপেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্বীপ এবং সমস্ত বর্ষের, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের লোক-সমূহই নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন, প্রভুর চরণদর্শনের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কেবল মনুষ্যগণ নহে—দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণও মনুষ্যবেশে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

সাক্ষাৎ-দর্শনের দ্বারা প্রভু কিরূপে জগৎ উদ্ধার করিলেন, তাহাই বলা হইল।

১১। **এইমত**—সাক্ষাৎ-দর্শনদ্বারা।

সাক্ষাদ্দর্শনদ্বারা প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন। যাঁহারা সংসারাসক্ত বলিয়া গৃহ-বিত্তাদি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত পরমকরুণ প্রভু সেই সেই দেশে উপযুক্ত ভক্তের দেহে আবেশদ্বারা নিজশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেক সংসারী—যাহারা সংসারে আবদ্ধ, সুতরাং গৃহ-বিত্তাদি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিতে পারে না, এমন অনেক লোক আছে।

১২। **তা-সভা**—ঐ সমস্ত সংসারী লোকদিগকে।

সেই সব দেশে—যে যে দেশে ঐ সকল সংসারী লোক বাস করে, সেই সেই দেশে।

যোগ্য-ভক্ত-জীব-দেহে—শ্রীভগবদাবেশের যোগ্য ভক্তরূপ জীবের দেহে। ভক্তের দেহেই ভগবানের আবেশ হইতে পারে, অভক্তের দেহে আবেশ সম্ভব নহে। ভক্তের মধ্যেও সকলের দেহে নহে—যাঁহারা উপযুক্ত, নির্ম্মল-চিত্ত, শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের দেহই ভগবদাবেশের যোগ্য। কারণ, শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব অন্যত্র অসম্ভব। ৩।২।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। **সেই জীবে**—যাঁহার দেহে ভগবানের আবেশ হয়, তাঁহার মধ্যে। **নিজ শক্তি**—শ্রীভগবানের নিজ শক্তি, লোকনিস্তারের শক্তি।

১৪। **গৌড়ে ঐছে** ইত্যাদি—গৌড়েও (বাঙ্গালাদেশেও) যে প্রভুর ঐরূপ আবেশ হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই পয়ারের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—"এইমত ত্রিভুবন তারিল আবেশে। ঐছে আবেশ কিছু কহিয়ে বিশেষে॥ গৌড়ে যৈছে আবেশ তাহা করিয়ে বর্ণন। সম্যক্ না যায় কহা কহি দিগ্ দরশন ॥"

১৫। নকুলব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন।

গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥ ১৭
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ—সাত্ত্বিকবিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন-হুঙ্কার॥ ১৮
তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব গৌড়দেশ॥ ১৯
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥ ২০
'চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।'
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥ ২১
পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল—॥ ২২
আপনে আমাকে বোলায় 'ইহা আমি' জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আম্বুয়া মুলুকে—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকায়। **বড় অধিকারী**—ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী।

১৭। **গ্রহগ্রস্ত প্রায়**—কোনও গ্রহের আবেশ হইলে লোক যেমন আর নিজের বশে থাকে না, গ্রহের বশীভূত হইয়াই সমস্ত আচরণ করে, নকুল ব্রহ্মচারীও প্রভুর আবেশে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

"গ্রহগ্রস্ত প্রায়" বলার হেতু এই যে, নকুল-ব্রহ্মচারী বাস্তবিক গ্রহগ্রস্ত হন নাই, গ্রহগ্রস্তের তুল্য (প্রায়) আত্ম-বশ হারাইয়াছিলেন।

হাসে কাঁদে ইত্যাদি—এই সমস্ত প্রেমের বিকার। জীবকে প্রভু প্রেমবিতরণ করাইবেন বলিয়াই নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন।

১৯। **তৈছে গৌরকান্তি**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ন্যায় গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি। জ্বলন্ত-লৌহকে আগুনে-আবিষ্ট লৌহ বলা যায়। জ্বলন্ত লৌহ যেমন আগুনের কান্তিই ধারণ করে, গৌরের আবেশে, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহও তদ্রূপ গৌরবর্ণ হইয়া গেল। **তৈছে সদা প্রেমাবেশ**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভাবের আবেশে নকুল ব্রহ্মচারীরও প্রভুর মতনই সর্ব্বদা প্রেমাবেশ থাকিত। প্রেমদান-শক্তির আবেশ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় গৌরকান্তি।

২০। **কহে**—নকুল ব্রহ্মচারী বলেন। **প্রেমোদ্দাম**—প্রেমে মত্ত, প্রেমের প্রভাবে লোকাপেক্ষাদিশূন্য।

২১। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া শিবানন্দসেন, একটু সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, সেই বিষয়ে—শিবা-নন্দের সন্দেহ হইয়াছিল।

২২। **পরীক্ষা**—নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিবানন্দের ইচ্ছা হইল। সেন শিবানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নকুল ব্রহ্মচারী কি বস্তু, ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুর যে অসাধারণ কৃপা, তাহাও শিবানন্দ জানেন। সুতরাং ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সন্দেহের কোনও হেতু দেখা যায় না। ভগবদ্‌বিষয়ে সন্দেহাকুল চিত্ত বহির্ম্মুখ জীবের সন্দেহ নিরসনের জন্যই শিবানন্দসেন কর্ত্তৃক এই পরীক্ষা বলিয়া মনে হয়। **বাহিরে রহিয়া** ইত্যাদি—শিবানন্দ নকুল-ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে গেলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর নিকটে গেলেন না। দূরে, বাড়ীর বাহিরে থাকিয়া, কিরূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন, তাহাই বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

২৩। **শিবানন্দ বিচার** করিলেন—"যদি বাস্তবিকই নকুল-ব্রহ্মচারীতে সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচারীও এখন নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। যদি ব্রহ্মচারীর সর্ব্বজ্ঞতার কোনও পরিচয় পাই, তাহা হইলেই বুঝিব যে, তাঁহার আবেশ ঠিকই। আচ্ছা, দুইটী বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা পরীক্ষা করিব। প্রথমতঃ, আমি যে এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তাহাতো ব্রহ্মচারী এখনও দেখেন নাই, আর কেহও আমাকে লক্ষ্য করে নাই।

তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ॥ ২৪
অসংখ্য লোকের ঘটা—কেহো আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহো দর্শন না পায়॥ ২৫
আবেশে ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন-দুই চারি যাহ—বোলাহ তাহারে॥ ২৬
চারিদিগে ধায় লোক 'শিবানন্দ!' বলি।
'শিবানন্দ কোন্?' তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥ ২৭
শুনি শিবানন্দসেন আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা॥ ২৮
ব্রহ্মচারী বোলে—"তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা শুন তাহার নিশ্চয়॥ ২৯
গৌরগোপালমন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিযাছ অন্তর" ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এমতাবস্থায়, আমি এখানে আছি, ইহা জানিতে পারিয়া যদি আমার নাম ধরিয়া আমাকে ব্রহ্মচারী নিজে ডাকেন, তবে বুঝিব যে বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে।" এই একটী পরীক্ষায় শিবানন্দের সন্দেহ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হওয়া সম্ভব, নহে। কারণ, তিনি যে এখানে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা ব্রহ্মচারী না দেখিয়া থাকিলেও অপর কেহ দেখিয়াও তো ব্রহ্মচারীর নিকটে বলিতে পারে? তাই আর একটী বিষয়ে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা এই :—দ্বিতীয়তঃ, শিবানন্দ মনে ভাবিলেন—আমার যে ইষ্টমন্ত্র, তাহা আমি জানি, আর আমার গুরুদেব-মাত্র জানেন, ইহা অপর কেহই জানে না। আর শ্রীমনমহাপ্রভু অবশ্যই তাহা জানেন, কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি। ব্রহ্মচারী যদি বলিতে পারেন যে, আমার ইষ্ট-মন্ত্র কি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিব যে, তাঁহাতে নিশ্চয়ই প্রভুর আবেশ হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবানন্দসেন ব্রহ্মচারী হইতে কিছু দূরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

২৫-২৬। "অসংখ্য লোকের ঘটা ইত্যাদি দুই পয়ার। ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইয়াছে কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে। এত লোক যে সকলে লোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্রহ্মচারীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেও পারিতেছে না। সকলেই নিজ নিজ দর্শনের জন্য ব্যস্ত, সুতরাং কোথায় শিবানন্দ আছে কে তার খোঁজ নেয়? এমন সময় আবেশ-ভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন—শিবানন্দ সেন দূরে অপেক্ষা করিতেছে, দু চারিজন যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।"

২৭। ব্রহ্মচারীর আদেশ মাত্রই শিবানন্দকে ডাকিবার নিমিত্ত চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল। যাহারা ছুটিয়া গেল, তাহারা বলিতে লাগিল—'শিবানন্দ! শিবানন্দ! শিবানন্দ কার নাম? শীঘ্র বাহির হইয়া আইস। তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন।

চারি দিকে ধায়—শিবানন্দ কোন্ দিকে কোন স্থানে আছেন তাহা ব্রহ্মচারী বলেন নাই, তাই সকল দিকেই তাঁহাকে খোজ করার জন্য লোক ছুটিল।

২৮। শুনি ইত্যাদি—লোকের ডাক শুনিয়া শিবানন্দের অত্যন্ত আনন্দ হইল কারণ, তাঁহার পরীক্ষা ফলিতে আরম্ভ করিল, বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। শিবানন্দ যাইয়া ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। তাঁহার একটী পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আর একটী বাকী আছে।

২৯-৩০। শিবানন্দের মনের ভাব জানিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—"শিবানন্দ, আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হইয়াছে। আচ্ছা বেশ, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। তোমার ইষ্টমন্ত্র কি, তাহা আমার মুখে শুনিতে চাহিয়াছ। শুন। চারি-অক্ষর-গৌর-গোপাল মন্ত্রে তোমার দীক্ষা। এখন হইল তো? যে সন্দেহ করিয়াছ, তাহা দূর কর। এই আবেশ সত্য।"

গৌর-গোপাল-মন্ত্র—এইটী চারি অক্ষরের মন্ত্র। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং। ইহা শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র। প্রকটলীলাতে কোনও একস্থানের যোগপীঠে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া ছিলেন। সেই যোগপীঠের স্বর্ণবর্ণ কমলের জ্যোতিঃ যখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পতিত

তবে শিবানন্দসেন প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল ॥ ৩১
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩২
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৩
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সতত আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৪
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৫
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেহোঁ বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে গৌরবর্ণ দেখাইয়াছিল। এতাদৃশ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে গৌর-গোপাল বলা হইয়াছে।

৩২-৩৩। "আবেশের" কথা বলিয়া এক্ষণে "আবির্ভাবের" কথা বলিতেছেন। আবির্ভাব আবার দুই শ্রেণীর ; এক নিত্য আবির্ভাব, আর—সাময়িক আবির্ভাব। প্রথমে নিত্য আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব হইত—শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের কীর্ত্তনে, আর রাঘবের গৃহে।

শচীর মন্দিরে—ভোজনের সামগ্রী একত্রিত করিয়া শচীমাতা যখন শ্রীনিমাইর প্রিয় ব্যঞ্জনাদির কথা স্মরণ করিয়া নিমাইর বিরহে অঝোর নয়নে কাঁদিতেন, তখন শ্রীনিমাই শচীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া ভোজন করিতেন। শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমের আকর্ষণেই প্রভু তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইতেন। **নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে**—কোন কোন গ্রন্থে "নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে" পাঠ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ যখন প্রেমাবেশে নৃত্য (পাঠান্তরে কীর্ত্তন) করিতেন, তখন ঐ স্থলে প্রভুর আবির্ভাব হইত।

৩৪। উক্ত চারিস্থানে নিত্য আবির্ভাবের হেতু বলিতেছেন—**প্রেমাকৃষ্ট** ইত্যাদি বাক্যে। প্রভুর স্বভাবই এই যে, তিনি প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েন। এইরূপে শচীমাতা, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও শ্রীরাঘবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি উক্ত চারি স্থানে নিত্য আবির্ভূত হইতেন।

৩৫। নিত্য আবির্ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে সাময়িক আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। সেন-শিবানন্দের গৃহে এক সময়ে প্রভু এই ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন।

এক সময়ে শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একাকী প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীকান্ত, গৌড়ে ফিরিয়া যাইয়া তত্রত্য ভক্তগণকে বলিও তাঁহারা যেন এ বৎসর আর রথযাত্রা-উপলক্ষে আমাকে দেখিবার জন্য এখানে না আইসেন। কারণ, আমিই এ-বৎসর গৌড়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিব। আর, তোমার মামা শিবানন্দকে বলিও, আগামী পৌষমাসে আমি হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইব।" শ্রীকান্ত গৌড়ে আসিয়া সমস্ত বলিলেন, শুনিয়া কেহই সে-বৎসর নীলাচলে গেলেন না। পৌষমাস যখন আসিল, তখন শিবানন্দ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রত্যহই প্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন ; কিন্তু প্রভু আসিলেন না। এইরূপে উৎকণ্ঠায় ও দুঃখে মাস যখন প্রায় শেষ হয়, তখন একদিন শিবানন্দের গৃহে নৃসিংহানন্দ আসিলেন এবং শিবানন্দের মুখে সমস্ত শুনিলেন—দুই দিন ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে বলিলেন, "প্রভু কল্য এখানে আসিবেন, তোমরা পাক-সামগ্রী যোগাড় কর।" পরদিন তিনি নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও প্রভুর তিন ভোগ লাগাইলেন—ধ্যানস্থ হইয়া ভোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন—তখন দেখিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু একাই তিনটী ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। প্রভু আবির্ভূত হইয়াই শিবানন্দের গৃহে আহার করিলেন, তাহা কেবল নৃসিংহানন্দই দেখিলেন, আর কেহ দেখেন নাই বটে, কিন্তু পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন।

নৃসিংহানন্দের-আগে—সেনশিবানন্দের গৃহে নৃসিংহানন্দের (প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারীর) সাক্ষাতে।

এই বৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৭
মহাপ্রভু দেখি তারে বহু কৃপা কৈলা।
মাসদুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৮
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
"ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥ ৩৯
এ বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে।
তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে ॥ ৪০
শিবানন্দে কহিয়—আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে ॥ ৪১
জগদানন্দ হয় তাহাঁ, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সভাকে কহিয়—এ-বর্ষ কেহো না আসিবে ॥" ৪২
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৩
চলিতেছিলা আচার্য্যগোসাঞি রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৪
পৌষমাস আইলে দোঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া। ৪৫
এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা ॥ ৪৬

(আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাঁই আইলা।
দোঁহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥) ৪৭
দোঁহে দুঃখী দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ—।
তোমাদোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ? ॥ ৪৮
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা—।
'আসিব' আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা ॥ ৪৯
শুনি ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥ ৫০
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন।
'আনিব প্রভুরে এহোঁ' নিশ্চয় কৈল মন ॥ ৫১
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—তাঁর নিজ নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥ ৫২
দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল—।
পানীহাটিগ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৩
কালি মধ্যাহ্নে তেহোঁ আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥ ৫৪
(তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৫
যে চাহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥) ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। **আইলা**—নীলাচলে আসিলেন।

৪০। **তাহাঁ**—গৌড়-দেশে। **যাইব আপনে**—মহাপ্রভু গৌড়ে যাওয়ার কথা বলিলেন; কিন্তু তিনি আবির্ভাবে মাত্র গিয়াছিলেন, লৌকিক উপায়ে পদব্রজাদিতে যায়েন নাই।

৪২। **ভিক্ষা দিবে**—জগদানন্দ পাক করিয়া আমাকে খাইতে দিবে।

৪৩। **সন্দেশ**—বার্ত্তা, সংবাদ।

৪৪। **চলিতেছিলা**—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রভুর দর্শনের আশায় নীলাচলে যাত্রার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকান্তের মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া যাত্রা বন্ধ করিলেন।

৪৫। **দোঁহে**—শিবানন্দ ও জগদানন্দ। **সামগ্রী**—ভিক্ষার উপচার।

৪৭। **তাহাঁই**—শিবানন্দের গৃহে। **দোঁহা**—জগদানন্দ ও শিবানন্দ। **স্থানে**—উপযুক্ত আসনে।

৫০। **তৃতীয়-দিবসে**—পরশ্ব।

৫৩। **পানিহাটি গ্রামে**—২৪ পরগণা জেলায় এই গ্রাম; এই স্থানেই দাসগোস্বামীর চিড়ামহোৎসব হইয়াছিল।

৫৫-৫৬। "তবে তাঁর" হইতে "শুন অতঃপর" পর্য্যন্ত দুই পয়ার কোন কোন গ্রন্থে নাই।

পাকসামগ্রী আন—আমি যে-যে চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥ ৫৭
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার ॥ ৫৮
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাঢ়িল।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥ ৫৯
ইষ্টদেব নৃসিংহ-লাগি পৃথক্ বাঢ়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬০
দেখি—আসি শীঘ্র বসিলা চৈতন্যগোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬১
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
'হা হা কি কর কি কর' বলি করয়ে ফুৎকার ॥ ৬২
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ? ॥ ৬৩
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস ? ॥ ৬৪
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস ॥ ৬৫
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥' ৬৬
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬০। **ইষ্টদেব**—প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, তাই শ্রীনৃসিংহ-দেব তাঁহার ইষ্টদেব। **তিন জনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনৃসিংহ এই তিন জনকে তিন জনের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে ভোগ নিবেদন করিলেন। **বাহিরে**—ভোগ নিবেদন করিয়া ভোগ-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া ভোগের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

৬১। **দেখি**—ব্রহ্মচারী দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া ভোগ ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন, তারপর তিন ভোগই একাকী সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মচারী ধ্যানেই এস্থলে প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকরণ-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমেই বলা হইয়াছে 'নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হইয়া। ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩।২।৩৫।", তার পরে এই ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্মচারী প্রভুর আবির্ভূতরূপই দর্শন করিয়াছেন।

৬২-৬৪। **আনন্দে বিহ্বল** ইত্যাদি—প্রভু তিন ভোগই সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলেন দেখিয়া ব্রহ্মচারীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তারপর গাঢ়প্রেমের আতিশয্যে ওলাহন-রূপেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হায় হায় প্রভু, তুমি এ কি করিলে ? তিনটী ভোগই তুমি একা খাইয়া ফেলিলে ? তা তুমি জগন্নাথের ভোগ খাইতে পার, যেহেতু, তোমাতে ও জগন্নাথে ঐক্য আছে, কিন্তু আমার নৃসিংহের ভোগ কেন খাইয়া ফেলিলে ? হায়! হায়! আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রহিলেন। আমার ঠাকুর উপবাসী রহিলেন, দাস-আমি কিরূপে বাঁচিব ?"

৬৫। এই সমস্ত কথা যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাহা দুঃখভরে নহে, সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রভুর প্রতি ক্রোধ-বশতঃও নহে। প্রভুর ভোজন দেখিয়া ব্রহ্মচারীর অন্তরে বাস্তবিক অত্যন্ত আনন্দই হইয়াছে, কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে বাহিরে এই আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, বাহিরে তিনি যেন দুঃখের ভাবই প্রকাশ করিলেন—নৃসিংহ-দেবের খাওয়া হইল না বলিয়া বাহিরে যেন বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এই সমস্তই প্রেমের স্বাভাবিক কুটিল গতির পরিচায়ক।

দুঃখাভাস—দুঃখের আভাস, কিন্তু দুঃখ নহে, যাহার বাহিরে দুঃখের চিহ্ন, কিন্তু ভিতরে আনন্দ, তাহাই দুঃখাভাস। বাস্তবিক যাঁহার প্রেমের আকর্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং সমস্ত ভোগ অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রভুর প্রীতিময় ব্যবহারে প্রভুর প্রতি তাঁহার কখনও ক্রোধ জন্মিতে পারে না।

৬৬-৬৭। প্রভু তিনটী ভোগই একা খাইয়া ফেলিলেন কেন, তাঁহার কারণ বলিতেছেন। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী-

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানীহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৮
শিবানন্দ কহে—কেনে করহ ফুৎকার ?।
তেঁহো কহে—দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥ ৬৯
তিনজনার ভোগ তেঁহো একলা খাইল।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥ ৭০
শুনি শিবানন্দচিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ? ৭১
তবে শিবানন্দে পুন কহে ব্রহ্মচারী—।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুন পাক করি ॥ ৭২
তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৩
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ ॥ ৭৪
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা—॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জানিতেন, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীনীলাচলচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহ-দেবের সহিত তাঁহার কোনও ভেদ নাই। তথাপি এই তত্ত্বের একটা প্রকট প্রমাণ দেখিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নের মনে একটা গূঢ় বাসনা ছিল। প্রভু তিনটী ভোগ গ্রহণ করিয়া তাহা দেখাইলেন।

জগন্নাথ-নৃসিংহ সহ—দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথরূপে নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা-নন্দন একই স্বরূপ (২।২০।৩৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), আবার যশোদা-নন্দনই শ্রীশচী-নন্দন। সুতরাং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীনন্দনে কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীনৃসিংহ দেব হইলেন পরাবস্থরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, এক দীপ হইতে যেমন অপর দীপের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ইঁহার উদ্ভব। "নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড্‌গুণ্যং পরিপূরিতম্। পরাবস্থস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥—ল.ভা.। কৃ. ২।১৬॥" পরব্যোম ইঁহার নিত্য ধাম। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি লীলাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অংশী ও অংশের অভেদবশতঃ শ্রীনৃসিংহ দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের (সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর) কোনও ভেদ নাই। ২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

করিয়া ভোজন—জগন্নাথের ও নৃসিংহের সঙ্গে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও ভেদ নাই, তিনটী ভোগই নিজে গ্রহণ করিয়া প্রভু তাহা দেখাইলেন। তিনটী ভোগ পৃথকভাবে তিন জনকে নিবেদন করাতে এবং ঐ অবস্থায় তিনটী ভোগই প্রভু একা গ্রহণ করাতে তিন জনের ঐক্য সূচিত হইতেছে।

৬৮। গেলা পানিহাটী—শিবানন্দসেনের গৃহে আবির্ভাবে ভোজন করিয়া প্রভু পানিহাটীতে চলিয়া গেলেন। প্রভু যে পানিহাটিতে গেলেন, ইহা প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী বোধ হয় ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন। **ব্যঞ্জন-পরিপাটী**—প্রদ্যুম্ন প্রভুর ভোগের জন্য যে-সমস্ত ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বাদাদি।

৬৯। নৃসিংহানন্দের ফুৎকার শুনিয়া শিবানন্দ ফুৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

৭১। সংশয়—সন্দেহ। নৃসিংহানন্দ যখন বলিলেন, "প্রভু তিনটি ভোগই একা খাইয়াছেন। জগন্নাথ ও নৃসিংহের আজ উপবাস হইল"—তখন ইহা শুনিয়া শিবানন্দের মনে সন্দেহ জন্মিল, নৃসিংহানন্দ কি সত্য সত্যই ইহা দেখিয়া বলিতেছেন, না কি প্রেমাবেশেই এসব কথা বলিতেছেন ? ইহাই তাঁহার সংশয়।

৭৩। ব্রহ্মচারীর আদেশ-মতে শিবানন্দ পুনরায় পাকের যোগাড় করিয়া দিলেন, ব্রহ্মচারী পুনরায় পাক করিয়া নৃসিংহের ভোগ লাগাইলেন। স্বীয় উপাস্য-নৃসিংহদেবের প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতি ও নিষ্ঠা এবং নিজের নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্যই ব্রহ্মচারী পুনরায় নৃসিংহের ভোগ লাগাইলেন।

৭৪। বর্ষান্তরে—অন্য বৎসর ; যে-বৎসর প্রভু শিবানন্দ-গৃহে আবির্ভূত হইয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন, তার পরের বৎসর।

গতবর্ষে পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥ ৭৬
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল॥ ৭৭
এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন॥ ৭৮
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥ ৭৯
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাহাঁ প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তাহাঁ দেন দরশন॥ ৮০
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যার প্রেমে বশ গৌর আইসে বারে বারে॥ ৮১
এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্যপ্রভাব॥ ৮২
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত অতি আর্য্য॥ ৮৩
সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপগোসাঞিসহ সখ্যব্যবহার॥ ৮৪
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥ ৮৫
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥ ৮৬
তাঁর পিতা—বিষয়ী বড়—শতানন্দখান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্য প্রধান॥ ৮৭
গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম—তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঞি॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **গতবর্ষে পৌষে** ইত্যাদি—এই পয়ার প্রভুর উক্তি। গত পৌষ-মাসে শিবানন্দের গৃহে যে নৃসিংহানন্দ পাক করিয়া তাঁহার ভোগ লাগাইয়াছিলেন এবং প্রভু যে অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন।

৭৭। **প্রতীতি**—বিশ্বাস। প্রভু সত্য সত্যই তাঁহার গৃহে ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, এই সম্বন্ধে নৃসিংহানন্দের কথায় শিবানন্দের যে-সন্দেহ জন্মিয়াছিল, প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীভূত হইল।

৭৮। **এইমত**—শিবানন্দসেনের গৃহের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া।

৮৩। এক্ষণে অন্য প্রসঙ্গ বলিতেছেন। **পুরুষোত্তমে**—নীলাচলে। **ভগবান্ আচার্য্য**—ইনি একজন গৌর-পার্ষদ। গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা ইঁহাকে গৌরের কলা বলেন, ইনি খঞ্জ ছিলেন। "আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে॥" ইনি অত্যন্ত সরল ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। **পণ্ডিত**—শাস্ত্রজ্ঞ। **আর্য্য**—সরল।

৮৪। **সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত**—ভগবান্ আচার্য্যের সখ্যভাব ছিল। ২।১৯।১৫৭ পয়ারের টীকায় সখ্যরতির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **গোপ অবতার**—ভগবান্-আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সখা রাখাল-গোয়ালা ছিলেন। **স্বরূপ গোসাঞি** ইত্যাদি—শ্রীল স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ভগবান্ আচার্য্যের সখ্যভাব ছিল।

৮৬। **ঘরে ভাত**—নিজঘরে পাক করিয়া প্রভুকে খাওয়ান।

একলে প্রভুকে লঞা—একমাত্র প্রভুকেই ভগবান্ আচার্য্য নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন; প্রভুকে যে-দিন নিমন্ত্রণ করেন, সেই দিন প্রভুর সঙ্গীয় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না। তাঁহার সমস্ত প্রীতি ঐকান্তিকভাবে প্রভুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাতেই অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না।

৮৭। ভগবান্ আচার্য্যের পিতার নাম শতানন্দ খান; তিনি অত্যন্ত-বিষয়াসক্ত ছিলেন, অথবা তাঁর অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ভগবান্ আচার্য্যের বিষয়ে কোনও আসক্তি ছিল না। **বিষয়-বিমুখ**—বিষয়ের প্রতি বিমুখ (আসক্তিশূন্য)। **বৈরাগ্য প্রধান**—বিষয়-বিরক্তিকেই ভগবান্ আচার্য্য প্রাধান্য দিয়াছিলেন।

৮৮। **কাশীতে বেদান্ত পড়ি**—কাশীতে সে-সময় বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের চর্চ্চা হইত; ভগবান্ আচার্য্যের ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্যও কাশী হইতে শঙ্কর-ভাষ্য শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপাশে মিলাইলা।
অন্তর্য্যামী প্রভু মনে সুখ না পাইলা ॥ ৮৯
আচার্য্যসম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনু প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯০
স্বরূপগোসাঞিরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিছে এখানে ॥ ৯১
সভে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেমক্রোধে স্বরূপ তাঁরে বোলয়ে বচনে ॥ ৯২
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৩

বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরকভাষ্য শুনে।
'সেব্যসেবক'-ভাব ছাড়ি আপনাকে 'ঈশ্বর' মানে ॥ ৯৪

মহাভাগবত যেই—কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তার ॥ ৯৫

আচার্য্য কহে—আমাসভার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমাসভার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥ ৯৬

স্বরূপ কহে—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা' এইমাত্র শুনে ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৯। **সুখ না পাইলা**—ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। প্রভু অন্তর্য্যামী; তাই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, গোপাল শঙ্কর-ভাষ্য চর্চ্চা করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহার মনের গতিও শঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুকূল হইয়াছে। এজন্য প্রভু তাঁহার দর্শনে সুখ পাইলেন না। সুখ না পাওয়ার কারণ পর পয়ারে বলা হইয়াছে।

৯০। **বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস**—ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-ভক্ত; তাঁহার ছোট ভাই বলিয়াই প্রভু গোপালের প্রতি বাহিরে বাহিরে প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ করিলেন; অন্তরে কিন্তু প্রীত হইলেন না। কারণ, যেখানে কৃষ্ণ-ভক্তি নাই, সেখানে প্রভুর আনন্দ হয় না। শঙ্কর-ভাষ্যের প্রভাবে গোপালের চিত্তে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কৃষ্ণ-ভক্তির বীজ তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। **আচার্য্য সম্বন্ধে**—ভগবান্ আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া; তাঁহার ছোট ভাই বলিয়া। **প্রীত্যাভাস**—প্রীতির আভাস মাত্র, বস্তুতঃ প্রীতি নহে; বাহ্যিক প্রীতি, আন্তরিক প্রীতি নহে।

৯২। **প্রেম-ক্রোধে**—প্রেমজনিত ক্রোধবশতঃ। ভগবান্ আচার্য্যের প্রতি স্বরূপদামোদরের অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তাই তিনি আচার্য্যের পরম-মঙ্গলকামী ছিলেন। শঙ্কর-ভাষ্য ভক্তিপথের পরিপন্থি, তাই শঙ্কর-ভাষ্যে আচার্য্যের আবেশ জন্মিতেছে ভাবিয়া সেই আবেশ দূর করিবার জন্য আচার্য্যের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।

৯৩। **মায়াবাদ**—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য। **রঙ্গ**—কৌতূহল; ইচ্ছা।

৯৪। **সেব্য-সেবক ভাব**—শ্রীভগবান্ জীবের সেব্য এবং জীব তাঁর সেবক, নিত্যদাস, এইভাব। ইহা বৈষ্ণবের ভাব। **আপনাকে ঈশ্বর মানে**—শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই: আমিই ঈশ্বর, সোঽহং, ইহাই শঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মত। সুতবাং ইহা বৈষ্ণবের মতের বিপরীত॥ বৈষ্ণব যদি শঙ্কর-ভাষ্য শুনে, তাহা হইলে তাহার সেব্য-সেবক-ভাব দূর হইয়া "আমি ঈশ্বর" এই ভক্তি-বিরোধী ভাব জন্মিতে পারে।

৯৫। **মন অবশ্য ফিরে তার**—যিনি শাস্ত্র জানেন না, সুতরাং মায়াবাদ খণ্ডন করিতে অসমর্থ, তাঁহার সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, মায়াবাদ-শ্রবণে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই।

৯৭। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, মায়াবাদ শুনিলে তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে; কিন্তু তথাপি মায়াবাদ শুনিয়া কোনও লাভ নাই, কোনও আনন্দ নাই, বরং বৃথা সময় নষ্ট হয়। ঐ ভাষ্যে একটী কৃষ্ণ-নামও শুনা যায় না, শুনা যায় কেবল "চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা" এই সকল শব্দ।

'জীবাজ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর—সকলি অজ্ঞান ।'
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কান ॥ ৯৮
লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন করিলা ।
আরদিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ৯৯
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০০
ছোট হরিদাস-নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া—॥ ১০১
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নীস্থানে গিয়া ।
ওরাইয়া চালু এক মান আনহ মাগিয়া ॥ ১০২
মাহিতীর ভগিনী সেই—নাম মাধবী দেবী ।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আরে পরম বৈষ্ণবী ॥ ১০৩
প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীর গণ ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন—॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চিদ্ব্রহ্মমায়া মিথ্যা—ব্রহ্ম চিদ্বস্তু, এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়াদ্বারাই জগতের যথাদৃষ্ট অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মিতেছে—ইত্যাদি বাক্য উপলক্ষ্যে চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া ও মিথ্যা, এই কয়টি কথা মাত্র শুনা যায় ।

৯৮। জীবজ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর—জীব অজ্ঞতাবশতঃ সাকার ও সগুণ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছে—ইহাই শঙ্কর-ভাষ্যের মত । **সকলি অজ্ঞান**—যাহারা ঈশ্বরের সাকার ও সগুণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কল্পনা করিয়াছে, তাহারা সকলেই অজ্ঞ—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত । ১।৭।১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৯৯। লজ্জা ভয়—স্বরূপ দামোদরের কথা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্যের লজ্জা ও ভয় হইল । মায়াবাদী গোপালের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং তাঁহার মুখে বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনুরোধ করার দরুণ লজ্জা এবং গোপালের প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ভয় । **আচার্য্য**—ভগবান্ আচার্য্য । **মৌন**—চুপ করিয়া রহিলেন ।

১০০। আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য ।

১০১। প্রভুর কীর্ত্তনীয়া—যিনি কীর্ত্তন গাহিয়া প্রভুকে শুনান ।

১০২। ভগবান্ আচার্য্য ছোট-হরিদাসকে বলিলেন—"প্রভুকে আমি আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি ; কিন্তু আমার ঘরে ভাল চাউল নাই । তুমি শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী-দেবীর নিকটে যাইয়া আমার নাম করিয়া এক মান ওরাইয়া চাউল চাহিয়া লইয়া আইস ।" **ওরাইয়া চাউল**—ওরা-নামক শালিধানের চাউল । **একমান**—এক কাঠা ; এক সেরের অল্প বেশী ।

১০৩। এক্ষণে মাধবী দেবীর পরিচয় দিতেছেন । তিনি শিখি-মাহিতীর ভগিনী, নাম মাধবী দেবী, বয়সে বৃদ্ধা, সাধন-ভজনে কঠোর-ব্রত-পরায়ণা এবং পরমা বৈষ্ণবী, কৃষ্ণগতপ্রাণা, কৃষ্ণে তিনি সম্যক্রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । **তপস্বিনী**—কঠোর সাধন-ব্রত-পরায়ণা ।

১০৪। মাধবী-দেবী-সম্বন্ধে প্রভুর কি মত, তাহা বলিতেছেন । **রাধাঠাকুরাণীর গণ**—"রাধিকাগণ" এইরূপ পাঠান্তর আছে । শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধবী দেবীকে শ্রীরাধিকার পরিকর-ভুক্তা—সিদ্ধভক্ত বলিয়া মনে করেন । ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধার দাসী কলাকেলী ছিলেন । গৌ. গ. ১৮৯ ॥ **জগতের মধ্যে** ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে জগতের মধ্যে শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী মাত্র সাড়ে তিন জন—স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দ, শিখি মাহিতী—এই তিন জন এবং মাধবী-দেবী (স্ত্রীলোক বলিয়া) অর্দ্ধ জন । শিখিমাহিতী ছিলেন ব্রজলীলায় রাগলেখানাম্নী শ্রীরাধার দাসী । **পাত্র**—শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী । **সার্দ্ধ তিন জন**—সাড়ে তিন জন । মাধবীদেবী স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ জন বলা হইয়াছে । তৎকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া স্ত্রীলোককে অর্দ্ধজন মনে করা হইত ।

স্বরূপগোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধ জন ॥ ১০৫

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরূপ-সনাতনাদি বহু ভক্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও—স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং মাধবী দেবী—এই চারিজনকে লক্ষ্য করিয়াই প্রভু কেন বলিলেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন"? মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সকলেই ভক্তির পাত্র—সকলেই ভক্ত; সুতরাং উক্ত পয়ারার্দ্ধে "পাত্র"-শব্দের অর্থ সাধারণ "ভক্ত" নহে, ইহা কোনও বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। পয়ারের প্রথমার্দ্ধে "প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীর গণ।"-বাক্য হইতে মনে হয় "পাত্র"-শব্দে "রাধাঠাকুরাণীর গণ" অর্থাৎ শ্রীরাধার পরিকর-ভুক্তা তাঁহার সখী-মঞ্জরীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত চারিজন ভক্তের মধ্যে স্বরূপ-দামোদর ছিলেন ব্রজলীলায় ললিতা, রায়-রামানন্দ ছিলেন বিশাখা, শিখিমাহিতী ছিলেন রাগলেখা এবং মাধবী দাসী ছিলেন কলাকেলী; সুতরাং তাঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরাধার পরিকরভুক্তা। কিন্তু প্রভুর পার্ষদ-গণের মধ্যে কেবল এই চারিজনই যে ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পরিকরভুক্ত ছিলেন, তাহাও তো নয়? শ্রীরূপ-সনাতনাদি, শ্রীগোপালভট্টাদি বহু ভক্তই ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পরিকরভুক্ত সখী-মঞ্জরী ছিলেন; তথাপি কেবল শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি চারি জনকেই প্রভু "জগতের মধ্যে পাত্র"-বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? অপর সকল অপেক্ষা এই চারি জনের নিশ্চয়ই এমন কোনও একটা বিশেষত্ব ছিল—যে-বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রভু এই চারি জনকে অপর সকল অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্থান দিয়াছেন; এই বিশেষত্বটী কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রজগোপীর আনুগত্যে মধুর ভাবে ভজনের প্রথা শ্রীকৃষ্ণোপাসকদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না; কচিৎ দুই এক জনের মধ্যে ইহা দেখা যাইত। গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায়-রামানন্দের ইষ্টগোষ্ঠী হইতে জানা যায়, প্রভুর দর্শন পাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই রায়-রামানন্দের ভজন ছিল ব্রজগোপীর আনুগত্যময়; স্বরূপ-দামোদর, শিখিমাহিতী এবং মাধবী দাসীর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তদ্রূপ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে; তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের সঙ্গে এই তিন জনকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্তৃক রাগানুগা ভজনের প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই রায়-রামানন্দের ন্যায় এই তিনজনও ব্রজগোপীর আনুগত্যে মধুর ভাবের ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহাদের অসাধারণ বিশেষত্ব।

অবশ্য শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদিও প্রভুকর্তৃক ভজন-প্রথা প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাসের ভজন ছিল ঐশ্বর্য্য-প্রধান, মধুর ভাবের ভজন তাঁহার ছিল না; শ্রীঅদ্বৈত মদনগোপালের উপাসক হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণতঃ তাঁহাকে "দৈবত ঈশ্বর"—"মহাবিষ্ণু" বলিয়া মনে করিতেন; শ্রীমন্নিত্যানন্দকেও তিনি সাধারণতঃ বলদেব বলিয়া মনে করিতেন; পরমানন্দ-পুরী-আদির ব্রজগোপীর আনুগত্যময় ভজন ছিল কিনা বলা যায় না, থাকিলেও লৌকিক-লীলায় তাঁহারা প্রভুর গুরু পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই (এবং নিত্যানন্দকেও লৌকিকলীলায় প্রভু গুরুপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিতেন বলিয়াই) বোধ হয় প্রভু তাঁহাদিগকে উক্তশ্রেণীভুক্ত করেন নাই—সম্ভবতঃ মর্য্যাদা হানির ভয়ে। আর শ্রীরূপ-সনাতনাদির পক্ষে ব্রজগোপীর আনুগত্যময় ভজন লৌকিকী লীলায় আরম্ভ হইয়াছে সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীরামানন্দাদি চারিজনের বিশেষত্ব এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের—তৎকর্তৃক রাগানুগীয় মধুর ভজনের প্রচার আরম্ভ হওয়ার—পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তদ্রূপ ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; সম্ভবতঃ এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত চারিজনসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন।"

১০৬। **তাঁর ঠাঞি**—সেই মাধবীদেবীর নিকটে।

স্নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউলপ্রসাদ আদাচাকি লেম্বু সলবণ ॥ ১০৭
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা—। ১০৮
উত্তম অন্ন, এ তণ্ডুল কাহাঁতে পাইলা?
আচার্য্য কহে মাধবীদেবীপাশ মাগি আনাইলা। ১০৯
প্রভু কহে—কোন্ যাই মাগিয়া আনিল?
ছোটহরিদাসের নাম আচার্য্য করিল ॥ ১১০
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিল।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল। ১১১
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোটহরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥ ১১২
দ্বারমানা হৈল, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বারমানা, কেহো নাহি জানে ॥ ১১৩
তিন দিন হৈল হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ—॥ ১১৪
কোন অপরাধ প্রভু! কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা, করে উপবাস? ॥ ১১৫
প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ ১১৬
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৭। **দেউল প্রসাদ**—দেউল,—দেবালয়, মন্দির। শ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ। **আদাচাকি**—আদার ছোট খণ্ড। **লেম্বু**—লেবু। **সলবণ**—লবণমাখা লেবু।

১০৮। **শাল্যন্ন**—অত্যন্ত সরু শালিধানের চাউলের অন্ন। প্রভু অন্ন দেখিয়া বলিলেন—"অতি উত্তম অন্ন আচার্য্য, এমন ভাল চাউল তুমি কোথায় পাইলে?"

১১২। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে প্রভু আদেশ করিলেন—"আজ হইতে আর ছোট-হরিদাসকে আমার এখানে আসিতে দিবে না।"

১১৩। **দ্বারমানা**—প্রবেশ নিষেধ প্রভুর নিকটে যাওয়ার নিষেধ হওয়ায়।

কেহ নাহি জানে—কি অপরাধে হরিদাসের দ্বার মানা হইল, তাহা কেহই জানেন না।

১১৪। **তিন দিন** ইত্যাদি—দ্বার মানা শুনিয়া ছোট হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তিনি আহার ত্যাগ করিলেন। এইরূপে তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি যখন উপবাসী রহিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু, হরিদাসের কি অপরাধে দ্বার মানা হইল? হরিদাস তো দুঃখে আহার ত্যাগ করিয়াছে, আজ তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী।"

১১৬। স্বরূপ-দামোদরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট-হরিদাসের অপরাধের কথা বলিলেন:—"যে নিজে বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলে, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না।" **বৈরাগী**—সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে বৈরাগী বলে। **প্রকৃতি**—স্ত্রীলোক। **সম্ভাষণ**—কথা বলা, আলাপ করা। সম্ভাষণম্—কথনম্। আলাপনম। ইতি শব্দকল্পদ্রুম। মাধবীদেবী স্ত্রীলোক, চাউল আনিতে যাইয়া ছোট-হরিদাস তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। অন্য কোনও কথা বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে—"প্রভুর ভিক্ষার জন্য ভগবান্ আচার্য্য একমান ওরাইয়া চাউলের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমাকে একমান চাউল দিন।"

১১৭। বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণে কেন অপরাধ হয়, তাহা প্রভু বলিতেছেন।

দুর্ব্বার—দুর্নিবার্য্য, দুর্দ্দমনীয়। **বিষয় গ্রহণ**—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ উপভোগ্য বিষয় গ্রহণ করে; তাহাদের এই বিষয়-গ্রহণ-লালসা কিছুতেই দমন করা যায় না। **দারবী প্রকৃতি**—দারু (কাষ্ঠ)-নির্ম্মিত স্ত্রীলোকের,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মূর্ত্তি। **হরে**—হরণ করে; ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মায়। **মুনেরপি মন**—জিতেন্দ্রিয় মুনিদিগের মনও। কোনও গ্রন্থে "মহামুনির মন" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

মানুষের ইন্দ্রিয়-বর্গ অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দর্শনে, এমন কি, স্মরণেও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। চক্ষু সর্ব্বদাই সুন্দর জিনিষ দেখিতে চায়; চক্ষুর সাক্ষাতে কোনও সুন্দর জিনিষ উপস্থিত হইলে তাহা দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠে; এইরূপ ভাল জিনিষ খাওয়ার জন্য জিহ্বা, সুগন্ধি জিনিষের গন্ধ লওয়ার জন্য নাসিকা, সুখ-স্পর্শ-বস্তুর স্পর্শলাভের জন্য ত্বক, যৌন-সম্বন্ধেব জন্য উপস্থ সুযোগ পাইলেই চঞ্চল হইয়া উঠে; এই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য কিছুতেই সহজে প্রশমিত করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়—জীবের উপস্থ-লালসা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই লালসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিজের কন্যাকে সম্ভোগ করার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন; পিতার দুষ্প্রবৃত্তির কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবাব উদ্দেশ্যে কন্যা যখন মৃগীরূপ ধারণ করিলেন, তখনও ব্রহ্মা তাহাকে ছাড়িলেন না। মৃগীতেই তিনি উপগত হইলেন। উপস্থের দুর্দ্দমনীয়তা-সম্বন্ধে এই একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ঈশ্বর-কোটি-ব্রহ্মা ভগবানেব অংশাবতার; আর জীবকোটি ব্রহ্মা ভগবানেব শক্তিতে আবিষ্ট ভক্তোত্তম জীব। ইঁহাদের কাহারও পক্ষেই বাস্তবিক উক্তরূপ-ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা স্বাভাবিক নহে। উপস্থ-লালসার দুর্দ্দমনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভগবানই ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ আচরণ প্রকটিত করিয়াছেন, তিনি দেখাইলেন—স্বয়ং ব্রহ্মারই যখন ঐ অবস্থা, তখন মায়াব কিঙ্কর সাধারণ জীব যে ইন্দ্রিয়ের তাডনায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? স্ত্রীলোকের দর্শন তো দূরে, স্ত্রীলোকের কৃত্রিম প্রতিকৃতি—যাহা কথা বলিতে পারে না, হাব-ভাব দেখাইতে পারে না, কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারে না, মৃদুমধুর হাস্যে দর্শকেব চিত্তকে দোলাইতে পাবে না—এইরূপ কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি-দর্শনেও অনেক সময় জিতেন্দ্রিয়ত্বাভিমানী মুনিদিগেব মন পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া যায়। পুরাণে এমন অনেক মুনি-ঋষির কথা শুনা যায়, যাঁহারা সহস্র বৎসর কি অযুত বৎসর পর্য্যন্ত অনাহারে-অনিদ্রায় নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে তপস্যা করিতেছেন—হঠাৎ দেখিলেন, কোনও উর্ব্বশী আকাশপথে চলিয়া যাইতেছে, অমনি তাঁহাদের সহস্র-বৎসবের সংযম মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম; থাকিতেন নির্জ্জন বনে পিতার নিকটে। পিতার চেহারাব্যতীত কোনও দিন অপব কোনও মানুষেব চেহারা তিনি দেখেন নাই, কোনও স্ত্রীলোকেব চেহারা তো দেখেনই নাই; উপস্থ-সম্ভোগ ব্যাপারটী কি, তাহার কোনওরূপ ধারণাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু দশরথ-রাজার প্রেরিত রমণীদিগের মোহ-পাশে তিনিও বাঁধা পডিলেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেহের উপাদানটীই বোধ হয় এইরূপ যে, চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহেব ন্যায়—স্ত্রীলোকের দর্শনে পুরুষ এবং পুরুষের দর্শনে স্ত্রীলোক যেন আপনা-আপনিই আকৃষ্ট হইয়া যায়। এ-জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন—অন্য স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, ভগিনী, কন্যা, এমন কি মাতার সঙ্গেও এক আসনে বসিবে না, তাহাতেও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা আছে। বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গ কোনও সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। স্ত্রীলোক কেন, স্ত্রীলোকের স্মৃতির উদ্দীপক কোনও বস্তু দেখিলেও অনেক সময় স্ত্রীলোকেব স্মৃতি উদিত হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। উপস্থ-লালসা চিত্তকে যত চঞ্চল করে, লোককে যত কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য করিয়া তোলে, অপর কোনও ইন্দ্রিয়ের তাড়না তত পারে না। এইরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে কিছুতেই ভজন-সাধনে মনোনিবেশ করা যায় না—মন ক্রমশঃ ভগবান্ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়ে; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাহারা ভবসাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোক এবং বিষয়ীর কৃত্রিম প্রতিকৃতি পর্য্যন্তও কালসর্পবৎ দূরে পরিত্যাজ্য। মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতেই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর উপভোগের লালসায় মায়িক জগতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, ভোগ করিতেছে, কিন্তু তথাপি ভোগের বাসনা প্রশমিত হইতেছে না। অনাদিকাল হইতে ভোগ্য-বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ উভয়ের মধ্যে যেন একটা ঘনিষ্ঠ ও অনুকূল সম্বন্ধ জন্মিয়া গিয়াছে—সুতরাং যখনই তাঁহাদের মিলনের ক্ষীণ সম্ভাবনাও উপস্থিত হয়, তখনই মিলনের নিমিত্ত তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাগবতে ৯।১৯।১৭)—　　মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
মনুসংহিতায়াম্ (২।২১৫)—　　বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথাত্যাজ্যমিত্যাহ মাত্রেতি। অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণমাসনং যস্য সঃ। কর্ষতি আকর্ষতি। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই সমস্ত কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—যে নাকি বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের নিকট যায়, স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলে, ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা প্রশমিত করা তাহাব পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াও শাস্ত্রনিষিদ্ধ; ছোট-হরিদাস এই শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া আশ্রমের মর্য্যাদা-হানি করিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখ-দর্শন করিব না।

বৈরাগী-শব্দ বিশেষরূপে বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাবা বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রীলোক-দর্শনে তাহাদের যতটুকু চিত্ত চঞ্চলতা জন্মিবার সম্ভাবনা, যাহারা বিবাহ করে নাই, কিম্বা সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছে বলিয়া কখনও স্ত্রীসংসর্গ করে নাই, তাহাদের চিত্ত-চঞ্চলতা জন্মিবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অনেক বেশী। বিশেষতঃ, যাহার স্ত্রী আছে, অন্য স্থলে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিলেও তাহার পক্ষে বৈধ-উপায়ে তাহা প্রশমিত করাব সুযোগ আছে; কিন্তু স্ত্রীহীন বৈরাগীব পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ-জাত-স্ত্রী-স্মরণাদিদ্বারা তাহাব চিত্ত-চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ারই সম্ভাবনা; সুতবাং তাহাব অধঃপতন একরূপ অনিবার্য্য।

এস্থলে আবও একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ছোট-হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুব এই যে-শাসন, ইহা কেবল লোক-শিক্ষাব নিমিত্ত; বাস্তবিক ছোট হরিদাসেব চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল না।—তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গপার্ষদ, প্রভুব কীর্ত্তনীয়া; তাঁহার প্রতি প্রভুর যথেষ্ট কৃপা। আর তিনি যে মাধবী-দেবীর নিকট গিয়াছিলেন, তাহাও নিজের কাজে নহে, নিজে উপযাচক হইয়াও যায়েন নাই। ভগবানাচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিক্ষার জন্য চাউল আনিতে গিয়াছেন। আর যাঁহার নিকট গিয়াছেন, তিনিও যে-সে পাত্র নহেন, তিনি শ্রীরাধিকার পরিকরভুক্ত সিদ্ধবৈষ্ণব, সুতরাং হবিদাসেব দর্শনে তাঁহার চিত্ত-বিকাব জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার চিত্ত বিকারের তরঙ্গাঘাতে হরিদাসের চিত্ত-বিকারেব সম্ভাবনাও ছিল না। বিশেষতঃ, মাধবীদেবীর বয়সও এমন ছিল না যে, তাঁহাকে দেখিলে সাধারণতঃ কাহারও চিত্ত-বিকার জন্মিতে পারে—তিনি ছিলেন বৃদ্ধা। সুতবাং তাঁহার নিকটে যাওয়াতে হরিদাসের যে বাস্তবিকই চিত্ত-বিকাব জন্মিবাব সম্ভাবনা ছিল, তাহা নহে। হরিদাসের যে চিত্ত-বিকার জন্মে নাই, তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, দেহত্যাগের পরেও লোক-নয়নের অপ্রত্যক্ষীভূত দেহে তিনি প্রভুকে পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তন শুনাইতেন, প্রভুও প্রীতির সহিত তাহা শুনিতেন। যদি হরিদাসের বাস্তবিকই দোষ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি প্রভুর এইরূপ কৃপা প্রকাশ পাইত না।

তবে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন কেন? একমাত্র লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৈরাগীব পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনও সংশ্রবেই যাওয়া উচিত নহে—ইহাই বিধি, হরিদাস এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। প্রভু যদি এজন্য তাঁহাকে শাসন না করেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিত যে, "বৈবাগী হইলেও স্ত্রী-সম্ভাষণ করা যায়, যেহেতু, ছোট-হরিদাস স্ত্রী-সম্ভাষণ করিয়াছেন, প্রভু তো তাঁহাকে শাসন করেন নাই।" এই জীব-শিক্ষার নিমিত্তই প্রভুর কুসুম-কোমল হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিনতা ধারণ করিল—প্রিয়পার্ষদকেও তিনি বর্জ্জন করিলেন।

কেবল বৈরাগী কেন, গৃহস্থ-বৈষ্ণবদের জন্যও এই ব্যাপারে অনেক শিক্ষাব বিষয় আছে। গৃহী হউন, আর সন্ন্যাসীই হউন, স্ত্রীলোকে আসক্তি সকলের পক্ষে বর্জ্জনীয়। (২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় এ-বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, মদনের দ্বারা মোহিত হইলে তাঁহাদের চলিবে কেন?

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

ক্ষুদ্র জীবসব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যা—ইহাদের সহিতও একই সঙ্কীর্ণ আসনে বসিবে না, কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বানব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ২

মাত্রা—মাতার সহিত। **স্বস্রা**—ভগিনীর সহিত। **দুহিত্রা**—দুহিতা বা কন্যার সহিত। **অবিবিক্তাসনঃ**—অবিবিক্ত (সঙ্কীর্ণ) আসন যাহার, একই ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট। **ন ভবেৎ**—হইবে না। যে-কোনও স্ত্রীলোকের সহিত গাত্র-সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে; তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—অন্য স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যার সঙ্গেও একই ক্ষুদ্র আসনে বসিবে না, কারণ, ক্ষুদ্র আসনে একত্রে বসিলে গাত্র-সংস্পর্শাদি-বশতঃ চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, **বলবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী **ইন্দ্রিয়গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ **বিদ্বাংসম্ অপি**—মূর্খের কথা তো দূরে, যাঁহারা বিদ্বান, যাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি আছে, যাঁহারা সর্ব্বদা সংযতচিত্ত হইতেও চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত **কর্ষতি**—ভোগলালসার দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে তাঁহাদেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে।

১১৭ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৮। প্রভু আরও বলিলেন, "অসংযত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেছে।"

ক্ষুদ্র—সংযমহীন। **মর্কট বৈরাগ্য**—বাহ্য বৈরাগ্য। যাহাদের বাহিরে বৈরাগীর বেশ, কিন্তু ভিতর ইন্দ্রিয়াসক্তিতে পরিপূর্ণ, তাহাদের বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য বলে। **মর্কট** অর্থ—বানর। বানর ফল মূল খায়, বনে থাকে, উলঙ্গও থাকে, সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের লক্ষণ, কিন্তু বানরের মত কামুক জীব বোধ হয় খুব কম আছে। এইরূপ, যাহারা বেশ-ভূষায়, কি আহারাদিতে মাত্র বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখায়, কিন্তু যাহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত লালায়িত, তাহাদের বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য (মর্কটের মত বৈরাগ্য) বলা যায়। **ইন্দ্রিয় চরাঞা** ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া, স্ত্রী-সঙ্গ করিয়া। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **প্রকৃতি সম্ভাষিয়া** স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া। যাহাদের চিত্তে সংযম নাই, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপাদি করিতে করিতে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, স্ত্রীলোকের দর্শনে, স্পর্শনে ও স্মরণে তাহাদের চিত্তে চাঞ্চল্য জন্মে। তাহার ফলে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ করিতে তাহারা প্রলুব্ধ ও ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, এজন্যই প্রভু স্ত্রী-সম্ভাষণের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিলেন।

এই পয়ারে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—অনেক সংযমহীন লোক বৈরাগী হইতেছে, বৈরাগীর বেশ-ধারণ করিলেই চিত্তের স্থিরতা আসে না, তদনুকূল আচরণও করিতে হয়। কিন্তু তাহারা তদনুকূল আচরণ কিছুই করিতেছে না—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিতেছে না, বরং স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াই বেড়াইতেছে। ছোট-হরিদাসকে যদি প্রভু শাসন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোক আরও প্রশ্রয় পাইত। ছোট-হরিদাসের শাসনের কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত অসংযত লোক একটু সংযমের চেষ্টা করিতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ছোট-হরিদাস প্রভুর পার্ষদ, বৈরাগীর অকরণীয় কার্য্যে তাঁহার অনিচ্ছা হইল না কেন? উত্তর—প্রথমতঃ, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রেমাতিশয্যে নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথাই বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত উত্তম তণ্ডুল আনিতে যাইতেছেন, এই আনন্দেই তিনি বোধ হয় বিভোর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া মাধবীদেবীর নিকটে যায়েন নাই, গিয়াছেন ভগবান্ আচার্য্যের—বৈষ্ণবের আদেশে। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-পরবশ বৈরাগীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-শক্তির ইঙ্গিতেই হয়তো এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। নচেৎ, ভগবান্ আচার্য্যই বা ছোট-হরিদাসকে মাধবীদেবীর

এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি সভে মৌন কৈলা॥ ১১৯
আর দিন সভে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ১২০
অল্প অপরাধ প্রভু! করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিব অপরাধ॥ ১২১
প্রভু কহে—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ ১২২

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

নিকটে পাইবেন কেন? ছোট-হরিদাস প্রভুর নিতান্ত আপন জন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু এই শিক্ষা দিয়াছেন। লোকে একটা প্রবাদ আছে—"ঝিকে মারিয়া বউকে শিক্ষা দেয়" অর্থাৎ মাতা নিজের কন্যাকে শাসন করিয়া পুত্রবধূকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১১৯। অভ্যন্তরে—ঘরের ভিতরে। **গোসাঞির আবেশ**—প্রভুর ক্রোধের আবেশ। **মৌন**—সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

১২১। আর একদিন সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে যাইয়া হরিদাসকে কৃপা করার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু, হরিদাসের অপরাধ সামান্য, এক্ষণে তাহার শিক্ষা হইয়াছে আর এরূপ করিবে না। প্রভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

অল্প অপরাধ—সামান্য অপরাধ। বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাওয়া বা স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলা শাস্ত্রের নিষেধ, ছোট-হরিদাস এই নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন করিয়া মাধবীদেবীর নিকটে গিয়াছেন—তাহাও ভগবান আচার্য্যের আদেশে, প্রভুর সেবার আনুকূল্য বিধানার্থ। তাই প্রভুর পার্ষদগণ ইহাকে "অল্প অপরাধ" বলিয়াছেন। হরিদাসকে তাঁহারা ভাল রকমেই জানিতেন, স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য বা কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলার জন্য হরিদাসের মধ্যে কোনও প্রবৃত্তির অস্তিত্ব তাঁহারা কখনও দেখেন নাই, বরং তদ্বিপরীত ভাবই সর্ব্বদা দেখিয়াছেন। সে রকম কোনও প্রবৃত্তির আভাসও যদি তাঁহার মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার গানে প্রভু প্রীতিলাভ করিতেন না, তাঁহার গানও তিনি শুনিতেন না। সুতরাং মাধবীদাসীর নিকটে যাওয়াতে হরিদাসের মনের দিক দিয়া কোনও অপরাধই হয় নাই, প্রভুর সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করা তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ—এই ভাবেই তখন তাঁহার চিত্ত ভরপূর ছিল। তাঁহার ত্রুটী যাহা হইয়াছে, তাহা কেবল শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক প্রতিপালনের অভাব। তাই ইহাকে 'অল্প অপরাধ' বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। পদ্মপুরাণ॥—যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে পাপ-কার্য্য, আমার নিমিত্ত (আমার সেবার উদ্দেশ্যে) যদি তাহাও অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাও ধর্ম্ম।" হরিদাসের চিত্তের খবর অন্তর্য্যামী প্রভু জানিতেন, তিনি যে প্রভুর সেবার আনুকূল্য বিধানার্থই মাধবীদেবীর নিকটে গিয়াছেন, তাহাও প্রভু জানিতেন। সুতরাং শাস্ত্রাদেশের আক্ষরিক লঙ্ঘনে যে হরিদাসের বাস্তবিক কোনও অপরাধ হয় নাই, তাহাও তিনি জানিতেন। তথাপি কেবল লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই কঠোর দণ্ড। শ্রীপাদপরমানন্দপুরী গোস্বামীও একথাই বলিয়াছেন (৩।২।১৩৪)। পরবর্ত্তী ৩।২।১৭১ পয়ারের মর্ম্মও তাহাই। অল্প অপরাধেও এত কঠোর শাসন কেবল লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ছোট-হরিদাসের অপরাধ যেমন বাহির, আন্তরিক নয়, প্রভুর শাসনও বোধ হয় তেমনি কেবল বাহ্যিক, আন্তরিক নয়—অর্থাৎ প্রভু অন্তরে হরিদাসের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়েন নাই, যদি তাহাই হইতেন তাহা হইলে প্রয়াগে দেহত্যাগের পরে ছোট-হরিদাস-কৃত অপরের দৃষ্টির অগোচর সেবা প্রভু অঙ্গীকার করিতেন না (৩।২।১৪৬-৭)।

১২২। উত্তরে প্রভু বলিলেন—"আমার মন আমার বশীভূত নহে, যে-বৈরাগী স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করে, তাহার মুখ দেখিতে আমার মন ইচ্ছা করে না। তোমরা আর বৃথা আমাকে অনুরোধ করিও না, সকলে

নিজকার্য্যে যাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা।
পুন যদি কহ, আমা না দেখিবে এথা॥ ১২৩
এত শুনি সভে নিজকর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজনিজ কার্য্যে সভে গেলেন উঠিয়া॥ ১২৪
(মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥) ১২৫
আর দিন সভে পরমানন্দপুরীস্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈল নিবেদনে॥ ১২৬
তবে পুরীগোসাঞি একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা॥ ১২৭
পুছিল—কি আজ্ঞা, কেনে কৈলে আগমন ?।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন॥ ১২৮
শুনি মহাপ্রভু কহে—শুনহ গোসাঞি!।
সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি! রহ এই ঠাঞি॥ ১২৯
মোরে আজ্ঞা দেহ, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাহাঁ—গোবিন্দমাত্র সাথ॥ ১৩০
এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥ ১৩১
আস্তেব্যস্তে পুরীগোসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে বসাইলা॥ ১৩২
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?॥ ১৩৩
লোকহিত-লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥ ১৩৪
এত বলি পুরীগোসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাসঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥ ১৩৫
স্বরূপগোসাঞি কহে—শুন হরিদাস!।
সভে তোমার হিত কহি, করহ বিশ্বাস॥ ১৩৬
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন, যাতে দয়ালু অন্তর॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাও। আবার যদি এ-বিষয়ে আমাকে কিছু বল, তাহা হইলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না, আমি এ-স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব।"

১২৫। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

১৩০। বৈষ্ণব-বৃন্দের আগ্রহে পুরীগোস্বামী যাইয়া যখন হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার নিমিত্ত প্রভুকে অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—"গোসাঞি, সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া আপনি এখানে থাকুন, আমাকে আদেশ করুন, আমি একলা গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে চলিয়া যাই।"

আলালনাথ—পুরী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী তীর্থস্থান।

১৩১। এই কথা বলিয়া প্রভু আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং পুরী-গোস্বামীকে নমস্কার করিয়া আলালনাথে যাইতে উদ্যত হইলেন।

১৩২-৩৩। ইহা দেখিয়া পুরী-গোস্বামী স্তম্ভিত হইলেন, তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার। তোমার কথার উপরে আর কে কি বলিতে পারে? তুমি এখানেই থাক, হরিদাস-সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিব না।"

১৩৪। লোক-হিত লাগি—পুরী-গোস্বামী আরও বলিলেন, "তোমার সমস্ত আচরণ লোকের মঙ্গলের নিমিত্তই। তোমার হৃদয়ের গূঢ় অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারি না।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। হঠ—জেদ। **কভু কৃপা করিবেন**—এক সময়ে অবশ্যই কৃপা করিবেন। **যাতে দয়ালু অন্তর**—যেহেতু প্রভুর অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ।

তুমি হঠ কৈলে, তাঁর হঠ সে বাঢ়িবে।
স্নানভোজন কর, আপনে ক্রোধ যাবে ॥ ১৩৮
এত বলি তাঁরে স্নানভোজন করাইয়া।
আপনার ঘর আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া ॥ ১৩৯
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪০
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ! ।
প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে—ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥ ১৪১
দেখি ত্রাস উপজিল সবভক্তগণে।
স্বপ্নেহো ছাড়িল সভে স্ত্রীসম্ভাষণে ॥ ১৪২
এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল।
তভু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৩
রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেরে গেলা, কারে কিছু না বলিয়া। ১৪৪
প্রভুপদ প্রাপ্তি-লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥ ১৪৫
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেই রহিলা ॥ ১৪৬
গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৮। তাঁহারা বলিলেন—প্রভুর এখন জেদ আছে, তোমার উপর প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে। প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত দয়ালু ; এক সময়, অবশ্যই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইবে, তখন অবশ্যই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। এখন তুমিও যদি জেদ করিয়া স্নানাহার না কর, তাহা হইলে প্রভুরও জেদ বাড়িবে। ইহা ভাল নহে। তুমি স্নান ভোজন কর, কিছু সময় পরে আপনা-আপনিই প্রভুর ক্রোধ দূর হইবে।

১৪১। **প্রিয়ভক্তে**—ছোট-হরিদাসকে।

ধর্ম্ম বুঝাইতে—বৈরাগীর ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত। সন্ন্যাসী কি গৃহী হউক, সকলের পক্ষেই যে, স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি-ত্যাগই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-যাজনের একটী প্রধান সহায়, ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনদ্বারা তাহাই প্রভু শিক্ষা দিলেন। তিনি ইহাও শিক্ষা দিলেন যে, স্ত্রীলোকে আসক্তি যাহাদের আছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের প্রতি বিমুখ।

এই পয়ারে ইহাও সূচিত হইল যে, ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা লোক-শিক্ষার নিমিত্তই প্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন। সাধারণতঃ, আত্মীয়জনের শাসনদ্বারাই কুশল ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটা চলিত কথা আছে, "ঝিকে (কন্যাকে) মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া হয়।" এস্থলেও তাই, অত্যন্ত প্রিয়-পার্ষদ ছোট-হরিদাসকে শাসন করিয়া সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রভু শিক্ষা দিলেন।

১৪৩। **তভু**—তথাপি ; এক বৎসর অন্তেও। **প্রসাদ**—ছোট-হরিদাসের প্রতি প্রসন্নতা বা দয়া।

১৪৪। **রাত্রি অবশেষে**—একবৎসর অন্তে একদিন শেষ রাত্রিতে। **প্রভুরে দণ্ডবৎ**—প্রভুর উদ্দেশ্যে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া। **প্রয়াগেরে**—প্রয়াগের দিকে। **কারে**—কাহাকেও।

১৪৫। **ত্রিবেণী**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ছোট-হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন।

১৪৬। **সেই ক্ষণে**—যে-সময়ে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **দিব্য দেহে**—অপ্রাকৃত দেহে ; ভৌতিক দেহে নহে, প্রেতদেহেও নহে। **অন্তর্দ্ধানে**—দিব্যদেহে লোকদৃষ্টির বাহিরে।

স্থূল দৃষ্টিতে ছোট-হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশকে সাধারণ আত্মহত্যা বলিয়াই মনে হইতে পারে ; কিন্তু ইহা বাস্তবিক আত্মহত্যা নহে। ফলের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। আত্মহত্যা মহাপাপ ; আত্মঘাতীর জন্য কোনও রূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থাও নাই ; আত্মঘাতী ব্যক্তির উদ্ধারও নাই। আত্মঘাতী ব্যক্তি ভূত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। গয়াদি-পুণ্যতীর্থে বিশেষ প্রকার শ্রাদ্ধাদিদ্বারা কোনও কোনও সময় আত্মঘাতীর যন্ত্রণা-দায়ক

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভূত-দেহ হইতে উদ্ধারের কথা মাত্র শুনা যায়। কিন্তু ছোট-হরিদাস ত্রিবেণীতে প্রাণ ত্যাগ করা মাত্রই অপ্রাকৃত চিন্ময়-দেহ পাইলেন, সেই দেহে কীর্ত্তন শুনাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার অধিকারও পাইলেন। কেহ তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও করে নাই, তাঁহাকে এক নিমিষের জন্যও ভূত হইয়া থাকিতে হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার ত্রিবেণী-প্রবেশ সাধারণ আত্মহত্যা হয় নাই।

বাসনাই মায়া-বন্ধনের হেতু। সাধারণতঃ যাহারা আত্মহত্যা করে, কোন উৎকট দুঃখ বা উৎকট বাসনার অপূরণ, কিম্বা কাহারও প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বা ক্রোধ, অথবা অসহনীয় অপমানবশতঃই তাহারা ঐ জঘন্য কাজ করিয়া থাকে; যে-জন্যই তাহারা আত্মহত্যা করুক না কেন, তাহাদের দুষ্কার্য্যের একমাত্র হেতু—নিজের জন্য ভাবনা; কাজেই ইহা তাহাদের বন্ধনের হেতু হয়—অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়। বিশেষতঃ, মানবদেহ ভজনের জন্য—ভোগের জন্য নহে, ভজন না করিয়া কেবল আত্ম-সুখ-দুঃখের চিন্তাবশতঃ যাহারা এই দুর্লভ ভজনের দেহ ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করে, তাহাদের পক্ষে অশেষ যন্ত্রণা স্বাভাবিকই। কিন্তু ছোট-হরিদাস দেহত্যাগ করিলেন—ক্রোধে নহে, বিদ্বেষে নহে, কোনও অসহ্য অপমানের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নহে, উৎকট-স্বসুখ-বাসনার অপূরণের জন্যও নহে—তিনি দেহত্যাগ করিলেন ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে। তাঁহার এই দেহে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; যতদিন এই দেহ থাকিবে, ততদিন প্রভুর চরণ-সেবার সৌভাগ্যও তাঁহার লাভ হইবে না—ইহাও তিনি মনে করিলেন; সুতরাং তাঁহার এই দেহ রক্ষা করিয়া কোনও লাভ নাই। দেহটীকে রক্ষা করিলে আহার-বিহারাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতা-দ্বারা তিনি দেহের সেবা হয়তো করিতে পারিতেন, কিন্তু দেহের সেবাই তো মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে—ভগবৎ-সেবাই উদ্দেশ্য। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিয়া ভজন তো করিতে পারিতেন, দেহত্যাগ করিলেন কেন? কিন্তু শ্রীগৌরের বিরহে তিনি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৌরের সেবার জন্য তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে গৌর-সেবা-বঞ্চিত দেহ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি এই নিরর্থক দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি পুরীতেও দেহত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা করিলেন না। পুরীতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ দেখিয়া প্রভুর মনে কষ্ট হইতে পারে, তাই তিনি পুরী ছাড়িয়া গেলেন—মরিয়াও তিনি প্রভুর মনে বিন্দুমাত্র কষ্টের ছায়াও পাতিত করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাই প্রেমিক ভক্তের স্বভাব। পুরী হইতে কিছু দূরে কোনও নির্জ্জন স্থানেও দেহত্যাগ করিতে পারিতেন—কিন্তু তাহাতে হয়তো তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত না। শ্রীগৌর-চরণ প্রাপ্তিই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প; তাঁহার দেহত্যাগ কেবল দেহত্যাগের জন্য নহে, গৌর-প্রাপ্তির জন্য। যে-ভাবে দেহত্যাগ করিলে গৌর-প্রাপ্তির আনুকূল্য হইতে পারে, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি জানিতেন, ত্রিবেণীস্পর্শে জীবের দেহ পবিত্র হয়, ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ হইলে জীবের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়; তাই তিনি ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ স্মরণ করিয়া। গৌরের চরণে সম্যক্‌রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া গৌর-চরণ-সেবার মহোৎকণ্ঠাময়ী তীব্র বাসনা লইয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। জীবের শেষ মুহূর্ত্তের সংস্কার যেরূপ থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার গতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। "যত্র তত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎ-স্বরূপতাম্॥ শ্রীভা. ১১।৯।২২॥ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ গীতা. ৮।৬॥" যাহারা আত্মহত্যা করে, কোনও অসহ্য দুঃখেই শেষ সময়ে তাহাদের মন সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট থাকে; তাই মৃত্যুর পরেও তাহাদের অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ছোট-হরিদাসের মন আবিষ্ট ছিল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায়। গৌরের স্মৃতিই সর্ব্ববিধ বন্ধন-মুক্তির হেতু; তাতে আবার গৌর-সেবার জন্য তাঁহার তীব্র উৎকণ্ঠা; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সেবার উপযোগী দিব্যদেহ-লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আরও একটী কথা; প্রভুর সেবার জন্য তীব্র বাসনা, ছোট-হরিদাসের দেহত্যাগ-সময়ের একটা আকস্মিক ঘটনাও নহে; ইহা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার। জন্মাবধি তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রত, জন্মাবধি তিনি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবায় নিয়োজিত, গৌরের সেবার উদ্দেশ্যে পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে গৌরের চরণ-সান্নিধ্যে তাঁহার বাস; সর্ব্বোপরি তাঁহার

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে—।
হরিদাস কাহাঁ ? তারে আনহ এথানে ॥ ১৪৮
সভে কহে—হরিদাস বর্ষপূর্ণদিনে।
রাত্রে উঠি কাহাঁ গেলা, কেহ নাহি জানে ॥ ১৪৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা ॥ ১৫০
একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥ ১৫১
সমুদ্রস্নানে গেলা সভে শুনে কথোদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫২
মনুষ্য না দেখে, মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি মিলি সভে কৈল অনুমানে—॥ ১৫৩
বিষ খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইল ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতি শ্রীগৌরের অশেষ কৃপা, সুতরাং শ্রীগৌরের সেবার বাসনা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার, তাঁহার চিত্তে অন্য কোনও বাসনাই এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই, সুতরাং গৌর-সেবাই তাঁহার একমাত্র সংস্কার, সমস্ত জীবনব্যাপী একমাত্র সংস্কার, কেবল এক জন্মের সংস্কার নহে, বোধ হয় জন্মে জন্মের সংস্কার, তাহা না হইলে আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য তিনি পাইবেন কিরূপে? এই অবস্থায় গৌরের সেবা-উপযোগী দিব্যদেহ-লাভ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই অস্বাভাবিক নহে। তার উপরে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে—ত্রিবেণী-সঙ্গমে। "আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রভুর সেবন। প্রভু-কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ দুর্গতি না হয় তার সদগতি সে হয়। ৩।২।১৫৬-৫৭ ॥" ছোট-হরিদাসকে প্রাকৃত সাধক জীব মনে করিয়াই এই সমস্ত কথা বলা হইল। কিন্তু তিনি সাধারণ সাধক ভক্ত ছিলেন না।—তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে, প্রাকৃত জীবের মত তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র আছে। জীব-শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু তাঁহাকে শাসন করিলেন—প্রাকৃত-জীবকে যে-ভাবে শাসন করিতে হয়, ঠিক সেই ভাবেই শাসন করিলেন এবং যে-অপরাধকে উপলক্ষ্য করিয়া শাসন করিলেন, প্রাকৃত জীবের পক্ষে সেই অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে ত্রিবেণীতে দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প জন্মাইলেন এবং ত্রিবেণীতে তাঁহাদ্বারা দেহত্যাগ করাইলেন।

১৪৮। হরিদাসের প্রতি যে প্রভুর কৃপা হইয়াছে, তাহাই এই পয়ারে প্রভু সকলকে জানাইলেন।

১৫০। ঈষৎ হাসিয়া রহিলা—প্রভু একটু হাসিলেন। হাসির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই—হরিদাসের প্রতি কৃপা করার জন্য তোমরা আমাকে কত অনুরোধ করিলে। কিন্তু কেন তোমাদের কথানুযায়ী কাজ আমি করিলাম না এবং কিভাবেই বা আমি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছি ও আমার নিকটে আনিয়াছি এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেছি, তাহা তোমরা জান না। **বিস্ময়**—এতদিন পরে প্রভু কেন হরিদাসের তল্লাস করিলেন এবং তাঁহাদের মুখে তাঁহার সংবাদ শুনিয়া প্রভু কেনই বা হাসিলেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

১৫২। হরিদাস গায়েন—গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলেন, ইহা হরিদাসের কণ্ঠ-স্বর।

১৫৪। হরিদাসের মত গলার স্বর, হরিদাসের মত মধুর কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, হরিদাসই এই কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দেহ না দেখায় অনুমান করিলেন যে, হরিদাস বোধ হয় মরিয়া ভূত হইয়াছেন, তাই অদৃশ্য ভূতদেহে পূর্ব্ব অভ্যাস-বশতঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু প্রভুর ভক্ত যিনি, তিনি ভূত হইবেন কেন? তাতেই অনুমান করিলেন, হরিদাসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে হরিদাস ভূত হইত না। নিশ্চয়ই হরিদাস বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহার ফলে ব্রহ্মরাক্ষস-নামক ভূত হইয়াছেন। **সেই পাপে**—আত্মহত্যার পাপে। **ব্রহ্মরাক্ষস**—এক প্রকার ভূত।

আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান।
স্বরূপ কহেন—এই মিথ্যা অনুমান॥ ১৫৫
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥ ১৫৬
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥ ১৫৭
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সভারে কহিলা—॥ ১৫৮
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি-মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫৯
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥ ১৬০

'হরিদাস কাহাঁ?'—যদি শ্রীবাস পুছিলা।
'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা॥ ১৬১
তবে শ্রীনিবাস তার বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প করি ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥ ১৬২
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত—।
প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥ ১৬৩
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা—।
ত্রিবেণীপ্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা॥ ১৬৪
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন॥ ১৬৫
আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্যশিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়ানুরাগ-প্রকটীকরণ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৫-৫৭। গোবিন্দাদির অনুমান শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—তোমাদের অনুমান সঙ্গত হইতে পারে না। যে-আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছে, যে-আজন্ম প্রভুর সেবা করিয়াছে, যে-প্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্র, আর শ্রীক্ষেত্রে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে কখনও ব্রহ্মরাক্ষস হইতে পারে না—এরূপ অসদ্গতি তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এইভাবে মৃত্যু হইলে তাহার সদ্গতিই হইবে। ইহা প্রভুর একটী ভঙ্গী, সমস্ত রহস্য পরে যথাসময়ে জানিতে পারিবে।

ক্ষেত্রের মরণ—হরিদাস কোথায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখনও কেহ জানিত না। তাই তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন—শ্রীক্ষেত্রেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৫৮। হরিদাসের দেহত্যাগের সংবাদ কিরূপে সকলে জানিলেন, তাহা বলিতেছেন।

১৬১। **স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্**—যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। "যেন যাবান্ যথাধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ। স এব তৎফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ॥—শ্রীভা. ৬।১।৪৫॥" হরিদাসের উপলক্ষেই প্রভু একথা বলিলেন, ইহার দুইটী অভিপ্রায়; প্রথমতঃ—যথাশ্রুত অর্থ এই যে, যে-বৈরাগী প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে, মরিয়া ভূত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ—গূঢ়ার্থ এই যে, হরিদাস সকল সময়েই প্রভুর প্রিয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনাইয়া প্রভুর প্রীতিবিধানই তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল, দেহান্তেও ঐ কর্ম্মানুযায়ী ফল তিনি পাইয়াছেন, দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

১৬৩। **প্রকৃতি-দর্শন**—স্ত্রীলোকের দর্শন; কোন কোন গ্রন্থে "প্রকৃতি-সম্ভাষণ" পাঠ আছে। প্রভু বলিলেন, স্ত্রী-সম্ভাষণে যে-পাপ হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। স্ত্রীলোকে আসক্তি মাত্রই এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ—ইহা গৃহী বা বৈরাগী সকলের পক্ষেই সমান। তবে গৃহীর পক্ষে স্ব-স্ত্রীতে আসক্তি পাপজনক না হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ভজনের বিঘ্নকর।

১৬৬। **আপন কারুণ্য**—প্রভুর নিজের করুণা। জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জীব-শিক্ষা, প্রিয়-পার্ষদ হরিদাসের প্রতি করুণাবশতঃ দিব্যদেহ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় সেবায় নিয়োজন। **লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ**—লোকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া; বিষয়-বিরক্তিই ভজনের অনুকূল এবং স্ত্রী-সম্ভাষণাদি যে বিষয়-বৈরাগ্যের প্রতিকূল, ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তির প্রতিকূল, তাহা শিক্ষা দিলেন। **স্বভক্তের**—ছোট-হরিদাসের। **গাঢ়ানুরাগ**—

তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাথ।
একলীলায় করে প্রভু কার্য্য-পাঁচ-সাত ॥ ১৬৭
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥ ১৬৮
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৬৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপশিক্ষণং নাম
দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর প্রতি গাঢ় অনুরাগ। **গাঢ়ানুরাগ-প্রকটীকরণ**—প্রভুর নিজ পার্ষদ ছোট হরিদাসের, প্রভুর প্রতি কত গাঢ় অনুরাগ আছে, হরিদাসের ত্রিবেণী প্রবেশদ্বারা তাহা ব্যক্ত হইল। প্রভুর প্রতি ছোট হরিদাসের গাঢ় অনুরাগের উল্লেখেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাতে বাস্তবিক কোনও দোষ ছিল না। প্রভুতে যাঁহার গাঢ় অনুরাগ, তাঁহার মন অন্য দিকে যাইতে পারে না।

১৬৭। **তীর্থের মহিমা**—ত্রিবেণী-তীর্থের মাহাত্ম্য। ত্রিবেণীতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই হরিদাসের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাতেই তীর্থের মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে। **নিজভক্তে আত্মসাথ**—নিজ প্রিয় ভক্তের অঙ্গীকার। হরিদাস প্রভুর প্রিয়-পার্ষদ, দেহত্যাগের পরেও প্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। **এক লীলায়**—এক হরিদাসের বর্জ্জনরূপ লীলা দ্বারাই এই কয়টী বিষয় প্রভু দেখাইলেন। **কার্য্য পাঁচ সাত**—আপন কারুণ্যাদি নিজ ভক্তে আত্মসাথ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য।

১৬৮। **ভক্ত**—ভক্তি-মার্গের ভজন পরায়ণ ব্যক্তি। **ধীর**—শান্ত, অচঞ্চল, স্বসুখ-বাসনামূলক কামনাদি নাই বলিয়া যাঁহার চিত্তে চঞ্চলতা নাই, সুতরাং একমাত্র ভগবচ্চরণেই যাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট, তিনিই ধীর ভক্ত। এইরূপ ভক্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না।

১৬৯। **বিশ্বাস**—ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস। **তর্ক**—ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, এই বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া ভগবানের শক্তিকেও লৌকিক-শক্তির ন্যায় মনে করিয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা ক্ষতি হয়।

অন্ত্য-লীলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘু-
নাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ। ১
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু-ব্যবহার ॥ ২
গোসাঞিঠাঞি নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ।। ৩
প্রভুতে তাহার প্রীত, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীত সহিতে না পারে ।। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য-লীলার এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড-অঙ্গীকার এবং হরিদাস ঠাকুরের গুণবর্ণনাদি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩।২।১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটীও আছে :—"দামোদরাদ্ বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ। গৌরঃ স্বাং হরিদাসাস্যাদ্ গূঢ়লীলামথাশৃণোৎ ॥—দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ দামোদরের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া হরিদাসের মুখ হইতে নিজের গূঢ়লীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকটিতে এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; সুতরাং এস্থলে এই শ্লোকটী থাকা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। প্রভুর গূঢ়লীলা-সম্বন্ধে পরবর্তী ১৩-১৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২। প্রভুকর্তৃক দামোদরের বাক্যদণ্ড-অঙ্গীকার বর্ণিত হইতেছে। এক সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ-বিধবার পুত্রকে প্রভু অত্যন্ত প্রীতি করিতেন বলিয়া প্রভুর পরমপ্রিয় দামোদর প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন; অবশ্য বালকটী যে সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র, প্রভু তাহা জানিতেন না।

পুরুষোত্তমে—শ্রীনীলাচলে; পুরীতে। **পিতৃশূন্য**—যাহার পিতা নাই। **মৃদু ব্যবহার**—যাহার ব্যবহার মৃদু; বিনয়ী, নম্র ও কোমল-স্বভাব।

৩। **গোসাঞি-ঠাঞি**—প্রভুর নিকট। **নিত্য আইসে**—প্রতিদিন আইসে। **বাত কহে**—কথা বলে; প্রভুর সঙ্গে আলাপ করে। **প্রভু প্রাণ তার**—প্রভু বালকটীর প্রাণতুল্য প্রিয়, প্রভুকে ছাড়িয়া বালক যেন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

৪। **প্রভুতে তাহার প্রীত**—প্রভুর প্রতি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রীতি।

দামোদর—প্রভুর একজন প্রিয়ভক্তের নাম। প্রভুর প্রতি ইঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল; ইনি কোনও সময়েই কাহারও কোনও অপেক্ষা রাখিতেন না, যখন যাহা ভাল মনে করিতেন, নিঃসঙ্কোচে তখনই তাহা বলিয়া

বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৫
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাহাঁ প্রীত তাহাঁ আইসে—বালকের রীত ॥ ৬
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৭
আরদিন সে বালক গোসাঞিঠাঞি আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীত করি বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৮
কথোক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ৯
অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোসাঞির ঠাঞি ॥
গোসাঞি গোসাঞি—এবে জানিব গোসাঞি॥ ১০
এবে গোসাঞির গুণযশ সবলোকে গাইবে।
তবে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ফেলিতেন। গাঢ় প্রীতির ফলে এবং নিজের নিরপেক্ষতাবশতঃ ইনি প্রভুকেও সময় সময় বাক্যদ্বারা শাসন করিতেন। **দামোদর তার প্রীত** ইত্যাদি—ব্রাহ্মণ-কুমারটী প্রত্যহ প্রভুর নিকটে আসিতেন, প্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল, প্রভু তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন, প্রভুও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন, কিন্তু এত মাখামাখি ভাব দামোদরের ভাল লাগিত না। প্রভুর সঙ্গে এই বালকটির এত মিশামিশি যে দামোদরের সহ্য হইত না, ইহার কারণ, বালকের প্রতি তাঁহার ঈর্ষ্যা নহে, ইহার কারণ, প্রভুর প্রতি দামোদরের প্রীতির আধিক্য। বালকের সঙ্গে অত মিশামিশিতে পাছে প্রভুর প্রতি কেহ কটাক্ষ করে, এই আশঙ্কা করিয়াই দামোদরের ইহা ভাল লাগিত না—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। **বার বার নিষেধ করে**—দামোদর অনেকবার বালকটিকে বলিয়াছেন, সে যেন প্রভুর নিকটে না আসে। কিন্তু বালক দামোদরের কথা তত গ্রাহ্য করে নাই, কারণ, প্রভুকে না দেখিলে, প্রভুর নিকটে না আসিলে, প্রভুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিলে বালক যেন বাঁচিতে পারে না।

৬। **বালকের রীত**—বালকদিগের স্বভাবই এই যে, যেখানে তাহারা প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পায়, সেখানেই তাহারা যায়, সেখানে না যাইয়া যেন তাহারা থাকিতে পারে না। প্রভুর প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া এই বালকটিও দামোদরের নিষেধ সত্ত্বেও প্রভুর নিকটে আসিত।

৭। **তাহা দেখি**—বালক নিত্যই প্রভুর নিকটে আসে, ইহা দেখিয়া। **দুঃখ পায় মনে**—বালকের নিত্য আসা-যাওয়াতে কেহ পাছে প্রভুর নামে কলঙ্ক রটায়, এজন্য দামোদরের দুঃখ।

৮। **বার্ত্তা**—কুশল-সংবাদ। **পুছিলা**—জিজ্ঞাসা করিলেন।

৯। **কহিতে লাগিলা**—মহাপ্রভুকে দামোদর বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে।

১০-১১। দামোদর সপ্রেম-ক্রোধে প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, গোসাঞি। গোসাঞি। পরকে উপদেশ দিতে গোসাঞি খুব পণ্ডিত। কিন্তু নিজের বেলায় গোসাঞির খোঁজ নাই। দেখা যাবে এবার গোসাঞির গোসাঞিগিরি। এবার নীলাচলের সকলেই গোসাঞির সুখ্যাতি গাহিয়া বেড়াইবে।"

প্রভুর প্রতি দামোদরের উক্তি যেন স্বীয় কান্তের প্রতি প্রখরা নায়িকার উক্তির মতনই হইয়াছে। ইহার হেতুও আছে। দামোদর ব্রজলীলায় প্রখরা শৈব্যা ছিলেন। তাঁহাতে সরস্বতী দেবীও আছেন, তাই বোধ হয় তাঁহার বাক্‌চাতুরী। "শৈব্যা যাসীৎ ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ। কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী ॥ —গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১৫৯।" **অন্যোপদেশে পণ্ডিত**—পরকে উপদেশ দেওয়ার বেলায় প্রভু খুব পণ্ডিত। **প্রতিষ্ঠা**—সুখ্যাতি। **পুরুষোত্তমে**—নীলাচলে।

শুনি প্রভু কহে—কাহাঁ কহ দামোদর !।
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১২
স্বচ্ছন্দ আচার কর, কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ? ॥ ১৩
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডীব্রাহ্মণীর বালকে প্রীত কেনে কর ? ॥ ১৪
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৫
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণিবাতে দেহ অবসর ? ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২। **শুনি প্রভু কহে** ইত্যাদি—দামোদরের সপ্রেম বক্রোক্তি শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"কি দামোদর, কি হইয়াছে? কি বলিতেছ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

বাস্তবিক প্রভুর বুঝিবার কথাও নয়; তাঁহার সরল প্রাণে কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল না; তাই তিনি দামোদরের বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই।

১৩-১৬। প্রভুর কথা শুনিয়া দামোদর বলিলেন—"প্রভু, আমি কি আর বলিব। তোমার উপর তো কাহারও কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার, তাতে কেহ কিছু বলিতে পারে না; কিন্তু সাক্ষাতে কেহ কিছু না বলিলেও, মুখর লোক অসাক্ষাতে অনেক কথা বলিতে পারে; তখন কেহই তাহাদের মুখ চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে না। তুমি পণ্ডিত লোক, তুমি নিজেই বিচার করিয়া দেখিতে পার, তোমার আচরণ সঙ্গত হইতেছে কি না? এই যে ব্রাহ্মণ-বালকটীকে এত প্রীতি করিতেছ, ইহা তোমার সঙ্গত হইতেছে না, কারণ, তাহার মাতা বিধবা ব্রাহ্মণী; তিনি সতী, সাধ্বী এবং তপস্বিনী হইলেও সুন্দরী এবং যুবতী; আর তুমিও পূর্ণ যুবা ও পরমসুন্দর; সুতরাং সুন্দরী যুবতীর ছেলের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে লোকে অনেক কানাঘুষা করিতে পারে।"

স্বতন্ত্র ঈশ্বর—যিনি কোনও বিষয়ে কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র; আর যিনি সর্ব্বশক্তিশালী প্রভু, তিনি ঈশ্বর। **স্বচ্ছন্দ আচার**-নিজের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার। **মুখর**—যাহারা কাহারও কোনও অপেক্ষা না করিয়া সকলের সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মুখর বলে। **মুখর জগতের**—মুখর লোকের। **আচ্ছাদিতে**—ঢাকিতে, বন্ধ করিতে। **রাণ্ডী**—বিধবা। **তপস্বিনী**—ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত-পরায়ণা। **তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী**—বিধবাটি সুন্দরী এবং যুবতী, ইহাই তাহার দোষ। সৌন্দর্য্য এবং যৌবন অবশ্যই স্বরূপতঃ দোষের বিষয় নহে; কিন্তু সুন্দরী এবং যুবতী বিধবার সংস্রবে আসাটা দোষের, বিধবার সৌন্দর্য্য এবং যৌবন স্থল-বিশেষে তাহার পক্ষে এবং অপরের পক্ষে চরিত্র-হীনতা-রূপ দোষের হেতু হইতে পাবে বলিয়াই এস্থলে তাহার সৌন্দর্য্য এবং যৌবনকে তাহার দোষ-মধ্যে ধরা হইয়াছে। **পরম যুবা**—পূর্ণ যৌবন যাহার। **কানাকানি বাতে**—কানাঘুষা করিয়া যে-সব কথা বলা হয়। **অবসর—**সুযোগ।

এস্থলে একটি বিষয় বিবেচ্য এই যে, প্রভুকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা হইল, অথচ মুখর লোক তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কানাঘুষাও করিতে পারে, ইহাও বলা হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কুকথা উঠাইয়া মহামুখর লোকও কিরূপে কানাঘুষা করিতে পারে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যদ্বারাই তো তিনি মুখর লোকের মুখ সকলের অজ্ঞাত-সারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের আচরণ লইয়া কানাঘুষা করিলেও ঈশ্বরের তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তর—প্রথমতঃ, ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইলেও এবং জীব সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য হইলেও জীবের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে জীব ঈশ্বর-সম্বন্ধেও সমালোচনা করিতে পারে। আবার কোনও কোনও সংসারাবদ্ধ জীব নানাবিধ অপরাধে পতিত হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, অপর জীব-সম্বন্ধে তাহারা অনেক অসঙ্গত আলোচনা তো করেই, স্বয়ংভগবানের নিন্দা করিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করে না; অপরাধের ধর্ম্মই এই যে, একটা অপরাধ দশটা অপরাধকে টানিয়া আনে।

এতবলি দামোদর মৌন করিলা।
অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি হাসি বিচারিলা॥ ১৭
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদরসম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥ ১৮
এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
আরদিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥ ১৯
প্রভু কহে—দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা॥ ২০
তোমা বিনা তাহেঁ রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছিদ্রেম্বনর্থাবহুলীভবন্তি। বিশেষতঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান হইলেও এমন কোনও কোনও মায়াবদ্ধজীবও থাকিতে পারে, যাহারা তাঁহাকে স্বয়ংভগবান বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়াই আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারে তাই তাহারা অপর লোকের যেমন সমালোচনা করে, প্রভু সম্বন্ধেও তদ্রূপ সমালোচনা করিতে পারে। প্রভুর লীলা অনেক স্থলে লৌকিক-লীলা বলিয়া এই জাতীয় সমালোচনার সম্ভাবনা আরও বেশী। দ্বিতীয়তঃ—তিনি স্বয়ংভগবান বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও আলোচনায় তাঁহার ক্ষতি অবশ্যই হইত না, কিন্তু লোকের ক্ষতি হইত, যাহারা আলোচনা করিত, তাহাদের ভগবন্নিন্দাজনিত অপরাধ হইত, আর যাহারা প্রভুর লোক-লীলাকে আদর্শ বলিয়া মনে করে তাঁহাদের ক্ষতি হইত।

জীব-শিক্ষাই প্রভুর লীলার একটি উদ্দেশ্য। জীব শিক্ষার জন্য কুসুম-কোমল হৃদয় ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু বজ্র কঠোর-হৃদয় হইয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছোট-হরিদাসকে বর্জন করিলেন—স্ত্রীলোকের সংশ্রব সাধকের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা দেখাইলেন। কেবল ছোট হরিদাসের উপর দিয়া এই বিষয় শিক্ষা দিয়াই যে প্রভু ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে নিজের উপর দিয়াও শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্পের ফলেই বোধ হয় দামোদরের বাক্য-দণ্ড লীলা। ছোট হরিদাসের দৃষ্টান্তে দেখাইলেন—স্ত্রীসম্ভাষণের অপকারিতা, তারপর, অন্য-স্ত্রীতে প্রীতি—এমন কি স্ব স্ত্রীতেও আসক্তি তো দূরের কথা, স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত কোনও বস্তুতে প্রীতিও যে সাধকের পক্ষে অনিষ্টজনক, তাহা দেখাইবার জন্যই প্রভু ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে নিজের প্রতি প্রীতি প্রকট করিলেন, তৎপরে তাহার প্রতি প্রভু নিজের প্রীতি প্রকটন করিয়া দামোদরের দ্বারা নিজেকে শাসন করাইলেন। এই একটি ব্যাপারে প্রভু অনেকটী বিষয় শিক্ষা দিলেন,—স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত জিনিষের প্রতি প্রীতির দোষ নিজের ভক্ত-বাৎসল্য, গাঢ় কেবল-প্রেমের ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ গাঢ় প্রেমের প্রভাবে একান্ত ভক্ত যে স্বীয় প্রভুকেও শাসন করিতে পারেন, তাহা এবং নিরপেক্ষতার গুণ—এতগুলি বিষয় শিক্ষা দিলেন।

১৭-১৮। অন্তরে সন্তোষ—দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। দামোদরের শুদ্ধ প্রীতিই প্রভুর সন্তোষের হেতু। **ইহাকে কহিয়ে** ইত্যাদি—যে-প্রেমের প্রভাবে ভক্ত স্বীয় প্রভুর অপযশ-আদি আশঙ্কা করিয়া স্বীয় প্রভুকেও শাসন করিতে পারেন, সেই প্রেমই শুদ্ধ প্রেম। ইহা মদীয়তাময়-ভাবের চরম পরিণতি। **শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ**—বিশুদ্ধ প্রেমের বিলাস বা ক্রিয়া। কামগন্ধহীন প্রেমকেই শুদ্ধ প্রেম বলে। **অন্তরঙ্গ**—অত্যন্ত প্রিয়। যে অন্তরের কথা জানে, তাহাকে অন্তরঙ্গ বলে। এই বাক্য-দণ্ড-লীলায় প্রভুর আন্তরিক উদ্দেশ্যই ছিল, স্ত্রীলোকের সম্পর্কিত বস্তুতে নিজের প্রীতি প্রকটিত করিয়া দামোদরের দ্বারা নিজের শাসন করান। দামোদর ঐ উদ্দেশ্যানুরূপ শাসন করাতেই—এই শাসন প্রভুর হৃদ্গত ভাবের পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয় প্রভু বিশেষভাবে তাহাকে অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন, ইহাও "অন্তরঙ্গ" শব্দের একটি ব্যঞ্জনা।

২১। তাহেঁ—সেই স্থানে; নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার গৃহে। **যাতে**—ত্রুটী দেখিয়া তুমি যখন আমাকেই সাবধান করিলে, তখন অপর যে-কোনও ব্যক্তিকেই তুমি ত্রুটীর জন্য শাসন করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। **সাবধান**—সতর্ক।

তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥ ২২
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়। ২৩
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে॥ ২৪
মধ্যে মধ্যে কভু আসি আমার দর্শনে।
করি শীঘ্র পুন তাহাঁ করিহ গমনে॥ ২৫
মাতাকে কহিহ মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥ ২৬
'নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে'॥ ২৭
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ॥ ২৮
'বারবার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। **নিরপেক্ষ**—উচিত কথা বলিতে, কি উচিত কাজ করিতে যে কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহাকে নিরপেক্ষ বলে। **আমার গণে**—আমার পরিকরগণের মধ্যে।

নিরপেক্ষ না হৈলে ইত্যাদি—নিরপেক্ষ না হইলে নিজের ধর্ম্মরক্ষা করা যায় না। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন যেন, প্রাতঃকালে আমার হরি-নামাদি করার সময়। ঐ সময়ে যেন একজন বড়লোক কোনও বিষয় কার্য্যবশতঃ আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। আমি যদি নিরপেক্ষ হই, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আলাপাদিতে সময় নিয়োজিত না করিয়া আমি আমার নিত্য কর্ম্ম হরিনামাদিই করিতে যাইব। কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না হই তাহা হইলে তিনি বড়লোক বলিয়া চক্ষুলজ্জাবশতঃ, কিম্বা তাঁহার প্রতি অমর্য্যাদার আশঙ্কায় তাঁহার নিকটে বসিয়াই কথাবার্ত্তা বলিব, কি তাঁহার অভীষ্ট কাজটী করিব। এইরূপ করিতে করিতে হয়তো আমার নিত্য-কর্ম্মের সময়ই অতীত হইয়া যাইবে তারপর হয় ত পেটের দায়ে আমাকে বিষয়-কর্ম্মে যোগ দিতে হইবে—ঐ দিন আমার নিত্যকর্ম্মই হয়তো অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে। কাহারও আদেশে বা কাহারও ব্যবহারিক মর্য্যাদাহানির ভয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করাও ধর্ম্মহানির আর একটী দৃষ্টান্ত। তাই প্রভু বলিয়াছেন, নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মরক্ষা করা যায় না।

২৪। **মাতার গৃহে**—নবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার গৃহে। **তোমার আগে**—তোমার সাক্ষাতে। **কারও**—কাহারও। **স্বচ্ছন্দাচরণে**—নিজের ইচ্ছানুরূপ আচরণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণে যাঁহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও স্বচ্ছন্দাচরণ থাকে, তবে তাহার কথাই প্রভু উল্লেখ করিতেছেন (৩।৩।৪৩-৪৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। মাতার চরণে থাকিবার জন্য আদেশ করার হেতু—প্রভুর কথা বলিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্দ্ধন করা। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

২৫। **তাহাঁ**—শচীগৃহে।

২৬। **মোর সুখ-কথা**—আমি খুব সুখে আছি, একথা বলিয়া মাতাকে সুখী করিও।

২৭। প্রভু দামোদরকে বলিলেন—দামোদর, তুমি মাতাকে বলিও "মা, সর্ব্বদা প্রভুর কথা তোমাকে শুনাইবার জন্যই প্রভু আমাকে তোমার চরণে পাঠাইয়াছেন।" **নিজকথা**—প্রভুর নিজের কথা। **তোমারে**—শচীমাতাকে।

২৮। **গুহ্যকথা**—গোপনীয় কথা। এই গোপনীয় কথাটী পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে—"বার বার আসি" হইতে 'তোমার নিকট নেওয়ায়" ইত্যাদি পর্য্যন্ত ২৯-৩৮ পয়ারে।

তাঁরে—শচীমাতাকে।

২৯। **বারবার আসি আমি**—আবির্ভাবে যায়েন।

ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্বপ্ন করি মান ॥ ৩০
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা পিঠা-ব্যঞ্জন-ক্ষীর-পায়স রান্ধিলা ॥ ৩১
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমাস্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩২
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাইএ দেখি তোমার বড় সুখ হৈল ॥ ৩৩
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত।
স্বপন দেখিল যেন নিমাঞি খাইল ভাত ॥ ৩৪
বাহ্য-বিরহ-দশায় পুন ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল—এইসব জ্ঞান হৈল ॥ ৩৫
পাকপাত্রে দেখ—সব অন্ন আছে ভরি।
পুন ভোগ লাগাইলে স্থান সংস্কার করি ॥ ৩৬
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে আমা করে আকর্ষণ ॥ ৩৭
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
তোমার নিকটে নেওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৮
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
আমার নাম লঞা তার বন্দিহ চরণ' ॥ ৩৯
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল ॥ ৪০
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪১
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল ॥ ৪২
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সভে করে সঙ্কোচ-ব্যবহার ॥ ৪৩
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০। **স্বপ্ন করি মান**—স্বপ্ন বলিয়া মনে কর। সাক্ষাৎ ভোজন করিতেছি বলিয়া মনে কর না। "স্বপ্ন"-স্থলে "স্ফূর্ত্তি"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন কেন? **বাহ্যবিরহে**—বাহিরে প্রভুর বিরহে। বহির্দৃষ্টিতে প্রভু আছেন নীলাচলে, আর শচীমাতা আছেন নবদ্বীপে, সুতরাং একজন আর একজনের নিকটে নাই, ইহাই বাহিরে বিরহ। যখন প্রভুকে নিজের গৃহে আহারাদি করিতে দেখেন, তখন শচীমাতা মনে করেন—"নিমাই তো নীলাচলে, এস্থানে তাঁহার আহার করা তো সম্ভব নয়, তবে বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।"

৩৫। **বাহ্য-বিরহ-দশায়**—বাহ্যস্মৃতি হইল বিরহদুঃখের উদয়ে। **ভ্রান্তি হইল**—ভোগ লাগানোর কথা, আমার ভোজনের কথা, সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। এই ভ্রমবশতঃ শচীমাতার মনে হইল, তিনি যেন কৃষ্ণের ভোগই লাগান নাই।

৩৬। **সব অন্ন আছে ভরি**—শচীমাতা দেখিলেন, পাক-পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অথচ পূর্ব্বে পাত্র খালি করিয়া সমস্ত-দ্রব্যই কৃষ্ণের ভোগে দিয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহা মিথ্যা নহে, অতিরঞ্জিতও নহে, ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতেই এই সমস্ত হইয়া থাকে। **স্থান সংস্কার করি**—গোময়-গঙ্গাজলাদি-দ্বারা ভোগের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া।

৩৯। **তাঁর**—মাতার। **বন্দিহ**—বন্দনা করিও, দণ্ডবৎ করিও।

৪০। **পৃথক পৃথক**—মাতাকে দেওয়ার জন্য এক ভাগে, আর বৈষ্ণবদিগকে দেওয়ার জন্য এক ভাগে প্রসাদ দিলেন।

৪২। **আচার্য্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **পণ্ডিত**—দামোদর পণ্ডিত।

৪৩। **স্বাতন্ত্র্য**—স্বচ্ছন্দাচরণ; নিজের ইচ্ছামত আচরণ।

এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাজে অজ্ঞান-পাষণ্ড ॥ ৪৫
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৬
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৭
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৮
"হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহা দুরাচার ॥ ৪৯
ইহাসভার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ॥" ৫০
হরিদাস কহে—প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫১
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বোল কহে নামাভাসে ॥ ৫২
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম' 'হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥ ৫৩
যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৫। **ভাজে**—পলায়ন করে। "ভাগে"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

অজ্ঞান পাষণ্ড—অজ্ঞতাবশতঃ যাহারা পাষণ্ডের ন্যায় আচরণ করে, স্ত্রীলোকের সংস্রবে যায়, কি অপরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, দামোদরের বাক্যদণ্ডের কথা শুনিলে তাহারাও শোধরাইয়া যায়।

৪৮। **গোষ্ঠী**—ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণ কথা।

৪৯। **যবন অপার**—অসংখ্য যবন (মুসলমান)।

৫০। **এ দুঃখ অপার**—সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্যই প্রভুর অবতার, কিন্তু যবনদিগের উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে।

৫১। **সংসার**—সংসার-বন্ধন।

৫২। **হারাম হারাম** ইত্যাদি—যাবনিক "হারাম"-শব্দের অর্থ শূকর, যবনদিগের নিকটে শূকর অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু, তাই কোনও খারাপ জিনিস দেখিলে বা কোন খারাপ কথা শুনিলে তাহারা ঘৃণাসূচক "হারাম"-শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, "হারাম"-শব্দের মধ্যে "রাম"-শব্দ আছে বলিয়া "হারামের' উচ্চারণে নামাভাস হয়, এই নামাভাসেই তাহাদের সংসার মুক্তি হইবে। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫৩। **মহাপ্রেমে**—প্রেমিক ভক্ত অত্যন্ত প্রীতির সহিত "হা রাম," বলিয়া রামকে ডাকেন। যবনও সেই প্রেমবাচক 'হারাম' শব্দই উচ্চারণ করে, অবশ্য 'রাম'কে লক্ষ্য করিয়া তাহারা 'হারাম' বলে না, শূকরকে লক্ষ্য করিয়াই বলে, তাহাতেই নাম না হইয়া নামাভাস হয়।

৫৪। এই পয়ারে নামাভাসের অর্থ করিতেছেন।

অন্য সঙ্কেতে—নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যদি নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে নাম না হইয়া নামাভাস হয়। অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যু-সময়ে তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে, বৈকুণ্ঠের নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য না থাকায়, পুত্রের প্রতিই লক্ষ্য থাকায় "নারায়ণ"-শব্দে নারায়ণের নাম উচ্চারণ হইল না, পরন্তু নামাভাস হইল। **তথাপি** ইত্যাদি—নাম না হইয়া নামাভাস হইলেও নামের শক্তি নষ্ট হয় না। নামীর প্রতি লক্ষ্য থাকুক বা নাই থাকুক, যে-কোনও প্রকারে নামটি উচ্চারিত হইলেই নাম তাহার ফল (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২

অজামিল পুত্র বোলায় বলি 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি ছোড়ায় তাহার বন্ধন॥ ৫৫
'রাম' দুই অক্ষর ইহাঁ নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

দংষ্ট্রিণঃ বরাহস্য দ্রংষ্ট্রেণ দন্তেন আহতো ম্লেচ্ছঃ যবনঃ হারামিতি পুনঃ পুনঃ বারং বারং উক্ত্বাপি উচ্চারণং কৃত্বা অপি মুক্তিং বৈকুণ্ঠবসতিম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্তিকরণভূতয়া গৃণন্ সন্ মুক্তিঃ প্রাপ্যা ইতি কিং বক্তব্যম্। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (বৃহদ্দন্ত-বিশিষ্ট শূকরের দন্তদ্বারা আহত) ম্লেচ্ছঃ (যবনব্যক্তি) পুনঃ পুনঃ (বারম্বার) হারাম ইতি (হারাম—এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) অপি (ও) মুক্তিং (মুক্তি) আপ্নোতি (লাভ করে) কিং পুনঃ (কি আবার) শ্রদ্ধার সহিত) গৃণন্ (কীর্ত্তনকারী)।

অনুবাদ। বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট শূকরের দন্তদ্বারা আহত যবনব্যক্তি বারম্বার "হারাম হারাম"-শব্দ উচ্চারণ করিয়াও যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে-মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? ২

৫২-৫৪ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫। অজামিলের কথা বলিয়া নামাভাসের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। নামাভাসেই মুক্তি হয়।

ইহার হেতু এই; যে-ব্যক্তি, যে-কোনও ভাবে হউক, শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে "আমার" বলিয়া ভাবেন, তৎক্ষণাৎই সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১০॥" ভগবান্ যাহাকে তাঁহার "নিজ" বলিয়া মনে করেন, তাঁহার আর কোনও বন্ধন থাকিতে পারে না, তাই পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ-পূরণার্থেই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, যে-কোনও প্রকারে ভগবান্ নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ-শ্লোকনাম যৎ। সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৮॥" এ-সকল শাস্ত্রবচন নামাভাসের মুক্তিদায়কত্ব প্রমাণ করিতেছে।

বিষ্ণুদূত আসি—অজামিল ছিলেন অত্যন্ত পাপাসক্ত; তাই তাঁহার দেহত্যাগ-সময়ে তাঁহাকে যমালয়ে নেওয়ার নিমিত্ত যমদূতগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অজামিলের হৃদয়-মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় বিষ্ণুদূতগণ উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। নামাভাসে অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায়, তাঁহার উপর বিষ্ণুদূতগণেরই অধিকার হইল, যমদূতগণের আর কোনও অধিকার রহিল না; ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বন্ধন—যমদূতগণের হস্তে পাপ-বন্ধন।

৫৬। যবনের মুখে 'হারাম'-শব্দ নামাভাস হইলেও ইহার যে একটি বিশিষ্টতা আছে, তাহা বলিতেছেন।

'রাম' দুই অক্ষর—"হারাম"-শব্দের অন্তর্ভুক্ত 'রাম'-শব্দের দুইটি অক্ষর। **ইহাঁ**—'হারাম'-শব্দের মধ্যে। **ব্যবহিত**—ব্যবধানে স্থিত, পরস্পর দূরে স্থিত।

'হারাম'-শব্দের অন্তর্গত যে-রাম 'শব্দ' তাহাতে 'রা' ও 'ম' এই দুইটি অক্ষর কাছাকাছি আছে। 'ম' অক্ষরটি 'রা'-অক্ষর হইতে দূরে অবস্থিত নহে—এই দুইটি অক্ষরের মধ্যে অন্য কোনও অক্ষর বা শব্দ নাই। অন্য কোনও অক্ষর

নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ৫৭

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৮৯)—
পদ্মপুরাণবচনম্—
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এতদেব পরিপোষয়ন নামকীর্ত্তনে লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাগ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি। স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি। শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ-নারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

রা শব্দমধ্যে থাকার দরুণ 'রা'-অক্ষরটি 'ম'-অক্ষর হইতে যদি দূরেও অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও 'রাম'-শব্দের ফল (মুক্তিদায়কত্ব) নষ্ট হয় না। যেমন 'রাজমহিষী'-শব্দে 'রা' ও 'ম'-এর মধ্যে 'জ'-অক্ষরটি আছে, তথাপি 'রাজমহিষী'-শব্দ উচ্চারণ করিলেই 'রাম'-শব্দ উচ্চারণের ফল পাওয়া যাইবে। "হারাম"-শব্দে দুইটি অক্ষরই একসঙ্গে আছে, সুতরাং ঐ শব্দের উচ্চারণেই যে যবনদিগের মুক্তিলাভ হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই—ইহা একটি বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব এই যে ঐ 'রাম' শব্দের পূর্ব্বে 'হা' শব্দটী আছে, এই 'হা'-শব্দে উচ্চারণকারীর প্রেম সূচিত হয়। সুতরাং 'হারাম' শব্দ প্রেমবাচক 'হারাম'-শব্দেরই আভাস তাই এই 'হারাম'-শব্দটি যাহারা উচ্চারণ করে, তাহাদের মুক্তি-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **প্রেমবাচী**—যাহা দ্বারা প্রেম বুঝা যায়। ভক্ত অত্যন্ত প্রেমের সহিত 'রাম'কে 'হা রাম' বলিয়া ডাকেন। 'হা' শব্দটিদ্বারা রামের উপাসক ভক্তের রামের প্রতি প্রেম সূচিত হইতেছে। এজন্য 'হা'-শব্দকে প্রেমবাচী বলা হইয়াছে। **তাহাতে**—ঐ 'হা রাম' শব্দে। **ভূষিত**—অলঙ্কৃত। রাম-শব্দের পূর্ব্বে 'হা'-শব্দ থাকাতে 'রাম' শব্দের শোভা (মাহাত্ম্য) বর্দ্ধিত হইয়াছে—যেমন অলঙ্কারদ্বারা দেহের শোভা বৃদ্ধি হয়।

৫৭। নামের অক্ষর সমূহের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, অক্ষর সমূহের মধ্যে অন্য অক্ষর বা শব্দ থাকার দরুণ অক্ষরগুলি পরস্পর দূরে সরিয়া পড়িলেও নাম তাহার ফল দান করিবে। যেমন 'পরাবিদ্যার মহিমা" এ-স্থলে "রা" ও 'ম"-এর মধ্যে "বিদ্যার"-শব্দটী আছে, তাহাতে "রা" ও "ম"-অক্ষর দুইটী পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত, এমতাবস্থায়ও 'পরাবিদ্যার মহিমা" শব্দটী উচ্চারণ করিলেই "রাম"-শব্দ উচ্চারণের (নামাভাসের) ফল পাওয়া যাইবে। ইহা শাস্ত্রবাক্য এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি-তর্ক সঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **নামের অক্ষর**-শ্রীভগবানের যে-কোনও একটী নামের অক্ষর। **এই ত স্বভাব**—এইরূপেই স্বরূপগত ধর্ম্ম। **ব্যবহিত**—দূরস্থিত। কোনও কোনও গ্রন্থে **"অব্যবহিত"** পাঠও আছে অব্যবহিত অর্থ অদূরস্থিত, একসঙ্গে স্থিত। **আপন প্রভাব**—নিজের ধর্ম্ম মুক্তি-দায়কত্ব।

পরবর্ত্তী "নামৈকং যস্য বাচি" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, ভগবানের একটী নাম যাহার মুখে উচ্চারিত হয়, কি কানে প্রবেশ করে, অথবা কোনওরূপে স্মরণ-পথে উদিত হয়, সেই নামটী শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, নামের অক্ষরগুলি এক সঙ্গেই থাকুক, কিম্বা পরস্পর হইতে ব্যবধানেই থাকুক, তাহাতেই তাহার পাপ নষ্ট হইবে, সংসারক্ষয় হইবে (পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু "তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, ঐ নাম যদি দেহ, গেহ, ধন জনাদির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত বা শ্রুত কি স্মৃত হয়, তাহা হইলে ঐ নাম শীঘ্র তাহার ফল প্রদান করে না। ঐ নাম যে নিষ্ফল হয় তাহা নহে, তবে ফল পাইতে বিলম্ব ঘটে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। একং নাম (একটী নাম—ভগবানের যে-কোনও একটী নাম) যস্য (যাহার—যে-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তেন বহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োঃ বৃত্ত্যা হরীতি নামান্তরেব, তথা রাজমহিষী ত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতম ইত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম: কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণম ইত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতম ইত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারযত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশুন সিধ্যতীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ। শ্রীসনাতন। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যক্তির) বাচি (বাক্যে—বাগিন্দ্রিয়ে) গতং (গত—প্রবৃত্ত হয়), স্মরণপথগতং (কিম্বা স্মরণপথগত হয়—মনকে স্পর্শ করে) শ্রোত্রমূলং গতং বা (অথবা কর্ণগোচর হয়)— শুদ্ধ (ঐ নাম শুদ্ধই হউক) অশুদ্ধবর্ণং বা (কিম্বা অশুদ্ধবর্ণই হউক) ব্যবহিতরহিতং (কিম্বা, নামের অক্ষরগুলি পরস্পর অব্যবহিত হউক—অথবা, নামের অক্ষরগুলি পরস্পর ব্যবহিতই হউক এবং নামটী শেষাংশবর্জ্জিতই হউক) তৎ (তাহা—সেই নাম) তারয়তি এব (সেই লোককে উদ্ধার করেই—সকল পাপ হইতে, এবং সংসারবন্ধন হইতে সেই ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করে) , সত্যম (ইহা সত্য) , তৎ (সেই নাম) চেৎ (যদি) দেহ দ্রবিণ জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে (দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে—অথবা দেহ, ধন এবং জনতাদির নিকট হইতে সুখ্যাতির নিমিত্ত) নিক্ষিপ্তং (বিন্যস্ত বা কৃত—হয়), বিপ্র (হে বিপ্র)। অত্র (ইহলোকে) শীঘ্রং (শীঘ্র) ফলজনকং (ফলদায়ক) ন এব (হয়ই না)।

অনুবাদ। ভগবানের যে কোনও একটী নাম যদি কাহারও বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত হয়, অথবা মনকে স্পর্শ করে, কিম্বা কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে—ঐ নাম শুদ্ধবর্ণই হউক, বা অশুদ্ধবর্ণই হউক, কিম্বা নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর অব্যবহিত (অথবা পরস্পর ব্যবহিত এবং নামটি যদি শেষাংশবর্জ্জিতও) হয়, তাহা হইলেও—সেই নাম নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে ও সংসার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কিন্তু যদি সেই নাম দেহ ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডিমধ্যে বিন্যস্ত হয় (অথবা যদি সেই নাম, দেহ ধন এবং জনতাদির নিকট হইতে সুখ্যাতি পাওয়ার নিমিত্ত কৃত হয়) তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না (বিলম্বে ফলজনক হয়)। ৩

শ্রীভগবানের অসংখ্য নাম তন্মধ্যে যে কোনও একটী নাম যদি কাহারও **বাচিগতম্** বাক্যমধ্যে আগত হয়, কথাপ্রসঙ্গেও বাক্যমধ্যে প্রবৃত্ত বা উচ্চারিত হয়, কিম্বা **স্মরণপথগতম্**—স্মরণপথে উদিত হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও মনকে স্পর্শ করে, কিম্বা **শ্রোত্রমূলং গতং বা**—অন্যকর্ত্তৃক উচ্চারণ কালেও শ্রুত হয় তাহা হইলে সেই (উচ্চারিত, শ্রুত বা স্মরণপথগত) নামই—তাহা **শুদ্ধম্**—শুদ্ধই হউক, কি **অশুদ্ধবর্ণং** বা—অশুদ্ধবর্ণই হউক, **ব্যবহিত-রহিতম্**—ব্যবহিত (শব্দান্তর বা অক্ষরান্তরদ্বারা যে ব্যবধান, তদ্দ্বারা) রহিত, তদ্রূপ ব্যবধানশূন্য সেই নামের অক্ষরগুলি পরস্পর অব্যবহিত হইলে, নামের অক্ষরগুলির মধ্যে মধ্যে অন্য শব্দ বা অক্ষর অবস্থিত থাকিয়া নামের অক্ষরগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিলে, নামের যে অক্ষরের অব্যবহিত পরে যে অক্ষর থাকিলে নামটী বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ঠিক সেই অক্ষরের পরে সেই অক্ষর থাকিলে , অথবা—ব্যবহিত (শব্দান্তর বা অক্ষরান্তরদ্বারা ব্যবধানপ্রাপ্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য) এবং রহিত (শেষাংশ বর্জ্জিত নাম-উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া কতক অংশ উচ্চারণের পরে কোনও কারণে অন্য কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, তাহার উচ্চারণের পরে, নামের বাকী অংশ উচ্চারিত না হইলেও, এইরূপে নাম অঙ্গহীন হইলেও), তাহা সেই ব্যক্তিকে পাপ ও সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে , (কিন্তু নাম-সেবনের মুখ্য ফল সদ্য পাওয়া যায় না) , এইরূপই নামের

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ॥ ৫৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৫১)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং

শ্রদ্ধারজ্যন্মতি রতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ ॥

প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-

রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তং নির্ব্যাজমিতি প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীবিদুরোপদেশঃ। নাম্নি চাভাসত্বম। নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ-পথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাঽশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যমিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম। শ্রীজীব ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপূর্ব্ব মহিমা, কিন্তু এতাদৃশ নামও যদি **দেহ-দ্রবিণ-জনতা** লোভ-পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্তম—দেহ (শরীর, দৈহিক সুখাদি), দ্রবিণ (অর্থ), জনতা (জনতাদিতে, প্রতিষ্ঠার জন্য) লোভ আছে যাহাদের, তাদৃশ পাষণ্ডগণের মধ্যে ন্যস্ত হয়—দৈহিক সুখাদি বা অর্থাদি লাভের উদ্দেশ্যে যদি কেহ ভগবন্নামের ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেইনাম শীঘ্র ফলদায়ক হয় না, কিন্তু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামীর টীকানুযায়ী অর্থ। কিন্তু এই বিলম্বের হেতু কি? নামাপরাধই বোধ হয় এই বিলম্বের হেতু, যে পর্য্যন্ত নামাপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত নামের ফল পাওয়া যাইবে না, নামাপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই ফল পাওয়া যাইবে তাই ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বিলম্ব। ম শ্রী ॥ ১৫১৭ ক (৫) অ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই নামাপরাধ কি পূর্ব্বসঞ্চিত, না কি নূতন? পূর্ব্বসঞ্চিত নামাপরাধও থাকিতে পারে কিন্তু দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তন করাতেও নূতন করিয়া নামাপরাধ হইতে পারে (পরবর্ত্তী ।৩।১৭৭ পয়ারের টীকায় (ণ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৫৭। পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৮। নামাভাসেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। হন্ত (অহো)। যন্নামভানোঃ (যাঁহার নামরূপ সূর্য্যের) আভাসঃ অপি (আভাসমাত্রও) অন্তঃকরণকুহরে (অন্তঃকরণ-গহ্বরে) প্রোদ্যন্ (উদিত হইয়া) মহাপাতক-ধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকরূপ অন্ধকার-রাশিকে) ক্ষপয়তি (বিনষ্ট করে), গুণনিধে (হে গুণনিধে)। শ্রদ্ধারজ্যন্মতিং (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ উল্লসিতচিত্ত হইয়া), পাবনানাং পাবনং (পাবনেরও পাবন) তং উত্তমঃশ্লোকমৌলিং (সেই উত্তমঃশ্লোক-শিরোভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে) অতিতরাং (অত্যন্তরূপে) নির্ব্যাজং (অকপটভাবে) ভজ (ভজন কর)।

অনুবাদ। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুর বলিলেন—যাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাস মাত্রও অন্তঃকরণ গহ্বরে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকার-রাশিকে বিনষ্ট করে, হে গুণনিধে। পাবনেরও পাবন এবং উত্তম শ্লোকগণের শিরোভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে—অকপট ভাবে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসক্ত চিত্ত হইয়া ভজন কর। ৪

যন্নামভানোঃ—যাঁহার (যে ভগবানের) নামরূপ ভানুর (সূর্য্যের) **আভাসঃ অপি**—(কিরণও) **অন্তঃকরণকুহরে**—অন্তঃকরণ (চিত্ত) রূপ কুহরে (গহ্বরে) **প্রোদ্যন্** (উদিত হইয়া) **মহাপাতকধ্বান্তরাশিং**—মহাপাতকরূপ ধ্বান্ত (অন্ধকার) রাশিকে ধ্বংস করে। (এস্থলে ভগবন্নামকে সূর্য্যের সঙ্গে, নামাভাসকে সূর্য্যের কিরণের সঙ্গে, চিত্তকে গুহার সঙ্গে এবং মহাপাতককে অন্ধকার রাশির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্যতো দূরের কথা, সূর্য্যের কিরণও যদি গুহায় প্রবেশ করে, তাহাহইলে গুহাস্থ অন্ধকাররাশি যেমনবিদূরিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম তো দূরের কথা, নামাভাসও যদি চিত্তে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও জীবের মহাপাতকরাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়। এতাদৃশ যাঁহার নামের মহিমা) সেই ভগবানকে **নির্ব্যাজং**—নির্নাস্তি (নাই) ব্যাজ (ছলন বা কপটতা) যাহাতে, তদ্রূপভাবে, অকপট ভাবে, স্বসুখ-বাসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎ-প্রীতিকাম হইয়া **অতিতরাং**—বিশেষরূপে ভজন কর—**শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ সন্**—শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস)-হেতু রজ্যন্তী (উল্লাসবতী)

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৫৯

তথাহি (ভা. ৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫

নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।

শ্রীভাগবতে তাহাঁ অজামিল সাক্ষী ॥ ৬০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ম্রিয়মাণঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মতি (বুদ্ধি) যাঁহার, তাদৃশ হইয়া, দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ ভজন-বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত উল্লাস, তাদৃশ হইয়া ভগবানের ভজন করিবে। সেই ভগবান্ কিরূপ? **পাবনং পাবনানাং**—পাবনদিগেরও পাবন; তীর্থস্থানাদির পাবনত্ব বা গঙ্গাদির পাবনত্ব যাহা হইতে পাওয়া যায়, সেই ভগবান্; পবিত্রতাসাধক যত বস্তু আছে, তৎসমস্তের পবিত্রতার মূল উৎস হইলেন ভগবান্, তাই তাঁহার নামাভাসেও জীবের চিত্ত পবিত্র হইতে পারে। **উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্**—উৎ (উদ্‌গত বা দূরীভূত) হয় তমঃ (তমোগুণ) যাঁহাদের শ্লোক (গুণমহিমাকীর্ত্তনাদি) হইতে, তাঁহারা উত্তমঃশ্লোক, তাঁহাদের মৌলী (মস্তক বা শিরোভূষণ) যিনি, তাঁহাকে। যাঁহাদের গুণকীর্ত্তনের প্রভাবেই চিত্তের মলিনতাসম্পাদক তমোগুণ দূরীভূত হয়, তাদৃশ ভুবনপাবন-মহাত্মাদেরও শিরোভূষণতুল্য হইলেন শ্রীভগবান্, তাই তাঁহার ভজনের কথা তো দূরে, তাঁহার নামাভাসেও জীবের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে। ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮। পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৯। নামাভাস হইতে সংসারে আসক্তি নষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

সংসারের ক্ষয়—দেহ, গেহ, ধন, জন, স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তির ক্ষয়।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখে পতিত) অজামিলঃ অপি (অজামিলও—মহাপাতকী হইয়াও) পুত্রোপচারিতং (পুত্রকে ডাকিবার ছলে) হরেঃ (হরির—নারায়ণের) নাম (নাম) গৃণন্ (উচ্চারণ করিয়া) ধাম (বৈকুণ্ঠধাম) অগাৎ (প্রাপ্ত হইয়াছিল), কিং উত (কি আর বলা যায়) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) গৃণন্ (কীর্ত্তনকারী —কীর্ত্তনকারী যে বৈকুণ্ঠধাম পাইবে)?

অনুবাদ। মহাপাতকী-অজামিলও যখন মৃত্যু-সময়ে পুত্রকে ডাকিবার ছলে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে অনায়াসেই বৈকুণ্ঠলাভ হইবে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে? ৫

কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু এক দাসীতে আসক্ত হইয়া তাহার সংসর্গে তাঁহার অধঃপতন হইয়া গেল, চৌর্য্য, বঞ্চনাদি দ্বারাই তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ঐ দাসীর গর্ভে তাঁহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল; কনিষ্ঠটীর নাম ছিল নারায়ণ, এই নারায়ণের প্রতি অজামিল অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। অজামিল যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেন, যখন তিন জন ভীষণদর্শন যমদূত তাঁহাকে বাঁধিয়া নেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন; তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া অদূরে ক্রীড়ারত স্বীয় প্রিয়পুত্রকে অজামিল ডাকিতে লাগিলেন। পুত্রকে ডাকিবার উপলক্ষ্যে "নারায়ণের" নাম উচ্চারিত হওয়াতে নামাভাস হইল; তাহাতেই অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল; তাই তাঁহাকে নেওয়ার জন্য বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপনীত হইলেন। নরকের পরিবর্ত্তে অজামিল পরে বৈকুণ্ঠে নীত হইলেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১।২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫-পয়ারের এবং ৩।৩।১৭৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৬০। **শ্রীভাগবতে**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১।২ অধ্যায়ে। **তাহাঁ**—সেই বিষয়ে; নামাভাসেও যে মুক্তি হয়, সেই বিষয়ে। **অজামিলসাক্ষী**—অজামিলের উপাখ্যানই প্রমাণ। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে—॥ ৬১
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম।
ইহাসভার কি প্রকারে হইবে মোচন ? ॥ ৬২
হরিদাস কহে—প্রভু ! যাতে এ কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৩
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ ॥ ৬৪
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

৬১-৬২। নামাভাসে যবনদিগের মুক্তি হইবে শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল। ইহার পরে প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, যাহারা কোনওরূপে নাম উচ্চারণ করিতে পারে, নামের গুণে বা নামাভাসের গুণে তাহাদের মুক্তি হইতে পারে, সত্য। কিন্তু যাহারা উচ্চারণ করিতে পারে না,—যেমন বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীব, কৃমি-কীটাদি, পশু-পক্ষী-আদি জঙ্গমজীব—ইহারা তো নাম উচ্চাচরণ করিতে পারে না, ইহাদের কি গতি হইবে ?"

স্থাবর—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, যেমন বৃক্ষ-লতাদি।

জঙ্গম—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে, যেমন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মনুষ্য প্রভৃতি। এস্থলে, যাহাদের কথা বলিবার শক্তি নাই, সুতরাং ভগবানের নাম উচ্চারণের শক্তি নাই, এইরূপ জঙ্গম-জীবের কথাই বলিতেছেন ; মনুষ্যের কথা নহে।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাদি সমস্তই জীব। মানুষ যেমন একটী জীব, ক্ষুদ্র কীটাণুটীও তদ্রূপ একটী জীব, ক্ষুদ্র-তৃণটীও তদ্রূপ একটী জীব। জীব কর্ম্ম-ফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে, স্বরূপতঃ একজন মানুষ ও একটী ক্ষুদ্র কীটাণুতে, কি ক্ষুদ্র তৃণগুল্মে কোনও প্রভেদ নাই ; সকলেই বিভিন্নাংশ জীব ; সকলের মধ্যেই জীবাত্মা আছে।

৬৩। প্রথম—পূর্ব্বেই ; উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকালে ; প্রথমেই কিরূপে স্থাবর-জঙ্গমের উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৬৪। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"যদিও বাক্‌শক্তিহীন স্থাবর-জঙ্গমাদি জীব ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি তোমার কৃপায় তাহাদের মুক্তি হইবে। তুমি উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ ; উচ্চ-সংকীর্ত্তন-কালে স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল জীবই উচ্চস্বরে উচ্চারিত ভগবানের নাম শুনিতে পায় ; এই শ্রবণের প্রভাবেই তাহাদের মুক্তি হইবে।" বৃক্ষলতাদি স্থাবর-জীব কিরূপে নাম শুনিতে পায়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৬৫। শুনিতেই—শ্রবণ-শক্তি যাদের আছে, পশু-পক্ষী আদি এমন জঙ্গম জীবগণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে ভগবন্নাম সাক্ষাদ্‌ভাবেই শুনিতে পায়, আর তাহাতেই তাহাদের সংসার-বন্ধন ক্ষয় হয়।

স্থাবরে সে শব্দ লাগে—বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর-প্রাণীর শ্রবণশক্তি নাই ; তাই তাহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের ভগবন্নাম শুনিতে পায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও তাহাদের দেহে ঐ নামের ধ্বনি লাগে, তাহাতেই তাহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

আধুনিক জড় বিজ্ঞান বলে যে, শব্দ-সমূহ শব্দায়মান বস্তুর স্পন্দনের ফল। প্রতি পলে বা বিপলে কতকগুলি কম্পন হইলে কি শব্দ উচ্চারিত হইবে, তাহাও বিজ্ঞান-শাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছে। পুকুরের মধ্যে একটী ঢিল ছুড়িলে ঢিলের আঘাতে জলের মধ্যে কম্পন উপস্থিত হয় ; এই কম্পন আঘাতস্থান হইতে চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে ; ইহার ফলেই জলের মধ্যে তরঙ্গ উপস্থিত হয় ; এই তরঙ্গ যাইয়া তীরে আঘাত করিলে তীরেও একটা শব্দ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ জিহ্বার আলোড়নে মুখগহ্বরস্থ বায়ুরাশি আলোড়িত হইতে থাকে ; এই আলোড়ন বাহিরের বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করে। পুকুরস্থিত জলের তরঙ্গের ন্যায় বায়ুরাশির এই তরঙ্গ

প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥ ৬৬
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ ৬৭

যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে ॥ ৬৮
বাসুদেব জীব-লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঞ্চারিত হইয়া যখন আমাদের কর্ণ-পটহে আহত হয়, তখন ঐ কর্ণপটহও তরঙ্গায়িত বা স্পন্দিত হইতে থাকে এবং জিহ্বার আলোড়নে প্রতি পলে যতগুলি স্পন্দন হইয়াছিল, কর্ণপটহেও ততগুলি স্পন্দন হয় তাহাতেই জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দটী আমরা শুনিতে পাই, কারণ কর্ণপটহের স্পন্দনের ফলে তাহা আমাদের কর্ণে উচ্চারিত হয়। এইরূপে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে ভগবন্নামের উচ্চারণে বায়ুমণ্ডলে যে-স্পন্দন উপস্থিত হয় তাহা স্থাবরাদির গাত্রে সংলগ্ন হইয়া স্থাবরাদিকেও অনুরূপভাবে স্পন্দিত করিতে থাকে, তখন স্থাবরাদির মধ্যেও অনুরূপ স্পন্দনের ফলে ঐ নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। এই উচ্চারণের ফলেই স্থাবরাদির মুক্তি হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, স্থাবরাদির মধ্যে যদি অনুরূপ স্পন্দনই হয় এবং তাহার ফলে স্থাবরাদির দেহে যদি নাম উচ্চারিতই হয়, তাহা হইলে স্থাবরাদির দেহোচ্চারিত নাম নিকটবর্ত্তী লোক শুনিতে পায় না কেন? ইহার দুইটী কারণ:—প্রথমতঃ, উৎপত্তিস্থান হইতে যতই দূরে যাইবে, ততই বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গের তীব্রতা ক্ষীণ হইতে থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ, স্পন্দনের তীব্রতা আহত স্থানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মানুষের কর্ণপটহ যেরূপ সূক্ষ্ম ও কোমল, স্থাবর দেহ তেমন নহে, তাই, স্থাবর-দেহের স্পন্দন মানুষের অনুভূতির যোগ্য নহে। এ-জন্য তাহাদের ক্ষীণ শব্দ মানুষ শুনিতে পায় না, কিন্তু স্পন্দন হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

তাতে প্রতিধ্বনি হয়—উচ্চ পাহাড়ের নিকটে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিলে বায়ুমণ্ডলে যে-তরঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা পাহাড়ের গাত্রে আহত হইয়া কিছু অংশ পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাহাড়কে মৃদুভাবে তরঙ্গায়িত করে এবং বাকী অংশ পাহাড়ের গাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে (যেমন পাহাড়ের গায়ে একটা ঢিল ছুড়িলে তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে) এবং উচ্চারণকারীর বা নিকটবর্ত্তী লোক-সমূহের কর্ণপটহে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত করে—ইহাই প্রতিধ্বনি। পাহাড় কেন, যে-কোন বস্তুতে প্রতিহত হইয়াই শব্দ-তরঙ্গ এই ভাবে প্রতি-শব্দ বা প্রতিধ্বনি উৎপাদিত করিতে পারে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থাবর-দেহ হইতে এইরূপে ভগবন্নামের যে-প্রতিধ্বনি হয়, তাহার কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। বৃহদবস্তুতে প্রতিধ্বনি যেরূপ স্পষ্টরূপে শুনা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুতে তত স্পষ্ট শুনা যায় না। ইহার কারণ, প্রতিহত তরঙ্গের অল্পতা ও ক্ষীণতা।

৬৬। **প্রতিধ্বনি নহে** ইত্যাদি—স্থাবর-দেহ হইতে প্রতিহত শব্দ-তরঙ্গদ্বারা যে-প্রতিধ্বনি হয়, তাহাকেই হরিদাস-ঠাকুর স্থাবরাদির কীর্ত্তন বলিতেছেন। ইহা কেবল উৎপ্রেক্ষা মাত্র নহে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রতিধ্বনি-দ্বারাই বুঝা যায়, স্থাবর-দেহে, উচ্চারণ-স্থানের অনুরূপ স্পন্দন-সমূহ আহত হইয়াছে, এইরূপে আহত হইলে স্থাবর-দেহেও ঐ (ভগবন্নামের) শব্দ উচ্চারিত হইবে। সুতরাং প্রতিধ্বনিদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, স্থাবর-দেহে ঐ নাম উচ্চারিত হইতেছে। **সেই**—স্থাবর।

৬৭। **নাচে স্থাবর জঙ্গম**—নাম শুনিয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রেমে নৃত্য করে।

৬৮। **যৈছে কৈলে**—ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময় স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রভু হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। **বলভদ্র ভট্টাচার্য্য**—ইনি প্রভুর সঙ্গে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। **কহিয়াছে আমাতে**—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য সে-সমস্ত কথা আমার নিকটে বলিয়াছেন।

৬৯। **বাসুদেব**—বাসুদেব-দত্ত। সমস্ত জীবের পাপ তাঁহাকে দিয়া সমস্ত জীবকে উদ্ধার করার জন্য

জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥ ৭০
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥ ৭১
প্রভু কহে—সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে ? ॥ ৭২
হরিদাস কহে—তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাহা—যত স্থাবর জঙ্গম জীবজাতি। ৭৩
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুন কর্ম্ম উদবুদ্ধ করিবে ॥ ৭৪
সেই জীব হবে ইহাঁ স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥ ৭৫
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্যজীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥ ৭৬
অবতরি এবে তুমি পাতিয়াছ হাট।
কেহো নাকি বুঝে তোমার এই গূঢ়নাট। ৭৭

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর নিকট বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সকলের পাপের জন্য বাসুদেবকে নরক যন্ত্রণা ভোগ না করাইয়াই কেবলমাত্র বাসুদেবের ইচ্ছাতেই সকলের উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রভুও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। মধ্য লীলার ১৫শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭০। **ভক্তগণ আগে**—বাসুদেবের প্রার্থনা পূরণ সময়ে ভক্তমণ্ডলীর সাক্ষাতেই সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রভু অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কোন কোন গ্রন্থে "ভক্তগণ আগে" স্থানে ভক্তভাব" পাঠ আছে। এ স্থলে অর্থ হইবে :—তুমি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সকলকে ভজন শিক্ষা দিয়া সকলের উদ্ধার করিয়া দিয়াছ।

৭১। **স্থির চর-জীবের**—স্থাবর ও জঙ্গম জীবের। **চর—জঙ্গম** যাহারা চলিতে পারে।

হরিদাস ঠাকুরের উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, জগতের সমস্ত জীবের উদ্ধারের হেতু এই কয়টী :—(ক) বাসুদেব দত্তের প্রার্থনা পূরণ, (খ) প্রভুর অবতারের একটী উদ্দেশ্যই সমস্ত জগদ্বাসীর উদ্ধার (গ) ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সকলকে ভজন শিক্ষা দেওয়ায় সকলের উদ্ধারের সম্ভাবনা এবং (ঘ) উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার।

৭২ ৭৫। হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন— হরিদাস, সমস্ত জীবই যদি উদ্ধার হইয়া যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ড তো একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। এখানে আর কোনও জীবই তো থাকিবে না।" শুনিয়া হরিদাস বলিলেন— প্রভু, যতদিন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিবে, ততদিন এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গম যত জীব থাকিবে, সকলেই উদ্ধার লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে। তারপর, এই ব্রহ্মাণ্ড খালি পড়িয়া থাকিবে না। যে-সমস্ত জীব এখনও প্রাকৃত জগতে ভোগায়তন স্থূলদেহ পায় নাই যাহারা এখনও কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া কারণ-সমুদ্রে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে তাহাদের কর্ম্মফল উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহারাই আসিয়া আবার স্ব স্ব-কর্ম্মানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর ও জঙ্গমরূপে অবস্থান করিবে। তাহাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় জীবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।"

সূক্ষ্মজীব—যে সমস্ত জীব এখনও ভোগায়তন স্থূলদেহ পায় নাই এবং যাহারা স্ব-স্ব-কর্ম্মফলাদি অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মরূপে কারণ সমুদ্রে অবস্থান করিতেছে। **কর্ম্ম**—কর্ম্মফল, অনাদি কর্ম্মফল বা পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল। **উদ্বুদ্ধ**—জাগরিত।

৭৬। **রঘুনাথ**—শ্রীরামচন্দ্র। লীলা সম্বরণের সময়ে শ্রীরামচন্দ্র আযোধ্যাবাসী স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম জীবগণের কর্ম্মফল উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা পুনরায় সমস্ত অযোধ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৭৭। **গূঢ়নাট**—গূঢ়লীলা

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥ ৭৮

তথাহি (ভা ১০।২৯।১৬)—
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৬

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৪। ১৫।১০)—
অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ নচৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরজঙ্গমপি বিমুচ্যতে। স্বামী। ৬
দর্শনাদিভিঃ সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৮। ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীর সংসার-বন্ধন খণ্ডাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেওয়া হইয়াছে।

"ব্রজে কৃষ্ণ" স্থলে "ব্রজপুরে" এবং "খণ্ডাইল"-স্থানে "খণ্ডান" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থের পার্থক্য কিছু নাই।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যতঃ (যাঁহা হইতে—যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে) এতৎ (এই চরাচর বিশ্ব) বিমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করিতেছে) [তস্মিন্] (সেই) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর) অজে (জন্মরহিত) ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে) এবং (এইরূপ) বিস্ময় (বিস্ময়) ভবতা (তোমাকর্ত্তৃক) ন চ কার্য্যঃ (কর্ত্তব্য নহে)।

অনুবাদ। যাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ মুক্তিলাভ করিতেছে—যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর জন্মরহিত সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিও না। ৬

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোক। শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ উন্মত্তার ন্যায় বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন, অনেকেই চলিয়া গেলেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজনগণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কয়েকজন গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য বিরহ-দুঃখকাতর এই সব ব্রজসুন্দরী তীব্র ধ্যানের প্রভাবে গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে, পরমাত্মা বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাদের প্রাণকান্ত মাত্র বলিয়াই জানিতেন, তথাপি—শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও—তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে গোপসুন্দরীদের গুণময় দেহ দূরীভূত হইয়াছিল; কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে না। দাহিকা-শক্তির কথা না জানিয়াও যদি কেহ আগুনে হাত দেয়, তবে তাহা হইলেও তাহার হাত পুড়িবেই—আগুনের দাহিকা শক্তি স্বীয় কার্য্য-প্রকাশে বিরত থাকিবে না। তদ্রূপ যে কেহ যে কোনও ভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সংশ্রবে আসিবেন, তাঁহার গুণময় দেহ, তাঁহার সংসার বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেই—শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পরমাত্মা বলিয়া জানিলেও হইবে, না জানিলেও হইবে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার স্বরূপগত ফল। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধের এই অপূর্ব্ব ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—যে কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সংশ্রবে আসিলেই যে উক্তরূপ ফল পাওয়া যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; যেহেতু, তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব মুক্তি লাভ করিতে থাকে। যাঁহারা যোগেশ্বর, তাঁহাদেরও অসাধারণ শক্তির কথা শুনা যায়; শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, সুতরাং জগতের উদ্ধার সাধনের শক্তি যে তাঁহার থাকিবে, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

৭৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অয়ং হি ভগবান্ (এই ভগবান্) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট), কীর্ত্তিতঃ (কীর্ত্তিত) সংস্মৃতঃ চ (সংস্মৃত

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের করিলে নিস্তার ॥ ৭৯
যে কহে—চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চয়—॥ ৮০
তোমার মহিমানন্তামৃতাপারসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগোচর নহে তার একবিন্দু ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইলে) দ্বেষানুবন্ধেন অপি (দ্বেষরূপ দোষোৎপত্তিদ্বারাও—ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও) অখিল-সুরাসুরাদিদুর্লভং (সমস্ত দেবতা ও অসুরদিগের পক্ষে দুর্লভ) ফলং (ফল) প্রযচ্ছতি (দান করিয়া থাকেন); সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ (যাঁহারা তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে ভক্তিমান্, তাঁহাদের পক্ষে) কিমুত (আর কি বলা যায়) ?

অনুবাদ। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলেও তিনি তাঁহার দ্বেষকারীদিগকে পর্য্যন্ত সুর-অসুরাদির দুর্লভ ফল দান করিয়া থাকেন ; এমতাবস্থায়, সম্যক্ ভক্তিমানদিগকে যে তাহা দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ৭

শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ; এই বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিষয় চিন্তা করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের নামও গ্রহণ করিতেন; তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহাকে নিহত করিয়া—অসুরগণের কথা তো দূরে, দেবতাদেরও দুর্লভ মুক্তি দান করিলেন। এইরূপে যিনি পরম শত্রুরও মোক্ষবিধান করিয়া থাকেন, জগদুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে "সকল ব্রহ্মাণ্ডজীবের সংসার" খণ্ডাইবেন—তাহা আর বিচিত্র কি ?

এই শ্লোকও ৭৮ পয়ারের প্রমাণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকে দেখান হইয়াছে—যাঁহারা প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন , আর ৭ম শ্লোকে দেখান হইল—শিশুপালাদির ন্যায় বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাদি করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও মুক্তি দিয়া ধন্য করেন। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"।—তাই তিনি শত্রু, মিত্র সকলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—"অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রুতো বা সর্ব্বেষাং মুক্তিদঃ পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদৃশ এব।"—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে বা তাঁহার গুণ-কথাদি শ্রবণ করিলে সকলকেই তিনি মুক্তিদান করিয়া থাকেন , পূর্ণৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ এইরূপই (অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীদের মুক্তিদান করাই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম)।

৭৯। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৮ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়। "পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের সংসার খণ্ডন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ (তৈছে) তুমিও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের সংসার খণ্ডন করিয়াছ।"

৮০-৮১। **মোর গোচর হয়**—আমি জানি। **মহিমানন্তামৃতাপারসিন্ধু**—মহিমা অনন্ত-অমৃত অপার-সিন্ধু। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহিমা-সমুদ্রের (সিন্ধুর) তুল্য অনন্ত (সীমাশূন্য) ও অপার (যাহা বর্ণনা করিয়া কেহ কখনও শেষ করিতে পারে না) এবং এই মহিমা অমৃতের মত মধুর। **বাঙ্মনোগোচর**—বাক্য ও মনের গোচর।

হরিদাসঠাকুর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—"যে বলে, শ্রীচৈতন্যপ্রভুর মহিমা সে জানে, সে জানুক ; আমি কিন্তু ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রভুর মহিমা অনন্ত-অপার-অমৃতের সমুদ্রতুল্য ; ইহার একবিন্দুও আমার বাক্য ও মনের গোচর নহে।"

ব্রজে গো-বৎস-হরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া ব্রহ্মাও একথা বলিয়াছিলেন। "জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩৮।" হরিদাস ঠাকুরে ব্রহ্মাও আছেন ; তাই বোধ হয় নবদ্বীপ-লীলায়ও তিনি ব্রজলীলার ঐ কথা কয়টীই বলিলেন।

এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল —।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ? ॥ ৮২
অন্তরে সন্তোষ তারে কৈল আলিঙ্গন।
বাহে প্রকাশিতে এ সব করিল বর্জ্জন ॥ ৮৩
ঈশ্বরস্বভাব— ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে হয় ত বিদিতে ॥ ৮৪

তথাহি যমুনাচার্য্য-স্তোত্রে (১৮)—
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢিমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥ ৮৫
ভক্তগুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ ৮৬
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহো কোন অংশে বর্ণে, নাহি পায় পার ॥ ৮৭
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৮৮
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহো কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৮৯
বৃন্দাবনদাস যাহা না করেন বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৯০
হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বনমধ্যে কথোদিন রহিলা ॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮২। **গূঢ়লীলা**—ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার-সাধনরূপ গোপন উদ্দেশ্য-মূলক লীলা।

৮৩। **বাহে প্রকাশিতে**—বাহিরে (অন্যের নিকটে এ-কথা) প্রকাশ করিতে। **এসব**—স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর সঙ্কল্পাদির কথা। **করিল বর্জ্জন**—নিষেধ করিলেন। প্রভুর এসব সঙ্কল্পের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

৮৪। ঈশ্বরের প্রকৃতিই এই যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভক্ত সমস্তই জানিয়া ফেলেন, ভক্তের নিকটে তিনি কিছুই গোপন করিতে পারেন না। ১।৩।৭০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। **অন্বয়**। অন্বয়াদি ১।৩।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৫। **শতমুখ হঞা**—প্রচুর পরিমাণে, একই সময়ে এক মুখের পরিবর্তে একশত মুখে যে-পরিমাণ প্রশংসা করা যায়, সেই পরিমাণে। **নিজ-ভক্তপাশে**—নিজের অন্যান্য পরিষদ্গণের নিকটে।

৮৬। সাধারণ ভক্তের গুণ-বর্ণনাতেই প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন, শ্রীলহরিদাস-ঠাকুর ছিলেন সমস্ত ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁহার গুণ-বর্ণনায় প্রভুর আনন্দের আর সীমা ছিল না, যতই বর্ণনা করেন, ততই যেন প্রভুর আনন্দ উছলিয়া উঠে, ততই যেন বর্ণনার আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়া যায়, তাই তিনি যেন শতমুখে তাঁহার গুণ-বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

৮৭। **অসংখ্য**—সংখ্যায় অনন্ত, অনেক। **অপার**—পরিমাণেও প্রত্যেকটী গুণ অসীম। **কেহো কোন অংশে** ইত্যাদি—শ্রীলহরিদাসের গুণ সম্যক্রূপে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, কেহ কেহ কোনও কোনও গুণের অংশমাত্র বর্ণন করেন। **নাহি-পায় পার**—সীমায় পৌঁছিতে পারে না, বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না।

৮৮। **চৈতন্যমঙ্গলে**—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আগের নাম ছিল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। ১।৮।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯০। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী এ-স্থলে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

৯১। **হরিদাস**—শ্রীপাদহরিদাস ঠাকুর। আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন—ব্রাহ্মণবংশেই হরিদাসের

কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ ৯৬
বেশ্যাগণে কহে— এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ ॥ ৯৭
বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে—তিন দিবসে হরিব তার মতি ॥ ৯৮
খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ ৯৯
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেছে না, তাহা হইলে প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার রামচন্দ্রখান মহাশয়ের চিত্ত অবিচলিত থাকা অসম্ভব; বাস্তবিক পরের সুনাম-সুযশঃ সহ্য করিবার মত উদারতা অনেক লোকেরই দেখা যায় না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-জনিত বৈষ্ণব-অপরাধের ফলেই রামচন্দ্রখানের নানাবিধ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।

তার—হরিদাসের। হরিদাস-ঠাকুরকে অপমানিত করার নিমিত্ত রামচন্দ্রখান নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৯৬। কোনও প্রকারে—নানা রকম অনুসন্ধান করিয়াও। **ছিদ্রে**—দোষ, ত্রুটি।

হরিদাসকে অপমানিত করার জন্য রামচন্দ্রখান দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কোনও দোষ দেখাইতে না পারিলে তো লোকে তাঁহার কথা শুনিবে না—হরিদাসের অপমান করাও সম্ভব হইবে না; তাই হরিদাসের দোষ বাহির করার নিমিত্ত নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল—হরিদাসের চরিত্রে কোনওরূপ দোষই রামচন্দ্র বাহির করিতে পারিলেন না। তখন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার চরিত্রে দোষের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা নাকি অমোঘ উপায়, রামচন্দ্র তাহাই অবলম্বন করিলেন—সুন্দরী যুবতী বেশ্যাদ্বারা হরিদাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইবার চেষ্টা করিলেন। কামিনী ও কাঞ্চনের তুল্য প্রলোভনের বস্তু সাধারণের নিকটে অপর কিছুই নাই; এই দুইটির মধ্যে আবার কামিনীর প্রলোভনই অধিকতর শক্তিশালী; কাঞ্চনের বিনিময়েও লোকে কামিনী-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে—কামিনীর বিলোল-কটাক্ষে মোহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতেও কোনও কোনও লোককে দেখা যায়। যাঁহারা সংসারের সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া ফলমূলাহারে কোনওরূপে জীবন-ধারণপূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়া সাধন-ভজনে রত, তাঁহাদের মধ্যেও এমন দু'চার জনের কথা শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়, যাঁহারা ব্যোমচারিণী অপ্সরার সৌন্দর্য্যদর্শন করিয়াই নিজেদের বহুকালব্যাপী সংযমকে দূরে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং হরিদাস-ঠাকুরের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য রামচন্দ্রখান যে-উপায়টি অবলম্বন করিয়াছিলেন, লোকের আয়ত্তের মধ্যে তাহাই যে একমাত্র অমোঘ উপায়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

৯৭। বেশ্যাগণকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—এই হরিদাস বৈরাগী, স্ত্রী-সঙ্গ করে না, কোনও দিন করেও নাই; তোমরা সকলে মিলিয়া হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট করে তোমাদের সঙ্গ করাও।

বৈরাগ্য-ধর্ম্ম—স্ত্রীলোকের সঙ্গ না করা, এমন কি, স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করাই বৈরাগীর একটি মুখ্য লক্ষণ।

৯৮। হরিব তার মতি—তাহার (হরিদাসের) মতি (মন) হরণ করিব; তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইব; তাহার চিত্তকে ভজন হইতে ছাড়াইয়া আমাতে আসক্ত করাইব। তাহার রূপ এবং যৌবনের গর্ব্বেই বেশ্যাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে হরিদাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করিয়াছিল।

৯৯। খান কহে—রামচন্দ্রখান বলিল। **পাইক**—পেয়াদা, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী। **একত্র**—সঙ্গমসময়ে।

১০০। দ্বিতীয়ে—দ্বিতীয় বারে। **ধরিতে**—আমার সঙ্গে হরিদাসকে একত্রে ধরিয়া আনিতে।

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া ॥
হরিদাসের বাসা গেলা উল্লসিত হৈয়া ॥ ১০১
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া ॥ ১০২
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে—॥ ১০৩
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথমযৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন? ১০৪
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ ১০৫
হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার ॥ ১০৬
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০১। সুবেশ—উত্তম বেশ-ভূষা, মনোহর সাজসজ্জা। **উল্লসিত**—আনন্দিত; নিজের কৃতকার্য্যতা প্রায় নিশ্চিত জানিয়াই বেশ্যাটির উল্লাস হইয়াছিল।

১০২। তুলসী নমস্করি—তুলসীকে নমস্কার করিয়া। হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে তুলসী মঞ্চ ছিল। বেশ্যাটী যাইয়া সর্ব্বাগ্রেই এই তুলসীকে নমস্কার করিল। **গোসাঞিরে নমস্করি**—হরিদাস-ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া। **দাণ্ডাইয়া**—দাঁড়াইয়া, বোধ হয় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই দাঁড়াইয়াছিল।

ইহাই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বৈষ্ণবের ভজন-স্থানের মাহাত্ম্য। অশেষ-পাপ-চারিণী বেশ্যা পাপাচরণদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত পাপ-উদ্দেশ্য লইয়া, হরিদাসের মত ভুবন-পাবন বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নষ্ট করার উদ্দেশ্য লইয়া, হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে। তুলসীকে নমস্কার করার কথা—পরম-বৈষ্ণব হরিদাসকে নমস্কার করার কথা—কেহই তাহাকে উপদেশ দেয় নাই। তথাপি বেশ্যাটী তুলসীকে নমস্কার করিয়া হরিদাসকে নমস্কার করিল—দুইটি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিল, কে তাহার এইরূপ মতি জন্মাইল? উত্তর—হরিদাসের মাহাত্ম্য, হরিদাসের ভজন-স্থানের মাহাত্ম্য।

১০৩। অঙ্গ উঘাড়িয়া—অঙ্গ-উদ্‌ঘাটন করিয়া। বক্ষঃস্থলাদির কাপড় সরাইয়া রাখিল, যাতে হরিদাস দেখিতে পারেন। এই অবস্থায় বেশ্যাটী হরিদাসের কুটীরের দুয়ারে বসিল। তারপর সুমিষ্ট-স্বরে হরিদাসকে বলিতে লাগিল। যাহা বলিল, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

১০৪-৫। "ঠাকুর, তোমার" হইতে "প্রাণ না যায় ধারণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে—হরিদাসের প্রতি বেশ্যার প্রথম উক্তি। **প্রথম যৌবন**—হরিদাসের নব যৌবন। **লুব্ধ মোর মন**—আমার লোভ জন্মিয়াছে।

বেশ্যাটী বলিল—"ঠাকুর, তোমার রূপ ও যৌবন দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে না পাইলে আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না, ঠাকুর, কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার কর।"

১০৬-৭। "হরিদাস কহে" হইতে "যে তোমার মন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার হরিদাস ঠাকুরের উক্তি। বেশ্যার কথা শুনিয়া হরিদাস-ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, আমি তোমাকে অঙ্গীকার করিব, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার অদ্যকার নিয়মিত নাম-সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হইতে আমি অন্য কোন কাজ করি না। আমি নাম-সংখ্যা পূর্ণ করি, তুমি বসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন শুন, নাম সমাপ্ত হইলে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।"

করিব অঙ্গীকার—তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। হরিদাস-ঠাকুরের কথাগুলির যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, তিনি বেশ্যার বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই কথা দিলেন, অন্ততঃ বেশ্যাটী সম্ভবতঃ তাহাই মনে করিয়াছিল। কিন্তু হরিদাস-ঠাকুরের উদ্দেশ্য তাহা ছিল না, তাঁহার তৃতীয় দিনের কথা হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"সেই দিন যাইতাম আমি এস্থান ছাড়িয়া। তিন দিন রহিলাম তোমা নিস্তার লাগিয়া।" ইহাতে

এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা। কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্পষ্টই বুঝা যায়, বেশ্যাটির প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে শিষ্যারূপে অঙ্গীকার করাই হরিদাসের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় ছিল—তাহাকে বিলাসিনীরূপে অঙ্গীকার নহে। হরিদাস শেষকালে তাঁহার এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। হরিদাসের মত পরম-বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না।

সংখ্যা-নাম—প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করাই তাঁহার নিয়ম ছিল। বেশ্যাটি সন্ধ্যা-সময়ে আসিয়াছিল, তখনও তাঁহার সেই দিনকার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল না। **যাবৎ**—যে-পর্য্যন্ত। **শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন**—ভঙ্গীতে হরিদাস-ঠাকুর বেশ্যাটির প্রতি বৈষ্ণবোচিত কৃপা করিলেন, তাহাকে হরিনাম শ্রবণের আদেশ করিলেন, একটী মুখ্য ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন। **নাম সমাপ্তি** ইত্যাদি—নাম সমাপ্তি হইলে তোমার যাহা মন হয়, তাহাই করিব; যথাশ্রুত অর্থ এই যে, "এখন তোমার মনে যে-বাসনা আছে, আমার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাহা আমি পূর্ণ করিব।" অন্ততঃ বেশ্যাটি হয়ত এইরূপই বুঝিয়াছিল। কিন্তু হরিদাসের মনের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, "নাম-সমাপ্তি হইলে তোমার যে মন হয়, তাহা করিব—বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন শুন, আমার সংখ্যানাম পূর্ণ হইলে তখন তোমার মনে যে-বাসনা হইবে, তাহা আমি পূর্ণ করিব।"

বেশ্যাটীর সঙ্গে বিলাসের বাসনায় হরিদাস এ-কথা বলেন নাই, হরিদাসের মত একান্তভাবে নামাশ্রয়ীর চিত্তে স্ত্রী-সঙ্গের ক্ষীণ-বাসনাও জন্মিতে পারে না। তিনি ভগবচ্চরণে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; ভগবান্‌ই মায়ার কুহক হইতে সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪॥" মায়ারচ্ছলনাতেই জীবের চিত্তে কামবাসনা জন্মে; নাম ও নামীতে ভেদ নাই, নামের ঐকান্তিক আশ্রয়েই নামী তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, মায়া তাঁহার নিকটেও ঘেঁষিতে সমর্থ নহে, তাই মায়া-জনিত কাম-বাসনা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। শ্রীহরিনাম জীবের চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন-স্বরূপ। হরিনাম গ্রহণ করিলে চিত্তের সমস্ত আবর্জ্জনা, সমস্ত কুভাব দূরীভূত হয়। সিদ্ধ-মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের নিকটে তাঁহার জনৈক অনুগত লোক বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর, স্ত্রীর নিকটে গেলেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে, স্ত্রী-সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারি না। কি করিব, উপদেশ করুন।" তখন পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"দেখ, হরিনামে মনের কু-ভাব দূর হয়। যখনই চিত্তে স্ত্রী-সঙ্গের বাসনা জন্মিবে, তখনই তুই হরিনাম করিবি।" যে হরিনামের প্রভাবে চিত্ত হইতে পূর্ব্বস্থিত কাম-বাসনা দূরীভূত হইয়া যায়, সেই মহাশক্তি হরিনামকে যিনি একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে কামভাব উদিত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ বেশ্যাটীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই যদি হরিদাসের ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে নাম-সংখ্যাপূরণের নিমিত্ত তিনি অপেক্ষা করিতেন না। রাত্রিকাল, নির্জ্জন স্থান, (গভীর বনের মধ্যে তাহার কুটীর), সাক্ষাতে সুসজ্জিতা সুন্দরী যুবতী, সঙ্গমের জন্য যুবতীরও বলবতী বাসনা, যুবতী উপযাচিকা হইয়াই তাঁহার নিকটে আসিয়া স্বীয়-সম্ভোগ বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছে। হরিদাসের নিজেরও পূর্ণ যৌবন—সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল। এই অবস্থায় যাহার হৃদয়ে অভিসারিকা-রমণীর সঙ্গে বিলাস-বাসনার ক্ষীণ আভাসও উদিত হয়, তাহার মনে স্বীয়-ব্রত-রক্ষার চিন্তাই স্থান পায় না—প্রথমে স্থান পাইলেও কিছুক্ষণ পরে এতসব প্রলোভন ও সুযোগের প্রভাবে ঐ চিন্তা বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায়; উপযাচিকা সুন্দরী যুবতীকে সাক্ষাতে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি ব্রত-পালনের চেষ্টা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

১০৮। হরিদাসের কথা শুনিয়া বেশ্যা বসিয়া রহিল, আর হরিদাসের মুখে শ্রীহরিনাম শুনিতে লাগিল; কিন্তু রাত্রিমধ্যে হরিদাসের নাম পূর্ণ হইল না। নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; প্রাতঃকাল দেখিয়া বেশ্যাটী উঠিয়া চলিয়া গেল; সমস্ত বিবরণ রামচন্দ্রখানের নিকটে বলিল।

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা ॥ ১০৯
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥ ১১০
আর দিন রাত্রি হইল, বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা—॥ ১১১
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লৈবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥ ১১২
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৯-১০। রামচন্দ্রখানের নিকটে বেশ্যাটী বলিল—"হরিদাস আজ মুখে আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার সংখ্যানাম পূর্ণ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বলিয়া আজ আমার সঙ্গে সঙ্গম হয় নাই বটে, কল্য অবশ্যই আমাদের সঙ্গম হইবে।"

বচনে—বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

১১১। **আরদিন**—আর একদিন, পরের দিন। **আশ্বাস**—আপ্‌শোস, দুঃখ-প্রকাশ। আশ্বাসের প্রকারটী পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে। আশ্বাস-স্থলে "কৃপাশ্বাস"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, **কৃপাশ্বাস**—কৃপাসূচক আশ্বাস, যে-আশ্বাসে বেশ্যাটির প্রতি হরিদাসের কৃপাই প্রকাশ পাইয়াছে।

১১২। **কালি দুঃখ পাইলেন**—কল্য রাত্রিতে তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে তোমাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, শুইতে পার নাই, ঘুমাইতে পার নাই, তাতে তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। আশায় আশায় বসিয়া রহিয়াছ, তোমার আশাও কল্য আমি পূর্ণ করিতে পারি নাই তাতে তোমার আরও কষ্ট হইয়াছে। **অপরাধ না লইবে আমার**—আমার অপরাধ গ্রহণ করিবে না। তোমার গতরাত্রির সমস্ত কষ্টের মূলই আমি; তজ্জন্য আমার কোন অপরাধ লইবে না।

বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে। ২।২২।৬৬॥" হরিদাস ঠাকুর ইহার আদর্শ দেখাইলেন, নিজের আচরণে তাঁহার কষ্ট হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া বেশ্যার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে রাত্রি জাগরণাদিতে বেশ্যাটির কষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য। হরিদাস-ঠাকুরের মত ভুবন-পাবন বৈষ্ণবের মুখে শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণের সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে?

অবশ্য করিব ইত্যাদি—হরিদাস বেশ্যাটিকে বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীকার করিব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।" এই উক্তির মূলে হরিদাস ঠাকুরের গূঢ় উদ্দেশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৩। **তাবৎ**—যে-পর্য্যন্ত আমার সংখ্যা-নাম পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত। **ইহাঁ**—এইস্থানে, আমার কুটিরের দ্বারে। **নাম পূর্ণ হৈলে**—সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন শেষ হইলে। **পূর্ণ হবে তোমার মন**—তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে—যে-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বেশ্যাটি হরিদাস-ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিল, মনের সেই বাসনা পূরণের কথাই যেন তিনি বলিতেছেন, বেশ্যাটিও হয়তো তাহাই বুঝিয়াছিল। কিন্তু হরিদাসের উক্তির আরও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে এইরূপ। জীব যে দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখের লোভে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, ইহাই তাহার মনের অপূর্ণতার লক্ষণ। জীবস্বরূপের বাস্তবিক বাসনা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা, ইহাই প্রাকৃত মনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখের বাসনা বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং ইন্দ্রিয়-সুখের অনুসন্ধানে জীবকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সুখে জীবস্বরূপের কৃষ্ণসেবা-সুখের বাসনা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। তাই সেই বাসনা সর্ব্বদাই থাকে অপূর্ণ।

তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরি হরি'॥ ১১৪
রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিমিষি করে।
তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে—॥ ১১৫
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥ ১১৬
'আজি সমাপ্তি হইবে' হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥ ১১৭
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহা যে জীবস্বরূপের পক্ষে কৃষ্ণসেবা-সুখেরই বাসনা, বহির্মুখ জীব তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া এবং ইহাকে তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা বলিয়া ভুল করে বলিয়া জীব মনে করে, তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা অপূর্ণই রহিয়া গেল, তাই সেই অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। কিন্তু কোনও ভাগ্যে জীব যদি শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিষয়ে উন্মুখ হইতে পারে, তাহা হইলেই সে তাহার বাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং তখনই তাহার মনের অপূর্ণতা দূরীভূত হইতে থাকে এবং মন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম গুণাদির মাধুর্য্যের অনুভবে মন পূর্ণতা লাভ করে। হরিদাস-ঠাকুর ভঙ্গীতে এই পূর্ণতার কথাই বলিয়াছেন।

১১৪। তুলসীকে তাঁরে—তুলসীকে ও হরিদাসকে। **দ্বারে বসি**—হরিদাসের কুটিরের দ্বারে বসিয়া। **বোলে "হরি হরি"**—বেশ্যা "হরি হরি"-শব্দ করে। পূর্ব্বরাত্রিতে হরিদাসঠাকুরের মুখে বেশ্যাটী নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছে, তাতেই—শ্রবণ-রূপ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই—তাহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে। (শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে ২।২২।৫৭॥) তাই বোধ হয়, আজ স্ব-প্রকাশ শ্রীহরিনাম তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হইতেছেন। আজ শ্রবণাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনাঙ্গ-ভজনও বেশ্যাটী-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল।

বেশ্যাটীর বোধ হয় কোনও বৈষ্ণব-অপরাধ ছিল না—ছিল মাত্র বেশ্যাবৃত্তিজনিত পাপ—যাহা নামাভাসেই দূরীভূত হইতে পারে। শ্রীহরিদাসঠাকুরের বৈরাগ্য নষ্ট করার সঙ্কল্পে যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও তাহার প্রতি হরিদাসের প্রসন্নতাতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুলসীকে নমস্কার, বৈষ্ণবকে নমস্কার, বৈষ্ণবের দর্শন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের মুখে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ, সর্ব্বোপরি শ্রীহরিদাসের মুখে নামসংকীর্ত্তন শ্রবণের নিমিত্ত কৃপা-আদেশ—ইহার যে-কোনও একটাতেই চিত্ত পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু ভাগ্যবতী বেশ্যাটীর ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে, এই অবস্থায় তাহার জিহ্বায় যে-হরিনাম স্ফুরিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির মূল। বেশ্যাটীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে, ইহার মত সৌভাগ্য কয় জনের হয়?

১১৫। রাত্রি শেষ হইল—এই দিনও নাম সংখ্যা পূর্ণ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বেশ্যাটী সাক্ষাতে আছে বলিয়াই যে হরিদাস প্রতিদিন সমস্ত রাত্রি নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা নহে; বাস্তবিক সর্ব্বদাই তিনি সমস্ত রাত্রি নাম-কীর্ত্তন করিতেন। **উষিমিষি**—যাহাকে সাধারণ কথায় "উস্‌পিস্" বলে। উঠা-বসা-নড়া-চড়া প্রভৃতি-দ্বারা অস্থিরতা প্রকাশ করা। আজও রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না, ঠাকুর তাহার বাসনা পূর্ণ না করার উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে এ-সব ছলনাই না জানি করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবিয়া বেশ্যাটি যেন অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার হাব-ভাবে তাহাই যেন ব্যক্ত হইল। **তার রীত দেখি**—বেশ্যাটির 'উষিমিষি' দেখিয়া হরিদাস তাহাকে বলিতে লাগিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত হইয়াছে। **রীত**—রীতি, আচরণ।

১১৬-১৮। "কোটি নাম" হইতে "হইবেক সঙ্গ" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। বেশ্যাটিকে হরিদাস বলিলেন—"দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিতেছি না। তুমি মনে কষ্ট নিও না। আমি একটি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে,

বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যা হৈতে ঠাকুর-ঠাঞি আইলা॥ ১১৯
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরি হরি'॥ ১২০
'নাম পূর্ণ হবে আজি' বোলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক মাসে এক কোটি নাম গ্রহণ করিব। মাসও শেষ হইয়া আসিল, নামও প্রায় শেষ হইল, অল্প কিছু বাকী ছিল, মনে করিয়াছিলাম, আজ রাত্রিতেই কোটি সংখ্যা পূর্ণ হইবে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি নাম করাতেও তাহা হইল না। কল্য অবশ্যই সংখ্যা পূর্ণ হইবে। তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গ করিব।" **যজ্ঞ**—ব্রত। **দীক্ষা**—ব্রত। **ব্রতভঙ্গ**—কোটিনাম-গ্রহণরূপ ব্রত-পূর্ণ। **স্বচ্ছন্দে**—অবাধে।

হরিদাস-ঠাকুর বেশ্যাকে বলিলেন—"আমার ব্রতপূর্ণ হইলে অবাধে তোমার সঙ্গে সঙ্গ হইবে।" বেশ্যা হয়ত বুঝিল—হরিদাস-ঠাকুর তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সঙ্গের কথাই বলিতেছেন। হরিদাসের উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা নহে। হরিদাস পূর্ব্বে দুই দিন "সঙ্গে"র কথা বলেন নাই, বাসনা পূরণের কথাই বলিয়াছেন—প্রথম দিন "করিব যে তোমার মন," দ্বিতীয় দিন "পূর্ণ হবে তোমার মন" ইহাই বলিয়াছেন। তৃতীয় দিনে 'সঙ্গের" কথা বলিলেন। এই **সঙ্গ অর্থ** (সঙ্গ—সম্+গম+ড—সম অর্থ সম্যক্ গম ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি)—সম্যক্রূপে প্রাপ্তি যে-প্রাপ্তিতে আর ছাড়াছাড়ি হয় না, চিরকালের জন্য প্রাপ্তি। দেহের প্রাপ্তিতে দেহের মিলনে, এই জাতীয় প্রাপ্তি হইতে পারে না—দেহ-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক মিলন শেষ হইয়া যায়, আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, আত্মার সহিত মিলনই এই জাতীয় প্রাপ্তি, এই জাতীয় 'সঙ্গ" সম্ভব। কিন্তু বেশ্যার সহিত হরিদাস ঠাকুরের আত্মার মিলন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে,—যদি হরিদাস কৃপাবশতঃ বেশ্যাটিকে ভজনোন্মুখ করিয়া শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করেন বাস্তবিক হরিদাস করিয়াছেনও তাহাই। কিন্তু এইরূপ মিলনের পক্ষে তখনও বাধা ছিল—বেশ্যার চিত্তের অবস্থা তখনও এইরূপ মিলনের অনুকূল হয় নাই। যদিও তুলসী-দর্শন তুলসী-নমস্কার, বৈষ্ণব-নমস্কার, হরিনাম-শ্রবণ ও হরিনাম-গ্রহণাদিদ্বারা বেশ্যার পূর্ব্ব পাপ দূরীভূত হইয়াছিল প্রারব্ধ পাপ-বাসনার মূলও উৎপাটিত হইয়াছিল তথাপি পাপ বাসনার ছায়া যেন তখনও তাহার চিত্তে রহিয়াছিল। গাছের মূল উঠাইয়া ফেলিলে গাছ আর জমিতে শিকড় গজাইতে পারে না সত্য, কিন্তু মূল উৎপাটনের পরেও কতক্ষণ জীবিত থাকে, ক্রমশঃ ভূমি হইতে রস-আকর্ষণের অভাবে এবং রৌদ্রের তাপে শুষ্ক হইয়া তারপর একেবারে মরিয়া যায়। প্রথম দিনই তুলসী নমস্কার হরিনাম-শ্রবণাদির প্রভাবে, বেশ্যার প্রারব্ধ-পাপ বাসনার মূল উৎপাটিত হইয়াছে, তারপর রথা-আশারূপ বাতাস পাইয়া থাকিলেও মূলোচ্ছেদ হওয়ায় চিত্ত-রূপ ভূমি হইতে জীবনের অনুকূল—কোনওরূপ রস আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ, চিত্তে অনুকূল রস ছিলও না—পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপরাশি নাম শ্রবণাদির প্রভাবে ধ্বংস হওয়ায় ঐ রসের উৎসও নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। তার উপরে হরিদাসের সদিচ্ছা ও হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপ প্রখর সূর্য্যের কিরণে ঐ উন্মূলিত পাপ বৃক্ষ তীব্রবেগেই বিশুষ্ক হইতেছিল। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালেও বেশ্যার উদাসমুখি"তে হরিদাস বুঝিলেন, উৎপাটিত পাপ-বৃক্ষে পূর্ব্ব-সঞ্চিত রস এখনও কিছু আছে, কিন্তু অতি সামান্য। এই সামান্য রসটুকুই বোধ হয়, তখন তাহাদের আত্মার মিলনের বাধা দিতেছিল। কিন্তু হরিদাস মনে করিলেন, আর এক দিনের রৌদ্রেই এই সামান্য রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া যাইবে, তখন মিলনের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অন্তর্হিত হইবে। তাই তিনি বলিলেন—কল্য স্বচ্ছন্দে, অবাধে তোমার সহিত আমার সঙ্গ (সম্যক্ মিলন) হইবে।

১১৯-২০। হরিদাসের আশ্রম হইতে বেশ্যাটী প্রাতঃকালে চলিয়া গেল, গিয়া রামচন্দ্রখানের নিকটে সমস্ত বলিল। আবার সন্ধ্যা-সময়ে হরিদাসের আশ্রমে আসিল এবং তুলসীকে ও হরিদাসকে দণ্ডবৎ করিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া নাম-কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল এবং নিজেও "হরি হরি" বলিতে লাগিল।

১২১। হরিদাস বলিলেন,—"আজ আমার সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইবে, তখন তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। অর্থাৎ

কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥ ১২২
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে।
রামচন্দ্রখানের কথা কৈল নিবেদনে—॥ ১২৩
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥ ১২৪
ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥ ১২৫
সেইদিন আমি যাইতাঙ্ এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাঙ্ তোমা-নিস্তার লাগিয়া॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার যে বাসনা (অভিলাষ) হইবে, তাহা আমি পূর্ণ করিব।” ৩৩।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অথবা “আমার নাম পূর্ণ হইলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।” যখন হৃদয়ে আর কোনও বাসনার উদয় হয় না, তখনই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। হরিদাস-ঠাকুরের উক্তির মর্ম্ম এই যে ‘আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার চিত্তের এমন একটী অবস্থা হইবে যে, তোমার চিত্তে তখন আর ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত কোনও বাসনাই থাকিবে না।” বাস্তবিক হইয়াছিলও তাহাই।

১২২-২৪। “কীর্ত্তন করিতে” হইতে “মো অধমের নিস্তার” পর্য্যন্ত তিন পয়ার। নাম-সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হইতে হইতে এই দিনও রাত্রি শেষ হইয়া গেল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গের মাহাত্ম্যেই, নাম-সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পরে, বেশ্যাটীর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা তাহার চিত্ত হইতে দূরীভূত হইল। তখন তাহার নিজের আচরণের জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, পূর্ব্বপাপের কথা স্মরণ করিয়া তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল, হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়াও তাহার ভয় হইল। তখন বেশ্যাটি হরিদাস ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল এবং রামচন্দ্রখানের প্ররোচনাতেই যে নিতান্ত ঘৃণিত জঘন্য পাপ বাসনা লইয়া হরিদাস-ঠাকুরের আশ্রমে আসিয়াছে, তাহাও বলিল। এই সমস্ত বলিয়া আরও বলিল—“ঠাকুর, আমি বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আমি যত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি তাহার কূলকিনারা নাই। ঠাকুর আমার কি উপায় হইবে? আমি নিতান্ত অধম, আমি পশু হইতে হীন ঠাকুর, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। তোমার চরণে দাসীর ইহাই কাতর প্রার্থনা।”

সাধু সঙ্গে, শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে বেশ্যাটির চিত্তের মলিনতা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইল, তাহার নির্ব্বেদ অবস্থা উপস্থিত হইল।

ঠাকুরের সঙ্গে—হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ-মাহাত্ম্যে, হরিদাসের নিকটে বসিয়া থাকার প্রভাবে। বেশ্যাটি প্রথমে যে-জাতীয় সঙ্গের বাসনা করিয়া আসিয়াছিল, সে-জাতীয় ঘৃণিত সঙ্গ নহে।

১২৫-২৬। বেশ্যার কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন—“রামচন্দ্র-খানের কথাতেই যে তুমি আসিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। এজন্য তাহার প্রতি আমার ক্রোধও নাই, দুঃখও নাই। কারণ, সে মূর্খ, অজ্ঞ। কি জঘন্য কাজ করিতেছে, ইহার ফল কি হইবে, তাহা সে জানে না। যাহা হউক, যে-দিন রামচন্দ্র তোমাকে এখানে পাঠাইবার যোগাড় করিয়াছিল, সেই দিনেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতাম, কেবল তোমার উদ্ধারের নিমিত্তই এই তিনদিন অপেক্ষা করিয়াছি।” **অজ্ঞ মূর্খ সেই**—সেই রামচন্দ্রখান, সে মূর্খ, অজ্ঞ, হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য, বিচার-বুদ্ধি শূন্য। **তারে**—রামচন্দ্র-খানেরে।

হরিদাসের মহিমা এবং হরিনামের মহিমা-খ্যাপনার্থই বোধ হয় পরম-করুণ ভক্তবৎসল ভগবান্ বেশ্যাটীর উদ্ধারের জন্য হরিদাসের মনে বাসনা জাগাইয়াছিলেন। বেশ্যার ন্যায় পাপচারিণীও যে মহতের কৃপায় এবং শ্রীনামের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিতে পারে, নাম-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া পরম-কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে—এই ব্যাপারে ভগবান্ তাহাই দেখাইলেন।

বেশ্যা কহে—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ ॥ ১২৭
ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১২৮
নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২৯
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি হরি' ॥ ১৩০
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩১
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩২
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৭। ভবক্লেশ- সংসার-যন্ত্রণা। বেশ্যাটি বলিল—"আমার এখন কি করিতে হইবে, কিসে আমার সংসার-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে, কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ করুন।"

১২৮-২৯। হরিদাস বলিলেন—"তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেল। তারপর নিষ্কিঞ্চনভাবে আমার এই কুটীরে আসিয়া বাস কর, এখানে থাকিয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে আর তুলসী সেবা করিবে। তাহা হইলে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইলে আনুষঙ্গিক-ভাবেই তোমার ভব বন্ধন দূর হইবে।' **ঘরের দ্রব্য**—তোমার ঘরে যাহা কিছু আছে। **এই ঘরে**—আমার কুটীরে।

বেশ্যাটীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীহরিদাসের মুখে নাম-উপদেশ, তাহার সিদ্ধ-ভজন-কুটীরে থাকিয়া ভজন করার উপদেশ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

১৩০। এত বলি - বেশ্যাটীকে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াই।

বেশ্যাটীর কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়াই হরিদাস-ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং "হরি হরি" বলিতে বলিতে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হরিদাস এস্থান হইতে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের অধিকৃত সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে গিয়াছিলেন। এই সপ্তগ্রামই রঘুনাথদাস গোস্বামীর জন্মস্থান।

১৩১। গুরুর আজ্ঞা—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আদেশ। **লইল**—গ্রহণ করিল। হরিদাস-ঠাকুর যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাই করিল। **গৃহবিত্ত**—গৃহ এবং বিত্ত (সম্পত্তি), অথবা গৃহে যে-বিত্ত (সম্পত্তি) ছিল, তাহা।

১৩২-৩৩। মাথা মুড়ি—মাথা মুড়াইয়া ফেলিল। **একবস্ত্রে**—কেবলমাত্র পরিধানের একখানা কাপড় লইয়াই ভাগ্যবতী বেশ্যাটী গৃহত্যাগ করিয়াছিল, ঐ একবস্ত্রেই কুটিরে বাস করিতে লাগিল।

সেই ঘরে—হরিদাসের কুটিরে।

এইরূপই মহৎকৃপার ফল। বেশ্যাটী কত যত্নে কত বহুমূল্য সুগন্ধিতৈলাদিদ্বারা নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত যে-কেশের সংস্কার করিত, কত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে কত বহুমূল্য মণি-মুক্তাদিদ্বারা যে কেশের সাজসজ্জা করিত, মাথা মুড়াইয়া সেই কেশকলাপ বেশ্যাটী ফেলিয়া দিল। সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কারে, কত বহুমূল্য বস্ত্রে যাহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করার জন্য কত বিলাসী পুরুষ অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে, সে কিনা আজ একখানামাত্র অঙ্গাচ্ছাদন-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগিনী!! চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় কত উপাদেয় বস্তু সর্ব্বদা আহার করিয়াও যে তৃপ্তিলাভ করিত না, আজ সে দুই এক মুষ্টি ছোলা চিবাইয়া, কোনও দিন বা উপবাস করিয়াই পরম সুখ অনুভব করিতেছে!! কত কত দাসী সর্ব্বদা যাহার সেবার জন্য নিয়োজিত থাকিত, কত কত গণ্যমান্য পদস্থ লোক যাহার মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব হইয়া থাকিত, সুসজ্জিত অট্টালিকায় কত বিলাস-সামগ্রী-স্তূপের মধ্যে থাকিয়াও যাহার তৃপ্তি হইত না, আজ কিনা সেই প্রথম যৌবনে এক বস্ত্রে, একাকিনী, জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরে গভীর অরণ্যের মধ্যে বাস করিয়া অনাহারে অনিদ্রায়

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত ॥ ১৩৪
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ ১৩৫
রামচন্দ্রখান অপরাধবীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেত ফলিল ॥ ১৩৬
মহাপরাধের ফল অদ্ভুতকথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্রখান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম ও তুলসী-সেবা করিয়াই পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।। **চর্ব্বণ**—ক্ষুধা নিবারণের জন্য ছোলা আদি রুখা শুকা বস্তু চর্ব্বণ। অথবা—তুলসী-চর্ব্বণ। (ইন্দ্রিয়-দমনার্থ)। **উপবাস**—কখনও ছোলা-আদি চিবাইয়া খাইত, কখনও না একেবারেই উপবাস করিত। **ইন্দ্রিয় দমন হৈল**—ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূর হইল। নিয়মিত ভজনের প্রভাবে এবং উৎকট আহার্য্যত্যাগের ফলে তাহার ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূর হইল এবং ভজনের প্রভাবে অনর্থ নিবৃত্তি হওয়াতে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে চিত্ত সমুজ্জ্বল হইল, তাহাতে ক্রমশঃ প্রেমের বিকাশ হইল।

১৩০-৩৩ পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—"এত বলি নাম তারে উপদেশ কৈল। মাথামুণ্ডি একবস্ত্রে সে স্থানে রহিল ॥ রাত্রি দিবসে নাম তিনলক্ষ জপে। তুলসীসেবন করে তুলসী-সেবনে ॥"

১৩৪। **তাঁর দর্শনেতে**—তাঁহাকে (ঐ বেশ্যাকে) দর্শন করিবার জন্য।

১৩৫। **হরিদাসের মহিমা**—সুন্দরী যুবতী বেশ্যার এইরূপ পরিবর্তন, একমাত্র হরিদাসের কৃপাতেই—ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল, তাই সকলেই হরিদাসের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রখান চেষ্টা করিয়াছিল, হরিদাসের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে, তাহার কলঙ্ক রটাইতে। ফল হইল, তাহার বিপরীত। বাস্তবিক যাঁহারা নিষ্কপট-চিত্তে ভজন করিয়া থাকেন, কেহই কোনও প্রকারে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না।

১৩৬। **অপরাধ-বীজ**—অপরাধের বীজ। হরিদাসের অনিষ্ট করার চেষ্টাই রামচন্দ্রখানের অপরাধ-বীজ হইল। **রুইল**—রোপণ করিল। **আগেত**—ভবিষ্যতে।

হরিদাসের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার রামচন্দ্রখানের যে-অপরাধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শেষকালে সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিল। (সর্ব্বনাশের কথা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে) অপরাধের ধর্ম্মই এই যে একটি অপরাধই যেন অপর দশটিকে টানিয়া আনে। ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।

বৈষ্ণব-অপরাধ বড় সাংঘাতিক জিনিষ। যাহার আচরণে বৈষ্ণব নিজে অবশ্য কোনও অপরাধ গ্রহণ করেন না, রামচন্দ্রের আচরণে হরিদাসও অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"অজ্ঞমূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি"। কিন্তু ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বৈষ্ণবদ্বেষীকে ছাড়েন না। তাহাকে অপরাধের ফল ভোগ করিতেই হয়—যদি অপরাধ খণ্ডনের চেষ্টা না করে।

১৩৭। **মহদপরাধ**—মহতের নিকটে যে-অপরাধ, তাহা। কোনও মহাপুরুষের প্রতি বিরুদ্ধাচরণাদিবশতঃ যে-অপরাধ হয়, তাহা।

প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।

১৩৮। **সহজেই**—স্বভাবতঃই। **অবৈষ্ণব**—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। **হরিদাসের অপরাধে**—হরিদাসের চরণে অপরাধবশতঃ। **অসুর-সমান**—অসুরের তুল্য, ভগবান্ ও ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করাই অসুরের স্বভাব। রামচন্দ্রখানের অসুর-স্বভাবের পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৩৯
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪০
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪১
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥ ১৪২
অনেক লোকজন সঙ্গে,—অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৪৩
সেবক কহে—গোসাঞি! মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান। ১৪৪
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার ॥ ১৪৫
ভিতরে আছিল শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা—। ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯। **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-নিন্দা**—বৈষ্ণবের নিন্দা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিন্দা। **বৈষ্ণব অপমান**—বৈষ্ণবের অপমান। **পাইল পরিনাম**—পরিণতি প্রাপ্ত হইল, ফল প্রসব করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রখান বহুদিন যাবৎ বৈষ্ণবের নিন্দা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিন্দা ও বৈষ্ণবের অপমান করিয়া আসিতেছিল। বহুকালের সঞ্চিত অপরাধ এখন ফল প্রসব করিতে লাগিল। এই সমস্ত পুঞ্জীভূত অপরাধের ফলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পর্য্যন্ত অপমানিত করার নিমিত্ত রামচন্দ্রখানের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল; শ্রীনিতাইএর অবমাননায় খানের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে বিবৃত হইয়াছে।

১৪০। **গৌড়ে আইলা**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নাম প্রেম-প্রচারার্থ যখন নীলাচল হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে (বঙ্গদেশে) আসিয়াছিলেন। গৌড়ে আসিয়া তিনি নাম-প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। **ভ্রমিতে**—দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে।

১৪১। **অবধূত**—শ্রীনিত্যানন্দ।

১৪২। **সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ**—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই তিনি রামচন্দ্রখানের অপরাধের কথা জানিতেন। ইহা জানিয়াই তাহার উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে প্রভু গেলেন। কারণ, প্রেম প্রচারের সঙ্গে পাষণ্ড দলনও প্রভুর একটী কার্য্য। "পাষণ্ড দলন-বানা নিত্যানন্দরায়।" **তার ঘরে**—রামচন্দ্রখানের বাড়ীতে। **দুর্গামণ্ডপ**—যে মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয়।

১৪৩। **অনেক লোকজন**—প্রভুর সঙ্গে অনেক লোক ছিলেন। **অঙ্গন ভরিল**—দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে যে অঙ্গন (উঠান) ছিল, প্রভুর লোকজনে তাহা পূর্ণ হইল। **ভিতর হৈতে**—বাড়ীর ভিতর হইতে।

১৪৪। **খান**—রামচন্দ্রখান। **গৃহস্থের ঘরে**—ইহা জমিদার বাড়ী, গৃহস্থের বাড়ী নহে; এস্থানে তোমার স্থান মিলিবে না, চল গৃহস্থের বাড়ীতে যায়গা করিয়া দেই।

১৪৫। **গোহালি**—গরু বাঁধিবার স্থান। কোন কোন গ্রন্থে "গোশালা"-পাঠও আছে। **অত্যন্ত বিস্তার**—গরু বাঁধিবার স্থান অত্যন্ত বিস্তীর্ণ (বড়)। **ইহাঁ**—এই দুর্গামণ্ডপে ও অঙ্গনে।

রামচন্দ্রখানের সেবক আসিয়া বলিল—"গোসাঞি, খান-মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার অনেক লোকজন, দুর্গামণ্ডপে ও অঙ্গনে তাহাদের সকলের যায়গা হইবে না, কারণ স্থানটী অতি সঙ্কীর্ণ। গোয়ালা গৃহস্থের বাড়ীতে বড় বড় গোশালা (গরুঘর) আছে, তাহাতে তোমার লোকজন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। চল তোমাকে গোয়ালার বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

১৪৬। **ভিতরে**—দুর্গামণ্ডপের ভিতরে। নিত্যানন্দপ্রভু ছিলেন দুর্গামণ্ডপের ভিতরে। রামচন্দ্রখানের সেবকের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং অট্টহাসির সহিত বলিতে লাগিলেন।

সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়॥ ১৪৭
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥ ১৪৮
ইঁহা রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা তাহাঁ মাটি খোদাইল॥ ১৪৯
গোময়-জলে লেপিল সব মন্দির অঙ্গন।
তভু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৭। প্রভু ক্রোধভরে বলিলেন—"খান সত্যই বলিয়াছে। এই ঘর বাস্তবিকই আমার থাকিবার যোগ্য নহে, যাহারা ম্লেচ্ছ, যাহারা গো-বধ করে, এ ঘর তাহাদেরই থাকিবার যোগ্য।"

যোগ্য নয়—বাস্তবিকও বৈষ্ণব-অপরাধী পাষণ্ড রামচন্দ্রখানের গৃহ, বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের বাসের যোগ্য নহে। যেখানে পবিত্রতা নাই, যেখানে ভক্তি নাই, সে-স্থান বৈষ্ণবের বাসের যোগ্য নহে। যে-স্থানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, ভগবদ-বিদ্বেষ, সে-স্থানে বাস করিলে ভক্তের ভক্তি বিশুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য ভক্তি-বিশুষ্কতার ভয়ে শ্রীনিতাইচাঁদ রামচন্দ্রের গৃহত্যাগ করেন নাই, অফুরন্ত ভক্তির ভাণ্ডার মূর্ত্তিমন্ত গৌরপ্রেম-স্বরূপ শ্রীনিতাইচাঁদের ভক্তি বিশুষ্ক হওয়ার আশঙ্কা নাই। কেবল রামচন্দ্রের অপরাধের যথোচিত দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এবং বৈষ্ণব-অপরাধের কি শোচনীয় ফল, জীবজগৎকে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু তাহার গৃহত্যাগ করিলেন।

আরও একটী কথা। শুনা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের নাকি ক্রোধ নাই, অভিমান নাই। "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥" কিন্তু রামচন্দ্রখানের প্রতি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন কেন? জমিদারের দুর্গামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া গোয়ালা-গৃহস্থের গোশালায় থাকার প্রস্তাবে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,—ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? অধিকন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জানিতেন—রামচন্দ্র মহাপাষণ্ড, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না, তথাপি তিনি সেখানে গেলেন কেন?

রামচন্দ্রখানের বাড়ীতে যাওয়ার প্রভুর দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, তাহাকে উদ্ধার করা। প্রভুর আগমনে রামচন্দ্র আসিয়া যদি প্রভুর যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেন, তাহা হইলে পতিতপাবন পরমদয়াল শ্রীনিতাই নিশ্চয়ই তাঁহাকে কৃপা করিতেন এবং কিরূপে তাহার অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে, তাহাও উপদেশ করিতেন। তাতে, রামচন্দ্র ধন্য হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণব-অপরাধের ফল যে কিরূপ ভীষণ, একটী বৈষ্ণব অপরাধ যে-দশটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার পার্ষদগণকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, রামচন্দ্রখানের দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইয়া জীবজগৎকে বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক করা। রামচন্দ্রখানের আচরণে প্রভুর অভিমানেও আঘাত লাগে নাই, বাস্তবিক তিনি ক্রুদ্ধ হন নাই, বাহিরে মাত্র ক্রোধের ভাণ দেখাইয়াছেন। ইহাও খানের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রকাশের একটী ভঙ্গীমাত্র। দুষ্ট ছেলেকে সদুপদেশাদি দ্বারা পিতামাতা যখন কোন মতেই শোধরাইতে পারেন না, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও পিতামাতার কৃপাই, বাস্তবিক শাস্তি নহে। রামচন্দ্রখানও দুষ্ট ছেলের মত দুর্দ্দান্ত। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে তাহার সংশোধনের উপায় নাই—তাই পরম-করুণ শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।

১৪৮। **তারে দণ্ড করিতে**—রামচন্দ্রখানকে শাস্তি দিতে। **সেই গ্রামে**—রামচন্দ্র যে-গ্রামে থাকে, সে-গ্রামেও।

১৪৯-৫০। নিত্যানন্দ-প্রভুর অবমাননায় রামচন্দ্রের অপরাধের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া তাহার দুর্ম্মতিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল। ইহার ফলে রামচন্দ্র কিরূপ আচরণ করিল, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। দুর্ম্মতির প্রকোপে রামচন্দ্র মনে করিল, সপরিকর শ্রীনিতাইচাঁদের আগমনে তাহার বাড়ী অপবিত্র হইয়া গিয়াছে—অথবা শ্রীনিত্যানন্দ ও

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র—না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর। ১৫১
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য-বধ করি মাংস সে-ঘরে রান্ধাইল॥ ১৫২
স্ত্রী-পুত্র-সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥ ১৫৩
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আরদিন সভা লঞা করিল গমন॥ ১৫৪
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহার পরিবারবর্গ যে নিতান্ত হেয়, অপবিত্র, অস্পৃশ্য—ইহা লোককে জানাইবার নিমিত্ত রামচন্দ্র একটী সাংঘাতিক কাজ করিয়া ফেলিল। প্রভু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সে ঘরের মাটী খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, সমস্ত ঘর ও অঙ্গন গোময় জলে লেপাইল।

১৫১। প্রভুর অবমাননায় রামচন্দ্রের কি দুর্গতি হইল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

রাজকর—খাজানা। **ক্রুদ্ধ হঞা**—খাজানা দেয়না বলিয়া ক্রোধ।

১৫২। সেই দুর্গামণ্ডপে—যে-দুর্গামণ্ডপে প্রভু বসিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র যে-মণ্ডপের মাটী খুঁড়িয়া গোময়-জলে লেপাইয়াছিল। **অবধ্য**—যাহা বধের অযোগ্য। গরু। **অবধ্যবধ**—গো-বধ। **রান্ধাইল**—ম্লেচ্ছ উজীর পাক করাইল।

প্রভু যে বলিয়াছিলেন, "ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়" ইহা সত্য হইল।

১৫৩। তার ঘর গ্রাম লুটে - ম্লেচ্ছ উজীর যে-কেবল রামচন্দ্রের ঘরেই লুটপাট করিলেন তাহা নহে সেই গ্রামের সকলের ঘরেই লুটপাট করা হইল। অসৎ-সঙ্গের ফলেই সমস্ত গ্রামবাসীর এত দুর্দ্দশা।

১৫৪। সেইঘরে—দুর্গামণ্ডপে। **অমেধ্য রন্ধন**—গোমাংস রন্ধন।

১৫৫। উজাড়—জনশূন্য।

আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আদেশও ছিল—অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণ করিবে, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। রামচন্দ্রখান কি প্রেমভক্তি হইতে বঞ্চিত হইল? তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপামর সাধারণকে উদ্ধার করার জন্য প্রভুর সঙ্কল্পই তো আংশিক ভাবে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কল্প এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার আদেশ হইতে মনে হয়—পরিণামে রামচন্দ্রখান বঞ্চিত হয় নাই। বৈষ্ণব-দ্বেষের গুরুত্ব জগতের জীবকে—জানাইবার জন্য এবং স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য রামচন্দ্রখানের চিত্তে তীব্র অনুতাপ জাগাইবার জন্যই শ্রীমন্নিত্যানন্দের এই লীলাভঙ্গী। এই লীলা-ভঙ্গীদ্বারা তিনি জগতের জীবকে জানাইলেন—স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য তীব্র অনুতাপ না জন্মিলে অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে না। শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধের ফলে চাপাল-গোপাল কুষ্ঠব্যাধিতে যখন অশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন একদিন তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন বলিয়াছিলেন—"অরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ ১।১৭।৪৭॥" তখন তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। সন্ন্যাসের পরে নীলাচল হইতে প্রভু যখন একবার নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন আবার চাপাল-গোপাল তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। চাপাল-গোপালের চিত্তে তীব্র অনুতাপ জাগাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রথম প্রার্থনায় তাঁহাকে উদ্ধার করেন নাই। রামচন্দ্রখান সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ম্লেচ্ছ উজীরের কৃত অত্যাচারে রামচন্দ্রখানের সম্ভবতঃ অনুতাপ জন্মিয়াছিল এবং কেন তাহার

মহান্তের অপমান যেই গ্রামে দেশে হয়।
এক জনের দোষে সব দেশ হয় ক্ষয়॥ ১৫৬
হরিদাসঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে॥ ১৫৭
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই—মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর॥ ১৫৮
হরিদাসের কৃপাপাত্র—তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেইগ্রামে॥ ১৫৯
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরামাচার্য্যগৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহণ॥ ১৬০
রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাসঠাকুরে যাই করে দরশন॥ ১৬১
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥ ১৬২
তাহা যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!॥ ১৬৩
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারেরর সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই দুর্দ্দশা, তাহাও সম্ভবতঃ রামচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিল। অনুমান হয়, তাহার পরে খান প্রভুর চরণে শরণ নিয়া থাকিবে এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকিবে।

১৫৬। প্রশ্ন হইতে পারে—গ্রামবাসী এক জনের অপরাধে সেই গ্রামের সকলের অনিষ্ট কেন হইবে? গ্রামবাসী অন্যান্যের কি দোষ? অন্যান্যের দোষ বোধ হয় এই যে—মহতের অপমানে তাহারা কোনওরূপ বাধা দেয় নাই, মহতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা চেষ্টা করে নাই। গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন না থাকিলে কোনও গ্রামে কোনও মহতের অবমাননা হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদনই গ্রামবাসীর অপরাধ। হইতে পারে—রামচন্দ্রখানের ভয়ে কেহ তাহার আচরণের প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইহাও দেহাবেশেরই ফল, ইহাও পরোক্ষ অনুমোদন। ইহাও দণ্ডাহ। যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় সহে, উভয়েই দণ্ডাহ।

১৫৭। চান্দপুরে—সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম। **বলরাম-আচার্য**—সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত। ৩।৩।২০১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৯। হরিদাসের কৃপাপাত্র—বলরাম আচার্য্যের প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের অত্যন্ত কৃপা ছিল।

তাতে ভক্তিমানে—বলরাম আচার্য্য হরিদাসের কৃপা তো-পাইয়াছেনই, তার উপর তাঁর নিজেরও (অথবা ঐ কৃপার ফলেই তাঁহার) যথেষ্ট ভক্তি ছিল। এজন্য তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে হরিদাসকে সেই গ্রামে রাখিয়া দিলেন।

১৬০। নির্জ্জনে—জন-শূন্য স্থানে। **পর্ণশালায়**—খড়-কুটা দ্বারা তৈয়ারী কুটীরে। **করেন কীর্ত্তন**— হরিদাস ঠাকুর নামকীর্ত্তন করেন। **ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ**—আহার, খাওয়া।

১৬১। হরিদাস-ঠাকুর যখন চান্দপুরে ছিলেন, তখন রঘুনাথ-দাস অত্যন্ত বালক,—পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেন, রঘুনাথ দাস অবসর-সময়ে বলরাম-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া হরিদাস-ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। এই রঘুনাথই পরে শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

১৬২। হরিদাস-ঠাকুরও বালক রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃপা করিতেন। আদৌ হরিদাসের কৃপার বলেই পরবর্ত্তী কালে রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। **তাঁহার উপরে**—বালক-রঘুনাথের উপরে। **তাঁরে**—রঘুনাথ-সম্বন্ধে। **চৈতন্য** শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

১৬৩। তাঁহা—ঐ চান্দপুরে। **যৈছে**—যে-রূপে

১৬৪। বলরাম—বলরাম-আচার্য্য। **বিনতি**—বিনয়; হরিদাসের নিকটে অনুনয় বিনয় করিয়া। **মজুমদারের সভায়**—স্থানীয় জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসের সভায়। **ঠাকুর**—হরিদাসকে।

ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ ১৬৫
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥ ১৬৬
হরিদাসের গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিঞা দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে॥ ১৬৭
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥ ১৬৮
কেহো বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥ ১৬৯
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে॥ ১৭০

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৯॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ ১৭১

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হরিদাস কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না। সুতরাং জমিদার সভায় যাওয়ার জন্য তাঁহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কেবলমাত্র বলরাম আচার্য্যের অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়াই সেখানে গিয়াছিলেন।

১৬৫। দুই ভাই—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। **অভ্যুত্থান**—গাত্রোত্থান; আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। **পায় পড়ি**—হরিদাসের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সহিত বসিতে আসন দিলেন।

১৬৬। সভায় অনেক পণ্ডিত, অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক সজ্জন (সাধুলোক) ছিলেন। হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

১৬৭। সভে—সভাস্থ সকলে। **পঞ্চমুখে**—অত্যন্ত আনন্দের সহিত অনেক প্রকারে।

১৭০। এই দুই ফল—পাপক্ষয় ও মোক্ষ।

এই দুই ফল নহে—হরিদাস বলিলেন, পাপক্ষয় ও মোক্ষ (মুক্তি) এই দুইটী নামের মুখ্য ফল নহে। নামের মুখ্যফল হইল কৃষ্ণপ্রেম; পাপক্ষয় ও মোক্ষ আনুষঙ্গিক ফল মাত্র; তজ্জন্য কোনও চেষ্টা করিতে হয় না; নাম করিতে করিতে আপনা আপনিই পাপক্ষয় হয় ও মোক্ষ হয়; যেমন সূর্য্যোদয় হইলে আপনা আপনিই অন্ধকার দূরীভূত হয়।

প্রেম উপজায়ে—নামের ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। নাম করিতে করিতে যে হাসি, কান্না, নৃত্য এসমস্তই প্রেমের লক্ষণ।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

নামকীর্ত্তনের ফলে যে প্রেমোদয় হয়, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১। আনুষঙ্গিক ফল—মুক্তি ও পাপ-নাশ এই দুইটী নামের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র, মুখ্য ফল নহে। যাহা বিনা চেষ্টায় অন্য কাজের সঙ্গে আপনা আপনিই উপস্থিত হয়, তাহাই আনুষঙ্গিক। যেমন আমি চাউল কিনিবার নিমিত্ত বাজারে গেলাম, যাওয়ার সময় পথে একটী আম পাওয়া গেল। আম প্রাপ্তিটী হইল আনুষঙ্গিক লাভ, চাউল প্রাপ্তিটী মুখ্য লাভ। আমের জন্য আমি বাজারে যাই নাই।

তাহার দৃষ্টান্ত ইত্যাদি—সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভেই যেমন অন্ধকার আপনা আপনিই (আনুষঙ্গিকভাবে) দূর হয়, সূর্য্যোদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি প্রকাশ পায় (সূর্য্যোদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য), তদ্রূপ নাম গ্রহণের প্রারম্ভেই পাপাদি বিনষ্ট হয়। নামের ফলে কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তি হয়। নিম্ন শ্লোক ইহার প্রমাণ।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৬)—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সভে কহে—তুমি কহ অর্থবিবরণ ॥ ১৭২

হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৭৩
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-ত্রাস।
উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ ॥ ১৭৪
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৭৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অংহঃ পাপং সকৃদুদয়াৎ একবারমুচ্চারণাৎ তরণিঃ সূর্য্যো যথা তিমিরজলধিং অন্ধকারসমুদ্রং সংহরন জয়তি তথেতি সম্বন্ধঃ। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১০। অন্বয়। তরণিঃ (সূর্য্য) তিমির-জলধিম (অন্ধকার-সমুদ্রকে) ইব (যেমন—শোষণ করে, দূরীভূত করে, তেমনি) হরেঃ (শ্রীহরির) জগন্মঙ্গলং (জগন্মঙ্গল—জগতের মঙ্গলজনক) নাম (নাম) সকৃৎ (একবার মাত্র) উদয়াৎ এব (উদিত—উচ্চারিত—হইলেই) লোকস্য (লোকের) অখিলং (সমুদয়) অংহঃ (পাপ) সংহরৎ (সংহার—বিনষ্ট—করিয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হয়)।

অনুবাদ। সূর্য্য উদিত হইয়াই যেমন অন্ধকার-সমুদ্রকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম একবার মাত্র (জিহ্বাগ্রে) উদিত হইলেই লোকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া জয়যুক্ত হয়। ১০

১৭১-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। পরবর্ত্তী ১৭৩-৭৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১৭২। এই শ্লোকের—পূর্ব্বোক্ত "অংহঃ সংহরদখিলমিত্যাদি" শ্লোকের। **অর্থ কর**—হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিতগণকে বলিলেন। **তুমি**—হরিদাসকে বলিলেন।

১৭৩। এই কয় পয়ারে হরিদাস-ঠাকুর শ্লোকটীর অর্থ করিতেছেন। **যৈছে**—যেমন। **উদয় না হৈতে**—সূর্য্যের উদয় হওয়ার পূর্ব্বেই। **আরম্ভে**—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভেই। **তমের**—অন্ধকারের। **হয় ক্ষয়**—নাশ হয়, অন্ধকার দূর হয়।

১৭৪। চৌর—চোর। **প্রেত**—ভূত। **ভয়-ত্রাস**—ভয় ও ত্বরিত গতিতে পলায়নের চেষ্টা।

চৌর-প্রেত ইত্যাদি—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভে ধরাপড়ার আশঙ্কায় চোর প্রভৃতির ভয় ও অসুবিধা হয়; তাই তাহারা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ গৃহে পলায়ন করে। কোনও কোনও গ্রন্থে "ভয়-ত্রাস" স্থলে "ভয়-নাশ" পাঠ আছে। এ-স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে—সূর্য্যোদয়ের আরম্ভে লোকের পক্ষে চোর-ভূতাদি হইতে উৎপাতের ভয় নষ্ট হয়, যেহেতু, সেই সময়ে তাহারা ধরা-পড়ার ভয়ে ও নিজেদের অভিপ্রেত মন্দ কার্য্যাদি করার অসুবিধা দেখিয়া গৃহে পলায়ন করে। **উদয় হৈলে**—সূর্য্যের উদয় হইলে। **ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মঙ্গল প্রকাশ**—ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি মঙ্গলজনক কার্য্যের প্রকাশ হয়, সূর্য্যোদয় হইলেই লোকে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, নিজের ও অপরের মঙ্গল-জনক কার্য্যও আরম্ভ করে।

১৭৫। তৈছে—সেইরূপ। **নামোদয়ারম্ভে**—নাম-কীর্ত্তনের আরম্ভেই। নাম-কীর্ত্তনের সূচনাতেই। **উদয় হৈলে**—নামের উদয় হইলে, নাম জিহ্বায় ও চিত্তে স্ফুরিত হইলে। **হয় প্রেমোদয়**—যাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, আর যাঁহারা নিরপরাধ-ভাবে (নামাপরাধাদি বর্জ্জন করিয়া) নাম করিতে পারেন, তাঁহাদেরই নামকীর্ত্তন মাত্র প্রেমোদয় হয়, যাহাদের অপরাধ আছে, অপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের প্রেমোদয় হয় না।

মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৭৬

তথাহি (ভা ৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন ॥ ১১

যেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৬। নামাভাস হইতেই মুক্তি পাওয়া যায়, তজ্জন্য আর নামের কোনও প্রয়োজন নাই, নামের পক্ষে মুক্তি অতি সামান্য (তুচ্ছ) ফল। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। পরবর্ত্তী ১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩।৩।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৭৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৭। যেই মুক্তি ইত্যাদি—নামাভাস হইতে যে-মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা ভক্ত নিতে চাহেন না, কৃষ্ণ দিতে চাহিলেও নিতে চাহেন না। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। পরবর্ত্তী শ্লোকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তির উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায় পাঁচ রকমের মুক্তিই নামাভাস হইতে পাওয়া যায়।

এবিষয়ে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন যে, নামাভাসের ফলেই চতুর্ব্বিধা বা পঞ্চবিধা মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যানই এই উক্তির অনুকূলে একটী বড় প্রমাণ। এই প্রমাণটী দেখাইবার জন্য অজামিলোপাখ্যানের "ম্রিয়মাণো হরের্ণাম" শ্লোকটী এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচরিতামৃতে এই পরিচ্ছেদেই দুইবার উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে অজামিলের উপাখ্যানটী সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিনি অত্যন্ত সদাচার-সম্পন্ন ও সদ্ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে এক প্রগ তরুণী দাসীকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিকার উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ মাতাপিতা এবং যুবতীভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ দাসীর সঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ গর্হিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দাসী-গর্ভে তাঁহার দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল, সর্ব্ব-কনিষ্ঠটীর নাম ছিল নারায়ণ। অজামিল এই নারায়ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই নারায়ণ যখন অস্ফুটভাষী শিশু, তখন অজামিলের বয়স ৮৮ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তিনজন ভীষণাকৃতি যমদূত পাশ হস্তে তাঁহাকে বাঁধিয়া নেওয়ার নিমিত্ত অজামিলের নিকটে আসিলেন। তাঁহাদের মুখ বক্র, গায়ের রোমগুলির অগ্রভাগ সব উপরের দিকে। চেহারা অত্যন্ত বিকট। অজামিল অত্যন্ত ভয় পাইলেন—শিশু নারায়ণ তখন কিছু দূরে খেলা করিতেছিল অজামিল 'নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। আসন্নমৃত্যু অজামিলের মুখে এই 'নারায়ণ" নাম (বস্তুতঃ নামাভাস, কারণ নারায়ণ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না লক্ষ্য ছিল তন্নামক তাঁহার পুত্র যাহা হউক, এই 'নারায়ণ নাম) শুনিয়া চারিজন বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যমদূতের হাত হইতে অজামিলকে মুক্ত করিলেন। বিস্মিত হইয়া যমদূতগণ বলিলেন—"এই ব্যক্তি মহাপাপী সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও করে নাই, আমরা ইহাকে দণ্ডধর যমরাজের নিকট লইয়া যাইব, সেখানে কৃত পাপের দণ্ড ভোগ করিয়া এই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে। শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন,— হা, অজামিল মহাপাপী ছিল সত্য কিন্তু এখন আর সে মহাপাপী নহে, যে মুহূর্ত্তে সে তাহার পুত্রকে ডাকিবার ছলে আভাস মাত্র চারি অক্ষর 'নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়াছে। তাহাতে সে কোটি-জন্মকৃত পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। —"অয়ংহি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি। যদ্ব্যজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘ-নিষ্কৃতিম। যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম ॥ শ্রীমদ্‌ভাগবত ৬।২।৭-৮ ॥

এই বলিয়া বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে পাশমুক্ত করিলেন। যমদূতগণ চলিয়া গেলেন। অজামিল আশ্বস্ত হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতগণ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে যে সগুণ ও নির্গুণ ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছিল, অজামিল তাহা শুনিয়াছিলেন। নিজের পূর্ব্বকৃত গর্হিত কর্ম্মের-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল, ভগবদভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অজামিলের ক্ষণকাল মাত্র সাধু (বিষ্ণুদূতদিগের)-সঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি পুত্রাদিস্নেহ-রূপ সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। "ইতি জাতসুনির্ব্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন" সাধুষু। গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্ত-সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥ শ্রীভা. ৬।২।৩৯॥"

গঙ্গাদ্বারে যাইয়া তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি। শ্রীভা. ৬।২।৪০॥) পরে চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা দেহ-ইন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া পরব্রহ্ম ভগবানে নিয়োজিত করিলেন। "ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা। যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি। শ্রীভা ৬।২।৪১॥"

তদনন্তর শ্রীভগবানেই তাঁহার চিত্ত নিশ্চল হইল। এমন সময় তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণের দর্শন পাইলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদদিগের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। "হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম॥ সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ॥—শ্রীভ. ৬।২।৪৩ ৪৪॥"

এই হইল অজামিলের সম্পূর্ণ উপাখ্যান। এই উপাখ্যান হইতে মোটামুটি ইহাই বুঝা যায় যে, নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণ করায় অজামিলের পূর্ব্বকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার নির্ব্বেদ অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাতেই তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে যাইয়া একান্ত চিত্তে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে দেহত্যাগ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। যমদূতগণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, বিষ্ণুদূতগণ তখন তাঁহাকে লইয়া যায়েন নাই, তাহার পরেও অজামিল জীবিত ছিলেন এবং ভজন করিয়াছিলেন। ভজনের পরে দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যায়েন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—অজামিলের এই যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি, ইহা কি যমদূতগণের দর্শনে পুত্রকে ডাকিবার ছলে নারায়ণের নামাভাসের ফল, নাকি তাঁহার ভজনের ফল? যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, তাঁহার ভজনেরই ফল। যেহেতু, বিষ্ণুদূতগণের উক্তি হইতে বুঝা যায়, নামাভাসের ফলে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপই বিনষ্ট হইয়াছে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে তৎপ্রসঙ্গে কোনও উল্লেখ নাই। আবার শুকদেব-গোস্বামীও বলিলেন, বিষ্ণুদূতগণের সঙ্গ-প্রভাবেই অজামিলের নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছে, তাহাতেই তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন। নামাভাসের ফলেই যে নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছে, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এবং যুক্তির অনুরোধে ইহাও কেহ বলিতে পারেন যে—নামকরণের সময় হইতে এই পুত্রটীকে অজামিল তো বহুবারই "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়া থাকিবেন, প্রত্যেকবারেই তো নামাভাস হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেক বারেই তো তাঁহার পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হওয়ার কথা। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে নামকরণ-সময়ে স্বীয় পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিবার পরেও অজামিলের পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি হইল কেন? পুনরায় তিনি দাসীসঙ্গাদিই বা করিলেন কেন? নামকরণ-সময়ে "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণের পরেও যখন অজামিলের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, তখন মনে করা যাইতে পারে যে—নামাভাসে নির্ব্বেদ জন্মে নাই, পাপ-প্রবৃত্তির মূলও নষ্ট হয় নাই; পূর্ব্বকৃত পাপ-সমূহমাত্র নষ্ট হইয়াছে বলা যায়, পাপ-প্রবৃত্তির মূল নষ্ট না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পাপ-কর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই গীতার উক্তি-অনুসারে জানা যায়, শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কেহই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না এবং মায়ার কবল হইতে উদ্ধার না পাইলে, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া না গেলে, বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির যোগ্যতাও কেহ লাভ করিতে পারে না। নামাভাসে শরণাগতি নাই; সুতরাং মায়াবন্ধন হইতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুক্তির সম্ভাবনাও দেখা যায় না, চিত্ত চাঞ্চল্যের নিরসন হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না পুত্রকে ডাকিবার ছলে "নারায়ণ" নাম উচ্চারিত হওয়ার পরেই যে অজামিলের চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছিল, কিম্বা নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছিল—উল্লিখিত শ্রীভাগবতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে তাহাও জানা যায় না। হয়াই বরং জানা যায় যে, ভজনের প্রভাবেই অজামিলের চিত্ত নিশ্চল হইয়াছিল, ভজনের প্রভাবে ভগবানে চিত্তের নিশ্চলতা লাভের পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয় এবং বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হয়। ভজনের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হওয়ায় ভজনকেই যেন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া মনে হয়। এস্থলে নামাভাস পরম্পরাক্রমেই তাঁহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির হেতু হইল, কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে নহে—এইরূপই মনে হয়। —এই সমস্ত হইল পূর্ব্বপক্ষের কথা।

কিন্তু শ্রীল হরিদাসঠাকুর বলিতেছেন :— নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি। শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥ ৩।৩।৬০॥' 'মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে। ৩।৩।১৭৬-৭৭॥' 'হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়। তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়। ৩।৩।১৮৬॥"

ইহার উপর আর কথা চলে না। নামাভাসের মুক্তি দায়কত্ব সম্বন্ধে এত সুদৃঢ় নিশ্চিত উক্তি বোধ হয় আর কোথাও নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। কেবলমাত্র নামাভাসেই মুক্তি লাভ হইতে পারে—ইহা ধ্রুব সত্য। হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়। শাস্ত্রে কহে—নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়। ৩।৩।১৮০॥'

হরিদাসের সাক্ষ্য অনুমিত। তাহা হইলে উপরে আমরা অজামিলোপাখ্যানের যে যথাশ্রুত অর্থের কল্পনা করিয়াছি তাহা প্রকৃত অর্থ নহে, নামাভাস বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির পরম্পরা কারণমাত্র নহে, ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবেই মুক্তির কারণ। একথা যে কেবল হরিদাস ঠাকুরই বলিতেছেন তাহা নহে—শ্রীমদ্‌ভাগবতও অজামিলের উপাখ্যানে তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বেই ইহা বলিতেছেন :—"এবং স বিপ্লাবিত সর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা। নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্॥ ৬।২।৪৫

সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দাসীপতি নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা পতিত এবং ব্রতহীন সেই অজামিল নরকে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়ে ভগবন্নাম গ্রহণ করায় **তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ** করিয়াছিল।

(ক) দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষাও নামের বৈশিষ্ট্য

বিষ্ণুদূতগণও বলিয়াছেন "স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ শ্রীভা ৬।২।৯-১০॥—স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুতল্পগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী, গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে-সকল পাতকী আছে তাহাদের সকল পাপেরই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এই নাম (ভগবানের নাম); যেহেতু ভগবান বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করামাত্রেই উচ্চারণকারীর বিষয়ে ভগবানের মতি হয় অর্থাৎ তৎক্ষণাৎই ভগবান মনে করেন—এই নাম উচ্চারক আমারই জন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমারই কর্ত্তব্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন— ননু ভবতু নাম পাতকানাং নাশঃ কিন্তু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশঃ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দ কোটিভিরপ্যানবর্ত্তানাং কথমেকেনৈব নামাভাসেন প্রায়শ্চিত্তং স্যাদিত্যত আহুঃ। স্তেনং স্বর্ণস্তেয়ী ইদমেব সুনিষ্কৃতং পাপনির্মূলীকরণাৎ শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তং নতু দ্বাদশাব্দাদিকম্। পাপনাশকত্বেঽপি পাপনির্মূলনাসামর্থ্যাৎ নাপ্যেতন্মাত্রফলকং যতো নামব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারক পুরুষ বিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বথা রক্ষণীয়ঃ ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতীতি স্বামিচরণাঃ।" এই টীকার তাৎপর্য্য :—' বাসনার বশীভূত হইয়া জীব অশেষবিধ মহাপাতক করিয়া থাকে—একবার দুইবার নয় সহস্র সহস্র বার। দ্বাদশাব্দ-ব্যাপী কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্তেও ঐ পাপ-বাসনা দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায় এক নামাভাসে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিরূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরেই বলা হইতেছে—নামোচ্চারণই ঐ সমস্ত মহাপাতকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত নয়, কারণ, দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তে, যে-পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, সেই পাপ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেই পাপের মূল যে-দুর্ব্বাসনা, তাহা দূরীভূত হয় না, তাই প্রায়শ্চিত্তের পরেও প্রায়শ্চিত্তকারী লোক আবার মহাপাতকে লিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে পাপের মূলই উৎপাটিত হইয়া যায়, মূল উৎপাটিত হইয়া গেলে নাম-উচ্চারণকারীর আর পাপ-কার্য্যে মতি হয় না, এজন্যই নামই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। নাম উচ্চারণ মাত্রে পাপের মূল উৎপাটিত হওয়ার হেতু এই যে—নামের উচ্চারণকারীকে ভগবান নিজেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাহার হেতু এই যে, যখনই কেহ ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন তখনই ভগবান মনে করেন—'এই নাম উচ্চারণকারী আমারই জন, আমাকর্ত্তৃক এই ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। তাই সর্ব্ববিধ পাপ হইতে ভগবান্‌ই তাহাকে রক্ষা করেন এবং ভগবান রক্ষা করেন বলিয়া তাহার আর পাপ-কার্য্যে মতি হয় না। দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদিতে প্রায়শ্চিত্তকারীসম্বন্ধে ভগবানের এইরূপ মতি হয় না, তাই প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপমতিও দূরীভূত হয় না।"

(খ) ভগবন্নামের অসাধারণ মাহাত্ম্যের হেতুঃ

ভগবন্নামের এইরূপ অসাধারণ মহাত্ম্যের হেতু এই যে, নাম ও নামী ভগবান—অভিন্ন অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবানের যেরূপ শক্তি, তাঁহার নামেরও সেইরূপ—বরং তদধিক শক্তি। দ্বাদশাব্দব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদির তদ্রূপ শক্তি নাই, যেহেতু, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তাদি ভগবান হইতে অভিন্ন নহে সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির শক্তি ভগবানের শক্তির তুল্য নহে।

(গ) পাপবাসনা নির্ম্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামের শক্তির তুল্যঃ

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবন্নামের ঐরূপ অসাধারণ শক্তি না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু নামাভাসেরও কি পাপ বাসনা নির্ম্মূলীকরণে তদ্রূপ শক্তি থাকিতে পারে?

উত্তরে বলা যায়—পাপ বাসনা নির্ম্মূলীকরণে নামাভাসের শক্তিও নামেরই শক্তির তুল্য। তাহার হেতু এই। নাম ও নামাভাসের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হইতেছে কেবল প্রয়োগস্থলে, শব্দে পার্থক্য নাই। একই নারায়ণ শব্দ স্বয়ং নারায়ণে প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ স্বয়ং নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলে তাহা হয় নাম আর নারায়ণে প্রযুক্ত না হইয়া অন্য বস্তুতে—পুত্রাদিতে—প্রযুক্ত হইলে "নারায়ণ"-শব্দে পুত্রাদিকে লক্ষ্য করিলে, তাহা হয় নামাভাস। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারণ করা হউক না কেন, উচ্চারিত তো হয় 'নারায়ণ" শব্দই। এই "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারিত হইলেই—তা এই শব্দ যে-ভাবে বা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হউক না কেন, উচ্চারিত হইলেই—স্বয়ং নারায়ণ নাম-উচ্চারণকারীকে আপনার জন এবং আপনাকর্ত্তৃক রক্ষণীয় বলিয়া—অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ'-বাক্যে একথাই বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—নারায়ণকে লক্ষ্য না করিয়া অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারিত হইলে কিরূপে নামের ফল পাওয়া যাইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা নামেরই স্বরূপগত বা বস্তুগত ধর্ম্ম নময়তি ইতি নাম। নাম, নামীকেও উচ্চারণকারীর নিকটে নামাইয়া আনিতে পারে, তাই যে কোনও প্রকারে নাম উচ্চারিত হইলেই নামী ভগবান নাম-উচ্চারণকারীকে অঙ্গীকার করেন। দাহ করা হইতেছে আগুনের স্বরূপগত বা বস্তুগত ধর্ম্ম, কেবল যজ্ঞাগ্নিই যে দাহ করিতে পারে, তাহা নয়, অপবিত্র অস্পৃশ্য আস্তাকুড়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও দাহ করিতে পারে। তদ্রূপ যে-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাম উচ্চারিত হউক না কেন, নাম স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবেই। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। নাম পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্‌বস্তু, পরম শক্তিশালী —সর্ব্বোপরি পরম-করুণ। ৩।২০।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রুতি বলেন—এতদ্ধি এব অক্ষরং ব্রহ্ম—এই নামাক্ষরই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যেমন পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্বস্তু, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মের বাচক নামও তেমনি পরম-স্বতন্ত্র, চিদ্বস্তু, সচ্চিদানন্দ। "কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥" তাই নামের এইরূপ অসাধারণ শক্তি, যাহা আমাদের চিন্তার অতীত। আমাদের প্রাকৃত-জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কযুক্তিদ্বারা নামের—কেবল নামের কেন, কোনও অপ্রাকৃত বস্তুরই—মহিমা নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম ॥—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য অচিন্ত্য ব্যাপারসম্বন্ধে প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-মূলক তর্কযুক্তির অবতারণা করা সঙ্গত নহে।" এই ব্যাপারে শাস্ত্রবাক্যই মানিয়া লইতে হইবে। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥" নামের এইরূপ অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃই পাপনির্মূলীকরণে নামাভাসও নামেরই তুল্য ফল প্রসব করিতে সমর্থ। নামের এইরূপ স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই নামের অক্ষর-সমূহ ব্যবহিত হইলেও নিষ্ফল হয় না। 'নামের অক্ষর-সভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ ৩।৩।৫৭॥"

(ঘ) নামের অক্ষরগুলি ব্যবহিত হইলেও নামের শক্তি নষ্ট হয় না ঃ

প্রশ্ন হইতে পারে—নামের অক্ষরগুলি পরস্পর হইতে ব্যবহিত হইলে কিরূপে নামের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে? একটী দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাজমহিষী-শব্দ। এই শব্দটির মধ্যে "রা' এবং "ম —অর্থাৎ 'রাম শব্দের অক্ষর দুটী আছে, অবশ্য এই অক্ষর দুইটীর মধ্যে "জ'-একটী অক্ষর থাকাতে "রাম'-শব্দের অক্ষর দুইটী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—ব্যবহিত—হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম'—ইত্যাদি পাদ্মবচনের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন, ব্যবহিত হইলেও "রাজমহিষী শব্দের উচ্চারণে 'রাম শব্দ উচ্চারণের ফল হইতে পারে (৩।৩-শ্লোকের সংস্কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। নাম চিদ্বস্তু, প্রাকৃত বস্তু নহে, সুতরাং নামের অক্ষরও চিদ্বস্তু, প্রাকৃত বস্তু নহে। আমরা প্রাকৃত অক্ষরদ্বারা ভগবন্নাম লিখিতে পারি, কিন্তু ভগবন্নাম লিখিত হইলেই অক্ষরগুলি বাস্তবিক চিন্ময়তা লাভ করে। প্রাকৃত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইলে যেমন চিন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ। অবশ্য প্রাকৃত চক্ষুতে আমরা এই অক্ষরগুলিকে প্রাকৃত বলিয়াই দেখি। ইহা আমাদের মায়াকৃত দৃষ্টি-বিভ্রম। নীলবর্ণের চশমা চক্ষুতে দিলে সাদা বস্তুও নীল দেখায়, তাহা বলিয়া সাদা বস্তু বাস্তবিক নীল হইয়া যায় না। মায়াকৃত বিভ্রমবশতঃ প্রকট-লীলায় ভগবানকেও কেহ কেহ সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকে; একথা গীতায় ভগবানই বলিয়াছেন। "অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষং তনুমাশ্রিতম। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম ॥ ৯।১১ ॥" ভগবদ্বিগ্রহকেও মায়াবদ্ধ লোক প্রাকৃত প্রতিমা মনে করে, কিন্তু তাহাতেই শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত হইয়া যায় না। তদ্রূপ ভগবন্নামের অক্ষরসমূহও প্রাকৃত বা জড় বস্তু নহে, তাহারা চিদ্বস্তু, চিদ্ বস্তু বলিয়া নিত্য অবিনশ্বর। "রাজমহিষী'-শব্দের অন্তর্গত 'রা' এবং 'ম' অক্ষর দুইটীও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য, অবিনশ্বর। মাধ্যন্দিনাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকা যেমন নষ্ট হয় না, স্বর্ণ-কণিকার মূল্যও যেমন কমে না, তদ্রূপ "রাজমহিষী'-শব্দের অন্য প্রাকৃত অক্ষরগুলির সঙ্গে মিশ্রিত আছে বলিয়া ভগবন্নামাত্মক "রাম"-শব্দের অক্ষরদ্বয় তাহাদের মহিমা হারাইবেন না। মনে করা যাউক, কোনও স্থানে "রাজমহিষী"-শব্দ লিখিত আছে, "রা" এবং "ম"-অক্ষর দুইটী স্বর্ণাক্ষরে এবং অন্য অক্ষরগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরে স্থূলভাবে লিখিত আছে কিন্তু মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরগুলিও সোনার রং এ রঞ্জিত। দেখিতে মনে হয়, সমস্ত অক্ষরগুলিই স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত। কালবশে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অক্ষরগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও স্বর্ণনির্ম্মিত "রা" এবং "ম" অক্ষর দুইটী অবিকৃতই থাকিবে এবং অব্যবহিতই থাকিয়া স্পষ্টভাবেই ভগবন্নামাত্মক "রাম"-শব্দ জ্ঞাপন করিবে॥ "রাজমহিষী'-শব্দের "রা" এবং "ম" এই অক্ষর দুইটীই মহিমাময়, তাহারা তাহাদের মহিমা ব্যক্ত করিবেই; অন্য অক্ষরগুলির তদ্রূপ মহিমা নাই। ৩।২০।৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(ঙ) নামাভাসে কি সকলেরই মুক্তি হইবে?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—নামাভাসেরও যখন পাপ নির্মূলীকরণ শক্তি এবং মুক্তিদায়িনী শক্তি আছে এবং জগতে প্রায় সকলেই যখন কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও উপলক্ষ্যে নামাভাস উচ্চারণ করিয়া থাকে, তখন লোকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্যেই বা প্রবৃত্তি দেখা যায় কেন? আর সকলেই কি মুক্ত হইয়া যাইবে? উত্তর—সকলের পাপ নির্মূলীকৃত হয় না। সকলে মুক্তির অধিকারীও হয় না। তাহার কারণ—নামাপরাধ। যাঁহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত অপরাধ আছে, সেই অপরাধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নাম স্বীয় ফল প্রসব করিবে না। 'তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ১৮ ॥" আবার, নামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও নামেতে যাঁহাদের অনেকেরই শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মে না। নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও নামগ্রহণে প্রবৃত্ত না হওয়াও একটী অপরাধ। অপরাধযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে নাম ফল প্রসব করে না।

(চ) স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে উচ্চারিত নাম মুক্তিপ্রদ কিনা?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যাঁহারা স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মানুষ্ঠান প্রসঙ্গে এবং অন্য সময়েও তাঁহারা ভগবন্নামের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলেরই কি মুক্তি হইবে? এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা ৬।২।৯।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—অপি চ যথা নামাভাসবলেন অজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি অর্থবাদকল্পনাদি নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইতি নাম মাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশঙ্ক্যঃ।—দুরাচার হইয়াও অজামিল যেমন নামাভাসের বলে বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার কিন্তু স্মার্ত্তাদি (স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণকারিগণ) সদাচারসম্পন্ন এবং শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এবং বহু প্রকারে ভগবন্নাম গ্রহণ করিয়াও অর্থবাদ কল্পনাদিরূপ নামাপরাধের ফলে ঘোর সংসারই লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নাম মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন—সকলেরই মুক্তিলাভ হইবে।" যে কোনও প্রকারে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিলেই জীব মুক্ত হইতে পারে সত্য কিন্তু যদি তাহার নামাপরাধ থাকে, তাহা হইলে মুক্তি হইবে না—ইহাই তাৎপর্য্য। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিসম্বন্ধে একটী কথা উঠিতে পারে এই যে—স্মার্ত্তাদির সম্বন্ধে তিনি অর্থবাদাদিরূপ নামাপরাধের কথা বলিলেন কেন? ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে নামের মুখ্যফল ভগবৎ প্রেম লাভ হইতে পারে এবং আনুষঙ্গিক ভাবেই স্মৃতি শাস্ত্রাদি বিহিত কর্ম্মের ফলও পাওয়া যাইতে পারে, তথাপি নামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের এই আচরণের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে—শাস্ত্রোল্লিখিত নাম মাহাত্ম্যের কথায় তাঁহাদের বেশী বিশ্বাস নাই, নাম-মাহাত্ম্যে তাঁহারা অর্থবাদ কল্পনা করেন (অর্থাৎ নাম মাহাত্ম্যের কথাকে তাঁহারা অতিরঞ্জিত উক্তি বলিয়া মনে করেন), ইহা একটী নামাপরাধ। অথবা নাম মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াও নামে প্রবৃত্ত না হওয়া, বা নামগ্রহণে প্রাধান্য না দেওয়াও নামাপরাধ। স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে এ-সমস্ত নামাপরাধ হইতে পারে। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"তদেবং ভগবন্নাম সকৃৎ প্রবৃত্তমপি সদ্য এব সমূলং পাপং সংহরদপি ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতীতি ন্যায়েন প্রথমং কিঞ্চিদবিলম্বত এব স্বীয় ফললিঙ্গং লোকে দর্শয়িত্বা বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতোচ্ছেদা-ভাবার্থং কচিন্ন দর্শয়িত্বা চ স্বব্যাহর্তৃজনান স্বাপরাধরহিতান ভগবদ্ধাম নয়তীতি সিদ্ধান্তো বেদিতঃ।—ভগবন্নাম একবার উচ্চারিত হইলেই সদ্যই পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় সত্য, তথাপি কিন্তু ফলপ্রসূ বৃক্ষ যেমন যথা কালেই ফলধারণ করে, বৃক্ষ রোপিত হওয়ামাত্রেই ফল ধারণ করে না, কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ফল ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবন্নামও কিঞ্চিৎ বিলম্বেই লোকে স্বীয় ফল প্রকাশ করিয়া থাকে আবার বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমত যাহাতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কখনও বা বাহিরে ফল না দেখাইয়াও—যাঁহাদের নামাপরাধ নাই, সেই সমস্ত নাম-গ্রহণকারীদিগকে শ্রীনাম ভগবদ্ধামে লইয়া যায়েন—ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতে হইবে।"

চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তিতেও দুইটী কথা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, স্বব্যাহৃতজনান্ স্বাপরাধরহিতান্ ইত্যাদি—নামাপরাধ-রহিত নামগ্রহণকারীদিগকেই ভগবদ্ধামে লওয়া হয়, যাঁহাদের নামাপরাধ আছে, নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা ভগবদ্ধামে যাইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বহির্মুখশাস্ত্রমতোচ্ছেদাভাবার্থম্ ইত্যাদি। নামের ফল লোক জগতে বাহিরে প্রকাশিত হইলে বহির্মুখশাস্ত্রমত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে পারে তাই কখনও কখনও বা নাম স্বীয় ফল বাহিরে প্রকাশ করেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, বহির্মুখশাস্ত্রমত উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলে ক্ষতি কি? উত্তর বোধ হয় এই—যাঁহারা বহির্মুখ জীব, তাঁহারাই দেহ-দৈহিক-বস্তু-সম্বন্ধী স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ করেন—দেহের সুখ বা দুঃখ-নিবারণের উদ্দেশ্যে। পারমার্থিক ভক্তিশাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের অনুরক্তি দেখা যায় না, যেহেতু, এ-সকল পারমার্থিক শাস্ত্র দেহ-দৈহিক বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের কথাই বলেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে বহির্মুখ-শাস্ত্রমতের মূল্য বিশেষ কিছু নাই, তাহা হইলে তাঁহারা সেই শাস্ত্রমতের অনুসরণ করিবেন না (অনুসরণ না করাই শাস্ত্রমতের উচ্ছেদ-প্রাপ্তি), অথচ বহির্মুখতাবশতঃ তাঁহারা পারমার্থিক শাস্ত্রমতেরও অনুসরণ করিবেন না। এই অবস্থায় তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া অধঃপাতের মুখে অগ্রসর হইবেন। পারমার্থিক শাস্ত্রের অনুসরণ না করিয়া স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ করিলেও চিত্তশুদ্ধির এবং সুশৃঙ্খল সংযত জীবন যাপনের সম্ভাবনা থাকে। তাই বহির্মুখ জীবের পক্ষে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণও আপেক্ষিক ভাবে কল্যাণজনক। তাই অধিকারিভেদে এ-সকল শাস্ত্রেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু নামের ফল বাহিরে প্রকাশ পাইলে বহির্মুখ শাস্ত্রমতের উচ্ছেদপ্রাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে থাকিতে পারে? উত্তর—বহির্মুখ লোকজন যদি দেখে যে, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের অনুসরণ না করিয়াও কেবলমাত্র নাম গ্রহণেই জীবের দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইতে পারে (যেমন অজামিলের হইয়াছিল), তখন কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল স্মৃতিবিহিত কর্ম্মাদির প্রতি তাহাদের উপেক্ষা জন্মিতে পারে, ক্রমশঃ সে-সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেই তাহারা বিরত হইতে পারে (অথচ, নামগ্রহণেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না—বহির্মুখতাবশতঃ), এইরূপে স্থলবিশেষে (যেমন নিতান্ত বহির্মুখদের সাক্ষাতে) নামের ফল বাহিরে প্রকাশ পাইলে বহির্মুখ জীবের কিঞ্চিৎ কল্যাণকর বহির্মুখ-শাস্ত্রমতের উচ্ছেদের আশঙ্কা আছে।

(চ) প্রায়শ্চিত্তাদি প্রসঙ্গে নামাপরাধ হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের ফল পাওয়া যাইবে কিনা? যোগ-জ্ঞানাদির অঙ্গভূত নামের ফল।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্মৃত্যাদি-বিহিত প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিক ভাবে নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু বলা হইয়াছে, তাহাতে নামাপরাধ হয়। নামাপরাধ হইলে তো প্রায়শ্চিত্তকারীর অধঃপতনই হইবে॥ কিন্তু অধঃপতন হইলেও যে-পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা হইল, নামের ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হইবে কিনা? শ্রীভা. ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—পাপের বিনাশ হইবে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তটীকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটী এই। কোনও এক মহাজনের আশ্রয়ে কয়েক জন লোক আছে, কিন্তু তিনি সকল আশ্রিতের প্রতি সমান ভাবে প্রসন্ন নহেন। এই প্রসন্নতার তারতম্যানুসারে আশ্রিতদের আশ্রয়েরও (আশ্রয়-স্থানাদির) তারতম্য হয়, আবার আশ্রয়ণ-তারতম্যানুসারে তাহাদের পালন-তারতম্যও হইয়া থাকে; সকল আশ্রিত সমান ভাবে প্রতিপালিত হয় না। যাহারা মহাজনের নিকটে কোনওরূপ অপরাধে অপরাধী, তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতারও অভাব, অপরাধ গুরুতর হইলে তিনি হয়তো আশ্রিতের প্রতিপালনও করেন না। এইরূপ আশ্রয়ণের বা প্রতিপালনের তারতম্যের হেতু মহাজনের অসামর্থ্য নয়; হেতু হইতেছে—তাঁহার প্রসন্নতার তারতম্য। আশ্রিতদের অপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্যানুসারেই তাহাদের প্রতি মহাজনের প্রসন্নতার—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং প্রতিপালনেও—তারতম্য। সমস্ত অপরাধ ক্ষয় হইলেই প্রসন্নতারও পূর্ণ বিকাশ। "যথা মহাজনঃ স্বাশ্রিতানাম আশ্রয়ণ তারতম্যেন পালন-তারতম্যম, পালন-তারতম্যং কুর্বন্নপি তানেব পালয়তি, যদি তে তদপরাধিনঃ স্যুরিতি তস্যাপ্রসাদ এব স্বাশ্রিতাপালনে কারণম, ন তু পালনাসামর্থ্যং বক্তনীয়ম। তেষাং অপরাধক্ষয-তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদ-তারতম্যঞ্চ সর্ব্বাপরাধক্ষয়ে প্রসাদ এব।" এইরূপে নামোপলক্ষিতা ভক্তিও স্বীয় প্রসন্নতার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ফলানুসন্ধিৎসু হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মাদির ফল সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারাও ভগবন্নাম-গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, নামগ্রহণ হইল ভক্তির অঙ্গ নামোপলক্ষিতা ভক্তি কিন্তু ফলাভিসন্ধান আছে বলিয়া ইহা হইল গুণীভূতা ভক্তি (২।১৯।২২-২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এরূপ স্থলে কর্ম্মাদি (কর্ম্ম যোগ, জ্ঞানাদি) এবং ভক্তি একসঙ্গে থাকিলেও কর্ম্মাদিরই প্রাধান্য, যেহেতু, কর্ম্মাদির ফলপ্রাপ্তিই হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ, এস্থলে ভক্তির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এইজন্যই গুণীভূতা ভক্তির সাহায্যে কর্ম্ম যোগ জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানকারীদিগকে কর্ম্মী, যোগী, বা জ্ঞানী আদিই বলা হয়, ভক্ত বা বৈষ্ণব বলা হয় না। এরূপ কর্ম্মী, যোগী বা জ্ঞানী সাধকগণ স্বরূপতঃই নামাপরাধযুক্ত যেহেতু, তাঁহারা ভগবন্নামকে তাঁহাদের কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিরূপ ধর্ম্মের অঙ্গরূপে মনে করেন— কর্ম্মাদিই হইল এস্থলে অঙ্গী, আর নাম হইল তাহার অঙ্গ। ফলদান বিষয়ে নামকে যদি ধর্ম্ম ব্রত, হুতাদি শুভক্রিয়ার সমান মনে করা হয় তাহা হইলেই নামাপরাধ হয় আর নামকে ধর্ম্মাদির অঙ্গ মনে করিলে যে নামাপরাধ হইবে তাহাতো কৈমুত্য-ন্যায়েই সিদ্ধ হয়। এইরূপ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে নামাপরাধ হয় বলিয়া যে-কর্ম্মাদির ফল পাওয়া যাইবে না, তাহা নহে। কর্ম্মী আদি, যে উদ্দেশ্যেই হউক নামের আশ্রয় তো গ্রহণ করিয়া থাকে এই নামাশ্রয়-রূপ গুণলেশবশতঃই নামাপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, সুতরাং কর্ম্মী আদির দ্বারা স্বীয় অপকর্ষ মননসত্ত্বেও (নামের প্রাধান্য না দেওয়ায় অপকর্ষ), এই অপকর্ষকে স্বীকার করিয়াও, কেবল স্বীয় দাক্ষিণ্য বা অসাধারণ কৃপাবশতঃ—কর্ম্মাদির অঙ্গভূত হইয়াও নাম কর্ম্মাদির ফল দান করিয়া থাকে। তদ্রূপ, নামাপরাধ সত্ত্বেও প্রায়শ্চিত্তাদির অঙ্গভূত ভগবন্নাম প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। 'এবমেব নামোপলক্ষিতাং ভক্তিদেবীং যে গুণীভাবেন আশ্রয়ন্তে কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থং তেষু গুণীভূতায়া ভক্তের্বর্তমানত্বেঽপি প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন তে কর্ম্মিজ্ঞান্যাদিশব্দেন অভিধীয়ন্তে, ন তু বৈষ্ণবশব্দেন তে চ স্বরূপত এব একন মাপরাধবন্তঃ। যদুক্তম। ধর্ম্মব্রতত্যাগ-হুতাদি সর্ব্বশুভ-ক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদ ইতি নান্যে কর্ম্মাদিভিঃ সাম্যমপরাধঃ কিমুত ধর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেন গুণীভূতত্বমিত্যর্থঃ। তদপি তাদৃশ-স্বাশ্রয়ণ-গুণলেশগ্রহণেনৈব এষাং কর্ম্ম যোগাদয়ো ন বিফলা ভবন্তিতি স্বীয় দাক্ষিণ্যেন স্বাপকর্ষং স্বীকৃত্যাপি ভক্তিদেবী তেষাং কর্ম্মাদ্যঙ্গভূতৈব কর্ম্মাদিফলং নিস্পৃহাপ্যুৎপাদয়তি যথা তথৈব তেষাং পাপমপি প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূতৈব নাশয়তি।" নামকে কর্ম্মাদির অঙ্গভূত করিলে যে নামাপরাধ হয়, শ্রীভা ৬।২।১০ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীব গোস্বামীও তাহা বলিয়াছেন। 'তদেবং নামঃ সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যেঽপি কর্ম্মাদেঃ পূর্ত্ত্যর্থং তদঙ্গত্বেন কৃতমপরাধ এব হুতাদিসর্ব্বশুভ-ক্রিয়াসাম্যমপি পাদ্ম-দশাপরাধং গণিতম।"

যাহা হউক এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—'নান্যথেত্যত নৈস্তেরেবাকৃত-প্রায়শ্চিত্তৈঃ তত্তৎ-পাপফল-ভোগার্থং তেষু তেষু নরকেষু গন্তব্যমেব ন তু বৈষ্ণবৈঃ। যদি চ তে পুনঃ পুনরন্যানর্থবাদ সাধুনিন্দাদীন্ নামাপরাধান্ কুর্ব্বাণা এব ধর্ম্মাদিকমনুতিষ্ঠন্তি তদা ধর্ম্মাদ্যঙ্গভূতাপি ন তত্তৎফলমুৎপাদয়তি। কে তেঽপরাধা বিপেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যমিত্যাদিবচনেভ্যঃ। কিঞ্চ, তেষামপি তত্তদপরাধেভ্যো নিবৃত্ত্য তদুপশমক-নামকীর্ত্তনাদি-পরাণাং নামাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন কর্ম্মফলপ্রাপ্তি-তারতম্যম। সাধুসঙ্গবশাৎ সর্ব্বনামাপরাধক্ষয়েতু ভক্তিদেব্যাঃ সম্যক্প্রসাদেন নামফলপ্রাপ্তিরেব নির্ব্বিবাদা।" এই উক্তির সারমর্ম্ম এই—"যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করেন না, পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নরকে গমন করিতে হয় (প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও) কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নরকে যাইতে হয় না (তাহার কারণ এই যে—বৈষ্ণবগণ ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়)। কর্ম্মি-জ্ঞানীরা যদি পুনঃ পুনঃ নামে অর্থবাদ-কল্পনা এবং সাধুনিন্দাদিরূপ নামাপরাধ করিতে থাকেন তাহা হইলে ধর্ম্মাদির অঙ্গভূত হইলেও ভগবন্নামাদি গুণীভূতা ভক্তিসাধন ধর্ম্মাদির ফল দান করে না। 'কে তেঽপরাধা বিপেন্দ্র'—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। কিন্তু তাঁহারা যদি সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তদুপশমক নামকীর্ত্তনাদি-পরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে নামাপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফল-প্রাপ্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে সমস্ত নামাপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তিদেবীর সম্যক্ প্রসাদে নামের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

(জ) নামাপরাধই যদি হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নামোচ্চারণের বিধান কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভগবন্নামোচ্চারণাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা যখন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়, তখন এইরূপ বিধিবাক্যের পালনে নামাপরাধ হইবে কেন? "নমু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বে ভক্তিং কুর্ব্বীতেতি যদি বিধিবাক্যমেবাস্তি তর্হি কুতস্তেষাং নামাপরাধঃ।" উত্তর—একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হইতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। যাঁহাদের এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস নাই কর্ম্ম জ্ঞানাদিতেই যাঁহারা শ্রদ্ধালু, কর্ম্মাদির অঙ্গরূপে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সে-সমস্ত লোকের চিত্তে ভক্তির মহিমা স্ফুরিত হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই পরম করুণ বেদশাস্ত্র কর্ম্ম জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। (যাহারা অন্ন খাইতেই ভালবাসে, মিছরী খাইতে ভালবাসে না অথচ মিছরীই যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাদিগকে যেমন অন্নের সঙ্গে মিছরী মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হয়, তদ্রূপ। উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ মিছরীতে রুচি জন্মিতে পারে)। যজ্ঞার্থে পশু-হননের বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, পশু-হনন-মূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তিও হইতে পারে কিন্তু স্বর্গ-প্রাপ্তি হইলেও পশু-হনন-জনিত পাপ যেমন নষ্ট হয় না, সেই পাপ যেমন থাকিয়াই যায়, তদ্রূপ কর্ম্মাদির অঙ্গভূত ভক্তির ফলে কর্ম্মাদির ফল পাওয়া গেলেও নামাপরাধ দূর হইবে না তাহা থাকিয়াই যাইবে। 'উচ্যতে ভক্ত্যৈব সর্ব্বেঽপি ধর্ম্মাঃ সম্যগেব সিদ্ধ্যন্তি, ভক্তিলেশেনাপি মহাপাতকান্যপি নশ্যন্তীত্যাদি পরশ্শতশাস্ত্রবাক্যেষু অপি অবিশ্বসতাং কর্ম্মজ্ঞানয়োরেব শ্রদ্ধালূনাং ভক্তিবহির্ম্মুখানামশুদ্ধ কুটিলচিত্তানামপি মনোরের...রণ ভক্তিরুৎপদ্যতামিতি দয়াময়মেব বেদশাস্ত্রং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বেন ভক্তিং বিধত্ত ইত্যতো ন শাস্ত্রবাক্যমুপালম্ভনীয়মিতি। ততশ্চ বেদপশুহিংসাকৃতো বিধিবলাৎ স্বর্গপ্রাপ্তাবপি যথা তদ্ধিংসাদোষানপগম স্তথৈব ভক্তিগুণীভাব-করণরূপাপরাধবতো বিধিবলাৎ কর্ম্মফলপ্রাপ্তাবপি তদপরাধানপগম এব জ্ঞেয় ইতি।"

(ঝ) কিন্তু নামাপরাধ কিরূপে দূর হইতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে শ্রীভা ৬।২।৯-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"অথ যে নামাপরাধিনো বৈষ্ণব্যা দীক্ষয়া বৈষ্ণবমেব গুরুং কৃত্বা ভক্তিদেবীং, কেবল্যেন প্রাধান্যেন বা আশ্রয়মাণাঃ নামকীর্ত্তনাদিভির্ভগবন্তং ভজন্তে, তেষামপি বৈষ্ণবশব্দেন অভিধীয়মানানাং ভক্তিতারতম্যেনৈব অপরাধক্ষয়তারতম্যং ভক্তে মুখ্যফলোদয়তারতম্যঞ্চ ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদতারতম্যেনৈব। যদুক্তং ভগবতৈব। যথাযথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তমিতি।" এই উক্তির সারমর্ম্ম এইরূপ:—"যে-সকল নামাপরাধী বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক কেবলরূপে বা প্রধানরূপে ভক্তিদেবীরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নামকীর্ত্তনাদি-দ্বারা ভগবানের ভজন করেন, ভক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহাদের প্রতি ভক্তিদেবীর প্রসাদ-তারতম্য হইয়া থাকে এবং এই প্রসাদ-তারতম্যানুসারে তাঁহাদের অপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্য হইয়া থাকে, ভক্তির মুখ্য ফলোদয়েরও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীভা ১১।১৪।২৬-শ্লোকে একথা শ্রীভগবান্‌ও উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—উদ্ধব, চক্ষু, অঞ্জন-সংযুক্ত হইলেই যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ ভজনের প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়া আমার পুণ্যকাহিনী শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা সাধকের চিত্ত ক্রমশঃ যেমন যেমন ভাবে পবিশুদ্ধ হইবে, আমার রূপ-গুণ-লীলাদির স্বরূপ এবং আমার মাধুর্য্যের স্বরূপ ক্রমশঃ তেমনি তেমনি অনুভব করিতে পারিবে।" সারমর্ম্ম হইল এই যে—যথারীতি বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের দ্বারাই ক্রমশঃ অপরাধের ক্ষয় হইতে পারে। অপরাধ ক্ষয় হইয়া গেলে সাধকের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। "অতস্তেষাং ক্ষীণসর্ব্বাপরাধত্বে সত্যেব ভগবন্তং প্রাপ্তানাং ন পুনর্ভবঃ।"

(ঞ) বৈষ্ণবের পুনর্জ্জন্ম ও পাপ ঃ

অপরাধ সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইতে মৃত্যু হইলে বৈষ্ণবের কি পুনর্জন্ম হয় না? নরকভোগ হয় না? উত্তর—এ-সম্বন্ধে উক্ত টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সাপরাধানাং মধ্যে যদি কেচিদ্‌ ভজনাভ্যাসাভাবাদক্ষীণপ্রাচীনপাপাঃ ক্রিয়মাণ-পাপনামাপরাধাশ্চ স্যুস্তদপি তে দেহত্যাগানন্তরং নরকেষু গন্তব্যম—অপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভজনের অভ্যাসের অভাববশতঃ যদি কাহারও প্রাচীন পাপের ক্ষয় না হয়, কেহ কেহ যদি পাপ এবং অপরাধও করিতে থাকেন, তথাপি দেহত্যাগের পরে তাঁহাদের নরকে যাইতে হইবে না।' এ-সম্বন্ধে স্বয়ং যমরাজই বলিয়াছেন—"যাঁহারা ভক্তি-যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও আমার দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য নহেন, যদিও বা কোনও কারণে তাঁহাদের পাপ হয়, তাহা হইলেও ভগবন্নাম-কীর্ত্তনেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম। তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥ শ্রীভা ৬।৩।২৬॥'

আর তাঁহাদের জন্মসম্বন্ধে কথা এই। তাঁহাদের জন্ম হয় সত্য, কিন্তু সেই জন্ম অপর লোকের ন্যায় পাপ-পুণ্যাদি-কর্ম্মফলনিবন্ধন নহে। 'ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি॥' শুদ্ধাভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে যাঁহারা প্রবৃত্ত, উপক্রমেও যদি তাঁহাদের কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তথাপি অঙ্কুরমাত্র ভক্তিও বিনষ্ট হয় না দেহত্যাগ হইয়া গেলেও তাহা থাকিয়া যায়, স্বরূপতঃই তাহা অবিনশ্বর, পাপাদিদ্বারা অনতিক্রমণীয় এবং অমোঘ। দেহত্যাগের পূর্ব্বে বিঘ্নাদির ভক্তিও যদি নিষ্কামভক্তের চিত্তে আবির্ভূত হয়, দেহত্যাগের পরে পরজন্মে সেই ভক্তিই তাহাকে ভক্তি সাধনে উদ্বুদ্ধ করিবে। তাই ভজনের জন্যই তাদৃশ ভক্তের জন্ম হয়। "নিষ্ক নহ্যোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্ম-স্যোদ্ধবাণ্বপি ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ (শ্রীভা ১১।২৯।২০) যৎ কিঞ্চিদভক্ত্যাঙ্কুরস্যাপি অনশ্বরস্বভাবাৎ পাপাদিভি র্দুরতিক্রমত্বাদমোঘত্বাচ্চ অনশ্যমেব জনিষ্যমাণ পত্রপুষ্পাদ্যর্থমেব তেষাং জন্ম ভবেন্নতু নষ্টাদৃষ্ট-পাপপুণ্য-নিবন্ধনম।' জন্মান্তরে প্রাচীন ভক্তিসংস্কার-জনিত নামকীর্ত্তনাদিদ্বারাই তাঁহাদের পাপ ও অপরাধের ক্ষয় হইয়া যায়, তখন ভক্তিদেবীর প্রসাদে তাঁহাদের ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'অতো জন্মান্তরে তেষাং প্রাচীন-ভক্তিসংস্কারোত্থৈর্নাম কীর্ত্তনাদ্যৈঃ পাপাপরাধক্ষয়ান্তে ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদেন ভগবৎ-প্রাপ্তিঃ। চক্রবর্ত্তী॥"

(ট) অদীক্ষিত নামাশ্রয়ী ঃ

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর নিকটে বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভজনের অপক্ব অবস্থায় দেহত্যাগ হইলেও তাঁহাদের নরকে যাইতে হইবে না। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, অথচ নামকীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি গতি হইবে?

এ-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তি-পাদ বলেন—'যে চ নামাপরাধিনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতাঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিমন্তঃ কিন্তু অনাশ্রিতগুরুচরণত্বাদদীক্ষিতাস্তেঽপি বৈষ্ণব-শব্দেনৈবাভিধীয়ন্তে। তথাহি বৈষ্ণব ইতি সাস্য দেবতেতি সূত্রে নানা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তিরিতি সূত্রে নামা চ সিদ্ধান্তয়তো যে দীক্ষয়া দেবতীকৃতবিষ্ণবো যে চ ভজনেন ভজনীয়ীকৃতবিষ্ণবস্তে উভে অপি ব্যপদেশান্তরবাহিত্যাদ বৈষ্ণবা এব ইতি তেষামপি ন স্থানবকপাতাদি পূর্ববর্দিতঃ।"- তাৎপর্য্য :—যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাদি-রহিত, নামাপরাধী, অথচ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে রত, কিন্তু শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন নাই বলিয়া অদীক্ষিত, তাঁহারাও বৈষ্ণব নামে অভিহিত। 'বৈষ্ণব ইতি সাস্য দেবতা'-ইত্যাদি সূত্র এবং 'নানা ভক্তিঃ'-ইত্যাদি সূত্র হইতে জানা যায়, দীক্ষিতেরা দীক্ষাদ্বারা বিষ্ণুকে তাঁহাদের ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীরা ভজনের দ্বারা বিষ্ণুকে নিজেদের ভজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েরই ভজনীয় একই বিষ্ণু, উভয়ের মধ্যে ভজনীয়ত্ব-বিষয়ে পার্থক্য নাই। সুতরাং দীক্ষিতদের ন্যায় অদীক্ষিত নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবদেরও নরকপাত হইবে না।"

(ঠ) অদীক্ষিত নামাশ্রয়ীর সম্বন্ধে মতান্তর ঃ

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন এই সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে। কেচিদাহুঃ নৈতৎ সুসঙ্গতম।" যাঁহারা চক্রবর্ত্তীপাদের সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ। "নৃদেহমাদ্যম-ইত্যাদি" (শ্রীভা ১১।২০।১৭)-শ্লোকের শ্রীভগবান গুরু-করণের অপরিহার্য্যতার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা অদীক্ষিত অথচ নামাশ্রয়ী, ভজনের প্রভাবে জন্মান্তরে গুরুচরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে, অন্যথা নহে। অথচ অদীক্ষিত অজামিলের সত্তরেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং এ-বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় যাঁহারা বিষয়েতেই ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন, ভগবান কে ভক্তিই বা কি, গুরুই বা কে—স্বপ্নেও যাঁহারা এ-সকল বিষয় জানেন না, নামাভাসের রীতিতে হরিনাম গ্রহণ করিলে নিরপরাধ অজামিলের ন্যায় কেবলমাত্র তাঁহাদের গুরু-করণব্যতীতও উদ্ধার লাভ হইতে পারে। হরি ভজনীয়ই, ভজনের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, গুরুই ভজনাদির উপদেষ্টা এবং গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় জানিয়াও—নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়ামিত্যাদি (নাম—দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ ইত্যাদি) প্রমাণবলে এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা মনে করেন—গুরু-করণের শ্রম-স্বীকারে আমার কি প্রয়োজন, নামকীর্ত্তনাদিতেই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে, তাঁহারা গুরুর অবজ্ঞারূপ মহা অপরাধেই লিপ্ত হয়েন এবং এই অপরাধের ফলেই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাঁহাদের এই অপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে। যতো নৃদেহমাদ্যমিত্যাদৌ গুরুকর্ণধারমিত্যুক্তে গুরুং বিনা ন ভগবন্তং সুখেন প্রাপ্নুবন্তি অতস্তেষাং ভজন-প্রভাবেনৈব জন্মান্তরে প্রাপ্তগুরুচরণাশ্রয়াণামেব সতাং ভক্ত্যা ভগবৎ প্রাপ্তি নান্যথেত্যাচক্ষতে। অথচ অনাশ্রিতগুরোরপ্যজামিলস্য সুখেনৈব ভগবৎ-প্রাপ্তির্দৃশ্যত এব তস্মাদিয়ং ব্যবস্থা। যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদি-রীত্যা গৃহীতহরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং পাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি, নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎ-প্রাপ্তি র্ভাবিনীতি মন্যমানস্ত গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণ-মহা-পরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতি।'

এই প্রসঙ্গে ২।১৫।১০৮-১০ পয়ার এবং ২।১৫।২-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য (টী প দ্র)।

(ড) পুনঃ পুনঃ নামাভাস উচ্চারণসত্ত্বেও মৃত্যু পর্য্যন্ত অজামিলের পাপ-প্রবৃত্তি কেন ?

যাহাহউক, পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ভগবন্নামের অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা জানা গেল। নামের এমনই মাহাত্ম্য যে, পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, (নিন্দাগর্ভ পরিহাস নয়, প্রীতিগর্ভ পরিহাসে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যথা, ওহে কৃষ্ণনাম, তোমার কীর্ত্তির কথা তো অনেকই শুনা যায়. তোমার কীর্ত্তি তো দেখা গেল ! আমাকে তুমি উদ্ধার করিতে পারিলে না !! শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), গীতালাপ পূরণার্থই হউক. কিংবা হেলাতেই (আহার-বিহার-নিদ্রাদিতে বিনা যত্নেই) হউক, যে কোনও প্রকারে ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলেই অশেষ কলুষের ক্ষয় হইয়া থাকে। "সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ শ্রীভা ৬।২।১৪ ॥' অবশ্য অপরাধ থাকিলে নামের উচ্চারণ মাত্রেই ফল পাওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই জানা গিয়াছে। কিন্তু অজামিল দুরাচার হইলেও তাঁহার নামাপরাধ ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম-করণের সময় হইতে বহুবারই তো তিনি "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া তাহাকে ডাকিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে মাত্র নহে, যখন তিনি সর্ব্বপ্রথম "নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তখনই তো নিরপরাধ অজামিলের সমস্ত পাপ ধ্বংস হওয়ার কথা। তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরেও দাসীসঙ্গে তাঁহার মতি কিরূপে রহিয়া গেল ? তাহার পরেও কেন তিনি পাপকার্য্যে লিপ্ত রহিলেন ? ইহাতে মনে হইতে পারে—প্রথম নামোচ্চারণের সময়ে যেন তাঁহার পাপ বা পাপ-বাসনা নির্ম্মূল হয় নাই।

উক্তরূপ আশঙ্কার উত্তরে "এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য' ইত্যাদি শ্রীভা ৬।২-৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—' তন্নামকরণে প্রথম তন্নাম্নৈব জন্মকোট্যংহসাং নাশোঽভূৎ—নামকরণ-সময়ে নামের প্রথম উচ্চারণেই কোটিজন্মের পাপ নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।" আর "স্তেনঃ সুরাপো"-ইত্যাদি শ্রীভা. ৬।২।৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন—"বস্তুতস্তু পুত্রনামকরণসময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকমন্যদন্যানি তু ভক্তিসাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ম।—বস্তুতঃ পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদিতে অজামিল বহুবারই নামের উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অজামিলের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পরে উচ্চারিত নামগুলি ভক্তির সাধক—ভক্তির উদ্বোধকই—হইয়াছিল।" প্রশ্ন হইতে পারে—প্রথম নামোচ্চারণেই যদি অজামিলের সমস্ত পাপ এবং পাপের মূল অবিদ্যারও নিরসন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার তো আর পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, তখনই তিনি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া দাসী এবং তৎপুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা তো করেন নাই, মৃত্যুসময় পর্য্যন্তও তিনি পাপ-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সংস্কারবশাৎ জীবন্মুক্তানাং কর্ম্মের তস্যাপি তৎকালপর্য্যন্তং তত্তদেব পাপং পুনঃ পুনরুৎপাদ্যমানমপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশনং ন ফলজনকম।—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জীবন্মুক্তদিগকেও কর্ম্ম করিতে দেখা যায়, অজামিলও সেইরূপ মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ। কিন্তু যেই সাপের বিষদাঁত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার দংশনে যেমন কাহারও দেহে বিষের সঞ্চার হয় না, তদ্রূপ প্রথম নামোচ্চারণের পরে অজামিল পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছেন, সে-সকল পাপকার্য্য কোনও ফল প্রসব করে নাই।"

(চ) যমদূতগণ অজামিলকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে নিলেন না কেন ?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অজামিল যদি অবিদ্যানির্ম্মুক্তই হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে নাম গ্রহণমাত্রেই তাঁহার বৈকুণ্ঠে গমন হইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃই প্রথম নাম গ্রহণের ফলে মায়ামুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাপকার্য্যে রত ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার পরে তাঁহার আর পূর্ব্ব সংস্কার ছিল না, তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি আর পাপকার্য্য করেন নাই। কিন্তু তখনই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে নিয়া গেলেন না কেন ?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"ত এবং সুবিনির্ণীয়…ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ॥"-ইত্যাদি শ্রীভা. ৬।২।২০-২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবন্নামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি কেবলত্বেন স্নেহসংযুক্তেন চ। তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সদ্যস্তল্লোকং নাম। পরেণ চ তৎ-সামীপ্যমপি প্রাপয়তি। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ইতি বাক্যাৎ॥ কিন্তু নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয় ইতি তদ্বাক্যদিশা বিলম্বেন প্রাপয়তি। স্নেহস্ত অমীষামনুবৃত্তির্মদনুসেবৈব বৃত্তি র্জীবনহেতুস্তদর্থমিত্যভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং সতি অজামিলোঽপ্যয়মারো-পিততন্নাম্নঃ পুত্রস্য সম্বন্ধেন তন্নাম্নাপি স্নিহ্যতি স্ম তস্মিন্ চ নাম্নি শ্রীভগবতোঽপি অভিমানসান্দ্রো দৃশ্যতে। যতস্তদ্বিষয়া মতিরিত্যত্র। যতঃ পার্ষদানামপি মহানেব তত্রাদরো দৃষ্টঃ তস্মাৎ স্নেহসম্বলনয়া গৃহীতস্বনাম্নি তস্মিন্ উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক-সাক্ষান্নিজকীর্ত্তনাদিদ্বারা সাক্ষান্নিজস্নেহং প্রকৃষ্টং দত্ত্বা নেতুমিচ্ছতি প্রভুরিতি জ্ঞাত্বা সহসা নাস্মভিঃ সহঃ ন নীতবন্ত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্।" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই:—দুই রকমে ভগবন্নাম গ্রহণ করা যায়—কেবল রূপে এবং স্নেহসংযুক্ত রূপে। কেবল রূপে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ঐকান্তিক ভাবে) নামগ্রহণ করিলে নাম সদ্যই নামগ্রহণকারীকে ভগবল্লোক প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। আর স্নেহযুক্ত ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্তি করান। "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮২।৪৪-শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তিই তাহার প্রমাণ। (এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-শব্দে কেবলা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে যে অমৃতত্ব—পার্ষদদেহ—প্রাপ্তি হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—ভগবানে যে স্নেহ, তাহা 'মদাপন'-অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি করাইতে, ভগবানের সামীপ্য দান করিতে সমর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে)। কিন্তু "নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে"—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকটে বলিয়াছেন—সখিগণ, যাহারা আমার ভজন করে, আমার স্মরণ-মনন-ধ্যানাদিদ্বারা আমার সম্বন্ধে তাহাদের স্নেহ বা অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাহাদের ভজন করি না (স্নেহ বর্দ্ধিত হইলেই ভজন করি)"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩২।২০ শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায়, স্নেহযুক্ত নামে কিঞ্চিদ্ বিলম্বেই ভগবানের সামীপ্য পাওয়া যায়। (শ্লোকস্থ "অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে" শব্দ হইতেই বিলম্বের কথা ধ্বনিত হইতেছে, যেহেতু) অনুবৃত্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে—অনু (নিরন্তর) সেবা; অনুবৃত্তি-বৃত্তি শব্দের অর্থ হইতেছে—অনুসেবাই বৃত্তি বা জীবনহেতু যাহার। স্নেহের জীবনহেতু হইল—অনুবৃত্তি, স্নেহের পাত্রের নিরন্তর সেবা বা ধ্যান; তাহাতেই স্নেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। (স্নেহসংযুক্ত ভাবে যিনি নামকীর্ত্তন করেন, ধ্যানাদিদ্বারা তাঁহার স্নেহবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই, তাঁহাকে ধ্যানাদির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই, সহসা তাঁহাকে ভগবল্লোকে না নিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে নেওয়া হয়)। ইহাই অভিপ্রায়। অজামিলের ভগবানে স্নেহ ছিল না; স্নেহ ছিল তাঁহার নারায়ণ-নামক পুত্রে; পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃই অজামিল পুনঃ পুনঃ পুত্রকে ডাকিতেন, তাহাতে "নারায়ণ—ভগবানের নাম" উচ্চারিত হইত। "যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ৬।২।১০-শ্লোক হইতে বুঝা যায়, নামে শ্রীভগবানেরও বিশেষ প্রীতি আছে (নতুবা যে কোনও উপলক্ষ্যে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান তাঁহাকে আপন জন বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন কেন?)। ভগবৎ-পার্ষদদিগেরও ভগবন্নামে বিশেষ প্রীতি দৃষ্ট হয় (নতুবা ভগবন্নামের উচ্চারণ-মাত্রেই তাঁহারা অজামিলকে যমদূতগণের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল হইবেন কেন?)। তাঁহারা ইহাও মনে করিয়াছিলেন—অজামিল তো নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করেন নাই; এক্ষণে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি করুক এবং নামকীর্ত্তনাদির ফলে ভগবানে তাঁহার স্নেহ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হউক; তাহার পরেই অজামিলকে বৈকুণ্ঠে নেওয়া হইবে—ইহাই যেন তাঁহাদের প্রভু ভগবানের ইচ্ছা। তাই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎই তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে নিয়া যান নাই।

তথাহি (ভা ৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১২

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান ॥ ১৭৮

গৌড়ে রহে, পাৎশাহা আগে আরিন্দাগিরী করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশার ঠাঞি ভরে ॥ ১৭৯

পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতনযৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন ॥ ১৮০

ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই সরোষ বচন—।
ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ! ॥ ১৮১

কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে বুঝা যায়—নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানে এবং ভগবন্নামে অজামিলের প্রীতি উৎপাদন এবং প্রীতিবর্দ্ধনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুদূতগণ যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়াও অজামিলকে তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়েন নাই।

(ন) **দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তন ঃ**

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ববর্তী (৩।৩।০) "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্ -ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তনাদি করিলে নামের ফল শীঘ্র পাওয়া যায় না। ইহার হেতু কি ? পূর্ব্ববর্তী (ছ) এবং (জ) অনুচ্ছেদের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, কর্ম্ম জ্ঞানাদির সহিত মিশ্রিত ভক্তি হয় গৌণীভক্তি, তাই কর্ম্ম জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে নামকীর্ত্তন করিলে নামাপরাধ হয়। দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্ত্তনাদি করিলেও তাহা গৌণীভক্তিই হইবে এবং শুভকর্ম্মাদির সহিত নামের সাম্য-মননরূপ নামাপরাধও তাহাতে হইবে। এই নামাপরাধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নামের ফল পাওয়া যাইবে না, তাই ফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৮। মজুমদারের—জমিদারের, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের। **আরিন্দা**—যাহারা খাজানার টাকা বহন করিয়া নেয়, তাহাদিগকে আরিন্দা বলে। **আরিন্দা-প্রধান**—আরিন্দাগণের অধ্যক্ষ। যাহারা খাজানা বহন করিয়া নেয়, তাহাদের কর্ত্তা।

১৭৯। গৌড়ে—বাঙ্গালার রাজধানী। **পাৎশাহা আগে**—বাঙ্গালার নবাবের সাক্ষাতে। **আরিন্দাগিরী করে**—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পক্ষ হইতে নবাব সরকারে খাজানার টাকা দাখিল করে। **বার লক্ষ মুদ্রা**—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস নবাব-সরকারে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা খাজানা দিতেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে গোপাল-চক্রবর্ত্তীই এই টাকা দাখিল করিত।

১৮০। পণ্ডিত—গোপালচক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি পণ্ডিত ছিলেন ইহা বলা যায় না—বাস্তবিক পণ্ডিত হইলে হরিদাস-ঠাকুরের শাস্ত্র-সম্মত কথার প্রতিবাদ তিনি করিতেন না। **না হৈল সহন**—সহ্য হইল না, তিনি চটিয়া উঠিলেন, তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া গেল।

১৮১-৮২। ক্রুদ্ধ হঞা—নামাভাসে মুক্তি হয়, হরিদাস ঠাকুরের মুখে এ-কথা শুনিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। ক্রোধভরে হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি একটু উপহাস করিয়াই যেন বলিলেন—"পণ্ডিত-সকল, আপনারা ভাবকের কথা শুনুন। কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন করিয়াও যে মুক্তি পাওয়া যায় না, এই ভাবক-লোকটী বলে কিনা, নামাভাসেই সেই মুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য্য !!" **ভাবক**—ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, যাহার নিজের কোনও বিচার-শক্তি নাই, অথচ অপরের কথায় অতি সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাকে ভাবক

হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয় ?।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয় ॥ ১৮৩

ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি চায় ॥ ১৮৪

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ১৪

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি নয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ ১৮৫
হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥ ১৮৬
শুনি সব সভাব লোক করে হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৮৭
বলাই-পুরোহিত তারে করিল ভৎ'সন—।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাহা জান ? ॥ ১৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলে। **সিদ্ধান্ত**—মীমাংসা। গোপালচক্রবর্ত্তীর উক্তির মর্ম্ম এই যে, "নামাভাসের ফল-সম্বন্ধে হরিদাস যাহা বলিতেছেন, কোনও শাস্ত্র-বিচার-বিজ্ঞ লোকই ইহা অনুমোদন করিবেন না, এ-সমস্ত কেবল তরলমতি অতি-বিশ্বাসী ভাব প্রবণ লোকের বাচালতা মাত্র।"

ব্রহ্ম জ্ঞানে—নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে। **নয়**—হয় না। **এই কহে**—এই লোকটী (হরিদাস) বলে গোপাল-চক্রবর্ত্তী যেন আঙ্গুল দিয়া হরিদাসকে দেখাইয়া বলিতেছেন।

১৮৩। গোপালের কথা শুনিয়া হরিদাস ধীরভাবে বলিলেন—"ঠাকুর, নামাভাসের ফল সম্বন্ধে তুমি কেন সন্দেহ করিতেছ ? নামাভাস-মাত্রই মুক্তিলাভ হয়—এ-কথা যে শাস্ত্রই বলিতেছে। এ তো আমার নিজের মন-গড়া কথা নয়"।

১৮৪। নামাভাস মাত্রেই যদি মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না কেন ? কেন তাঁহারা এত কষ্ট করিয়া ভজন সাধন করিয়া থাকেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—**ভক্তি-সুখ আগে**- ইত্যাদি—ভক্তিতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় মুক্তিলব্ধ আনন্দ অতি তুচ্ছ—সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের তুল্য। এজন্য ভক্তিজাত আনন্দের লোভে লুব্ধ হইয়া মুক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা স্পর্শ করেন না।

সাযুজ্য-মুক্তিতেও আনন্দ আছে বটে কিন্তু তাহা স্বরূপানন্দ-মাত্র তাহাতে বৈচিত্রী নাই বলিয়া তাহা তত্তটা আস্বাদনীয় নহে। ভক্তিজাত আনন্দ বৈচিত্রীপূর্ণ আনন্দ-চমৎকারিতাময়। যিনি ভক্তির এই আনন্দ-চমৎকারিতার সামান্য মাত্র স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে ব্রহ্মানন্দ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৮৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৫। গোপালচক্রবর্ত্তী কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া হরিদাসের সঙ্গে বাজি ধরিলেন—বলিলেন "আচ্ছা, যদি শাস্ত্রের প্রমাণে নামাভাসে মুক্তি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে, হরিদাস, তোমার নাক কাটা যাইবে, এই বাজি ধর।"

১৮৬। হরিদাস কোনওরূপ ইতস্তত না করিয়া বাজি গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন—বাস্তবিক যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার নাক কাটিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

শাস্ত্রপ্রমাণে যদি নামাভাসে মুক্তিলাভের কথা জানা যায়, তাহা হইলে গোপালচক্রবর্ত্তী কি করিবেন, সে সম্বন্ধে কোনও বাজি রাখার জন্য হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—গোপালচক্রবর্ত্তীর কথায় হরিদাস চঞ্চল হন নাই এবং তাঁহার মনে জেদের ভাবও ছিল না।

১৮৭। করে হাহাকার—নাম-মাহাত্ম্যের অবজ্ঞায় এবং পরমভাগবত শ্রীহরিদাসের অবজ্ঞায় অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। **বিপ্রে**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে।

১৮৮। বলাই পুরোহিত—বলরাম আচার্য্য, যিনি হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত ছিলেন এবং যিনি হরিদাস-ঠাকুরকে অনুনয়-বিনয় করিয়া সভায় আনিয়াছিলেন। **ঘট-পটিয়া**—তার্কিক। ঘটাকাশ, পটাকাশ

হরিদাসঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ ১৮৯
এতশুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥ ১৯০
সভাসহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে—॥ ১৯১
তোমাসভার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন॥ ১৯২
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবেক সে এই সব তত্ত্ব?॥ ১৯৩
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সভার।
আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার। ১৯৪
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘর আইলা।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈলা॥ ১৯৫
তিনদিন ভিতরে সে বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥ ১৯৬
চম্পক-কলিকাসম হাতপায়ের অঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ ১৯৭
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥ ১৯৮
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥ ১৯৯
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ ২০০
বিপ্রের কুষ্ঠশুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ২০১

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

ইত্যাদি বলিয়া যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহাদিগকে ঘট-পটিয়া বলে। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু মায়াবাদীরা বলেন—ঘটের মধ্যে অবস্থিত আকাশ (ঘটাকাশ) যেমন সুবৃহৎ আকাশই (পটাকাশই), অপর কিছু নহে, তদ্রূপ মায়িক দেহে বদ্ধ জীবও ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন তাহার মধ্যস্থিত আকাশ বৃহৎ আকাশের সঙ্গে মিলিয়া একই হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবের মায়াজনিত অজ্ঞান দূর হইয়া গেলেও জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়—ইহাই মুক্তি। মায়াবাদীরা ভক্তিবিরোধী বলিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়ারূপ মুক্তিব্যতীত অন্য কোনওরূপ মুক্তির বা ভগবৎ-প্রাপ্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না এবং নাম-মাহাত্ম্যও সম্যক্ স্বীকার করেন না। তাই তাঁহারাও ঘটাকাশ-আদি বলিয়া ভক্তিবিরোধী কুতর্ক করিয়া থাকেন।

১৯০। **ত্যাগ করিলা**—চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন।

১৯২। গোপালচক্রবর্ত্তীর উদ্ধত ব্যবহারে হরিদাসের মনে কোনওরূপ কষ্ট হয় নাই, বরং চক্রবর্ত্তী অজ্ঞ ও মূর্খ বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। বৈষ্ণব যে অদোষদর্শী, হরিদাসের চরিত্রেই তাহা প্রকাশ পাইল।

১৯৩। নাম চিৎ-স্বরূপ, সুতরাং প্রকৃতির অতীত—অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক কোনও তর্কদ্বারা নামের মহিমা জানা যায় না। শাস্ত্রও বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ অপ্রাকৃত ব্যাপারে শাস্ত্রের উক্তিব্যতীত অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভর করা যায় না, শাস্ত্রের উক্তিকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বেদান্ত সূত্রও বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"

১৯৪। **আমার সম্বন্ধে** ইত্যাদি—আমার প্রতি গোপালচক্রবর্ত্তীর আচরণের কথা মনে করিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন।

১৯৫। **সেই ত ব্রাহ্মণে**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে। **দ্বার মানা**—গোপালচক্রবর্ত্তীকে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন।

১৯৭। **চম্পক-কলিকা**—চাঁপা ফুলের কলিকার মত সুন্দর।

২০১। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে জানা যায়—হরিদাস-ঠাকুর নিজগৃহ (বূঢ়ন) ত্যাগ করিয়া বেণাপোল গিয়াছিলেন (৩।৩।৯১)। বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চান্দপুরে (৩।৩।১৫৭) এবং

আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥ ২০২
গঙ্গাতীরে গোঁফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥ ২০৩
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥ ২০৪
হরিদাস কহে—গোসাঞি! করোঁ নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন?॥ ২০৫
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ ভয় লাজ?॥ ২০৬
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসোঁ ভয়।
সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয়॥ ২০৭
আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥ ২০৮
'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন।'
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ ২০৯
জগত-নিস্তার-লাগি করেন চিন্তন—।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন?॥ ২১০
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥ ২১১
হরিদাস করে গোঁফায় নামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে—এই তার মন॥ ২১২
দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥ ২১৩
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোক হয় চমৎকার॥ ২১৪
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥ ২১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চান্দপুর হইতে তিনি শান্তিপুরে আসেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বেণাপোলে এবং চান্দপুরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—"বূঢন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস। সেই ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥ কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে॥ আদি ১৪শ অধ্যায়।" যে নিত্যানন্দ-প্রেমাবেশের ফলে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার সূত্রোল্লিখিত অনেক কথারও বর্ণনা দিতে পারেন নাই, সেই প্রেমাবেশের ফলেই সম্ভবতঃ হরিদাসঠাকুরের বেণাপোল এবং চান্দপুর গমনের প্রসঙ্গও বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

২০২। **আচার্য্যে**—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে।

২০৩। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হরিদাসের ভজনের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে নির্জ্জনস্থানে একটী গোঁফা করিয়া দিলেন। এবং তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন।

গোঁফা—মাটীর নীচের গর্ত্ত, অথবা ক্ষুদ্র গৃহ। কোন কোন গ্রন্থে "টোটা" পাঠ আছে। টোটা—বাগান।

২০৭। **মোর রক্ষা হয়**—আমার অপরাধ না হয়।

২০৯। **শ্রাদ্ধপাত্র**—১।১০।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এক বৈষ্ণব-ভোজনের ফল কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলের তুল্য—ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়।

২১০। **জগত-নিস্তার লাগি**—কিরূপে জগতের জীবসমূহ উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

২১১। **পূজা করিতে**—শ্রীকৃষ্ণের পূজা। কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে।

২১২। **কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে**—শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হউন, ইহা শ্রীহরিদাস-ঠাকুরেরও ইচ্ছা।

২১৩। **দুইজনার**—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীহরিদাসের।

২১৫। **তর্কাগোচর তাঁর রীত**—তাঁর (শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের) আচরণ (রীত) তর্কের আগোচর, তর্কের

একদিন হরিদাস গোঁফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥ ২১৬
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল ॥ ২১৭
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর।
গোঁফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ ২১৮
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥ ২১৯
তার অঙ্গগন্ধে দশদিগ্ আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥ ২২০
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোঁফাদ্বার ॥ ২২১
যোড়হাথে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন —॥ ২২২
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ॥ ২২৩
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে— এই সাধু-স্বভাব হয় ॥ ২২৪
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ ॥ ২২৫
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া সদয় ॥ ২২৬
সংখ্যানাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাহায্যে ইহার কোনও মীমাংসা করা যায় না। যেহেতু, তাঁহার শক্তি ও প্রভাব অচিন্ত্য, সুতরাং তাঁহার আচরণও অচিন্ত্য। অচিন্ত্য বিষয় তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না, অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

২১৭। **দশ দিশা**—দশ দিক্। **সুনির্ম্মল**—পরিষ্কার আকাশে মেঘাদি না থাকাতে অতি পরিষ্কার। **গঙ্গার লহরী** ইত্যাদি—গঙ্গায় তর তর করিয়া তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়ায় ঝলমল করিতেছে।

২১৮। **দুয়ারে**—গোঁফার দুয়ারে। **লেপা পিণ্ডি**—তুলসী-বেদী, যাহা শ্রীহরিদাস-ঠাকুর মাটী গুলিয়া সুন্দর ভাবে লেপন করিয়া রাখিয়াছেন।

২১৯। **পীতবর্ণ হৈলা** —ঐ নারী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন তাঁহার অঙ্গ হইতেও পীতবর্ণ জ্যোতি বাহির হইতেছিল, সেই জ্যোতিতে ঐ স্থানটিও পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহ হইতে জানা যাইবে, এই রমণীটি সাধারণ রমণী ছিলেন না, ইনি স্বয়ং মায়াদেবী; তাই তাঁহার দেহ হইতেও অলৌকিকী দিব্যজ্যোতি বাহির হইতেছিল। ইনি হরিদাস-ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ৩।৩।২৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। **ভূষণ-ধ্বনি** —রমণীর অলঙ্কারের মধুর-শব্দ।

২২৩। **জগতের বন্দ্য**—জগদ্বাসী জীব-সমূহের পূজনীয়। রূপবান্ ও গুণবান্। **এথাকে**—এই স্থানে। **প্রয়াণ**—আগমন।

২২৫। **নানাভাব**—বহুবিধকামোদ্দীপক ভাব।

মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ—অন্যের কথা আর কি বলিব, রমণীর হাবভাব দেখিলে মুনিদিগেরও ধৈর্য্য নষ্ট হয়, কামভাবের তাড়নায় মুনিগণও বিচলিত হয়েন।

২২৬। **নির্ব্বিকার**—রমণীর হাব-ভাব দেখিয়াও হরিদাসের চিত্তে কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হইল না।

গম্ভীর আশয়—হরিদাসের আশয় (চিত্তবৃত্তি) অত্যন্ত গম্ভীর, তাঁহার মন শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে নিবিষ্ট রমণীর কাম-কটাক্ষে তিনি বিচলিত হইবেন কেন? **সদয়**—দয়াশীল, দয়া করিয়া।

২২৭। **সংখ্যানামসঙ্কীর্ত্তন**—নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ (তিনলক্ষ) নামকীর্ত্তন। **মন্যে**—মনে করি।

যাবৎ কীর্ত্তন-সমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ২২৮

দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার
প্রীতি-আচরণ ॥ ২২৯

এত বলি করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥ ২৩০

কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৩১

এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানাভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥ ২৩২

কৃষ্ণ নামাবিষ্ট-মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রী-ভাবের প্রকাশ ॥ ২৩৩

তৃতীয় দিবসের যদি শেষরাত্রি হৈল।
ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল—॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৮। **যাবৎ** ইত্যাদি—নাম-সংখ্যা পূর্ণ না হইতে আমি অন্য কোনও কাজ করি না, ইহাই আমার নিয়ম। **দীক্ষার বিশ্রাম**—ব্রত পূর্ণ, নামসংখ্যা পূর্ণ হইলে অন্য কাজ প্রয়োজন মত করিতে পারি।

২২৯। **প্রীতি আচরণ**—যাতে তোমার প্রীতি হয়, তাহা করিব।

২৩২। **যাতে** ইত্যাদি—যে-সমস্ত কামোদ্দীপক হাব-ভাব দেখিলে, অন্যের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন।

২৩৩। কিন্তু হরিদাসের মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে নিবিষ্ট বলিয়া রমণীর হাবভাবে তাঁহার চিত্তে সামান্য মাত্র চঞ্চলতাও দেখা দিল না, রমণী যে সমস্ত বিলাসিনী-স্ত্রী-জনোচিত হাব-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্তই নিষ্ফল হইল। অরণ্যে রোদন করিলে কেহই যেমন উত্তর দেয় না, রমণীর হাব-ভাব দেখিয়াও হরিদাসের চিত্ত কোনওরূপ সাড়া দিল না।

এই পয়ারে কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব মহিমার কথাই বলা হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপ-শক্তির কার্য্য হইল শ্রীকৃষ্ণসেবা, স্বরূপশক্তি নিজেও নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন এবং ভক্তবৃন্দদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইয়া থাকেন। বাস্তবিক, স্বরূপশক্তির কৃপাব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। ভক্তিমার্গের সাধনের প্রথম অবস্থাতেই এই স্বরূপ শক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করিয়া সাধকের মলিন চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গেলে সেই স্বরূপ-শক্তি (বা তাহার বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব) সাধকের চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করান। তখন এই স্বরূপ-শক্তিই সাধকের চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, চিত্তের উপর তখন আর মায়াশক্তির কোনও ক্রিয়া থাকে না। স্বরূপ-শক্তি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণোন্মুখিনী, তিনি ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকেই চালিত করেন, ভক্তের নিজের দিকে—স্বসুখার্থ—চালিত করেন না। বহিরঙ্গা মায়ার কাজ হইতেছে—মায়াবদ্ধ জীবকে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ-করান; উদ্দেশ্য—ভ্রান্ত জীব যে সংসারে সুখের অনুসন্ধান করিতেছে, সংসারে বাস্তবিক সুখ যে নাই, তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া (২।২০।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বহিরঙ্গা মায়ার কাজই হইতেছে—জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবের নিজের দিকে—জীবের স্বসুখার্থ—চালিত করা। ভক্তির কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে মায়া যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহার মনোবৃত্তিকে স্বসুখার্থ চালিত করার কেহ থাকে না বলিয়া রমণীর হাব-ভাব-কটাক্ষাদিতে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না, ভক্তির কৃপায় ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদনেই নিবিষ্ট থাকেন। এই মাধুর্য্যের আস্বাদনে যে-আনন্দ, তাহার নিকটে ইন্দ্রিয়-সুখের কথা তো দূরে, ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥ ২৩৫
হরিদাস ঠাকুর কহে—আমি কি করিব ?।
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব ? ॥ ২৩৬
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার—।
আমি মায়া, করিতে আইলাঙ্ পরীক্ষা তোমার ॥ ২৩৭
ব্রহ্মাদি জীবের আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥ ২৩৮
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন-কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ॥ ২৩৯
চিত্ত মোর শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥ ২৪০
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৪১
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৪২
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমাসঙ্গে লোভ কৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥ ২৪৩
মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান ॥ ২৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৩৫। **আশ্বাসন**—আশা দিয়া দিয়া।

২৩৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪০। **চাহে**—আমার চিত্ত কৃষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা করে। **উপদেশি**—উপদেশ করিয়া, আমাকে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত করিয়া। **মোতে**—আমাকে।

২৪১-৪২। **প্রেমামৃত-বন্যা**—প্রেমরূপ অমৃতের-বন্যা (প্লাবন)। নদীতে বন্যা হইলে যেমন সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়া যায়, শ্রীচৈতন্যও প্রেমের বন্যা বহাইয়া সমস্ত জগৎকে ভাসাইবেন। মায়া ভগবানের দাসী বলিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভাবী অবতারের কথা জানিতে পারিয়াছেন; তাই এই সকল কথা বলিতেছেন। **পৃথিবী হৈল ধন্যা**—পৃথিবী ধন্যা হইল; প্রভুর অবতারে পৃথিবীর ধন্যা হওয়া নিশ্চিত জানিয়াই "পৃথিবী ধন্যা হইল" বলিলেন।

অথবা এই পয়ারদ্বয় প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি।

২৪৩। **তোমাসঙ্গে**—তোমার সঙ্গের প্রভাবে, তোমার নিকটে আসায়।

২৪৪। পূর্ব্বে একবার রাম-নাম পাইয়াও এখন আবার কৃষ্ণ-নামে লোভ হওয়ার হেতু বলিতেছেন। রাম-নাম জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল মুক্তিমাত্র প্রদান করে; কিন্তু কৃষ্ণ-নাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণ-সেবার অসমোর্দ্ধ আনন্দ দান করে।

মুক্তি-হেতুক—মুক্তিই হেতু যাহার; মুক্তিদায়ক। **তারক**—ত্রাণ-কর্ত্তা, সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। রামনামে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়। **পারক**—সংসার হইতে পার করে (উদ্ধার করে)। কৃষ্ণ-নাম সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াই (কেবল মুক্তিমাত্র দিয়াই) ক্ষান্ত হয় না, কৃষ্ণপ্রেমও দান করে।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্-নামক গ্রন্থে পাদ্মোত্তর পাতালখণ্ড হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাদেবের মুখে মথুরামাহাত্ম্যশ্রবণের পরে "শ্রীপার্ব্বতীপ্রশ্নঃ। উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর। মুনের্ভূর্বো বা সবিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো। কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগস্য প্রতাপবান্ ॥ শ্রীমহাদেবোত্তরম্ ॥ ন ভূমিকাপ্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে। ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে ॥ তথা পারকচিচ্ছক্তে রুড়ে তৎপদকারকে। তদেব শৃণু ভো দেবি প্রভাবো যেন বর্ত্ততে ॥ শ্রীকৃষ্ণমহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তের্ষে প্রবর্ত্ততে। তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ ॥ তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ ॥ তত্রৈব শ্রীভগবদ্‌বাক্যম্ ॥ উভৌ মন্ত্রাবুভৌ নাম্নী মদীয়প্রাণবল্লভে। নানা নামানি মন্ত্রাশ্চ তন্মধ্যে সারমুচ্যতে ॥ অজ্ঞাত-

কৃষ্ণনাম দেহ সেবোঁ, কর মোরে ধন্যা।
আমারে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥ ২৪৫

এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ ২৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি। যত্র তত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যান্তু ফলমাদিশেৎ॥ বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লোঁকপাবনঃ। ছিনত্তি সর্ব্বপাপানি কাশীবাসফলং লভেৎ॥ ইতি তারকমন্ত্রোঽয়ং যস্ত কাশ্যাং প্রবর্ত্ততে। স এব মাথুরে দেবি বর্ত্ততেঽত্র বরাননে॥ অথ পারকমুচ্যেত যথামন্ত্রং যথাবলম্। পারকং যত্র বর্ত্তেত ঋদ্ধিসিদ্ধি-সমাগমঃ॥ পূজ্যো ভবতি ত্রৈলোক্যে শতায়ুর্জায়তে পুমান্। অষ্টসিদ্ধিসমাযুক্তো বর্ত্ততে যত্র পারকম্॥ পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষবর্ত্তিতা। পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসঙ্কল্পতা তথা॥ দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্তত্রতা দৃষ্টা তথৈব চ। অখণ্ড-পরমানন্দস্তদ্গতো জ্ঞেয়লক্ষণঃ॥ অশ্রুপাতঃ কচিন্নৃত্যং কচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ। কচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্গুণো গীয়তে কচিৎ॥" এসমস্ত প্রমাণ হইতে যাহা জানা গেল, তাহাব সারমর্ম এই—চিচ্ছক্তি হইতেই ভগবানের মহিমা এবং তাঁহার নামের মহিমা উদ্ভূত। তাঁহার যত নাম বা মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে তারক (রামনাম) এবং পারক (কৃষ্ণনাম) হইতেছে সার। তারক (রামনাম)-জপের ফলে মুক্তি লাভ হয়; কাশীবাস হয় আর পারক (কৃষ্ণনাম)-জপের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়; যিনি পারক (কৃষ্ণনাম) জপ করেন, তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া কখনও অশ্রুপাত করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, কখনও ভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করেন।

কোন কোন-গ্রন্থে "পাবক" পাঠ আছে; পাবক অর্থ যাহা পবিত্রতা-সাধন করে।

২৪৫। **কৃষ্ণ-নাম দেহ**—আমাকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ কব, কৃষ্ণ-নামে দীক্ষিত কর। **সেবোঁ**—আমি কৃষ্ণ-নাম সেবা করিব, নিয়মিত-ভাবে কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ কবিব। **আমারে ভাসায়** ইত্যাদি—ঠাকুর, দয়া কবিয়া তুমি আমাকে কৃষ্ণ-নাম উপদেশ কর, যেন আমিও প্রেম-বন্যায় ভাসিয়া ধন্য হইতে পাবি।

২৪৬। শ্রীহবিদাস-ঠাকুরের গোঁফাদ্বাবে মায়াদেবীর আগমন, হবিদাসকে মোহিত করার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা, হরিদাসের মুখে কৃষ্ণনাম-শ্রবণে তাঁহার আনন্দোল্লাস এবং হবিদাসেব নিকটে কৃষ্ণনামোপদেশ প্রার্থনাদি সমস্তই মায়াদেবীর লীলামাত্র। হরিদাসের মাহাত্ম্য এবং কৃষ্ণনামের মহিমা জগতে প্রচারই তাঁহার এই লীলার উদ্দেশ্য। হরিদাসেব পরীক্ষাদ্বাবা মায়াদেবী জগতের জীবকে জানাইলেন—নামরসে যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন, দেহেন্দ্রিয়াদির কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রলোভনেই, এমন কি, যিনি ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত মোহিত কবিয়াছেন, সেই মায়াদেবীকর্ত্তৃক উপস্থাপিত কোনও প্রলোভনেও তাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, এমনই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-নামের। যে-সুখের লোভে জীব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া আছে, নাম-রসাস্বাদনের সুখের তুলনায় তাহা যে কত তুচ্ছ, তাহাই হরিদাসের পরীক্ষারূপ লীলায় মায়াদেবী দেখাইলেন। নাম যখন ভক্তের মুখে কীর্ত্তিত হয়, তখন তাহা স্বরূপতঃ মধুর হইলেও ভক্ত-চিত্তের প্রেমরস-নিষিক্ত হইয়া যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, হরিদাসের মুখে নাম-শ্রবণজনিত স্বীয় আনন্দোল্লাসদ্বারা মায়াদেবী তাহাই দেখাইলেন এবং নাম-রসাবিষ্ট ভক্তের উপদিষ্ট নামের যে একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, হরিদাসেব নিকটে নামোপদেশ প্রার্থনা কবিয়া মায়াদেবী জগতের জীবকে তাহাই শিক্ষা দিলেন।

মায়া ভগবৎ-শক্তি এবং মায়াদেবী সেই শক্তিরই মূর্ত্তরূপ; তিনিও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি করিয়া থাকেন। "অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি। বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি॥ ২।৬।১৪৬॥ কিন্তু প্রেমভক্তির এমনই এক স্বভাব যে, যতই ইহার আস্বাদন করা যাউক, কিম্বা ইহার আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির মাধুর্য্য যতই আস্বাদন করা যাউক, আস্বাদনের লালসা তাহাতে প্রশমিত তো হয়ই না, বরং উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। হরিদাস ঠাকুরের নিকটে নামোপদেশ চাহিয়া মায়াদেবী এই তথ্যটাই প্রকাশ করিলেন। শক্তিরূপে মায়াদেবীও এক ভগবৎ-স্বরূপ (২।৯।১৪০-পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মারাম রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়

উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥ ২৪৭
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার ॥ ২৪৮
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেম লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৪৯
কৃষ্ণনাম লয় নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে। ২৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাম-রূপাদির মাধুর্য্য-আস্বাদনের লালসা যে কত বলবতী, মায়াদেবীর আচরণে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। রামনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের কথাও প্রসঙ্গক্রমে মায়াদেবী প্রকাশ করিয়াছেন (৩৷৩৷২৪৪ পয়ার)।

ভক্তের মুখে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণের লোভ যে স্বয়ংভগবানও সম্বরণ করিতে পারেন না, রায়-রামানন্দ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। ভগবানের শক্তি হইয়াও মায়াদেবী যে হরিদাস-ঠাকুরের মুখে নামকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, এই ব্যাপারেও সেই তথ্যই সূচিত হইয়াছে।

জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকট লীলায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সন্দীপনী মুনির এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর এবং শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়াছেন। ভগবৎ-শক্তি মায়াদেবীও হরিদাস-ঠাকুরের নিকটে নামোপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং গুরুরূপে হরিদাস-ঠাকুরকে প্রণামাদি করিয়া তদনুরূপ লীলারই অভিনয় করিয়া জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, মহাভাগবত ব্যক্তি সকলেরই গুরুস্থানীয়।

হরিদাস-ঠাকুরে ব্রহ্মাও আছেন বলিয়া কথিত হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মায়াদেবীর এই লীলার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মায়াদেবী পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে লুব্ধ করিয়া স্বীয় কন্যার প্রতিও ধাবিত করাইয়াছিলেন। সেই বার ব্রহ্মা মায়ার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা তখন প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন না; প্রেমভক্তির অধিকারী গোকুলবাসীদিগের চরনরেণুলাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি গোকুলে যে কোনও রূপে জন্মলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন (যদ্‌ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি। শ্রী. ভা. ১০৷১৪৷৩৪।)। এক্ষণে তিনি শ্রীহরিদাসরূপে প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়াছেন; তাই এই প্রেমভক্তির প্রভাবে এবার তিনি মায়ার মোহিনী শক্তিকেও পরাভূত করিয়াছেন। প্রেমভক্তির অসাধারণ প্রভাবই ইহাদ্বারা সূচিত হইল। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বলীলার কথা স্মরণ করিয়া মায়াও বোধ হয় একটু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন; পূর্ব্বলীলায় ব্রহ্মাকে গর্হিত কার্য্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টাতে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে বলিয়াই যেন মায়াদেবী মনে করিলেন; সেই অপরাধের খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি এবার হরিদাসরূপ ব্রহ্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, কাহারও নিকটে অপরাধ হইয়া থাকিলে তাঁহার চরণে নতি স্বীকারই সেই অপরাধ খণ্ডনের উপায়।

২৪৭। প্রতীত—বিশ্বাস। মায়াদেবী যে শ্রীল-হরিদাসের নিকটে নাম-মন্ত্র উপদেশ নিয়াছেন, ইহা কেহ কেহ অসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে না। ইহা বিশ্বাস করার হেতু ও যুক্তি আছে; পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে। এই পয়ার হইতে নিম্নের সমস্ত পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৯। লুব্ধ হঞা—কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ করিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতে। **ব্রহ্মা-শিব**-ইত্যাদি—অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব এবং সনকাদি-মুনিগণও কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রেম-বন্যায় ভাসিয়াছেন। **ব্রহ্মা**—শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরে এবং **শিব**—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আর **সনকাদি** চারিজন—কাশীনাথ, লোকনাথ, শ্রীনাথ ও রামনাথরূপে প্রকট হইয়াছেন। **পৃথিবীতে জন্মিয়া**—পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়া।

২৫০। নারদ এবং প্রহ্লাদও গৌর-অবতারে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মা একত্রে শ্রীহরিদাস-ঠাকুররূপে এবং নারদ শ্রীবাসরূপে প্রকট হইাছেন। **মনুষ্যে প্রকাশে**—মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

লক্ষ্মী-আদি সভে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৫১
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস-আস্বাদন ॥ ২৫২
মায়াদাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধুকৃপা নাম বিনে প্রেম নাহি হয় ॥ ২৫৩
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৫৪
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫১। লক্ষ্মী আদি—লক্ষ্মী-আদি শক্তিগণও মনুষ্যমধ্যে মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়া শ্রীগৌর-অবতারে নাম-প্রেম আস্বাদন করিতেছেন। লক্ষ্মী-আদি শব্দের আদি-শব্দে রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতিকে বুঝায়। জানকী ও রুক্মিণী এই দুইজন একত্রে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-রূপে প্রকট হয়েন। এই লক্ষ্মীই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথমা গৃহিণী। ভূ-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে প্রকট হয়েন। ইনি প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াতে সত্যভামাও আছেন। সত্যভামা আবার শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত-রূপেও প্রকট হইয়াছেন।

ব্রজসুন্দরীগণও গৌরলীলায় মনুষ্য মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকা—শ্রীগদাধর পণ্ডিতরূপে (শ্রীমন-মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধা আছেন), শ্রীললিতা—শ্রীস্বরূপ-দামোদর (ও গদাধর পণ্ডিত' রূপে, শ্রীবিশাখা—শ্রীল রায়রামানন্দ রূপে, চন্দ্রকান্তি সখী—গদাধর দাসরূপে, চন্দ্রাবলী—সদাশিব-কবিরাজ রূপে ভদ্রা—শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিতরূপে, শৈব্যা—দামোদর-পণ্ডিতরূপে, চিত্রা—বনমালী-কবিরাজরূপে, চম্পকলতা—রাঘব-গোস্বামীরূপে, তুঙ্গবিদ্যা—প্রবোধানন্দ-সরস্বতীরূপে, ইন্দুরেখা—কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারীরূপে, রঙ্গদেবী—গদাধর ভট্টরূপে, সুদেবী অনন্তাচার্য্যরূপে, শশীরেখা—কাশীশ্বর-গোস্বামীরূপে, ধনিষ্ঠা—রাঘব-পণ্ডিতরূপে ইত্যাদিরূপে প্রকট হইয়াছেন। বিশেষ বিবরণ গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় দ্রষ্টব্য।

২৫২। স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীশচীনন্দনরূপে প্রকট হইয়া স্বীয় নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন।

২৫৩। ব্রহ্মাদি দেবগণ, লক্ষ্মী-আদি দেবীগণ, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তও যখন অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের দাসী মায়াদেবী যে নাম-প্রেম প্রার্থনা করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? নাম-প্রেমের এমনই অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি যে, সকলেই এই নাম-প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। এই নাম-প্রেমের আস্বাদন-মাধুর্য্য আবার শ্রীগৌর-লীলাতেই বেশী, এ-জন্য সকলেই গৌরলীলায় মনুষ্যমধ্যে প্রকট হইয়া নাম প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন—ইহা গৌর-লীলারই স্বরূপগত-বৈশিষ্ট্য।

সাধু-কৃপা-নাম বিনে—সাধুকৃপা ব্যতীত এবং শ্রীহরিনাম ব্যতীত প্রেম জন্মিতে পারে না। সাধুর কৃপাকে সম্বল করিয়া শ্রীহরিনাম আশ্রয় না করিলে প্রেম জন্মিতে পারে না, এজন্যই মায়াদেবী শ্রীল হরিদাসের কৃপা-প্রার্থনা করিয়াছেন।

২৫৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যই এই যে, ত্রি-ভুবনের সকলেই শ্রীশ্রীগৌরের কৃপায় প্রেমভাব পাইয়া প্রেমে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। এই প্রেম-ময় অবতারে কেহই কৃষ্ণ-প্রেমে বঞ্চিত হয় নাই।

২৫৫। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রাণী তো মত্ত হয়ই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তও প্রেমে মত্ত হইয়া থাকেন। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য বৃক্ষ-লতা, সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যে প্রেমে মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়াছিল, তাহা মধ্য-লীলায় বর্ণিত হইয়াছে।

স্বরূপগোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যেসব শুনিল ॥ ২৫৬
সেইসব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপায় লেখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ২৫৭
হরিদাসঠাকুরের কৈল মহিমা-কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৫৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমকথনং নাম তৃতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫৬। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহাই বলিতেছেন। স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীর কড়চায় যাহা দেখিয়াছেন এবং রঘুনাথদাস-গোস্বামীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি এই পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহার কোনও অংশই অতিরঞ্জিত বা তাঁহার নিজের কল্পিত নহে। স্বরূপ-দামোদর ও দাসগোস্বামী মহাপ্রভুর নিকটেই নীলাচলে ছিলেন, হরিদাস-ঠাকুরও নীলাচলে ছিলেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইত। সুতরাং স্বরূপ-দামোদরের ও দাস-গোস্বামীর কথা শুনা কথা নহে, প্রত্যক্ষ-দর্শীর কথা।

অন্ত্য-লীলা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং পুনরাগতং শ্রীসনাতনং দেহপাতাৎ দেহত্যাগাৎ অবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া শুদ্ধং স্বস্য পূর্বপথি-গমনাযোগ্যত্বমননাৎ তপ্তবালুকাপথি গমনেন মর্য্যাদারক্ষণলক্ষণম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকর্তৃক—দেহত্যাগ হইতে শ্রীপাদ সনাতনের রক্ষণ, জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে তাঁহার পরীক্ষণাদি লীলা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। শ্রীগৌরঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) বৃন্দাবনাৎ (শ্রীবৃন্দাবন হইতে) পুনঃ প্রাপ্তং (পুনরাগত) শ্রীসনাতনং (শ্রীসনাতনকে) স্নেহাৎ (স্নেহবশতঃ) দেহপাতাৎ (দেহত্যাগ হইতে) অবন্ (রক্ষা করিয়া) পরীক্ষয়া (পরীক্ষাদ্বারা) শুদ্ধং চক্রে (শুদ্ধ করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ, বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীসনাতনকে স্নেহবশতঃ (রথাগ্রে) দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষাদ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়াছেন। (অর্থাৎ শ্রীসনাতনের মর্য্যাদারক্ষণরূপ পবিত্রতা প্রকটিত করিয়াছিলেন, অথবা অঙ্গের ব্রণক্লেদাদি দূর করিয়াছিলেন)। ১

শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ড-পথে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, ঝারিখণ্ডের জলবায়ুর দোষে তাঁহার দেহে কণ্ডু জন্মিয়াছিল, তাহাতে এবং ভক্ত্যুত্থ দৈন্যবশতঃ নিজেকে নিতান্ত নীচ মনে করাতে তাঁহার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার অযোগ্য দেহদ্বারা শ্রীজগন্নাথদর্শনাদি ঘটিবে না ভাবিয়া তিনি নীলাচলে পৌঁছিয়া রথের চাকার নীচে পড়িয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করাইয়াছিলেন। প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার অঙ্গের ব্রণ-ক্লেদাদিও দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে ব্রণমুক্ত (শুদ্ধ) করিয়াছিলেন। আর একদিন—মর্য্যাদারক্ষণ-বিষয়ে শ্রীসনাতনকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে—প্রভু তাঁহাকে যমেশ্বর-টোটায় মধ্যাহ্নে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস, মন্দিরের নিকট দিয়া গেলেই যমেশ্বর-টোটায় সহজে যাওয়া যাইত, কিন্তু নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন বলিয়া জগন্নাথের সেবকের স্পর্শ-ভয়ে সনাতন সোজা পথে না যাইয়া সমুদ্রতীর-পথে গেলেন, রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপর দিয়া যাওয়ায় তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভুকর্তৃক নিমন্ত্রিত হওয়ার আনন্দে তিনি এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, ফোস্কার অনুভূতিই তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, নিজেকে নিতান্ত অপবিত্র মনে করিয়া জগন্নাথের সেবকের ও মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষার্থ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সোজা এবং শীতল পথে না যাইয়া তিনি যে দুঃসহ রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় পথে প্রভুর নিকটে গিয়াছিলেন, তাহাতেই মর্য্যাদা-রক্ষণ-বিষয়ে তাঁহার সাবধানতা—সুতরাং সেই বিষয়ে, তাঁহার চিত্তের পবিত্রতা—প্রকটিত হইয়াছিল।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ ২
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৩
ঝারিখণ্ডের জলে দুঃখ-উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা, রসা চলে খাজুয়া হৈতে ॥ ৪
নির্ব্বেদ হইল, পথে করেন বিচার—।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥ ৫
জগন্নাথ গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥ ৬
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশ নিয়া যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন তখন শ্রীসনাতন-গোস্বামীও মথুরা হইতে নীলাচলে আসিলেন। পথে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ শ্রীরূপ গৌড়ের দিকে গিয়াছেন আর শ্রীসনাতন কাশী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে আসিয়াছেন।

৩। **ঝারিখণ্ড-পথে**—শ্রীক্ষেত্র হইতে কাশী পর্য্যন্ত পথে যে-বন্য প্রদেশ ছিল, তাহাকে ঝারিখণ্ড বলিত। সনাতন গোস্বামী এই বন্য প্রদেশ দিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও এই পথেই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন। **একলা**—সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে অপর কেহ ছিলেন না। **চর্ব্বণ** চানা চিবাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করা।

৪। **ঝারিখণ্ডের জলে** ইত্যাদি—ঝারিখণ্ডের বনের পথে জল অত্যন্ত খারাপ ছিল, সেই জলের দোষে সনাতনের গায়ে চুলকুনি উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে সনাতনকে উপবাস করিতেও হইত, সেই উপবাসের দরুণ পিত্ত দুষ্ট হওয়াতেও গায়ে এক রকম চুলকুনি উঠিয়াছিল। এই সকল চুলকুনিতে গায়ে খুব চুলকাইত এবং চুলকাইলেই চুলকুনি হইতে রস পড়িত। **গাত্র-কণ্ডু**—কণ্ডু একরকম ব্রণ বা পাঁচড়া বা চুলকুনি। **রসা** রস, ব্রণের জল। **খাজুয়া হৈতে**—চুলকুনি হইতে।

৫। **নির্ব্বেদ** এই সংসার অনিত্য, আমার এই দেহ অনিত্য, এই অনিত্য দেহের সুখের জন্য কত কাম্য কাজ করিয়াছি, কোনদিনও ভগবদ্ভজন করি নাই ইত্যাদিরূপ জ্ঞানে মনের নির্ব্বেদ অবস্থা বলে। ঝারিখণ্ড পথে চলিবার সময় সনাতনের মনে এইরূপ নির্ব্বেদ অবস্থা জন্মিয়াছিল। **পথে করেন বিচার** পথে চলিতে চলিতে সনাতন বিচার করিতে লাগিলেন। কি বিচার করিতে লাগিলেন তাহা পরে বলিতেছেন। **নীচ জাতি** ইত্যাদি—সনাতন এইরূপ বিচার করিতেছেন—আমি অত্যন্ত নীচজাতি, আমার দেহও শ্রীকৃষ্ণভজনের অযোগ্য। **নীচ জাতি**—বাস্তবিক নীচজাতিতে সনাতনের জন্ম হয় নাই, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কর্ণাট রাজবংশে তাঁহার জন্ম। তথাপি চাকুরী উপলক্ষ্যে যবনের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন বলিয়া দৈন্যবশতঃ নিজেকে তিনি অত্যন্ত নীচ বলিয়া মনে করিতেন। **অসার**—শ্রীকৃষ্ণভজনের অযোগ্য সুতরাং সারশূন্য। অকর্ম্মণ্য তুচ্ছ।

৬। **জগন্নাথ গেলে**—জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে গেলে। **তাঁর**—শ্রীজগন্নাথের। **দর্শন না পাইব**—সনাতন দৈন্যবশতঃ নিজেকে নিতান্ত অস্পৃশ্য অপবিত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং এজন্য তিনি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইতেন না। তাই তিনি বিচার করিতেছেন - জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গেলেও জগন্নাথের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, (কারণ, মন্দিরে না গেলে দর্শন করিবেন কিরূপে?) **মহাপ্রভুর দর্শন** ইত্যাদি—তিনি বিচার করিলেন যে, জগন্নাথের দর্শন তো পাইবই না সকল সময়ে মহাপ্রভুর দর্শনও পাইব না (ইহার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে।)

৭। সর্ব্বদা মহাপ্রভুর দর্শনও কেন পাইবেন না, তাহাই বলিতেছেন। সনাতন বিচার করিতেছেন—শুনা যায়, প্রভুর বাসা নাকি জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে, কিন্তু মন্দিরের নিকটে আমার যাওয়ার অধিকার নাই; তাই

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে॥ ৮
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদগতি পাইয়ে॥ ৯

জগন্নাথ রথযাত্রায় হৈবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥ ১০
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম-পুরুষার্থ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর বাসায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে হয়তো দর্শন পাইতে পারি, কিন্তু সর্ব্বদা দর্শন অসম্ভব।

মন্দির-নিকটে—জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে (কাশীমিশ্রের বাড়ীতে)। **শুনি**—শুনিতে পাই। **তাঁর**—প্রভুর। **বাসা স্থিতি**—বাসস্থান। **নাহি শক্তি**—অধিকার নাই। ইহার কারণ পরবর্ত্তী-পয়ারে লিখিত আছে।

৮। জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে সনাতনের যাওয়ার অধিকার কেন নাই, তাহা বলিতেছেন। সনাতন মনে মনে বিচার করিতেছেন—"জগন্নাথের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া জগন্নাথের সেবকগণ সর্ব্বদাই সেবা-কার্য্য-উপলক্ষ্যে চলাফেরা করিতে থাকেন। আমি যদি সেই স্থানে যাই, তাহা হইলে দৈবাৎ তাঁহারা আমাকে স্পর্শ করিয়া ফেলিতে পারেন ; কিন্তু আমি নিতান্ত অপবিত্র, অস্পৃশ্য ; সেবকগণের সহিত আমার স্পর্শ হইলে আমার অপরাধ হইবে।" এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সনাতন-গোস্বামী মন্দিরের নিকটে যাইতেন না, মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রভুর বাসায়ও যাইতেন না।

কার্য্য-অনুরোধে—সেবার কার্য্য উপলক্ষ্যে। **তাঁর**—জগন্নাথের সেবকের। **অপরাধে**—আমি অপবিত্র, অস্পৃশ্য, সুতরাং আমার স্পর্শে সেবকও অপবিত্র হইবেন ; সেবার অযোগ্য হইবেন ; তাতেই আমার অপরাধ হইবে। এইরূপই সনাতনের মনের ভাব ছিল।

৯। বিচার করিয়া সনাতন স্থির করিলেন "এই দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন হইবে না, জগন্নাথের দর্শন পাইব না, সর্ব্বদা প্রভুর দর্শনও পাইব না; সুতরাং এই দেহ রাখিয়া কোনও লাভই নাই। কিন্তু যদি কোনও ভালস্থানে এই অপবিত্র দেহটীকে ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দুঃখের অবসানও হইবে, সদ্‌গতিও হইবে। রথযাত্রারও আর বিলম্ব নাই ; রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথ রথে বাহির হইবেন, মহাপ্রভুও তখন সেখানে থাকিবেন। ঐ সময়ে রথের চাকার নীচে পড়িয়া আমি দেহত্যাগ করিব। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের বদন-চন্দ্র দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাতে দেহত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার সদ্‌গতি হইবে, ভজনোপযোগী পবিত্র দেহ পাইব। এই অপবিত্র দেহ লইয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শনাদির অভাবে যে-দুঃখ পাইতেছি, তাহারও অবসান হইবে।"

তাতে—এই জন্য ; এই দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন হইতেছে না, জগন্নাথের দর্শন মিলিবে না, সর্ব্বদা প্রভুর দর্শনও ঘটিয়া উঠিবে না বলিয়া। **ভাল স্থানে**—পবিত্র স্থানে। **দিয়ে**—ত্যাগ করি। **দুঃখ-শান্তি**—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ও প্রভুর দর্শনাদির অভাবে যে-দুঃখ হইতেছে, তাহার অবসান। **সদ্‌গতি**—উত্তমা গতি, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোপযোগী পবিত্র দেহ লাভ।

১০। **রথচাকায়**—জগন্নাথের রথের চাকার নীচে।

১১। রথচাকায় পড়িয়া দেহত্যাগ করিলে যে সদ্‌গতি হইতে পারে, তাহার তিনটী হেতু এই পয়ারে উক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, মহাপ্রভুর সাক্ষাতে (**মহাপ্রভুর আগে**) দেহত্যাগ ; কেবল ইহাতেই সদ্‌গতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, (**আর দেখি জগন্নাথ**) জগন্নাথের বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া দেহত্যাগ ; কেবল ইহাতেও সদ্‌গতি হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, (**রথে ছাড়িব দেহ**) রথযাত্রার ন্যায় পবিত্র সময়ে এবং পবিত্র রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ ; কেবল ইহাতেও সদ্‌গতি হইতে পারে। সনাতন যেভাবে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাতে উক্ত তিনটী হেতুই

এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১২
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন।
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৩
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিব এখন ॥ ১৪
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥ ১৬
হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥ ১৭
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা—॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং ঐরূপ দেহত্যাগে নিশ্চয়ই তাঁহার পরম-পুরুষার্থ লাভ হইবে, ইহাই তিনি বিচারদ্বারা স্থির করিলেন। ৩।২।১৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **এই ত নিশ্চয় করি**—রথযাত্রায় রথের চাকার নীচে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া। **লোকে পুছি**—লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া। **হরিদাস-স্থানে**—হরিদাস-ঠাকুরের বাসায়। **উত্তরিলা**—উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস-ঠাকুর কোথায় থাকেন, তাহা সনাতন জানিতেন না তাই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের উদ্ভবও যবনকুলে, তিনিও দৈন্যবশতঃ জগন্নাথের মন্দিরে বা প্রভুর বাসায় যাইতেন না, ইহা সম্ভবতঃ সনাতন জানিতেন। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, হরিদাসের বাসা মন্দির হইতে দূরে হইবে সুতরাং সেই বাসায় হরিদাসের সঙ্গেই তিনি থাকিতে পারিবেন। এজন্য খোঁজ করিয়া করিয়া সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৩। **তেঁহো**—শ্রীসনাতন, তিনি হরিদাস-ঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

হরিদাস জানি ইত্যাদি—সনাতন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া হরিদাস-ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

১৪। **মহাপ্রভু দেখিতে** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের নিমিত্ত সনাতনের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। হরিদাস তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্যস্ততার হেতু নাই, প্রভু এখনই তাঁহার বাসায় পদার্পণ করিবেন। (প্রত্যহ ঐ সময়ে প্রভু হরিদাসের বাসায় যাইতেন, সুতরাং সেইদিনও যাইবেন—ইহা অনুমান করিয়াই হরিদাস বলিয়াছিলেন—'আসিব এখন")।

১৫। **হেন কালে**—যে সময়ে হরিদাস ও সনাতন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে। **উপল-ভোগ**—শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ, প্রাতঃকালের এক রকম ভোগের নাম উপলভোগ।

১৬। **দোঁহে**—সনাতন ও হরিদাস। **আলিঙ্গিল**—আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

১৭। মহাপ্রভু যেন এতক্ষণ শ্রীসনাতনকে লক্ষ্য করেন নাই। তাই হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ঐ সনাতন তোমাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।" সনাতনকে দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন—এমন সময় সনাতন কোথা হইতে কিরূপে আসিল। **হৈল চমৎকার**—প্রভু বিস্মিত হইলেন।

১৮। **আগে হইলা**—প্রভু অগ্রসর হইলেন, আগাইয়া গেলেন। **পাছে ভাগে**—সরিয়া যায়েন। সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রভু অগ্রসর হইয়া যায়েন, সনাতন কিন্তু পেছনে সরিয়া সরিয়া যাইতেছেন, প্রভুর নিকটে ধরা দিতেছেন না।

মোরে না ছুঁইহ প্রভু। পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আরে কণ্ডুরসা গায়॥ ১৯
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ ২০
সবভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সভার চরণ-বন্দনে॥ ২১
সভা লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥ ২২
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহে—পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে॥ ২৩
মথুরার বৈষ্ণবের গোসাঞি কুশল পুছিল।
সভার কুশল সনাতন জানাইল॥ ২৪
প্রভু কহে—ইহাঁ রূপ ছিলা দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিনদশ॥ ২৫
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥ ২৬
সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত—আমার কুলধর্ম্ম॥ ২৭
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯। সনাতন কেন পেছনে সরিয়া যাইতেছেন, তাহার কারণ সনাতনের কথাতেই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। সনাতন বলিলেন—"প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়িয়া মিনতি করিতেছি, আমাকে তুমি ছুঁইও না। একে তো আমি নিতান্ত নীচ, নিতান্ত অধম সুতরাং তোমার স্পর্শের অযোগ্য। তার উপর আবার গায়ে কণ্ডু হওয়াতে সমস্ত দেহে কণ্ডুর কুৎসিত দুর্গন্ধ রস লাগিয়া রহিয়াছে, আমাকে আলিঙ্গন করিলে তোমার দেহে এই কুৎসিত রস লাগিবে, তাই আমার কাতর-প্রার্থনা, প্রভু তুমি আমায় ছুঁইও না।"

২০। বলাৎকারে—সনাতনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া। **কণ্ডুক্লেদ**—কণ্ডুর ময়লা রস ইত্যাদি।

প্রভু জোর করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে সনাতনের দেহের কণ্ডুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়াছিল।

২১। সব ভক্তগণে—প্রভু সঙ্গীয় ভক্তগণের প্রত্যেকের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। সনাতনও একে একে সকলের চরণ-বন্দনা করিলেন।

২২। পিণ্ডার উপরে—হরিদাসের বাসাঘরের পিঁড়ার (দাওয়ার) উপরে।

সকলে পিণ্ডার উপরে বসিলেন, কেবল হরিদাস ও সনাতন দৈন্যবশতঃ পিণ্ডার নীচে বসিলেন।

২৩। তেঁহো কহে—সনাতন বলিলেন। **পরম মঙ্গল** ইত্যাদি—কুশল প্রশ্নের উত্তরে সনাতন বলিলেন, "প্রভু, আমার পরম মঙ্গল, যেহেতু তোমার চরণ-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।"

২৪। মথুরার বৈষ্ণবের—মথুরা (বৃন্দাবন)-বাসী বৈষ্ণবদিগের। **গোসাঞি**—মহাপ্রভু।

২৫-২৬। প্রভু সনাতনকে বলিলেন:—শ্রীরূপ এখানে দশমাস ছিলেন, মাত্র দিন দশেক হইল, এখান হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। শ্রীরূপের মুখে শুনিলাম, তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। অতি উত্তম লোক ছিলেন, রঘুনাথে (শ্রীরামচন্দ্রে) তাঁহার অত্যন্ত দৃঢ়ভক্তি ছিল।

২৭। এই পয়ার সনাতনের দৈন্যোক্তি।

২৮। হেনবংশে—এইরূপ নীচ, কুকর্ম্ম-রত বংশকে।

ঘৃণা ছাড়ি—এইরূপ নীচবংশকে সকলে ঘৃণাই করিয়া থাকে। কেহ ইহার নিকটেও যায় না, কিন্তু প্রভু

সেই অনুপম ভাই বালক-কাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥ ২৯
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥ ৩০
আমি আর রূপ—তাঁর জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা দোঁহাসঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর॥ ৩১
আমা-সভা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে—॥ ৩২
শুনহ বল্লভ! কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥ ৩৩
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে।
তিনভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ ৩৪
এই মত বারবার কহি দুই জন।
আমাদোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ ৩৫
'তোমাদোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব?
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণভজন করিব॥' ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তুমি কৃপা করিয়া ঘৃণাত্যাগপূর্ব্বক এই বংশকে আত্মসাৎ করিয়াছ। তোমার কৃপায় আমাদের বংশের সকল দিকেই মঙ্গল।

২৯। এই পয়ার হইতে চৌদ্দ পয়ারে সনাতন, অনুপমের গুণ বর্ণনা করিতেছেন।

সেই অনুপম—মহাপ্রভু যে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা বলিলেন।

৩০। **নাম আর ধ্যান**—রাত্রিদিন সর্ব্বদাই রঘুনাথের নামকীর্ত্তন করিতেন এবং তাঁহার রূপ ধ্যান করিতেন। **শুনে করে গান**—নিজে সর্ব্বদা রামায়ণ গান করিতেন এবং অপরের মুখেও শুনিতেন।

৩১। **আমি আর রূপ**—আমি (সনাতন) ও শ্রীরূপ উভয়ই অনুপমের বড় ভাই; আমরা তিনজনেই এক মায়ের সন্তান (সহোদর)।

৩২। অনুপম আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণকথা শুনিতেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনিতেন। আমরা দুইজনে একদিন অনুপমকে এইভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

৩৩-৩৪। "শুনহ বল্লভ" হইতে "কৃষ্ণকথা রঙ্গে" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। অনুপমকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত রূপ ও সনাতন বলিলেন—"দেখ বল্লভ! কৃষ্ণ ভজন কর। কৃষ্ণ পরম-মধুর, কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, কৃষ্ণের মাধুর্য্য, কৃষ্ণের প্রেম, কৃষ্ণের বিলাস, সমস্তই অফুরন্ত মাধুর্য্যের ও আনন্দের উৎস; এমন মাধুর্য্য আর কোথাও নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণভজন কর—তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন করিয়া ধন্য হইতে পারিব।"

বল্লভ—অনুপমের অপর নাম বল্লভ; ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা।

৩৫। **গৌরবে কিছু** ইত্যাদি—আমরা (রূপ ও সনাতন) অনুপমের বড়ভাই, গুরুজন; শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত আমরা বারবারই তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। গুরুজনের বাক্য আর কত দিনই বা উপেক্ষা করিবেন, ইহা ভাবিয়াই (গৌরবে) বোধ হয়, অনুপমের মন একটু পরিবর্ত্তিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করার জন্য যেন ইচ্ছা হইল।

এই পয়ারে "কিছু" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, রূপ ও সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া অনুপমের চিত্ত যে তাঁহার উপাস্য রঘুনাথ হইতে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া আসিয়াছিল, তাহা নহে। গুরুজনের আদেশ পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিতে গেলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়েই অনুপম অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

৩৬। তখন অনুপম বলিলেন—"তোমরা আমার বড়ভাই, গুরুজন; আমি কতবার আর তোমাদের আদেশ লঙ্ঘন করিব? আমি তোমাদের আদেশমত তোমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই করিব, আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও।"

এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ—।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ? ॥ ৩৭
সবরাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমাদোঁহা কৈল নিবেদন—॥ ৩৮
রঘুনাথের পদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড ব্যথা ॥ ৩৯
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪০
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥ ৪১
তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
'সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭-৪১। "এত কহি" ইত্যাদি হইতে "প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ার :—অনুপম কেবল মুখেই বলিলেন"শ্রীকৃষ্ণভজন করিব, দীক্ষামন্ত্র দাও", কিন্তু তিনি কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্র হইতে তাঁহার চিত্তকে তুলিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন না। যে-দিন বড-ভাইদের নিকট কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত দীক্ষামন্ত্র চাহিলেন, সেইদিন রাত্রিতেই তিনি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মন কিছুতেই শ্রীরঘুনাথকে ত্যাগ করিতে রাজী নহে। "এতদিন যাঁহার ভজন করিয়াছি, যাঁহার চরণে একবার মাথা বেচিয়াছি, এখন কিরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব ? একথা ভাবিতেও যে প্রাণ ফাটিয়া যায়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনুপম সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন—সেই রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হইল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া রূপ-সনাতনের নিকটে যাইয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাদের আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমি রঘুনাথের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার চরণ হইতে আর ছুটিয়া আসিতে পারি না—ছুটিয়া আসার কথা ভাবিলেও যেন প্রাণ-ফাটিয়া যায়। দাদা ! তোমরা উভয়ে কৃপা করিয়া আমাকে আদেশ কর, আমি যেন রঘুনাথের ভজন করি। আর এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরঘুনাথের চরণই সেবা করিতে পারি।"

৪২। **তবে**—অনুপমের কথা শুনিয়া। **আমি দোঁহে**—আমরা দুইজনে (রূপ ও সনাতন)। **তারে আলিঙ্গন**—অনুপমকে আলিঙ্গন করিলাম।

সনাতন বলিলেন—"অনুপমের মুখে শ্রীরঘুনাথের চরণে তাঁহার দৃঢ়ভক্তির কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং তাঁহার দৃঢ়ভক্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিলাম।"

অনুপমের দৃঢ়ভক্তিটি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই রূপ-সনাতন তাঁহাকে শ্রীরামের সেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে বলিয়াছিলেন। অনুপম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিলেন। বাস্তবিক সকলের রুচি সমান নহে, সকলের ভাবও সমান নহে। ভগবানেরও অনন্ত-স্বরূপ। যে-স্বরূপে যাঁহার রুচি হয়, শ্রদ্ধা হয়, তিনি সেই স্বরূপের উপাসনা করিয়াই ধন্য হইয়া যাইতে পারেন—তবে উপাসনাটি ভক্তির সহিত হওয়া দরকার, ভক্তির সহিত উপাসনা, সেব্য-সেবকভাবে উপসনাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। ভক্তি-ভাবের উপাসনায় যদি নিজের উপাস্যের প্রতি কোনও সাধকের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও প্রীতি থাকে, তাহা হইলে তিনি যে-স্বরূপের উপাসকই হউন না কেন, তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র—তাঁহার উপাস্য আমাদের উপাস্য হইতে পৃথক্ হইলেও তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র—অনুপমের ও মুরারি গুপ্তের দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ চারিদিকে ছড়াইতে থাকি, এবং মনে করিয়া থাকি, ইহাতেই—অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করাতেই—আমার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইতেছে, নিজের উপাস্যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। শ্রীভগবানের কোনও এক স্বরূপের প্রতি

যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহাঁ, খণ্ডে, সব ক্লেশ ॥ ৪৩

গোসাঞি কহেন—এইমত মুরারিগুপতে।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তার এইমতে ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহাব বাস্তবিক নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, অপর স্বরূপের প্রতি বা অপর স্বরূপের উপাসকের প্রতি তাঁহাব কখনও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে পারে না। সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে-হৃদয়ে উপাস্যের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রীতির উন্মেষ হইয়াছে, সে-হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের স্থান থাকিতে পারে না। পতির প্রতি যে-রমণীর বাস্তবিক প্রীতি আছে, পতির চিত্রপটের (ফটোগ্রাফের) প্রতিও সেই রমণীর বিশেষ প্রীতি থাকিবে, ঐ চিত্রপট (ফটোগ্রাফ) যাহারা রক্ষা করে, তাহাদের প্রতিও ঐ রমণীর একটা প্রীতিব টান থাকিবে—তা সেই চিত্র-পট (ফটোগ্রাফ) যেভাবে, পতির যে পোষাকে বা যে-কার্য্যাবস্থাতেই তোলা হউক না কেন; অবশ্য পতিব ভাব-বিশেষে, বা কার্য্য-বিশেষে, বা পোষাক-বিশেষের চিত্রপটে পত্নীর প্রীতির আধিক্য থাকিতে পারে; কিন্তু কোনও চিত্রপটেই প্রীতির অভাব হইবে না। তদ্রূপ নিজের উপাস্য-স্বরূপে সাধকের প্রীতির আধিক্য থাকিবে বটে, কিন্তু অপর কোনও স্বরূপেই তাঁহার প্রীতিব অভাব হইবে না, অপর স্বরূপের উপাসকগণও তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র হইবে না—যদি বাস্তবিক তাঁহার মধ্যে নিজের উপাস্যে প্রীতি ও নিষ্ঠা থাকে। যেখানে উপাস্যে প্রীতি ও নিষ্ঠার অভাব, সেখানেই সাম্প্রদায়িক দলাদলি। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভজন করার নিমিত্ত যাঁহার প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ, কৃষ্ণের অধিষ্ঠান বলিয়া স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণিমাত্রই যাঁহার নিকটে সম্মানের পাত্র (জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান), "ব্রাহ্মণাদি-চণ্ডাল কুক্কুর-অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥"—এই ভাবে বৈষ্ণবতা রক্ষা করার নিমিত্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন,—সেই বৈষ্ণবের পক্ষে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর স্বরূপের প্রতি বা অপর স্বরূপের উপাসকের প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা যে নিতান্তই অশোভন এবং অপরাধজনক, ইহা বলাই বাহুল্য। যে-রমণী কেবল পতি-সেবাই করে, অথচ পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দাস, দাসী প্রভৃতি পরিজনবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই রমণীকে কেহই পতিগত-প্রাণা বলে না, আর পতিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

৪৩। **যে বংশ উপরে** ইত্যাদি—নিজের উপাস্যের প্রতি অনুপমের এই যে অসাধারণ নিষ্ঠা এবং প্রীতি, ইহা অনুপমের পক্ষেও মঙ্গলেব বিষয়, অনুপম যে-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের পক্ষেও মঙ্গলের বিষয়। আর অনুপমের উপাস্য (শ্রীরামচন্দ্র) শ্রীরূপ-সনাতনের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হইলেও অনুপমের প্রতি যে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রীতি হ্রাস পায় নাই, ইহাও তাঁহাদের পক্ষে এবং তাঁহারা যে-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। (সকলের প্রীতিময়-সাধন-ভজনে নিজেদের এবং বংশের কল্যাণ; কিন্তু ভজন-মূলক বিদ্বেষাদিতে নিজেদের অধঃপতন এবং বংশেরও অকল্যাণ।) যাহা হউক, শ্রীসনাতন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বলিলেন—প্রভু, আমাদের এবং আমাদের বংশের এই যে-মঙ্গল, তাহা কেবল তোমার কৃপার প্রভাবেই। যে-বংশের প্রতি তোমার কৃপালেশ আছে, সেই বংশের সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল এবং সেই বংশে কোনও সময়েই কোনও অমঙ্গল থাকিতে পারে না।

৪৪। **গোসাঞি কহেন**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন।

এই মত ইত্যাদি—তোমরা অনুপমকে যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছ, পূর্ব্বে আমিও একবার মুরারিগুপ্তকে ঠিক সেইভাবে (শ্রীরাম-ভজন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য আদেশ করিয়া) পরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু অনুপমের মতই মুরারিগুপ্ত শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। **তার এই মতে**—মুরারিগুপ্তের মতও অনুরূপের মতের ন্যায়। কোনও গ্রন্থে "তার এই রীত" পাঠ আছে। ২।১৫।১২৮-৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন॥ ৪৫
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে॥ ৪৬
ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস সনে॥ ৪৭
কৃষ্ণভক্তি রসে দোঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥ ৪৮
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দদ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥ ৪৯
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥ ৫০
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কথোক্ষণে॥ ৫১

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

৪৫। **সেই ভক্ত ধন্য** ইত্যাদি—মহাপ্রভু বলিলেন, "যে-ভক্ত কোনও অবস্থাতেই স্বীয় প্রভুর চরণ ত্যাগ করে না, সেই ভক্তই ধন্য। আর যে-প্রভু স্বীয় ভক্তকেও কোনও সময়েই ত্যাগ করেন না, দুর্দ্দৈববশতঃ নিজের সেবক যদি একটু বিচলিতও হয় তাহা হইলেও যে-প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, সেই প্রভুও ধন্য।"

সেই ভক্ত ধন্য ইত্যাদি—উপাস্যে যাঁহার নিষ্ঠা ও প্রীতি জন্মিয়াছে, এইরূপ ভক্তই নানা প্রলোভনে পড়িয়াও নিজের উপাস্যকে ত্যাগ করেন না এইরূপ ভক্তই ধন্য—ভগবানের কৃপার পাত্র—যেমন নানা প্রলোভনে পতিত হইয়াও যে-রমণী স্বীয় পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয় না সেই রমণীই ধন্যা—সকলের প্রশংসার্হা এবং পতির অত্যন্ত সোহাগের পাত্রী।

সেই প্রভু ইত্যাদি—যে প্রভু কোনও সময়েই নিজের সেবককে ত্যাগ করেন না, তিনিই ধন্য, তিনিই বাস্তবিক ভজনীয় গুণের নিধি। বাস্তবিক, ভগবান কখনও নিজের দাসকে ত্যাগ করেন না দাস তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দাসের প্রতি তাঁহার কৃপার কখনও চ্যুতি ঘটে না, এজন্য তাঁহার একটী নামও অচ্যুত।

৪৬। **দুর্দ্দৈবে** ইত্যাদি —দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনও সেবক যদি প্রভুর চরণ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেও (চরণসেবা ত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে লিপ্ত হইতেও) চেষ্টা করে, তাহা হইলেও যে-প্রভু তাহাকে চুলে ধরিয়া ফিরাইয়া আনেন, সেই প্রভুই ধন্য, ভজনীয় গুণের নিধি। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সময়ে কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ প্রভুর সেবক ছিলেন। স্ত্রীলোক ও ধনরত্ন দেখাইয়া ভট্টমারী বামাচারী সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণদাসের মন ফিরাইয়া ফেলিয়াছিল—কৃষ্ণদাস প্রলুব্ধ হইয়া প্রভুর নিকট হইতে ভট্টমারীদের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দয়াময় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভট্টমারীদের গৃহে যাইয়া কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া চুলে ধরিয়া লইয়া আসেন। ইহাই ভজনীয় গুণ। মায়ার প্রলোভন হইতে সাধককে যদি ভগবান্ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আর কে রক্ষা করিবেন? যিনি এভাবে নিজের সেবককে রক্ষা করেন, তিনিই বাস্তবিক ভজনীয় গুণের নিধি—তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ২।৯।২১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৭। **ভাল হৈল** ইত্যাদি—সনাতনকে প্রভু বলিতেছেন।

৪৯। **গোবিন্দদ্বারায়**—মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ হরিদাসের বাসায় সনাতনের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন, হরিদাসকেও গোবিন্দই মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন।

৫০। **চক্র দেখি**—জগন্নাথের মন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া তদুদ্দেশ্যে জগন্নাথকে দূরে থাকিয়া প্রণাম করিতেন, (মন্দিরে যাইতেন না বলিয়া)।

দিব্য প্রসাদ পায় নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আসি নিত্যাবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫২
একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা—॥ ৫৩
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ ৫৪
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে ॥ ৫৫
দেহ-ত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫২। প্রভু প্রাতঃকালে প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, তাহার পরে হরিদাস ও সনাতনের সঙ্গে মিলিতে আসিতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে গেলে জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে উত্তম উত্তম প্রসাদ দিতেন, প্রভু সেই সমস্ত প্রসাদ প্রত্যহই সঙ্গে করিয়া আনিতেন এবং সনাতন ও হরিদাসকে দিতেন। **দিব্য প্রসাদ**—অতি উত্তম শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ। **পায় নিত্য**—প্রভু নিত্যই পাইয়া থাকেন, জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে নিত্যই দেন। **তাহা**—মহাপ্রসাদ। **আসি**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে হরিদাসের বাসায় আসিয়া। কোনও কোনও গ্রন্থে "আনি" পাঠ আছে। **আনি**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে আনিয়া (মহাপ্রসাদ)। **নিত্যাবশ্য**—নিত্য অবশ্য, প্রভু নিত্যই (প্রত্যহই) দিব্য-প্রসাদ আনিয়া দেন এবং অবশ্যই দেন—একদিনও বাদ যায় না। **দোঁহাকারে**—সনাতন ও হরিদাসকে।

৫৩। দোঁহারে—শ্রীসনাতন ও হরিদাসকে। **আচম্বিতে**—হঠাৎ, কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া।

৫৪। সনাতন-গোস্বামী রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াই নীলাচলে আসিয়াছিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়াই দেহত্যাগের সঙ্কল্প হইতে সনাতনকে নিবৃত্ত করার নিমিত্ত বলিলেন:—"সনাতন, দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, যদি দেহত্যাগেই কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি এক্ষণেই দেহত্যাগ করিতে পারি। দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে, ভক্তিব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই। ভক্তিদ্বারা প্রেম পাওয়া যায়, প্রেম লাভ হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়—ইহার আর অন্য কোনও পন্থা নাই। দেহত্যাগ তো তমোগুণের ধর্ম্ম, তমোগুণে বা রজোগুণে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।" **দেহত্যাগে**—ভজন না করিয়া কেবলমাত্র দেহত্যাগ করিলে। **কোটি দেহ** ইত্যাদি—দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে একক্ষণেই কোটি কোটি লোক দেহত্যাগ করিত। এস্থলে প্রভু বোধ হয় কোটি কোটি লোকের দেহত্যাগের কথাই বলিতেছেন, কারণ, প্রভুর দেহ একটীই, তাঁহার পক্ষে এতক্ষণে কোটি কোটি দেহ-ত্যাগের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশায় দেহ-ত্যাগের নিশ্চিততা প্রকাশ করিবার জন্য হয়ত প্রভু বলিতে পারেন যে, "দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে একক্ষণেই আমি কোটি কোটি দেহ-ত্যাগ করিতে পারিতাম।"

৫৫। পাইয়ে ভজনে—কেবলমাত্র ভজনের দ্বারাই কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভজনব্যতীত কৃষ্ণ-সেবা মিলে না। "সাধনবিনা সাধ্যবস্তু কভু নাহি মিলে। ২।৮।১৫৮ ॥" **কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়** ইত্যাদি—পরবর্ত্তী "ন সাধয়তি" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—ইহাও শ্রীভগবদুক্তি। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা মিলে না।

৫৬। তমোধর্ম্ম—তমোগুণের ক্রিয়া। অন্ধকার যেমন বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, অন্ধকারে লোক যেমন কোনও বস্তু ঠিক চিনিতে পারে না—তমোগুণও তদ্রূপ লোকের হিতাহিত জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, তমোগুণাক্রান্ত লোক ভালমন্দ ঠিক বিচার করিতে পারে না। তাই তমোগুণের প্রভাবে লোক আত্মহত্যাদি জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হয়। ৩।২।১৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিবিনু কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেমবিনু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ ৫৭

তথাহি (ভা ১১।১৪।২০)—
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ২

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৫৮

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তমোরজোধর্ম্মে ইত্যাদি—তমোগুণের ও রজোগুণের ধর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ, গুণাতীত "হরির্হি নির্গুণঃ। শ্রীভা ১০।৮৮।৫" শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির ভজন নির্গুণ গুণাতীত। সগুণ-ভজনে গুণাতীত কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

তমোরজো-ধর্ম্ম শব্দে সত্ত্বগুণও উপলক্ষিত হইতেছে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের দ্বারাও গুণাতীত কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। ২।২৩।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৭। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু হইল প্রেম প্রেমেরও একমাত্র হেতু হইল সাধন ভক্তি। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই প্রেম পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৮। পাতক-কারণ—পাতকের হেতু। দেহত্যাগ বা আত্মহত্যাদি মহাপাপজনক। আত্মহত্যাকারীকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। **তাতে**—দেহত্যাগে।

কেহ কেহ মনে করেন— এই দেহদ্বারা অশেষবিধ পাপ-কর্ম্ম করা হইয়াছে, সুতরাং এই দেহদ্বারা আর ভজন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোনও রকমে এই দেহটী নষ্ট হইলেই আবার নূতন দেহে ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে।" কিন্তু এইরূপ জল্পনা-কল্পনার মূল্য বোধ হয় বিশেষ কিছু নাই। পাপ-কর্ম্মের দাগ কেবল স্থূলদেহেই যে পড়ে তাহা নহে, সূক্ষ্ম দেহে এবং মনের মধ্যেই পাপ কর্ম্মের দাগ বিশেষরূপে পড়িয়া থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগের পরেও সূক্ষ্মদেহে এবং মনে ঐ সকল দাগ বিদ্যমান থাকে। আবার যখন জীব নূতন ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করে তখন ঐ সকল পাপ-কার্য্যের দাগ লইয়াই মন ও সূক্ষ্ম শরীর ও নূতন স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং দেহত্যাগ-সময়ে জীবের মনের যে-অবস্থা থাকে, নূতন দেহ-গ্রহণের সময়ে প্রায় সেই অবস্থাই থাকে। পাপের ছাপ দূর করিতে হইলে কেবল দেহত্যাগে কিছু হইবে না, তজ্জন্য ভজন করিতে হইবে। ভজনের দ্বারাই অসৎকর্ম্মের ফল দূর হইতে পারে, ইহজন্মের ভজনের দ্বারাই পরজন্মে ভজনোপযোগী দেহ লাভ হইতে পারে।

বাস্তবিক সনাতনের দেহ পাপের দেহ নহে, সনাতন সাধারণ সাধক জীবও নহেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবকেই এ-সব তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন।

৫৯। দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণ পাওয়া না যায়, তবে কোনও কোনও প্রেমিক-ভক্ত কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করিতে চাহেন কেন? রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। (যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৫২।৪৩ শ্লোক), গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন (সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বধরামৃতপূরকেণ শ্রীভা ১০।২৯।৩৫ শ্লোক)। ইহার হেতু কি? ইহার উত্তরে প্রভু বলিতেছেন—"প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া কোনও কোনও সময়ে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সেই দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নহে, কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে;

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ ৬০

তথাহি (ভা. ১০।৫২।৪৩)—

যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতি রিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ননু কিমনেনানর্থকাবিণা নির্ব্বন্ধেন চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মা যোগ্য এব বব ইতি চেৎ তত্রাহ যস্যেতি। হে অম্বুজাক্ষ। যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রি পঙ্কজবজোভিঃ স্নপনম আত্মনস্তমসোঽপহত্যৈ উমাপতিবিব মহান্তো বাঞ্ছতি তস্য ভবতঃ প্রসাদং যর্হ্যহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ম। ততঃ কিমিত্যত আহ শতজন্মভিবিতি। এবমেব বাবং বাবং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিবপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাবা মনে কবেন—'যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিনই এই যন্ত্রণা সহ্য কবিতে হইবে; মৃত্যু হইলেই বোধ হয় অসহ্য যন্ত্রণাব অবসান হইবে', তাই তাঁহাবা দেহত্যাগেব সঙ্কল্প করেন, দেহত্যাগ করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে—একথা তাঁহাবা মনে কবেন না। যাহা হউক, বিবহ-যন্ত্রণাব উৎপীড়ন হইতে বক্ষা পাওয়াব নিমিত্ত তাঁহাবা দেহত্যাগ কবিতে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহাদেব দেহত্যাগ কবিতে হয় না, তাঁহাদেব প্রেমেব স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণই আসিয়া দেখা দিয়া থাকেন, তখন আর তাঁহাদেব কৃষ্ণবিবহ-যন্ত্রণাও থাকে না, দেহত্যাগও হয় না।" **বিয়োগে**—শ্রীকৃষ্ণেব বিবহে। **প্রেমে কৃষ্ণ মিলে**—প্রেমেব প্রভাবে কৃষ্ণ আসিয়া প্রেমী ভক্তকে দর্শন দেন। ব্রজগোপীদিগেব প্রেমে যে শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ কবিয়া তাঁহাদেব সাক্ষাতে আনয়ন কবিতে সমর্থ, তাহা শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখে স্বীকাব কবিয়াছেন।—"দিষ্ট্যা যদাসীৎ মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৮২।৪৪ ॥"

৬০। প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণ-বিবহে দেহত্যাগ কবিতে চাহেন কেন, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। গাঢ় অনুরাগেব ধর্ম্মই এইরূপ যে, যাঁহার গাঢ় অনুবাগ আছে, তিনি ক্ষণকালেব জন্যও কৃষ্ণ-বিবহ সহ্য কবিতে পাবেন না, ক্ষণকালেব কৃষ্ণ-বিরহেও অনুবাগী ভক্ত প্রাণত্যাগ কবিতে ইচ্ছা করেন। ইহা অনুবাগেবই ধর্ম্ম—অনুবাগেব বস্তুশক্তি।

গাঢ়ানুরাগ—গাঢ় অনুবাগ, যে-অনুবাগেব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিব বাসনা-ব্যতীত অন্য কোনও বাসনাব ক্ষীণ ছায়াও প্রবেশ কবিতে পাবে না, তাহাকেই গাঢ় বা সান্দ্র অনুবাগ বলে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অম্বুজাক্ষ (হে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ)। উমাপতিঃ ইব (উমাপতি শ্রীশঙ্করের ন্যায়) মহান্তঃ (মহদ্ব্যক্তিগণ) আত্মতমোঽপহত্যৈ (নিজ তমোনাশেব নিমিত্ত—স্বীয় অজ্ঞানান্ধকার দূব কবিবার নিমিত্ত) যস্য (যাঁহাব—যে-তোমাব) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-বজঃ-স্নপনম্ (পাদপদ্মের ধূলি-ক্ষালনোদক) বাঞ্ছন্তি (অভিলাষ করেন), [অহং] (আমি—রুক্মিণীদেবী) ভবৎ-প্রসাদং (সেই তোমাব প্রসাদ—অনুগ্রহ) যর্হি (যদি) ন লভেয় (পাইতে না পারি), [তর্হি] (তাহা হইলে) ব্রতকৃশান্ (উপবাসাদি-ব্রতদ্বাবা কৃশ—দুর্ব্বল) অসূন্ (প্রাণ সকলকে) জহ্যাম্ (পরিত্যাগ কবিব)—শতজন্মভিঃ (যেন শতজন্মে—এইরূপ করিতে কবিতে আমার একশত জন্ম পরেও যেন) [ভবৎ-প্রসাদঃ] (তোমার কৃপা) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। হে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ! উমাপতির ন্যায় মহদ্ব্যক্তিরাও নিজ তমোনাশের নিমিত্ত যাঁহার পাদপদ্মের ধূলি-ক্ষালনোদক অভিলাষ কবেন, আমি (রুক্মিণী) যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তবে উপবাসাদি ব্রতদ্বারা দুর্ব্বলপ্রাণ পরিত্যাগ করিব (অর্থাৎ অনশন-ব্রতদ্বারা প্রাণত্যাগ করিব); এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে শতজন্মেও তো আপনার প্রসাদ লাভ করিতে পারিব। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়া বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী তাঁহাকেই নিজের অভিমত পতি বলিয়া স্থির করিলেন। এদিকে তাঁহার ভ্রাতা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, রুক্মী তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং শিশুপালের সহিত বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিলেন। তাহাতে রুক্মিণী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন, অবশেষে তিনি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহা পাঠাইয়া দিলেন; সেই পত্রে রুক্মিণী প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি দয়া করিয়া বিবাহ-বাসরেই তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়েন। উক্ত শ্লোকটীও সেই পত্রে লিখিত শ্লোককয়টীর একটী-শেষ-শ্লোক। এই শ্লোকে শ্রীকৃক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন —"যদি আমি **ভবৎ-প্রসাদং**—তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রসাদ (অনুগ্রহ, আমাকে তোমার পত্নীত্বে অঙ্গীকাররূপ অনুগ্রহ) লাভ করিতে না পারি, যদি তুমি আমাকে তোমার পত্নীত্বে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে আমি আমার **ব্রতকৃশান্**—উপবাসাদি কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠানের ফলে নিতান্ত কৃশতাপ্রাপ্ত **অসূন্**—প্রাণসমূহকে ত্যাগ করিব, উপবাসাদি কষ্টসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া করিয়া ক্রমশঃ দেহকে ক্ষয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিব (কষ্টসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান-দ্বারা প্রাণবিনাশের হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির নিমিত্ত এরূপ কষ্ট করিতেছেন জানিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইতে পারে, দু'এক জন্মে না হইলেও) **শতজন্মভিঃ**—শত শত, বহু জন্ম পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ কৃচ্ছ্রব্রতদ্বারা প্রাণ নষ্ট করিলে পরমকরুণ (শ্রীকৃষ্ণ) তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে (মর্ম্ম এই যে, যে-পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার না কর, সেই পর্য্যন্ত আমি কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিয়া জীবন নষ্ট করিব, তথাপি অন্য পুরুষে মন লাগাইব না, তাহা আমি পারিবও না)। কেন আমি এরূপ করিব, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলি শুন—হে **অম্বুজাক্ষ**।—হে কমল নয়ন। তোমার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির কথা লোকমুখে শুনিয়াই তোমাতে আমি মন-প্রাণ সম্যক্‌রূপে অর্পণ করিয়াছি, তাই তোমার কৃপা না পাইলে আমার জীবনই বৃথা হইবে (অম্বুজাক্ষ-শব্দে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সূচিত হইতেছে)। যদি বল, আমি তোমার যোগ্যা নহি, তাহা সত্যই, সত্যই আমি তোমার পত্নীত্বের অযোগ্য, কিন্তু আমার এই ভরসা আছে, তোমার কৃপা হইলে, তোমার চরণোদক-স্পর্শে আমার অযোগ্যতা, আমার সমস্ত দুষ্কৃতি—দূরীভূত হইবে, যেহেতু, আমি শুনিয়াছি **মহান্তঃ**—ব্রহ্মাদি মহাত্মাগণও **আত্মতমোঽপহত্যৈ**—নিজেদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশের নিমিত্ত তোমার **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজঃস্নপনং**—অঙ্ঘ্রি (চরণ)-রূপ যে-পঙ্কজ (পদ্ম), তাহার রজঃ (ধূলি)-সমূহের স্নপন (ক্ষালন-জল), যে-জলের দ্বারা তোমার চরণকমলের ধূলিসমূহ ধুইয়া ফেলা হয়, সেই জল, তোমার চরণোদক **বাঞ্ছন্তি**—অভিলাষ করিয়া থাকেন, তোমার চরণোদক-স্পর্শে সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত অযোগ্যতা দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া। **উমাপতিঃ ইব**—আমাদের কুলাধিদেবতা যে-উমা—অম্বিকা—তাঁহার পতি যে-শিব, তাঁহারই ন্যায়। (বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উদ্ভব, তাই গঙ্গা হইলেন বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের পাদোদকতুল্যা, শ্রীকৃষ্ণের পাদোদকতুল্যা গঙ্গাকে শ্রীশিব মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। জগতের সৃষ্টির প্রসঙ্গে শিব তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যেন বলা হইতেছে—সেই তমোগুণের ক্ষালনের নিমিত্তই যেন শিব কৃষ্ণপাদোদক-স্বরূপা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ-পাদোদকের যে তমঃ-ক্ষালনের ক্ষমতা আছে, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে।) যদি বল, তোমার অনুগ্রহলাভের পূর্ব্বেই আমাকে তোমার পত্নীত্বের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে, তাহাতেও আমি স্বীকৃত আছি, তদুদ্দেশ্যে আমি বহু জন্ম পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেও প্রস্তুত আছি।

শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী রুক্মিণী কৃষ্ণকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পত্নীত্বে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন।

৫৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভা. ১০।২৯।৩৯)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নোচেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অতোঽঙ্গ হে কৃষ্ণ। নোঽস্মাকম্ ত্বদধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্ বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চোপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়ামঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। অঙ্গ (হে শ্রীকৃষ্ণ)! নঃ (আমাদের) হাসাবলোক কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং (তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকনদ্বারা এবং তোমার মধুর গানদ্বারা আমাদের যে কামাগ্নি জন্মিয়াছে, তাহাকে) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তোমার অধরামৃতপূরদ্বারা) সিঞ্চ (সিঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাপিত কর), নোচেৎ (নচেৎ) বয়ং (আমরা) বিরহাগ্ন্যু-পযুক্তদেহাঃ (বিরহজনিত অগ্নিদ্বারা আমাদের শরীরকে দগ্ধ করিয়া) সখে (হে সখে)! ধ্যানেন (ধ্যানদ্বারা—তোমার চরণ চিন্তা করিতে করিতে) তে (তোমার) পদয়োঃ (চরণদ্বয়ের) পদবীং (সান্নিধ্যে) যাম (যাইব)।

অনুবাদ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকনদ্বারা এবং তোমার মধুর গানদ্বারা আমাদের যে-কামাগ্নি জন্মিয়াছে, তোমার অধরামৃতপূরদ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর নচেৎ, হে সখে, তোমার বিরহজনিত অগ্নিদ্বারা আমাদের শরীরকে দগ্ধ করিয়া, আমরা ধ্যানে তোমার চরণ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইব। ৪

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীগণ যখন উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ধর্ম্মোপদেশাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের অনাদরে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কথা উক্ত শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা বলিলেন :—হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য দৃষ্টি এবং তোমার মধুর গান আমাদের চিত্তে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে, তুমি তোমার অধরামৃতদ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর, আমাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইও না, যদি তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে তোমার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইয়া আমরা প্রাণত্যাগ করিব, এই দেহে তোমার সঙ্গ হইতে তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু তোমারই রূপ-গুণাদি ধ্যান করিতে করিতে তোমারই বিরহানলে প্রাণত্যাগ করিলে মৃত্যুর পরে আমরা নিশ্চয়ই তোমার চরণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব।

হাসাবলোককলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং—হাস (মধুর হাস্য)-যুক্ত যে-অবলোক (দৃষ্টি) তাহা এবং কল (মধুর) গীত (গান, বংশীধ্বনি) হইতে জাত হৃচ্ছয় (কাম)-রূপ অগ্নি, "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—এই প্রমাণ-অনুসারে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই সাধারণতঃ কাম বলা হয়; শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্যযুক্ত দৃষ্টি দেখিয়া এবং তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম—সর্ব্বপ্রকারে, এমন কি নিজাঙ্গদ্বারাও সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বলবতী বাসনা—ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, জলসিঞ্চনের দ্বারা যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাঁহাদের এই প্রেমাগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত করার নিমিত্ত—তাঁহাদিগকে অধরামৃত পান করাইয়া কৃতার্থ করার নিমিত্ত—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, নচেৎ তাঁহারা **বিরহাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহরূপ অগ্নিতে উপযুক্ত (দগ্ধ) হইয়াছে দেহ যাঁহাদের তাদৃশী হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ১।৪।১৩৯-৭৫ এবং ২।৮।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬১
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬২
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার ॥
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ না পাইয়া প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণও যে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকও ৫৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৬১। **কুবুদ্ধি**—দেহত্যাগের সঙ্কল্পরূপ কুবুদ্ধি (অসৎ-বুদ্ধি)। **কর শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান কর।

৬২। সনাতনগোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর হইলেও বিষয়ী জীবকে ভজনের আদর্শ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়াকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া নিজেকে সাধারণ বিষয়ী জীব বলিয়াই মনে করিতেন। বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে বহুকাল যবনের সংস্রবে থাকিতে হইয়াছে বলিয়া তিনি দৈন্যবশতঃ নিজেকে নীচজাতী বলিয়া মনে করিতেন; এবং নীচজাতীর দেহ যে ভজনের অযোগ্য, ইহাও মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগের সঙ্কল্পে ইহাও একটি কারণ ছিল। অন্তর্য্যামী প্রভু ইহা জানিতে পারিয়াই সনাতনকে বলিলেন—'সনাতন, নীচজাতি হইলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য হইবে, তাহা নহে, আর উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হইলেই যে কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের যোগ্য হইবে তাহাও নহে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সকলেরই অধিকার আছে।"

বাস্তবিক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণ বিভাগ সামাজিক ব্যবস্থার ফল, ভজন-মার্গে এ-সব বর্ণ বিভাগের সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই। এই সামাজিক ব্যবস্থার সম্বন্ধ অনেকটা দেহের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে ইহার বিশেষ কোনও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। জন্ম হয় বলিয়া দেহেরই জাতি, দেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। নিত্য বলিয়া জীবাত্মার কোনও জাতি থাকিতে পারে না, আর ভজনের মুখ্য সম্বন্ধ কেবল আত্মার সঙ্গে। মায়িক দেহের সঙ্গে ভগবানেরও কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আত্মার, জীবাত্মার। জীবাত্মা সকলেরই স্বরূপতঃ সমান, ব্রাহ্মণের জীবাত্মা যেমন ভগবানের অংশ, ভগবানের দাস, নিতান্ত হীনজাতির, এমন কি কৃমি-কীটাদির আত্মাও তেমনি ভগবানের অংশ, ভগবানের দাস। ব্রাহ্মণের জীবাত্মা যে খুব একটা বড় অংশ, আর কৃমি-কীটাদির জীবাত্মা যে খুব একটা ছোট অংশ—তাহাও নহে, সকলের আত্মাই চিৎকণ অংশ—অতি ক্ষুদ্র অংশ—ক্ষুদ্র কণিকা তুল্য। সুতরাং ভগবানের চক্ষুতে সকলেই স্বরূপতঃ সমান। ভগবান কেবল ব্রাহ্মণের ভগবান্, তিনি যে-শূদ্রের বা ম্লেচ্ছের ভগবান্ নহেন—এ-কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। স্বয়ংভগবান্ একজন মাত্র—এই এক স্বয়ংভগবান্ই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-সকলের নিয়ন্তা, সকলের প্রভু, সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা, সুতরাং সকলের পক্ষেই সমভাবে ভজনীয়। ইহাই ভক্তিমার্গের বিশিষ্টতা, ভক্তি-মার্গে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষা নাই। ২।২৫।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৩। **যেই ভজে সেই বড়**-যিনিই কৃষ্ণ ভজন করেন, তিনিই বড়—এখন তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর চণ্ডালই হউন। "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।" হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল যবন-কুলে, রোহিদাসের জন্ম হইয়াছিল মুচিবংশে, কিন্তু ভজন-প্রভাবে তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি সকলেরই পূজনীয় হইয়াছিলেন। বাস্তবিক লোক বড় হয় কিসে? সংসারে যাহাদের ধন বেশী, মান বেশী, তাহাদিগকেই আমরা বড় বলি। কিন্তু ভক্তি-ধনের নিকটে পার্থিব ধন অতি তুচ্ছ। পার্থিব-ধন ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব মান ক্ষণস্থায়ী—অন্ততঃ মৃত্যু-সময়ে সকলকেই এসমস্ত ছাড়িয়া যাইতে হয়। কিন্তু ভক্তি-ধন অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পার্থিব ধন-সম্পদ সকল সময়ে আমাদের সকল কামনার বস্তু দিতে পারে না, ভক্তি-ধন কিন্তু অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর যে স্বয়ং ভগবান্, যিনি

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমস্ত সুখের নিদান, সমস্ত শান্তির নিদান, স্বয়ং লক্ষ্মীও যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, ব্রহ্মা-শিবাদি যাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিতে পারিলে কৃতার্থ—ভক্তি-ধনদ্বারা সেই স্বয়ংভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়। সুতরাং ভক্তিধনে যিনি ধনী, তিনি কৃষ্ণ-ধনেও ধনী, তিনিই বাস্তবিক বড়। যিনি কৃষ্ণের যত নিকটবর্ত্তী, তিনিই তত বড়।

লৌকিক ব্যবহারে আমরা দেখি, যিনি রাজ-দরবারে যাইতে অধিকারী, তাঁকে আমরা বড়লোক বলি। যিনি রাজার পার্ষদ, তিনিই তো বড়ই। কিন্তু রাজাই যখন স্থায়ী নহেন, তখন এই বড়ত্বও স্থায়ী নহে, ইহার মূল্যও বেশী কিছু নাই। শতকোটী রাজারও রাজা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহা অপেক্ষা বড় কোথাও কেহ নাই। তিনিই বৃহত্তম বস্তু—পরম ব্রহ্ম। এই রাজ-রাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দরবারে যাঁহারা যাইতে পারেন, তাঁহারাই বাস্তবিক বড়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেই ভজে, সেই বড়।" কারণ, ভজনদ্বারাই ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করা যায়।

অভক্ত হীন ছার—যিনি ভজন করেন না, তিনি হীন, অতি তুচ্ছ। কারণ, অনিত্য বস্তু লইয়াই তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইবে।

কৃষ্ণভজনে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির অপেক্ষা নাই। যে-কোন জাতিতে, যে-কোনও কুলে (উচ্চকুলে কি নীচকুলে) জন্ম হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সকলেরই অধিকার আছে। ২।২৫।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই বলিয়া, এই পয়ারে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, ধনে, মানে, বিদ্যায় যাহারা নীচ, তাহাদের প্রতিই বরং ভগবানের দয়া বেশী কারণ, তাহাদের অভিমান বেশী নাই। আর যাহাদের মধ্যে ধনের অভিমান, কুলের অভিমান, কি বিদ্যার অভিমান আছে, তাহারা ভগবৎ-কৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ও বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন।" যেখানে অভিমান আছে, সেখানে ভক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং সেখানে ভগবৎকৃপাও দুর্লভ।

দীনেরে অধিক দয়া—দীন অর্থ দরিদ্র, হীন। যাহারা ধনে দরিদ্র, মানে দরিদ্র, বিদ্যায় দরিদ্র, কুলে দরিদ্র, তাহারাই দীন। তাহাদের অভিমান করার কিছুই নাই। এজন্য তাহাদের প্রতি ভগবানের বেশী দয়া।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর ইত্যাদি—যাহারা কুলীন, যাহারা পণ্ডিত এবং যাহারা ধনী, তাহাদের অভিমান অনেক বেশী; কাহারও কুলের অভিমান, কাহারও বিদ্যার অভিমান, কাহারও বা ধনের অভিমান। দেহাবেশ হইতেই অভিমান। এই সমস্ত অভিমানী ব্যক্তি ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত।

অভিমানের বস্তু কিছু থাকিলে এবং সেই বস্তুর উপলক্ষ্যে লোকের অভিমান হইলেই, ঐ অভিমানের বস্তুতে তাহার চিত্তের আবেশ জন্মে; অন্যবস্তুতে আবিষ্ট মন শ্রীভগবচ্চরণে নিয়োজিত হইতে পারে না। অভিমানের বস্তুর আকর্ষণে চিত্তবিক্ষিপ্তিও জন্মে, সুতরাং অভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ভজনে মনোনিবেশ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। আবার, অভিমান থাকিলে নিজের হেয়তা ও অকিঞ্চিৎকরতার জ্ঞান জন্মিতে পারে না, "তৃণাদপি সুনীচ"-ভাবও মনে আসিতে পারে না; সুতরাং ভক্তি সেই চিত্তে আসন-গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণ লোক সংসারে কোনও বিষয়ে নিজেকে অসহায় মনে না করিলে সাধারণতঃ ভগবৎ-চরণে শরণাপন্ন হইতে চায় না। অভিমানী ব্যক্তি অভিমানের গৌরবে কখনও প্রায় নিজেকে অসহায় মনে করে না। ভগবান্‌ও সাধারণতঃ তাহার সহায়তা করেন না। দুর্য্যোধনের রাজসভায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দ্রৌপদী নিজে বস্ত্র আকর্ষণ করিতে-ছিলেন, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা পান নাই: যখন দেখিলেন যে, আর নিজের শক্তিতে কুলায় না, তখনই দুই হাত তুলিয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন এবং তখনই দীনবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন।

তথাহি (ভা. ৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৫

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধনে, মানে, বিদ্যায়, কুলে, যাহারা নিকৃষ্ট, সংসারে তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়। এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া একান্তভাবে ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব হয়। এজন্যই তাহাদের প্রতি ভগবানের দয়া বেশী। দরিদ্র বা হীনশক্তি সন্তানের প্রতিই পিতামাতার স্নেহ বেশী থাকে—ইহা স্বাভাবিক।

কোনও কোনও স্থানে আবার দারিদ্র্যই ভগবৎ-কৃপার ফল। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিয়া লই, দুঃখের উপর দুঃখ দেখিয়া উহার স্বজনেরা আপনা-আপনি উহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। তারপর সে যখন ধনচেষ্টাদ্বারা বিফলোদ্যম হওয়াতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা করে, তখনই আমি তাহার প্রতি মদীয় বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকি।" "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্‌॥ স যদা বিতথোদযোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্‌॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৮৮।৮-৯॥

কাহারও কাহারও আবার ভজনের অভিমান থাকিতে পারে, "আমি খুব ভজন করি, আমার মত ভজন অপর কম লোকেই করে, আমি ধামে বাস করি, সুতরাং যাহারা ধামে বাস করে না, তাহাদের অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি অভিমানও ভগবৎ-কৃপা লাভের অন্তরায়।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ৬৩-৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৫। নববিধ ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। এই নব বিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই অন্যান্য ভজন হইতে শ্রেষ্ঠ (৩।২০।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণ-প্রেম** ইত্যাদি—এই নববিধ-ভক্তি-অঙ্গ কৃষ্ণ-প্রেম দিতে এবং কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধারণ করে। এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, সুতরাং কৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়।

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদি যত রকমের সাধন-পন্থা আছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র ভক্তি-পন্থারই অন্যনিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা, সদাতনত্ব, অন্বয়বিধি এবং ব্যতিরেক-বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (১।১।২৬-শ্লোকের টীকা এবং ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), সুতরাং ভক্তি-পন্থাই হইল একমাত্র সুনিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য পন্থা। তাই ভক্তি-পন্থাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্মযোগাদি স্ব-স্ব ফল দান করিতে পারে না (২।২২।১৪), ভক্তি কিন্তু পরমস্বতন্ত্রা; কর্ম্ম যোগাদির সাহচর্য্যব্যতীতও ভক্তি নিজে সমস্ত ফলদান করিতে সমর্থা, এজন্যও অন্যান্য সাধন-পন্থা হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির পক্ষে ভক্তির সাহায্যের প্রয়োজন কেন? উত্তর—যোগী চাহেন পরমাত্মার অনুভব, জ্ঞানী চাহেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভব, ভক্ত চাহেন সবিশেষ ভগবানের অনুভব। পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ভগবান্‌—সমস্তই হইলেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, সকলেই হইলেন অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর", প্রাকৃত চিত্তে তাঁহাদের কাহারও অনুভবই সম্ভব নহে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।" ইত্যাদি শ্রীভা. ৪।৩।২৩-শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বা তাঁহার কোনও এক প্রকাশরূপে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই অনাবৃতভাবে অনুভূত হইতে পারেন। সাধকের চিত্ত যখন এই বিশুদ্ধ (বা শুদ্ধ) সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে, কেবলমাত্র তখনই সেই সাধক তাঁহার অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের বা ভগবানের প্রকাশ-বিশেষের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে। এই কারণে, যোগীর পক্ষে পরমাত্মার, জ্ঞানীর পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বা ভক্তের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পক্ষে ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে হইলে, যাহাতে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য, সাধন-ভক্তিব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই ইহা সম্ভব নয়। তাহার হেতু এই।

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরই—বৃত্তিবিশেষ। সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব হইলেই তাহা চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্যতা দিতে পারে। আগুনের মধ্যে লোহা রাখিয়া দিলে আগুনের দাহিকা শক্তি লোহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লোহাকেও দাহিকা-শক্তিযুক্ত করে, তখনই বলা হয়—লোহা অগ্নি-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ, স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে অনুপ্রবেশ করিয়া চিত্তকে স্বরূপ শক্তিভাবময় করিয়া দিলেই বলা হয়—চিত্ত স্বরূপ-শক্তির বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির প্রবেশ অপরিহার্য্য। কিন্তু কি উপায়ে সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে? একমাত্র ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানেই ইহা সম্ভব, অন্য পন্থাতে নহে। কেন,—তাহা বলা হইতেছে।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই উত্তমা ভক্তি (অর্থাৎ নিগুণা ভক্তি) বলিয়া কথিত হয় (২।১।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে, স্বরূপ-শক্তিরও একমাত্র লক্ষ্য বা কর্ত্তব্য হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতি-বিধান, স্বরূপ-শক্তি নিজে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করিতেছেন—পরিকরাদি রূপে, পরিকরদের চিত্তে প্রেমরসাদিরূপে, ধামাদি-রূপে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবার একটা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যতই সেবা করা যায়, সেবার বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢে নিরন্তর।" তাই স্বরূপ-শক্তি যেন রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরম লোভনীয় ভক্তি রসের নূতন নূতন আধার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। তাই কোনও সাধক যখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণসেবা-সর্ব্বস্বা স্বরূপ-শক্তির দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হয় এবং যাহাতে সেই সাধকের বাসনা পূর্ত্তিলাভ করিতে পারে, তাহার আনুকূল্যই স্বরূপ শক্তি করিয়া থাকেন, যেহেতু, সাধকের বাসনা পূর্ত্তিতে স্বরূপ শক্তিরই শ্রীকৃষ্ণ সেবাবাসনা-পূর্ত্তির আনুকূল হইয়া থাকে। স্বরূপ-শক্তি জানেন—তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের—যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-মূলা অন্তরঙ্গ-সেবার একমাত্র অধিকার স্বরূপ-শক্তিরই। সাধককে শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা দানের উদ্দেশ্যে স্বরূপ শক্তি সাধকের অনুষ্ঠিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের সহিতই সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে মিশ্রিত করিয়া সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করিয়া চিত্তের মলিনতা দূরীভূত করেন এবং তাহার পরে, চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান-যোগাদির সাধনে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বা শ্রীকৃষ্ণ সেবার বাসনা থাকে না বলিয়া জ্ঞানী বা যোগীর সাধন স্বরূপ শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না, জ্ঞানী বা যোগীর অভীষ্ট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় স্বরূপ-শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি নাই বলিয়া ব্রহ্ম বা পরমাত্মার নিকট হইতে জ্ঞানী বা যোগী স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিতেও পারেন না। তাই জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণের প্রয়োজন (ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব" প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য)।

স্বরূপ-শক্তি বিভিন্নভাবে সাধকের চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়া সাধককে তাঁহার অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব-যোগ্যতা দান করেন (২।২২।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, সাধকের চিত্তকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইবার যোগ্যতা ভক্তিব্যতীত অপর কোনও সাধনের নাই বলিয়াই ভক্তি (অর্থাৎ নববিধা ভক্তিই) হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

এই নববিধা ভক্তি বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের অভিষ্ট বিভিন্ন ফল তো দিতে পারেনই, পরম-পুরুষার্থ-প্রেমপর্য্যন্তও দিতে পারেন—যাহা অন্য কোনও সাধনে পাওয়া যায় না।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥ ৬৬
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার—।
প্রভুকে না ভায় মোর মরণ বিচার॥ ৬৭
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে—॥ ৬৮
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি, না হই স্বতন্ত্র॥ ৬৯
নীচ পামর মুঞি অধম-স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কি হইবে লাভ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৬। **তার মধ্যে**—নববিধ-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে। **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন**—নববিধ ভক্তি অঙ্গের মধ্যে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া, নববিধা ভক্তির অন্য কোনও অঙ্গ নামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নহে বলিয়া, নববিধা ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিও একথাই বলেন। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম।" ১।১৭।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আবার, নববিধা ভক্তিও নামসঙ্কীর্ত্তনেই পূর্ণতা লাভ করে (২।১৫।১০৮), সুতরাং নববিধা ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ৩।২০।৭-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। **নিরপরাধ নাম**—অপরাধ-শূন্য নাম। নামাপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম তাহার মুখ্যফল দান করে না।

৬৭। **এতশুনি**—মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া। **চমৎকার**—সনাতনের দেহত্যাগের সংকল্প প্রভু কিরূপে জানিলেন, তাহা মনে করিয়া শ্রীসনাতন চমৎকৃত হইলেন। **প্রভুকে না ভায়** ইত্যাদি—আমার দেহত্যাগের সঙ্কল্প প্রভুর অনুমোদিত নহে। **প্রভুরে না ভায়**—প্রভুর ভাল লাগে না, প্রভুর পছন্দ হয় না। **মরণ বিচার**—মরণসম্বন্ধীয় সঙ্কল্প।

৬৮। **সর্ব্বজ্ঞ** ইত্যাদি—সনাতন-গোস্বামী মনে মনে বলিতেছেন—"আমি যে রথের চাকার নীচে প্রাণত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা যদিও প্রভুকে বলি নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন এবং জানিতে পারিয়াই ভঙ্গীতে আমাকে মরিতে নিষেধ করিলেন।" **সর্ব্বজ্ঞ**—যে যাহা ভাবে, যে যাহা করে, তৎসমস্তই যিনি জানিতে পারেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। **কহেন**—সনাতন-গোস্বামী বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৯-৭০। "সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু" হইতে "কি হইবে লাভ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"প্রভু তুমি **সর্ব্বজ্ঞ,** তাই আমার মনের সঙ্কল্প তোমার নিকটে প্রকাশ না করাতেও জানিতে পারিয়াছ। তুমি **কৃপালু,** তাই আমার প্রতি কৃপা করিয়া, কিসে আমার মঙ্গল হইবে, তাহা উপদেশ করিয়াছ—দেহত্যাগ না করিয়া ভজন করার উপদেশ দিয়াছ। তুমি **ঈশ্বর,**—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ, যাহা অপর কেহই করিতে পারে না, তাহাও তুমি করিতে সমর্থ। তুমি **স্বতন্ত্র**—নিজের শক্তিতেই নিজে পরিচালিত, তুমি কাহারও অধীন নহ, কাহারও অপেক্ষাও রাখ না। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই, নিজের ইচ্ছায় আমি কিছুই করিতে সমর্থ নহি। তুমি যে-ভাবে চালাও, সেই ভাবেই আমাকে চলিতে হয়। আমি মরি ইহা যখন তোমার ইচ্ছা নহে, তখন আমি কিছুতেই এখন মরিতে পারিব না। কিন্তু প্রভু আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে? আমি অতি নীচ, অস্পৃশ্য, অত্যন্ত **পামর**—পাপাসক্ত, আমার প্রকৃতিও অতি জঘন্য [**অধম-স্বভাব**] আমা হেন জীবাধমকে বাঁচাইয়া তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে প্রভু? আমাদ্বারা যে কোনও কাজই হওয়ার সম্ভাবনা নাই।'

"না হই স্বতন্ত্র"-স্থলে কোনও গ্রন্থে "যেন কাষ্ঠযন্ত্র" পাঠান্তর আছে। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রের যেমন নিজের কোনও শক্তি নাই, চালক যে-ভাবে চালায়, সেই ভাবেই চলিতে বাধ্য, আমার অবস্থাও তদ্রূপ, আমার নিজের কোনও শক্তি নাই, প্রভু তুমি যে-ভাবে আমাকে চালাও, সেই ভাবেই আমি চলিতে বাধ্য। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" যাঁহারা শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহাদের পক্ষেই

প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭১

পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ?।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার কিবা না পার করিতে ? ॥ ৭২

তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৩

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপ উক্তি সঙ্গত। মায়াবদ্ধ জীব মুখে এইরূপ বলিলেও কার্য্যতঃ অন্যরূপ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং মায়ার প্রবোচনায় ও নিজের অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে অন্যরূপ করিতেও কতকটা সমর্থ হয়। (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।) তাই তাহাদের পক্ষে পাপ-অপরাধাদি অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবানে নির্ভরতা রাখিতে ইচ্ছুক, এবং তদনুরূপ ভজনাদিতে যাঁহারা উন্মুখ, দৈবাৎ তাঁহাদের চিত্তে কোনও অসদভাবের উদয় হইলেও করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐ অসদ্‌ভাব হইতে রক্ষা করেন—তাঁহাদের চিত্তে এমন বুদ্ধি দিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহারা ঐ অসদভাবকে পরাভূত করিয়া ভজনের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ॥ গীতা। ১০।১০ ॥" "অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে রক্ষা করেন, না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ ২।২২।৮১ ॥"

৭১। "প্রভু কহে" ইত্যাদি আট পয়ারে সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা ব্যক্ত আছে।

প্রভু বলিলেন "সনাতন, তুমি যে তোমার দেহ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে তোমার কোনও অধিকার নাই। কারণ, তোমার দেহে তোমার কোনও স্বত্ব স্বামিত্বই নাই, তোমার দেহে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার—ইহা আমারই নিজস্ব সম্পত্তি (মোর নিজ ধন), যেহেতু তুমি, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, আত্ম সমর্পণকালে তোমার দেহও আমাকে অর্পণ করিয়াছ, সুতরাং ইহা এখন আমারই, তোমার নহে—আমার জিনিষ তোমার নিকটে গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র। পরের গচ্ছিত জিনিস নষ্ট করিতে তোমার কোনও অধিকার নাই।"

৭২। প্রভু আরও বলিলেন—"সনাতন, তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ কেন? তুমি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম (ভাল-মন্দ) বিচার করিতে পার না? পরের গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম্ম, আর তাহা নষ্ট করিলেই মানুষের অধর্ম। তোমার দেহরূপ আমার জিনিষ তোমার নিকটে আমি গচ্ছিত রাখিয়াছি, তাহা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি অধর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? **পরের দ্রব্য**—পরের জিনিষ, প্রভুর উক্তির ভঙ্গী এই যে, সনাতনের দেহ সনাতনের পক্ষে পরের (প্রভুর) দ্রব্য। **ধর্ম্মাধর্ম্ম**—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। **ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার**—কোন্‌টী ধর্ম্ম এবং কোনটী অধর্ম্ম, তাহার নির্ণয়।

৭৩। সনাতনের দেহ-রক্ষা করিবার প্রতি প্রভুর গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, 'সনাতন, তোমার দেহ আমি কখনও নষ্ট হইতে দিতে পারি না, তাহা হইলে আমার কাজ চলিবে না। তোমার এই দেহদ্বারা আমি অনেক কাজ করাইব। আমি অনেক সঙ্কল্প করিয়াছি, সে-সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে তোমার দেহই আমার প্রধান উপায়। সনাতনের দেহদ্বারা প্রভু কি কি কাজ করাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পাঁচ পয়ারে বলিতেছেন।

আমার প্রধান সাধন—আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে মুখ্য উপায় (অবলম্বন)। **এ শরীরে**—সনাতনের শরীরদ্বারা, অর্থাৎ সনাতনের দ্বারা। **বহু প্রয়োজন**—অনেক উদ্দেশ্য।

৭৪। সনাতনের দেহদ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, তাহা বলিতেছেন।

ভক্ত-ভক্তি ইত্যাদি—ভক্ত-তত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতির নির্ণয়। এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়ন। **বৈষ্ণবের কৃত্য**—বৈষ্ণবের পক্ষে যে যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যে-ভাবে কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-সেবাপ্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৭৫
নিজপ্রিয়স্থান মোর মথুরা-বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৭৬
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৈষ্ণবের আচার—বৈষ্ণবের পক্ষে কি কি আচার পালন করা কর্ত্তব্য, কি কি আচার বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই সমস্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৫। **কৃষ্ণভক্তি** ইত্যাদি—কৃষ্ণভক্তি প্রচার ও প্রীতির সহিত কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তন। **প্রেমসেবা**—প্রীতির সহিত সেবা। অথবা প্রীতিহেতুক-সেবা। **কৃষ্ণ-প্রেমসেবা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিহেতুক-সেবা, যেরূপ সেবাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মিতে পারে, তদ্রূপ সেবা। **প্রবর্ত্তন**—প্রচার। **লুপ্ততীর্থ উদ্ধার**—মথুরাদি স্থানে যে-সমস্ত প্রাচীন তীর্থ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে-সমস্ত তীর্থের কথা সাধারণ লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, বা সাধারণ লোক যে-সমস্ত তীর্থের স্থান নির্ণয় করিতে পারে না, সে-সমস্ত তীর্থের প্রকাশ। **বৈরাগ্য-শিক্ষণ**—শাস্ত্রাদি প্রচার বা নিজের আচরণদ্বারা বৈরাগ্য-সম্বন্ধে শিক্ষা, **বৈরাগ্য**—সংসারে অনাসক্তি; দেহে বা দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে অনাসক্তি।

৭৬। **নিজ প্রিয় স্থান** ইত্যাদি—প্রভু বলিতেছেন, "মথুরা ও বৃন্দাবন আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। সেই মথুরা-বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করাইয়া তোমাদ্বারা সেই স্থানে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা ও বৈরাগ্য-শিক্ষণাদি অনেক ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করি।" **মথুরা-বৃন্দাবন**—মথুরা ও বৃন্দাবন, অথবা মথুরামণ্ডলস্থ বৃন্দাবন। **নিজ প্রিয় স্থান**—প্রভুর পূর্ব্ব-লীলাস্থান বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অথবা প্রভুর ভক্তভাব ধরিলে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অথবা, প্রভুর রাধা-ভাব ভাবিত চিত্তের কথা বিবেচনা করিলে, শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়-লীলাস্থল বলিয়া মথুরা-বৃন্দাবন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। **তাহাঁ**—মথুরা-বৃন্দাবনে। **এত ধর্ম্ম**—কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি।

৭৭। মথুরা-বৃন্দাবনে প্রভু নিজে এই সকল ধর্ম্ম প্রচার না করিয়া সনাতনের দ্বারা প্রচার করাইতে চাহেন কেন, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন—"সনাতন, শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল কার্য্য করিতে হইলে শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করার দরকার। কিন্তু আমার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করা সম্ভব নহে, কারণ, নীলাচলে বাস করার নিমিত্তই মাতা আদেশ করিয়াছেন, নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলে মাতার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে এই সকল কাজ করার শক্তি আমার নাই। আমার হইয়া তোমাকেই তাহা করিতে হইবে।"

তাহাঁ—শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীবৃন্দাবন হইতেই এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচার করার হেতু বোধ হয় এই যে, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ-প্রেমসেবার মূলই হইল শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। লীলাস্থল হইতে লীলাসম্বন্ধিনী-ভক্তির প্রচার করিলেই তাহা স্থান-মাহাত্ম্যে বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে এবং জনসাধারণের পক্ষেও আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

নাহি নিজ বলে—আমার নিজের শক্তি নাই। যেহেতু, মাতৃ-আদেশে আমাকে নীলাচলেই থাকিতে হইবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রভু মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারিতেন না সত্য, কিন্তু নীলাচলে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতে তো পারিতেন। তিনি তাহা করিলেন না কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীরাধার ভাবে নিজের চিত্তকে বিভাবিত করিয়া লীলারস আস্বাদন করাই প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মমাত্র, তাই তিনি শাস্ত্রাচার্য্যের স্থল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরূপ-সনাতনাদিদ্বারাই প্রভু জীবের নিমিত্ত ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; ভজনমার্গে

এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব ? ॥ ৭৮
তবে সনাতন কহে—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ? ॥ ৭৯
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুত্তলী—কিবা নাচে গায় ॥ ৮০
যৈছে যারে নাচাও, তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায় সেহো নাহি জানে ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহারা আদর্শ-স্থানীয়, তাঁহারা যদি ভজন-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন, তাহা হইলেই সাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের কথা। তৃতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রভু নিজেও ভজনীয় ; প্রভু প্রকাশ্যে একথা পরিষ্কারভাবে না বলিলেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তাহা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু প্রায় সকল সময়েই আত্মগোপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন , ভজন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ নিজে প্রণয়ন করিলে নিজের ভজনীয়তা-সম্বন্ধে প্রভু কিছুই লিখিতেন না , তাহাতে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার সমবায়ে যে-অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়, সাধক-জীব তাহার কোনওরূপ পরিচয় হইতে বঞ্চিত হইত , অথচ ইহাও প্রভুর অভিপ্রেত নহে , কারণ, এই অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতার সন্ধান দেওয়াই প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটী উদ্দেশ্য, ইহাই অনর্পিত বস্তু। গোস্বামিগণ শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধকভক্তগণ ইহার সন্ধান পাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন। চতুর্থতঃ, প্রভুর নরলীলার তত্ত্বানভিজ্ঞ কোনও কোনও ব্যক্তি প্রভুকে হয়তো অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মানুষ বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইতে পারে। এই অবস্থায় প্রভু শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া যদি তাহাতে স্বীয় ভজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু লিখিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোক ঐ সমস্ত শাস্ত্রাদিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা-মূলক মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইত , মঙ্গলময় প্রভু কাহারও অমঙ্গলের সূচনা করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, ভজন-মাহাত্ম্য ও ভজনানন্দ ভক্তের হৃদয়ে যেরূপ উচ্ছ্বসিত হয়, ভগবানের হৃদয়ে সেইরূপ হইতে পারে না—ভগবান্ ভক্তির বিষয়মাত্র, কিন্তু আশ্রয় নহেন , আশ্রয়ের আনন্দ বিষয় সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না—তাই ভজন-বিষয়ক গ্রন্থাদি ভক্তির আশ্রয়-স্বরূপ গোস্বামিগণদ্বারা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৭৮। উপসংহারে প্রভু সনাতনকে বলিলেন—"সনাতন, তোমার দেহদ্বারা আমি এতগুলি কাজ করাইতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি যদি সেই দেহ নষ্ট করিয়া আমার কার্য্য পণ্ড করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা আমি কিরূপে সহ্য করিতে পারি ?"

৭৯। "তবে সনাতন কহে" ইত্যাদি তিন পয়ারে, প্রভুর উক্তি শুনিয়া সনাতন যাহা বলিলেন, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

গম্ভীর হৃদয়—হৃদয়ের গূঢ় উদ্দেশ্য।

৮১। **কৈছে নাচে**—কিরূপে নাচে। **কেবা নাচায়**—কে নিয়ন্তা হইয়া তাহাকে নাচাইতেছে। **সেহো নাহি জানে**—তাহাও (কিরূপে নাচে, কে নাচায় ইহাও) জানে না।

পুতুল-নাচে কাষ্ঠের পুত্তলী যেমন কিরূপে নিজে নাচিতেছে তাহা জানে না, কেই বা তাহাকে নাচাইতেছে, ইহাও জানে না, সেইরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ যখন কাহারও দ্বারা কোনও কাজ করান, তখন সেই ব্যক্তিও জানিতে পারে না, কিরূপে সে ঐ কাজ করিতেছে, কেই বা তাহাদ্বারা কাজ করাইতেছে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন ভূতের ইঙ্গিতেই ভূতের অভীষ্ট সমস্ত কাজ করিয়া যায়, তাহার নিজের স্বতন্ত্র-সত্তার কোনও জ্ঞানই যেমন তাহার থাকে না, ভূতের ইঙ্গিতেই যে সে কাজ করিয়া যাইতেছে, সেই জ্ঞানও যেমন তাহার থাকে না, তদ্রূপ ভগবান্ যাঁহাদ্বারা কোনও কাজ করাইতে থাকেন, তখন তিনিও ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতেই ভগবানের অভীষ্ট কাজ করিয়া থাকেন, নিজের শক্তির জ্ঞানও থাকে না এবং কাহার শক্তিতে তিনি কাজ করিতেছেন, সেই জ্ঞানও থাকে না।

হরিদাসে কহে প্রভু—শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহোঁ চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮২
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহারে যেন না করে অন্যায় ॥ ৮৩
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৪
কোন কোন কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে ॥ ৮৫
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
যে সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার ॥ ৮৬
তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥ ৮৭
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন—।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৮৮
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর নিজধন'।
তোমাসম ভাগ্যবান নাহি অন্যজন ॥ ৮৯
নিজদেহে যেই কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাবে তোমা সেহো মথুরাতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"নাচাও"-শব্দে এস্থলে "অন্তরে প্রেরণা" সূচিত হইতেছে। অন্তরে প্রেরণাদ্বারা যাহা ভগবান্ করান, সে-ব্যক্তি তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে না।

৮২। **হরিদাসে কহে প্রভু**—প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে বলিলেন। **পরের দ্রব্য**—পরের জিনিষ যাহা নিজের নহে। প্রভু সনাতনের দেহকেই লক্ষ্য করিতেছেন। **ইঁহো**—সনাতন।

৮৩। **স্থাপ্য দ্রব্য**—গচ্ছিত দ্রব্য, আমানতী জিনিষ। **বিলায়**—অপরকে দেয়।

কাহারও নিকটে অপর কেহ যদি কোনও জিনিষ গচ্ছিত (আমানত) রাখে, তবে সে কখনও ঐ গচ্ছিত বস্তু নিজেও খায় না, অপরকেও বিলাইয়া দেয় না, যেহেতু ঐ বস্তুতে তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব কিছুই নাই।

নিষেধিহ ইত্যাদি—প্রভু হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস, তুমি সনাতনকে নিষেধ করিও। তাহার নিকটে আমার বস্তুটী গচ্ছিত আছে, তাহা (সনাতনের দেহ) যেন নষ্ট না করে অর্থাৎ সনাতন যেন দেহত্যাগ না করে।" **ইঁহারে**—সনাতনকে। **না করে অন্যায়**—দেহত্যাগরূপ অন্যায় কার্য্য যেন না করে।

৮৪। **হরিদাস কহে**—প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন। **অভিমানে** আমিই কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান। **মিথ্যা অভিমান করি**—হরিদাস-ঠাকুর বলিলেন, "আমিই সব কাজ করি" আমাদের এইরূপ অভিমান সমস্তই মিথ্যা। বাস্তবিক, শ্রীভগবানই হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া আমাদিগের দ্বারা কাজ করাইয়া লয়েন, সুতরাং ভগবান্ই প্রকৃত কর্ত্তা, আমরা যন্ত্র মাত্র।

ইহাও হরিদাস-ঠাকুরের মত ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণকারীর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ-জীব আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার বশীভূত হইয়া মায়ার ইঙ্গিতে যে-সকল গর্হিতকর্ম্ম করিয়া থাকে, সে-সকল ভগবৎ-প্রেরণার ফল নহে। ১।৫।১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৫। **কোন্ দ্বারে**—কাহাদ্বারা।

৮৬। **এতাদৃশ**—এইরূপভাবে, যাহাতে সনাতনের দেহকে তোমার (প্রভুর) নিজস্ব বস্তু বলিয়া মনে করিতেছ। **ইঁহারে**—সনাতনকে। **অঙ্গীকার**—আত্মসাৎ, আপনার।

৮৮। **সনাতনে** ইত্যাদি—হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন।

৯০। **না পারে করিতে**—মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক নীলাচল ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারেন না বলিয়া প্রভু নিজে যাহা করিতে পারেন না। **সেহো মথুরাতে**—তাহাও আবার প্রভুর নিজ প্রিয়-স্থান মথুরামণ্ডলে। প্রভুর প্রিয় লীলাস্থলী মথুরামণ্ডলে বাসের সুযোগ পাওয়াতে সনাতনের সৌভাগ্যের আতিশয্য প্রকাশ পাইতেছে।

যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সে-ই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয় ॥ ৯১
ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার-নির্ণয়।
তোমাদ্বারে করাইবেন—বুঝিল আশয় ॥ ৯২
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না আইল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল ॥ ৯৩
সনাতন কহে—তোমাসম কেবা আন ?।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥ ৯৪
অবতার-কার্য্য প্রভুর—নামের প্রচারে।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমাদ্বারে ॥ ৯৫
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সভার আগে কর নামের মহিমা-কথন ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯১। **কহিল না হয়**—কহা যায় না ; অবর্ণনীয়।

৯২। **ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র**—ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-বিষয়ক শাস্ত্র। **আচার-নির্ণয়**—বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধীয় মীমাংসা। **বুঝিল আশয়**—শাস্ত্রাদি তোমাদ্বারা প্রচার করাইবেন, ইহাই প্রভুর ইচ্ছা, ইহা বুঝা গেল। **আশয়**—আশা, ইচ্ছা ; প্রভুর আশয়।

৯৩। **ভারতভূমে জন্মি**—ভারতবর্ষে জন্মিয়া। ভারতবাসীর ধারণা এই যে, পরোপকারেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার। জন্ম-সার্থক করি কর পর উপকার ॥ ১৷৯৷৩৯ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন, "অর্থদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা, বাক্যদ্বারা, এমন কি প্রাণদ্বারাও যদি সর্ব্বদা জীবসমূহের মঙ্গলসাধন করা যায়, তবে তাহাতেই মানুষের জন্ম সফল হয়। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ১০৷২২৷৩৫ ॥" বিষ্ণুপুরাণও বলেন,—"যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে জীবসমূহের উপকার হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা তাহাই করিবে। প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৩৷১২৷৪৫ ॥"

পর-উপকারই ভারতবাসীর আদর্শ-কর্ম্ম। যাহাতে কেবল ইহকালে লোকের মঙ্গল হয়, তাহাকে ভারতবাসী মুখ্য পরোপকার বলিয়া মনে করে না—যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে, উভয় কালেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা করিতে পারিলেই পরোপকার করা হইল বলিয়া ভারতবাসী মনে করে। কেবল ঐহিক সুখ-সম্পদের বৃদ্ধির অনুকূল কার্য্যদ্বারা এই জাতীয় পরোপকার হইতে পারে না—যাহাতে জীবের মায়াবন্ধন ঘুচিতে পারে, তাহা করিতে পারিলেই ভারতবাসীর পক্ষে পরোপকার করা হয়। বাস্তবিক, জীব সংসারে যে দুঃখ-কষ্ট পায়, তাহার হেতুই হইল মায়াবন্ধন। মায়াবন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই দুঃখ-কষ্টের মূল উৎপাটিত হইতে পারে—স্বরূপতঃ স্থায়ী উপকার করা হইতে পারে। অন্যবিধ উপকার, সাময়িক অস্থায়ী উপকার মাত্র—উহাকে বাস্তবিক উপকার বলা চলে না।

যাহা হউক, শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বলিলেন, "ভারতবর্ষে যখন আমার জন্ম, তখন পরোপকার করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে জন্মলাভ করার উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হইত। সনাতন, তোমার জন্মই সার্থক ; প্রভুর প্রেরণায় তুমি শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া জীবকে ভক্তিপথে উন্মুখ করিবার উপায় করিতে পারিবে। জীবের ভব-বন্ধন মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের দুঃখকষ্টের মূল-উৎপাটনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটী উদ্দেশ্যও ইহাই। আমার জন্ম বৃথা, আমাদ্বারা প্রভুর অভীষ্ট পরোপকার-মূলক কোন কার্য্যই হইল না।"

৯৪। **সনাতন কহে** ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে সনাতনের উক্তি।

হরিদাসের কথা শুনিয়া সনাতন বলিলেন—"হরিদাস, তোমার জন্ম বৃথা হয় নাই। মহাপ্রভুর গণের মধ্যে তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই। তোমার জন্মই সার্থক। পরোপকার বা প্রভুর কার্য্য তোমাদ্বারা যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অপর কাহারও দ্বারা হওয়ার নহে। প্রভুর লীলা-প্রকটনের একটী উদ্দেশ্য শ্রীহরিনাম প্রচার করা ; নামকীর্ত্তন এবং নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারের দ্বারাই ইহা সম্ভব। তোমাদ্বারাই প্রভুর এই প্রধান কার্য্যটী

আপনে আচরে কেহো—না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো—না করে আচার ॥ ৯৭
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, সর্ব্বজগতের আর্য্য ॥ ৯৮
এই মত দুই জন নানা-কথারঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা আস্বাদয়ে রহে এক সঙ্গে ॥ ৯৯
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা রথযাত্রা দরশন ॥ ১০০
রথ-আগে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০১
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
সভা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ ১০২
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ ১০৩
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥ ১০৪
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত যত প্রভুর গণ।
সভাসনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্পন্ন হইতেছে। তুমি প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তন কর, আবার সকলের নিকটে নামের মাহাত্ম্য প্রচার কর। নামকীর্ত্তনের সময় তুমি যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তখন যাহারা তোমার মুখে নামকীর্ত্তন শ্রবণ করে, তাহারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদেরই সংসারের বীজ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে, মানুষের কথাতো দূরে, বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর প্রাণী এবং পশুপক্ষী-আদি জঙ্গম প্রাণীরাও উদ্ধার পাইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পরোপকার আর কি হইতে পারে? আর, নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তুমি কত লোককে যে ভগবচ্চরণে উন্মুখ করিয়াছ এবং করিতেছ, তাহারও ইয়ত্তা নাই। সুতরাং তোমাদ্বারাই জীবের বাস্তবিক উপকার হইতেছে। আরও একটী কথা। স্বয়ং প্রভুই বলিয়াছেন, সর্ব্ববিধ ভজনাঙ্গের মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, এই নববিধ-ভক্তির মধ্যে আবার নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্ব্ববিধ ভজনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যে-নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহার প্রচার করিয়া তুমি জীবের যে-মঙ্গল সাধন করিতেছ এবং প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য যেভাবে সিদ্ধ করিতেছ, তাহাতেই তুমি ধন্য হইয়াছ, ভারত-ভূমিতে তোমার জন্মই সার্থক হইয়াছে, ইহাতেই তুমি সকলের গুরু-স্থানীয় হইয়াছ।"

৯৭। **আপনে আচরে** ইত্যাদি—কেহ কেহ এমন আছেন, নিজে ভক্তি-অঙ্গের আচরণ করেন, ভজন করেন, কিন্তু ভক্তির প্রচার করেন না, তাঁহাদের দ্বারা নিজের উপকারই হইতে পারে, অপরের বিশেষ কিছু উপকার হয় না। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা কেবল প্রচারই করেন, লোককে ভক্তি-পথে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যাহা প্রচার করেন, নিজে তাহা আচরণ করেন না, নিজে ভজনাদি বিশেষ কিছু করেন না। এইরূপ লোকের নিজেরও বিশেষ কিছু কাজ হয় না, তাহাদের দ্বারা অপরেরও বিশেষ কিছু উপকার হয় না, কারণ আদর্শে যতটুকু কাজ হয়, মুখের কথায় তাহা হয় না। আচরণহীন লোকের কথা সাধারণ লোকে গ্রহণ করিতে চায় না, তাহার কথাতেও লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না।"

৯৮। সনাতন আরও বলিলেন—"হরিদাস, তুমি যাহা মুখে প্রচার কর, নিজেও তাহা আচরণ করিয়া থাক। তাই, তোমার উপদেশ লোকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে, তোমার আদর্শ লোকে অনুসরণ করে—করিয়া ধন্য হইয়া যায়। তাই তুমি সকলের বাস্তবিক গুরুস্থানীয়, তুমিই সকলের পূজনীয়।"

আর্য্য—পূজনীয়।

১০০। **যাত্রাকালে**—রথ-যাত্রার সময়ে। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত।

১০১। **তৈছে**—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের মত।

১০২। **সভা-সঙ্গে ইত্যাদি**—ভক্তগণের সকলের সঙ্গে সনাতনকে প্রভু পরিচিত করাইয়া দিলেন।

যথাযোগ্য করাইল সভার চরণ-বন্দন।
তাহারে করাইল সভার কৃপার ভাজন ॥ ১০৬
স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সভার হৈল সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১০৭
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১০৮
দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১০৯
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৬। **তাহারে**—সনাতনকে। **সভার**—অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সকলের। **কৃপার ভাজন**—কৃপার পাত্র।

শ্রীরূপগোস্বামিদ্বারা রসশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার প্রতি যেরূপ কৃপা প্রকাশ করাইয়াছেন, যে-ভাবে প্রভু নিজে তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রভুর পার্ষদভক্তগণের কৃপাও যে-ভাবে প্রভু নিজে তাঁহার জন্য যাচ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (৩।১।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রাদি এবং বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্রাদি প্রচার করাইবার নিমিত্ত এবং মথুরামণ্ডলের লুপ্ততীর্থাদির প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত প্রভুর যে কত ব্যাকুলতা, ৩।৪।৭১-১০৬ পয়ার হইতেই তাহা জানা যায়। কাশীতে এবং নীলাচলে আলিঙ্গনাদিদ্বারা প্রভু নিজেই শ্রীপাদ সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। আবার, নীলাচলবাসী এবং গৌড়দেশবাসী প্রভুর সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে সনাতনকে মিলাইয়া তাঁহাদেরও কৃপাশক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত করাইয়াছেন—প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দও বাদ পড়েন নাই, প্রভু ভাগ্যবান্ গোবিন্দের সঙ্গেও সনাতনের মিলন করাইয়াছেন (৩।৪।১০৫)। এইভাবে সকলের সঙ্গে মিলন করাইয়া প্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে সকলের কৃপার ভাজন করাইলেন। ভগবানের এবং ভক্তবৃন্দের কৃপাই যে ভক্তি শাস্ত্রাদি-প্রণয়নের যোগ্যতালাভের একমাত্র উপায়, প্রভু তাহাই দেখাইলেন।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দ তো বোধ হয় শাস্ত্রাদি বিশেষ কিছু জানিতেন না, তাঁহার সহিত প্রভু সনাতনকে মিলাইলেন কেন? উত্তর—গোবিন্দ শাস্ত্রাদিতে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু প্রভুর সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবালাভের সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্মের অপরোক্ষ অনুভূতি যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভূতিহীন শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, অথচ অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, তাঁহার কৃপার মূল্য অনেক বেশী। আবার, যিনি প্রভুর সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপার শক্তি যে কত মহীয়সী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। (৩।১।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৭। **স্বগুণে**—সনাতনের দৈন্য-বিনয়াদি নিজগুণে। **পাণ্ডিত্যে**—শাস্ত্রজ্ঞতায় ও শাস্ত্র-মূলক বিচারাদিতে। **যথাযোগ্য** ইত্যাদি—অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কৃপার পাত্র, সমান ব্যক্তিদের মৈত্রীর (বন্ধুত্বের) পাত্র এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গৌরবের (পূজার) পাত্র।

১০৮। বর্ষা-অন্তে সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দেশে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সনাতন নীলাচলেই প্রভুর চরণ-সমীপে রহিয়া গেলেন।

১১০। **পূর্ব্বে**—আগে, প্রথমে। এই যাত্রায় সনাতন যখন সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন বৈশাখমাস ছিল। একমাস পরে জ্যৈষ্ঠমাসেই প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। কিরূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বিবৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যায়, মর্য্যাদা-রক্ষণ-সম্বন্ধেই প্রভু সনাতনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন—'মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন'।

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বরটোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাহাঁই ভিক্ষা করিলা ॥ ১১১
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢিলা ॥ ১১২
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৩
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুতে পা পোড়ে—তাহা নাহি জানে ॥১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১১। সনাতনকে কিরূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর নামক উদ্যান (বাগান)। শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের নিকটে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যমেশ্বর-টোটা অবস্থিত। **টোটা**—উদ্যান, বাগান। **ভক্ত-অনুরোধে**—টোটায় যে-ভক্ত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে। মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদের উক্তিতে জানা যায়, প্রভুর প্রিয় গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী এই যমেশ্বর-টোটায় থাকিতেন। "গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে। যমেশ্বরে প্রভু তার করাইল আবাসে ॥ ২।১৫।১৮১ ॥" বোধ হয় পণ্ডিত-গোস্বামীর অনুরোধেই এই পয়ারে উল্লিখিত দিনে প্রভু যমেশ্বর টোটায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। **তাহাঁই**—যমেশ্বর টোটায়। **ভিক্ষা**—আহার।

১১২। **তাঁর**—সনাতনের।

১১৩। **সমুদ্রের বালু**—সমুদ্র তীরস্থ পথের বালু। **অগ্নিসম**—সূর্য্যের তাপে পথের বালু আগুনের মত গরম হইয়াছিল। **সেই পথে**—সমুদ্র-তীরের পথে। **করিলা গমন**—যমেশ্বর টোটায় গেলেন। সনাতন থাকিতেন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সিদ্ধবকুল নামক স্থানে। কাশীমিশ্রের বাড়ীর ঠিক দক্ষিণেই সিদ্ধ-বকুল। সিদ্ধ-বকুল হইতে যমেশ্বর যাইবার দুইটী পথ আছে—একটী জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট দিয়া, অপরটী সমুদ্রের তীর দিয়া। সিংহদ্বারের নিকট দিয়া যে-পথ, তাহাই যমেশ্বরে যাওয়ার পক্ষে সোজা রাস্তা এই পথে বালু নাই, বৃক্ষাদিও কিছু আছে, অনেক বড় ঘরও আছে সুতরাং মধ্যাহ্ন সময়ে এই রাস্তায় গেলে বাড়ীর ও গাছের ছায়ায় কিছু আরাম পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আর সমুদ্র তীরের পথ দীর্ঘ বলিয়া যাইতে সময়ও বেশী লাগে এবং বৃক্ষাদির অভাববশতঃ শীতল ছায়া পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই বিশেষতঃ, ঐ পথ বালুকাময় বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর সূর্য্যকিরণে মধ্যাহ্ন সময়ে পথটী যেন আগুনের মত গরম হইয়া যায়। মধ্যাহ্নে এই পথে সাধারণতঃ কেহই যাতায়াত করে না। সনাতন কিন্তু সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া সমুদ্র তীরের পথেই যমেশ্বরে গেলেন।

১১৪। আগুনের মত গরম বালুকার উপর দিয়া সনাতন কিরূপে গেলেন, তাহা বলিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই সনাতনের মন আনন্দে এত ভরপূর হইয়াছিল যে, অন্য কোনও বিষয় সনাতনের চিত্তে স্থান পায় নাই—তিনি যে আগুনের মত গরম বালুকার উপর দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার পা যে বালুর গরমে পুড়িয়া যাইতেছে—এই জ্ঞানই তাঁহার ছিল না।

ইহাই রাগের পরিচায়ক। যে-প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ অতিশয় দুঃখকেও সুখ বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহাকেই রাগ বলে। প্রভুর প্রতি সনাতনের এতই প্রীতি যে, প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, এই জ্ঞানেই তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছেন—এত আনন্দ যে, তাঁহার চিত্তে আর কোনও বিষয়ই স্থান পাইতেছে না; তপ্ত বালুর উপর দিয়া যাইতেছেন, পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, কিন্তু সনাতনের এই জ্ঞানই নাই—তাহা তিনি জানিতেই পারিতেছেন না। আগুনের মত বালুর উপর দিয়া চলিতেও তাঁহার যেন আনন্দ হইতেছে—যাইতেছেন যে প্রভুর নিকটে, ঐ পথই তো প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে। কেবল তাঁহার মন নয়, সমস্ত দেহখানাই যেন, প্রভুর স্মৃতিতে আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঐ আনন্দে ভর করিয়াই তিনি পথ চলিতেছেন, তাই পথও আনন্দময়, সুখদায়ক হইয়া পড়িয়াছে।

দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভু স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥ ১১৫
ভিক্ষা অবশেষপাত্র গোবিন্দ তারে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা॥ ১১৬
প্রভু কহে—কোন পথে আইলে সনাতন!।
তেঁহো কহে—সমুদ্র পথে করিলা গমন॥ ১১৭
প্রভু কহে—তপ্তবালুতে কেমতে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ শীতল—কেনে না আইলা? ১১৮
তপ্তবালুতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন?॥ ১১৯
সনাতন কহে— দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে—তাহা না জানিল॥ ১২০
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবক প্রচার॥ ১২১
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারোসহ স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে॥ ১২২
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৫। **দুই পায়ে ফোস্কা**—বালুর উত্তাপে দুই পায়েই ফোস্কা হইয়া গিয়াছে। **ভিক্ষা করি**—আহার করিয়া।

১১৬। **ভিক্ষা অবশেষ পাত্র**—মহাপ্রভুর অবশেষ। **গোবিন্দ**—প্রভুর সেবক গোবিন্দ।

১১৮। **সিংহদ্বারের পথ শীতল**—ঐ পথে বালুকা নাই বলিয়া সূর্য্যের উত্তাপে বেশী গরম হয় না, বিশেষতঃ বৃক্ষাদি ও গৃহাদি থাকায় পথে ছায়াও আছে, এ জন্য শীতল।

১১৯। **ব্রণ**—ক্ষত ফোস্কা।

১২০। সনাতনের পায়ে যে পথের উত্তাপে ফোস্কা হইয়াছে তাহা সনাতন জানিতেই পারেন নাই। প্রভু বলাতেই তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইল।

১২১। সিংহদ্বারে যাইতে" হইতে 'সর্ব্বনাশ হবে মোরে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে সনাতন সিংহদ্বার-পথে কেন গেলেন না, তাহা বলিতেছেন।

কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ-কুল-মুকুট-মণি জগদ্‌গুরু বংশেতে সনাতনের জন্ম। তথাপি দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে নিতান্ত নীচ, অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহা তাঁহার মুখের শুষ্ক দৈন্য মাত্র ছিল না, বাস্তবিক তাঁহার অনুভূতিই এইরূপ ছিল। তাই মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সিংহদ্বারের শীতল পথে তিনি কেন গেলেন না, তখন সনাতন বলিলেন—"প্রভু, সিংহদ্বারের পথে যাওয়ার আমার অধিকার নাই। আমি অস্পৃশ্য পামর, অত্যন্ত নীচ, শ্রীমন্দিরের নিকটে আমি কিরূপে যাইতে পারি? বিশেষতঃ, শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ ঐ পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করেন, আবার এই মধ্যাহ্ন-সময়ে শ্রীজগন্নাথ বিশ্রাম করেন, এই সময়ে সেবাকার্য্যের অবসর, সেবকগণ এই সময়ে ঐ পথে গৃহাদিতে গমন করেন। আমি ঐ পথে আসিলে, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে আমার স্পর্শ হইতে পারে; আমার মত অস্পৃশ্যের স্পর্শে তাঁহারা সেবার কাজের পক্ষে অপবিত্র হইতে পারেন, তাতে আমারই মহা-অপরাধ হইবে। তাই প্রভু, আমি সিংহদ্বারের পথে যাই নাই।" **ঠাকুরের**—শ্রীজগন্নাথের। **সেবক-প্রচার**—জগন্নাথের সেবকগণের অধিকরূপ যাতায়াত।

১২২। **অবসরে**—সেবাকার্য্যের অবসর-সময়ে—শ্রীজগন্নাথ যখন শয়নে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোগের পরে শ্রীজগন্নাথ শয়নে থাকেন বলিয়া ঐ সময়ে সেবার কোনও কার্য্য থাকে না, এই সময়ে সেবকগণের অবসর। এই অবসর-সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করেন। সিংহদ্বারের পথেই তাঁহারা গৃহাদিতে যায়েন।

১২৩। **সন্তোষ পাইলা**—সনাতনের দৈন্য এবং মর্য্যাদা জ্ঞান দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন।

যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ ১২৪
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয়—সাধুর ভূষণ ॥ ১২৫
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ ॥ ১২৬
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোন জন? ১২৭
এত বলি প্রভু তাবে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১২৮
বার বার নিষেধে—তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১২৯
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩০
দুইজনে বসি কৃষ্ণ কথাগোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা—॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৪। "যদ্যপি তুমি" হইতে "করিব কোন্ জন" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যাদির প্রশংসা করিতেছেন।

জগত-পাবন—জগৎকে (জগদ্বাসী সকল জীবকে) পবিত্র করেন যিনি, যাঁহার স্পর্শে সকলেই পবিত্র হয়। **দেব-মুনিগণ**—অন্যের কথা তো দূরে, দেবতাগণ এবং মুনিগণ পর্য্যন্তও তোমার (সনাতনের) স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়েন।

১২৫। **ভক্ত-সভাব**—ভক্তের স্বভাব ; ভক্তের প্রকৃতি, ভক্তের স্বরূপগত আচরণ। **মর্য্যাদা-রক্ষণ**—মর্য্যাদা-পালন। সম্মানী ব্যক্তিকে যথোচিত সম্মান করিলেই মর্য্যাদা রক্ষা হয়। **ভক্ত-স্বভাব**—মর্য্যাদারক্ষণ—ভক্তের স্বভাবই এইরূপ যে, ভক্ত নিজে অত্যন্ত উত্তম হইলেও, তিনি সর্ব্বদাই অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তির প্রভাবেই ভক্তের এইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। ভক্তির কৃপায় ভক্তের চিত্তে নিষ্কপট দৈন্যের উদয় হয় ; ভক্ত তখন সর্ব্বোত্তম হইলেও নিজেকে নিতান্ত অধম বলিয়া মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ২।২৩।১৪ ॥" তাই তিনি সকলকেই যথার্থভাবে সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা তাঁহা অপেক্ষা বাস্তবিক নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগকেও ভক্ত সম্মান করিয়া থাকেন। **মর্য্যাদা-পালন** ইত্যাদি—ভূষণের (অলঙ্কারের) দ্বারা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি পায়, মর্য্যাদা রক্ষণের দ্বারাও তদ্রূপ ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায় গৌরব বৃদ্ধি পায়, ফুলে যেমন লতার শোভা, তদ্রূপ মর্য্যাদা-রক্ষণে ভক্তের শোভা।

১২৬। মর্য্যাদা-রক্ষণের গুণ বলিয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘনের দোষ বলিতেছেন। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিলে, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান না করিলে, লোকের নিকটে নিন্দনীয় হইতে হয়, তাতে ইহলোকেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারীর ক্ষতির সম্ভাবনা। আবার মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে ভক্তি তিরোহিত হইয়া যায়, তাতে পরকালেও মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারীর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যাঁহারা কোনও বিষয়ে অভিমানী, তাঁহারাই অপরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। অভিমানী ব্যক্তি ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত। "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ॥"

১২৮। **কণ্ডুরসা**—কণ্ডুর (চুলকানির ব্রণের) জল।

১২৯। **নিষেধে**—প্রভুর অঙ্গে তাঁহার দুর্গন্ধ কণ্ডুরসা লাগিবে বলিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে সনাতন বার বার প্রভুকে নিষেধ করেন। **অঙ্গে রসা লাগে**—প্রভুর অঙ্গে সনাতনের কণ্ডুরস লাগে বলিয়া।

১৩০। **সেবক প্রভু**—সেবক ও প্রভু ; শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু। **জগদানন্দ**—জগদানন্দ-পণ্ডিত।

১৩১। **পণ্ডিতেরে**—জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে। **দুঃখ নিবেদিলা**—নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী চারি পয়ারে সনাতনের দুঃখের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে ॥
যেবা মনে বাঞ্ছা, প্রভু না দিল করিতে ॥ ১৩২
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৩
অপরাধ হয় মোর—নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে, এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৪
হিত লাগি আইলাঙ, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ১৩৫
পণ্ডিত কহে—তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩২। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে বলিলেন—'প্রভুকে দর্শন করিয়া নিজের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিলাম, কিন্তু আমার মনে যে-বাসনা ছিল, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না।" **ইহাঁ**—নীলাচলে। **প্রভু দেখি**—প্রভুকে দর্শন করিয়া, প্রভুর চরণ দর্শনের পরে। **দুঃখ খণ্ডাইতে**—দুঃখ দূর করিতে। সনাতনের দুঃখ ছিল এই যে, তিনি মনে করিতেন, তিনি অত্যন্ত নীচ, অস্পৃশ্য, তাঁহার দেহ ভজনের উপযোগী নহে। তাঁহার এই দেহদ্বারা ভজন হইতেছে না, ইহাই তাঁহার একমাত্র দুঃখ। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া, রথে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া, তারপর রথের চাকার নীচে দেহত্যাগ করিবেন, তাহাতেই, তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখ দূর হইবে, কারণ, এইভাবে দেহত্যাগ করিলে পরে ভজনোপযোগী দেহ পাইবেন এবং ইচ্ছামত ভজন করিতে পারিবেন। **যে বা মনে বাঞ্ছা**—আমার মনে যে বাসনা (রথের নীচে দেহত্যাগ করার বাসনা) ছিল, তাহা প্রভু করিতে দিলেন না।

১৩৩। নীলাচলে আসার পূর্ব্বে সনাতনের দুঃখ ছিল এই যে, তাঁহার দেহ ভজনের উপযোগী নহে। নীলাচলে আসার পরেও কয়েকটী নূতন দুঃখের কারণ হইল—তাহাও জগদানন্দের নিকটে নিবেদন করিলেন। তাহা এই—প্রথমতঃ সনাতন মনে করেন, তিনি অস্পৃশ্য, তাই প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে তিনি নিষেধ করেন, তথাপি কিন্তু প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ইহা তাঁহার প্রথম নূতন দুঃখ। দ্বিতীয়তঃ, সনাতনের গায়ে কণ্ডু হওয়ায়, ঐ সমস্ত কণ্ডু হইতে রস নির্গত হয়, প্রভু যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তখন ঐ কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগে ইহা তাঁহার নূতন দ্বিতীয় দুঃখ। এইরূপে প্রভুর চরণে তাঁহার অপরাধ হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু নিজের অপরাধ হইতেছে বলিয়াই যে তিনি দুঃখিত তাহা নহে, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাঁহার দুর্গন্ধ কণ্ডুরস লাগে বলিয়াই তাঁহার দুঃখ। তৃতীয়তঃ, তিনি অস্পৃশ্য নীচ বলিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়ার তাঁহার অধিকার নাই, ইহাই তাঁহার মনের ধারণা। তাই তাঁহার পক্ষে জগন্নাথ দর্শন হয় না। জগন্নাথের দর্শন না পাওয়া তাঁহার আর এক দুঃখ।

১৩৪। **অপরাধ হয় মোর**—প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাঁহার কণ্ডুরস লাগে বলিয়া তাঁহার অপরাধের ভয়।

এ দুঃখ অপার—তিনি যে জগন্নাথ দর্শন করিতে পারেন না, এই দুঃখের আর কূল-কিনারা নাই। "অপার" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি মনে করেন, তিনি স্বভাবতঃই নীচ এবং অস্পৃশ্য, যতদিন তাঁহার এই দেহ থাকিবে, ততদিনই তিনি নীচ ও অস্পৃশ্য থাকিবেন, জগন্নাথ দর্শনের ভাগ্য তাঁহার আর কখনও হইবে না। সুতরাং এই দুঃখের অবসান নাই, তাই ইহা অপার।

১৩৫। **হিত লাগি**—মঙ্গলের নিমিত্ত। **হৈল বিপরীত**—উল্টা হইল; অমঙ্গলের সূচনা হইল, অপরাধের হেতু হইয়াছে বলিয়া অমঙ্গল বলিতেছেন। **নারি নির্দ্ধারিতে**—ঠিক করিতে পারিতেছি না।

১৩৬। সনাতনের কথা শুনিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত বলিলেন—"সনাতন, তোমার আর নীলাচলে থাকা উচিত নহে। রথযাত্রা দেখিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও, বৃন্দাবনেই তোমার থাকা উচিত।"

(প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমরা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥ ১৩৭
যে-কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥) ১৩৮
সনাতন কহে—ভাল কৈলে উপদেশ।
তাহাঁ যাব, সেই আমার প্রভুদত্ত দেশ॥ ১৩৯
এতবলি দোঁহে নিজকার্য্যে উঠি গেলা।
আরদিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা॥ ১৪০
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ ১৪১
দূরে হৈতে দণ্ডপ্রণাম করে সনাতন॥
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন॥ ১৪২
অপরাধ-ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি গেলা॥ ১৪৩
সনাতন পাছে ভাজে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥ ১৪৪
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে—॥ ১৪৫
হিত লাগি আইলোঁ মুঞি, হৈল বিপরীত।
যেবা যোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিত॥ ১৪৬
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥ ১৪৭
তাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরক্ত বসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তভু, স্পর্শ মোরে বলে॥ ১৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৭-৩৮। "প্রভু-আজ্ঞা" হইতে "করহ গমন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুই পয়ারের মর্ম্ম এই:—জগদানন্দ বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি ও তোমার ভাই রূপের প্রতি প্রভুর আদেশ আছে, বৃন্দাবনে বাস করিবার নিমিত্ত। প্রভুর চরণ-দর্শন করিতে আসিয়াছ, চরণ-দর্শন করিয়াছ, এখন রথযাত্রার পরেই শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও।"

১৩৯। **তাহাঁ**—শ্রীবৃন্দাবনে। **প্রভুদত্ত দেশ**—যে-দেশে বাস করিবার জন্য প্রভু আদেশ করিয়াছেন, সেই দেশ।

১৪২। **দণ্ড প্রণাম**—দণ্ডবৎ প্রণাম। **দূরে হৈতে**—প্রভু পাছে আলিঙ্গন করেন, এই ভয়ে প্রভুর নিকটে আসেন না, দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন।

১৪৩। **সেই ঠাঞি**—যেখানে সনাতন আছেন, সেইখানে প্রভু নিজেই গেলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে।

১৪৪। **পাছে ভাজে**—প্রভু যতই সনাতনের নিকটে যান, সনাতন আলিঙ্গনের ভয়ে ততই পেছনে সরিয়া যান। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া।

১৪৫। **দুই জন**—হরিদাস ও সনাতন। **পিণ্ডাতে**—ঘরের পিঁড়ার উপরে। **নির্ব্বিণ্ণ**—নির্ব্বেদ প্রাপ্ত। সনাতন যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ছয় পয়ারে ব্যক্ত আছে।

১৪৬। **আইলোঁ মুঞি**—আমি আইলাম। **যেবা যোগ্য নহোঁ**—আমি যাহার যোগ্য নহি (আমাদ্বারা তাহাই হইতেছে)। সনাতন এস্থলে প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গনের কথাই বলিতেছেন, "আমি প্রভুর আলিঙ্গনের যোগ্য নহি, তথাপি প্রভু নিত্যই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন।" **অপরাধ করোঁ নিত**—নিত্যই, প্রত্যহই অপরাধ করিতেছি, প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া প্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগাইয়া প্রত্যহই অপরাধ করিতেছি। **নিত**—নিত্য, প্রত্যহ।

১৪৭। "সহজে নীচ জাতি" হইতে "কর ঘৃণালেশ" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে, প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গনে সনাতনের কেন অপরাধ হইতেছে, তাহা সনাতন বলিতেছেন।

১৪৮। **কণ্ডুরক্তরসা**—কণ্ডুর রক্ত ও রস।

বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোরে হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৪৯
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণে।
আজ্ঞা দেহ—রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবনে ॥ ১৫০
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল ॥ ১৫১
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে—॥ ১৫২
কালিকার বটুয়া জগা, ঐছে গর্ব্ব হৈল।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ১৫৩
ব্যবহার পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
'তোমাকেও উপদেশে'—না জানে আপন মূল্য ॥ ১৫৪
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
'তোমাকে উপদেশে' বালুকা, করে ঐছে কার্য্য ॥ ১৫৫

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

১৪৯। **বীভৎস**—ঘৃণিত বস্তু। **ঘৃণালেশ**—ঘৃণার লেশ।

১৫২। **সরোষ অন্তরে**—ক্রুদ্ধ অন্তরে। সনাতনকে উপদেশ করিতে যাইয়া জগদানন্দ মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জগদানন্দের প্রতি প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে। প্রভু জগদানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সনাতনের প্রতি নহে।

১৫৩। **কালিকার**—গতকল্যের, অর্থাৎ নিতান্ত তরুণ, অপক্ক। **বটুয়া**—বটুক, ছাত্র। **জগা**—জগদানন্দ ক্রোধের সহিত বলাতে 'জগা' বলিয়াছেন।

জগদানন্দ সনাতনকেও উপদেশ করিতেছেন জানিয়া ক্রোধের সহিত প্রভু বলিলেন—"সে কি! জগদানন্দ তো কালিকার ছাত্র মাত্র এই সেই দিনই তো সে টোলে ছাত্র ছিল—নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধি তার, তার এমনই গর্ব্ব হইল যে সনাতন, তোমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে তার আস্পর্দ্ধা হইল।"

১৫৪। সনাতনকে উপদেশ দেওয়া যে জগদানন্দ পণ্ডিতের পক্ষে কেন সঙ্গত হয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন।

ব্যবহার-পরমার্থে—ব্যবহারে ও পরমার্থে ব্যবহারিক বিষয়ে এবং পরমার্থ-বিষয়ে। ধর্ম্ম জগতের কার্য্যাদিকে পারমার্থিক বিষয় বলে। ব্যবহারিক বিষয়ে—সনাতন-গোস্বামী বয়সে প্রাচীন, সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন। আর জগদানন্দ বয়সে ও পাণ্ডিত্যে সনাতন অপেক্ষা ছোট রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি-যে তাঁহার ছিল তাহারও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর পারমার্থিক বিষয়ে—সনাতন ভজন-বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ; প্রভু বলিয়াছেন সনাতন প্রভুকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে সমর্থ। প্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের সীমা সনাতন-গোস্বামীতেই। **তুমি তার গুরুতুল্য**—কি ব্যবহারিক বিষয়ে, কি পারমার্থিক বিষয়ে, সকল বিষয়েই তুমি (সনাতন) তাহার (জগদানন্দের) গুরুতুল্য শ্রেষ্ঠ। **না জানে আপন মূল্য**—জগদানন্দ তার নিজের গুরুত্ব কতটুকু তাহা বুঝিতে পারে না। কেহ কোনও অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার করিলে আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলিয়া থাকি, "লোকটা নিজের ওজন পায় না", প্রভুর "না জানে আপন মূল্য" কথাও অনেকটা তদ্রূপ।

১৫৫। **আমার উপদেষ্টা তুমি**—প্রভু সনাতনকে বলিতেছেন, তুমি আমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে সমর্থ। **প্রামাণিক**—তুমি (সনাতন) প্রামাণিক ব্যক্তি, তুমি যাহা বল, তাহা প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কেহই তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। **আর্য্য**—সম্মানের পাত্র। **বালুকা**—ছেলে মানুষ। জগদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। **করে ঐছে কার্য্য**—এইরূপ কাজ করে? এতদূর তার আস্পর্দ্ধা?

শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুকে কহিল—।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ ১৫৬
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্ ॥ ১৫৭
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধাধারে।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-
নিম্ব-নিসিন্দাসারে ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৬। শুনি ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা শেষ পয়ারার্দ্ধে এবং পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত আছে। **জগদানন্দের** ইত্যাদি—সনাতন বলিলেন, জগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য, তাহা আজ বুঝিতে পারিলাম। **সৌভাগ্য**—জগদানন্দের অন্যায়ের জন্য প্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাতেই জগদানন্দের সৌভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপরকে কেহ অন্যায়ের জন্য তিরস্কার করে না। পিতামাতা অন্যায়ের জন্য নিজের ছেলেকেই তাড়ন-ভর্ৎসন করে, অপরের ছেলেকে করে না। প্রভুর তিরস্কারে বুঝা গেল, জগদানন্দ প্রভুর নিতান্ত আপনার জন, নচেৎ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন না। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্য। **আজি সে জানিল**—আজি প্রভুর তিরস্কার হইতে বুঝা গেল।

১৫৭। আপনার—সনাতনের নিজের।

দৌর্ভাগ্যের—দুর্ভাগ্যের। সনাতন মনে করিলেন—"জগদানন্দ প্রভুর আপনার জন বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন; আমাকে সেইভাবে তিরস্কার করিলেন না; আমি যে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, প্রভুর মতে তাহা অন্যায় হইয়াছিল;কিন্তু প্রভু তজ্জন্য আমাকে তিরস্কার করিলেন না—বরং যুক্তিদ্বারা আমার অন্যায়টী আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, আমার প্রতি সগৌরব ব্যবহার করিলেন, যেন আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই আমাকে তিরস্কার করিলেন না। আবার, প্রভুর চরণ ছাড়িয়া আমি শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প করিয়াছি, ইহাও যেন প্রভুর অনুমোদিত নহে; তবুও আমাকে তিরস্কার করিলেন না, বোধ হয় আমার গৌরব এবং মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কাতেই আমাকে তিরস্কার করিলেন না। যেখানে আপনা-আপনি ভাব, সেখানে গৌরব-বুদ্ধি থাকিতে পারে না, মর্য্যাদার ভাবনা থাকিতে পারে না। জগদানন্দের প্রতি প্রভুর যেমন আপনা-আপনি ভাব, আমার প্রতি তদ্রূপ নাই, তাই প্রভু আমাকে তিরস্কার করিলেন না, ইহাই আমার পরম দুর্ভাগ্য।

জগতে নাহি ইত্যাদি জগদানন্দের সমান ভাগ্যবান্ জগতে আর কেহ নাই; যেহেতু, প্রভু তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করেন।

১৫৮। জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং নিজের দুর্ভাগ্যের হেতু সনাতন এই পয়ারে বলিতেছেন। **পিয়াও**—পান করাও। **আত্মীয়তা-সুধাধার** আত্মীয়তারূপ অমৃতের প্রবাহ (ধারা)। সুধা-শব্দের অর্থ অমৃত; আর ধারা শব্দের অর্থ প্রবাহ, জলের ধারার যেমন কোনও স্থানে বিচ্ছেদ নাই, জগদানন্দের প্রতি প্রভুর আত্মীয়তারও (আপনা-আপনি ভাবেরও) বিরাম নাই। জগদানন্দ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রভুর আপনা-আপনি-ভাবরূপ অমৃত পান করিতেছেন, ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। আত্মীয়তাকে সুধা (অমৃত) বলার তাৎপর্য্য এই যে, সুধা যেমন অত্যন্ত আস্বাদ্য, প্রভুর আপনা-আপনি-ভাবও তদ্রূপ (বরং তদপেক্ষাও বেশী) আস্বাদ্য, মাধুর্য্যময়। **মোরে পিয়াও**—আমাকে (সনাতনকে) পান করাও। **গৌরব**—আপনা-আপনি ভাব থাকিলে যে-স্থলে তাড়ন-ভর্ৎসন করা যায়, সে-স্থলে তাড়ন-ভর্ৎসন করা যায় না যে ভাব থাকিলে, তাহাকেই গৌরব-বুদ্ধি বলে। গুরুবৎ বুদ্ধিকে গৌরব-বুদ্ধি বলে। দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প, কি বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প জানিয়াও প্রভু যে সনাতনকে তিরস্কার করিলেন না, তাহাতে সনাতন মনে করিলেন, প্রভু তাঁহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি করিয়াছেন। **স্তুতি**—স্তব বা প্রশংসা। যে-স্থানে আপনা-আপনি ভাব, সে-স্থলে প্রশংসা বড় দেখা যায় না। জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে কেহ খুব পরিশ্রম করিয়া আসিলে তাহার পুত্র যদি তাহার গায়ে পাখার বাতাস দেয়, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি তাহার পুত্রকে ধন্যবাদ দেয় না, প্রশংসা করে না;

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান॥ ১৫৯
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন—॥ ১৬০
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা-হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥ ১৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু অপর কোনও অনাত্মীয় ব্যক্তি ঐরূপ করিলে প্রশংসা করে, অথবা গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ বাতাস করিতে বাধা দেয় "আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য" ইত্যাদি যে-উক্তি প্রভু সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, সনাতন মনে করিলেন, প্রভু তাহাতে তাঁহাকে অনাত্মীয় মনে করিয়াই প্রশংসা করিয়াছেন।

কোনও কার্য্যের জন্য আত্মীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে সে অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ঠিক সেই কার্য্যের জন্য অনাত্মীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা বা গৌরব না করিলে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইল বলিয়াই সে মনে করে। **নিম্ব**—নিম, তিক্ত-জিনিষ। **নিসিন্দা**—এক রকম গাছ, ইহার পাতা অত্যন্ত তিক্ত। **নিম্ব-নিসিন্দা-সার**—নিম্ব ও নিসিন্দার রস, অত্যন্ত তিক্ত বস্তু। **গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দা সারে**—গৌরব-বুদ্ধি ও স্তুতিরূপ নিম্ব ও নিসিন্দার রস। নিম ও নিসিন্দার রস যেমন অত্যন্ত তিক্ত, আত্মীয়ের প্রতি গৌরব প্রদর্শন বা স্তুতিও তদ্রূপ অপ্রীতিকর।

সনাতন বলিলেন—"প্রভু আত্মীয়-জ্ঞানে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া তুমি তাহাকে যেন অমৃত পান করাইতেছ, আর আমার প্রতি গৌরব দেখাইয়া ও আমাকে প্রশংসা করিয়া তুমি আমাকে যেন নিম ও নিসিন্দার রসই খাওয়াইতেছ।"

১৫৯। অভাগ্য—দুর্ভাগ্য। **তুমি স্বতন্ত্র ভগবান**—কাহারও কোনও কার্য্যের বশীভূত হইয়াই যে তুমি কাহাকেও আত্মীয় কাহাকেও বা অনাত্মীয় মনে কর, তাহা নহে, যেহেতু তুমি স্বতন্ত্র, তুমি কাহারও কার্য্যের বশীভূত নহ। তবে যে আমার প্রতি তোমার আত্মীয়তা-জ্ঞান হইল না, ইহা কেবল আমারই দুর্ভাগ্য, তোমার তাহাতে কোনও দোষ নাই, যেহেতু তুমি ভগবান, তোমাতে কোনও দোষ থাকিতে পারে না।

১৬০। শুনি—সনাতনের কথা শুনিয়া। **লজ্জিত হৈল মন**—সনাতনের কথা শুনিয়া প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন। প্রভুর ব্যবহারে সনাতন মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর অনাত্মীয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই প্রভু লজ্জিত হইলেন। বাস্তবিক প্রভু কিন্তু সনাতনকে অনাত্মীয় মনে করিয়াই যে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নহে। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন কখনও প্রভুর সহ্য হয় না। ভক্তের ব্যবহারের আদর্শ-স্থাপনই যাঁহার উদ্দেশ্য তিনি ভক্তের পক্ষে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিবেনই বা কেন? সনাতনের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া জগদানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন শুনিয়া প্রভু যে জগদানন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইয়া, সনাতনকে উপদেশ দিতে যাওয়ায় জগদানন্দের যে বাস্তবিকই অন্যায় হইয়াছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত সনাতনের গুণের উল্লেখ করাও স্বাভাবিক তাই প্রভু সনাতনের গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মীয়-জ্ঞানেই যে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছেন একথা ঠিকই, কিন্তু সনাতনকে অনাত্মীয়-জ্ঞান করিয়াই যে তাঁহার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। জগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের যথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্তই সনাতনের গুণের উল্লেখ। **তাঁরে**—সনাতনকে। **সন্তোষিতে**—সন্তুষ্ট করিতে।

১৬১। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, জগদানন্দ আমার প্রিয় বটে কিন্তু তুমি আমার যত প্রিয়, জগদানন্দ আমার তত প্রিয় নহে। তবে যে আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছি, আর তোমার গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ—জগদানন্দ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমার সহ্য হয় না। জগদানন্দ এবং তোমাতে যে বাস্তবিক কত পার্থক্য, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তোমাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা জগদানন্দের হইয়াছে। এই পার্থক্যটুকু দেখাইবার নিমিত্তই আমি তোমার গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তোমাকে অনাত্মীয় মনে করিয়া নহে।"

কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে ত প্রবীণ।
কাহাঁ জগাই কালিকার বটুয়া নবীন ॥ ১৬২

আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাইয়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥ ১৬৩

তোমাকে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তাবে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৪

বহিরঙ্গবুদ্ধ্যে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়,
ঐছে তোমাব গুণ ॥ ১৬৫

যদ্যপি কারো মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতেব স্বভাবে কাহাতে কোনো ভাবোদয ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬২। সনাতন ও জগদানন্দেব মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহাও প্রভু পবিষ্কার কবিয়া আবাব সনাতনেব নিকটে বলিলেন—যেন সনাতনেব মন হইতে অনাত্মীয়তা সম্বন্ধে ভ্রান্তি দূব হইতে পাবে। প্রভু বলিলেন—"সনাতন, পার্থক্যটী কি শুন। তোমাব স্তুতি কবিতেছি না, জগদানন্দেব অন্যায় দেখাইবাব নিমিত্তই স্বরূপ কথা বলিতেছি। তুমি হইলে প্রামাণিক প্রাচীন ব্যক্তি, আব জগদানন্দ হইল কালিকাব ছেলে মানুষ। তুমি হইলে শাস্ত্র পাবদর্শী, বহুদর্শী পণ্ডিত, আব জগদানন্দ হইল পড়ুয়া মাত্র, এখনও সে শাস্ত্র পড়িতেছেমাত্র বলিলেও চলে। এই অবস্থায় তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া কি তাব শোভা পায়?"

প্রবীণ—প্রাচীন, অভিজ্ঞ। **বটুয়া**—ছাত্র, বিদ্যার্থী। **নবীন**—নূতন।

১৬৩। প্রভু আবও বলিলেন—"সনাতন, বাস্তবিক তোমাব এমন শক্তি আছে যে, তুমি আমাকেও উপদেশ দিয়া বুঝাইতে পার, ব্যবহাবিক বিষয়ে, কি ভক্তি-বিষয়ে, তুমি কতবাব আমাকে বাস্তবিক উপদেশও দিয়াছ। তোমাকে জগদানন্দ উপদেশ দিতে যায়, ইহা কি সহ্য হয়? তাই আমি তাহাকে তিবস্কাব করিয়াছি।"

বুঝাইয়াছ ব্যবহার-ভক্তি—ব্যবহাবিক বিষয়ে ও ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়াছ। **ব্যবহারিক শিক্ষা ঃ**—বৃন্দাবন যাওয়াব উদ্দেশ্যে প্রভু যখন রাম কেলি গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন গৌড়েশ্বব যবনবাজেব বিরুদ্ধাচরণ আশঙ্কা কবিয়া সনাতন-গোস্বামী প্রভুকে শীঘ্রই ঐ স্থান ত্যাগ কবিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ইহা হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়বাজ ॥ তথাপি যবন জাতি নাহিক প্রতীতি। ২।১।২০৮-৯ ॥" ইহা প্রভুর প্রতি সনাতনেব ব্যবহারিক শিক্ষার একটী দৃষ্টান্ত।

ভক্তি-শিক্ষা—রাম কেলি গ্রামে প্রভুব অবস্থানকালে—প্রভু যে বহুলোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাইতেছেন, ইহা তাঁহাব বৃন্দাবন-যাওয়াব রীতি-অনুযায়ী কাজ হইতেছে না বলিয়া—সনাতন প্রভুকে ভক্তি-বিষয়েও উপদেশ দিয়াছিলেন। "যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাবাব এই নহে পবিপাটী ॥ ২।১।২১০ ॥" ভক্তি-সম্বন্ধীয় উপদেশেব ইহা একটী দৃষ্টান্ত।

১৬৪। বহিরঙ্গ-বুদ্ধ্যে—বহিবঙ্গ বুদ্ধিতে, বাহিরের লোক মনে কবিয়া, অন্তবঙ্গ লোক মনে না কবিয়া। **তোমার গুণে** ইত্যাদি—তোমার এমনি গুণ যে, তোমার প্রশংসা না কবিয়া থাকা যায় না।

১৬৬। মমতা—"ইহা আমার (মম)" এইরূপ ভাব, আপনা-আপনি ভাব। **প্রীতের স্বভাবে**—প্রীতির (বা মমতার) প্রকৃতি অনুসারে।

এক ব্যক্তির বহু লোকের প্রতি প্রীতি থাকিলেও সকলেব প্রতি প্রীতি একরূপ হয় না। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-যশোদার প্রতি প্রীতি ছিল, সুবলাদির প্রতি প্রীতি ছিল, গোপীদেব প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যভামাদি মহিষীগণের প্রতিও প্রীতি ছিল। কিন্তু নন্দ-যশোদার প্রতি পিতামাতা ভাবে প্রীতি, "নন্দ মহারাজ আমার পিতা, যশোদা আমার মাতা" এইরূপ ভাব; সুবলাদির প্রতি, "ইঁহারা আমার সখা" এইরূপ সখ্য-ভাব, গোপীদিগেব প্রতি "ইঁহারা আমার প্রেয়সী" এইরূপ মধুর-ভাব, মহিষীদিগের প্রতি "ইঁহারা আমার স্ত্রী" এইরূপ ভাব। আবার গোপীদিগের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রতি এবং মহিষীদিগের প্রতি একই কান্তাভাব হইলেও, এই কান্তাভাবেও আবার পার্থক্য আছে; গোপীদিগের প্রতি পরকীয়া-কান্তাভাব, আর মহিষীদিগের প্রতি স্বকীয়া-কান্তাভাব। এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি, এবং বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি হয় বলিয়া সকলের সম্বন্ধে একরকম ভাবেরও উদয় হয় না, বিভিন্ন রকমের মমতা-বুদ্ধি চিত্ত-মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভাবের উন্মেষ করিয়া থাকে। গোপীদিগের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের মনে যে ভাবের উদয় হইত, নন্দ-মহারাজের বা যশোদা-মাতার দর্শনে নিশ্চয়ই সেই-ভাবের উদয় হইত না; ইহার কারণ, মমতা-বুদ্ধির বা প্রীতির রকম-ভেদ।

এই পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর নিকটে এই কথা বলার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রতিও প্রভুর প্রীতি আছে, এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিও প্রভুর প্রীতি আছে, কিন্তু উভয়ের প্রতি প্রীতি এক রকম নহে। জগদানন্দের প্রতি যে-প্রীতি, তাহার স্বভাবই এইরূপ যে, জগদানন্দের কোনও অসঙ্গত ব্যবহার দেখিলে প্রভুর মুখে তাঁহার প্রতি তিরস্কার স্ফুরিত হয়, তাই সনাতনের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেওয়াতে প্রভু জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়াছেন, আর সনাতনের প্রতি প্রভুর যে-প্রীতি, তাহার স্বভাবই এইরূপ যে, সনাতনের গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রভু তাঁহাকে স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারেন না, "তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ (পূর্ববর্ত্তী পয়ার)।" সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া প্রতীত হয়, সনাতনে যদি এমন কিছুও দেখেন, তবে তাহাও বুঝিবা প্রভুর নিকটে গুণ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, এইগুণও বুঝিবা প্রভুর মুখে সনাতনের প্রশংসা স্ফুরিত করাইবে, সনাতনের মধ্যে এমনিই একটা অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে, যাতে প্রভু এরূপ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিশেষত্বটী কি এবং সনাতন ও জগদানন্দের প্রতি প্রীতির পার্থক্যের হেতুই বা কি, তাহা বুঝিতে হইলে উভয়ের দ্বাপর লীলার স্বরূপটী জানা দরকার। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত দ্বাপর-লীলায় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী সত্যভামা। "সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ৫১॥" মহিষীদিগের সমঞ্জসা-রতিময়ী প্রীতি, এই প্রীতি সময় সময় স্বসুখবাসনাদ্বারা ভেদ-প্রাপ্ত হয়, তাই তাঁহাদিগের প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত নহেন বলিয়া যখনই তাঁহাদের ব্যবহারে কোনও অসঙ্গতি দেখা যায়, তখনই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় মহাভাবের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি অনুভব করেন—এমন কি তাঁহাদের মানগর্ভ ভর্ৎসনেও শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু মহিষীবর্গের মহাভাব নাই বলিয়া, তাঁহাদের রতি সম্ভোগেচ্ছাদ্বারা ভেদ-প্রাপ্ত হয় বলিয়া (পট্টমহিষীণান্তু সম্ভোগেচ্ছায়াঃ পার্থক্যেন স্থিতত্বাৎ—উ নী স্থা ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা), তাঁহাদের মন সম্যক্‌রূপে প্রেমাত্মকও হইতে পারে না, মহাভাবত্ব প্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা (সম্যক্ প্রেমাত্মকমপি মনো ন স্যাৎ কুতোঽস্য মহাভাবাত্মকত্বশঙ্কেতি—উ নী স্থা শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা)। তাই তাঁহাদের অসঙ্গত ব্যবহারে, এমন কি তাঁহাদের মান-আদিতেও শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়ে প্রীতি-অনুভব করেন না, সময় সময়-তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিনি তিরস্কারও করিয়া থাকেন। নারদের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা যখন দ্বারকায় এক অভিনব বৃন্দাবন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের কৃত্রিম প্রতিমা রচনা করিয়াছিলেন, তখন ব্রজভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ গোপী-প্রতিমাগুলিকে তাঁহার বাস্তব-প্রেয়সী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি সপ্রেম বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দূর হইতে সত্যভামা তাহা জানিতে পারিয়া মানবতী হইয়াছিলেন। তাঁহার মানের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, দাসীদ্বারা তাঁহাকে নিজের নিকটে আনাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। (বৃহদ্‌ভাগবতামৃত)। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৃন্দের যেরূপ প্রীতি, তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ প্রীতি, এই প্রীতির স্বভাবেই সত্যভামার মান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তিরস্কার আনয়ন করিয়াছিল। সেই সত্যভামাই নবদ্বীপ-লীলায় জগদানন্দ-পণ্ডিত; দ্বারকা লীলায় ও নবদ্বীপ-লীলায় দেহ বিভিন্ন হইলেও প্রীতি একই,

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসের জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান॥ ১৬৭

অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং জগদানন্দের অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া প্রভু যে তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে, ইহা জগদানন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতির স্বভাবেই হইয়া থাকে।

আর শ্রীসনাতনগোস্বামী ব্রজলীলায় ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধিকার সেবা-পরা দাসী রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গমঞ্জরী)—'যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥ সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। —গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৮১॥" ব্রজের মঞ্জরীগণও মহাভাববতী, তাঁহাদের মন-আদি ইন্দ্রিয়বর্গও মহাভাবের স্বরূপ-প্রাপ্ত, সুতরাং তাঁহাদের যে-কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই, এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারেও শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসনা। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩॥" ব্রজ-সুন্দরীদিগের সমর্থা-রতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীকরণে সমর্থা, তাই তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রীতি-মণ্ডিত বলিয়া প্রতীত হয়, তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারেই শ্রীকৃষ্ণের মনে তাঁহাদের গুণ-মাধুর্য্য স্ফুরিত করায় এবং তাঁহাদের গুণে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াই আনন্দ পায়েন, কেবল যে মুখেই তাঁহাদের প্রশংসা করেন, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের মন তাঁহাদের গুণ-গৌরবে উৎফুল্ল, শ্রীকৃষ্ণের মুখ ও চক্ষু তাঁহাদের গুণ-প্রশংসায় উদভাসিত। ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ সান্দ্রা-কেবলা-প্রীতি, তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ প্রীতি এবং এই প্রীতির স্বভাবেই তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহার। এই সান্দ্রা কেবলা-প্রীতি লইয়াই শ্রীমতী রতিমঞ্জরী (বা লবঙ্গমঞ্জরী) নবদ্বীপলীলায় শ্রীসনাতন-রূপে প্রকট হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গুণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে তাঁহার প্রশংসা, স্ফুরিত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রীতের স্বভাবে বাহাতে" স্থলে "প্রীতস্বভাবে করায় তাতে" পাঠান্তর আছে।

১৬৭। এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের কণ্ডুরসার কথা বলিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, তোমার দেহে কণ্ডু হওয়ায় এবং সেই কণ্ডু হইতে রস বাহির হওয়ায় তুমি তোমার দেহকে ঘৃণার্হ মনে করিতেছ, তাই আমাকে আলিঙ্গন করিতে নিষেধ কর। কিন্তু তোমার দেহ স্পর্শ করিলে আমি যে অমৃত পান করার আনন্দ পাইয়া থাকি।"

বীভৎস—ঘৃণিত। **লাগে অমৃত সমান**—অমৃতের মত মনে হয়, অমৃতের মত লোভনীয় ও উপাদেয়, অমৃত পান করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তোমার দেহ-স্পর্শ করিলেও সেইরূপ আনন্দ পাই।

১৬৮। সনাতনের দেহ প্রভুর নিকটে অমৃত-তুল্য লাগে কেন, তাহা বলিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, প্রাকৃত-দেহেই বীভৎস কণ্ডু হয়, তাহা হইতে দুর্গন্ধময়-রস নির্গত হয়; কিন্তু তোমার দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, তোমার দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তুমি তোমার দেহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতেছ এবং তাই আলিঙ্গন করিতে নিষেধ করিতেছ।"

সনাতন সাধারণ জীব নহেন, সুতরাং জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহার দেহ বাস্তবিকই অপ্রাকৃত—চিন্ময়। কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ হইলে তাহাতে কণ্ডু হইল কেন? সনাতন নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর হইলেও জীবশিক্ষার নিমিত্ত সাধক-জীবের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সাধক-জীবের যে-সমস্ত অবস্থা হইতে পারে, সেই সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া সনাতনকেও লীলা-শক্তি লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকেও অনেক বিষয়ে সাধারণ মানুষের স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, যেন মানুষ সহজে তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। আর এই

প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥ ১৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কণ্ডুর উপলক্ষ্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে যে-সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রাকট্যও কণ্ডু-প্রকাশের একটা উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কণ্ডু-রহস্য আরও প্রকাশ পাইবে।

১৬৯। বপু দেহ। **ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান**—ভদ্র (ভাল) এবং অভদ্র (মন্দ) এইরূপ বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান। এই বস্তু ভাল, এই বস্তু মন্দ এইরূপ জ্ঞান। **প্রাকৃতে**—প্রাকৃত-বস্তুতে।

প্রভু আরও বলিলেন, "সনাতন, তোমার দেহ প্রাকৃত তো নহেই, সুতরাং আমার উপেক্ষার বস্তুও নহে। কিন্তু তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তাহা হইলেও আমার পক্ষে তোমার দেহকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইত না। কারণ, প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে ভাল-মন্দ-জ্ঞান খাটে না—প্রাকৃত বস্তু-সম্বন্ধে, 'এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ', এইরূপ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র।

প্রভু এই যে কথাগুলি বলিলেন, এ-সব সমস্তই জ্ঞান-মার্গের কথা, ভক্তি মার্গের কথা নহে। ভক্তি-মার্গে প্রাকৃত বস্তুতেও ভাল-মন্দ বিচার আছে, সাধক-ভক্তের আচরণ এবং বিগ্রহ-সেবাদির বিধি হইতেই তাহা বুঝা যায়। কোনও বস্তু-গ্রহণের বিধি আছে, আবার কোনও বস্তু-গ্রহণের বিধি নাই, ভগবৎ-সেবায় কোনও বস্তু দেওয়ার বিধি আছে, আবার কোনও বস্তু দেওয়ার বিধি নাই, ইত্যাদি শাস্ত্রাদেশ হইতে বুঝা যায়, ভক্তি-মার্গে ভাল-মন্দ বিচার আছে। কিন্তু জ্ঞানমার্গে ভাল-মন্দ বিচারের অবকাশ নাই। ভালমন্দ বিচার করিতে হইলেই একাধিক বস্তু থাকা দরকার, একাধিক বস্তু থাকিলেই, একটীর সঙ্গে তুলনায় অপরটী ভাল বা মন্দ হইতে পারে, কিন্তু যেখানে কেবল একটী মাত্র বস্তু অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান, কোনও সময়েই যেখানে দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা ছিল না, সেখানে ঐ একটী বস্তু সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার চলে না। জ্ঞান-মার্গের মতে সমস্ত জগৎই এক ব্রহ্ম, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, ব্রহ্ম-ব্যতীত কোথাও অপর কোনও বস্তু নাই। তবে যে জগতে আমরা অনেক বস্তু দেখিতে পাই, তাহা আমাদের ভ্রান্তি। ভ্রান্তি-বশতঃ যেমন কেহ রজ্জু-খণ্ডকে সর্প বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ মায়াকৃত ভ্রান্তি-বশতঃ আমরা ব্রহ্মকেই ঘট-পটাদি বলিয়া মনে করিতেছি। বাস্তবিক ঘট-পটাদি দৃশ্যমান বস্তুর কোনও সত্তা নাই। দৃশ্যমান ঘট-পটাদি বস্তুর যখন কোনও সত্তাই নাই তখন তাহাদের সম্বন্ধে 'এইটী ভাল, এইটী মন্দ' এইরূপ বিচারও চলিতে পারে না—যাহার সত্তাই নাই, তাহার আবার ভাল-মন্দ গুণ থাকিবে কিরূপে? তথাপি যে আমরা 'এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ' এইরূপ বিচার করিয়া থাকি—ইহা ভ্রান্তি মাত্র, বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেমন ভ্রান্তি, তাহার গুণ-কল্পনা করাও তেমনি ভ্রান্তি। ইহাই জ্ঞান-মার্গের মত।

ভক্তি মার্গের মতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের পরিণতিমাত্র, স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও নিজে অবিকৃত থাকেন। সুতরাং ঘট-পটাদি যে-সমস্ত বস্তু আমরা জগতে দেখিতেছি, তাহাদের একটা অস্তিত্ব আছে, অবশ্য অস্তিত্ব নিত্য নহে। আমরা যাহা দেখিতেছি, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত তাহা ভ্রান্তিমাত্র নহে, ইহা চক্ষুর ধাঁধা নহে, যাহা দেখিতেছি, তাহা সত্যই আছে, তবে তাহা নিত্য নহে, তাহা যখন আছে, তখন তাহার গুণও আছে, সুতরাং তাহা-সম্বন্ধে ভাল মন্দ জ্ঞানও ভ্রান্তি নহে।

কিন্তু কথা এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে শুদ্ধা-ভক্তি প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন, নিজের আচরণের দ্বারা জীবকে ভজন-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শুদ্ধা-ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি কেন সনাতন-গোস্বামীর নিকটে জ্ঞান-মার্গের কথা বলিলেন? কেবল মুখে-মাত্র বলা নহে, গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জ্ঞান-যোগ-প্রকরণের শ্লোক উল্লেখ করিয়া নিজের বক্তব্য-বিষয়টীর সমর্থনও করিলেন।

সনাতনের দেহ যে উপেক্ষণীয় নহে, ইহা প্রমাণ করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। তিনি ইহা দুইভাবে করিলেন। প্রথমতঃ বলিলেন, সনাতনের দেহ প্রাকৃত নহে—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময়, নিত্য; সুতরাং উপেক্ষণীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিলেন, সনাতনের দেহ তো প্রাকৃত নহেই, তথাপি যদি সনাতন তাহাকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন, তবুও প্রভুর নিকটে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। সনাতনের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত দেহকে তর্কের অনুরোধে প্রভু প্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াই তাঁহার যুক্তি দেখাইতেছেন। সনাতনের দেহ প্রাকৃত হইলেও যে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা দেখাইতে যাইয়া প্রভু কতকগুলি জ্ঞান-যোগের কথা বলিলেন। সম্ভবতঃ প্রভু স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিয়াই (অথবা সনাতনের সঙ্গে পরিহাস করিয়াই) এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই শঙ্কর-মতাবলম্বী জ্ঞানমার্গের সাধক ছিলেন। সন্ন্যাসী দেখিলেই তখন লোকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া মনে করিত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রথমে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও প্রায় সকল সময়েই আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেন, এই সন্ন্যাস-বেশের অন্তরালে তিনি অনেক সময়েই আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন—তাই রায়রামানন্দের নিকটেও প্রথমে প্রভু বলিয়াছিলেন, "আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।" এস্থলেও প্রভু তাহা করিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-বেশকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি নিজেকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাই প্রভুর মুখে জ্ঞানযোগের কথা বাহির হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে প্রভুর দৈন্য প্রকাশ পাইল কিরূপে? উত্তর :—ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। এই সেব্য-সেবক-ভাবই ভক্তি-সাধনের ভিত্তি, ইহা যাহার নাই, তাহার পক্ষে ভক্তি-সাধন অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞানমার্গে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ মনে করা হয়, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নিজেদিগকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান করেন; তাহাতে সেব্য-সেবক-ভাব নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ভক্তি-সাধন হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতে হয়। মহাপ্রভু নিজেকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে ইঙ্গিত করিতেছেন যে,—

"মায়াবাদী সন্ন্যাসী-আমি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়াই অভিমান করি; আমি যে ব্রহ্মের দাস, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অধীন, এই জ্ঞান আমার নাই; তাই ভক্তিমার্গের সাধন তো দূরে, ঐ সাধনের মূল ভিত্তি যে সেব্য-সেবক-ভাব, তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত।" এই সেব্য-সেবক ভাবের অভাব জ্ঞাপন করাতেই তাঁহার দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে।

সনাতনের প্রতি প্রভুর উক্তিতে প্রভুর দৈন্যব্যতীত পরিহাসও বুঝাইতে পারে। পরিহাস করার উদ্দেশ্যেই হয়তো প্রভু জ্ঞানমার্গের কথা বলিয়াছেন। পরিহাস (বা রগড়) করিয়া প্রভু বলিলেন—"সনাতন, তুমি যে তোমার দেহকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতেছ, তাতেই বা আমার কি? প্রাকৃত হইলেও তোমার দেহ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার বেশ দেখিয়াই তো তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী; আমার নিকটে আর ভাল-মন্দ কি? ব্রহ্মব্যতীত আর যে-সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তোমরা কল্পনা কর, সেই সমস্তই তোমাদের ভ্রান্তি; সেই সমস্ত বস্তুর মধ্যে 'এইটী ভাল, এইটী মন্দ' এইরূপ যে তোমাদের জ্ঞান, তাহাও ভ্রান্তি; এ-সমস্ত তোমাদের ভ্রান্তিপূর্ণ মনের ভ্রান্ত-কল্পনা মাত্র। আমি জ্ঞানী, আমি সেই ভ্রান্তিতে পড়িব কেন? আমার কাছে ভাল-মন্দ কিছু নাই, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। বিশেষতঃ, আমি যখন জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসী, তখন চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমান জ্ঞান; সুতরাং তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না, উপেক্ষা করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া যাইবে।"

অথবা—প্রাকৃত জগতে সমস্ত বস্তুই যখন প্রাকৃত—সুতরাং একজাতীয়, তখন ভাল-মন্দরূপ পার্থক্য তাহাদের মধ্যে আছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

তথাহি (ভা ১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। ৬

দ্বৈত ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এইসব ভ্রম॥ ১৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

দ্বৈতাসত্যতয়া স্তুতিনিন্দয়োর্নির্বিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি কিং ভদ্রমিতি সার্দ্ধষড়্ভিঃ। অবস্তুনো দ্বৈতস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং কিয়দ ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ বাচেতি। বাগিন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। বাচা উদিতমুক্তম্ চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্ দৃশ্যং তদনৃতমিতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬। অন্বয়। অবস্তুনঃ (অবস্তু বা মিথ্যাভূত) দ্বৈতস্য (দ্বৈতবস্তুর মধ্যে) কিং ভদ্রং (ভদ্র—পবিত্রই বা কি) কিং বা অভদ্রং (অভদ্র—অপবিত্রই বা কি)? কিয়ৎ (কতই বা) ভদ্রং (ভদ্র—পবিত্র), কিয়ৎ বা (কতই বা) অভদ্রং (অভদ্র—অপবিত্র), [যতঃ] (যেহেতু) বাচা (বাক্যদ্বারা) [যৎ] (যাহা) উদিতং (কথিত—উপলক্ষণে, যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত—হয়), মনসা (মনোদ্বারা) ধ্যাতং এব চ (চিন্তিতও হয়) তৎ (তাহা) অনৃতম (মিথ্যা) [অথবা, "মনসা ধ্যাতম এব চ"-এই অংশকে সর্ব্বশেষে রাখিয়া] মনসা (মনোদ্বারা) এব চ (ই) ধ্যাতম (চিন্তিত—ভদ্রাভদ্ররূপে চিন্তা মাত্র করা হয় বস্তুতঃ ভদ্র বা অভদ্র কিছুই নহে)।

অনুবাদ। মিথ্যাভূত দ্বৈতবস্তুর মধ্যে পবিত্রই বা কি, অপবিত্রই বা কি? এবং কতই বা পবিত্র, আর কতই বা অপবিত্র (অর্থাৎ মিথ্যাভূত জগতের মধ্যে কোনও বস্তু পবিত্র বা অপবিত্র নাই)। কেননা, যাহা বাক্যদ্বারা কথিত হয়, কিম্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা এবং মনদ্বারা চিন্তিত পদার্থও মিথ্যা (অথবা পদার্থ ই মিথ্যা, কেবল মনের চিন্তাদ্বারাই তাহাকে পবিত্র বা অপবিত্র জ্ঞান করা হয়)। ৬

অবস্তুনঃ দ্বৈতস্য—যাহা অবস্তু এমন যে দ্বৈতবস্তু তাহার মধ্যে। যাহার বাস্তব সত্তা আছে, যাহা বাস্তবরূপে সত্য, তাহাই হইতেছে বস্তু, যাহার বাস্তব সত্তা নাই, যাহা সত্য নহে, তাহা হইতেছে অবস্তু। দ্বৈত বস্তু হইতেছে—অবস্তু অসত্য। কিন্তু দ্বৈত কি? মায়াবাদী বা বিবর্ত্তবাদীরা বলেন—একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু, এই জগৎ অসত্য, জগতের কোনও সত্তাই নাই, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে, এই ভ্রম দূর হইলেই দেখা যাইবে, জগৎ বলিয়া কিছু নাই। সত্য বস্তু ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, অসত্য এই জগৎ হইতেছে অবস্তু। সত্য বস্তু ব্রহ্ম হইলেন একটী বস্তু, এই জগৎকে ভ্রান্তিবশতঃই আর একটী—দ্বিতীয় একটী—বস্তু বলিয়া মনে করা হয়। এই কল্পিত দ্বিতীয় বস্তুটীই দ্বৈত।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই শ্লোক পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১৭০। **দ্বৈত**—পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভদ্রাভদ্র জ্ঞান**—ভদ্র (ভাল) ও অভদ্র (মন্দ) এইরূপ বুদ্ধি। এই বস্তুটী ভাল, এই বস্তুটী মন্দ, এইরূপ জ্ঞান। **মনোধর্ম্ম**—মনের ধর্ম্ম, ভ্রমাত্মক মনের ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "মনসা ধ্যাতমেব চ" অংশের অর্থই এই পয়ারে প্রকাশ করা হইয়াছে। "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা"—ইত্যাদি শ্লোকটী জ্ঞানমার্গ-সম্বন্ধীয়।

মায়াবাদীরা ব্যতীত অন্যান্যেরা এই জগৎকে অসত্য (একেবারে অস্তিত্বহীন) মনে করেন না, তাঁহারা বলেন—এই জগৎ একেবারে অস্তিত্বহীন নহে; ইহার অস্তিত্ব আছে, তবে এই অস্তিত্ব নিত্য নহে, অনিত্য। এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, মায়াবাদীরা তাঁহাদের সকলকেই সাধারণ কথায় দ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সকলেই দ্বৈতবাদী নহেন। যাঁহারা দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকেই দ্বৈতবাদী বলা সঙ্গত। মায়াবাদীরা যাঁহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, তাঁহাদের সকলেই দুইটী পৃথক তত্ত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ,

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৫।১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কীদৃশাস্তে জ্ঞানিন যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেঽপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাম যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্মণো বৈষম্যম। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্যনিরপেক্ষ, তাহাই তত্ত্বপদ বাচ্য হইতে পারে (ভূমিকায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা এই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের সকলেই জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা মনে করেন—এই জগৎ ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, বেদান্তও তাহাই বলেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ। সুতরাং জগৎ একটী পৃথক্ তত্ত্ব হইতে পারে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও জগৎকে পৃথক্ তত্ত্ব বলেন না, তাঁহারা বলেন—জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও দ্বৈতবাদী নহেন; তাঁহারাও অদ্বয়-তত্ত্ববাদী। মধ্বাচার্য্যব্যতীত আর সকলেই অদ্বয়-তত্ত্ববাদী। অবশ্য এই অদ্বয়-তত্ত্ববাদীরা সকলেই এক রকমের অদ্বয়-তত্ত্ববাদী নহেন।

যাহা হউক মায়াবাদী জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা বলেন—এই জগতের যখন অস্তিত্বই নাই, তখন জগতের কোনও বস্তুকে ভাল এবং কোনও বস্তুকে মন্দ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র।

"দ্বৈত"-স্থলে "দ্বৈতে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং শ্বপাক—সকলেতেই (পরম-কারণরূপে পরমাত্মা সমানভাবে বিদ্যমান আছেন—ইহা অনুভব করিয়া, এই সমস্ত বৈষম্যময় বস্তুতেও) যাঁহারা সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত। ৭

এই শ্লোকে প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে-সমস্ত বস্তুর মধ্যে বৈষম্য আছে, সে-সমস্ত বস্তুতেও যাঁহারা বৈষম্য দেখেন না, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। বৈষম্য দুই রকমের—জাতিগত বৈষম্য এবং গুণ-কর্ম্মগত বৈষম্য। মানুষ, গরু, হাতী, কুকুর ইত্যাদিতে জাতিগত বৈষম্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডালাদি হইল এক জাতীয় জীব, গরু হইল এক জাতীয় জীব, হাতী আর এক জাতীয় জীব, কুকুর আর এক জাতীয় জীব, ইহারা পরস্পর ভিন্ন জাতীয় হইলেও—সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে—আকারাদিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদের সকলকেই সমান মনে করেন। আবার একই মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণে ও শ্বপাকে (কুকুর-মাংসভোজী নীচজাতি বিশেষে) গুণকর্ম্মগত বৈষম্য আছে, ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মাদি একরূপ, শ্বপাকের গুণকর্ম্মাদি অন্যরূপ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ইহাদের মধ্যে বৈষম্য দেখেন না। **ব্রাহ্মণে**—বিদ্যা, বিনয়, ভগবদ্ভক্তি-আদি যাঁহার আছে, তাদৃশ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; তাঁহাতে। **গবি**—গো বা গরুতে। **হস্তিনি**—হস্তীতে। **শুনি**—কুকুরে। **শ্বপাকে**—শ্ব (কুকুর)-মাংসভোজী হীনাচার-সম্পন্ন জাতি বিশেষে।

প্রকৃত জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জগতের সকল বস্তুকেই সমান বলিয়া মনে করেন, এই বস্তু ভাল, এই বস্তু মন্দ,—এইরূপ বৈষম্য-জ্ঞান তাঁহাদের নাই; সুতরাং বৈষম্য-জ্ঞান যে ভ্রমাত্মক, তাহাই ব্যতিরেক-মুখে সপ্রমাণ হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৭০ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

তথাহি তত্রৈব (৬৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

**আমি ত সন্ন্যাসী—আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ ১৭১**

**এইলাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি, নিজধর্ম্ম যায় ॥ ১৭২**

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যোগারূঢস্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তং উপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকম্ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভব স্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ অতএব বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ড-পাষাণ-সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ উচ্যতে। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮। অন্বয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত), কূটস্থঃ (যিনি নির্ব্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (যিনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (এবং যিনি মৃত্তিকাখণ্ডে, শিলায় এবং কাঞ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) যোগী (যোগী—সেই যোগী) যুক্তঃ (যোগারূঢ) উচ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী এবং যিনি মৃত্তিকা-খণ্ডে, শিলাতে ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই যোগারূঢ (যুক্ত) যোগী। ৮

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা—জ্ঞান (শাস্ত্র ও উপদেশাদি হইতে লব্ধ জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ-অনুভূতি, ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি বা ভগবদনুভূতি) দ্বারা তৃপ্ত (নিরাকাঙ্ক্ষ) হইয়াছে আত্মা (চিত্ত) যাঁহার, তাদৃশ। শাস্ত্রালোচনাদ্বারা, জ্ঞানিলোকের মুখের উপদেশাদিদ্বারা এবং সর্ব্বোপরি ভগবদনুভূতি লাভ করিয়া যাঁহার স্বসুখমূলক বাসনাদি দূরীভূত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি।

কূটস্থঃ—নির্ব্বিকার ; চিত্ত-চাঞ্চল্যশূন্য। **সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ**—সম (বৈষম্যহীন) হইয়াছে লোষ্ট্র (মৃত্তিকাখণ্ড), অশ্ম (শিলা বা প্রস্তর) এবং কাঞ্চন (স্বর্ণ) যাঁহার নিকটে ; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং স্বর্ণকেও সমান মনে করেন। **যুক্তঃ**—যোগারূঢ।

এই শ্লোকও ব্যতিরেক মুখে ১৭০-পয়ারের প্রমাণ।

১৭১। আমি ত সন্ন্যাসী—প্রভু বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাসী।" "সন্ন্যাসী" বলিতে "আমি জ্ঞান-মার্গের সন্ন্যাসী" ইহা বলাই প্রভুর অভিপ্রায় ; যেহেতু তৎকালে প্রায় সকল সন্ন্যাসীই জ্ঞান-মার্গের সাধন করিতেন। ইহা প্রভুর দৈন্য বা পরিহাসোক্তি। **আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম**—আমি জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী বলিয়া, সকল বস্তুকে সমান মনে করাই আমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম। **চন্দনে পঙ্কে** ইত্যাদি—সকল বস্তুকে সমান মনে করা আমার ধর্ম্ম বলিয়া চন্দনে ও পঙ্কে কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

যাঁহারা মায়াবাদী নহেন, তাঁহারা চন্দনের সুগন্ধ আছে বলিয়া চন্দনকে ভাল এবং পঙ্কের দুর্গন্ধ আছে বলিয়া পঙ্ককে মন্দ মনে করিয়া থাকেন , কিন্তু মায়াবাদী জ্ঞানীরা বলেন চন্দন ও পঙ্কের যখন কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহাদের সুগন্ধ দুর্গন্ধও থাকিতে পারে না। চন্দন ও পঙ্কের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যেমন ভ্রান্তি, তাহাদের সুগন্ধ-দুর্গন্ধ কল্পনা করাও ভ্রান্তি। এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত, এবং সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের সাধকেরা সকল বস্তুকেই সমান বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত গীতার শ্লোকদ্বয় ইহার প্রমাণ।

১৭২। এই লাগি ইত্যাদি—সমদৃষ্টিই আমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম বলিয়া, প্রাকৃত হইলেও তোমার দেহকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তোমার দেহকে প্রাকৃত মনে করিয়া, তাহাতে কণ্ডুরসা আছে বলিয়া যদি আমি ঘৃণা করি তাহা হইলে আমার সন্ন্যাসোচিত-ধর্ম্ম নষ্ট হয়—কারণ চন্দনে ও পঙ্কে সমান মনে করাই সন্ন্যাসোচিত ধর্ম্ম। **নিজ ধর্ম্ম**—আমার সন্ন্যাসোচিত ধর্ম্ম। এই সমস্তই প্রভুর দৈন্যোক্তি বা পরিহাসোক্তি।

হরিদাস কহে—প্রভু! যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য-প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ ১৭৩
আমাসভা অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ করিতে প্রচার ॥ ১৭৪

প্রভু হাসি কহে—শুন হরিদাস সনাতন!।
তত্ত্ব কহি—তোমাবিষয়ে যৈছে মোর মন ॥ ১৭৫
তোমাকে 'লাল্য' মানি আপনাকে 'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭৩। বাহ্য-প্রতারণা—অন্তরের কথা গোপন করিয়া বাহিরের কথাদ্বারা ছলনা।

প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"প্রভু, তুমি যে বলিলে, প্রাকৃত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র বিচার নাই, সন্ন্যাসী বলিয়া সমদৃষ্টিই তোমার আশ্রমোচিত ধর্ম্ম, প্রাকৃত বলিয়া সনাতনের দেহকে উপেক্ষা করিলে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, তাই তুমি সনাতনকে উপেক্ষা করিতেছ না—এই সমস্ত তোমার বাহিরের ছলনা মাত্র, এ-সব তোমার অন্তরের কথা নহে। এই সকল জ্ঞান-মার্গোচিত বাহিরের কথার আবরণে তুমি তোমার অন্তরের সত্য কথা গোপন করিতেছ; তাই তোমার কথা অন্তরের প্রকৃত কথা বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

নাহি মানি আমি—প্রকৃত অন্তরের কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

১৭৪। হরিদাস আরও বলিলেন, "প্রভু, আমরা অত্যন্ত অধম, পতিত, তথাপি যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা তোমার সন্ন্যাসাশ্রমোচিত-ধর্ম্ম-সমদৃষ্টি-বশতঃ নহে। দীনের প্রতি, পতিত অধমের প্রতি তুমি স্বভাবতঃই দয়ালু, ইহা তোমার স্বরূপগত গুণ, তাই পতিত-পাবন প্রভু তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ; ইহাই প্রকৃত কথা। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা তোমার বাহিরের কথা, আত্মগোপনের ছলনা মাত্র।"

আমাসভা অধমে—আমাদের মত অধম-পতিতদিগকে। **অঙ্গীকার**—আত্মসাৎ; তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ। **দীন দয়ালু গুণ**—দীনের প্রতি দয়ালু, এই গুণ। পতিত-পাবন গুণ। **দীন**—ভক্তিহীন, অধম, পতিত। ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন।" দীন অর্থ দরিদ্র; এ-স্থলে ভক্তিধনে দরিদ্র; ভক্তিহীন। **করিতে প্রচার**—তুমি যে পতিত-পাবন, দীনের প্রতি অধিকতর দয়ালু, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত। প্রভু যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইল মায়াবাদী জ্ঞানীদের কথা। তাঁহাদের মতে পরব্রহ্ম হইলেন নির্ব্বিশেষ, নিগুর্ণ, নিঃশক্তিক, কারুণ্যাদিগুণ তাঁহাতে নাই। হরিদাস ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—"প্রভু, তুমি তো স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্—শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরং ব্রহ্ম পরং ধাম, শ্রীকৃষ্ণই পবিত্রমোঙ্কারঃ; সুতরাং তুমিই পরব্রহ্ম। কিন্তু প্রভু তুমি তো কারুণ্যাদি-গুণহীন নও; তাহাই যদি হইতে, তাহা হইলে 'আমা সভা অধমে' তুমি কিরূপে 'করিয়াছ অঙ্গীকার?' সুতরাং তুমি যাহা বলিলে, তাহা বাহ্য-প্রতারণামাত্র।"

১৭৫। প্রভু হাসি কহে—হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন। প্রভুর অন্তরের কথা হরিদাস বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আনন্দে প্রভু হাস্য করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস শুন, সনাতনও শুন, প্রকৃত কথা (তত্ত্ব) বলিতেছি: তোমাদিগের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব যাহা, তাহা বলিতেছি, শুন।"

১৭৬। তোমাকে ইত্যাদি—মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের কথা বলিতেছেন, 'তোমাকে লাল্য মানি' হইতে 'আমার ঘৃণা না জন্মায়' পর্য্যন্ত চারি-পয়ারে। **তোমাকে—হরিদাস** ও সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

লাল্য—লালন-যোগ্য। মাতা যে সন্তানের মল-মূত্র পরিষ্কার করেন, স্নানাদিদ্বারা সন্তানের দেহের মলিনতা দূর করেন, সন্তানের বেশভূষা করেন, অঙ্গরাগাদি করেন, এই সমস্ত-মাতাকর্ত্তৃক সন্তানের লালন। সন্তান যেমন মাতার

(আপনাকে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা সভাকে করোঁ মুঞি বালক-
অভিমান ॥) ১৭৭
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায।
ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায় ॥ ১৭৮
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥ ১৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লাল্য, হরিদাস এবং সনাতনও তেমনি প্রভুর লাল্য। যেখানে প্রীতি ও স্নেহের গাঢ বন্ধন থাকে, সেখানেই লালন, বা লাল্য-লালক-সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে।

প্রীতিময়ী পরিচর্য্যাই লালন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেও পরিচর্য্যা হইতে পারে, যেমন ডাক্তার-খানার লোকগণ ওলাউঠারোগীর মলমূত্র সরাইয়া নেয়। কিন্তু এইরূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পরিচর্য্যাকে লালন বলে না। প্রাণের টানে, নিতান্ত আপনার বুদ্ধিতে যে-পরিচর্য্যা, তাহার নামই লালন। **মানি**—মনে করি। **আপনাকে**—(প্রভু বলিলেন) আমার নিজেকে। **লালক**—লালন-কর্ত্তা, মাতাপিতা যেমন সন্তানের লালক, তদ্রূপ প্রভুও হরিদাস ও সনাতনের লালক। **অভিমান**—জ্ঞান। প্রভু বলিলেন "আমি নিজেকে তোমাদের লালক বলিয়া মনে করি।" **দোষ পরিজ্ঞান**—দোষের অনুভূতি। যাহা অপরের চক্ষুতে দোষের বলিয়া মনে হয়, এমন কিছুও যদি লাল্য-ব্যক্তিতে থাকে, তাহাও লালকের চক্ষুতে দোষের বলিয়া মনে হয় না।

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! সনাতন! আমি নিজেকে তোমাদের লালক বলিয়া মনে করি, আর তোমাদিগকে আমার লাল্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে এমন কিছুও যদি থাকে, যাহা অপরের পক্ষে ঘৃণনীয়, তাহাও আমার নিকট ঘৃণনীয় বলিয়া মনে হয় না।" পরবর্ত্তী "মাতার যৈছে" ইত্যাদি পয়ারের দৃষ্টান্ত-দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

১৭৭। আপনাকে—(প্রভু বলিলেন) আমার নিজেকে। **অমান্য-সমান**—আমি যে তোমাদের অত্যন্ত মাননীয়, এইরূপ জ্ঞান আমার হয় না। মাতা যখন সন্তানের মল-মূত্র দূর করিয়া তাহাকে লালন করেন, তখন তিনি মনে করেন না যে, তিনি সন্তানের অত্যন্ত মাননীয়—সুতরাং সন্তানের মলমূত্র দূর করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত, যেখানে প্রীতির বন্ধন নাই, সেখানেই মান্যজ্ঞান বা গৌরব-বুদ্ধি, প্রীতির প্রভাবে সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত দূরত্ব দূর হইয়া যায় প্রীতির প্রভাবেই লালক লাল্যকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, তাহার মলমূত্রাদি স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে না, বরং আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। হরিদাস-সনাতনের প্রতিও প্রভুর এই জাতীয় ভাব।

বালক-অভিমান—তোমাদিগকে আমি আমার বালক বা শিশু সন্তান বলিয়া মনে করি। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

১৭৮। অমেধ্য—মলমূত্র।

এই পয়ারে মাতা পুত্রের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রভু লাল্য-লালক-সম্বন্ধটী বুঝাইতেছেন। প্রভু বলিলেন—"সন্তানের লালন-কালে সন্তানের মল-মূত্র (অমেধ্য) মাতার গায়ে লাগে, তাতে মাতার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, বরং সন্তানকে মল-মূত্র হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মাতার মনে আনন্দই হইয়া থাকে। তদ্রূপ, সনাতন! হরিদাস! তোমরা আমার শিশু সন্তান তুল্য লাল্য, আর আমি মাতার তুল্য তোমাদের লালক, তোমাদের দেহে যদি কিছু ক্লেদও (সনাতনের কণ্ডুরসা) থাকে, তবে তাহাতেও আমার মনে ঘৃণার উদয় হয় না, বরং তোমাদিগকে তখনও স্পর্শ করিতে—আলিঙ্গন করিতে আমার আনন্দ জন্মে। শিশু-সন্তানের দেহে যদি কণ্ডুরসা থাকে, তাহা হইলে মাতা কি তাহাকে কোলে নেন না? না কি কোলে নিতে ঘৃণা বোধ করেন?"

১৭৯। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য (মলমূত্র)। **লালকে**—লালকের নিকটে। **চন্দনসম ভায়**—চন্দনের মত প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হয়। **সনাতনের ক্লেদে**—সনাতনের কণ্ডুরসায়।

হরিদাস কহে—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥ ১৮০
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ অঙ্গে কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥ ১৮১
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ?॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভু বলিলেন—"শিশু-সন্তানের মলমূত্র মাতার নিকটে যেমন ঘৃণার বস্তু নহে, বরং চন্দন-স্পর্শে যেমন সুখের অনুভব হয়, শিশু-সন্তানের মলমূত্রময় দেহ আলিঙ্গন করিয়াও মাতার তদ্রূপ বা ততোধিক সুখই জন্মে, তদ্রূপ সনাতনের গায়ে কণ্ডুরসা দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেও আমার ঘৃণার উদ্রেক হয় না, বরং অত্যন্ত আনন্দই অনুভব করিয়া থাকি।"

ইহাই বাস্তবিক প্রীতির লক্ষণ ; প্রীতি অন্যবস্তু-নিরপেক্ষ সামগ্রী ; বাহ্যিক মলমূত্র বা আন্তরিক দোষাদিতেও প্রীতির শিথিলতা জন্মে না।

১৮০। হরিদাস কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান। তুমি পরম দয়ালু ; তোমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব—কি উদ্দেশ্যে তুমি কখন কি কর, তাহা—আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই।

এই পয়ারের, বিশেষতঃ ঈশ্বর ও দয়াময় শব্দদ্বয়ের, তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। হরিদাসঠাকুর বলিয়াছেন, "আমাদের মত অধম জীবকেও যে প্রভু তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, তোমার দীন-দয়ালুতা-গুণই তাহার একমাত্র হেতু।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তাহা নহে, আমি তোমাদিগকে আমার লাল্য মনে করি, আর আমার নিজেকে তোমাদের লালক মনে করি, তাই অন্যের নিকটে যাহা ঘৃণার বিষয়, এমন কিছু তোমাদের মধ্যে থাকিলেও আমার তাতে ঘৃণার উদ্রেক হয় না।" এই কথা শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সমস্ত জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, তাই তুমি জীবমাত্রেরই পিতার তুল্য ; আর জীবমাত্রই তোমার সন্তানতুল্য ; এই হিসাবে আমাদের মত অধম জীবকেও তুমি লাল্য-জ্ঞান করিতে পার। (ইহাই বোধ হয় 'ঈশ্বর'-শব্দের তাৎপর্য্য)। কিন্তু প্রভু, লাল্য ও লালকের মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, লাল্যের প্রতি লালকের যেমন একটা স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, তদ্রূপ লালকের প্রতিও লাল্যের একটা স্বাভাবিক প্রীতি থাকে ; শিশু-সন্তানের নিমিত্ত মাতার যেমন একটা প্রাণের টান আছে, মাতার প্রতিও শিশুর একটা প্রাণের টান আছে ; ইহার ফলে শিশু মাতা-ভিন্ন আর কিছুই জানে না। আমাদের মত অধম জীবকে যদিও তুমি লাল্যজ্ঞান কর এবং তদনুসারে পরম স্নেহে তুমি যদিও আমাদের লালন কর, তথাপি আমাদের কিন্তু তোমার প্রতি তদনুরূপ প্রীতি নাই, সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ স্নেহ, আমাদের প্রতি তোমারও সেইরূপ স্নেহ আছে, কিন্তু মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ প্রীতি বা প্রাণের টান, তোমার প্রতি আমাদের তাহা নাই (দৈন্যবশতঃই হরিদাস এ-কথা বলিলেন)। তথাপি যে তুমি আমাদিগকে লাল্য জ্ঞান কর, তাহা কেবল তুমি দয়াময় বলিয়াই (ইহাই বোধ হয় দয়াময় শব্দের তাৎপর্য্য)। এইরূপই আমাদের মনের ধারণা ; কিন্তু এই ধারণা প্রকৃত না হতেও পারে ; কারণ, তোমার হৃদয়ের গূঢ়তম উদ্দেশ্য জানিবার শক্তি আমাদের নাই।"

১৮১-৮২। বাসুদেব ইত্যাদি—হরিদাস বলিলেন, "বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল, সমস্ত দেহে ক্ষত হইয়াছিল ; সেই ক্ষতে কীট পর্য্যন্ত জন্মিয়াছিল ; ক্ষতের দুর্গন্ধে এবং কীটের বীভৎসতায় কেহই তাহার নিকটে যাইত না ; কিন্তু প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে তুমি কৃপা করিয়া তাহাকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলে ; তোমার আলিঙ্গন মাত্রেই তাহার দেহের ক্ষত, কীট কোথায় চলিয়া গেল। তাহার দেহ কাম-দেবের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল। প্রভু, তোমার কৃপার ভঙ্গী আমরা কি বুঝিব ? হয়তো তুমি ঈশ্বর বলিয়া লালকরূপে লাল্যজ্ঞানে গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছ এবং দয়াময় বলিয়া তাহার রোগ দূর করিয়াছ।" মধ্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে বাসুদেবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে—বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥ ১৮৩

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥ ১৮৪

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

কীড়া—কীট, **কীড়াময়**—কীট-পরিপূর্ণ। **তারে**—বাসুদেবকে। **কন্দর্প**—কামদেব। **কন্দর্প সম অঙ্গ**—কামদেবের মত সুন্দর দেহ। **কৃপার তরঙ্গ**—কৃপার ভঙ্গী।

প্রভুর আলিঙ্গন মাত্রেই বাসুদেবের কুষ্ঠব্যাধি প্রভুর কৃপায় দূর হইয়াছে, সেই প্রভুই কৃপা করিয়া সনাতনকে বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছেন, তবু কিন্তু সনাতনের গাত্র-কণ্ডু এখন পর্য্যন্ত দূর হইল না। প্রভুর কৃপা-বিকাশের এই পার্থক্যকে লক্ষ্য করিয়াই হরিদাস "কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ" বলিয়াছেন কিনা বলা যায় না।

১৮৩। **প্রভু কহে** ইত্যাদি—সনাতন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর (৩।৪।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী "পারিষদ দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ"-ইত্যাদি (৩।৪।১৮৮) পয়ারে মহাপ্রভুও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের মধ্যে তত্ত্বহিসাবে দুইটী শ্রেণী আছে, এক—নিত্যযুক্ত জীব, যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পার্ষদ, ইঁহারা জীবতত্ত্ব, ভগবানের জীব-শক্তির অংশ। সনাতন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। আর এক শ্রেণী—ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস, যেমন ললিতা-বিশাখাদি, শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি, ইঁহারা সকলেই আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা (ব্রহ্মসংহিতা), হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস, ব্রজের রতিমঞ্জরীস্বরূপ শ্রীসনাতন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তত্ত্বতঃ তিনি জীবশক্তি নহেন, পরন্তু হ্লাদিনী-শক্তি। তথাপি কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নর-লীলায় লীলাশক্তির প্রভাবে সনাতনের জীব-অভিমান, তিনি নিজেকে মায়াবদ্ধ জীব বলিয়াই মনে করিতেন, তাই নিজের দেহকেও পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহ বলিয়া মনে করিতেন। তাই মহাপ্রভু বলিতেছেন, "সনাতন জীবতত্ত্ব নহে, সুতরাং তাঁহার দেহও পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহ নহে, 'পারিষদ দেহ এই।' তবুও তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, সনাতন জীবতত্ত্ব, তথাপি তাঁহার দেহ প্রাকৃত হইতে পারে না, কারণ, সনাতন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়, সুতরাং সনাতনের দেহও অপ্রাকৃত, চিদানন্দময়, তাই তাঁহার দেহ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না।"

বৈষ্ণবের—অনেক অর্থে বৈষ্ণব-শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং যিনি বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ও হরিবাসরব্রত পালন করেন, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি বৈষ্ণব। কিন্তু এ-স্থলে কোন্ রূপ বৈষ্ণবের দেহকে অপ্রাকৃত বলিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **প্রাকৃত**—প্রকৃতি হইতে জাত, সুতরাং বিকারশীল। **অপ্রাকৃত**—যাহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে, যাহা চিন্ময়, নিত্য। **চিদানন্দময়**—চিন্ময় ও আনন্দময়। ভগবান চিন্ময় ও আনন্দময়, তিনি যাঁহাদিগকে নিজ-জন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাও চিন্ময় ও আনন্দময় হইয়া যায়েন, কিরূপে ইহা হয়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের মর্ম্ম এই—ভক্ত বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত নহে, পরন্তু ইহা অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও আনন্দময়। যাহা চিন্ময়, তাহাতে প্রাকৃত বিকারের স্থান নাই; সুতরাং ভক্তের চিন্ময় দেহে কণ্ডু-আদি প্রাকৃত রোগের সম্ভাবনা নাই। আবার যাহা আনন্দময়, তাহাতেও কোনও দুঃখের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

১৮৪। কোন্ সময়ে কি ভাবে বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত হইয়া যায়, তাহা বলিতেছেন।

দীক্ষাকালে ইত্যাদি পয়ারের অন্বয় এইরূপ:—দীক্ষাকালে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইকালে তাঁহাকে আত্মসম করেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্তী "মর্ত্ত্যো যদা" ইত্যাদি শ্লোক তাহার প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে।

দীক্ষাকালে—দীক্ষার সময়ে। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের সময়ে, 'গুরূপদেশ-কালে' (উক্ত শ্লোকের চক্রবর্ত্তি-টীকা)।

আত্ম-সমর্পণ—শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত নিবেদন করা, নিজেকে এবং নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে সম্যক্‌রূপে অর্পণ করা, নিজের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এক কথায় ইহকালের ও পরকালের যাহা কিছু আছে, বা যাহা কিছুর জন্য বাসনা আছে, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করা। শ্লোকের "ত্যক্তসমস্ত-কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" শব্দ-দ্বয়েই 'আত্মসমর্পণে'র তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। "ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা"-শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"গুরূপদেশকালে ত্যক্ত-সমস্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মকামনঃ।" আর 'নিবেদিতাত্মা' শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন—"নিবেদিতৌ আত্মানৌ অহন্তাস্পদমমতাস্পদে (আমি ও আমার বলিতে যাহা কিছু) যেন সঃ। যোহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতমিতি ব্যবসায়বান ভবতি—আমাকে ও আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, ইহকালে ও পরকালে আমার যাহা কিছু আছে, হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তৎসমস্তই তোমার চরণে সম্যক্‌রূপে অর্পণ করিলাম। এইরূপ বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিয়া যে-ব্যক্তি তদনুরূপ আচরণই করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই আত্ম-সমর্পণকারী বলা যায়।" টীকাস্থিত "নাথ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মসমর্পণকারী শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বতোভাবে নিজের স্বামী বা নিয়ন্তা বলিয়া মনে করেন, আত্ম-সমর্পণকারীর দেহ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই আত্মসমর্পণের পরে শ্রীকৃষ্ণের হইয়া যায়, নিজের কোনও কার্য্যে তাহার আর কোনও চেষ্টা থাকে না, তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত বাসনা, কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। বিক্রীত গরুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যেমন কাহারও কোনও চেষ্টা বা ভাবনা থাকে না, আত্ম-সমর্পণকারীরও তাঁহার নিজের দেহ-দৈহিক-বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোনওরূপ চেষ্টা বা ভাবনা থাকে না।

সেইকালে—দীক্ষা-সময়ে বা আত্মসমর্পণ-সময়ে। **আত্মসম**—নিজের তুল্য, কৃষ্ণের তুল্য। কৃষ্ণ যেমন গুণাতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আত্ম-সমর্পণকারীকে তিনি তদ্রূপ গুণাতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময় করিয়া লয়েন। কেবল গুণাতীতত্বাংশে বা চিন্ময়ত্বাংশেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্ম সমর্পণকারীর সমতা, 'সর্ব্ব-বিষয়ে সমতা নহে, বাস্তবিক সর্ব্ববিষয়ে কেহই কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সজাতীয় ভেদ শূন্য অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব। শ্লোকের "অমৃতত্বং" এবং "আত্মভূয়ায়" শব্দদ্বয়ে এই "আত্মসমতা"র অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। "অমৃতত্বং"-শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"অমৃতত্বং মরণধর্ম্মাভাবং—মরণ-ধর্ম্মশূন্যতা, সুতরাং অপ্রাকৃতত্ব, চিন্ময়ত্ব।" বৈষ্ণবতোষণীও তাহাই বলেন—"অমৃতত্বং সংসার-ধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দরসং বা—আত্ম-সমর্পণকারী মরণাতীতত্ব (অপ্রাকৃতত্ব) অথবা পরমানন্দরস লাভ করেন।" "আত্মভূয়ায়" শব্দের অর্থ বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"অত্যন্ত-সংযোগায়—সেবা যোগ্যত্ব।" চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"আত্মভাবায় আত্মনঃ স্বস্য স্থিত্যৈ কল্পতে, যত্রাহং তিষ্ঠামি তত্রৈব সোঽপি মৎসেবার্থং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেখানে থাকি, আত্ম-সমর্পণকারীও সেই স্থানে আমার (কৃষ্ণের) সেবার নিমিত্ত থাকেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাযোগ্য চিন্ময়ত্ব লাভ করে।" পরবর্ত্তী পয়ারেও এই কথাই স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। শ্লোকের "বিচিকীর্ষিতঃ-শব্দের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "আত্ম-সমর্পণকারী নিস্ত্রৈগুণ্য এব স্যাৎ—নিস্ত্রৈগুণ্য, গুণাতীত, অপ্রাকৃত হয়েন।" সুতরাং আত্ম-সমর্পণকারী কেবল গুণাতীতত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব—চিন্ময়ত্বাংশেই কৃষ্ণের সমতা লাভ করিতে পারেন, সমস্ত বিষয়ে নহে।

সেইকালে করে আত্মসম—যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায়, দীক্ষাকালেই ভক্ত চিন্ময়ত্ব লাভ করেন, সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁহাকে অপ্রাকৃত করেন। কিন্তু "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে,

সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়। অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দীক্ষাকালে ভক্ত সম্পূর্ণ চিন্ময়ত্ব লাভ করেন না সেই সময়ে চিন্ময়ত্ব লাভের আরম্ভ মাত্র হয়। পরে যখন সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রভাবে নিষ্ঠা রুচি ইত্যাদি ক্রমে ভক্ত রতি-পর্য্যায়ে আরোহণ করেন, তখনই সম্যক্ চিন্ময়ত্ব লাভ হইয়া থাকে। শ্লোকের 'বিচিকীর্ষিতঃ শব্দের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। (শ্রীভা ৬।১২।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তিনি লিখিয়াছেন—"বিচিকীর্ষিতঃ ইতি সন প্রত্যয়-যোগাৎ নির্গুণঃ বর্ত্তুমারভ্যমাণ এব স শনৈঃ শনৈর্ভক্ত্যাভ্যাসবান্ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরিতি ভূমিকারূঢ় এব সম্যক নির্গুণঃ স্যাৎ।"

প্রশ্ন হইতে পারে দীক্ষা সময়ে আত্ম সমর্পণকালে যদি চিন্ময়ত্ব-লাভের আরম্ভ মাত্র হয়, এবং রতি-পর্য্যায়ে আরোহণের পূর্ব্বে যদি সম্যক্ চিন্ময়ত্ব লাভ না ই হয়, তাহা হইলে বলা হইল কেন—"সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম—সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁকে আত্মসম চিন্ময় করেন?" উত্তর—যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার চিন্ময়ত্বলাভ নিশ্চিত, ইহা সূচনা করার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে "সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।' আত্ম-শক্তিহীন কোনও শিশু যদি সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে নিপতিত হয়, আর তাহার উদ্ধারের সমস্ত পথই যদি রুদ্ধ হইয়া যায় তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যেমন তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই, মৃত্যুর উপক্রমেই লোকে বলিয়া থাকে শিশুটী সমুদ্রে পড়িয়া মারা গেল"—তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ঐ আত্মসমর্পণ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তিনি নিজে অথবা অপর কেহও যদি চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিন্ময়ত্বপ্রাপ্তি নিশ্চিত বলিয়া আত্ম সমর্পণকালে চিন্ময়ত্ব লাভের উপক্রমেই বলা হয়, "সে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে।

১৮৫। সেই দেহ ইত্যাদি পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ যে-আত্ম-সমর্পণকারীর দেহকে কেবল চিন্ময়ত্বাংশেই আত্মসম করিয়া লয়েন, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন। **সেই দেহ**—শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত। **তাঁর**—আত্মসমর্পণ কারী ভক্তের। **চিদানন্দময়**—চিন্ময় ও আনন্দময়। পূর্ব্বপয়ারে যে আত্ম-সমর্পণকারীর দেহকে 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মসম করেন বলা হইয়াছে, এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার দেহকে 'চিদানন্দময় করিয়া লয়েন অর্থাৎ কেবল চিদানন্দময়ত্বাংশে" আত্মসম করেন অপর সকল বিষয়ে নহে।

তাঁর চরণ ভজয়—শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করেন।

আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যখন চিদানন্দময় অপ্রাকৃত হইয়া যায়, তখন সেই অপ্রাকৃত দেহেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করেন। বাস্তবিক প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে পারে না, কারণ অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাকৃত জীব যে-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা কি তবে সমস্তই বৃথা? উত্তর তাহা বৃথা নহে, এই সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রভাবে সাধকের দেহ শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ক্রমশঃ চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে থাকে, ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান, চিন্ময়ত্ব-লাভের উপায় বা সাধন-স্বরূপ। এইরূপ সাধনের পরিপাকে সাধকের অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া গেলে, তাঁহার আত্ম-সমর্পণের যোগ্যতা লাভ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার দেহের প্রাকৃতত্ব নষ্ট হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ হয়, তখনই বাস্তবিক ভজন আরম্ভ হয়। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হইয়া যায় ভক্তি সংসর্গেও তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত হইয়া যায়। "প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধুবুদ্ধ্যামহে। শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১২।১১ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" কেবল সাধকের দেহ ইন্দ্রিয়াদি নহে, পরন্তু অন্ন-জল-পত্র-পুষ্পাদি ভগবৎ-সেবার প্রাকৃত উপকরণ-সমূহও ভক্তি অঙ্গের সংশ্লিষ্ট হইলে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সাধকের সঙ্কল্পমাত্রেই অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "জগত্যস্মিন যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূতান্যুপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তিসম্পর্কাৎ মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরম সত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে।—চক্রবর্ত্তী, শ্রীভা. ৬।১২।১১ শ্লোকের টীকায়।"

তথাহি (ভা. ১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৯

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥ ১৮৬

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাঙ তবে ॥ ১৮৭

পারিষদ-দেহ এই—না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ ॥ ১৮৮

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৩৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৪-৮৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৮৬। "সনাতনের দেহে কৃষ্ণ" হইতে "পাইতাম তবে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে প্রভু আবার দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন। এইবার ভক্তভাবে ভক্তোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রভু বলিলেন—"সনাতনের অপ্রাকৃত দেহ, তাহাতে কণ্ডু হওয়ার কোনও হেতু নাই। বৈষ্ণবের দেহ যে অপ্রাকৃত, তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে কিনা, ইহা পরীক্ষা করার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের দেহে কণ্ডু প্রকট করিয়া আমার নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন. প্রাকৃত-বুদ্ধিতে সনাতনের কণ্ডুরসাময় দেহকে ঘৃণা করিয়া আমি যদি তাঁহাকে আলিঙ্গন না করিতাম, তাহা হইলে সনাতনের নিকটে আমার বৈষ্ণব-অপরাধ হইত, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দণ্ড দিতেন।"

কণ্ডু উপজাঞা—কণ্ডু উৎপন্ন করিয়া, কণ্ডু প্রকট করিয়া। **আমা পরীক্ষিতে**—(প্রভু বলিতেছেন) আমাকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত, বৈষ্ণবে আমার বিশ্বাস আছে কিনা, বৈষ্ণবের দেহ যে অপ্রাকৃত, এই বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত। **ইহাঁ**—আমার নিকটে নীলাচলে।

১৮৭। ঘৃণা করি—সনাতনের কণ্ডুরসাযুক্ত দেহকে ঘৃণা করিয়া। **কৃষ্ণ-ঠাঞি**—কৃষ্ণের নিকটে, কৃষ্ণের হাতে। **অপরাধ দণ্ড**—অপরাধের দণ্ড বা শাস্তি। কোনও বৈষ্ণবের নিকটে কাহারও অপরাধ হইলে, বৈষ্ণব অপরাধ গ্রহণ করেন না, শাস্তির ব্যবস্থাও করেন না, শাস্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণেও প্রার্থনা করেন না, অপরাধ গ্রহণ করেন—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই এ অপরাধের শাস্তিবিধান করেন। তাই প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণঠাঞি অপরাধ-দণ্ড পাইতাম।"

১৮৮। প্রভু আরও বলিলেন, "সনাতনের দেহ সাধারণ জীবদেহ নহে, সনাতন ভগবৎ-পার্ষদ (ব্রজের রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী) তাঁহার দেহ পার্ষদের দেহ, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ, সুতরাং তাঁহার দেহে প্রাকৃত বিকার-জনিত দুর্গন্ধ জন্মিতে পারে না। বাস্তবিক সনাতনের দেহে দুর্গন্ধ ছিল না তাঁহার কণ্ডুরসায়ও দুর্গন্ধ নাই, ছিল না, প্রথম যে-দিন সনাতন এখানে আসিয়াছিলেন, সেই দিনও তাঁহার দেহে কণ্ডুরসা ছিল, কিন্তু সেই দিনও আমি তাঁহার দেহে দুর্গন্ধ পাই নাই, পাইয়াছিলাম চতুঃসমের গন্ধ।" **পারিষদ**—পার্ষদ, ভগবৎ-পরিকর। **এই**—সনাতনের এই দেহ অপ্রাকৃত পার্ষদদেহ। **চতুঃসম**—চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও অগুরু এই চারিটী সুগন্ধি জিনিসের মিশ্রণে চতুঃসম প্রস্তুত হয়। এই চারিটী বস্তুর প্রত্যেকটাই সুগন্ধি, সুতরাং চতুঃসমের গন্ধ অত্যন্ত মনোরম। ভগবান্ ও ভগবৎ-পরিকরগণ ইহা অনুলেপরূপে অঙ্গে ব্যবহার করেন।

১৮৯। "বস্তুতঃ প্রভু যবে" ইত্যাদি পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

বস্তুতঃ—বাস্তবিক। **কৈল আলিঙ্গন**—সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। **তাঁর স্পর্শে**—প্রভুর স্পর্শে। **গন্ধ**—সনাতনের কণ্ডুরসাময় অঙ্গের গন্ধ। **চন্দনের সম**—চন্দনের মত (বা চন্দন-উপলক্ষণে চন্দন-যুক্ত চতুঃসমের মত) সুগন্ধ।

প্রভু কহে—সনাতন। না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯০
এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা সনে ॥
বৎসর বহি তোমা পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥ ১৯১
এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ১৯২
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন—এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ১৯৩
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥ ১৯৪
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি জানে ॥ ১৯৫
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ১৯৬
এইমত সনাতন রহে প্রভু স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস-সনে ॥ ১৯৭
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥ ১৯৮
যে কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ১৯৯
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ ২০০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

গ্রন্থকার বলিতেছেন প্রভু যখন প্রথম দিন সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর স্পর্শে, প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিতে সনাতনের কণ্ডুরসার দুর্গন্ধ দূর হইয়া তাহাতে চতুঃসমের মত সুগন্ধ হইয়াছিল।

১৯০। না মানিহ দুঃখ—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছি বলিয়া তুমি মনে দুঃখ করিও না। তোমাকে আলিঙ্গন করিলে বড়ই সুখ হয়, তাই আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি।

১৯১। ইহাঁ—নীলাচলে। **বৎসর বহি**—বৎসরের অন্তে।

১৯২। কণ্ডু গেল ইত্যাদি—প্রভুর আলিঙ্গনে, প্রভুর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সনাতনের দেহের কণ্ডু হঠাৎ দূর হইয়া গেল তখন তাঁহার দেহ সোনার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাসুদেবের গলিত কুষ্ঠও এইভাবে প্রভুর আলিঙ্গনে দূর হইয়া গিয়াছিল। (মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

১৯৩। এই ভঙ্গী—লীলার ভঙ্গী, লীলার বৈচিত্রী।

১৯৪। সেই ঝারিখণ্ডের হইতে 'কেহো নাহি জানে' পর্য্যন্ত দুই পয়ারে হরিদাস ঠাকুর প্রভুকে বলিলেন, প্রভু তোমার লীলার ভঙ্গী আমরা কি বুঝিব? তুমি হৃষীকেশ, তুমিই সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা প্রবর্ত্তক, ঝারিখণ্ডের পথে নীলাচলে আসিবার নিমিত্ত তুমিই সনাতনের ইচ্ছা জন্মাইয়াছ, ঝারিখণ্ডের অপবিত্র জল পান করার নিমিত্ত তুমিই সনাতনের প্রবৃত্তি জন্মাইলে সেই জলের উপলক্ষ্যে তুমিই সনাতনের দেহে কণ্ডু জন্মাইলে কণ্ডু জন্মাইয়া তুমিই সনাতনকে পরীক্ষা করিলে আবার তুমিই এখন তাঁহার কণ্ডু দূর করিয়া দিলে এ সমস্ত লীলার রহস্য আমরা কি বুঝিব?"

১৯৫। পরীক্ষা কৈলে—সনাতনকে পরীক্ষা করিলে। কণ্ডুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে কিনা, শারীরিক যন্ত্রণার তীব্রতায় ভগবানের উপর দোষারোপ করে কিনা, নিজের নিয়মিত কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করিলেন।

১৯৬। হঞা প্রেমময়—প্রেমে গদ্গদ হইয়া।

১৯৮। দোলযাত্রা দেখি—দোলযাত্রা দেখার পরে। **তাঁরে**—সনাতনকে। **সব শিখাইল**—গ্রন্থপ্রচার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধারাদি যে যে-কার্য্য যে যে-ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে সমাধান করিতে হইবে, তাহা সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

১৯৯। দুই জনার—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং সনাতনের। **বিচ্ছেদদশা**—বিরহের কাতরতা। **না যায় বর্ণনা**—অবর্ণনীয়, বর্ণনার অযোগ্য।

যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল, যাহাঁ যেই লীলা।
বলভদ্র-ভটাচার্য্য-স্থানে সব লিখি নিলা॥ ২০১
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সভারে মিলিয়া।
সেই পথে সনাতন চলে সে স্থান দেখিয়া॥ ২০২
যে-যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥ ২০৩
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে রূপগোসাঞি আসি তাঁহারে মিলিলা॥ ২০৪
একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥ ২০৫
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিল॥ ২০৬
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নিবেদন।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥ ২০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০১। **শৈল**—পর্ব্বত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-বনপথে নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, শ্রীসনাতনও সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। পথে প্রভু যে যে-স্থানে যে-যে-লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সেই সেই লীলা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সনাতনের ইচ্ছা হওয়ায়, প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রার সঙ্গী শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সেই সেই স্থানের নাম ও সেই সেই স্থানের লীলাদি লিখিয়া লইলেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য স্থানে—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে। মহাপ্রভু বনপথে যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য তখন সঙ্গে ছিলেন, তাই তিনি পথের সব বিবরণ জানিতেন এবং যে-স্থানে প্রভু যে-লীলা করিয়াছিলেন তাহাও জানিতেন।

২০২। **সভারে মিলিয়া**—সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া। **সেই পথে**—যে-পথে প্রভু গিয়াছিলেন, সেই বনপথে। **সে স্থান**—বনপথে প্রভুর লীলাস্থান।

২০৩। **প্রেমাবেশ হয় সনাতনে**—সনাতন প্রেমে আবিষ্ট হয়েন।

২০৪। **পাছে**—সনাতন বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পরে। সনাতন নীলাচলে পৌঁছিবার দিন দশেক পূর্ব্বেই পূর্ব্ব-বৎসরের দোল যাত্রার পরে রূপগোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সনাতনও নীলাচলে এক বৎসর ছিলেন, তথাপি রূপগোস্বামী সনাতনের পরে কেন বৃন্দাবনে আসিলেন, তাহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২০৫। বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করার নিমিত্ত রূপগোস্বামী গৌড়ে এক বৎসর বিলম্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন রাজধানী ছিল গৌড়নগর; ইহা বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। **কুটুম্বের স্থিতি**—কুটুম্বদিগের বাসস্থান, শ্রীরূপসনাতনাদির স্থাবর-সম্পত্তি যাহা ছিল, সমস্ত কুটুম্বদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া, কে কোন্ স্থানে থাকিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গেলেন। **অর্থ**—টাকা-পয়সাদি অস্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর সম্পত্তিও কুটুম্বাদির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। কিরূপে দিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

২০৬। গৌড়ে তাঁহাদের যে-নগদ সম্পত্তি ছিল, তাহা আনাইয়া কিছু অংশ কুটুম্বদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, কিছু অংশ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং কিছু অংশ দেবালয়ে দান করিলেন।

২০৭। **সব মনঃকথা** ইত্যাদি—যাহার নিকটে যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহার নিকটে তাহা সব বলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রূপগোস্বামী গৌড় হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

কেবল বিষয়-সম্পত্তির চিন্তাই যে সাধকের ভজনের বিঘ্ন জন্মায় তাহা নহে, সাধকের মনে যদি কোনও গোপনীয় কথা থাকে, তবে তাহাও মনের মধ্যে অসময়ে উদিত হইয়া তাহার ভজনের বিঘ্ন জন্মায়। সুতরাং মনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া মনকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া লওয়াই ভাল। রূপগোস্বামীও তাহা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গেলেন।

দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥ ২০৮
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলা॥ ২০৯
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥ ২১০
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশমটিপ্পনী॥
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হৈতে জানি॥ ২১১
হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাঁ পাইয়ে পার। ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিবেদন স্থলে 'নির্ব্বাহণ' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, নির্ব্বাহণ-সমাধান। মনঃকথা-নির্ব্বাহণ—যে-যে কাজ করিবার সঙ্কল্প মনে ছিল সে-সমস্ত সমাধা করিলেন।

২০৮। **দুই ভাই** রূপ ও সনাতন। **নির্ব্বাহিল**—সম্পন্ন করিলেন, তাঁহাদের প্রতি প্রভু যে-যে-কার্য্যের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা করিলেন। কি কি কার্য্য তাঁহারা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে উক্ত হইয়াছে।

২০৯। অনেক প্রকারে শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সে-সকল শাস্ত্র-দৃষ্টে শ্রীবৃন্দাবনের কোন্ স্থানে কোন তীর্থ ছিল, তাহা নির্ণয় করিয়া লুপ্ততীর্থসকল প্রকট করিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষ্ণসেবা প্রচার করিলেন।

২১০। **ভাগবতামৃতে**—শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে। **ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণতত্ত্ব**—ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব। **যাহা হৈতে**—যে (ভাগবতামৃত) গ্রন্থ হইতে।

২১১। **সিদ্ধান্ত-সার**—সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম আছে যাহাতে, এমন গ্রন্থ (দশমটিপ্পনী)। **দশমটিপ্পনী**—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকা। **কৃষ্ণলীলারস** ইত্যাদি—যে-দশমটিপ্পনী হইতে কৃষ্ণলীলা-রস ও প্রেম-বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানা যায়।

২১২। **হরিভক্তি বিলাস** বৈষ্ণবের স্মৃতি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের আচার ও কর্ত্তব্যাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দসরস্বতীর শিষ্য শ্রীপাদ গোপালভট্ট-গোস্বামীই শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস রচনা করিয়াছেন। "ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ-প্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥১।১।২॥" শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন —টীকার নাম দিগ্দর্শিনী। এই টীকা হইতে মনে হয়—যখন এই গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে ছিলেন। 'শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়ীয়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ।—গৌড়কায়স্থকুলাব্জ-ভাস্কর পরমভাগবত শ্রীমথুরাশ্রিত শ্রীরঘুনাথদাস এবং তৎকালে শ্রীমথুরাশ্রিত অন্যান্য (ভট্টগোস্বামীর) নিজ সঙ্গীদের সন্তোষ বিধানার্থ (এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে)। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণের পরেই শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সুতরাং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-শ্লোকসমূহ সংগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামী এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার টীকাতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহকে বিশদীকৃত করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে বৈষ্ণব-স্মৃতি লিখিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকেই আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা লিখিলেন না কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীই আপনা হইতেই বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুকূল প্রমাণাদি বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতেছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন হয়তো মনে করিলেন, তাহাতেই মহাপ্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাই তিনি নিজে আর পৃথগ্ভাবে বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নের চেষ্টা করেন নাই;

আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন ?।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন ॥ ২১৩
রূপগোসাঞি কৈল রসামৃত গ্রন্থসার ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২১৪
উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ কৈল আর ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের যাহাঁ পাইয়ে পার ॥ ২১৫
বিদগ্ধললিতমাধব—নাটকযুগল ।
কৃষ্ণলীলারস তাহাঁ পাইয়ে সকল ॥ ২১৬
দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল ।
যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল ॥ ২১৭
তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ অনুপম ।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—জীবগোসাঞি নাম ॥ ২১৮
সর্ব্ব ত্যাগী তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন ।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥ ২১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিলে ভট্টগোস্বামীর মর্য্যাদাও লঙ্ঘিত হইত, শ্রীপাদ সনাতনেরও অহমিকা প্রকাশ পাইত ; মর্য্যাদাহানির বা অহমিকা প্রকাশের প্রবৃত্তি শ্রীপাদ সনাতনে থাকা সম্ভব নয়। শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীও বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত আলোচনা ও বিচার করিয়াই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি তাহা নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"বিচার্য্য-সাধুভিঃ॥ ১।১।১॥" বৈষ্ণব-স্মৃতিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাও শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ও বিচারের সময়ে শ্রীপাদ সনাতন যে সেই সেই বিষয় শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামীকে জানাইয়াছিলেন, তাহাও অনুমান করা যায়। যাহা হউক, শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের টীকা লিখিয়া যে নিজেও প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীসনাতনগোস্বামী যে-সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশমটিপ্পনী ও হরিভক্তিবিলাসাদি প্রধান।

২১৩। **আর যত** ইত্যাদি—পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থব্যতীত শ্রীসনাতন গোস্বামী আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। **মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা**—শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা-স্থাপন করিলেন (সনাতন-গোস্বামী)।

২১৪। এক্ষণে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থাদির কথা বলিতেছেন। **রসামৃত**—শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। **গ্রন্থসার**—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের সারতুল্য। এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

২১৫। **উজ্জ্বলনীলমণি**—শ্রীরূপগোস্বামীর প্রণীত অপর গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থে সখা, সখী, প্রেমতত্ত্ব-আদি সমস্ত বিবৃত আছে।

২১৬। **বিদগ্ধললিতমাধব**—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক নাটক দুইখানা। অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে এই দুই নাটকসম্বন্ধে বর্ণনা আছে।

২১৭। **দানকেলিকৌমুদী**—এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত আছে। **লক্ষগ্রন্থ**—শ্রীরূপগোস্বামী একলক্ষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ যে-সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে মোট একলক্ষ শ্লোক আছে, ইহাই বোধ হয় এই পয়ারের মর্ম্ম। অথবা, লক্ষ-শব্দ বহুত্ববাচক।

২১৮। **তাঁর লঘুভ্রাতা**—শ্রীরূপের ছোট ভাই। **শ্রীবল্লভ অনুপম**—শ্রীরূপের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীবল্লভ ছিল ; তাঁহার আর এক নাম ছিল অনুপম। **তাঁর পুত্র**—শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী।

২১৯। **সর্ব্বত্যাগি**—সমস্ত বিষয়, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া। **তেঁহো**—শ্রীজীবগোস্বামী। **পাছে**—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামীর পরে। শ্রীজীবগোস্বামীও অনেক ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। নিম্ন-পয়ারসমূহে এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কয়েক খানির নাম লিখিত আছে।

ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থসার।
ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার ॥ ২২০
গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেম রস লীলা সার দেখাইল ॥ ২২১

(ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব প্রকাশিল।
চারিলক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥) ২২২
জীবগোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২০। **ভাগবতসন্দর্ভ**—ষট্‌সন্দর্ভের অপর নাম ভাগবতসন্দর্ভ। তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, এই ছয়খানি তত্ত্বগ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের অন্তর্গত।

২২১। **গোপালচম্পূ**—শ্রীজীবগোস্বামীর অপর একখানা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাসমূহ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব চম্পূ ও উত্তর চম্পূ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

২২২। **চারিলক্ষ গ্রন্থ**—সম্ভবতঃ চারিলক্ষ শ্লোকময় গ্রন্থ। কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

২২৩। গৌড় হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসার সময় শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি পাত্রীনের মুখে এসব শুনিল। অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার। ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার ॥ * ॥ অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর। দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর ॥ ১ম তরঙ্গ ॥” ইহাতে বুঝা যায় প্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবও তাঁহার পিতা শ্রীপাদ বল্লভের সঙ্গে রামকেলিতে ছিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ এই তিন জনই গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অধীনে রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীবল্লভ টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামকেলিতে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরেই শ্রীশ্রীরূপ সনাতন সংসার ত্যাগের চেষ্টা করেন শ্রীরূপ রামকেলি ত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃগৃহে (২।১৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) আসেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন শ্রীরূপ সনাতন পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে। কত চন্দ্রদ্বীপে কথ ফতেয়াবাদেতে ॥ শ্রীরূপ বল্লভসহ নৌকাতে চড়িয়া। বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১ম তরঙ্গ ॥” নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার কথা শুনিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ প্রভুর চরণ দর্শনের আশায় গৃহত্যাগ করেন এবং প্রয়াগে প্রভুর সঙ্গে তাঁহাদের মিলন হয়। ভক্তিরত্নাকর বলেন—শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর। অনুপম নাম খ্যাত শ্রীজীবসুন্দর। ১ম তরঙ্গ ॥” শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব ভক্তিস্বরূপ যণ ছিলেন। শ্রীজীব বালক কালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে। কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া ॥ বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়। অনিমিষ নেত্রে দেখি উল্লাস হৃদয় ॥ কনক পুতলি প্রায় পড়ি ক্ষিতি তলে। করিতে প্রণাম সিক্ত হৈল নেত্র জলে ॥ বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণ লৈয়া ॥ ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ॥ শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান কালে একদিন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম স্বপ্নযোগে শ্রীজীবকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে আবার গৌরবর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ রূপেও তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীজীব লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভুপদ তলে ॥ করুণাসমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়। পাদপদ্ম দিলেন শ্রীজীবের মাথায়। পরম বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন। কহিল অমৃতময় প্রবোধ বচন ॥ শ্রীগৌরসুন্দর মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভু নিত্যানন্দ পদে দিল সমর্পিয়া ॥ নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বারবার। এই মোর প্রভু তোমার নিজস্ব তোমার ॥ ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে। দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে ॥ ভক্তি-রত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ॥ নিদ্রাভঙ্গ হইতেই শ্রীজীব দেখিলেন, রাত্রি আর নাই। অধ্যয়নের ছলে তিনি নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া তিনি নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে যাইয়া

প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২২৪
আজ্ঞা দিলা—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥ ২২৫
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞার ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিলা ॥ ২২৬
এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস।
ইঁহাসভার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২৭
এই ত কহিল পুন সনাতন সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গলদশ্রু-লোচনে শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে লোটাইয়া পড়িলেন। মহাবাৎসল্য-ভরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে চরণযুগল স্থাপন করিলেন এবং পরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। "প্রভু প্রেমাবেশে কহে তোমার নিমিত্তে। আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে॥ প্রভু কহে শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ। তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান। ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ ॥" শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের চরণবন্দনা করিয়া শ্রীজীব নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের অন্তর্দ্ধানের পরে শ্রীজীবই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

২২৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকে চরণ দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অধিকন্তু শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনকে আলিঙ্গন জানাইলেন।

তার মাথে—শ্রীজীবের মাথায়। **রূপসনাতন-সম্বন্ধে**—কাহারও যোগে দূরস্থিত কোনও ভক্তকে দণ্ডবৎ জানাইতে হইলে যেমন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলা হয় অমুককে আমার দণ্ডবৎ জানাইবে, তদ্রূপ শ্রীনিতাইচাঁদও শ্রীজীবের যোগে শ্রীরূপ-সনাতনকে আলিঙ্গন জানাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিলেন।

অথবা, শ্রীজীবের সঙ্গে শ্রীরূপসনাতনের সম্বন্ধ আছে বলিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের প্রতি প্রীতির আবেশে শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীজীবকে আলিঙ্গন করিলেন।

২২৫। **আজ্ঞা দিল**—শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীজীবকে আদেশ দিলেন।

তোমার বংশে ইত্যাদি—শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীজীবকে বলিলেন, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বংশের সকলকেই প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ করিয়াছেন। শ্রীজীব, তুমি তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুতরাং তুমিও শীঘ্র বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।"

২২৬। **তাঁর আজ্ঞা**—শ্রীনিতাইচাঁদের আজ্ঞা। **আইলা**—শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসিলেন। **আজ্ঞার ফল**—ভক্তিগ্রন্থাদি প্রণয়নের শক্তি।

শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাব্যতীত বাস্তবিক কেহই ব্রজবাসের অধিকার ও ব্রজবাসের ফল পাইতে পারে না, শ্রীনিতাইচাঁদ মূল ভক্ত-তত্ত্ব, তাঁর কৃপা হইলেই ভক্তির কৃপা হইতে পারে। তাঁর কৃপা হইলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া যাইতে পারে। তাই শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন, "নিতাই-এর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।'

২২৭। **এই তিন গুরু**—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব; ইঁহারা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। **রঘুনাথ দাস**—ইঁনিও কবিরাজ-গোস্বামীর আর একজন শিক্ষাগুরু।

২২৮। **পুন সনাতন সঙ্গমে**—প্রভুর সহিত সনাতনের পুনর্মিলন। রামকেলিতে একবার, বারাণসীতে একবার এবং নীলাচলে পুনর্ব্বার প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন হয়। **প্রভুর আশয়**—প্রভুর অভিপ্রায়। সনাতন ও হরিদাসকে প্রভু যে লাল্য-জ্ঞান করেন, প্রধানতঃ এই অভিপ্রায়।

চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ডসম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥ ২২৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ-
সনাতনসঙ্গমো নাম চতুর্থপরিচ্ছেদঃ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৯। **ইক্ষুদণ্ড সম**—ইক্ষুদণ্ড দেখিলেই স্বাদ পাওয়া যায় না, বল্কলসহ মুখে দিলেও স্বাদ পাওয়া যায় না; বল্কল ফেলিয়া মুখে দিলে সামান্য কিছু স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু চর্ব্বণ করিলেই রস বাহির হয় এবং রসের স্বাদ পাওয়া যায়। তদ্রূপ, কেবল ঘরে রাখিয়া দর্শন করিলে, অথবা কেবল পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিলেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না; কেবল পাঠমাত্র করিয়া গেলে মাধুর্য্য কিছু কিছু অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ রসাস্বাদ পাওয়া যায় না, শ্রীশ্রীগৌরের এবং শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চরণে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করিলে এবং রসিক ভক্তবৃন্দের সহিত এই গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে পারিলেই তাঁহাদের কৃপায় গ্রন্থের মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই পর্য্যন্তই ইক্ষুদণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ সমতা; ইক্ষুদণ্ডও কতক্ষণ চর্ব্বণ করিলে রস শেষ হইয়া যায়, তখন আর কোনও স্বাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ যতই আলোচনা করিবে, ততই ইহার রসের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইবে; ইহা মাধুর্য্যের অক্ষয় সরোবর।

অন্ত্য-লীলা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীচৈতন্যরূপং বৈদ্যমাশ্রয়ে। কিম্ভূতঃ সন্ বৈগুণ্যং মাৎসর্য্যাদিরূপবিগুণতা তদেব কীটস্তেন কলিতো ব্যাপ্তঃ পৈশুন্যং খলতা তদেব ব্রণং কণ্ডূতি স্তেন পীড়িতঃ দৈন্যং দীনতা তদেবার্ণবঃ সমুদ্র স্তত্র নিমগ্নঃ সন্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য-লীলার এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দরায়ের নিকটে প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথাশ্রবণ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরামানন্দরায়ের মহিমাবর্ণন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক বর্ণন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। বৈগুণ্যকীটকলিতঃ (মাৎসর্য্যাদি দোষরূপ কীটদ্বারা ব্যাপ্ত) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (খলতারূপ ব্রণে পীড়িত) দৈন্যার্ণবে (দৈন্যরূপ সমুদ্রে) নিমগ্নঃ (নিমগ্ন) [সন] (হইয়া) শ্রীচৈতন্যবৈদ্যম্ (শ্রীচৈতন্য-রূপ বৈদ্যকে) আশ্রয়ে (আশ্রয় করিতেছি)।

অনুবাদ। আমি (গ্রন্থকার) মাৎসর্য্যাদি দোষ (বৈগুণ্য)-রূপ কীটদ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাতে খলতা (পৈশুন্য)-রূপ ব্রণে প্রপীড়িত, সুতরাং দৈন্যার্ণবে নিমগ্ন হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ-বৈদ্যকে আশ্রয় করিতেছি। ১

কোনও লোকের দেহে যদি ব্রণ বা কণ্ডু রোগ প্রকাশ পায় এবং তাহাতে ক্ষত হইয়া সেই ক্ষতে যদি কীট (পোকা) জন্মে, আর তাহার আর্থিক অবস্থাও যদি খুব খারাপ হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক ডাকাইয়া চিকিৎসা করান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে কারণ, তিনি চিকিৎসার ব্যয়-বহনে অসমর্থ। এই অবস্থায় যদি এরূপ কোনও চিকিৎসক পাওয়া যায়, যিনি দয়াপরবশ হইয়া বিনাব্যয়েই দুঃস্থ রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে সেই রোগী তাঁহারই শরণাপন্ন হয়েন। পরম-করুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও ভবরোগের একজন সুচিকিৎসক টাকা নেন না, পয়সা নেন না, আপনা হইতে রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহার চিকিৎসাও আবার এমন যে, রোগ আর কোনও কালেই ফিরিয়া আসে না। এহেন চিকিৎসকের খবর পাইয়া ভবরোগগ্রস্ত কোনও লোকের মুখের কথা কাড়িয়া নিয়াই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন :—আমার দেহে খলতারূপ ব্রণ হইয়াছে, তাহাতে আবার মদ-মাৎসর্য্যাদিরূপ কীট জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষতের মধ্যে অষ্টপ্রহর চলিয়া ফিরিয়া আমাকে যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাধন-ভজনরূপ ধন-সম্পত্তিও আমার নাই—আমি ভক্তিহীন দীন-দরিদ্র ; আমার আর তো কোনও উপায় নাই ; শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্যদেব নাকি পরমদয়াল চিকিৎসক—তিনি দীনজনের বন্ধু ; তাই তাঁহার চরণেই আমি শরণ লইলাম।

তাৎপর্য্য এই যে—পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইলে আর সংসার-ভয় থাকে না।

একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে—॥ ৩
মহাপ্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন্ ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ॥ ৪
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥ ৫
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি॥ ৬
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥ ৭
কৃষ্ণকথা-রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান॥ ৮

তথাহি (ভা. ১।২।৮)—
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ব্যতিরেকমাহ ধর্ম্ম ইতি। যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। ননু মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এব-কারেণ নিরাকরোতি ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎফলমিত্যর্থঃ। নম্বক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিশ্রুতের্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি শব্দেন সাধয়তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়িষ্ণুত্বপ্রতিপাদনাৎ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪। **পাঞাছোঁ**—পাইয়াছি। **দুর্ল্লভ চরণ**—তোমার যে-চরণ ব্রহ্মাদিও পাইতে পারে না।

৬। প্রদ্যুম্নমিশ্র কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু বলিলেন—"আমি কৃষ্ণকথা জানি না। একমাত্র রামানন্দই কৃষ্ণকথা জানেন, আমিও তাঁহার মুখেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি।"

প্রভু যে বাস্তবিকই কৃষ্ণকথা জানেন না, তাহা নহে, তথাপি তাঁহার এইরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য—স্বীয় দৈন্য-প্রকাশ, ভক্তের মাহাত্ম্য-প্রকাশ, রামানন্দরায়ের গুণ-গরিমা-প্রকাশ এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী ও কৌলীন্যাভিমানী লোকদিগের গর্ব্বনাশ। ক্রমশঃ এসব ব্যক্ত হইবে।

৭। **ভাগ্য তোমার**—প্রভু বলিলেন, "মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। যাও, তুমি রামানন্দের নিকটে যাইয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।"

৮। সাংসারিক জীব বিষয়ে আসক্ত-চিত্ত বলিয়া সাধারণতঃ বিষয়-কথাতেই আনন্দ পায়, তাই বিষয় কথাতেই তাহাদের রুচি হইয়া থাকে কিন্তু যদি কাহারও কৃষ্ণ-কথায় রুচি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার বিষয়াসক্তি অন্তর্হিত হওয়ার সময় আসিয়াছে, তাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ হইয়াছে, তাহার মায়াবদ্ধতারূপ দুর্ভাগ্যের অবসান হইয়াছে এবং কৃষ্ণোন্মুখতারূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, কৃষ্ণ কথায় রুচি হইলেই ভজনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ও ভজন-প্রভাবে ক্রমশঃ তাহার সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যাইবে, শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে তাহার চিত্ত সমুজ্জ্বল হইবে, ক্রমশঃ তাহার ভাগ্যে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ ঘটিবে। তাই প্রভু বলিলেন, "যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান্।"

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটীর মর্ম্ম এইরূপঃ—বর্ণ ধর্ম্মাদি-অনুষ্ঠানের ফলে যদি কাহারও ভগবৎ কথায় রুচি না জন্মে, তবে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বৃথা শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। এই শ্লোকটীর উল্লেখে বুঝা যায়, প্রদ্যুম্নমিশ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের ফলে কৃষ্ণ-কথায় তাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা-শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাই তিনি ভাগ্যবান।

শ্লো। ২। অন্বয়। পুংসাং (লোকের) স্বনুষ্ঠিতঃ (সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত) যঃ ধর্ম্মঃ (যে ধর্ম্মঃ) [সঃ]

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রামানন্দ সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ৯
দর্শন না পায় মিশ্র, সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল— ॥ ১০
দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(সে—সেই ধর্ম) যদি (যদি) বিষ্বক্সেনকথাসু (হরি কথায়) রতিং (রতি—রুচি) ন উৎপাদয়েৎ (উৎপাদন না করে), [তদা সঃ ধর্ম্ম] (তবে সেই ধর্ম) কেবলং (কেবল) শ্রমং এব হি (শ্রমমাত্রই)।

অনুবাদ। সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অতিপ্রসিদ্ধ ধর্মও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরি কথাতে রতি উৎপাদন না করে তবে সেই ধর্ম কেবল পবিশ্রম মাত্র নিমিত্তমাত্রই হইয়া থাকে। ২

যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যে স্থির করিয়া রাখে তাহাই প্রকৃত ধর্ম, এই অবস্থা লাভ করিবার আনুকূল্য বিধান করে যে সমস্ত অনুষ্ঠান তৎসমস্তও ধর্ম—সাধন ধর্ম। জীবের কর্তব্যই হইল সাধন-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরূপানুবন্ধি অবস্থা লাভ করার চেষ্টা করা। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হউক বা না হউক—এমন কি সেই অবস্থা প্রাপ্তির সূচনাতেই—শ্রীভগবানের প্রতি একটা প্রাণের টান জন্মে, তাঁহার গুণকথাদি শুনিবার জন্য লালসা জন্মে। কিন্তু যে সাধন ধর্মের অনুষ্ঠানে—সুন্দর সুচারু অনুষ্ঠানেও—ভগবৎ-কথা শুনিবার জন্য লালসা না জন্মে সেই ধর্মের অনুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া যায়, কেবলমাত্র বৃথা পরিশ্রমেই তাহা পর্য্যবসিত হয়। তাহাদ্বারা স্বর্গাদি ভোগলোক লাভ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী নহে; নির্দ্দিষ্টকাল সুখভোগের পরে আবার ভোগলোক হইতে পতিত হইতে হয়; সুতরাং তাহা জীবের চরম কাম্যবস্তু হইতে পারে না; যাহাদ্বারা চরম কাম্যবস্তু পাওয়া যায় না, তাহার অনুষ্ঠানের সার্থকতাও নাই। ইহাও স্বীকার্য্য যে, সকল রকমের সাধনেই পরিশ্রম আছে; পরিশ্রম এবং কষ্ট থাকিলেও তদ্দ্বারা যদি নিত্য শাশ্বত আনন্দের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শ্রমসাধ্য এবং কষ্টকর সাধনও বরণীয়।

প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথায় রুচি দেখিয়া মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানাইলেন যে—মিশ্রের সাধন বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। ব্যতিরেকমুখে এই শ্লোকে তাহাই প্রমাণিত হইল। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৯। তবে—প্রভুর কথা শুনিয়া। **রামানন্দ স্থানে**—রামানন্দ রায়ের বাড়ীতে। **রামানন্দ সেবক**—রামানন্দের সেবক বা ভৃত্য। **তাঁরে**—প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে। **আসনে**—ব্রাহ্মণের যোগ্য আসনে।

১০। দর্শন না পায় মিশ্র—রামানন্দের বাড়ীতে গিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দকে দেখিতে পাইলেন না।

সেবকে পুছিল—প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দ রায়ের ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামানন্দরায়-মহাশয় কোথায় আছেন?"

রায়ের বৃত্তান্ত ইত্যাদি—মিশ্রের কথা শুনিয়া রায়ের ভৃত্য রামানন্দ রায়ের অনুপস্থিতির বিবরণ বলিতে লাগিল (পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই বিবরণ লিখিত হইয়াছে)।

১১। "দুই দেব কন্যা হয়" হইতে "সেই করিবেন" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে সেবক রামানন্দ রায়ের অনুপস্থিতির বিবরণ বলিতেছে :—"রায়-মহাশয় এখন গৃহে নাই, তিনি এখন নিভৃত উদ্যানে আছেন। সেখানে তিনি নৃত্য-গীতে নিপুণা দুইজন পরমাসুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নাটকের অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেছেন। আপনি একটু বসুন, তিনি ক্ষণেক পরেই আসিবেন, তখন আপনার যাহা আদেশ হয়, রায় মহাশয় তাহাই করিবেন।"

দুই দেব-কন্যা—দুইজন দেবদাসী। যে-সকল অবিবাহিতা কন্যা নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নৃত্য-গীতাদি করেন, তাঁহাদিগকে দেবকন্যা বা দেবদাসী বলে। কোন কোন গ্রন্থে "দেব-কন্যা"-স্থলে "দেবদাসী" পাঠ আছে। **পরম-সুন্দরী**—দেবকন্যা দুইজন অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। **নৃত্য-গীতে নিপুণ**—নৃত্যে এবং গীতে

তাহাঁ-দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তনে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেব-কন্যাদ্বয় অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। নাটকের অভিনয়ের পক্ষে এইরূপ নিপুণতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। **সেই বয়সে কিশোরী**—সেই দেব-কন্যাদ্বয় কিশোর-বয়স্কা (নবযৌবনা) ছিলেন।

১২। তাহা দোঁহা—সেই দেব-কন্যা দুইজনকে।

নিভৃত-উদ্যানে—নির্জ্জন বাগানে।

নিজ নাটকের—রামানন্দরায়-লিখিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের।

আবর্ত্তন—আবৃত্তি, কোনও বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানকে আবৃত্তি বা আবর্ত্তন বলে।

গীতে শিক্ষা-আবর্ত্তন—গীত-বিষয়ে-শিক্ষা-সম্বন্ধে-আবর্ত্তন; জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে যে-সকল গান আছে বা কথা আছে, সে-সকল বিষয়ে শিক্ষার আবর্ত্তন ; সুর-তান-যোগে গান করার প্রণালী, গানের শব্দ, বা অন্য কথার শব্দগুলির যথাযথ উচ্চারণ, গানের সময়ে বা কথা বলার সময়ে হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তাহা বার বার দেব-কন্যাদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছেন; তাঁহারাও বার বার ঐ সকল বিষয়ে আবৃত্তি করিয়া সম্যক্‌রূপে শিক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

কোনও কোনও পুস্তকে "গীত-শিক্ষার বর্ত্তন" পাঠ আছে ; অর্থ একরূপই। এ-স্থলে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন এইরূপ :—"শিক্ষায়া বর্ত্তনং পুনঃ পুনরনুসন্ধান-প্রস্ফুটম্—শিক্ষিতব্য বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানরূপ আবৃত্তি।"

রামানন্দ-রায় কি উদ্দেশ্যে দুইটি দেবদাসীকে লইয়া নিভৃত-উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা এই পয়ারে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে রামানন্দ রায় জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে তাঁহার জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের অভিনয় করাইতে ইচ্ছা করিয়া দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন ; এতদ্ব্যতীত দেবদাসীদ্বয়ের সঙ্গে তাঁহার অপর কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে, জগন্নাথবল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক আছেন, কেবল দুইজন মাত্র নহেন। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখা মধুমঙ্গল, এই দুইজন পাত্র; আর নায়িকা শ্রীরাধিকা, তাঁহার প্রিয়সখী মাধবিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী ও মদনমঞ্জরী; অলৌকিক উপায়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা-সংঘটনকারিণী মদনিকা (পৌর্ণমাসী ?) এবং বনদেবতা বৃন্দা—এই সকল পাত্রী আছেন। কিন্তু নাটকের অভিনয় শিক্ষা দেওয়াই যদি রামানন্দ-রায়ের দেবদাসী-সংসর্গের একমাত্র হেতু হইত, তাহা হইলে এতজন পাত্র-পাত্রীর ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও কেবল মাত্র দুইজন দেব-দাসীকেই শিক্ষা দিতেছিলেন কেন ? অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকা কে কাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন ? ইহার উত্তর এই—জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে পাত্র-পাত্রী অনেক থাকিলেও পাত্রীদের মধ্যে নায়িকা শ্রীরাধিকার এবং পাত্রদের মধ্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাই মুখ্য। ইঁহাদের ভূমিকায় নানাবিধ দুর্গম-ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে ; রামানন্দের ন্যায় রসিক ভক্তব্যতীত অপরের পক্ষে এই সকল নিগূঢ় ভাবের অনুভব এবং অভিনয়-শিক্ষাদান-অসম্ভব ; তাই রামানন্দ-রায় স্বয়ং কেবল এই দুইজনের ভূমিকার অভিনয়ই দুইজন দেবদাসীকে শিক্ষা দিতেছিলেন—একজনকে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা এবং অপর জনকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকায় এইরূপ দুর্গম-ভাবের বিকাশ নাই ; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা অপর নাট্যাচার্য্যগণই সম্ভবতঃ শিক্ষা দিতেছিলেন।

অথবা, সকল পাত্র-পাত্রীকেই রামানন্দ শিক্ষা দিতেন ; কিন্তু সকলকে একসঙ্গে নহে। যে-দিনের কথা হইতেছে, সেই দিন তিনি কেবল দুই জনকেই শিক্ষা দিতেছিলেন।

পরমসুন্দরী কিশোর-বয়স্কা দেবদাসীকে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার হেতু বোধ হয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা, এই উভয়েই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ; তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদেরও যথাসম্ভব সৌন্দর্য্য

তুমি ইহাঁ বসি বহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥ ১৩
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহাঁ রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুইজন লঞা ॥ ১৪
স্বহস্তে করান তার অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জন ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

থাকিলে অভিনয়ের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা উভয়েই কৈশোর-বয়সে অবস্থিত, সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহারাও কিশোর বয়স্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য দেবদাসী দ্বারা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনীত করাইবার হেতু বোধ হয় এই যে, সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ কিশোরীদের, অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং কমনীয়তাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং কমনীয়তার একটা ক্ষীণ আভাস মানুষের দ্বারা প্রকটিত করা যদি সম্ভব হয়, তবে সুন্দরী কিশোরী রমণীর চেষ্টাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সার্থক হইতে পারে।

নৃত্যগীতে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের নিপুণতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রশংসিত; সুতরাং তাঁহাদের ভূমিকা যাঁহারা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেও—মানুষের মধ্যে নৃত্যগীতে যতটুকু নিপুণতা থাকা সম্ভব, ততটুকু নিপুণতা থাকা দরকার। এজন্যই বোধ হয় রায় মহাশয় নৃত্যগীতে নিপুণা দুই দেবদাসীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন।

শ্রীরাধিকাব্যতীত অপর পাত্রীদের মধ্যে মদনিকার ভূমিকাই মুখ্য। তাই কেহ কেহ বলেন, রামানন্দ রায় একজন দেবদাসীকে শ্রীরাধিকার ভূমিকা এবং অপর জনকে মদনিকার ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। এই মতও সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১৩। **তুমি ইহাঁ** ইত্যাদি—রায়ের সেবক মিশ্রকে বলিল, "আপনি এখন এখানে বসিয়া থাকুন ইত্যাদি।" **সেই করিবেন**—রামানন্দরায় করিবেন।

১৪। রামানন্দরায় ঐ দুইটী দেবদাসীকে লইয়া নিভৃত উদ্যানে কি করিতেছিলেন, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বলিতেছেন "রামানন্দ নিভৃতে" ইত্যাদি পয়ারে বলিতেছেন।

১৫। **স্বহস্তে** রামানন্দ নিজের হাতে। **তার** তাহাদের দুইজনের। **অভ্যঙ্গ** প্রভৃতি—অভি-অঙ্গ-ঘঞ্ ভাবে, অভি অর্থ বারম্বার বা পৌনঃপুন্য; অঙ্গ ধাতুর অর্থ গমন বা মর্দন (মাখাইয়া দেওয়া), অভ্যঙ্গ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল পুনঃ পুনঃ মর্দন। এজন্য পুনঃ পুনঃ তৈল মর্দনকেও অভ্যঙ্গ বলে, "অভ্যঙ্গঃ তৈলমর্দনম—শব্দকল্পদ্রুম।" যাহাদ্বারা অভ্যঙ্গ (অর্থাৎ যে বস্তুটী পুনঃ পুনঃ সর্বাঙ্গে মর্দন) করা হয়, অভ্যঙ্গ শব্দ সেই বস্তুটীকেও বুঝায়, এই অর্থে অভ্যঙ্গার্থ তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলা হয়। উড়িষ্যা দেশের স্ত্রীলোকেরা এখন পর্য্যন্ত স্নানের পূর্ব্বে তৈলের সঙ্গে হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দন (অভ্যঙ্গ) করিয়া থাকেন। সুতরাং উড়িষ্যাদেশে হরিদ্রামিশ্রিত তৈলকেও অভ্যঙ্গ বলে, তাই এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন 'অভ্যঙ্গেন তৈলহরিদ্রাদিনা মর্দনং—তৈল-হরিদ্রারূপ অভ্যঙ্গদ্বারা গাত্রমর্দনই অভ্যঙ্গ মর্দন।' এই অভ্যঙ্গ-মর্দন সমস্তদেহেও হইতে পারে, অথবা, হস্তপদাদি অঙ্গবিশেষেও হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অভ্যঙ্গের অনেক গুণ বর্ণিত আছে। "অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা। শিরঃশ্রবণ-পাদেষু তং বিশেষেণ-শীলয়েৎ॥—প্রত্যহ অভ্যঙ্গ আচরণ করিবে মস্তকে, কর্ণে ও চরণে বিশেষরূপে অভ্যঙ্গ করিবে। অভ্যঙ্গের ফলে জরা (বৃদ্ধত্ব), শ্রম ও বাতরোগ দূরীভূত হয়।" অভ্যঙ্গের আরও অনেক গুণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা, মার্দ্দবকারিত্বম্—দেহের মৃদুতা বা স্নিগ্ধতা-সম্পাদক; কফ-বাত-নাশিত্বম্—কফ ও বাত-নাশক; ধাতু-পুষ্টিজনকত্বম্—ধাতুর পুষ্টিকারক, ত্বগ্‌বর্ণবলপ্রদত্বম্—চর্ম্মের বর্ণ উজ্জ্বল করে এবং দেহের বল বৃদ্ধি করে। পাদদেশে অভ্যঙ্গের ফলে চক্ষুর উপকার হয় ও সুনিদ্রা হয়। অতশ্চক্ষুর্হিতার্থিনা পাদাভ্যঙ্গঃ করণীয়ঃ।"

স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন। তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহা হউক, অভিনয়কারিণী দেবদাসীদ্বয়ের দেহের লাবণ্য, স্নিগ্ধতা এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির এবং কফ-দোষ দূর করিয়া কণ্ঠস্বরের মধুরতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়-রামানন্দ তাঁহাদের স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিতেন। এবং এই সকল উদ্দেশ্যেই তিনি পরিপাটীর সহিত স্বহস্তে তাঁহাদের গাত্র মার্জ্জন করিতেন এবং স্বহস্তে তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেন। যাঁহারা ব্রজ লীলার অভিনয় করিবেন—বিশেষতঃ যাঁহারা অসমোর্দ্ধ-রূপ-লাবণ্যবতী শ্রীরাধিকাদির ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের দেহের স্নিগ্ধতা, লাবণ্য এবং উজ্জ্বলতা এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের মধুরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত যতরকম লৌকিক উপায় অবলম্বন করা সম্ভব, অভিনয়ের সফলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রায়-মহাশয় তৎসমস্তই করিয়াছেন।

রায়-রামানন্দের পক্ষে স্বহস্তে দেবদাসীদ্বয়ের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন, স্নান ও গাত্রসম্মার্জ্জন করার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, প্রথমতঃ, অপর কাহারও দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ পরিপাটীর সহিত অভ্যঙ্গাদি সম্পন্ন হইতে পারিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শকদিগের চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্যে অভিনয়-শিক্ষা-রহস্যটি তিনি যথাসম্ভব গোপন রাখিতেই হয়তো অভিলাষী ছিলেন, তাই অপর কাহাকেও ইহার সংশ্রবে আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, পয়ার-সমূহের মর্ম্মে বুঝা যায়, অভিনয় শিক্ষা দানের পূর্ব্বেই দেবদাসীদ্বয়ের স্নান-ভূষণাদির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, অভিনয়-শিক্ষা ব্যাপারে বেশভূষার অভিপ্রেত পারিপাট্য এবং গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্যাদির প্রকটন অপরিহার্য্য বলিয়া পূর্ব্বেই স্নান-ভূষণাদির প্রয়োজন। যাহাহউক, দেবদাসীদ্বয়ই যদি পরস্পর পরস্পরের অভ্যঙ্গমর্দ্দনাদি করিতেন, তাহা হইলে এই কার্য্যেই দুর্ব্বলা কোমলাঙ্গী-তরুণীদের যে-শ্রম ও ক্লান্তি জন্মিত, তাহাতে শিক্ষানুরূপ অভিনয় অভ্যাসের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা করিয়াই হয়তো রায় মহাশয় নিজেই অভ্যঙ্গাদি নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

দেবদাসীদের দ্বারা যাঁহাদের ভূমিকা অভিনীত হইবে, তাঁহাদের ভাব রায়-রামানন্দের সুবিদিত, তাঁহার চিত্তেও তাঁহাদের ভাব বিরাজিত। অভ্যঙ্গমর্দ্দন, স্বহস্তে স্নান-বিভূষণাদির ব্যপদেশে রায়-রামানন্দ দেবদাসীদের মধ্যে সেই সমস্ত ভাব সঞ্চারিত করাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তাঁহাদের অঙ্গ-স্পর্শাদি করিয়াছেন। অঙ্গস্পর্শাদিদ্বারা অপরের মধ্যে ভাব সঞ্চারিত করার প্রথা আজকালও প্রচলিত দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় রামানন্দকৃত অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদির গূঢ় উদ্দেশ্য।

১৬। স্বহস্তে—রামানন্দ নিজহাতে। **পরান বস্ত্র**—কাপড় পরাইয়া দেন, স্নানের পরে। **সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন**—সমস্ত অঙ্গে যথাযোগ্য বেশ-ভূষা করিয়া দেন। মণ্ডন অর্থ ভূষণ (শব্দকল্পদ্রুম)। মণ্ডন চারি রকমের; বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা ও অনুলেপ (চতুঃসমাদি)। চতুর্দ্ধা মণ্ডনং বাসোভূষা-মাল্যানুলেপনৈঃ। এই চারি রকমের মণ্ডনের দ্বারাই রায়-রামানন্দ দেবদাসীদ্বয়কে সজ্জিত করিতেন।

অভিনয় অভ্যাসের পূর্ব্বেই রামানন্দরায় নিজ হাতে দেবদাসী দুইজনকে স্নান করাইতেন। স্নানের পরেও তিনি নিজহাতে তাঁহাদের বেশভূষা রচনা করিতেন। এই যে বেশভূষা রচিত হইত,—দেবদাসীগণ সচরাচর যেরূপ বেশভূষা করিতেন, তাহা সেরূপ বেশভূষা ছিল না, অভিনয়ের উপযোগী বেশভূষাতেই রায়মহাশয় তাঁহাদিগকে সজ্জিত করিতেন। এই কার্য্যটী রায়রামানন্দব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই সম্ভব হইত না—এমন কি দেবদাসীদ্বয়ও নিজেরা নিজেদের ভূমিকা-উপযোগী বেশ-ভূষা করিতে পারিতেন না, কারণ, যে-পাত্র বা পাত্রীর ভূমিকা এই দেবদাসীদ্বয় অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের কে কি বর্ণের কিরূপ বসন কি ভাবে পরিধান করেন, কোন বর্ণের কি আকারের মণি-মুক্তাদির বা কি ফুলের কি রকম মালাদি কি ভাবে বেশভূষার অন্তর্ভুক্ত করেন, কি অলঙ্কার কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করেন, এবং কি রকম অনুলেপাদি কোন্ কোন্ অঙ্গে লেপন করেন, তাহা ব্রজ-রস-রসিক বিশাখা-স্বরূপ রায়রামানন্দই

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব ॥ ১৭

সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক-দাসীভাব করে আরোপণ ॥ ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জানিতেন, দেবদাসীদের পক্ষে তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাই রায়মহাশয় নিজহাতেই দেবদাসী-দ্বয়কে অভিনয়ের অনুরূপ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়াছিলেন।

তভু নির্ব্বিকার ইত্যাদি—এইরূপে দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন, স্নাপন, বেশভূষাদি করিয়াও রায়-রামানন্দের চিত্তে কোনওরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই।

অনেক সময় স্ত্রীলোকের স্পর্শাদি তো দূরের কথা, স্ত্রীলোকের দর্শনেও সাধন-পরায়ণ মুনিদিগের পর্য্যন্ত চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়। আর ঐশ্বর্য্যের চরমশিখরে অবস্থিত এই রামানন্দরায় নিজের আয়ত্তাধীন দুইজন পরম-সুন্দরী তরুণী দেবদাসীর সহিত নিভৃত উদ্যানে অবস্থিত; কেবল ইহাই নহে, নিজ হাতে তাঁহাদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেছেন, এবং নিজহাতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে বেশ-ভূষা পরাইতেছেন; এই অবস্থায় অত্যন্ত সংযতচিত্ত পুরুষেরও চিত্ত-বিকার জন্মা একান্ত সম্ভব; কিন্তু রামানন্দরায়ের শক্তি অন্যরূপ—অসাধারণ; ইহাতে তাঁহার চিত্তে বিকারের ক্ষীণ আভাস, চঞ্চলতার ক্ষীণতম স্পন্দনও লক্ষিত হয় নাই।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই রামানন্দের এই অসাধারণ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, গৃহস্থ হইয়া রায় নহে ষড়্‌বর্গের বশে ॥ ৩।৫।৭ ॥”

১৭। একখণ্ড কাষ্ঠ বা একখণ্ড প্রস্তরকে (কাষ্ঠনির্ম্মিত বা প্রস্তর-নির্ম্মিত স্ত্রী-মূর্ত্তিকে নহে, কাষ্ঠখণ্ড বা পাষাণ খণ্ডকে মাত্র) স্পর্শ করিলে যেমন কাহারও মনে কোনওরূপ কাম-বিকার উৎপন্ন হয় না, সুন্দরী-তরুণী-স্পর্শেও রামানন্দ-রায়ের মনে কোনওরূপ বিকারের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই।

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে—কাষ্ঠ-খণ্ডের স্পর্শে বা পাষাণ-খণ্ডের স্পর্শে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে তো অনেকেরই চিত্তবিকার জন্মে; কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বা পাষাণ-নির্ম্মিত স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেও কাহারও কাহারও চিত্তবিকার জন্মে, কিন্তু কাষ্ঠ-খণ্ড বা পাষাণ-খণ্ড স্পর্শ করিলে কাহারও মনেই স্ত্রীলোক-সম্পর্কীয় বিকার জন্মে না। **তরুণী**—যুবতী স্ত্রীলোক। **ঐছে স্বভাব**—কাষ্ঠস্পর্শে যেমন কাহারও মনে কোনও বিকার জন্মে না, যুবতী স্ত্রীলোকের স্পর্শেও তদ্রূপ রামরায়ের মনে কোনও বিকার জন্মে না ইহা রামরায়ের স্বভাব—মনের স্বভাবসিদ্ধ শক্তি। রামরায়ের মনের স্বভাবসিদ্ধ শক্তিই এইরূপ ছিল; তাহার উপর, দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দনাদি-সময়ে তাঁহার মনে যেরূপ ভাবের স্ফুরণ হইত, তাহার প্রভাবেও তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ ভাবান্তর প্রবেশের অবকাশ পাইত না। পরবর্ত্তী পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

১৮। **সেব্যবুদ্ধি**—ইনি আমার সেব্য (সেবনীয়), আর আমি তাঁহার সেবক, এইরূপ বুদ্ধি। **আরোপিয়া**—আরোপ করিয়া। যে-বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করাকে আরোপ বলে। একজন দরিদ্র ভিক্ষুক যদি কোনও অভিনয়ে রাজা সাজে, আর যদি তখন কেহ তাহাকে রাজা বলিয়া মনে করে এবং তাহার সহিত রাজোচিত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই বলা হয় যে, ভিক্ষুকে রাজবুদ্ধি আরোপ করা হইয়াছে। **সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া** ইত্যাদি—দেবদাসীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া রামানন্দরায় তাঁহাদের সেবা করিতেন। দেবদাসীদ্বয় স্বরূপতঃ তাঁহার সেব্য ছিলেন না; তিনিও স্বরূপতঃ তাঁহাদের সেবক ছিলেন না; তথাপি তাঁহাদের অঙ্গ-সেবার সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের সেব্য বলিয়া মনে করিতেন। **স্বাভাবিক-দাসীভাব**—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পরিচ্ছেদেই পরবর্ত্তী ৪৮ পয়ারে বলিয়াছেন—“রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন”—রামানন্দরায় রাগানুগামার্গে মধুর-ভাবের উপাসক ছিলেন; এইরূপ উপসাকগণ নিজেকে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর কিঙ্করী বা দাসী বলিয়া অভিমান পোষণ করেন। রামানন্দ-রায়ের এই অভিমান—আমি শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসী, এই অভিমান—এতই পরিস্ফুট এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দৃঢ় ছিল যে, এই ভাবটী তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল; তাই গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ রামানন্দ-রায়ের ভাব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "স্বাভাবিক দাসীভাব।" **করে আরোপণ**—রামানন্দরায় দেবদাসীদের অঙ্গসেবা-সময়ে নিজের উপরে দেবদাসীদের দাসীত্বভাব আরোপ করিতেন; নিজে স্বরূপতঃ দেবদাসীদের দাসী না হইলেও তাঁহাদের অঙ্গসেবা-সময়ে নিজেকে তাঁহাদের দাসী (দাস নহে, স্ত্রী-লোক-দাসী) বলিয়া মনে করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইল, দাসীভাব রামানন্দরায়ের মজ্জাগত, ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব, তবে এ-স্থলে 'আরোপ করেন' বলা হইল কেন? উত্তর—তাঁহার স্বাভাবিক-দাসীভাব কেবল শ্রীমতী রাধারাণী-সম্বন্ধে, দেবদাসীদের সম্বন্ধে নহে; তিনি রাধারাণীর দাসী—এই ভাবটীই তাঁহার স্বাভাবিক, তিনি দেবদাসীর দাসী, এই ভাবটী তাঁহার স্বাভাবিক ছিল না; তাই, তিনি যখন নিজেকে দেবদাসীর দাসী বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার চেষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ।" অর্থাৎ যে-দাসীভাব শ্রীশ্রীরাধারাণী-সম্বন্ধেই স্বাভাবিক ছিল, তাহা এক্ষণে দেবদাসীদের সেবার সময়ে দেবদাসীদের সম্বন্ধে নিজের উপর আরোপ করিতেন।

রায়-রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা সখী ছিলেন। শ্রীমতী ভানু-নন্দিনীর সখিগণও নিজেদিগকে শ্রীমতীর দাসী বলিয়াই মনে করিতেন; দাসী-অভিমানেই তাঁহারা আনন্দ পাইতেন, ইহাই তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব ছিল। রামানন্দ রায়ের স্বাভাবিক ভাব বলিতেও, স্বরূপতঃ শ্রীবিশাখার ভাবকেই বুঝায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া এই পয়ারটী সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা-দ্বারা, ইহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধির চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীল রামানন্দরায় দেবদাসীদ্বয়ের প্রতি সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিলেন, আর নিজের উপর তাঁহাদের দাসীভাব আরোপ করিলেন। কিন্তু এখানে সেব্য বলিতে কি বুঝায়? রামানন্দ রায়ের সেব্য কে? তিনি রাগানুগা মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক, সুতরাং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দই তাঁহার মুখ্য সেব্য, তবে কি তিনি দেবদাসীদ্বয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দরূপ-সেব্যবুদ্ধিরই আরোপ করিয়াছিলেন? না কি শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিকর-বুদ্ধির আরোপ করিয়াছিলেন? দেবদাসীদ্বয়ের একজনকে শ্রীকৃষ্ণ, অপর জনকে শ্রীরাধারাণী, অথবা একজনকে শ্রীমদনিকা এবং অপর জনকে শ্রীরাধারাণী বলিয়াই কি রাম রায় মনে করিতেন? বোধ হয় তাহা নহে। রামানন্দরায় পরম-ভাগবত, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যও ছিল। জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি যে অপরাধ-জনক, তাহা তিনি জানিতেন, তিনি জানিতেন—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ পদ্মপু. উত্তর খণ্ড। ২৩।১২॥" তিনি জানিতেন,—"জীবে 'বিষ্ণু'-মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥ ২।১৮।৬৬॥" তিনি জানিতেন—শ্রীভগবত্তত্ত্বে ও ঈশ্বর-কোটি-স্বরূপ চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ ভগবৎ-পরিকর-তত্ত্বে কোনও প্রভেদ নাই। তাই কোনও জীবকে শ্রীরাধা-ললিতা-মদনাকাদি ভগবৎ-পরিকর বলিয়া মনে করাও অপরাধ-জনক। সুতরাং দেবদাসীদ্বয়কে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, অথবা শ্রীরাধা-মদনিকা বলিয়া মনে করা রামানন্দ-রায়ের মত পরমপণ্ডিত ও পরমভাগবতের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ হয়তো প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, কেন, ইহা অসম্ভব হইবে কেন? অদ্যাপি তদ্রূপ আচরণ ব্রজবাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনে যে-সমস্ত ব্রজবালক শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজলীলার অভিনয় করেন, অভিনয়-কালে তাঁহাদের পিতামাতাদি গুরুজন পর্য্যন্তও তাঁহাদের সেবা-পূজা-দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া থাকেন; যে-বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে পূজা করেন, যে-বালক শ্রীরাধার ভূমিকা অভিনয় করেন, তাঁহাকে শ্রীরাধাবুদ্ধিতে পূজাদি করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই:—ব্রজবাসীরা যে এইরূপ আচরণ করেন, ইহা সত্য; কিন্তু ইহা দুই ভাবে সম্ভব হয়। প্রথমতঃ, অভিনয়-দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হইয়াছে, তাঁহারা ঐ আবিষ্ট বালকেই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন—ইহা অস্বাভাবিক নহে। বালকই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই বুদ্ধিতে পূজাদি হয় না, বালকে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়াছে, এই বুদ্ধিতেই পূজাদি। শ্রীরাধিকার ভূমিকা-অভিনয়কারী বালকদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারীতে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল, তখন দর্শকবৃন্দ ব্রহ্মচারীকেও মহাপ্রভুবৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা, যতক্ষণ আবেশ ছিল ততক্ষণ। যতক্ষণ ব্রজবালকগণ লীলার অভিনয় করেন, ততক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদিগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবেশ মনে করিয়া তাঁহাদিগের সেবা-পূজাদি করা হয়। অভিনয়ের সময়ব্যতীত অন্য সময়েও যদি কেহ তাঁহাদের সেবা-পূজা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন মনে করিয়াই তাহা করিয়া থাকেন। যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ হয়, কি শ্রীরাধার আবেশ হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার যে বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন, বিশেষ প্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং ভগবৎ-প্রিয়বোধে তাঁহার সেবা-পূজাও অস্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়-দর্শনকারীদের মধ্যে যদি এমন কোনও সুরসিক পরম-ভাগবত কেহ থাকেন যে অভিনয় দর্শনে তন্ময় হইয়া তিনি তাঁহার বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন, তিনি যে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, এই জ্ঞানই তাঁহার লোপ পাইয়া যায়, তিনি তখন একেবারে অভিনীত লীলাতেই প্রবিষ্ট হইয়া যায়েন, নিজের সিদ্ধদেহের আবেশে তিনি তখন মনে করেন, উক্ত লীলাবিলাসোচিত পরিকরবর্গের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই লীলা বিলাস করিতেছেন, ভাগ্যক্রমে তিনি তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নিজের এইরূপ আবেশের অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অভিনয়কারী ব্রজবালকদের সেবা-পূজাদিও অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার নিজের যথাবস্থিত দেহের স্মৃতি যেমন তখন থাকে না, তদ্রূপ অভিনয়কারী বালকদের ব্রজবালকত্বের স্মৃতিও তখন তাঁহার থাকে না, ব্রজবালকে কৃষ্ণবুদ্ধি আরোপ করিয়া তিনি সেবা-পূজাদি করেন না, তিনি সেবা-পূজাদি করেন—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পরিকরবর্গকে। এস্থলে জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই। ইহা কিন্তু অভিনয়ের সময়ব্যতীত অন্য সময়ে সম্ভব নহে, কারণ, অন্য সময়ে তত্তৎ লীলা-উপযোগী বেশ-ভূষা-আচরণাদির অভাবে তত্তৎ-লীলার উদ্দীপন সাধারণতঃ সম্ভব নহে।

রামানন্দরায় অভিনয়-শিক্ষাদান আরম্ভের পূর্ব্বেই দেবদাসীদ্বয়ের অঙ্গসেবা করিতেন, তাঁহাদের অভ্যঙ্গমর্দ্দন করিতেন, স্নানাদি করাইতেন, বেশভূষাদি রচনা করিতেন। তখন তাঁহাদের অভিনয়োচিত বেশভূষা বা আচরণ থাকিত না, তখন থাকিত তাঁহাদের সহজ বেশ ভূষা, সহজ আচরণ। সুতরাং তখন তাঁহাদের দর্শনে বা তাঁহাদের আচরণ দর্শনে ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধার বা মদনিকার আবেশ হইয়াছে, ইহা মনে করারও কোনও হেতু তখন থাকে না। তখন, লীলার অভিনয় দর্শনে দর্শকের নিজের নিবিড় আবেশবশতঃ যে অভিনয়কারীদের সেবাপূজাদি, তাহাও এস্থলে সম্ভব নহে কারণ, এস্থলে কোনও অভিনয়ই নাই। সুতরাং অভিনয়ের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা-কালে শ্রীরাধাগোবিন্দ বুদ্ধিতে, অথবা তাঁহাদের পরিকর-বুদ্ধিতে, কিম্বা তাঁহাদের আবেশ-বুদ্ধিতে দেবদাসীদের সেবা সম্ভব নহে।

তাহা হইলে "সেব্য-বুদ্ধি"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? মুখ্য সেব্য শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকরব্যতীত ভক্তের পক্ষে আরও সেব্য আছেন। বৈষ্ণব-ভক্তও ভক্তের সেব্য, ভগবানের প্রিয় ব্যক্তিরাও ভক্তের সেব্য, যাঁহারা ভগবানের সুখজনক কোনও কাজ করেন, তাঁহারাও পরম-ভাগবতদিগের সেব্য। ভগবানের প্রিয়পাত্রী, বা ভগবানের সুখবিষয়ক কার্য্যের সাধিকা-জ্ঞানেই বোধ হয় রামানন্দরায় অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দেবদাসীদের অঙ্গসেবা করিয়াছেন। কিন্তু দেবদাসীদ্বয়কে ভগবানের প্রীতিভাজন বা প্রীতিজনক কার্য্যের সাধিকা বলিয়া মনে করার পক্ষে রামানন্দ-রায়ের কি হেতু ছিল? হেতু এই:—দেবদাসীগণ সাধারণ, সাংসারিক-কার্য্যরতা রমণী নহেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃতা, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথেরই দাসী, বিশেষতঃ শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নৃত্য-গীতাদিদ্বারা শ্রীজগন্নাথের চিত্তবিনোদনের চেষ্টাই তাঁহাদের মুখ্য কাজ। তাঁহাদের নৃত্যগীতও সাধারণ লোকসমূহের মনোরঞ্জনের উপযোগী অসার উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীতমাত্র ছিল না, তাঁহারা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদ-কীর্ত্তন করিতেন এবং তদুপযোগী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নৃত্যাদিদ্বারা পদের ভাবসমূহকে শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে যেন একটা প্রকট রূপ দিতেন। রসিক-কবি শ্রীজয়দেব তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য শ্রীগীত-গোবিন্দে ব্রজরসের নিত্যনবায়মান যে-অফুরন্ত অনাবিল উৎসের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, দেবদাসীদিগের নৃত্যগীতে তাহাই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের চিত্তকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতায় উন্মাদিত করিয়া দিত। দেবদাসীগণ যে-জগন্নাথদেবের এইরূপ চিত্ত-বিনোদন সেবা কার্য্যের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হইতে পারিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের সৌভাগ্য এবং ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপার পরিচায়ক। আর, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় ব্রজলীলা-রসের সুনিপুণ পরিবেষণদ্বারা তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতি-সম্পাদনে প্রয়াস পাইতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীতির নিদর্শন। সুতরাং দেবদাসীগণ যে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রীতিভাজন এবং কৃপাপাত্রী, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভাজন জনগণের প্রতি পরম-ভাগবতদিগের যেরূপ সেব্যবুদ্ধি জন্মে, রায়-রামানন্দ দেবদাসী-দ্বয়ের উপরে সেইরূপ সেব্যবুদ্ধির আরোপ করিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার নিজের স্বাভাবিক দাসীভাব আরোপ সম্বন্ধে কথা এই যে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসীত্বের অভিমান তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ স্ত্রী-লোক-অভিমান এবং তদনুরূপ মানসিকভাব ও চেষ্টাদি রায়রামানন্দের প্রায় সহজ ভাবই ছিল। দেবদাসীগণ স্ত্রীলোক তাঁহাদের অঙ্গসেবায় স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবেরই প্রয়োজন। তাই রায়-মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্ত্রীলোক-অভিমান এবং স্ত্রীজনোচিত-ভাব লইয়াই দেবদাসীদের সেবা করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের সেবা স্ত্রীলোকে করিলে কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকে না, তাই দেবদাসীদের অঙ্গ-সেবা সময়ে রামানন্দ রায়েরও কোনওরূপ কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা চিত্তবিকারের অবকাশ ঘটে নাই।

অথবা, এইরূপও হইতে পারে। রামানন্দরায় দেবদাসীদেরই অঙ্গসেবা এবং বেশ-ভূষাদি রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত দেবদাসীতে ছিল না মন ছিল শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সেব্য শ্রীরাধাগোবিন্দে। তিনি তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই করিতেছিলেন, এই অন্তশ্চিন্তিত দেহের কার্য্যই যথাবস্থিত দেহে প্রকটিত হইয়া দেবদাসীদের সেবায় রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যাতে সেব্যবুদ্ধি-আদি আরোপের তাৎপর্য্য ঠিক পরিস্ফুট হয় কি না—বুঝা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রামানন্দরায়ের নিত্যকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতে যত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল তত সময় ব্যাপিয়াই তিনি অভিনয় শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজন বোধে তাঁহাদের অঙ্গসেবা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অভিনয়-শিক্ষার আনুষঙ্গিক সাময়িক কার্য্যমাত্র।

আরও একটী কথা। দেবদাসীদের অঙ্গসেবা রায়রামানন্দের ভজনের অঙ্গ ছিল না। তাঁহার সেবক প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের নিকটে স্পষ্টই বলিয়াছেন, কেবলমাত্র অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দেবদাসীদের নিয়া উদ্যানে গিয়াছিলেন "তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজ নাটকের গীতে শিক্ষা আবর্ত্তনে॥ ৩।৫।১২॥" শ্রীমন্মহা-প্রভুও বলিয়াছেন, দেবদাসীদিগকে লইয়া রামানন্দ নিজ নাটকের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে—"নানা ভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ॥ ৩।৫।৩৮॥" গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥ সঞ্চারি সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥ ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়। জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥ ৩।৫।২০-২২॥" রামানন্দরায়ের ভজন-সম্বন্ধে শ্রীমন্-মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন, "রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।" তিনি রাগানুগীয়মার্গে মধুর-ভাবের ভজন করিতেন। রাগানুগীয়-ভজন বলিতে প্রভু কি মনে করেন, তাহা সনাতন-শিক্ষাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিয়াছেন, রাগানুগীয় ভজনের দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। যথাবস্থিতদেহের সাধনই বাহ্যসাধন; এই বাহ্যসাধনে

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা। তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তিপ্রেমসীমা ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা বা চতুঃষষ্টি-অঙ্গ ভজনের কথাই প্রভু উপদেশ করিয়াছেন। "বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ২।২২।৮৯ ॥" আর অন্তর-সাধন-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন,—"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন চিন্তে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ২।২২।৯০ ॥" অন্তর-সাধন যথাবস্থিত দেহের সাধন নহে। যথাবস্থিতদেহের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার কোনও সংস্রব নাই। ইহা অন্তশ্চিন্তিত-সিদ্ধদেহের সাধন মাত্র—এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে নিজের অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের আনুগত্যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবার মানসিক চিন্তা মাত্র। (২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গোদাবরী তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সাধনতত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে রামানন্দ রায় নিজেও একথাই বলিয়াছেন; সুতরাং প্রভুর উপদিষ্ট রাগানুগীয় ভজন-প্রণালীই যে রায় মহাশয়েরও ভজন-প্রণালী, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু রামানন্দ-রায়ের নিজের মুখে ব্যক্ত তাঁহার ভজন-প্রণালীতে, কিম্বা শ্রীসনাতনের নিকটে প্রভু, নিজমুখে ব্যক্ত ভজন-প্রণালীতে—কোনও স্থানেই স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে ভজনের কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। প্রভু বরং পরিষ্কাররূপে স্ত্রীলোকের সংস্রব-ত্যাগের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু" ইত্যাদি (২।২২।৪৯) বাক্যে। ছোট হরিদাসের বর্জ্জনে এবং দামোদরের বাক্যদণ্ডেও প্রভু ঐ শিক্ষাই প্রকট করিয়াছেন। অধিকন্তু, সাধকের পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন পর্য্যন্তও যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অবল্যাণকর, তাহাই প্রভু বলিয়াছেন। —"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হা হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়। ৮।২৭ ॥" দেবদাসীদের অঙ্গ সেবা সেবকের বাহ্য-দেহের বা যথাবস্থিত দেহেরই কাজ, ইহা অন্তশ্চিন্তিত দেহের কাজ নহে। কিন্তু চৌষট্টি-অঙ্গ বা নববিধা সাধন-ভক্তির মধ্যে কোনও রমণীর অঙ্গসেবা-রূপ, অথবা কোনও রমণীর সাহচর্য্য-গ্রহণ-রূপ কোনও ভজনাঙ্গের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং দেবদাসীদের সাহচর্য্য যে রায়-রামানন্দের ভজনাঙ্গ নহে, বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক কার্য্য মাত্র, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯। সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে, বিশেষতঃ, তাহাদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দনাদি অঙ্গ-সেবা-সময়ে একজন পুরুষের পক্ষে নিজের স্ত্রীলোক-অভিমান এবং স্ত্রী-জনোচিত মানসিক ভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হয়, নিজের চিত্তে কাম বিকারাদির উদ্রেক না হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। **মহাপ্রভুর ভক্তগণের**—যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও আশ্রিত-জ্ঞানে কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে স্বীয় অভয়-চরণে স্থান দান করিয়াছেন, সেই ভক্তগণের। **ভক্তগণের**—ভক্ত দুই রকমের, সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত। কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত জাতরতি সাধকগণকেই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে সাধকভক্ত বলা হইয়াছে।— "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ভ. র. সি দ. ১।১৪৪ ॥" বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ভক্তেরাই সাধকভক্ত। "বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ভ র.সি দ.১।১৪৫॥" যাঁহাদের পঞ্চবিধ ক্লেশের কোনওরূপ অনুভবই হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত-জ্ঞানে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, অন্য কর্ম্ম কখনও করেন না, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদাকৃষ্ণাশ্রিত-ক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥ ভ. র.সি দ. ১।১৪৬॥" সিদ্ধভক্তদের মধ্যে কেহ বা সাধনসিদ্ধ (যেমন মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ), কেহ বা কৃপাসিদ্ধ (যেমন যজ্ঞপত্নী, বিরোচন, বলি, শুকদেব প্রভৃতি), আবার কেহ বা নিত্যসিদ্ধ (যেমন নন্দ-যশোদাদি ব্রজপরিকরগণ)।

যাহা হউক, জাতরতি সাধকগণের বিঘ্ন-সম্ভাবনা আছে (উৎপন্নরতয়ঃসম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ) ॥ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও বিলুপ্ত হওয়ার, অথবা রত্যাভাসে বা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার অপরাপর অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া গেলেও, জাতরতি ভক্তের অপরাধজাত অনর্থ-সমূহের প্রায়িকী নিবৃত্তি

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

মাত্র হয়, আত্যন্তিকী এমন কি পূর্ণা নিবৃত্তিও হয় না (২।২৩।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কোনওরূপ অনর্থের বীজ থাকিলেই চিত্ত-বিকারাদির সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধযুক্ত জাতরতি ভক্তেরও চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা দেখা যায়।

যাঁহাদের বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, এইরূপ জাতরতি সাধক-ভক্তের অন্যান্য সমস্ত অনর্থেরই আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং যুবতী-রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা থাকে না। চিত্ত-বিকারাদি অনর্থেরই ফল।

আর যাঁহাদের বৈষ্ণব অপরাধ আছে, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় না (২।২৩।৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সিদ্ধভক্ত হইলেই তাঁহাদের আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং চিত্ত-বিকারাদির সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, যাঁহারা সিদ্ধভক্ত, অথবা যাঁহারা বৈষ্ণব-অপরাধহীন জাতরতি বা জাত-প্রেমভক্ত, আত্যন্তিকী অনর্থ-নিবৃত্তিবশতঃ রমণী-সংসর্গাদিতে তাঁহাদের চিত্ত-বিকারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। **দুর্গম**—দুর্বোধ্য, যাহা বুঝিবার শক্তি প্রায় কাহারও নাই। **মহিমা**—মাহাত্ম্য, প্রভাব, শক্তি। **মহাপ্রভুর ভক্তগণের** ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা প্রভুর কৃপায় অতি শীঘ্রই চিত্ত-বিকার জয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, পরম-করুণ প্রভুই ভজনে উন্নতি-লাভের উপযোগি-বুদ্ধি তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত করেন (দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে—গীতা। (১০।১০॥), তাঁহার কৃপায়ই তাঁহারা ভজনে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্ব-বিধ অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এবং করুণামণ্ডিত ভজন-মার্গের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য পন্থায় যেমন পূর্ব্বে সমস্ত দোষ দূর করিবার ব্যবস্থা, তার পরেই প্রকৃত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান ব্যবস্থা আছে, ইহাতে তাহা নহে, ইহাতে সাধকের দোষসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই—ব্যবস্থা প্রথম হইতেই ভক্তির উন্মেষের নিমিত্ত ভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দোষসমূহ তিরোহিত হইতে থাকে, যতই ভক্তির উন্মেষ হইবে, ততই দোষের ক্ষয় হইবে অবশেষে সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যাইবে। দোষ অপসারণের স্বতন্ত্র চেষ্টাব্যতীত, কেবলমাত্র ভক্তি-উন্মেষের চেষ্টাতেই কিরূপে সমস্ত দোষ অপসারিত হইয়া যায়—অন্ধকার দূরীকরণের কোনও চেষ্টাব্যতীত কেবল সূর্য্যোদয়েই কিরূপে অন্ধকার আপনা আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়—ইহাই সাধারণের পক্ষে দুর্গম, দুর্বোধ্য। ইহাই ভক্তির (বা সূর্য্যালোকের) দুর্গম-মহিমা।

"ভক্তগণের—দুর্গম মহিমা"-বচনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও কৃপাশক্তিমণ্ডিত ভক্তিমার্গের দুর্গম মহিমা (অচিন্ত্য শক্তিই) সূচিত হইয়াছে।

তাহে—তখন, এইরূপ অবস্থায়। বৈষ্ণবাপরাধহীন জাতরতি বা জাতপ্রেম-ভক্তদের এবং যে-পরিমাণ প্রেম-বিকাশে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি সংঘটিত হইতে পারে, সেই পরিমাণ-প্রেম-মাত্র-প্রাপ্ত সিদ্ধ-ভক্তদেরও যখন চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা নাই, তখন রমণী-সংসর্গে রামানন্দ-রায়ের পক্ষে যে চিত্ত-বিকারের আভাসমাত্রও সম্ভব নহে, তাহা বলাই বাহুল্য, যেহেতু, রামানন্দ-রায়ের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রেম কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি যোগ্যত্ব মাত্র লাভ করে নাই, পরন্তু প্রেম-বিকাশের ঊর্দ্ধতন সীমা (মহাভাব) পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে। **রামানন্দের ভাব**—রামানন্দের মানসিক ভাব বা শ্রীকৃষ্ণরতি। **ভক্তিপ্রেম**—প্রেমভক্তি। **ভক্তিপ্রেম সীমা**—প্রেমভক্তির সীমা, প্রেম-বিকাশের অবধি। রামানন্দ-রায় ব্রজ-লীলায় বিশাখা-সখী ছিলেন; বিশাখার শ্রীকৃষ্ণরতি মহাভাব পর্য্যন্ত বিকশিত। এই কৃষ্ণরতি লইয়াই বিশাখা নবদ্বীপ-লীলায় রামানন্দ-রায়রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং রামানন্দ-রায়ের ভক্তিপ্রেম-সীমা বলিতে মহাভাবকেই বুঝায়। যাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম মহাভাব-পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, আত্ম-সুখ-বাসনার ক্ষীণ ছায়াদ্বারাও কখনও তাঁহাদের কৃষ্ণরতি ভেদপ্রাপ্ত হয় না; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার অভিব্যক্তি স্বরূপ রমণী-সংসর্গজ চিত্তবিকার তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব।

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥ ২০
সঞ্চারি-সাত্ত্বিক-স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২১
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২২
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজঘরে পাঠাইল ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০। প্রসঙ্গক্রমে রামানন্দ-রায়ের অসাধারণ শক্তি এবং গুণ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থকার এইক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। **তবে**—তাহার পরে, অভ্যঙ্গমর্দ্দন-পূর্ব্বক স্নান, গাত্রমার্জ্জন এবং বেশভূষা-রচনার পরে। **সেই দুইজনে**—সেই দুই দেবদাসীকে। **নৃত্য শিখাইল**—অভিনয়ের অনুকূল নৃত্য শিক্ষা দিলেন (রামানন্দ-রায়)। **গীতের গূঢ় অর্থ**—জগন্নাথবল্লভ-নাটকে যে-সমস্ত গীত আছে, সে-সমস্ত গীতের গূঢ় তাৎপর্য্য বা গূঢ় ভাব, যাহা ঐ গীতসমূহের পঠন বা শ্রবণমাত্রেই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ গূঢ় অর্থ। **অভিনয় করাইল**—গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল, গীতের পদগুলি পড়িলেই বা শুনিলেই সাধারণ লোক গীতের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারে না, কিন্তু যেরূপ অভিনয় বা মুখ-চক্ষু-হস্ত-পদাদির ভাবানুকূল ভঙ্গী-সহকারে ঐ গানগুলি গীত হইলে গূঢ় অর্থ শ্রোতারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইরূপ অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গী শিক্ষা দিলেন। বাস্তবিক গীতের বা কথার গূঢ়-রহস্য-প্রকটনেই অভিনয়ের সার্থকতা।

২১। **সঞ্চারি সাত্ত্বিক** ইত্যাদি—২।২।৬২ এবং ২।২৩।৩১ পয়ারের টীকায় সাত্ত্বিক ভাবের, ২।১৯।১৫৫, ২।৮।১৩৫, ২।২৩।৩২ পয়ারের টীকায় সঞ্চারিভাবের এবং ২।১৯।১৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় স্থায়ীভাবের লক্ষণাদি দ্রষ্টব্য। **মুখে নেত্রে** ইত্যাদি—মুখের ভঙ্গীদ্বারা ও চক্ষুর ভঙ্গীদ্বারা কিরূপে সঞ্চারি-সাত্ত্বিকাদি ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা দেবদাসীকে শিক্ষা দিলেন।

২২। **ভাব-প্রকটন-লাস্য**—দর্শকদিগের নিকটে যাহাতে আন্তরিক ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, এইরূপ লাস্য (নৃত্য)। **লাস্য**—ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্ (শব্দকল্পদ্রুম), স্ত্রীনৃত্যং লাস্যম (সঙ্গীতনারায়ণে নারদ-সংহিতা)। কোনও ভাব-বিশেষের আশ্রয়ে স্ত্রীলোকেরা যে-নৃত্য করে, তাহাকে লাস্য বলে।

জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের গীতাদিতে যে-সকল গূঢ়ভাব নিহিত আছে, মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গীদ্বারা তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, দেবদাসীদ্বয়কে রামানন্দ তাহা শিক্ষা দিলেন এবং নৃত্যদ্বারাও তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দিলেন। **জগন্নাথের আগে**—শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে নাটকের অভিনয়-কালে। **দোঁহে**—দুইজন দেবদাসী। **প্রকট দেখায়**—মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী এবং নৃত্য-ভঙ্গীদ্বারা অভিনয়-সময়ে নাটকের ভাব-সমূহ ব্যক্ত করেন। **ভাব-প্রকটন-লাস্য** ইত্যাদি—ভাব ব্যক্ত করার উপযোগী মুখভঙ্গী, নেত্রভঙ্গী ও নৃত্য রামানন্দ-রায় দেবদাসীদ্বয়কে যেমন যেমন শিক্ষা দিলেন, তাঁহারাও শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নাটকের অভিনয়-কালে তেমন তেমন ভাবে অভিনয় করিয়াই সমস্ত ভাবকে প্রকট করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ এই পয়ারে এই কয়টী কথা বলিলেন।

জগন্নাথদেবের সাক্ষাতে জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের অভিনয় করার উদ্দেশ্যেই যে রামানন্দ-রায় দেবদাসীদ্বয়কে অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন, এই পয়ারেও তাহা ব্যক্ত হইল।

২৩। **তবে**—তাহার পরে, অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার পরে। **সেই দুইজনে**—দেবদাসীদ্বয়কে। **নিজঘরে**—দেবদাসীদের নিজ নিজ ঘরে।

অভিনয়-শিক্ষা দেওয়ার পরে দেবদাসীদ্বয়কে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া নিভৃতে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রতিদিন রায় ঐছে করয়ে সাধন।
কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তার মন ?॥ ২৪
মিশ্রের আগমন সেবক রায়েরে কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥ ২৫
মিশ্রে নমস্কার করি সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনত হইয়া—॥ ২৬
বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহো না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪। প্রতিদিন—যতদিন পর্য্যন্ত অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক দিন, রামানন্দ-রায়ের ভক্তি-অঙ্গ-সাধনের প্রত্যেক দিন নহে; কারণ, দেবদাসীদ্বয় যে তাঁহার ভজনের সহায়কারিণী ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বে ৩৫।১৮ পয়ারের টীকাতেই আলোচিত হইয়াছে। **রায়**—রামানন্দ-রায়। **ঐছে**—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, প্রথমে দেবদাসীদের স্নানভূষণাদি, তারপর অভিনয়-শিক্ষা, তারপর মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ। **করয়ে সাধন**—কার্য্যসাধন করেন। স্নান-ভূষণাদি অভিনয় শিক্ষা ও মহাপ্রসাদ-ভোজনান্তে গৃহ-প্রেরণরূপ কার্য্যসাধন করেন। এস্থলে সাধন শব্দ অভিনয় শিক্ষাদান-সংক্রান্ত কার্য্যের সাধনই বুঝাইতেছে—রামানন্দ রায়ের ভজনাঙ্গের সাধন বুঝাইতেছে না (৩৫।১৮ পয়ারের টীকার শেষভাগে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। **কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব**—ক্ষুদ্রজীব আমরা কিরূপে জানিব ? **কাহাঁ তার মন**—কাহাঁ (কোথায়) তাঁর মন, রামানন্দের মন কোথায় বা কোন অবস্থায় আছে। কিং প্রকারকং তস্য মনঃ ইত্যর্থঃ (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী), তাঁহার (রামানন্দের) মন কি প্রকার।

এইরূপে অভিনয়-শিক্ষাদান-কালে রামানন্দ রায়ের মনের অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা সাধারণ ক্ষুদ্রজীব কিরূপে জানিবে ? আমাদের মত ক্ষুদ্রজীব তাহা জানিতে পারে না সত্য, কিন্তু গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই তিনি লিখিয়াছেন :—"কাষ্ঠ পাষাণ-স্পর্শে হয় যেছে ভাব। তরুণী-স্পর্শে রামরায়ের ঐছে স্বভাব॥ ৩৫।১৭॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন :—"নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠপাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥ ৩৫।৩৯॥" রামানন্দ-রায়ের আচরণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু শাস্ত্রানুসারে অনুমান করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও এইরূপই :—"তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র। তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥ কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে এক করি অনুমান। শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥ ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ যে-শুনে যে-পঢ়ে তার ফল এতাদৃশী। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি। তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়, সিদ্ধ তার কায়॥ রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥ ৩৫।৪১-৪৮॥"

২৫। মিশ্রের আগমন ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় নিভৃত উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সেবক মিশ্রের আগমনের কথা তাঁহাকে বলিল, তাহা শুনিয়া রামানন্দ-রায়ও শীঘ্রই মিশ্রের সঙ্গে দেখা করার নিমিত্ত সভাতে আসিলেন।

২৬। মিশ্রে নমস্কার ইত্যাদি—রামানন্দ-রায় সভাগৃহে আসিয়া যথাযোগ্য সম্মানের সহিত মিশ্রকে প্রণাম করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন।

বিনত হইয়া—বিনীতভাবে।

২৭। বহুক্ষণ আইলা ইত্যাদি—রামানন্দ রায় মিশ্রকে বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইল আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার আগমনের কথা যথাসময়ে আমাকে কেহ জানায় নাই, তাই আপনাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। আপনাকে এইভাবে অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখার দরুণ আমার অপরাধও হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" **অপরাধ হইল**—উপেক্ষা-জনিত অপরাধ। এই শব্দে অপরাধ-ক্ষমার প্রার্থনাও ধ্বনিত হইতেছে।

তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহাঁ করোঁ তোমার কিঙ্কর॥ ২৮
মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে কৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥ ২৯
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘর আইলা॥ ৩০
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়স্থানে?॥ ৩১
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা—॥ ৩২
আমিত 'সন্ন্যাসী' আপনা 'বিরক্ত' করি মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥ ৩৩
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন?॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৮। **তোমার আগমনে** ইত্যাদি শিষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া রামানন্দ আরও বলিলেন—'আপনি পরম-ভাগবত ব্রাহ্মণ, আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল। আমাকে আপনার ভৃত্য (কিঙ্কর) বলিয়া মনে করিবেন। আমি আপনার নিমিত্ত কি করিতে পারি, আদেশ করুন।' **কাহাঁ করোঁ**—আমি কি করিব।

২৯। রামানন্দের বিনীত বচন শুনিয়া মিশ্রও শিষ্টতা সহকারে বলিলেন—'আমার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই; কেবল আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তই আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার দর্শন পাইলাম; দর্শন পাইয়াই আমি পবিত্র হইলাম।'

৩০। **অতিকাল**—অধিক বেলা বা অসময়।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্তই রামানন্দের নিকট গিয়াছিলেন; কিন্তু রামানন্দ যখন সভাগৃহে আসিলেন, তখন বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়া গিয়াছিল; এই সময়ে কৃষ্ণকথা উত্থাপিত হইলে কথা শেষ হইতে রামানন্দের মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদির অসময় হইয়া যাইবে মনে করিয়া মিশ্র আর কোনও কথার উত্থাপন করিলেন না; বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৩১। **আর দিন**—যে দিন মিশ্র রামানন্দের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তাহার পরের দিন। **প্রভু বিদ্যমানে**—প্রভুর নিকটে। **রায়স্থানে**—রামানন্দ রায়ের নিকটে।

৩২। **রামানন্দের বৃত্তান্ত**—রামানন্দ রায় সম্বন্ধে তাঁহার সেবকের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা; রায় যে নিভৃত উদ্যানে দুইজন সুন্দরী তরুণী দেবদাসীকে নাটকোক্ত অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন, সেই কথা। **শুনি মহাপ্রভু** ইত্যাদি—প্রভু বোধ হয় আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রামানন্দ রায়ের আচরণের কথা শুনিয়া হয়তো প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে রামানন্দের অসাধারণ শক্তি ও গুণের কথা প্রভু বলিতে লাগিলেন।

৩৩। "আমি ত সন্ন্যাসী" হইতে 'স্থির হয় কোন জন" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া প্রভু হইতেও রামানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"মিশ্র! আমি নিজে সন্ন্যাসী; আমি মনে করি যে আমি সর্ব্বপ্রকার আসক্তি-শূন্য; কিন্তু এই অবস্থায়ও স্ত্রীলোকের দর্শনের কথা দূরে, স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত শুনিলেও আমার দেহে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়। বাস্তবিক, স্ত্রীলোকের দর্শনে কেহই সাধারণতঃ স্থির থাকিতে পারে না।" **বিরক্ত**—সংসার-বিরাগী, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য। **বিরক্ত করি মানি**—আমি বিরক্ত বা আসক্তিশূন্য বলিয়া অভিমান করি। **প্রকৃতির**—স্ত্রীলোকের।

৩৪। **তবহি**—তবুও, দর্শনের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের নাম মাত্র শুনিলেও। **বিকার পায়**—বিকার প্রাপ্ত হয়, চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। **তনুমন**—দেহ ও মন। রামানন্দের মাহাত্ম্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রভু নিজে দৈন্য করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের নাম মাত্র শুনিলেও আমার দেহে ও মনে বিকার (চাঞ্চল্য) উপস্থিত হয়।"

রামানন্দ-রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন ! ।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন ॥ ৩৫

একে দেবদাসী, আরে সুন্দরী তরুণী ।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্ত্রীসঙ্গের জন্য বাসনাই মনের বিকার এবং তজ্জন্য মুখ-নেত্রাদির ভাবান্তরই দেহের বিকার। স্ত্রীলোকের নাম শুনিলেই যে-প্রভুর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, এই উক্তি কেবল প্রভুর দৈন্য। **প্রকৃতি-দর্শনে**—স্ত্রীলোকের দর্শনে। প্রভু "স্ত্রী"-শব্দও উচ্চারণ করিতেন না, "প্রকৃতি" বলিতেন।

৩৫। **রামানন্দ রায়ের কথা** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন—"স্ত্রীলোকের নাম মাত্র শুনিলেও আমার চিত্ত-বিকার জন্মে, সাধারণতঃ কোনও লোকই স্ত্রীলোকের দর্শনে স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু রামানন্দের অবস্থা এইরূপ নহে, তাঁহার বিশেষত্ব অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্যজনক, তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা বলিতেছি, সকলে শুন।" **কহিবার কথা নহে**—অবর্ণনীয় তাঁহার শক্তির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, অথবা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। **আশ্চর্য্য-কথন**—রামানন্দের শক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না, কিম্বা যাহা সাধারণতঃ শুনা যায় না, তাহা দেখিলে বা শুনিলেই লোকের বিস্ময় জন্মে।

৩৬। "একে দেবদাসী" হইতে "নির্ব্বিকার মন" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে প্রভু রামানন্দের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন। "রামানন্দ যাঁহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহারা অভিভাবক-হীনা অবিবাহিতা দেবদাসী, তাতে আবার তাঁহারা পরমসুন্দরী, তাতেও আবার পূর্ণ-যৌবনা। এই তিনটী কারণের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র-ভাবে সাধারণ লোকের চিত্ত-বিকার জন্মাইতে সমর্থ, অথচ তিনটী কারণই দেবদাসীদ্বয়ে বর্ত্তমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের দর্শনে কাহারও পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু রামানন্দ-রায় কেবল তাঁহাদের দর্শন করিতেছেন না, তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করিতেছেন, অঙ্গস্পর্শও আবার যেমন তেমন ভাবে নহে, তিনি নিজ হাতে তাঁহাদের অভ্যঙ্গ মর্দ্দন করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদের স্নান করাইতেছেন, গাত্রমার্জ্জনা করিতেছেন, নিজহাতে তাঁহাদের বেশভূষা রচনা করিতেছেন—তাহাতে তাঁহাদের বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের দর্শনও হইতেছে, স্পর্শনও হইতেছে, ইহার প্রত্যেকটী ক্রিয়াতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার একান্ত সম্ভাবনা। কিন্তু রামানন্দ এই-ভাবে তাঁদের অঙ্গসেবা করিতেছেন, আবার অভিনয়-শিক্ষাদান-কালে ভাববিকাশক অঙ্গ-ভঙ্গী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সুসজ্জিত অঙ্গে হস্তাদির আরোপ করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গী শিক্ষাও দিতেছেন; তথাপি রামানন্দের কোনওরূপ চিত্ত-বিকার নাই, স্ত্রীলোকের স্পর্শে যেমন কাষ্ঠ বা পাষাণের মধ্যে কোনও বিকারই উপস্থিত হয় না, নৃত্যগীত-পরায়ণা, ভাব-বিভ্রম-অভিনয়-কারিণী পরমসুন্দরী যুবতী দেবদাসীদের অঙ্গ-স্পর্শাদিতেও রামানন্দের চিত্তে কোনওরূপ বিকার স্থান পায় না। ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য-শক্তির পরিচায়ক।"

একে দেবদাসী—এস্থলে "একে" শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ:—দেবদাসীরা অবিবাহিতা কুমারী, তাঁহাদের স্বামীও নাই, অন্য কোনও অভিভাবকও নাই। যাহাদের স্বামী বা অন্য অভিভাবক আছে, এইরূপ রমণীর সংসর্গে পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিলেও স্বামী বা অন্য অভিভাবকের ভয়ে যে-সঙ্কোচ জন্মে, তাহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের স্বামী বা অন্য অভিভাবক নাই, তাহাদের সংসর্গে চিত্ত-চাঞ্চল্য উদ্দামতা লাভ করিবার পক্ষে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা বিঘ্নই নাই; সুতরাং দেবদাসীদের সংসর্গে পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য অবাধভাবে বর্দ্ধিত হইয়া যাইতে পারে।

আরে সুন্দরী তরুণী—এস্থলে "আরে" শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ:—সুন্দরী স্ত্রীলোকমাত্রই—তরুণীই হউক, আর প্রৌঢ়াই হউক—লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে; আবার, তরুণী স্ত্রীলোক সুন্দরী না হইলেও তাহার দর্শনে পুরুষের চিত্ত-বিকার জন্মিতে পারে। যে-স্ত্রীলোক সুন্দরীও বটে, তরুণীও বটে, তাহার দর্শনে যে সহজেই চিত্ত-

স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য-অঙ্গের হয় তাহা দর্শন-স্পর্শন ॥ ৩৭
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদগার তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৩৮
নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে, ইহা সহজেই বুঝা যায়; তার উপর যদি সেই সুন্দরী ও স্ত্রীলোক অবিবাহিতা ও অভিভাবক-হীনা দেবদাসী হয়, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই।

তার সব অঙ্গ ইত্যাদি—এবম্বিধ সুন্দরীতরুণী এবং অভিভাবক-হীনা অবিবাহিতা দেবদাসীদের অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন-স্নান-বেশ-ভূষা-রচনাদি-সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা (অথবা সমস্ত অঙ্গের সেবা) রায়-রামানন্দ নিজহাতে নির্ব্বাহ করিতেছেন। একথা এখানে বলার তাৎপর্য্য এই যে, সুন্দরী তরুণী ও অভিভাবক-হীনা স্বাধীনা রমণী দেবদাসীদের কেবলমাত্র দর্শনেই চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতে পারে। রামানন্দ-রায় কেবল তাঁহাদের দর্শন নয়, স্পর্শও করিতেছেন, কেবল স্পর্শও নহে, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা করিতেছেন। যে-কোনও স্ত্রীলোকের এই জাতীয় অঙ্গ-সেবাতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা। ঐ স্ত্রীলোক যদি আবার সুন্দরী, তরুণী ও স্বাধীনা হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। কিন্তু রামানন্দ নির্ব্বিকার।

সব অঙ্গ সেবা—সর্ব্বপ্রকারের অঙ্গসেবা; পরবর্ত্তী পয়ারে অঙ্গসেবার প্রকার বলিতেছেন। অথবা, হস্ত-পদ-মুখ-বক্ষ আদি সমস্ত অঙ্গের সেবা—স্নানাদি সময়ে বা বেশভূষা-রচনা-কালে, অনুলেপ-আদি প্রয়োগ-কালে।

৩৭। কি কি অঙ্গসেবা করিতেন, তাহা বলিতেছেন। **স্নানাদি করায়**—দেবদাসীদের স্নানাদি। এস্থলে আদি-শব্দে স্নানের আনুষঙ্গিক অভ্যঙ্গমর্দ্দন ও গাত্রসম্মার্জ্জনাদিকে বুঝাইতেছে। **পরায় বাস-বিভূষণ**—বাস (বস্ত্র) ও বিভূষণ (মাল্য-চন্দন-অলঙ্কারাদি) পরাইয়া দেন। **গুহ্য অঙ্গ**—গোপনীয় (গুহ্য) অঙ্গ; স্ত্রীলোক সাধারণতঃ যে-সমস্ত অঙ্গ পুরুষের নিকট হইতে বস্ত্রাদিদ্বারা গোপন করিয়া রাখেন, মুখ, বক্ষঃ ইত্যাদি। **তাহা**—তাহাতে, অঙ্গ-সেবা-সময়ে। **দর্শন-স্পর্শন**—পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গসেবা-সময়ে মুখ ও বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের দর্শনও হয়, স্পর্শন (ছোঁয়া)-ও হয়। সুন্দরী-তরুণী-স্ত্রীলোকের মুখ ও বক্ষঃস্থলাদি গোপনীয় অঙ্গের কেবলমাত্র দর্শনেই চিত্তবিকার জন্মিতে পারে, কেবলমাত্র স্পর্শেও চিত্তবিকার জন্মিতে পারে। কিন্তু রামানন্দের পক্ষে দর্শন এবং স্পর্শন উভয়ই হইতেছে।

৩৮। তভু—তথাপি; দেবদাসীদের অভিভাবকহীন-স্বাধীনত্ব, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, তাঁহাদের নবযৌবন, সর্ব্ববিধ অঙ্গসেবা-কালে তাঁহাদের গুহ্য অঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন—এই সমস্তের প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্রভাবে চিত্ত-বিকারের হেতু; এই সমস্ত কারণ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও। **নির্ব্বিকার**—বিকারশূন্য। **নানা ভাবোদ্গার**—অঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা গ্রন্থে বর্ণিত নানাবিধ ভাবের (সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী-আদি ভাবের) অভিব্যক্তি। **তারে**—দেবদাসীদ্বয়কে।

রামানন্দ-রায় নির্ব্বিকার-চিত্তে দেবদাসীদ্বয়কে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তি শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাদান-কালে অঙ্গ-ভঙ্গীর বিশেষত্ব দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সুসজ্জিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হয়তো তাঁহাকে হস্তার্পণও করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বিন্দুমাত্রও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে নাই।

৩৯। নির্ব্বিকার দেহ-মন ইত্যাদি—রামানন্দের দেহ এবং মন কাষ্ঠের মত, কিম্বা পাষাণের মত নির্ব্বিকার। কোনও সুন্দরী যুবতী রমণী এক খণ্ড কাষ্ঠ বা এক খণ্ড পাষাণকে যদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে যেমন কাষ্ঠখণ্ডের বা পাষাণখণ্ডের কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হয় না, তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের চিত্তেও তদ্রূপ কোনও বিকার উপস্থিত হয় না। কোনওরূপ ইন্দ্রিয় নাই বলিয়াই কাষ্ঠ বা পাষাণ তরুণী-স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং কোনওরূপ চাঞ্চল্যও লাভ করে না। কাষ্ঠ-পাষাণের সঙ্গে রামানন্দের তুলনা দেওয়াতে রামানন্দেরও ইন্দ্রিয়শূন্যতাই যেন ধ্বনিত হইতেছে; বাস্তবিক তাঁহার যে ইন্দ্রিয় নাই, তাহা নহে; তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, তবে সে-সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত; তাই প্রাকৃত-ভাবের দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কোনওরূপ বিকার সম্ভব নহে।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাষ্ঠ-পাষাণের যেমন ইন্দ্রিয় নাই, রামানন্দেরও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব নাই—ইহাই ধ্বনি। পরবর্ত্তী পয়ারে ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ইত্যাদি—তরুণী-স্পর্শেও যে-রামানন্দের মন নির্ব্বিকার থাকে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের (বিস্ময়ের) কথা। সাধারণের মধ্যে এইরূপ শক্তি দেখা যায় না বলিয়াই ইহা আশ্চর্য্যের কথা।

৪০। **এক রামানন্দের** - একমাত্র রামানন্দেরই, রামানন্দব্যতীত অপর কাহারও নহে

এই অধিকার—পূর্ব্বোক্তরূপ ও পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে দেবদাসীদের সংসর্গে যাইয়া কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় নির্ব্বিকার-চিত্তে তাঁহাদের অঙ্গ-সেবার অধিকার বা ক্ষমতা (রামানন্দ রায়ব্যতীত অপর কাহারও নাই; কেননা, রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত, সুতরাং প্রাকৃত কাম-ভাবাদিদ্বারা তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অপরের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।)

বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রী-সংসর্গ-ত্যাগের আদেশ প্রভু অনেক স্থলেই দিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের আদেশে বৃদ্ধা-তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনের কথাও ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। ইহাতে বুঝা যায়, অন্য স্ত্রীলোকের সংস্রবে যাওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার কোনও বৈষ্ণবেরই নাই। তবে রামানন্দ-রায় কিরূপে দেবদাসীদের সংস্রবে গেলেন? রামানন্দ পরম-প্রেমিক, পরম-ভাগবত, তাঁহার আচরণ বৈষ্ণবের আদর্শ স্থানীয়। এমতাবস্থায় তিনি কেন অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে গেলেন? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াও বোধ হয় প্রভু বলিলেন—"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।" অন্য কোনও কারণে, বা অন্য কোনও কার্য্যের উপলক্ষ্য করিয়া অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে যাওয়া তো কাহারও পক্ষেই সঙ্গত নহে, কাহারও তাহাতে শাস্ত্রসম্মত অধিকারও নাই—ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে নাট্যাভিনয়াদির উপলক্ষ্যে তাৎকালিক-ভাবে অন্য স্ত্রীলোকের সংসর্গে-যাওয়ার শাস্ত্রসম্মত বা সদাচার-সম্মত অধিকার রামানন্দব্যতীত অপর কাহারও নাই। রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাই তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত, প্রাকৃত-রমণী-সংসর্গে তাঁহার চিত্তবিকার জন্মিবার আশঙ্কা নাই, তাই তাঁহার এই অধিকার। অপরের যে এই অধিকার নাই, অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, প্রভুর পার্ষদদের মধ্যেও যে অপরের এই অধিকার নাই, ছোট-হরিদাসের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। ছোট-হরিদাসও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। তিনি যে মাধবীদাসীর নিকটে চাউল আনিতে গিয়াছিলেন, তাহাও নিজের জন্য নহে, প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত—ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে (রামানন্দ যেমন জগন্নাথের প্রীতির উদ্দেশ্যে নাটক-অভিনয়-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবদাসীদের সংসর্গে গিয়াছিলেন তদ্রূপ)—কিন্তু তথাপি প্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র রামানন্দ-রায়ই যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা নহে; তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, সকলের দেহ-ইন্দ্রিয়ই অপ্রাকৃত, সুতরাং রমণী-সংসর্গে কাহারও চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনা নাই, এরূপ অবস্থায়ও একমাত্র সাধক-জীবের ভজনাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সংস্রবে যাইতে নিষেধ করিতেন এবং কেহ গেলে তাঁহাকে দণ্ড দিতেন। কিন্তু রামানন্দ-রায়ের এই বিশেষ অধিকারটী তিনি অনুমোদন করিলেন কেন? উত্তর—রামানন্দ-রায়েরও যে রমণী সংসর্গে যাওয়ার অধিকার প্রভু অনুমোদন করিলেন, তাহাও সাধারণভাবে নহে, অর্থাৎ যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও কার্য্যেই যে রামানন্দ অপর স্ত্রীলোকের সংসর্গে যাইবেন, ইহা প্রভুর অভিপ্রেত নহে, কেবলমাত্র নাটকের অভিনয়-শিক্ষাদান-উপলক্ষ্যে, যাঁহাদের শিক্ষা রামানন্দব্যতীত অন্যদ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কেবল তাঁহাদের সংস্রবে যাওয়ার কথাটাই প্রভু অনুমোদন করিলেন। ইহার কারণ বোধ হয়—অভিনয় সম্বন্ধে প্রভুর পরম-উৎকণ্ঠা। শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক অভিনীত হউক, ইহা বোধ হয় প্রভুরও অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, তাই অভিনয়-শিক্ষার নিমিত্ত

তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪১
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪২
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রামানন্দের পক্ষে সাময়িকভাবে দেবদাসীদের সংস্রবে যাওয়াটাও প্রভু অনুমোদন করিলেন। অভিনয় সম্বন্ধে প্রভুর উৎকণ্ঠার কারণ বোধ হয় এইরূপ :—

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর তিনটী ভাব—ভক্তভাব, ভগবান্‌ভাব এবং শ্রীরাধার ভাব।

প্রথমতঃ, ভক্তভাবে প্রভু জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক আস্বাদন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। ভক্তের নিকটে যাহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, তাহা তিনি তাঁহার ইষ্টদেবকে আস্বাদন না করাইয়া যেন থাকিতে পারেন না, তাই ভক্ত-ভাবাপন্ন প্রভুর ইচ্ছা হইল, শ্রীজগন্নাথদেবকে এই নাটক আস্বাদন করাইতে। অভিনয়েই নাটকের আস্বাদন-চমৎকারিতা; তাই তাহার অভিনয়-সম্বন্ধে প্রভুর বিশেষ আগ্রহ জন্মিল।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অত্যন্ত আনন্দপ্রদ, লীলা-কথাদি বা লীলার অভিনয়াদিও তেমনি আনন্দজনক। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দররূপে প্রভু এই নাটক আস্বাদন করিয়া শ্রীজগন্নাথরূপে তাঁহার অভিনয় দর্শন করিয়া লীলাভিনয়ের আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন।

তৃতীয়তঃ, জগন্নাথবল্লভ-নাটকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বরাগের অনেক রহস্য বিবৃত হইয়াছে, বিশেষতঃ, শ্রীরাধিকার সখীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-গোপনের অনেক চেষ্টা, অনেক চাতুরালীর কথা বিবৃত হইয়াছে; এ সমস্ত পাঠ করিয়া রাধাভাব-ভাবিত-চিত্ত প্রভুর বিশেষ কৌতুক জন্মিল এবং স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীজগন্নাথ-দেবের সাক্ষাতে এই নাটকের অভিনয় করাইয়া, শ্রীজগন্নাথ-দেবকে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতা উপভোগ করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। মিলন-সময়ে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ-কাহিনী তাঁহাদের হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইয়া থাকে।

"তাতে জানি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে রামানন্দের এই অধিকার আছে কেন, তাহা বলিতেছেন।

তাতে জানি—তাহাতে (রামানন্দের এই অধিকার বিষয়ে) আমি জানি। কি জানেন, তাহা বলিতেছেন "অপ্রাকৃত" ইত্যাদি। **অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার**—তাঁহার (রামানন্দের) দেহ (সুতরাং দেহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ইন্দ্রিয়) অপ্রাকৃত, ইহা আমি (প্রভু) জানি বলিয়াই বলিতেছি যে, একমাত্র রামানন্দেরই এইরূপ অধিকার আছে।

৪১। **তাঁহার মনের ভাব**—রামানন্দের মনের ভাব বা (অবস্থা)। **তেঁহো জানে মাত্র**—একমাত্র রামানন্দই জানেন। **তাহা জানিবারে** ইত্যাদি—রামানন্দের মনের ভাব একমাত্র রামানন্দই জানেন, জীবের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই, যিনি রায়ের মনের ভাব জানিতে পারেন। **পাত্র**—যোগ্য পাত্র, জানিবার যোগ্য পাত্র।

৪২। **কিন্তু**—রামানন্দের মনের অবস্থা অপর কেহ না জানিলেও। **শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে**—শাস্ত্র-অনুসারে। **এক করি অনুমান**—রামানন্দের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ জানিতে না পারিলেও শাস্ত্রানুসারে একটা অনুমান করা যায় (প্রভু বলিতেছেন)। **শ্রীভাগবত-শ্লোক** ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবতের "বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি (নিম্নোদ্ধৃত) শ্লোকই এইরূপ অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ। প্রভুর অনুমানটী কি, তাহা পরবর্ত্তী ছয় পয়ারে বলিতেছেন (অর্থাৎ রামানন্দ নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, তাঁহার দেহ সিদ্ধ ও অপ্রাকৃত, তাই তাঁহার চিত্তবিকার সম্ভব নহে)। সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এই অনুমানের প্রতি কাহারও সন্দেহের কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

৪৩। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার অনুমানটী প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুমানের হেতুটী বলিতেছেন "ব্রজবধূ-সঙ্গে" হইতে "সিদ্ধ তার কায়" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে।

"ব্রজবধূ-সঙ্গে" হইতে "বিহারে সদায়" পর্য্যন্ত তিন পয়ার "বিক্রীড়িতং" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয় ॥ ৪৪

উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রজবধূ-সঙ্গে ইত্যাদি—শ্লোকোক্ত "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" এই অংশের অনুবাদ। **ব্রজবধূ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ। **রাসাদি-বিলাস**—রাসলীলা, কুঞ্জলীলা, যমুনা বিহার, শ্রীকুঞ্জ-বিহার প্রভৃতি ব্রজগোপীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সমূহ। **যেই ইহা কহে** ইত্যাদি—শ্লোকোক্ত "শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ" এই অংশের অর্থ। **যেই**—যে-ব্যক্তি। **ইহা**—রাসাদি-লীলার কথা। **কহে**—অপরের নিকটে বর্ণন করে। **শুনে**—অপরের মুখে শ্রবণ করে। **বিশ্বাস**—শ্রদ্ধা। ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা, প্রাকৃত কাম-ক্রীড়া নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূতা, আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা নিত্যকান্তাদিগের সঙ্গে এই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা—এই বাক্যেতে বিশ্বাস; এবং সমস্ত লীলার কথা বর্ণন বা শ্রবণ করিলে জীবের সংসারাসক্তির ক্ষয় হয়, শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়—এই বাক্যেতে বিশ্বাস।

৪৪। "হৃদ্রোগ" ইত্যাদি পয়ারে "হৃদ্‌রোগং আশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ" এই অংশের অর্থ।

হৃদ্‌রোগ—হৃদয়ের রোগ বা ব্যাধি; অন্তঃকরণের মলিনতা। **কাম**—কামনা, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা। **হৃদ্‌রোগ কাম**—হৃদ্‌রোগরূপ কাম, বা হৃদ্‌রোগজনক কাম। যে-কামনা চিত্তের মলিনতা জন্মায়, বা যে-কামনাই চিত্তের মলিনতাতুল্য। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা; দেহ-দৈহিকসুখের বাসনা। হৃদরোগ শব্দদ্বারা ভগবদ্‌বিষয়ক-কামনা নিরাকৃত হইতেছে। চিত্তের মলিনতা-জনক কামনা তিরোহিত হয়, কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ক কামনা (ভগবৎ-প্রাপ্তির বা ভগবৎ-সেবার কামনাদি) তিরোহিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। **তার**—যিনি রাসাদি-লীলা শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, তাঁহার। **তৎকালে**—শ্রবণ কালেই বা বর্ণন-কালেই; অবিলম্বে। **হয় ক্ষয়**—বিনষ্ট হয়; তিরোহিত হয়। **তিন গুণ**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী মায়িক গুণ। **তিন গুণ ক্ষোভ**—প্রাকৃত-গুণত্রয়ের ক্ষোভ বা বিক্রিয়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের ক্রিয়াতেই মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে নানাবিধ দুর্ব্বাসনা জন্মে। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাসাদি-লীলা শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তাঁহার চিত্ত গুণাতীত হইয়া যায়; সুতরাং গুণত্রয়ের ক্রিয়া তাঁহার চিত্তে থাকিতে পারে না। **ধীর**—অচঞ্চল; বাসনার তাড়নাতেই জীবের চিত্তের চঞ্চলতা জন্মে। রাসাদি-লীলা শ্রবণকীর্ত্তনের ফলে আনুষঙ্গিক ভাবে যখন সর্ব্ববিধ বাসনা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর চিত্তের কোনওরূপ চঞ্চলতা সম্ভব নহে, তখন জীব ধীর হইয়া যায়। **অথবা** ধীর-অর্থ—পণ্ডিত, সর্ব্বার্থতত্ত্ববেত্তা।

৪৫। "উজ্জ্বল মধুর" ইত্যাদি পয়ার "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং" এই অংশের অর্থ। **উজ্জ্বল**—স্ব-সুখবাসনাদি-মলিনতা-বর্জ্জিত, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির বাসনাদ্বারা সমুজ্জ্বল। **মধুর**—অত্যন্ত আস্বাদ্য; যাহার আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম এবং পূর্ণকাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্তও লালায়িত। অথবা, মধুর-রসাশ্রিত, ব্রজগোপীদিগের কান্তাভাবের আনুগত্যময়ী। **প্রেমভক্তি**—প্রেম-লক্ষণা ভক্তি; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। **উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি**—স্ব-সুখবাসনা-শূন্যা গোপীভাবের আনুগত্যময়ী পরম আস্বাদ্য প্রেমভক্তি।

উক্ত তিন পয়ারের স্থূলার্থ এই:—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসাদি যে-সকল লীলা করিয়াছেন, যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে-সকল লীলারকথা নিরন্তর শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তাঁহার চিত্তের মলিনতা-জনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাদি দূরীভূত হইয়া যায়, এবং অচিরাৎ ভগবানে তাঁহার প্রেম-লক্ষণা পরাভক্তি লাভ হয়। চিত্তের দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইয়া গেলে তার পরেই যে-ভক্তি লাভ হয়, তাহা নহে; যে-মুহূর্ত্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই চিত্তে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে। এইরূপ আবির্ভাবপ্রাপ্ত ভক্তি অবশ্য প্রথমেই চিত্তকে স্পর্শ করে না—কিন্তু রজস্তমোময়ী অবিদ্যাকে নির্জ্জিত করার জন্য সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে শক্তিশালিনী করিয়া তোলে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাহার ফলে অবিদ্যা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে; সুতরাং

তথাহি (ভা. ১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভগবতঃ কামবিজয়রূপ-রাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামমাশু অপহিনোতি পরিত্যজতি। ইতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মনের দুর্ব্বাসনাদিও ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে, বিদ্যার সাহায্যে এইরূপে অবিদ্যাকে সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া ভক্তি শেষে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে এবং এইরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে অপগত হইলে বিশুদ্ধচিত্তকে তখনই ঐ ভক্তি স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়া তোলে, তখনই সেই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-হেতুভূতা প্রেমভক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

এই পয়ারের "আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে "সেই উপযুক্ত ভক্ত রামানন্দরায়" এবং কোনও কোনও গ্রন্থে আবার "দাসীভাব বিনু তার নাহিক উপায়" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। "দাসীভাব বিনু" ইত্যাদির অর্থ এইরূপ—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাসাদি-লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, দাসীভাবে ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে যুগল-কিশোরের সেবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই লোভ জন্মিবে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) ব্রজবধূভিঃ (ব্রজগোপীদিগের সহিত) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের) ইদং চ (এই) বিক্রীড়িতং (ক্রীড়া—রাসাদি-ক্রীড়ার কথা) অনুশৃণুয়াৎ (নিরন্তর শ্রবণ করেন) অথ (অনন্তর—শ্রবণের পরে, অথবা এবং) বর্ণয়েৎ (বর্ণন করেন), [সঃ] (তিনি) অচিরেণ (অবিলম্বে) ধীরঃ (ধীর—অচঞ্চল—হইয়া) ভগবতি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) পরাং (সর্ব্বোত্তম-জাতীয়া) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণা ভক্তি) প্রতিলভ্য (প্রতিক্ষণে নূতনভাবে লাভ করিয়া) হৃদ্রোগং (হৃদয়-রোগ-স্বরূপ) কামং (কামকে—দুর্ব্বাসনাকে) আশু (শীঘ্রই) অপহিনোতি (পরিত্যাগ করেন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত রাসাদিলীলার কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং শ্রবণানন্তর বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তিনি ধীর—অচঞ্চল—হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তম-জাতীয়া ভক্তি প্রতিক্ষণে নূতনভাবে লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগস্বরূপ কামাদি দুর্ব্বাসনাকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন। ৩

শারদীয়-মহারাস-লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেবগোস্বামী এই শ্লোকে রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বপয়ারের ৩।১৮।৮০ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধান্বিতঃ—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া; বিশ্বাস করিয়া; শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারের অন্তর্গত বিশ্বাস-শব্দের টীকায় দ্রষ্টব্য। শ্রদ্ধান্বিতঃ-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা না থাকিলে অভীষ্ট ফল শীঘ্র পাওয়া যাইবে না; ফল যে একেবারেই পাওয়া যাইবে না, লীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন যে নিরর্থক হইয়া যাইবে, তাহা নহে; লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলেই প্রথমে শ্রদ্ধা জন্মিবে (সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা. ৩।২৫।২৪)। "নু নিশ্চিতম্ অথ শ্রবণান্তরং শ্রদ্ধান্বিতত্বাৎ—বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী।" **ব্রজবধূভিঃ**—ব্রজবধূদিগের সহিত **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের **ইদং চ বিক্রীড়িতং**—এই লীলা। (চ-শব্দে রাসক্রীড়াব্যতীত অন্যান্য লীলাও সূচিত হইতেছে। এস্থলে বিষ্ণু-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকত্ব বা বিভুত্ব—সুতরাং—পরব্রহ্মত্ব সূচিত হইতেছে; ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা যে প্রাকৃত নরের কামক্রীড়া নহে, পরন্তু এ-সমস্ত যে স্বীয়-শক্তির সহিত শক্তিমান্ স্বয়ংভগবানের লীলামাত্র—ইহাই বিষ্ণু-শব্দ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য। যাহা হউক, যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই লীলার কথা) **অনুশৃণুয়াৎ**—অনু (নিরন্তর, পুনঃ পুনঃ) শৃণুয়াৎ

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৬

তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(শ্রবণ করেন) এবং **অথ**—শ্রবণের পরে **বর্ণয়েৎ**—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণন করেন এবং স্মরণ-মননাদিও করেন (বর্ণন শব্দে স্মরণ মননাদিও উপলক্ষিত হইতেছে), তিনি **পরাং** (শ্রেষ্ঠা, গোপীদিগের আনুগত্যময়ী বলিয়া সর্ব্বোত্তমা) **ভক্তিং**—ভক্তি **প্রতিলভ্য**—প্রতিক্ষণে নূতন নূতন ভাবে লাভ করিয়া, যখনই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করা হইবে, তখনই নূতন নূতন ভাবে ভক্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই সেই ভক্তির প্রভাবে হৃদ্রোগতুল্য কামকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির কিঞ্চিৎ অংশ শক্তিবারেই হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে শক্তিশালিনী করিয়া রজস্তমোময়ী অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যাজনিত দুর্ব্বাসনাকে শক্তিমতী বিদ্যাদ্বারাই হৃদয় হইতে বিতাড়িত করে; তাহার পরে স্বীয় প্রভাবে বিদ্যাকেও বিতাড়িত করিয়া—বিদ্যা ও অবিদ্যার অপগমে শুদ্ধতা প্রাপ্ত—চিত্তকে স্পর্শ করে; তখনই সেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই চিত্তেই তখন হ্লাদিনীশক্তি প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয় (১।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলে মায়া মলিন চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তির আবির্ভাব হইলেও চিত্ত মায়া মলিন বলিয়া তাঁহার সহিত ভক্তির স্পর্শ হয় না। এই ভক্তিরই প্রভাবে চিত্ত যখন বিশুদ্ধতা লাভ করে, তখনই তাহার সহিত ভক্তির স্পর্শ হয়। এইরূপে চিত্তশুদ্ধির মুখ্য হেতুও হইল ভক্তি এবং চিত্তের সহিত ভক্তির স্পর্শের হেতুও হইল ভক্তিই। অন্যানপেক্ষা স্বতন্ত্রা ভক্তিরাণী নিজেই নিজের আসন প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

কামকে হৃদরোগ বলার তাৎপর্য্য এই যে, রোগে যেমন দেহ মলিন হইয়া যায়, দেহের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়, দুর্ব্বাসনাদিদ্বারাও চিত্ত মলিন হইয়া যায় এবং জীব চিত্তের স্বরূপগত অবস্থা—কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত উন্মুখতা নষ্ট হইয়া যায়।

৪৩-৪৫ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪৬। যে শুনে ইত্যাদি—যিনি রাসাদি লীলা কথা শুনেন বা গ্রন্থাদিতে পড়েন (বা অন্যের নিকটে পাঠ করিয়া বর্ণন করেন), তিনিই যখন এইরূপ ফল (প্রেম-লক্ষণা পরা-ভক্তি ও হৃদরোগ-কাম রাহিত্য) লাভ করেন। **সেই ভাবাবিষ্ট**—ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে রাসাদিলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **যেই সেবে অহর্নিশি**—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যিনি নিরন্তর রাসাদি-লীলা-বিলাসী শ্রীযুগলকিশোরের সেবা করেন। যাঁহার সর্ব্ববিধ অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়াছে, এইরূপ কোনও জাতপ্রেম ভক্তের পক্ষেই এইরূপ সেবা সম্ভব। এস্থলে রাগানুগীয়-ভজনের পরিপক্ব অবস্থার কথাই সূচিত হইতেছে।

৪৭। তার ফল—উক্তরূপে সেবার ফল। **তার ফল কি কহিব** ইত্যাদি—যাঁহারা রাসাদি লীলার ভাবে আবিষ্ট না হইয়াও কেবল মাত্র শ্রদ্ধার সহিত ঐ সকল লীলার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই যখন চিত্ত-বিকারের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ দুর্ব্বাসনাকে সম্যক্‌রূপে উৎপাটিত করিতে পারেন এবং ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, তখন যিনি (রাগানুগামার্গে) ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর ঐ সকল লীলা-বিলাসী শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের সেবাই করিতেছেন, সেই উত্তম ভাগবতের সেবার ফল যে কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা আর বলা যায় না (অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ দুর্ব্বাসনার ছায়ামাত্রও স্থান পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য)।

নিত্যসিদ্ধ—অনাদি-সিদ্ধ, যিনি অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পরিকররূপে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের দেহাদি সমস্তই চিন্ময়, তাঁহাদের মধ্যে প্রাকৃত কিছুই নাই। **সেই**—যিনি অহর্নিশি রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোর সেবা করেন, তিনি। **প্রায়**—তুল্য, কিঞ্চিৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দ ব্যবহৃত হয়। **নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়**—সেই (ভক্ত) নিত্যসিদ্ধ প্রায় যিনি রাসাদিলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া অহর্নিশি সেবা করেন, তিনি নিত্যসিদ্ধের তুল্য, কিঞ্চিৎ-ন্যূনার্থে "প্রায়" শব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সহিত তাঁহার সর্ব্বাংশে তুল্যতা নাই,—ইহাই সূচিত হইতেছে। দেহের চিন্ময়ত্বাংশে তুল্যত্ব আছে—নিত্যসিদ্ধদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি যেমন প্রাকৃত নহে সমস্তই চিন্ময়, ঐ ভাবাবিষ্ট সেবক উত্তম-ভাগবতের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত নহে, পরন্তু চিন্ময়, এস্থলে তুল্যতা। আবার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের যথাবস্থিত চিন্ময়-দেহে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু জাতপ্রেম সাধকভক্ত রাসাদিলীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর সেবা করিয়া থাকিলেও, এই সেবা তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের সেবামাত্র, যথাবস্থিত দেহের সাক্ষাৎসেবা নহে। কোনও সাধকভক্তই যথাবস্থিত দেহে সাক্ষাদ্ভাবে লীলাবিলাসী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে পারেন না—এই অংশে তুল্যতার অভাব। **সিদ্ধ তার কায়**—তাঁহার (ভাবাবিষ্ট সেবকের) দেহ সিদ্ধ (অপ্রাকৃত)। যিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর রাগানুগা-মার্গে সেবা করেন, তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদির মত অপ্রাকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত রজোগুণের ফলস্বরূপ কাম বিকারের কোনও সম্ভাবনাই নাই। **কায়**—কায়া, দেহ। অথবা, **নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায়**—সেই (ভক্ত) নিত্যসিদ্ধপ্রায়, নিত্যসিদ্ধতুল্য। নিত্যসিদ্ধদিগের যেমন স্বসুখ বাসনা থাকে না, স্বসুখ-বাসনা-জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্যও থাকে না যিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, তাঁহারও স্বসুখ-বাসনা এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য থাকে না।

ভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব। ভজনের প্রভাবে ভক্তের দেহ—তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি—সচ্চিদানন্দ-রূপতা বা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেম্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥ বৃ ভা ২।৩।১৩৯॥ টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘন-রূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চ-ভৌতিক-দেহরতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ। কিম্বা তৎকারণ্যশক্তিবিশেষেণ তত্র তত্রাপি তত্তৎ স্ফূর্ত্তিসম্ভবাৎ। কিম্বা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্ত্যা অগ্নৌতপ্তস্যেব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতা-প্রতিপাদনাদিতি দিক্।"

ভক্তি হইল স্বরূপ-শক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস বিশেষ, স্বরূপ-শক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব হইল চিচ্ছক্তি, সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কার্য্য হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা, তাই স্বরূপ-শক্তির বা তাহার বিলাস বিশেষ ভক্তির গতি থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের দিকে।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধসত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দঘন, তাঁহাদের চিত্তের ভক্তি বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিও শুদ্ধসত্ত্বময়ী, স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং তাঁহাদের মনের গতিও থাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

যাঁহারা সাধনসিদ্ধ পরিকর, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও প্রাকৃত নহে, সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দঘন, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তির গতিও থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

যাঁহারা সাধকভক্ত, সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহাদের চিত্তও শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয় বলিয়া সমস্ত চিত্তবৃত্তিও হইয়া যায় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা, তখন তাঁহাদের বাসনাদি চালিত হয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারা বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির দ্বারা, সুতরাং তাঁহাদের বাসনাদির গতিও থাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। সিদ্ধদেহতুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্ত বা উল্লিখিতরূপ সাধকভক্ত—ইঁহাদের সকলেই যখন স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, তখন তাঁহাদের কাহারওই কামনাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখী হইতে পারে না, তাঁহাদের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা জাগিতে পারে না। তাহার হেতু এই। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব স্বীয় চিরন্তনী সুখবাসনাদ্বারা তাড়িত হইয়া যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত সুখভোগের আশায় বহিরঙ্গা মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইল (২।২০।১০৪ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), তখন জীবমায়ার আবরণাত্মিকা শক্তিতে তাহার স্বরূপের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মিল (২।২০।১২-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তখন দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্যই জীব লালায়িত হইয়া পড়িল। মায়াও তাহাকে দেহের সুখভোগ করাইতে লাগিলেন, তজ্জন্য তাহার বাসনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তাহার দেহের দিকে চালিত করিতে লাগিলেন। ইহা না করিলে জীব দেহের সুখ ভোগ করিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—বহিরঙ্গা মায়াই বহির্ম্মুখ জীবের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা (বা কাম) জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে স্বরূপ-শক্তি যখন চিত্তে প্রবেশ করিয়া মায়াকে এবং মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা এবং ১।৪।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন জীবের চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তি চালিত হয় একমাত্র স্বরূপ-শক্তিদ্বারা, সেই চিত্তে মায়াশক্তির কোনও প্রভাব থাকে না বলিয়া তাহার চিত্তবৃত্তিকে দেহেন্দ্রিয়াদির দিকে চালাইবার কেহ থাকে না ; সুতরাং তখন তাহার আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা (বা কাম) জাগিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ ভক্তির প্রভাবে সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী হইলে, বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণেই আবিষ্ট হইলে, জীবের চিত্তে যে-সমস্ত বাসনা জাগে, তাহাদের গতি থাকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে ; ভর্জিত বা পাচিত ধানের যেমন অঙ্কুর জন্মে না, শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট চিত্তের বাসনাও তদ্রূপ স্বসুখার্থ হইতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এ-কথা বলিয়াছেন। "ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥ শ্রীভা. ১০।২২।২৬ ॥"

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—কাম হইল বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি ; মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পর বিরোধী বলিয়াই বলা হইয়াছে—"কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ। ১।৪।১৪০ ॥"

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার অনুমানের যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইলেন।

৪৮। এই পয়ারে রায়-রামানন্দ-সম্বন্ধে প্রভু তাঁহার অনুমানের কথা বলিতেছেন।

প্রভুর অনুমানটী এই :—যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রাসাদি-লীলার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও হৃদরোগ-কাম দূরীভূত হয় ; সুতরাং রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে না ; আর যাঁহারা ব্রজ-গোপীদিগের আনুগত্যে ঐ সকল লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত দেহে নিরন্তর শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের সেবা করেন, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই নিত্যসিদ্ধ-ভক্তদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় অপ্রাকৃত হইয়া যায় ; সুতরাং রমণী-সংসর্গে তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না। রায়-রামানন্দেরও রাগানুগামার্গে ভজন ; তিনিও অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজগোপীদের আনুগত্যে রাসাদি-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর যুগল-কিশোরের সেবা করেন ; তাঁহার দেহ-মন-আদি ইন্দ্রিয়বর্গও নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের ন্যায় অপ্রাকৃত ; তাই দেবদাসী-সংস্পর্শেও তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ কাষ্ঠ-পাষাণের মত নির্ব্বিকার থাকে।

রাগানুগামার্গ—রাগাত্মিকার অনুগত যে-ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। এই রাগানুগা-ভক্তির সাধন-মার্গকেই রাগানুগা-মার্গ বলে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের যে-কোনও ভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি লুব্ধ হয়েন, স্বীয় অভীষ্ট ভাবের ব্রজ-পরিকরদিগের আনুগত্যে তাঁহাকে রাগানুগামার্গে ভজন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে হয় (২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রামানন্দ-রায়ের রাগানুগা-ভজন বলিতে মধুর-ভাবের ভজনই বুঝায়। মধুর-ভাবের রাগানুগীয় ভজনে সাধক নিজেকে শ্রীরাধিকার মঞ্জরী (দাসী) বলিয়া মনে করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে রামানন্দরায় ব্রজলীলার ললিতা সখী, ললিতার রাগাত্মিকা-সেবা, রাগানুগা সেবা নহে। ললিতাই যখন রামানন্দরায়-রূপে গৌর-লীলায় প্রকট হইলেন, তখন রামানন্দের ভজন রাগাত্মিকা না হইয়া রাগানুগা হইল কেন? ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে রামানন্দ বিশাখা, সম্ভবতঃ তাঁহাতে ললিতা ও বিশাখা উভয়েই সম্মিলিত (৩।৬।৮-৯ টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইহার দুইটী কারণ অনুমিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রায়-রামানন্দ গৌর-লীলার একজন পরিকর। যে-উদ্দেশ্যে লীলা প্রকটিত হয় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুকূল্য করাই পরিকরদিগের লক্ষ্য থাকে। গৌর-অবতারের একটী উদ্দেশ্য-রাগ-মার্গের ভজন-শিক্ষা দেওয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ঐ ভজন-শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার পরিকরদের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। স্বাতন্ত্র্যময়ী-রাগাত্মিকা-ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই, জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস। আনুগত্যই দাস্যের স্বরূপ, সুতরাং আনুগত্যময়ী রাগানুগাতেই জীবের অধিকার। তাই জীবকে ভজন-শিক্ষা দিতে হইলে রাগানুগা-ভক্তির অনুষ্ঠানই শিক্ষা দিতে হইবে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও এবং রাগাত্মিকার মুখ্যা অধিকারিণী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়াও, জীব শিক্ষার নিমিত্ত রাগানুগাভক্তিরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্যার্থ তদীয় পরিকরবর্গকেও রাগানুগার অনুষ্ঠানই করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এই ভজনানুষ্ঠান কেবল জীব-শিক্ষার নিমিত্ত, বাস্তবিক তাঁহাদের ভজনের কোনও প্রয়োজনই নাই, কারণ, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, তাই রামানন্দাদি রাগাত্মিকার পরিকর হইয়াও রাগানুগার ভজন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপগত ভাব-বিপর্য্যয়ের কোনও আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু, রাগানুগা-ভক্তি রাগাত্মিকারই আনুকূল্যময়ী, সুতরাং রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকারীদের পক্ষে রাগানুগার অনুষ্ঠানে ভাব-বিপর্য্যয় তো হয়ই না, বরং ভাব-পুষ্টিই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা গৌর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ সম্বন্ধীয় কথা। অন্তরঙ্গ কারণের সঙ্গেও রাগানুগা ভজনের সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। রাগানুগা সেবাজনিত সুখের একটা অপূর্ব্বতা, একটা লোভনীয়-আস্বাদন-বৈচিত্র্য আছে। এই অপূর্ব্বতা ও বৈচিত্র্যের অপেক্ষাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং রাগাত্মিকার অধিকারী পরিকরবর্গও রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন। রায়-রামানন্দ যে রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন, আলোচ্য পয়ারই তাহার প্রমাণ, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে রাগানুগা অঙ্গীকার করিয়াছেন, অন্ত্যলীলার ১৮শ পরিচ্ছেদে জল-কেলি সম্বন্ধীয় প্রলাপ-বর্ণন উপলক্ষ্যে তাহা আলোচিত হইবে।

সিদ্ধদেহ—সিদ্ধ হইয়াছে দেহ যাঁহার, তিনি সিদ্ধদেহ। পূর্ব্ব-পয়ারে "নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়" বলাতে এই স্থলেও "সিদ্ধদেহ" শব্দে নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরকেই বুঝাইতেছে।

সিদ্ধদেহতুল্য—রায় রামানন্দ সিদ্ধদেহতুল্য, রামানন্দ নিত্যসিদ্ধতুল্য। রায়-রামানন্দ স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধতুল্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধক জীবের শিক্ষা এবং ভজনোৎসাহ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সাধন-সিদ্ধরূপে পরিচিত করিতেছেন। **তাতে**—তাহাতে, সিদ্ধদেহতুল্য বলিয়া। **প্রাকৃত নহে মন**—রামানন্দের মন প্রাকৃত নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাঁহার মন প্রাকৃত নহে বলিয়া প্রাকৃত কাম বিকারের স্থান তাঁহার মনে থাকিতে পারে না। ইহাই প্রভুর উক্তির ধ্বনি।

"সিদ্ধদেহতুল্য" ইত্যাদির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। পূর্ব্বে ৩।৫।৪৭ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন 'অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার", অর্থাৎ রামানন্দের দেহ অপ্রাকৃত বা সিদ্ধ। আর এই পয়ারে বলিতেছেন, তাঁহার মনও অপ্রাকৃত—সিদ্ধদেহের ন্যায় তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে, অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধদেহ যেমন প্রাকৃত নহে, তদ্রূপ তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে (মনোঽপি সিদ্ধ-দেহ-তুল্যমপ্রাকৃতমিত্যর্থঃ—চক্রবর্ত্তিপাদ)। এইরূপ অর্থে "তাতে"-শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাহ তথা ॥ ৪৯
মোর নাম লইহ—তেঁহো পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫০
শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে।
এতশুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল তুরিতে ॥ ৫১

রায়পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল—।
আজ্ঞা দেহ যে লাগিয়া আগমন হৈল ? ॥ ৫২
মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫৩
শুনি রামানন্দরায় হৈলা প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইবে :—রাগানুগামার্গে রায়ের ভজন বলিয়া। অথবা, যিনি রাগানুগামার্গে ভজন করেন, "নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়।" রামানন্দ রাগানুগামার্গে ভজন তো করেনই, তাতেই তাঁহার দেহ-মন অপ্রাকৃত হইতে পারে, তাহার উপর (তাতে) আবার, (তিনি নিত্যসিদ্ধ পরিকর বলিয়া) তাঁহার সিদ্ধদেহ যেমন প্রাকৃত নহে, তদ্রূপ তাঁহার মনও প্রাকৃত নহে। সুতরাং তাঁহাতে রজোগুণোদ্ভূত চিত্ত-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ৩।৫।৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৯। পূর্ববর্ত্তী কয় পয়ারে, রামানন্দ-রায় যে কৃষ্ণকথা-বর্ণনের যোগ্যপাত্র এবং কৃষ্ণকথা শুনিতে হইলে যে তাঁহার নিকটেই শুনা উচিত, ইহাই প্রভু যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা দেখাইলেন। কিন্তু কেবল যুক্তি ও প্রমাণে সকল লোকের মন তৃপ্ত হয় না, কেহ কেহ যুক্তি ও প্রমাণের অনুকূল মহাজনদের আচরণও অনুসন্ধান করেন। তাই প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের মনের সংশয় সম্যক্‌রূপে দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু বলিলেন—"প্রদ্যুম্নমিশ্র, আমি নিজেও রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনি, তোমার যদি কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাও।"

৫০। "মোর নাম" হইতে "আছেন সভাতে" পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পয়ারে প্রভু প্রদ্যু-মিশ্রকে আরও বলিলেন :—মিশ্র, রামানন্দের নিকটে যাও, যাইয়া আমার নাম লইয়া বলিও যে, 'রায়মহাশয়, আপনার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত তিনি (প্রভুই) আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।' তুমি শীঘ্রই যাও, আর বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিলে হয়ত রামানন্দ সভায় থাকা-কালে তুমি যাইয়া পৌছিতে পারিবে না।

কৃষ্ণকথা-বর্ণনে রামানন্দ রায়ের স্বভাবতঃই প্রীতি ও আগ্রহ আছে, তথাপি তাঁহার নিকটে প্রভুর নাম উল্লেখ করার আদেশ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে দেওয়ার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, প্রদ্যুম্ন প্রভুর নিকট হইতে প্রভুরই আদেশে তাঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছেন শুনিলে, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির আধিক্য হেতু, কৃষ্ণকথা বর্ণনে তাঁহার প্রীতি ও আগ্রহ সম্যক্‌ বর্দ্ধিত হইবে। আরও একটী উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। বক্তা যদি শ্রোতার প্রতি একটু কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন এবং বক্তার কথা যাহাতে শ্রোতার চিত্তে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য যদি বক্তা আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে শ্রোতার সম্যক্‌ ফল-লাভের সম্ভাবনা। "প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুকর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রভুর অনুকম্পার পাত্র"—ইহা জানিতে পারিলে, বর্ণিত কৃষ্ণকথা প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে স্ফুরণের নিমিত্ত রামানন্দের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিতে পারে—ইহাও বোধ হয় প্রভুর নাম উল্লেখ করার একটা উদ্দেশ্য।

তেঁহো পাঠাইল—প্রভু পাঠাইলেন। **তেঁহো আছেন সভাতে**—রামানন্দ সভাতে আছেন।

৫২। "এতশুনি" হইতে "আগমন হইল" পর্য্যন্ত সার্দ্ধ পয়ার।

এতশুনি—প্রভুর কথা শুনিয়া। **তুরিতে**—ত্বরিতে, শীঘ্র। **রায়পাশে গেলা**—প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দ-রায়ের নিকটে গেলেন। **রায় প্রণতি করিলা**—ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্নমিশ্রকে দেখিয়া রামানন্দ প্রণাম করিলেন। **আজ্ঞা দেহ** ইত্যাদি—রামানন্দ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে বলিলেন—"আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, আদেশ করুন।

৫৪। হৈলা প্রেমাবেশে—কৃষ্ণকথা বর্ণনের-উপলক্ষ্য হইয়াছে শুনিয়া, বিশেষতঃ প্রভুর আদেশে কৃষ্ণ-কথা বলিবার সৌভাগ্য হইতেছে বুঝিয়া রায় প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বহি মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥ ৫৫
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
"কি কথা শুনিতে চাহ ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৬
তেঁহো কহে—যে কহিলে বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥ ৫৭
আনের কি কথা, তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা ॥ ৫৮
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপুনি ॥ ৫৯
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥ ৬০
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত ॥ ৬১
বক্তা-শ্রোতা কহি-শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্ম স্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিব দিন-শেষে ॥ ৬২
সেবক কহিল—দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম ॥ ৬৩
বহুত সম্মান করি, মিশ্রে বিদায় দিলা।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪
ঘরে আসি মিশ্র কৈল স্নানভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৫
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ ? ॥ ৬৬
মিশ্র কহে—প্রভু! মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৬৭
রামানন্দরায় কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহেন রায়,—কৃষ্ণভক্তি-রসময় ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৭। **বিদ্যানগরে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণ-সময়ে গোদাবরী-তীরে [illegible] নিকটে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা। মধ্যলীলা ৮ম প দ্রষ্টব্য।

৫৮। **পোষ্টা**—পালনকর্তা।

৬০। **কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু**—কৃষ্ণ-কথার রসরূপ অমৃত-সিন্ধু (সমুদ্র)। **উথলিলা**—উথলিয়া উঠিল। কৃষ্ণকথা-রসে রামানন্দ ও শ্রোতা উভয়েরই চিত্তে অপার আনন্দ জন্মাইতে লাগিল।

৬১। **আপনি প্রশ্ন করি**—নিজেই পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া। **করেন সিদ্ধান্ত**—নিজেই তাহার সমাধান করেন। **তৃতীয় প্রহর হৈল**—কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়া গেল। **নহে কথা অন্ত**—তথাপি কথা শেষ হয় না।

৬২। বক্তা রামানন্দ কৃষ্ণকথা বর্ণন করিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন, শ্রোতা প্রদ্যুম্নমিশ্র কৃষ্ণকথা শ্রবণে প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। প্রেমাবেশে তাঁহাদের উভয়েরই অনুসন্ধান পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল; সুতরাং বেলা যে তৃতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।

বক্তা-শ্রোতা কহি-শুনি—বক্তা কহিয়া এবং শ্রোতা শুনিয়া। **কাঁহা**—কিরূপে? **দিনশেষে**—দিন (বেলা) যে শেষ হইয়াছে, ইহা।

৬৩। **সেবকে কহিল**—বেলা অবসান দেখিয়া শ্রীরামানন্দরায়ের সেবক আসিয়া সংবাদ দিলেন। **করিল বিশ্রাম**—স্থগিত করিলেন।

৬৭। **কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে**—কৃষ্ণকথারূপ অমৃতের সমুদ্রে।

৬৮। **কহিল না হয়**—বলিয়া শেষ করা যায় না। **কৃষ্ণভক্তিরসময়**—কৃষ্ণভক্তি-রসের বিকার, কৃষ্ণভক্তি-রসের প্রতিমূর্তি। বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়।

আর এক কথা রায় কহিল আমারে—।
'কৃষ্ণকথা বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥ ৬৯
মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭০
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে যে লীলা তাঁহার ॥' ৭১
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর ॥ ৭২
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি ॥ ৭৩
প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি ॥ ৭৪
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥ ৭৫
রামানন্দ-রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ ৭৬
গৃহস্থ হঞা রায় নহে ষড়বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৯-৭১। কৃষ্ণকথাবক্তা হইতে যে লীলা তাঁহার পর্য্যন্ত সার্দ্ধ তিন পয়ার প্রদ্যুম্নমিশ্রের নিকটে রামানন্দ রায়ের উক্তি। রায় বলিলেন—মিশ্র! আমি এই যে আপনার নিকট কৃষ্ণকথা বলিলাম, এ সমস্ত বাস্তবিক আমি বলি নাই। বীণাবাদক যেমন বীণাযন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ স্বরলহরী প্রকট করে, তাতে বীণার কর্তৃত্ব কিছুই নাই, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুই আমার মুখের সাহায্যে এই সকল কথা প্রকট করিলেন; ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বই নাই। আমি যন্ত্র, প্রভু যন্ত্রী; আমি ইন্দ্রিয়, প্রভু ইন্দ্রিয়ের অধিকারী (হৃষীকেশ)। তিনি যেমন বলান আমি তেমনই বলি। আমার মুখে তিনি কৃষ্ণকথা বলান কেন, আমার মুখে তিনিই কৃষ্ণকথা প্রচার করেন। ইহা তাঁহার এক লীলা। তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য তিনিই জানেন। পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই, যিনি তাহা জানিতে পারেন।

৭২-৭৩। 'যে সব শুনিল' হইতে 'বিকাইলাঙ আমি' পর্য্যন্ত দুই পয়ার প্রদ্যুম্নমিশ্রের উক্তি। প্রভুর কৃপায় তিনি কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করিতেছেন।

৭৪-৭৫। প্রভু কহে হইতে নাহি আপনে কহয় পর্য্যন্ত দুই পয়ার। রামানন্দের "মোর মুখে কথা কহে শ্রীগৌরচন্দ্র" ইত্যাদি উক্তির উত্তর প্রভু দিতেছেন। প্রভু ভঙ্গীভাবে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—রামানন্দ বিনয়ের খনি—অসাধারণ বিনয়বশতঃই তিনি বলিতেছেন, তাঁহার মুখে আমিই কৃষ্ণকথা বলি। বাস্তবিক কৃষ্ণকথা বলেন রামানন্দই; বিনয় ও দৈন্যবশতঃই তিনি তাঁহার কাজ আমার মাথায় চাপাইতেছেন। ইহা তাঁহার দোষ নহে; রামানন্দ মহানুভব পরম ভাগবত; মহানুভব পরম ভাগবত যাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবিক প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাঁহারা নিজের গুণের কথা নিজে প্রকাশ করেন না। ইহা তাঁহাদের কপটতাও নহে; তাঁহাদের যে কোনও গুণ আছে, এই অনুভূতিই তাঁহাদের থাকে না; তাঁহারা সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে হীন বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের মধ্যে গুণের যাহা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহাদের নিজের বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না, মনে করেন তাঁহাদের ইষ্টদেবই তাঁহাদের মধ্যে তাহা প্রকট করিয়াছেন।

পরমুণ্ডে—অন্যের মাথায়। **মহানুভব**—মহান্ অনুভব যাহাদের; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অনুভব বা উপলব্ধি জন্মিয়াছে যাঁহাদের। **সহজ স্বভাব**—স্বাভাবিক রীতি; কল্পিত বা কপটতামূলক রীতি নহে, পরন্তু আন্তরিক সহজ সিদ্ধ ভাব।

৭৬। **গুণলেশ**—গুণের অল্প কিঞ্চিৎ।

৭৭। **ষড়্‌বর্গ**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু। **গৃহস্থ হঞা** ইত্যাদি—যদিও রামানন্দ-রায় গৃহস্থ, তথাপি তিনি সাধারণ গৃহী লোকের মত কাম-ক্রোধাদি ষড় রিপুর বশীভূত নহেন। **এইরূপ পরম**

এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাহাঁ শ্রবণ করিতে ॥ ৭৮

ভক্তগুণ প্রকাশিতে গৌর ভাল জানে।
নানাভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাগবত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও পরম-সন্ন্যাসী, কারণ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগই হইল সন্ন্যাসের মুখ্য তাৎপর্য্য, রামানন্দ-রায় সম্যক্‌রূপে আসক্তিশূন্য বলিয়া তিনি বস্তুতঃ পরম সন্ন্যাসী, কেবল সন্ন্যাসের বেশ ধারণ করেন নাই বলিয়া এবং গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া তাঁহাকে গৃহস্থ বলা হইতেছে, বাস্তবিক তিনি গৃহাসক্ত গৃহস্থ নহেন।

বিষয়ী হইয়া ইত্যাদি—রামানন্দরায় যদিও সন্ন্যাসী নহেন, যদিও তিনি বিষয়ের সংশ্রবে আছেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসীকেও উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি পরম সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসীদিগকে উপদেশ দেওয়ার স্বরূপতঃ অধিকার তাঁহার আছে।

"বিষয়ী" বলিতে সাধারণতঃ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, এই পয়ারে এই অর্থে রামানন্দকে বিষয়ী বলা হয় নাই, কারণ, রামানন্দ বিষয়াসক্ত ছিলেন না। বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়াই তাঁহাকে বিষয়ী বলা হইয়াছে। বিষয় আছে যাঁহার, তিনি বিষয়ী, বিষয় অর্থ ধনসম্পত্তি, রামানন্দ বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অনাসক্ত ভাবে এই বিষয়-কার্য্যের পরিচালনা করিতেন। যাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে, তিনিও যে অনাসক্ত ভাবে বিষয় পরিচালনা করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিতে পারেন, রামানন্দ-রায়ই তাহার দৃষ্টান্ত। জীবের সাক্ষাতে এই আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত—বিষয়ী জীবকেও ভজনে উন্মুখ করার উদ্দেশ্যেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকর রায় রামানন্দকে প্রভু বিষয়ীরূপে প্রকট করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরে উপদেশে—সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটেও রামানন্দ কৃষ্ণকথা বর্ণন করিয়াছেন।

৭৮। এই সব গুণ—রামানন্দ যে ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন, গৃহস্থ হইয়াও তিনি যে সন্ন্যাসীকে পর্য্যন্ত উপদেশ দান করার যোগ্য—এই সকল গুণ। রামানন্দ যে ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন, দেবদাসীদের সংশ্রবেই তাহা দেখান হইয়াছে।

প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর নিকটেই কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, প্রভু নিজে তাঁহাকে কৃষ্ণকথা না শুনাইয়া কেন রামানন্দের নিকটে পাঠাইলেন, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৭৯। নিজ লাভ মানে—প্রভু নানা কৌশলে ভক্তের গুণ প্রকাশ করিয়া নিজেকে লাভবান্ মনে করেন। কিন্তু ভক্তের গুণ-প্রকাশে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কি লাভের সম্ভাবনা আছে? নানাবিধ স্তুতিবাদে ভক্ত ভগবানের গুণ-মহিমাদি প্রকাশ করেন বলিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" —গীতোক্ত এই প্রতিশ্রুতি-অনুসারে ভগবান্‌ও ভক্তের গুণ-প্রকাশ করিয়া ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতঃ ভক্তের নিকটে কি অঋণী হইতে চাহেন? এই ঋণ-শোধই কি তাঁহার লাভ? ইহা মনে হয় না। রামানন্দ মহা-প্রেমিক ভক্ত, প্রেমিক ভক্তের প্রেমঋণ শোধ করা প্রেমময় ভগবানের বাঞ্ছনীয় নহে। ভক্তের প্রেমই তাঁহার জীবাতু বলা যায়। প্রেম-ঋণে ঋণী থাকিয়াই তিনি পরম আনন্দ পায়েন। "অহং ভক্ত-পরাধীনঃ"—ইহাই তাঁহার সোল্লাস উক্তি। তবে ভক্তের গুণ-প্রকাশে তাঁহার লাভ কোথায়? আনন্দ-বৈচিত্রী এবং উল্লাসই বোধ হয় এই লাভ। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেরূপ প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তদনুরূপ প্রীতি। সমুদ্রের জলের ন্যায় এই প্রীতি ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের হৃদয়েই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পবন-হিল্লোলে সমুদ্রের জল তরঙ্গায়িত হইয়া যেমন তটভূমি পর্য্যন্ত প্লাবিত করে এবং দর্শকের দর্শনানন্দের বৈচিত্রী বিধান করে, তদ্রূপ ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরের গুণমহিমা বর্ণনাদিদ্বারাও স্ব-স্ব চিত্তস্থিত প্রীতিকে তরঙ্গায়িত ও বৈচিত্রীপূর্ণ করিয়া তোলেন, তাহাতেই চিত্তের উল্লাস ও প্রীতি-আস্বাদনের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই ভক্তের গুণ-প্রচারে ভগবানের লাভ।

আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥ ৮০

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮০। প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রায়-রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শ্রবণের নিমিত্ত পাঠাইবার আর **একটী উদ্দেশ্য** বলিতেছেন। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গর্ব্ব চূর্ণ করাই প্রভুর একটী উদ্দেশ্য, প্রদ্যুম্নমিশ্র ব্রাহ্মণ। **ব্রাহ্মণগণ** সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর লোকের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সন্ন্যাসিগণও সাধারণতঃ **গৃহস্থের** নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ইহা তাঁহাদের কুলের, পাণ্ডিত্যের এবং আশ্রমের **গর্ব্বের** ফল। প্রভু ভক্তিপ্রচার করিতে আসিয়াছেন, যেখানে গর্ব্ব, সেখানে ভক্তির স্থান নাই, তাই প্রভু **সর্ব্বপ্রথমেই** ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগের গর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় এবং গৃহস্থ রায় রামানন্দদ্বারা **কৃষ্ণতত্ত্ব,** প্রেমতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি প্রচার করাইলেন এবং যবন হরিদাসঠাকুরদ্বারা সাধনশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করাইলেন। ইঁহারা কেহই এই সকল বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখেন নাই, যাঁহারা তাঁহাদের নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই তাঁহারা মুখে মুখে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থাদি প্রণয়ন অপেক্ষা মৌখিক-কীর্ত্তনেই অহঙ্কারীর গর্ব্বনাশের সম্ভাবনা বেশী। সমাজের নিকৃষ্ট বর্ণোদ্ভব কেহ যদি শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত কোনও গ্রন্থ লিখেন, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণও তাহা ঘরে বসিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহাতে তিনি অপমান বোধ করেন না, কারণ, ঐরূপ আলোচনা বা গ্রন্থ-পাঠের কথা অপর কেহই জানিতে পারে না, অহঙ্কারী লোকের আচরণের কথা অপর কেহ না জানিলে তাঁহার গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। কিন্তু নিকৃষ্ট-বর্ণোদ্ভব কাহারও সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে কোনও তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিতে অনেকেই ইচ্ছুক নহেন; তাহাতে অহঙ্কারী লোক অপমান বোধ করেন, কারণ, যাঁহার নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্বীকার করা হয়; অহঙ্কারী লোক এই ভাবে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জাতীয় অহঙ্কারী সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের গর্ব্ব চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ শূদ্র রামানন্দ-রায় এবং যবন হরিদাসঠাকুরের মুখে তত্ত্বকথা প্রচার করাইয়া সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণাদিকে পর্য্যন্ত শ্রোতা করাইয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার গূঢ় ঐশ্বর্য্যও প্রকটিত হইয়াছে। নীচ শূদ্রাদিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-ধর্ম্মাদি প্রচারের যোগ্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী আদি গর্ব্বপূর্ণ লোকদিগের চিত্তে, নীচ শূদ্রাদির নিকটে শাস্ত্রধর্ম্মাদি কথা শুনিবার প্রেরণা দিয়াছেন, এই ব্যাপারেই প্রভুর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কিন্তু শ্রোতারা জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকটে ইহা গোপনীয়ই রহিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-স্বভাব—শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপগত ঐশ্বর্য্য। **গূঢ়**—গোপনীয়, অপরের অজ্ঞাত বা অপরের নিকটে অপ্রকাশিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ লীলাই নরলীলা, ঐশ্বর্য্য প্রাধান্য লাভ করিলে নর-লীলার বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়, তাই নরলীলায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য গোপনেই থাকে, ঐশ্বর্য্যশক্তি গোপনে থাকিয়াই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া যায়, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপগত ঐশ্বর্য্যকে গূঢ় বলা হইয়াছে।

অথবা, ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন—এস্থলে গূঢ় অর্থ গূঢ় ভাবে, গোপনীয় ভাবে, অন্যে যাহাতে বুঝিতে না পারে, এই ভাবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলেরই ঈশ্বর, নীচ-শূদ্রাদিরও ঈশ্বর, পণ্ডিত সন্ন্যাসিগণেরও ঈশ্বর, সকলের মঙ্গল বিধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সকলকে ভক্তি-সম্পত্তি দিয়া ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী করাই তাঁহার অবতারের একটী উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত পণ্ডিত-সন্ন্যাসীদের গর্ব্ব দূর করা প্রয়োজন, তাই ঈশ্বর স্বভাবে তিনি পণ্ডিত-সন্ন্যাসীদের চিত্তে এমন প্রেরণা দিলেন, যাহাতে তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে নীচ শূদ্রাদির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। ইহা তিনি করিলেন—পণ্ডিত সন্ন্যাসীদের অজ্ঞাতে—গূঢ়ভাবে।

৮১। করিতে গর্ব্বনাশ—সন্ন্যাসিগণের ও পণ্ডিতগণের গর্ব্ব দূর করিবার নিমিত্ত। সন্ন্যাসিগণের গর্ব্ব

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনে প্রদ্যুম্নমিশ্রসহ হয শ্রোতা ॥ ৮২

হরিদাসদ্বারায় নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতনদ্বারায় ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ আশ্রমে অবস্থিত, গৃহস্থগণ তাঁহাদের নিম্নের আশ্রমে অবস্থিত, সুতরাং গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে আর কি শিক্ষা দিবে? পণ্ডিত-ব্রাহ্মণগণের গর্ব্ব এই যে, তাঁহারা একে তো বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পণ্ডিত, সুতরাং শূদ্রাদি তাঁহাদিগকে আবার কি শিক্ষা দিবে? তাঁহাদের নিকটেই বরং শূদ্রাদি সমস্ত বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবে। **নীচ-শূদ্রদ্বারা** ইত্যাদি—নীচ বা যবনদ্বারা এবং শূদ্রব্যক্তিদ্বারা ধর্ম্মকথা প্রচার করাইলেন। কুল-গরিমায় গর্ব্বী ব্রাহ্মণাদি যবনদিগকে নীচ বলিয়া মনে করিতেন। যবনকুলে শ্রীল হরিদাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দও শূদ্র ছিলেন। এই দুইজনের দ্বারাই প্রভু তত্ত্বকথাদি প্রচার করাইয়াছেন। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৮২। এই পয়ারে শূদ্র রামানন্দরায়ের কথা বলিতেছেন। **ভক্তিতত্ত্ব-প্রেম**—ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব। **রায়ে করি বক্তা**—রামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া। **আপনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে।

শূদ্র রামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া প্রভু তাঁহার মুখেই ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বাদি প্রকাশ করাইলেন, প্রভু নিজে ঐ সকল তত্ত্বকথার শ্রোতা হইলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্নমিশ্রকেও শ্রোতা করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে প্রভু শূদ্রগৃহস্থ রামানন্দরায়ের মুখে তত্ত্বকথার শ্রোতা হইয়াছিলেন; তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, একজন অসাধারণ-তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী শূদ্র রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-কৌলীন্যের গর্ব্ব দূর হইল। তারপর নীলাচলাদি স্থানেও সন্ন্যাস শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। প্রভু নিজেই যে কেবল রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিলেন তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-প্রদ্যুম্নমিশ্রকেও শুনাইয়া সকলকে জানাইলেন যে, রামানন্দ গৃহস্থ এবং শূদ্র হইলেও যে কোনও তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে তত্ত্বকথা উপদেশ করিবার যোগ্য পাত্র।

৮৩। "হরিদাসদ্বারা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের কথা বলিতেছেন। হরিদাসের মুখে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়া ব্রাহ্মণাদি সকলকেই প্রভু শুনাইলেন। হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সাক্ষাতে হরিদাসঠাকুর নাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন, প্রভুর গূঢ় প্রেরণায় তত্রত্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও হরিদাসঠাকুরের সিদ্ধান্তকেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য কৌলীন্যের মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, গোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসের সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন এবং হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস এই দোষে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুতও করিয়াছিলেন। শান্তিপুরেও নানা কৌশলে হরিদাসের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

এই-সমস্ত কার্য্যদ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, ধর্ম্মজগতে বা সাধন রাজ্যে জাতি বর্ণের কোনও অপেক্ষা নাই। যিনি তত্ত্ববেত্তা, যে বর্ণেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তাঁহার নিকটেই তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করা যায়, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীও তত্ত্ববেত্তা শূদ্র, এমন কি, যবনের নিকটেও তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"কিবা শূদ্র, কিবা বিপ্র, ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ ২।৮।১০০॥" "নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ"—এই প্রসঙ্গ এই স্থানেই শেষ হইল। সাধকের মুখ্য জ্ঞাতব্য-বিষয় হইল—সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব, সাধ্যবস্তু কি, তাহার স্বরূপ কি, তাহার সাধনই বা কি? প্রভু রামানন্দের মুখে সাধ্যতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রচার করাইলেন, আর সাধনাঙ্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা শ্রীল হরিদাসঠাকুরের মুখে প্রচার করিলেন। এই দুইজনের মুখেই সাধকের মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভু প্রচার করাইলেন

শ্রীরূপদ্বারায় ব্রজের প্রেমরস-লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ? ॥ ৮৪
চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৫
চৈতন্যচরিতামৃত কর নিত্য পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ৮৬
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৪। **সনাতন দ্বারায়** ইত্যাদি—সনাতনগোস্বামিদ্বারা গ্রন্থ লিখাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তাদি প্রচার করাইলেন এবং শ্রীরূপদ্বারায় গ্রন্থ লিখাইয়া ব্রজের প্রেমরস-লীলা প্রচার করাইলেন।

সাক্ষাদ্ভাবে "নীচশূদ্রদ্বারা' ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিতেছেন না। কারণ, শ্রীরূপসনাতন নীচও ছিলেন না, শূদ্রও ছিলেন না। উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহাদের জন্ম, ব্যবহারিক জগতেও তাঁহারা উচ্চ রাজকর্মচারী—রাজমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং "নীচশূদ" প্রসঙ্গে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে মনে করা সঙ্গত হইবে না। আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে শ্রীরূপসনাতনের জন্ম হইয়া থাকিলেও যবনের অধীনে চাকুরী করায় এবং যবন সংসর্গে থাকায় ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহারা পতিতরূপ পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই উক্তিও ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীসনাতন যখন রাজকার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন, তখনও তিনি নিজগৃহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন, শ্রীগ্রন্থেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধর্মশাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত যে তাঁহার গৃহে যাইতেন, তাহা মনে করা যায় না (২।১।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, যদি "নীচ শূদ্র" প্রসঙ্গেই শ্রীরূপ সনাতনের উল্লেখ না হইয়া থাকে তবে উক্ত প্রসঙ্গে রায়-রামানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অব্যবহিত পরেই ভক্তিশাস্ত্র প্রচার প্রসঙ্গে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল কেন ? উত্তর—পণ্ডিত সন্ন্যাসীদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত শ্রীল রামানন্দ এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে প্রভু যাহা প্রচার করাইলেন, তাহা মৌখিক কথা মাত্র—যাঁহারা তাহা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানিয়াছেন, কিম্বা তাঁহাদের মুখে আবার যে কয়জন শুনিতেন, সেই কয়জনই জানিতে পারিতেন। দু'একজনের মুখের কথা সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইতে পারে না, স্থায়ীভাবে রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাও কম। কোনও বিষয় সার্ব্বজনীন ভাবে প্রচার করিতে হইলে এবং স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নের প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনাদিদ্বারা গ্রন্থ প্রণয়ন করাইলেন। কিন্তু রামানন্দ বা হরিদাসঠাকুরের দ্বারা গ্রন্থ-প্রণয়ন না করাইয়া শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা করাইলেন কেন ? রায় রামানন্দের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থাদিও আছে, এখনও বৈষ্ণব-সমাজে তাহা বিশেষ আদরণীয়। তথাপি শ্রীরূপসনাতনের দ্বারা গ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে তাঁহারই প্রভাবে পণ্ডিত সন্ন্যাসী আদিও শূদ্র গৃহস্থ রামানন্দের নিকটে ও যবন হরিদাসের নিকটে তত্ত্বকথা শুনিতে গিয়াছেন। প্রভুর অপ্রকটের পরেও তো অহঙ্কারী লোক থাকিতে পারে। প্রকট লীলার বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্তই বোধ হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংও ভগবান্ অপ্রকট সময়ে জীব সাধারণের প্রতি প্রকট-লীলার ন্যায় কৃপার ও প্রেরণার অভিব্যক্তি দেখান না। যে প্রেরণার প্রভাবে তাঁহার প্রকট সময়ে "নীচ শূদ্রের" নিকটে ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী আদি তত্ত্বকথা শুনিতে গিয়াছেন, অপ্রকট সময়ে তদ্রূপ প্রেরণার অভাবে গর্ব্বী ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী আদির কেহ কেহ হয়তো "নীচ-শূদ্র"-লিখিত গ্রন্থাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অপরাধী হইবে এবং প্রভুর লীলার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করিয়া দিবে। তাই পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করাইলেন। ধনে, মানে, বিদ্যায়, কুলে—সকল বিষয়েই তাঁহারা সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন, তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের প্রতি কাহারও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই প্রভু তাঁহাদের দ্বারাই গ্রন্থ প্রণয়ন করাইলেন।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লৈয়া আইল প্রভুকে শুনাইতে ॥ ৮৮
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৮৯
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯০
সভেই প্রশংসে—নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সভার হৈল মন ॥ ৯১
গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯২
স্বরূপঠাঞি উত্তরে' যদি, লঞা তার মন।
তবে মহাপ্রভু-স্থানে করায় শ্রবণ ॥ ৯৩

——

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রায়-রামানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, "নীচ শূদ্র"দ্বারা সাধকের জ্ঞাতব্য বিষয়ে মৌখিক প্রচার করাইয়াই প্রভু নিরস্ত হয়েন নাই, পরবর্ত্তীকালের জীবসমূহের কল্যাণার্থ শ্রীরূপসনাতনাদিদ্বারা শাস্ত্রাদি প্রণয়নও করাইয়াছেন।

৮৮। কৃষ্ণকথা-শ্রবণের নিমিত্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রকে শূদ্র গৃহস্থ রায় রামানন্দের নিকটে পাঠাইয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র-প্রমুখ ব্রাহ্মণদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন, যাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ-কবির পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করার প্রসঙ্গ বলিতেছেন।

বঙ্গদেশের এক বিপ্র ইত্যাদি—বঙ্গদেশবাসী একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানা নাটক পুস্তক লিখিয়া তাহা প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত নীলাচলে গিয়াছিলেন। **প্রভুর চরিতে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে। **নাটক করি**—নাটকাকারে গ্রন্থ লিখিয়া।

৮৯। **তাঁর পরিচয়**—ঐ বঙ্গদেশীয় কবির পরিচয় ছিল। **তাঁরে মিলি**—ভগবান্ আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করিয়া। **করিল আলয়**—বাসা করিলেন।

৯০। **প্রথমে নাটক তেঁহো** ইত্যাদি—বঙ্গদেশীয় কবি সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ আচার্য্যকেই তাঁহার স্বরচিত নাটক পড়িয়া শুনাইলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ আচার্য্যের সঙ্গে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণবও তাহা শুনিয়াছিলেন।

৯১। বঙ্গদেশীয় কবির নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কবিকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নাটকখানা প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর লীলাকথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় নাটকের দোষ-গুণ বিচার করিতে পারেন নাই।

সভার হইল মন—যাঁহারা নাটক শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইল।

৯২। "গীত শ্লোক' হইতে "করায় শ্রবণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে নূতন গ্রন্থাদি সম্বন্ধে প্রভু যে একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার কথা বলিতেছেন। নিয়মটী এই :—যে-কেহ কোনও নূতন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত আসিবেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহা স্বরূপদামোদরকে শুনাইতে হইবে, স্বরূপদামোদর তাহা শুনিয়া যদি অনুমোদন করেন এবং প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত যদি অনুমতি দেন, তাহার পরেই প্রভু শুনিবেন, স্বরূপের অনুমোদিত না হইলে প্রভু তাহা শুনিবেন না। (ইহার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে কথিত হইয়াছে)।

সেই—যিনি গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার নিমিত্ত আসেন। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপ-দামোদরের নিকটে।

৯৩। **উত্তরে যদি**—যদি উত্তীর্ণ হয়, স্বরূপের বিচারে যদি বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমোদিত হয়। **লঞা তার মন**—স্বরূপের অনুমতি লইয়া।

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৪
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৫

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন—।
এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৬
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পিছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৪। গীত-শ্লোকাদি সর্ব্বপ্রথমে স্বরূপ-দামোদর কেন পরীক্ষা করেন, তাহা বলিতেছেন। শ্লোকাদিতে যদি রসাভাস কিম্বা সিদ্ধান্ত-বিরোধ থাকে, তাহা হইলে তাহা শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, এজন্য শ্লোকাদিতে কোনও দোষ আছে কিনা, স্বরূপই তাহা প্রথমে পরীক্ষা করিতেন। স্বরূপদামোদর পরম-পাণ্ডিত এবং পরম রসজ্ঞ ছিলেন, তাই শ্লোকাদির পরীক্ষায় তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল।

রসাভাস—যে উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে রস-পুষ্টিকারিকা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে রস-লক্ষণ সমূহ যথাযথ ভাবে বিদ্যমান নাই, বিভাবাদির লক্ষণ বর্ণনায় রসের অনুকূল নহে, সেই উক্তিকে রসাভাস বলে। যথা "যশোদা বলিলেন, হে ভগিনি! যেদিন আমি দেখিলাম, আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর মল্লদিগকে অনায়াসে নিপাতিত করিতেছে, সেই দিন হইতে প্রবল যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও আমি কৃষ্ণসম্বন্ধে আর কখনও উদ্বিগ্ন হই না।' এই উক্তিতে রসাভাস আছে। কৃষ্ণের প্রতি যশোদামাতার শুদ্ধবাৎসল্যভাব, বাৎসল্যের বশে তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত দুর্ব্বল, নিজের ভালমন্দ কিছুতেই নিজে বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায়, কৃষ্ণের কোনও বিপদের আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকেন। বাস্তবিক এইরূপ ভাবই বাৎসল্যের সার—মাতার চক্ষুতে সন্তান সকল সময়েই শিশুবৎ, সন্তানের শক্তি খুব বেশী থাকিলেও মাতা তাহাকে শক্তিহীন মনে করেন, সন্তান আত্মরক্ষায় যথেষ্ট সমর্থ হইলেও তাহার বিপদের আশঙ্কায় মাতা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকেন, সন্তানের লালন কার্য্যে মাতার কোনও সময়েই শিথিলতা দেখা যায় না। কিন্তু উক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সম্বন্ধে যশোদামাতাকে অত্যন্ত বিশ্বাসবতী বলিয়া বুঝা যাইতেছে, যাবতীয় যুদ্ধসময়ে কৃষ্ণের বিপদের আশঙ্কায় যশোদামাতা কিঞ্চিন্মাত্রও উৎকণ্ঠিতা না হইয়া কৃষ্ণের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে যেন বসিয়া আছেন। ইহা অস্বাভাবিক। উক্ত বাক্যে যশোদামাতার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাব বাৎসল্য রসের অনুকূল নহে বলিয়া উহা রসাভাস-দোষ দুষ্ট।

সিদ্ধান্ত-বিরোধ—শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ বা অসঙ্গতি। শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত যাহার মিল নাই। যথা "শ্রীরাধা জরতী-নন্দন অভিমন্যুর সঙ্গে নিভৃত-কক্ষে উপবেশন করিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন।" নিত্য-কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকা নিভৃত কক্ষে অপর একজন পুরুষের—দীয় পতিম্মন্যের—সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত নহে বলিয়া উক্ত বাক্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ রহিয়াছে।

৯৫। অতএব—রসাভাস ও সিদ্ধান্ত বিরোধাদি প্রভুর সহ্য হয় না বলিয়া। **মর্য্যাদা**—ন্যায্যপথ-স্থিতি। **এই ত মর্য্যাদা** ইত্যাদি—মহাপ্রভু এইরূপ মর্য্যাদা—নিয়ম করিয়াছেন, গীত-শ্লোক গ্রন্থকারদের ন্যায্যপথে স্থিতির নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। এইরূপ নিয়ম করিলে গীত শ্লোক-গ্রন্থকারগণ সর্ব্বদা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে গীত-শ্লোকাদি রচনা করিবেন এবং যে-কোনও শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকই কবিত্বের খ্যাতিলাভে প্রয়াসী হইয়া প্রকৃত কবিদিগের মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ হয় উক্ত নিয়মের অভিপ্রায়।

"নিয়মে"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "আপনে" পাঠান্তর আছে।

৯৬। স্বরূপের ঠাঞি ইত্যাদি—উক্ত নিয়মানুসারে ভগবান্-আচার্য্য স্বরূপ-দামোদরের নিকটে বঙ্গদেশীয় কবির নাটকের কথা উত্থাপন করিলেন।

স্বরূপ কহে—তুমি গোয়াল পরম উদার।
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥ ৯৮
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ৯৯
রস-রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার ॥ ১০০
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০১
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার ॥ ১০২
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৮। ভগবান্ আচার্য্যের কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন—"আচার্য্য! এইবার তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তুমি নিশ্চয়ই গোয়ালা ছিলে, তাই ব্রাহ্মণ হইয়াও তোমার পূর্ব্ব-স্বভাব ছাড়িতে পার নাই। এবারও গোয়ালার মতই তুমি পরম উদার, সরল, তাই যাহা দেখ, তাহাই তোমার নিকটে সুন্দর লাগে, যাহা শুন, তাহাই তোমার পছন্দ হয়। তাই যে-সে-শাস্ত্র শুনিতেও তোমার ইচ্ছা জন্মে।"

তুমি গোয়াল—ভগবান্-আচার্য্য ব্রজলীলায় গোপ-জাতীয় ছিলেন।

৯৯। যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে—যে-সে কবির বাক্যে, যাহারা বাস্তবিক কবি নহে, অথচ কাব্য লিখিতে চেষ্টা করে, তাহাদের উক্তিতে।

১০০। রস-রসাভাস—রস এবং রসাভাস।

রস বিচারে এবং রসাভাস-বিচারে যাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তের কিছুই স্থির করিতে পারে না।

১০১। ভগবৎ-লীলা-বর্ণনে কাহার অধিকার আছে, তাহা বলিতেছেন। যে ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কারশাস্ত্র জানে না, নাটকালঙ্কারে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সেই কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবার যোগ্য নহে, শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে সে-ব্যক্তি আরও বেশী অযোগ্য—যেহেতু, শ্রীচৈতন্যলীলা অত্যন্ত দুর্গম। **ব্যাকরণ**—ব্যাকরণশাস্ত্র। **অলঙ্কার**—অলঙ্কারশাস্ত্র। **নাটকালঙ্কার**—নাটকের লক্ষণ ও উপমাদি অলঙ্কারের লক্ষণ।

১০২। সেই ছার—সেই তুচ্ছ ব্যক্তি। **বিশেষ**—বিশেষতঃ। **দুর্গম**—দুরধিগম্য, দুর্বোধ্য, রহস্যময়। **চৈতন্য-বিহার**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, উক্ত গ্রন্থের বহু প্রাচীন প্রামাণ্য টীকাও আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনেচ্ছু কবিগণ ঐ সকল গ্রন্থ ও টীকা হইতে অনেক সাহায্য পাইতে পারেন, কিন্তু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রাদির জ্ঞানশূন্য লোকের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ ও টীকার মর্ম্ম উপলব্ধি করা সহজ নহে, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনা আরও শক্ত, কারণ, একেত প্রভুর লীলাই রহস্যময়, তাতে আবার এমন কোনও গ্রন্থাদিও নাই (যে-সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ লিখিত হয় নাই), যাহার আলোচনায় উক্ত লীলা সম্বন্ধে কিছু সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য কেবল গ্রন্থালোচনাদ্বারাই যে কেহ লীলাবর্ণনে সমর্থ হইতে পারে, তাহাও নহে, তজ্জন্য লীলাময় শ্রীভগবানের কৃপাই একমাত্র সহায়, তাহা পর পয়ারে বলিতেছেন।

১০৩। কেবল ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে লীলাবর্ণনে কেহ সমর্থ হইতে পারে তাহা নহে, তজ্জন্য ভগবৎকৃপা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ইহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি—যিনি শ্রীগৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মই যাঁহার একমাত্র জীবাতু

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥ ১০৪
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাঢ়ে যার মুখবন্ধ॥ ১০৫
ভগবান্ আচার্য্য কহে—তুমি শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিব বিচার॥ ১০৬
দুই চারিদিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে মন হৈল॥ ১০৭
সভা লৈয়া স্বরূপগোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দীশ্লোক পঢ়িলা॥ ১০৮

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কনকরুচিঃ স্বর্ণকান্তিঃ যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ বিকচকমলনেত্রে বিকসিত-পদ্মনয়নে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথঃ সংজ্ঞা যস্য তস্মিন্ আত্মনি শরীরে আত্মতাং জীবত্বং প্রপন্নঃ সন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন জড়ং অচেতনং জগন্নাথং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ স এব তব ভব্যং মঙ্গলং দিশতু ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শ্রীজগন্নাথদেবস্য জড়শরীরত্বং শ্রীচৈতন্যদেবস্য আত্মত্বমিত্যায়াতং শ্রীস্বরূপস্য তৎ সনোক্ত্যা এতদেবাগ্রে স্পষ্টীকৃতম্। সরস্বতীপক্ষে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে দারুব্রহ্মণি স্থাবররূপে কনকরুচিরদেহেন গৌররূপেণ জঙ্গমদেহেন আত্মতাং তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাম্ প্রপন্নঃ স ইত্যাদিকং স্পষ্টম্। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(প্রাণধন), তিনিই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে সমর্থ, শ্রীশ্রীগৌরের কৃপায় তাঁহার চিত্তেই লীলা-রহস্য স্ফুরিত হইতে পারে, অন্যের পক্ষে লীলাবর্ণনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই কয় পয়ার হইতে বুঝা গেল, যিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যিনি শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া গৌরগত-চিত্ত হইতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই কৃষ্ণলীলা বর্ণনে সমর্থ।

১০৪। গ্রাম্য—শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও অরসজ্ঞ। **গ্রাম্য কবির** ইত্যাদি—যে কবির শাস্ত্রজ্ঞান নাই, যে কবি গৌরচরণে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যে-কবি অরসজ্ঞ, তাঁহার কাব্য শুনিলে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধাদির জন্য দুঃখ জন্মে। **বিদগ্ধ**—রসিক, শাস্ত্রজ্ঞ। **আত্মীয়**—সকলের আত্মা (প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক। **বিদগ্ধ-আত্মীয় কাব্য**—রসিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তকবির লিখিত পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী।

১০৫। এই পয়ারে বিদগ্ধ-আত্মীয় কাব্যের একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—শ্রীরূপ-গোস্বামীর কাব্যকে। **রূপ**—শ্রীরূপ-গোস্বামী। **যৈছে**—যেমন। **দুই নাটক**—শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধব। **যার**—যে দুই নাটকের। **মুখবন্ধ**—সূচনা। শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধবের মূল অংশ শুনার কথা তো দূরে, সূচনা অংশ শুনিলেও অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। স্বরূপ-দামোদরাদির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলেতে শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের সূচনা-অংশই আস্বাদন করিয়াছিলেন। তখনও সমগ্র নাটক লিখিত হইয়াছিল না।

১০৭। আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য।

১০৮। নান্দীশ্লোক—পরবর্ত্তী "বিকচ-কমল-নেত্রে" প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। স্বরূপ-দামোদরের আদেশে পড়িলেন। ৩।১।৩০-পয়ারের টীকায় "নান্দী"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। প্রকৃতিজড়ং (স্বভাবতঃই জড়) অশেষং (অশেষ বিশ্বকে) চেতয়ন্ (সচেতন করিয়া—চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত) কনকরুচিঃ (স্বর্ণবর্ণ-কান্তিবিশিষ্ট) যঃ (যিনি—যে-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) বিকচ-কমল-নেত্রে (প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট) শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ-নামক) আত্মনি (এই দেহে) আত্মতাং (আত্মরূপতা—জগন্নাথের বিগ্রহরূপ দেহে দেহিস্বরূপতা, জীবাত্মরূপতা) প্রপন্নঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ইহ (ব্রহ্মাণ্ডে)

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোকে তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥ ১০৯
কবি কহে—জগন্নাথ সুন্দর-শরীর।
চৈতন্যগোসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর ॥ ১১০
সহজে জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবিরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন), সঃ (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব) তব (তোমার) ভব্যং (মঙ্গল) দিশতু (বিধান করুন)।

সরস্বতীকৃত-অন্বয়। প্রকৃতি জড়ং (স্বভাবতঃই জড) অশেষং (অশেষ বিশ্বকে) চেতয়ন্ (চেতন করিয়া—চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত) যঃ (যিনি—যে শ্রীকৃষ্ণ) আত্মনি (আত্মস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ বা অভিন্নস্বরূপ) বিকচ-কমল-নেত্রে (প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট) শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথ নামক—স্থাবর-স্বরূপ দারুব্রহ্মে—দারুব্রহ্মের সহিত) আত্মনি (এবং নিজে—নিজের) আত্মতাং (একত্ব) প্রপন্নঃ (প্রাপ্ত হইয়া) কনকরুচিঃ (কনক-কান্তি) কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ (জঙ্গমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে) ইহ (এই ব্রহ্মাণ্ডে) আবিরাসীৎ (আবির্ভূত হইয়াছেন), সঃ (তিনি) তব (তোমার) ভব্যং (মঙ্গল) দিশতু (বিধান করুন)।

অনুবাদ। স্বভাবতঃই জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্ণবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, প্রফুল্ল কমল নয়ন শ্রীজগন্নাথ নামক দেহে আত্মরূপতা (জগন্নাথের-বিগ্রহরূপ দেহে দেহি স্বরূপতা, জীবাত্মরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

উক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অনুবাদ : স্বভাবতঃ জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় আত্মস্বরূপ বা স্বীয় অভিন্ন স্বরূপ প্রফুল্ল কমল নয়ন শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহরূপ স্থাবর-স্বরূপ দারুব্রহ্মের সহিত নিজে একতা (আত্মতা) প্রাপ্ত হইয়া কনক কান্তি জঙ্গম বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করুন। ৪

পরবর্ত্তী ১১০-১১১ পয়ারে এই শ্লোকের কবিকৃত অর্থ এবং ১৩৯ ৪৪ পয়ারে সরস্বতীকৃত অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

১০৯। **বাখানে**—প্রশংসা করে। **ব্যাখ্যানে**—অর্থ।

১১০। কবি কহে ইত্যাদি দুই পয়ারে বঙ্গদেশীয় কবি স্বরূপ দামোদরের আদেশে নিজ নান্দী শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

জগন্নাথ সুন্দর শরীর—শ্লোকোক্ত "বিকচ-কমল নেত্রে শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে" অংশের অর্থ। কবি অর্থ করিলেন, যাঁহার নয়নদ্বয় প্রস্ফুটিত কমলের মত সুন্দর, সেই শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ হইলেন শরীর তুল্য।

চৈতন্য গোসাঞি ইত্যাদি—"কনক-রুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ স কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ" অংশের অর্থ। কবি বলিলেন—শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ হইলেন শরীর, আর মহাধীর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন তাঁহার শরীরী (দেহী বা জীবাত্মা) তুল্য।

জীবের দেহের মধ্যে দেহী বা জীবাত্মা থাকে, দেহ হইল স্বভাবতঃ জড়, অচেতন, আর জীবাত্মা হইল চেতন, শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ কোনও স্থানে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়েন না বলিয়া—বিশেষতঃ তাহা দারুময় বলিয়া—কবি সেই বিগ্রহকে জড়, অচেতন দেহ বলিয়াছেন, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সেই দেহস্থিত আত্মা বলিয়াছেন—যেন এই আত্মা বিগ্রহরূপ দেহ হইতে পৃথক্ আছেন বলিয়াই বিগ্রহ—মৃতদেহের ন্যায়—জড়, অচেতন হইয়াছেন।

শ্লোকের "কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "কনকরুচিরদেহাত্মাত্মতাং" পাঠান্তর আছে।

১১১। **সহজে জড়জগতের** ইত্যাদি—জগদ্বাসী-জীব স্বভাবতঃই প্রাকৃত (জড়), শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চৈতন্যশূন্য; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে এই জড়-জগতের চৈতন্য (উন্মুখতা) সম্পাদনের নিমিত্তই শরীরী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই পয়ার "প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ" অংশের অর্থ।

শুনিঞা সভার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন—॥ ১১২
আরে মূর্খ! আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোমার নাহিক বিশ্বাস॥ ১১৩
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ—জগন্নাথরায়।
তাঁরে কৈলে—জড় নশ্বর প্রাকৃত-কায়॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সহজে জড়—প্রকৃতি জড, জড়প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া জড়ত্ব-ধর্ম্মপ্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য (বা উন্মুখতা) শূন্য, শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।

চেতন করাইতে—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য (উন্মুখতা) জন্মাইতে, কৃষ্ণোন্মুখ করাইতে।

"জড়জগতের" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "জড জগন্নাথের"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ দারুময় বলিয়া স্বভাবতঃই জড বা অচেতন অর্থাৎ অচল। তাঁহার আত্মারূপ শ্রীচৈতন্যদেব স্বতন্ত্র বিগ্রহে প্রকটিত হইয়া যেন সেই জড় অচেতন জগন্নাথকে সচেতন ও সচল করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী উক্ত শ্লোকের যে টীকা দিয়াছেন, তাহা এই পাঠান্তরেরই অনুকূল।

১১২। **শুনিঞা** ইত্যাদি—কবির মুখে তাঁহার নিজ শ্লোকের অর্থ শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু স্বরূপ-দামোদর আনন্দিত হইতে পারিলেন না, অর্থ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি কেন দুঃখ পাইলেন, তাহাই বলিতেছেন।

১১৩। "আরে মূর্খ" হইতে সাত পয়ার স্বরূপ-দামোদরের ক্রোধোক্তি।

আরে মূর্খ—আক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশীয় কবিকে মূর্খ বলিতেছেন।

আপনার কৈলে সর্ব্বনাশ—মূর্খ কবি! তোমার নিজের মূর্খতাবশতঃ যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ।

দুই ত ঈশ্বরে—শ্রীজগন্নাথে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে, এই দুইজনই অভিন্ন, দুইজনই একই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।

"কবি! ঈশ্বর-জগন্নাথেও তোমার বিশ্বাস নাই, আর ঈশ্বর-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও তোমার বিশ্বাস নাই।" বিশ্বাস যে নাই, কবির অর্থ হইতে তাহা কিরূপে বুঝা গেল, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলিতেছেন।

নাহিক বিশ্বাস—তাঁহাদের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস নাই।

১১৪। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণ আনন্দ, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ। **চিৎস্বরূপ**—তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়, চিদানন্দ বিগ্রহ, যাঁহাতে চিদ্ব্যতীত অপর কিছুই নাই, সুতরাং যাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তু নাই। **পূর্ণানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথদেব অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আনন্দঘন মূর্ত্তি, তাঁহার মধ্যে প্রাকৃত কোনও বস্তুই নাই, তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই চিদানন্দঘন বস্তু। **তাঁরে**—চিদানন্দঘন শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে। **জড়**—প্রাকৃত। **নশ্বর**—ধ্বংসশীল, জড় বলিয়া নশ্বর। **প্রাকৃতকায়**—প্রাকৃত শরীর, প্রকৃতি হইতে জাত নশ্বর জড় দেহ।

প্রাকৃত জীবের দেহ একজাতীয় বস্তু, আর দেহী বা জীবাত্মা অন্যজাতীয় বস্তু, দেহ প্রকৃতি হইতে জাত, প্রাকৃত—সুতরাং ধ্বংসশীল, কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা ভগবানের চিৎকণ অংশ, নিত্য, চিন্ময় বস্তু। এজন্য প্রাকৃত জীবের দেহে ও দেহীতে ভেদ আছে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কবি শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে দেহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার দেহী বা আত্মা বলাতে, প্রাকৃত-জীবের দেহের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহও প্রাকৃত নশ্বর হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ জড় বা নশ্বর নহেন, পরন্তু সচ্চিদানন্দঘন বস্তু। কবির এই অপসিদ্ধান্তবশতঃ শ্রীজগন্নাথের ঈশ্বরত্বে ও চিদানন্দ-ঘনত্বে তাঁহার অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

দারু (কাষ্ঠ), শিলা, মৃত্তিকা, স্বর্ণ-পিত্তলাদি ধাতু,—এই সমস্তই জড় প্রাকৃত বস্তু, অথচ এই সমস্ত দ্বারাই সেবার নিমিত্ত শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাদি প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে কেহ মনে করিতে পারেন—ভগবদ্‌বিগ্রহও জড়,

পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ংভগবান্। তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রাকৃত। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন সেই বিগ্রহে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হয়েন—অর্থাৎ তিনি বিগ্রহকে অঙ্গীকার করিয়া নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করান। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত-জীব-চিত্তও যখন অপ্রাকৃত হইয়া যায় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিগ্রহ এইভাবে চিন্ময়ত্ব লাভ করিলে তাঁহাতে আর বিগ্রহে কোনও প্রভেদ থাকে না, এইরূপ বিগ্রহ প্রতিমামাত্র নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্। সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গে ছোট বিপ্র শ্রীগোপালদেবকে বলিয়াছিলেন—"প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ২।৫।৯৫ ॥" এস্থলে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। কোনও এক পরমভাগবত ধনী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে শাস্ত্রবিধান অনুসারে অভিষেকার্থ বিগ্রহের মস্তকে বহু কলস জল ঢালা হইতেছে। সেই ভক্ত অপলক-নেত্রে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছেন। অভিষেক শেষ হইয়া গেলে তিনি অভিষেককারী ব্রাহ্মণকে করযোড়ে বলিলেন—"দয়া করিয়া আর একবার অভিষেক করুন।" ভক্তের অনুনয়-বিনয়ে, কাতর-প্রার্থনায় পুনরায় অভিষেক আরম্ভ হইল। কয়েক কলসী জল ঢালার পরেই সেই ভক্ত বলিলেন—"হয়েছে আর জল ঢালিতে হইবে না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া বিগ্রহকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।" পরে তিনি প্রকাশ করিলেন—"লোকের মাথায় কয়েক ঘটী জল ঢালিলেই লোক তাহার চক্ষু দুইটিকে উন্মীলিত নিমীলিত করে—একবার চোখ খোলে, একবার চোখ বুজায়। নবলীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রবিগ্রহকে আত্মসাৎ করিলে বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণও জলধারা মস্তকে পতিত হওয়ার সময়ে চক্ষুর্দ্বয়কে উন্মীলিত নিমীলিত করিবেন। কিন্তু প্রথমবারে অভিষেকের সময়ে শ্রীবিগ্রহের নয়ন বরাবর খোলাই ছিল, কখনও পলক পড়িতে দেখা যায় নাই, তাতেই আমার মনে হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহকে আত্মসাৎ করেন নাই। তাই পুনরায় অভিষেকের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারের অভিষেকের সময়ে শ্রীবিগ্রহের চোখের পলক পড়িতে দেখিয়াছি, তাই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, পরম-কৃপালু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবিগ্রহকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আরও জল ঢালিতে নিষেধ করিয়াছি—তাঁর কষ্ট হইবে মনে করিয়া।" ভক্তবৎসল ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহকে আত্মসাৎ করেন, উক্ত ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

শ্রীবিগ্রহই যে ভগবান্—মায়াবদ্ধ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপা যাঁহার প্রতি হইয়াছে, তাঁহার মায়াবদ্ধতা ঘুচিয়া যায়, তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রাকৃত বর্ণে রঞ্জিত, তাই অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপের অনুভব তাহাদ্বারা সম্ভব নয়—যে লোক নীলবর্ণের চশমা পরিয়া থাকে, সে যেমন দুগ্ধের শ্বেতত্ব অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ।

১১৫। **পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য**—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ যাঁহাতে। **চৈতন্য**—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, তাঁহাতেই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ। **তাঁরে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে। **ক্ষুদ্রজীব**—অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা; ভগবানের চিৎকণ অংশ জীবাত্মা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শ্রীজগন্নাথের আত্মা (বা জীবাত্মা) বলাতে তাঁহাকে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ, চিৎ-কণ-অংশই বলা হইতেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্, ব্রহ্ম বস্তু, বিভু বস্তু। **স্ফুলিঙ্গসমান**—বৃহৎ জলদগ্নিরাশির তুলনায় ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যত ক্ষুদ্র, ভগবানের তুলনায়, তাঁহার চিৎকণ অংশ জীবাত্মাও তত ক্ষুদ্র, তাহা অপেক্ষাও বহু গুণে ক্ষুদ্র। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জীবাত্মা বলাতে তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রতম বস্তু বলিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে কবির অবিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

মূলশ্লোকে স্পষ্ট "জীবাত্মা"-শব্দ না থাকিলেও শ্রীজগন্নাথবিগ্রহকে "দেহ" এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহার "আত্মা" বলাতেই প্রকরণ-প্রভাবে জীবাত্মা বলা হইল; কারণ, দেহ ও আত্মা কেবল জীবেই ভিন্ন, ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই, সুতরাং দেহধারীর আত্মা বলিলে জীবাত্মাকে বুঝায়।

দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি।
'অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে' তার এই রীতি ॥ ১১৬
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহদেহিভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ১১৭
ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহি ভেদ।
স্বরূপ-দেহ 'চিদানন্দ'—নাহিক বিভেদ ॥ ১১৮

(৫।৩৪২) কৌর্ম্মবচনম্।
দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৫

শ্রীভাগবতে চ (৩।৯।৩-৪)—
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৬
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৬। দুই ঠাঞি—দুই স্থানে, শ্রীজগন্নাথের নিকটে এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে। **অতত্ত্বজ্ঞ**—তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও জ্ঞান নাই। **অতত্ত্বজ্ঞ** ইত্যাদি—তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও জ্ঞানই নাই, সে যদি তত্ত্ব বর্ণনা করিতে যায়, তবে পদেপদেই তাহার অপরাধের হেতু হইয়া পড়ে।

১১৭। স্বরূপ দামোদর আরও বলিলেন, "কবি! তত্ত্ব-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাবশতঃ তুমি আর একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছ, তুমি ঈশ্বরে দেহ-দেহি-ভেদ করিয়াছ—ঈশ্বরের দেহ হইতে ঈশ্বরের আত্মাকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করিয়াছে।"

১১৮। ঈশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই, যেহেতু, ঈশ্বরের স্বরূপও চিদানন্দময়, দেহও চিদানন্দময়। জীবের দেহ জড়, প্রাকৃত এবং জীবাত্মা চিন্ময়, তাই জীবের আত্মা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ঈশ্বরে কিন্তু তাহা নহে, ঈশ্বরের দেহের সর্ব্বাংশই চিদানন্দঘন বস্তু, ঈশ্বরের দেহও যাহা, দেহীও তাহাই—দেহী বলিয়া স্বতন্ত্র একটা বস্তু ঈশ্বরে নাই—তাঁহার দেহের সমস্ত অংশই ঈশ্বর। জীবের কিন্তু কেবল আত্মাটী মাত্র জীব, দেহটী জীব নহে।

স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ—স্বরূপ এবং দেহ এই উভয়েই চিদানন্দ, ঈশ্বরের স্বরূপও চিন্ময় (বা অপ্রাকৃত) এবং আনন্দময়, দেহও চিন্ময় এবং আনন্দময়, স্বরূপও যাহা, দেহও তাহা, স্বরূপে ও দেহে কোনওরূপ ভেদ নাই। কিন্তু জীবের স্বরূপে ও দেহে ভেদ আছে—জীবস্বরূপ (জীবাত্মা) চিন্ময়, জীবদেহ জড়।

অথবা, তাঁহার স্বরূপই দেহ (বা বিগ্রহ) এবং তাহা চিদানন্দ (চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন বস্তু, জড় নহে)। ভগবানের স্বরূপই বিগ্রহ, বিগ্রহই স্বরূপ। তিনি এবং তাঁহার বিগ্রহ ভিন্ন নহেন। "অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ। ৩।২।১৪॥" বেদান্ত-সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। ১।৭।১০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাহিক বিভেদ—ঈশ্বরে কোনওরূপ দেহ-দেহিভেদ নাই, তিনি স্বগত-ভেদ-শূন্য। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। দেহ ও দেহী—এইরূপ বিভাগ ঈশ্বরে কখনও নাই। যেহেতু, ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ উভয়েই এক—চিদানন্দময়। ৫

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৫।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরে যে দেহ-দেহিভেদ নাই, তাহাই উক্ত দুই শ্লোকে দেখান হইল।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৫।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে বলা হইল—"ধ্যানদৃষ্টরূপ এবং সাক্ষাতে দৃষ্টরূপ এই উভয়ে কোনওরূপ প্রভেদ নাই; যাঁহারা ভগবদ্‌বিগ্রহকে মায়াময় মনে করেন, তাঁহাদের মত আদরণীয় নহে।" ইহা হইতে সপ্রমাণ হইল যে, ঈশ্বরের স্বরূপ

কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ—মায়েশ্বর।
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব দুঃখী—মায়ার কিঙ্কর॥ ১১৯

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভা ১।৭।৬)
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ধৃতং
শ্রীবিষ্ণুস্বামিবচনম্।—

হ্লাদিন্যা স বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর॥
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ ৮

শুনি সভাসদেব চিত্তে হৈল চমৎকার।
সত্য কহেন গোসাঞি—দুঁহার করিয়াছে তিরস্কার॥ ১২০

শুনিঞা কবিব হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যৈছে কিছু নাহি কয়॥ ১২১

তার দুঃখ দেখি স্বরূপ সদয় হৃদয়।
উপদেশ কৈল তাবে যৈছে হিত হয়—॥ ১২২

যাহ, ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচবণে॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যেমন চিদানন্দময়, তাঁহার বিগ্রহ বা দেহও তদ্রূপ চিদানন্দময়—তাঁহার দহ মায়াময় নহে, কাজেই ঈশ্বরে দেহদেহি ভেদ নাই। এইরূপে এই শ্লোকও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের ন্যায় ১১৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

১১৯। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন তিনি অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং মায়ার অধীশ্বর। আর তাঁহার চিৎ-কণ অংশ ক্ষুদ্রজীব মায়ার দাস মাত্র, মায়ার দাসত্ব করিয়া সর্ব্বদাই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। অথচ হে কবি! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ। (শ্রীচৈতন্যকে জড দেহমধ্যস্থ আত্মা বলাতেই বস্তুতঃ জীব বলা হইল, কারণ, জীব বা জীবাত্মাব্যতীত অপর কেহই জড়দেহমধ্যে অবস্থান করে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

মায়েশ্বর—কৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা। **মায়ার কিঙ্কর**—মায়ার দাস, মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ঈশ্বরে যে মায়িক সত্ত্ব রজঃ-তমোগুণ নাই, সুতরাং এই তিন প্রাকৃত গুণ হইতে উদ্ভূত দুঃখাদিও যে ঈশ্বরে নাই, এবং তাঁহাতে যে কেবল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি বিরাজিত এই স্বরূপ শক্তির অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যদ্বারা তিনি যে নিত্যই অখণ্ড আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৮।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২০। সভাসদের—স্বরূপ দামোদরের সভায় যাঁহারা বঙ্গদেশীয় কবির নাটক শুনিতেছিলেন, এবং যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কবির অনেক প্রশংসাও করিয়াছিলেন, তাঁহাদের। **চমৎকার**—বিস্ময়। কবির নাটকে স্বরূপ দামোদর যে-সকল সাংঘাতিক দোষ বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাহা পূর্ব্বে দেখিতে পায়েন নাই বলিয়া তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিল। **গোসাঞি**—স্বরূপ-দামোদর। **দুঁহার**—শ্রীজগন্নাথের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **করিয়াছ তিরস্কার**—কবি নিজের অজ্ঞতাবশতঃ উভয়কেই তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বরূপের খর্ব্বতা সাধনেই তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা হইল।

১২১। কবির—বঙ্গদেশীয় কবির। **লজ্জা**—নিজের অজ্ঞতা এবং অনধিকার-চর্চ্চা-বশতঃ লজ্জা। নাটক-লেখার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও নাটক লিখিতে গিয়াছে বলিয়া অনধিকারচর্চ্চা, তজ্জন্য লজ্জা। **ভয়**—অপ-রাধের আশঙ্কায় ভয়। **বিস্ময়**—স্বরূপ দামোদরের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়। **কিছু নাহি কয়**—কবির আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

১২২। তার দুঃখ দেখি—কবির দুঃখ দেখিয়া।

১২৩। স্বরূপ দামোদর কৃপা করিয়া কবিকে হিতোপদেশ দিলেন—"তুমি বৈষ্ণবের নিকটে যাইয়া শ্রীমদ্-ভাগবত অধ্যয়ন কর, আর একান্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় কর। আর সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর

চৈতন্যের ভক্তগণের কর নিত্য সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১২৪
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ ১২৫
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থ দোঁহায় লাগে দোষ ॥ ১২৬
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১২৭
যৈছে ইন্দ্র-দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তগণের সঙ্গ কর, তাহা হইলেই ভক্তগণের মুখে ভক্তিসিদ্ধান্ত সর্ব্বদা শুনিতে পাইবে, তাতে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিবে, আর তাঁহাদের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তখনই তোমার চিত্তে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্ফুরিত হইবে। তখনই তোমার পাণ্ডিত্য সফল হইবে, তখনই নির্দ্দোষভাবে তুমি কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে।

বৈষ্ণবের স্থানে—শ্রীভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব আদি বৈষ্ণবই জানেন, অপর আচার্য্যগণ সম্যক্‌রূপে জানেন না, শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম বৈষ্ণবই উপলব্ধি করিতে সমর্থ অপর কেহ নহেন। কারণ, কেবল বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য প্রভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না, ইহার মর্ম্ম গ্রহণ একমাত্র ভক্তির কৃপাসাপেক্ষ। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা নচ টীকয়া।" এজন্যই ভক্ত বৈষ্ণবের নিকটে শ্রীভাগবত অধ্যয়নের উপদেশ দিলেন। **একান্ত**—অন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রভুর চরণে সম্যক্‌রূপ আত্মসমর্পণ কর।

১২৪। **কর নিত্যসঙ্গ**—ভক্ত সঙ্গের প্রভাবে তত্ত্ববিষয়ক অনেক কথা জানিতে পারিবে, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বদা ভগবল্লীলা কথা শুনিতে পাইবে, তাহাতে তোমার চিত্তের অনর্থাদি দূরীভূত হইবে—চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে কোনও বিষয়েই আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। **সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ**—সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ ও বৈচিত্রী। সিদ্ধান্তের বৈচিত্রী।

১২৫। **স্বরূপলীলা**—স্বরূপ এবং লীলা, অথবা স্বরূপগত লীলা।

১২৬। **এই শ্লোক**—"বিকচ কমল-নেত্রে' ইত্যাদি নান্দীশ্লোক। **তোমার হৃদয়ের অর্থ**—তোমার চিত্ত হইতে যে-অর্থ বাহির হইয়াছে তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে। **দোঁহার লাগে দোষ**—শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমন্-মহাপ্রভু এই উভয়ের সম্বন্ধেই তোমার অর্থ দূষণীয় হইয়াছে।

১২৭। **যৈছে-তৈছে**—যেমন তেমন ভাবে।

কহ—অর্থ কর।

না জানিয়া রীতি—অর্থ করিবার রীতি জান না বলিয়া, অথবা তত্ত্বাদি জান না বলিয়া।

সরস্বতী ইত্যাদি— তোমার কৃত অর্থানুসারে যে সকল শব্দে তুমি শ্রীভগবানের তিরস্কার-জনক ব্যাখ্যা করিয়াছ, সরস্বতী কিন্তু ঠিক সেই সকল শব্দদ্বারাই ভগবানের স্তুতি করিয়া থাকেন। ভগবানের নিন্দা শ্রীসরস্বতীদেবীর প্রাণে সহ্য হয় না, তাই অপরে যে সকল কথাদ্বারা ভগবানের নিন্দা করে, ঠিক সেই সকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া তিনি ভগবানের স্তুতিতেই ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত করেন। অর্থাৎ তোমার শ্লোকের অন্যরূপ ভাল অর্থ হইতে পারে, অজ্ঞ বলিয়া তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।

১২৮। বঙ্গদেশীয় কবির নান্দীশ্লোকের স্তুতিবাচক অর্থ করিবার পূর্ব্বে, কোনও শ্লোকের নিন্দাসূচক শব্দ-গুলিরও যে স্তুতি-বোধক অর্থ হইতে পারে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন।

যৈছে—যেরূপ, দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন।

ইন্দ্র দৈত্যাদি করে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের পরে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া "বাচালং বালিশং" ইত্যাদি শব্দে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। অসুর (দৈত্য)-স্বভাব জরাসন্ধ "হে কৃষ্ণ! পুরুষাধম! ন ত্বয়াহং

তথাহি (ভা ১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ৯

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সম্ভাল ॥ ১২৯

ইন্দ্র বোলে—মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩০

বাচাল—কহিয়ে—বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ'—তথাপি শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য ॥ ১৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তথা বাচালং বহুভাষিণং বালিশং শিশুং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যম্ অতঃ স্তব্ধম অবিনীতমিতি। নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য ভারতী কৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিম্। বালিশমেবমপি শিশুবন্নিরভিমানিনম্। স্তব্ধম্ অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাদনম্রম্। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ তৎ সর্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ম্। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যেন মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহি বন্ধুহন।"—ইত্যাদি বাক্যে এবং শিশুপাল "সদম্পতীনতিক্রম্য গোপাল. কুলপাংসনঃ।" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন (পরবর্ত্তী ১৩৪ এবং ১৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ঠিক "বাচালং বালিশং" প্রভৃতি নিন্দাবাচক শব্দসমূহেরই অন্য অর্থের অবতারণ করিয়া সরস্বতী ঐ সকল শব্দেরই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিবাচক অর্থে পর্য্যবসান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কয় পয়ারে স্বরূপ দামোদর উক্ত রূপ অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্লো। ৯। অন্বয়। বাচালং (বহুভাষী—পক্ষে, শাস্ত্রসমূহের কারণ) বালিশং (বালক—পক্ষে, বালকবৎ নিরভিমানী) স্তব্ধং (অবিনীত—পক্ষে, যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকটে নত হয়েন না) অজ্ঞং (অজ্ঞ বা মূর্খ—পক্ষে, যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই), পণ্ডিতমানিনঃ (পণ্ডিতাভিমানী—পক্ষে, পণ্ডিতগণেরও মান্য) মর্ত্ত্যং (মরণশীল—পক্ষে, ভক্তবাৎসল্যবশতঃ মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) গোপাঃ (গোপগণ) মে (আমার) অপ্রিয়ং (অপ্রিয়কার্য্য) চক্রুঃ (করিয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট হইলে পর ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বলিতেছেন—বহুভাষী (বাচাল), বালক (বালিশ), অবিনীত (স্তব্ধ), অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী ও মরণশীল (ও) কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকের সরস্বতীকৃত অনুবাদ :—শাস্ত্রসমূহের কারণ (বাচাল) হইলেও যিনি শিশুবৎ নিরভিমানী (বালিশ), তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকট নত হয়েন না (স্তব্ধ), যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই (অজ্ঞ), যিনি পণ্ডিত-সমূহেরও মান্য এবং যিনি সদানন্দ পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, সেই কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে। ৯

পরবর্ত্তী ১৩১-৩৩ পয়ারে এই শ্লোকের সরস্বতীকৃত অর্থ—বিবৃত হইয়াছে।

১২৯। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া। **বুদ্ধিনাশ হৈল**—মত্ততাহেতু ইন্দ্রের বুদ্ধি (হিতাহিত বিবেচনা শক্তি) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **সম্ভাল**—ধৈর্য্য। ইন্দ্রের ধৈর্য্যও নষ্ট হইয়াছে।

১৩০। করিয়াছি নিন্দন—"বাচালং" ইত্যাদি শ্লোকে। **তারি মুখে**—ইন্দ্রেরই মুখে। **করেন স্তবন**—"বাচালং" ইত্যাদি শব্দের স্তুতিপর অর্থ করিয়া, বাগ্‌দেবী ইন্দ্রের মুখে কৃষ্ণের স্তুতি করাইয়াছেন।

নিম্ন পয়ারসমূহে "বাচালং" ইত্যাদি শব্দের স্তুতি পর অর্থ করিতেছেন।

১৩১। বাচাল—বেদপ্রবর্ত্তক, সমস্ত শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বা কারণ। বাচাল-শব্দের নিন্দার্থ—বহুভাষী, যে অনর্থক বহুকথা বলে, তাহাকে বাচাল বলে, মীমাংসা-সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের অনভিমত বিরুদ্ধভাষী। **বালিশ**—শিশুর মত গর্ব্বশূন্য, নিরভিমানী। বালিশ-শব্দের নিন্দার্থ—মূর্খ।

বন্দ্যাভাবে অনম্র—'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয়॥ ১৩২
পণ্ডিতের মান্যপাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী॥ ১৩৩
জরাসন্ধ কহে—কৃষ্ণ 'পুরুষ অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু—'যাহি বন্ধুহন্'॥ ১৩৪
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই 'পুরুষাধম' এই সরস্বতীর মন॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩২। স্তব্ধ—বন্দ্যাভাবে অনম্র; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাঁহার বন্দনীয় কেহ নাই বলিয়া যিনি কাহারও নিকট নম্র হয়েন না, অর্থাৎ যাঁহাকে কাহারও নিকট নত হইতে হয় না, তিনি স্তব্ধ। স্তব্ধ-শব্দের নিন্দার্থ—দুর্বিনীত, অবিনয়ী। **অজ্ঞ**—ন (নাই) জ্ঞ (জ্ঞানী) যাঁহা হইতে; যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞানী কেহ নাই; জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞ শব্দের নিন্দার্থ—নিত্যগোচারণ-শীল বলিয়া যে কিছুই জানে না।

১৩৩। পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতের মান্যপাত্র, পণ্ডিতগণও যাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন।

পণ্ডিতমানী-শব্দের নিন্দার্থ—পাণ্ডিত্যাভিমানী, পণ্ডিত না হইয়াও যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে।

মনুষ্য-অভিমানী—শ্লোকোক্ত "মর্ত্ত্যং" শব্দের অর্থ; যিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ নিজেকে মনুষ্য বলিয়া মনে করেন।

মর্ত্ত্য-শব্দের নিন্দার্থ—জন্ম-মরণ-শীল-মানুষ।

ভক্তবাৎসল্যে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা নর-লীলা; এই লীলায় তিনি নিজের নর (মানুষ)-অভিমান পোষণ করেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃই তাঁহার এই লীলা, স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-ভক্তদিগকে লীলা-রসাস্বাদনের অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা উপভোগ করাইবার নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি এই পরম-মধুর-লীলা প্রকটন করেন; আনুষঙ্গিক-ভাবে পৃথিবীর ভক্তবৃন্দকেও ঐ লীলাদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছেন।

১৩৪। ইন্দ্রোক্ত "বাচালম্"-ইত্যাদি শ্লোকের স্তুতিপর অর্থ করিয়া এক্ষণে জরাসন্ধ-কথিত শ্রীভা. ১০।৫০।১৭-শ্লোকের অন্তর্গত " * * হে কৃষ্ণ পুরুষাধম। ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া। গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্॥—ওহে পুরুষাধম কৃষ্ণ! তুমি বালক, বালকের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার লজ্জা হয়, আমি যুদ্ধ করিব না। ওহে মন্দ! বন্ধুঘাতিন্! তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত হইয়া (আত্মগোপন করিয়া) থাক; চলিয়া যাও, তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না।"—এই শ্লোকস্থিত "হে কৃষ্ণ পুরুষাধম। ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্"-অংশের স্তুতিপর অর্থ করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে কংসের দুই মহিষী—অস্তি ও প্রাপ্তি—তাঁহাদের পিতা জরাসন্ধের নিকটে যাইয়া নিজেদের দুর্দ্দশার কথা ব্যক্ত করিলে জরাসন্ধ শোকার্ত্ত ও রুষ্ট হইয়া ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরাপুরী অবরুদ্ধ করিলেন। মথুরাস্থিত যদুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অল্পসংখ্যক সৈন্যমাত্র লইয়া জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কালরূপ মনে করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে (বৈষ্ণব-তোষণী-সম্মত অর্থ) জরাসন্ধ উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

"জরাসন্ধ কহে"-ইত্যাদি পয়ারে জরাসন্ধের অভিপ্রেত শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাবাচক অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার পরে দুই পয়ারে স্তুতিপর অর্থ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ পুরুষ-অধম—হে কৃষ্ণ! তুমি পুরুষদিগের মধ্যে অধম, নিকৃষ্ট; হেয় পুরুষ। **তোর সঙ্গে না যুঝিমু**—"ন যোৎস্যে"-অংশের অর্থ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না, যেহেতু পুরুষাধম বলিয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার অযোগ্য। **যাহি**—যাও; চলিয়া যাও। **বন্ধুহন্**—যে বন্ধুদিগকে হত্যা করে; শ্রীকৃষ্ণ মাতুল-কংসাদি বন্ধুবর্গকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া জরাসন্ধ নিন্দার্থে তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

১৩৫। এই পয়ারে "পুরুষাধম" শব্দের স্তুতিপর-অর্থ করিতেছেন।

বান্ধে সভারে তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয়।
অবিদ্যানাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয়॥ ১৩৬

এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুরুষাধম—(অন্য সমস্ত) পুরুষ (হয়) অধম (যাঁহা হইতে), যাঁহা হইতে অন্য সকল পুরুষই অধম, তিনিই পুরুষাধম, পুরুষ শ্রেষ্ঠ। **এই সরস্বতীর মন**—ইহাই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর অভিপ্রেত অর্থ।

১৩৬। এই পয়ারে "বন্ধুহন্" শব্দের স্তুতিপর অর্থ করিতেছেন।

"বান্ধে সভারে" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে "বন্ধু"-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

বন্ধু—বন্ধ্‌+উ, বন্ধধাতু বন্ধনে। বন্ধন করে যে, তাহাকে বন্ধু বলে, অবিদ্যা বা মায়া জীবকে মায়া-পাশে বন্ধন করে বলিয়া অবিদ্যাকে বন্ধু বলা যায়। **বন্ধুহন্**—বন্ধুকে (অবিদ্যাকে) হনন বা নাশ করেন যিনি, তিনি বন্ধুহন্, সকল জীবকে মায়া পাশে বন্ধনকারিণী (বন্ধু) অবিদ্যাকে নাশ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুহন্ (অবিদ্যা নাশক)।

"হে কৃষ্ণ পুরুষাধম" ইত্যাদি শ্লোকের নিন্দার্থ ১৩৭ পয়ারের টীকায় লিখিত হইয়াছে, ইহার স্তুতিপর-অর্থ এই:—হে কৃষ্ণ! আপনি পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আপনি অবিদ্যানাশক (সুতরাং পরমেশ্বর), সুতরাং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক চলিয়া যাউন।

১৩৭। এইমত—পূর্ব্বোক্তরূপে। **শিশুপাল করিল নিন্দন** ইত্যাদি—যে সকল শ্লোকে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছেন, সে সমস্ত এই:—"সদস্পতীনতিক্রম্য গোপাল: কুলপাংসন:। যথা কাক: পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ বর্ণাশ্রমকুলাপেত: সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত:। স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীন: সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্। বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি॥ ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্। সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যব: প্রজা:॥—শ্রীভা ১০।৭৪।৩৪-৩৭॥"

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সকলে যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই পূজা পাওয়ার যোগ্যতম পাত্ররূপে সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন তাহার যথাবিহিত পূজার পরে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন অসুর স্বভাব শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তুতি সহ্য করিতে না পারিয়া যে-সকল কথায় শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকগুলির নিন্দার্থ এইরূপ:—'কাকের যজ্ঞীয় হবি: প্রাপ্তির ন্যায় লোকপালপূজিত সভ্যদিগকে অতিক্রম করিয়া মাতুল-বধাদি দ্বারা কুলদূষণ এই গোরক্ষক কৃষ্ণ কি প্রকারে পূজা পাইবার যোগ্য? বর্ণাশ্রমকুলাপেত সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত স্বেচ্ছাচারী ও গুণহীন কৃষ্ণ কিরূপে পূজা পাইবার যোগ্য? যযাতিনৃপকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, নিরন্তর বৃথা পানরত ও সাধুগণ পরিত্যক্ত ইহাদিগের কুল কি প্রকারে পূজা পাইবার যোগ্য? এই দস্যুগণ ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ (মথুরা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদাদরহিত সমুদ্র-দুর্গ আশ্রয় করিয়া প্রজাগণকে পীড়িত করিতেছে।

সরস্বতীকৃত অর্থ এইরূপ:—"আপ্তকাম ব্যক্তি যেরূপ দেবযোগ্য কেবল হবি: প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু সর্ব্বস্ব প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য, সেইরূপ পাষণ্ডদলন বেদ পৃথিব্যাদি-পালক শ্রীকৃষ্ণ—লোকপাল পূজিত সভ্যদিগকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে কেবল ব্রহ্মর্ষিযোগ্য পূজা পাইবার যোগ্য? কিন্তু আত্মসমর্পণ পাইবার যোগ্য। ব্রহ্মত্বহেতু—বর্ণ, আশ্রম ও কুল হইতে অপেত—অতএব অনধিকারিত্বহেতু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত—পরমেশ্বরত্বহেতু স্বেচ্ছাচারী ও তম-আদি গুণরহিত শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে কেবল পূজা পাইবার যোগ্য? ইহাদিগের কুল যযাতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই কি সাধুগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছে? (বস্তুত: মস্তকদ্বারা ধৃত হইয়াছে), আর আমাদিগের কুলের মত কি নিরন্তর বৃথা পানরত হইয়াছে? (বস্তুত: নিয়তাচারসম্পন্ন)। তবে কেন কেবল পূজা পাইবার যোগ্য হইবে? ইহারা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ আশ্রয় করিয়া দুর্জ্জেয় বেদাদিবিরুদ্ধ লিঙ্গধারীদিগকে তল্লিঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া দণ্ড করেন, আর যাহারা দস্যুপ্রজা, তাহাদিগেরও দণ্ডবিধান করেন।"

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে—॥ ১৩৮
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৩৯
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক-তত্ত্ব রূপ দুই রূপ হঞা ॥ ১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপে দেখা গেল—উক্ত শ্লোকসমূহে যে-সকল শব্দে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াছেন, সরস্বতী ঠিক সেই সকল শব্দেরই অন্যরূপ অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৩৮। তৈছে—ইন্দ্রাদির উক্তির মতন। **এই শ্লোকে**—"বিকচ-কমল-নেত্রে" ইত্যাদি শ্লোকে। **তোমার অর্থে**—তোমার (বঙ্গদেশীয় কবির) কৃত অর্থানুসারে। **নিন্দা আইসে**—নিন্দা প্রকাশ পাইতেছে।

স্বরূপদামোদর কবিকে বলিলেন, "তোমার নান্দী-শ্লোকটীর তুমি যেরূপ অর্থ করিলে, তাহাতে শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েরই নিন্দা বুঝাইতেছে। কিন্তু তোমার ব্যবহৃত শব্দগুলিরই অন্যরূপ অর্থ করিয়া ঐ শ্লোকেই সরস্বতী তাঁহাদের স্তুতি করিতে পারেন। সরস্বতী যেরূপ অর্থ করিবেন, তাহা শুন, আমি বলিতেছি।

১৩৯। "জগন্নাথ হয়" হইতে "জঙ্গমব্রহ্ম হঞা" পর্যন্ত ছয় পয়ারে "বিকচ-কমল-নেত্রে" শ্লোকের স্তুতি-পর অর্থ করিতেছেন।

জগন্নাথ হয় ইত্যাদি—"শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে আত্মনি" এই অংশের অর্থ করিতেছেন। আত্মনি-শ্রীজগন্নাথ সংজ্ঞে—আত্মস্বরূপ (আত্মনি) শ্রীজগন্নাথ। এই অর্থে "আত্মনি" শব্দ "শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে" পদের বিশেষণ, শ্রীজগন্নাথ কিরূপ? না—আত্মস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। তাই পয়ারার্দ্ধে বলিলেন, শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ হয়েন, শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নাই। শ্লোকস্থ "যঃ" শব্দের "শ্রীকৃষ্ণ" অর্থ করিতেছেন।

কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ হইলেও, ইনি এক্ষণে স্থাবর-স্বরূপ (অচলপ্রায়), যেহেতু, এই পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ অচল দারুময় শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট হইয়াছেন।

ইহঁ—শ্রীজগন্নাথদেব। **দারুব্রহ্ম**—দারু (কাষ্ঠ) রূপ ব্রহ্ম, দারুময় (কাষ্ঠনির্ম্মিত) শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও পরব্রহ্ম, নীলাচলে ইনি দারুময় বিগ্রহকে অঙ্গীকার করিয়া দারুবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া থাকিলেও ইনি পরব্রহ্ম, এই দারুময় বিগ্রহই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্থাবর-স্বরূপ—যাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না অর্থাৎ যাহা অচল, তাহাকে স্থাবর বলে, সাধারণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত (দারু) মূর্ত্তি মাত্রই স্থাবর বা অচল। কিন্তু দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ বস্তুতঃ স্থাবর নহে, স্থাবর-স্বরূপমাত্র স্থাবরের তুল্য। স্থাবর-স্বরূপ বা স্থাবরের তুল্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ কখনও স্থাবর (অচল) হইতে পারেন না, অচেতন জড় বস্তুই স্বরূপতঃ স্থাবর হয়, চেতনবস্তু কখনও স্থাবর হয় না, পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ জড়মূর্ত্তি নহেন, তিনি চিদানন্দ ঘনমূর্ত্তি, তাঁহার বিন্দুমাত্র অংশও জড় নহে, সমস্তই চিদ্‌ঘন-বস্তু, চেতনাময়, সুতরাং তিনি স্বরূপতঃ স্থাবর হইতে পারেন না। তবে শ্রীনীলাচলে দারুময়রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন বলিয়া তিনি দারুমূর্ত্তির মতন স্থাবরতা (অচলতা) দেখাইতেছেন, ইচ্ছা করিলেই এই দারু-বিগ্রহেও তিনি যথেচ্ছভাবে গমনাগমন করিতে পারেন, কিন্তু নীলাচলে তিনি তদ্রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, ভক্তের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি একস্থানেই অবস্থান করিতেছেন, স্থাবরের মতন হইয়া আছেন। তাই বলা হইয়াছে, "স্থাবর-স্বরূপ—স্থাবরের তুল্য," কিন্তু "স্থাবর" নহেন।

১৪০। এই পয়ারে "আত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ" এই শ্লোকাংশের অর্থ করিতেছেন।

তাঁহা সহ—সেই দারুব্রহ্ম-শ্রীজগন্নাথের সহিত। **আত্মতা একরূপ হঞা**—শ্লোকস্থ 'আত্মতা'-শব্দের অর্থ "একরূপ হইয়া", শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া। **কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ**—একই তত্ত্ব (পরব্রহ্ম-

সংসার-তারণ হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন করি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥ ১৪১
সকল সংসারি-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥ ১৪২
জগন্নাথ-দরশনে খণ্ডয়ে সংসার।
সবদেশের সবলোক নারে আসিবার॥ ১৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণ। **দুইরূপ**—শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য, এই দুইরূপ। একই পরব্রহ্ম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য এই দুইরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কবি "আত্মতা" শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন "জীবত্ব বা জীবাত্মতা"; আর শ্রীস্বরূপদামোদর অর্থ করিলেন "একত্ব বা একতা"।

১৪১। পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথ যদি একই তত্ত্ব হয়েন, তাঁহাদের একতাপ্রাপ্তি বলিতে কি বুঝায়? তাঁহারা "একতাপ্রাপ্ত" হইলেন বলিলে সাধারণতঃ বুঝা যায় যেন, পূর্বে তাঁহারা এক ছিলেন না, এখনমাত্র "একতাপ্রাপ্ত" হইয়াছেন কিন্তু তাহা তো নয়? তাঁহারা একই ছিলেন—"জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।" সুতরাং 'একতাপ্রাপ্ত হইলেন' বলার তাৎপর্য কি? এই পয়ারে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন।

সংসার-তারণ হেতু—সংসারাসক্ত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত। ইহা শ্লোকস্থ 'প্রকটজঙ্গমশেষচেতয়ন্' অংশের অর্থ। **ইচ্ছাশক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি। **তাহার মিলন**—সেই ইচ্ছাশক্তির মিলন।

তাহার মিলন করি ইত্যাদি—সংসারাসক্ত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে-ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার মিলনকেই পূর্বোক্ত পয়ারে "একতাপ্রাপ্তি" বলা হইয়াছে। অন্ত্যের ২য় পরিচ্ছেদেও বলা হইয়াছে "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব॥ ৩।২।৫॥" এই পয়ারেও বলা হইল, "সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি। মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধ একটা ইচ্ছা আছে, এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে পূর্বেই নীলাচলে প্রকট হইয়াছেন, জীবদিগকে উদ্ধার করা নীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথেরও ইচ্ছা। শ্রীজগন্নাথরূপে একভাবে শ্রীকৃষ্ণ জীব-উদ্ধার করিতেছেন সত্য, তথাপি অন্য একরূপে (শ্রীচৈতন্যরূপে) জীব উদ্ধার করারও ইচ্ছা জন্মিল, শ্রীকৃষ্ণের এই (শ্রীচৈতন্যরূপে জীব উদ্ধারের) ইচ্ছা শ্রীজগন্নাথরূপে জীব উদ্ধারের ইচ্ছার সহিত একতা প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ একই শ্রীকৃষ্ণ একই জীব-উদ্ধারের ইচ্ছায়, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য এই দুইরূপে প্রকট হইলেন।

১৪২। শ্রীচৈতন্যরূপে কি প্রকারে জীব উদ্ধার করেন, তাহা বলিতেছেন। সমস্ত সংসারাসক্ত জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জঙ্গম (গতিশীল) শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। **জঙ্গমরূপে**—গতিশীলরূপে, যেইরূপে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতে পারেন, সেইরূপে। শ্রীগৌরাঙ্গই এই জঙ্গম (গতিশীল, যাতায়াতক্ষম) রূপ। **কৈল অবতার**—আত্মপ্রকট করিলেন, অবতীর্ণ হইলেন। শ্লোকস্থ "কনকরুচিঃ আবিরাসীৎ" অংশের অর্থই এই পয়ার।

১৪৩। শ্রীজগন্নাথরূপেই জীব উদ্ধার করিতেছিলেন, আবার শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার হেতু কি, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীজগন্নাথের দ্বারা সমস্ত সংসারিলোকের উদ্ধার সম্ভব নহে বলিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহারা নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবে, তাহাদের সংসারাসক্তি দূর হইবে, তাহারা মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সকল দেশের সকল লোক তো নীলাচলে আসিতে পারিবে না। যাহারা নীলাচলে আসিতে পারিবে না, জগন্নাথ-দর্শনও তাহারা পাইবে না, সুতরাং তাহাদের উদ্ধারও সম্ভব হইবে না। তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন। শ্রীজগন্নাথ পরব্রহ্ম হইয়াও স্থাবরস্বরূপ বলিয়া নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা॥ ১৪৪
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন॥ ১৪৫
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ ১৪৬
তবে সেই কবি সভার চরণে পড়িযা।
সভার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লৈয়া॥ ১৪৭
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা॥ ১৪৮
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণকৃপা কে কহিতে পারে?॥ ১৪৯
এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্রবিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ॥ ১৫০
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা॥
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে' যার সীমা॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপে সকল জীবকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বলিতেছেন। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জঙ্গম ব্রহ্ম**—তিনি সর্বত্র যাতায়াত করেন। তাই তিনি দেশে দেশে যাইয়া সকল লোককে উদ্ধার করিলেন—যাহারা নীলাচলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারে নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের দেশে যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

যাহারা নীলাচলে আসিতে পারে, তাহারা শ্রীজগন্নাথের দর্শনেও উদ্ধার পাইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনেও উদ্ধার পাইতে পারে।

১৪৫। শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় কবিকে বলিলেন "সরস্বতীর অর্থ এই" ইত্যাদি।

এহো ভাগ্য ইত্যাদি—কবি! তুমি যে শ্লোক লিখিয়াছ, তোমার অর্থে তাহাতে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্যের নিন্দা বুঝাইলেও, তুমি যে ঐ শ্লোকটী রচনা করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার সৌভাগ্য, কারণ, ইহাতেও তোমার ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১৪৬। নিন্দার্থক শ্লোক রচনায় কিরূপে কবির মুক্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

কৃষ্ণে গালি দিতে ইত্যাদি—কৃষ্ণকে গালি দেওয়ার নিমিত্তও যদি কেহ কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও ঐ নাম উচ্চারণের ফলেই তাহার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, স্তুতির নিমিত্তই হউক, কি নিন্দার নিমিত্তই হউক, কি অন্যবস্তুর ব্যপদেশেই হউক, যে কোনরূপে ভগবানের নাম-উচ্চারণ করিতে পারিলেই ভববন্ধন ক্ষয় হয়। "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

কবির শ্লোকে শ্রীজগন্নাথের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম আছে বলিয়া তাঁহার কৃত অর্থ নিন্দাবাচক হওয়াতেও ঐ নামই তাঁহার মুক্তির হেতু হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা শ্রীজগন্নাথদেবের নিন্দা কবির অভিপ্রেত ছিল না, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই নান্দীশ্লোকে উভয়ের গুণবর্ণন করিয়াছেন, তত্ত্ব জানিতেন না বলিয়া তাঁহার কৃত অর্থ—তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেই—তত্ত্বজ্ঞের সূক্ষ্মবিচারে নিন্দাবাচক হইয়া পড়িয়াছে।

১৪৭। **তবে**—স্বরূপ দামোদরের উক্তি শুনিয়া। **দন্তে তৃণ লৈয়া**—অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া।

১৪৮। **তবে**—কবি সকলের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়া সকলের চরণে শরণ লইলে পর। **অঙ্গীকার কৈলা**—কবিকে অনুগ্রহ করিলেন। **তার গুণ কহি** ইত্যাদি—প্রভুর নিকটে কবির দৈন্য-বিনয়াদির কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করাইলেন।

১৫০। **প্রভু-আজ্ঞায়** ইত্যাদি—যে প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর আদেশে রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলেন।

১৫১। **যার সীমা**—রামানন্দরায়ের মহিমার সীমা।

প্রস্তাব পাঞা কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হৈয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৫২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
একলীলাপ্রবাহে বহে শতশত ধার ॥ ১৫৩
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌরলীলা-ভক্তি-ভক্ত-রসতত্ত্ব জানে ॥ ১৫৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-
মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫২। প্রস্তাব পাইয়া—প্রসঙ্গক্রমে। **কবির**—বঙ্গদেশীয় কবির।

অজ্ঞ হৈয়া ইত্যাদি—যে-কবি অজ্ঞ হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এবং তাঁহার পরিকরবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ পাইয়াছেন। দন্তে তৃণ ধরিয়া সকলের চরণে শরণ লওয়াতেই কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৫৩। এক লীলা-প্রবাহে ইত্যাদি—নদীর প্রবাহ হইতে যেমন শত শত শাখা চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একই মুখ্য লীলা হইতে আনুষঙ্গিক ভাবে কত কত লীলা, লীলার কত কত গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

১৫৪। এই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

গৌরলীলা-ভক্তি ইত্যাদি—গৌরতত্ত্ব, গৌরের লীলাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ভক্ততত্ত্ব, রসতত্ত্ব, এই সমস্তই গৌর-লীলা-শ্রোতা জানিতে পারেন।

অন্ত্য-লীলা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ স্বগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানারঙ্গে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বগৃহান্ধকূপাৎ শোভনাৎ গৃহান্ধকূপাৎ। ভঙ্গ্যা যে কৃপারূপগুণা তৈঃ। ভঙ্গ্যা ইতি রাত্রিশেষে শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য মন্ত্রঃপ্রেরণয়া তদগৃহং যাপয়িত্বাচার্য্যেণসহ তদগৃহগমনায় কিঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রীরঘুনাথদাসং নীত্বা তস্মাৎ তস্য পলায়নং ইত্যেবংরূপয়া ভঙ্গ্যা। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য-লীলার এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) কৃপাগুণৈঃ (কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা) স্বগৃহান্ধকূপাৎ (সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে) রঘুনাথদাসং (শ্রীরঘুনাথদাসকে) ভঙ্গ্যা (ভঙ্গীপূর্ব্বক—চাতুরীপূর্ব্বক) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া) স্বরূপে (স্বরূপ-দামোদরের হস্তে) ন্যস্য (অর্পণ করিয়া) অন্তরঙ্গং (স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত) বিদধে (করিয়াছিলেন) অমুং (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীরঘুনাথদাসকে চাতুরীপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করতঃ স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমি শরণাগত হইলাম। ১

কৃপাগুণৈঃ—কৃপারূপ গুণ (রজ্জু)-দ্বারা, **স্বগৃহান্ধকূপাৎ**—স্ব (উত্তম, সুশোভন) গৃহরূপ অন্ধকূপ (অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ) হইতে শ্রীল রঘুনাথদাসকে **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধার করিয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপ হইতে যেমন রজ্জু-দ্বারা কোনও জিনিসকে তুলিয়া আনা হয়, তদ্রূপ সংসার-রূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাদ্বারা রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। "স্বগৃহ" বলার হেতু এই যে, রঘুনাথ-দাসের পিতা-জ্যেঠা ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজা—বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি। রঘুনাথ ছিলেন তাঁহাদের বিপুলসম্পত্তির একমাত্র ভাবী অধিকারী। সুরম্য অট্টালিকাদিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল; তাই তাঁহার গৃহকে সুগৃহ বলা হইয়াছে। ইহাকে অন্ধকূপ বলার হেতু এই যে, অন্ধকারময় কূপে পতিত হইলে লোক যেমন নিজের চেষ্টায় উঠিতে পারে না, সেখানে থাকিয়া কেবল মশা, মাছি, জোক, পোকাদির দংশন-যন্ত্রণাই ভোগ করে, একটু আলোকের রশ্মিও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বিষয় সম্পত্তির ও মায়িক ভোগ্যবস্তুর মোহে পড়িয়াও লোক

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ-ভয়ে॥ ৩
উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥ ৪
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনারূপ অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, কখনও ভগবদুন্মুখতার [illegible] রশ্মির দেখাও পায় না, সংসার-কূপে পড়িয়া কেবল কাম-ক্রোধাদির এবং ত্রিতাপ জ্বালাদির যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া থাকে, কোনও মহাপুরুষের কৃপা বা ভগবৎ-কৃপাব্যতীত জীব নিজের চেষ্টায় কখনও এই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। "মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ ২।২২।৩২॥" এতাদৃশ সংসারকূপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিলেন। কিরূপে উদ্ধার করিলেন? **ভঙ্গ্যা**—ভঙ্গীপূর্ব্বক, চাতুরীপূর্ব্বক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাতুরী এই—এই পরিচ্ছেদে রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিবরণ বর্ণিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে পলাইয়া যাইবার ভয়ে তাঁহার পিতা ও জ্যেঠা সর্ব্বদাই [illegible] সঙ্গে প্রহরী রাখিতেন। এক রাত্রিতে প্রহরীবেষ্টিত রঘুনাথ বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময় শেষরাত্রিতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বাহিরে আনিলেন; [illegible] নিজের ঠাকুর সেবার পাচক ব্রাহ্মণ পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে সাধিয়া আনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। কতদূর [illegible] পরে বলিলেন। [illegible] পাচক [illegible] নিকট [illegible] পাঠাইয়া [illegible] অনুরোধ করিলেন, [illegible] রঘুনাথ আর গৃহে ফিরেন নাই [illegible]। [illegible] প্রভুর চাতুরী [illegible] অন্তঃকরণে [illegible] যদুনন্দন আচার্য্যকে [illegible] নিকট পাঠাইলেন এবং [illegible] রঘুনাথকে বাহির করিয়া কিয়দ্দূর এনসঙ্গে [illegible] নিমিত্ত আচার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। এই সুযোগ লইয়াই রঘুনাথ গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। যাহা হউক, এইরূপ চাতুরীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্বরূপে—স্বরূপ-দামোদরে স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইরূপে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গ ও উপদেশের প্রভাবে [illegible] তিনি [illegible] অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়া লইলেন। [illegible] কৃপালু যে শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী [illegible] পরিচ্ছেদে [illegible] তাঁহার [illegible]—তাঁহার কৃপায় যেন প্রারব্ধ কার্য্য তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, ইহাই [illegible] বাসনা। এই [illegible] গ্রন্থকার [illegible] এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের [illegible]।

৩। যদ্যপি—যদিও। **অন্তরে**—অন্তঃকরণে। **কৃষ্ণবিয়োগ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদজনিত দুঃখ। **বাধয়ে**—বাধা দেয়, কষ্ট দেয়। **ভক্ত দুঃখভয়ে**—প্রভুর অন্তরের দুঃখের কথা শুনিলে ভক্তদেরও অত্যন্ত দুঃখ হইবে, এই আশঙ্কায় প্রভু নিজের দুঃখের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

৪। উৎকট—অসহ্য, অসম্বরণীয়, যাহা কিছুতেই সামলাইয়া রাখা যায় না। **উৎকট বিয়োগ-দুঃখ** ইত্যাদি—প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ যখন এত অসহ্য হইয়া উঠিত, যে, তাহা আর কিছুতেই সামলাইয়া রাখিতে পারেন না, তখন তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত। এইরূপে অন্তরের অসহ্য দুঃখ যখন বাহির হইয়া পড়িত, তাঁহার তখনকার কাতরতা অবর্ণনীয়, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। **বৈকল্য**—বিকলতা, কাতরতা।

৫। রামানন্দের কৃষ্ণকথা ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দরায় প্রভুর চিত্তের ভাবানুকূল কৃষ্ণকথা শুনাইতেন এবং স্বরূপদামোদরও তখন ভাবানুকূল গান গাহিতেন। তাহাতেই প্রভুর চিত্তে সান্ত্বনা জন্মিত।

দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ ৬
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৭
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬। **দিনে প্রভু** ইত্যাদি—দিবাভাগে নানাবিধ লোক প্রভুর দর্শনে আসিত, তাহাদের সঙ্গে নানাবিধ কথায় ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া প্রভু একটু অন্যমনস্ক থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ তখন তাঁহাকে তত অধীর করিতে পারিত না। **রাত্রিকালে** ইত্যাদি—কিন্তু রাত্রিকালে প্রভু একাকী থাকিতেন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণবিরহ-দুঃখেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত, তাই ঐ সময়ে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণাও খুব বেশী হইত।

৭। **তাঁর সুখ হেতু**—প্রভুর সুখের নিমিত্ত, কৃষ্ণকথা ও গান শুনাইয়া প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত।

রহে—রাত্রিতে প্রভুর নিকটে থাকেন।

দুইজনা—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ।

কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে—কৃষ্ণকথা-রসময়-শ্লোক ও গীত। স্বরূপদামোদর গীত গাহিতেন, আর রামানন্দ কৃষ্ণকথা শুনাইতেন।

৮। স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ, এই দুইজনের কে কি ভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহা "সুবল যৈছে" হইতে "মহাপ্রভুর প্রাণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইয়া দিয়া সুবল যেরূপে রাধা-বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতেন, রামানন্দরায়ও সেই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরের সুখ-বিধান করিতেন।

যৈছে—যেভাবে, যেরূপ। **পূর্ব্বে**—পূর্ব্ব-লীলায়, ব্রজলীলায়। **তৈছে**—তদ্রূপ, সেইভাবে।

এই পয়ারে দুইটী বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রায়রামানন্দকে সুবলের ভাবাপন্ন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে, রামানন্দরায়ে ব্রজের প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ললিতা ও অর্জ্জুনীয়া নাম্নী গোপী মিলিত হইয়া আছেন। রামানন্দ যে ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন, গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে গৌরীদাস-পণ্ডিতই ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যও কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, তাহাতে আমাদের মনে হয়, রামানন্দরায়ে অর্জ্জুনাদি যেমন মিলিত হইয়াছেন, সুবলও তদ্রূপ মিলিত হইয়াছেন, গৌরীদাস-পণ্ডিত সুবল হইলেও রামানন্দেও সুবলের ভাব কিছু আছে। ব্রজলীলার অনেকের ভাব গৌরলীলায় একজনেতে, ব্রজলীলার একজনের ভাবও গৌরলীলায় বহুজনে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আবার শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদের মতে, ব্রজের বিশাখা-সখীই "রায়রামানন্দতয়া বিখ্যাতোঽভূৎ কলৌ যুগে—কলিতে রায়রামানন্দরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।" আজকাল যে-সকল মহানুভব বৈষ্ণব মধুর-ভাবের উপাসক, তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয় এই মতাবলম্বী।

দ্বিতীয়তঃ, এই পয়ারে রামানন্দরায়কে যেমন সুবলের ভাবাপন্ন বলা হইয়াছে, তেমনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেও শ্রীকৃষ্ণভাবাপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু নীলাচলে গম্ভীরা-লীলার যে-সকল উক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কোনওটীতেই শ্রীশ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকটিত আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার শ্রীরাধার ভাবে প্রলাপোক্তির সময়েও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে রায়রামানন্দকেও প্রভুর সান্ত্বনা দান করিতে দেখা যায়।

এই সকল বিষয়ের সমাধান বোধ হয় এইরূপ:—শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; আবার জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাবও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি, নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-ভাব যে একেবারে অপ্রকট, তাহা নহে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণভাবে বৈদিকব্রাহ্মণাদির সেবায় দাস্যরস, রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরামাদির সঙ্গে সখ্যরস, শ্রীশচীমাতা ও মিশ্রপুরন্দরের সঙ্গে বাৎসল্যরস এবং গদাধরাদি সহচরগণের সঙ্গে সুরধুনীতে নৌকাবিলাসাদিতে মধুর-রসও আস্বাদন করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে মহাজনোক্তিই প্রমাণ। গোষ্ঠলীলার গৌরচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—"আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ বলিয়া গোরা ঘুরায় পাচনী॥" আবার,—"গৌর কিশোর, পুরব-রসে গরগর, মনে ভেল গোষ্ঠ-বিহার। দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার॥ বেত্র বিশাল, সাজ লেই কতজন, যায়ব ভাণ্ডীর সমীপ। গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত॥" শিঙ্গা-বেণু মুরলী- বত্র-বিশাল-সাজে সজ্জিত হইয়া দাম-শ্রীদাম-সুবলাদিকে সঙ্গে লইয়া হৈ হৈ রবে ধবলী-শ্যামলী-আদি গাভীগণকে ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণই ভাণ্ডীরাদি বন-সমীপে গোচারণে গিয়া থাকেন—শ্রীরাধিকা এভাবে গোচারণে যায়েন না। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সমস্ত পদে গৌরের শ্রীকৃষ্ণভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাইচাঁদের মৃদ্ভক্ষণ, কালোহাঁড়ীর স্তূপে উপবেশন, গৃহের জিনিসপত্রের অপচয়, গঙ্গাঘাটাদিতে দুরন্তপনার দরুণ মিশ্রপুরন্দরকর্তৃক শ্রীনিমাইয়ের-শাসন-প্রভৃতি বাল্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবে বাৎসল্য-রসাস্বাদনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবে প্রভুর মধুর-রসাস্বাদনের দৃষ্টান্তও মহাজনের পদে দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা-বিলাসের গৌরচন্দ্রে:—"না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে। সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর-সনে॥ প্রিয় গদাধর-আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥ আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥" আবার, "আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হৈয়া, সহচর মেলিয়া খেলায়॥ প্রিয় গদাধর-সঙ্গে, পুরব রভস রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুব ডুব করে না, বহায় বিষম বা, দেখি হাসে গোরা-বনমালী॥" এই শেষোক্তপদে প্রভুকে "গোরা-বনমালী" বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রভু কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, গোরা-বনমালী গোরারূপ বনমালী (কৃষ্ণ), বনমালীর (কৃষ্ণের) ভাবে আবিষ্ট গোরা। বিশেষতঃ, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণই যমুনাগর্ভে নৌকা ভাসাইয়া "আপনি কাণ্ডারী হইয়া" নৌকা বাহিয়াছিলেন" এবং "বিষম বাতাস বহাইয়া নৌকা খানিকে ডুব ডুব করিয়াছিলেন।" শ্রীমতীরাধিকা এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রে আরও পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়:—"আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥ রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে॥ খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধা নাম বলি খেনে খেনে মুরুছায়॥"—শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাধানাম জপ করিতেন, রাধা রাধা বলিয়া কান্দিতেন ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠিক সেই ভাবই উক্ত পদে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

উপরে যে-সমস্ত মহাজনী পদ উল্লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীনবদ্বীপ-লীলার পদ; নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবও উদিত হইত, উক্তপদ সমূহে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রভুই যখন নীলাচলে গিয়াছেন, তখন নীলাচলেও যে সময় সময় তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণভাব স্ফুরিত হইত, ইহা মনে করা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ তো শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণের ভাব তাঁহার স্বরূপগত ভাব। তিনি একাধারে বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। অনুকূল উদ্দীপনাদির প্রভাবে সময় সময় নীলাচলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাব (বিষয়ের ভাব) স্ফুরিত হওয়া অসম্ভব নহে। আলোচ্য পয়ারের ধ্বনিতেও তাহাই বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ ৯
এই দুইজনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' করি যাঁরে লোকে গায় ॥ ১০
এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ। রঘুনাথ মিলন ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রশ্ন হইতে পারে নীলাচলেও যদি সময় সময় প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাব স্ফুরিত হইয়া থাকিবে তাহা হইলে কবিরাজ-গোস্বামী তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন? উত্তর—শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর চিত্ত এতই গাঢ়রূপে আবিষ্ট হইত যে, শ্রীরাধা ভাবেরই প্রাধান্য অধিকাংশ সময়ে থাকিত, শ্রীকৃষ্ণভাব সাময়িক ভাবে মাত্র কখনও কখনও স্ফুরিত হইত। রাধাভাবোচিত লীলাদিই প্রভুর মুখ্য আস্বাদ্য বলিয়া এবং প্রভুর দিব্যোন্মাদলীলায় রাধাভাবেরই সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপোক্তিরই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদলীলা রাগানুগামার্গীয় মধুর ভাবের উপাসকের উপাসনার অনুকূল বলিয়াই বোধ হয় তাঁ সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহাই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি নিজেও হয়ত রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরের আনুগত্যে ঐ লীলায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া প্রভুর কৃষ্ণভাবোচিত লীলার প্রতি তাঁহার তত অনুসন্ধানও ছিল না। আলোচ্য পয়ারে শ্রীলীলা তাহার ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনার সঙ্গে শ্রীচরিতামৃত—"যুগল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥"—এই পয়ারটী মিলাইয়া অর্থ করিলে এই পয়ারের মর্ম্ম এরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়:—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে যখন রাধা বিরহে কাতর হইতেন তখন রামানন্দ রায় সুবলের ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনাদি দিয়া আশ্বস্ত করিতেন। কিন্তু শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তিনি যখন অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দ বিশাখার ভাবেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।"

শারদীয় মহারাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাঁহার বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি চিন্তা করিতে করিতে কোনও কোনও গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণ বা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া তদ্রূপ কৃষ্ণভাবের আবেশে পূর্ব্বোল্লিখিত লীলাবিলাসাদি লীলা করিয়াছিলেন—ইহা মনে করিয়াও রাগানুগীয় উপাসকগণ পূর্ব্বোক্ত লীলাদি আস্বাদন করিতে পারেন। ২।২৩।৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। পূর্ব্বপয়ারে রামানন্দ রায়ের ভাবের কথা বলিয়া এই পয়ারে স্বরূপ-দামোদরের ভাবের কথা বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় কৃষ্ণবিরহ কাতরা শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাই যেমন প্রধান সহায়স্বরূপিণী ছিলেন, তদ্রূপ গৌরলীলায়ও স্বরূপ-দামোদরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহ কাতরতার সময়ে প্রভুর প্রধান সহায় স্বরূপ ছিলেন—ললিতা শ্রীরাধাকে যে ভাবে সান্ত্বনাদি দিতেন, স্বরূপ দামোদরও সেইভাবে কৃষ্ণবিরহ কাতর প্রভুর সান্ত্বনা বিধান করিতেন।

স্বরূপ-দামোদর যে ব্রজলীলায় ললিতা ছিলেন, এই পয়ারে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এজন্যই বোধ হয় শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন, "শ্রীললিতা স্বরূপদামোদরতাং প্রাপ্তা গৌররসে তু যা ॥—ললিতা গৌররসে নিমগ্না হইয়া স্বরূপদামোদরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে ব্রজের বিশাখাই গৌরলীলায় স্বরূপ দামোদর হইয়াছেন। "যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্‌ভাব-বিলাসবান্ ॥" ইহাতে বুঝা যায়, স্বরূপদামোদরে বিশাখার ভাবও কিছু ছিল।

১০। **এই দুইজনার**—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের। **প্রভুর অন্তরঙ্গ** ইত্যাদি—লোকে এই দুই জনকে প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

১১। **বিহরে**—বিহার করেন, লীলা করেন। **রঘুনাথ-মিলন**—যে ভাবে রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইয়াছেন, তাহা।

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥ ১২
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায় ॥ ১৩
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৪
'মথুরা হইতে প্রভু আইলা' বার্ত্তা যবে পাইল।
প্রভুপাশে চলিবারে উদ্যোগ করিল ॥ ১৫
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২। **পূর্ব্বে শান্তিপুরে**—মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তখন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এইবার প্রভু দশদিন শান্তিপুরে ছিলেন। এই সময় রঘুনাথদাস প্রভুর চরণ দর্শনের উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। **তারে শিখাইলা**—প্রভু তখন রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন "স্থির হৈয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধুকূল॥ মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ ২।১৬।২৩৫-৩৭॥"

১৩। **তেঁহো**—রঘুনাথ দাস।

মর্কট বৈরাগ্য—মর্কটের ন্যায় বহির্বৈরাগ্য। ২।১৬।২৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহারা ভিতরে বিষয়াসক্ত, কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যের বেশ, তাহাদের বৈরাগ্যকেই মর্কট-বৈরাগ্য বলে। রঘুনাথের বৈরাগ্য লোক-দেখান ছিল না, তাঁহার চিত্তে ভোগাসক্তি ছিল না, প্রভু তাঁহাকে কেবল বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু বলিলেন—বাহিরে এমন কোন আচরণ দেখাইবে না, যাহা দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে যে, তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে।

বিষয়ীর প্রায়—বিষয়ীর মত। রঘুনাথ 'বিষয়ীর মতন' হইলেন, কিন্তু "বিষয়ী" হইলেন না। তিনি প্রভুর উপদেশানুসারে, অনাসক্তভাবে সমস্ত বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে লোকে মনে করে, তিনি সংসার বিষয়ে মন দিয়াছেন, বিষয়ী হইয়াছেন, বস্তুতঃ কিন্তু তিনি মোটেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই, বাহিরে বিষয়ীর মত কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র, তাঁর মন ছিল সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্য চরণে।

১৪। **আনন্দিত মন**—পুত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, সুতরাং আর গৃহত্যাগের সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি মনে করিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল।

১৫। **মথুরা হইতে প্রভু আইলা**—প্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া। প্রভু শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, "আমি—বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে॥ ২।১৬।২৩৮॥" এই আশায় বুক বাঁধিয়া রঘুনাথ এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন যখন শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনই প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

১৬। **মুলুক**—কতকগুলি পরগণা লইয়া একটা মুলুক হয়।

সপ্তগ্রাম-মুলুক—রঘুনাথের পিতা-জ্যেঠা, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রামে বাস করিতেন, সপ্তগ্রামে থাকিয়া তাঁহারা যে-মুলুক শাসন করিতেন, তাহার নাম ছিল "সপ্তগ্রাম মুলুক।" সপ্তগ্রাম মুলুক সাতটা গ্রামের সমষ্টিমাত্র ছিল না। বর্ত্তমান হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগণা জেলা এবং বর্দ্ধমান-জেলার কিয়দংশ এই সপ্তগ্রাম-মুলুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল-সম্রাট্ আকবরের সময়ে রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমল্লের সেরেস্তায় সপ্তগ্রাম একটী রাজস্ব-সরকারে ভুক্ত ছিল।

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৭
বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশলক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৮
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্যমজুমদার পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের রাজধানী ছিল, এস্থানে টাকশালও ছিল, তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। এই মুসলমান শাসনকর্ত্তারা নামে মাত্র মোগল সম্রাট্‌দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা সম্রাট্‌কে গ্রাহ্যও করিতেন না, সম্রাটের সরকারে রীতিমত রাজস্বও আদায় করিতেন না। ফলতঃ তাঁহারাই সপ্তগ্রামের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন।

এই সময়ে ঐ অঞ্চলে একটী কায়স্থ-পরিবার অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই দুই সহোদর রাজকার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে হিন্দুদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইঁহারা সপ্তগ্রাম মুলুক মোক্তাসূত্রে বন্দোবস্ত পাইবার নিমিত্ত রাজ-দরবারে দরখাস্ত করেন। মোক্তা—কতকটা ইজারা বন্দোবস্তের মত, যাঁহারা মোক্তা-সূত্রে কোনও মহল বন্দোবস্ত নিতেন, রাজসরকারে একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক জমা দিতে পারিলেই তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন, নির্দ্দিষ্ট জমাব্যতীত রাজসরকারের সহিত তাঁহাদের আর কোনও সম্বন্ধই থাকিত না। তাঁহারা মোক্তা-মহাল যথেচ্ছভাবে শাসন করিতে পারিতেন, তাহাতে রাজা কোনও আপত্তি করিতেন না।

যাহা হউক, হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস মোক্তা বন্দোবস্তের দরখাস্ত করিলে রাজা বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তারা তো এক পয়সাও রাজস্ব দেয় না, তাহারা বিদ্রোহী তুল্য। হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের নিকট হইতে যদি প্রতিবর্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট জমা পাওয়া যায়, তাহাতে লাভেরই কথা। ফলতঃ তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, বারলক্ষ টাকা বার্ষিক খাজনায় তাঁহারা সপ্তগ্রাম-মুলুক বন্দোবস্ত পাইলেন। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের মুলুকের উপর আধিপত্য নষ্ট হইল, তাঁহারা এই হিন্দু পরিবারের চিরশত্রু হইয়া উঠিলেন।

সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নহে, ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেশন কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে, সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘার অতি নিকটে।

সে হয় চৌধুরী—ঐ গ্রন্থ অধিকারী (পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তা) সপ্তগ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি, তিনিই হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম মুলুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

(হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধন দাসাদির ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত "শ্রীমদ্দাসগোস্বামী" অবলম্বনে লিখিত)।

১৭। **মোকতা**—মোক্তা। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তার অধিকার গেল**—মুসলমান চৌধুরীর আধিপত্য নষ্ট হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মরে সে দেখিয়া**—সপ্তগ্রাম-মুলুকে মুসলমান চৌধুরীর অধিকার নষ্ট হইল দেখিয়া চৌধুরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

১৮। **বার লক্ষ** ইত্যাদি—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন, কিন্তু রাজ সরকারে মাত্র বার লক্ষ টাকা খাজনা দিতেন, আর বার্ষিক আটলক্ষ টাকা তাঁহাদের লাভ থাকিত।

সেই তুড়ুক—তুরস্ক-দেশীয় সেই মুসলমান চৌধুরী। **কিছু না পাঞা**—মুলুকের আয় হইতে কিছু মাত্র না পাইয়া। **হৈল প্রতিপক্ষ**—নিজের স্বার্থ নষ্ট হওয়ায় হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন।

১৯। **রাজঘরে**—রাজার দরবারে। অন্ত্য-লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাস গৌড়েশ্বর নবাবের সরকারেই বারলক্ষ টাকা খাজনা দিতেন। "গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥ গৌড়ে রহে পাৎশাহা-আগে আরিন্দা গিরি করে। বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশার ঠাঞি

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা—।
বাপ-জ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা ॥ ২০
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে ॥ ২১
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভরে ॥ ৩।৩।১৭৮-৭৯ ॥" সুতরাং এস্থলে রাজঘর-শব্দে গৌড়েশ্বর নবাবের দরবারই বুঝিতে হইবে। নবাবের নিকট হইতেই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম মুলুক মোকতা করিয়া নিয়াছেন। **কৈফিতি দিয়া**—কৈফিয়ৎ দিয়া; মুসলমান-চৌধুরী নবাব-দরবারে জানাইলেন যে, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা আদায় করেন, কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দেন; এই রাজস্ব অতি অল্প; রাজস্ব আরও বেশী হওয়া উচিত। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের অনিষ্টসাধনের নিমিত্তই জাতক্রোধ মুসলমান-চৌধুরী এরূপ করিয়াছিলেন। **উজীর**—নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী। **হিরণ্যমজুমদার পলাইল**—মুসলমান-চৌধুরীর কুচক্রে যখন সপ্তগ্রামে উজীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভয়ে হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্ভবতঃ গোবর্দ্ধন দাসও পলাইয়াছিলেন; নচেৎ গোবর্দ্ধনদাসকে না বাঁধিয়া উজীর যুবক রঘুনাথকে বান্ধিয়া নিবেন কেন? পরবর্ত্তী পয়ারের "বাপ-জ্যেঠা আন" এইরূপ উক্তিও ইহার অনুকূল।

রঘুনাথেরে বান্ধিল—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে না পাইয়া উজীর রঘুনাথদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। রঘুনাথ-দাস গোবর্দ্ধন-দাসের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

২০। উজীর রঘুনাথকে নিয়া সম্ভবতঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তাঁহার পিতা ও জ্যেঠা কোথায় আছেন, বলিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে আনিয়া দিবার নিমিত্ত সেইস্থানে পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছ-চৌধুরী প্রত্যহই তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পিতা-জ্যেঠাকে ধরিবার উপায় বলিয়া না দিলে তাঁহাকে যে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এরূপ ধমকও তিনি দিতে লাগিলেন। কিন্তু এসব তিরস্কার এবং ধমক সত্ত্বেও রঘুনাথ অবিচলিত রহিলেন; তিনি বোধ হয় অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দই চিন্তা করিতেছিলেন।

পরবর্ত্তী ৩।৬।২৮-৩০ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, সপ্তগ্রামের পূর্ব্বতন অধিকারী ম্লেচ্ছ-চৌধুরীই রঘুনাথদাসকে ভর্ৎসনাদি করিতেন এবং উৎপীড়নের ভয় দেখাইতেন। উজীর রঘুনাথের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইবেন না, এই ভরসা এই ম্লেচ্ছ চৌধুরীর ছিল, যেহেতু, তিনি উজীরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্যই করিতেছিলেন।

২১। রঘুনাথ পিতা-জ্যেঠার কোনও সংবাদ দিতেছেন না দেখিয়া ম্লেচ্ছ চৌধুরী মনে করিলেন, তাঁহাকে কোনওরূপ শারীরিক যন্ত্রণা (প্রহারাদি) দিলে সমস্ত কথা প্রকাশ করিবেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি রঘুনাথকে উৎপীরন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের নিকটে আনিলেন; কিন্তু রঘুনাথের ভক্তি-সমুজ্জল ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইত, তিনি আর প্রহারাদির আদেশ দিতে পারিতেন না। **মন ফিরি যায়**—প্রহারাদি শারীরিক উৎপীড়নের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়।

২২। রঘুনাথের মুখ দেখিলে ম্লেচ্ছ চৌধুরীর দয়া জন্মে, তাতে তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত আদেশ দিতে পারেন না। প্রহারের আদেশ না দেওয়ার আর একটী কারণও ছিল। তিনি কায়স্থ-জাতির কূটবুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন; রঘুনাথ কায়স্থ; বিশেষতঃ, তাঁহার পিতা-জ্যেঠা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। রঘুনাথের দেহের উপর কোনওরূপ অত্যাচার করিলে তাঁহার পিতা-জ্যেঠা ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি একটা অনর্থের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভয়েও রঘুনাথকে প্রহারাদি করার আদেশ দিতে পারিতেন না; তাই কেবল মুখেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, প্রহারাদির আদেশ দিতেন না।

কায়স্থ-বুদ্ধি—কোন কোন গ্রন্থে "কায়স্থ-বুদ্ধি" পাঠ আছে। জাতিতে কায়স্থ বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের

তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি—অষ্টলক্ষ খায়।
আমিহো ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥ ৩১
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেই ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে ॥ ৩২
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছসহিত অম্বরস সব শান্ত হৈল ॥ ৩৩
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয়-বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৪
রাত্রে উঠি একলা চলিল পলাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৫
এইমত বার বার পালায়, ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে — ॥ ৩৬
পুত্র বাতুল হৈল, ইহায় রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া — ॥ ৩৭
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥ ৩৮
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে ?।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ॥ ৩৯
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ? ॥ ৪০
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দগোসাঞির পাশ চলিলা আরদিনে ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩১-৩২। "তোমার জ্যেঠা" হইতে "ভার দিল তারে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে চৌধুরী রঘুনাথকে বলিলেন— "আজ হইতে তুমি আমার পুত্র, কিন্তু তোমার জ্যেঠা নির্ব্বোধ, মাক্তাম্বত্বের মুলুক হইতে তিনি আটলক্ষ টাকা লাভ পায়েন, আমি তাঁহার ভাই বলিয়া ঐ আট লক্ষের অংশ আমিও পাইতে পারি, আমাকে তাহার কিছু অংশ দেওয়া উচিত, কিন্তু তিনি আমাকে কিছু না দিয়া নিজেই আটলক্ষ টাকা ভোগ করিতেছেন। যাহা হউক, তুমি বাড়ীতে যাও, তোমার জ্যেঠাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাল মনে করেন, করিবেন, সমস্ত ভার আমি তাঁহার উপরেই দিলাম।"

অষ্টলক্ষ— মাক্তা মুলুকের মুনাফা আটলক্ষ টাকা। **ভাগী**—ভাই বলিয়া অংশীদার। **দিবারে জুয়ায়**—দেওয়া উচিত।

৩৩। জ্যেঠা মিলাইল—জ্যেঠাকে চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। **ম্লেচ্ছসহিত**— চৌধুরীর সহিত। **অম্বরস**—আপোশ। কোনও কোনও গ্রন্থে "বশ কৈল" পাঠান্তর আছে।

৩৪। এইমত—নবাব-সরকারে গোলমাল চুকাইতে।

৩৭-৩৮। পুত্র—রঘুনাথ। **বাতুল**—পাগল। **নির্ব্বিণ্ণ**—দুঃখিত। **ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের মত অতুল ঐশ্বর্য্য। **স্ত্রী অপ্সরাসম**—অপ্সরার মত পরম সুন্দরী স্ত্রী। **এসব**—ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী।

৩৯। প্রারব্ধ—পূর্ব্বজন্মের ফলোন্মুখ কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে রঘুনাথের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, আমি তাহার জন্মদাতা পিতা মাত্র, কিন্তু আমি তাহার সুকৃতির ফল নষ্ট করিতে সমর্থ নহি।

৪০। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে, তাই তাঁহার সংসারাসক্তি নষ্ট হইয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরমাসুন্দরী যুবতী ভার্য্যাও তাই তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। **চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত পরম-উৎকণ্ঠায় যে উন্মত্তের মত হইয়াছে।

৪১। তবে—বার বার পলাইতে চেষ্টা করিয়াও ধরা পড়ার পরে। **বিচারিলা মনে**—রঘুনাথ বোধ হয় মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবেন না। যদি শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা হয়, তাহা হইলেই হয়তো তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে যাওয়ার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

পানিহাটীগ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন ॥ ৪২
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটিসূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৩
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ ৪৪
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথোদূরে।
সেবক কহে— রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥ ৪৫
শুনি প্রভু কহে—চোরা ! দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪২। **পানিহাটিগ্রামে**—চব্বিশপরগণা জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত। রঘুনাথ পানিহাটিতে শ্রীনিতাইচাঁদের দর্শন পাইলেন। প্রভুর সঙ্গে অনেক কীর্ত্তনীয়া ও অনেক ভক্ত ছিলেন। পানিহাটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। **প্রভুর**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর।

৪৩। **বৃক্ষমূলে**—প্রভু একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষমূলে একটী বেদীর উপরে বসিয়াছিলেন। এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। **পিণ্ডী**—বেদী। **কোটীসূর্য্যোদয় করে**—তখন প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কোটীসূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল।

৪৪। **তলে উপরে**—বৃক্ষতলস্থিত পিণ্ডার উপরে ও নীচে। **প্রভুর প্রভাব**—কোটীসূর্য্যোজ্জ্বল প্রভুর অঙ্গপ্রভা এবং বহু ভক্ত প্রভুর আনুগত্য করিতেছে এ সমস্ত প্রভাব।

৪৫। **সেবক কহে**—সেবক প্রভুকে বলিল।

৪৬। **চোরা**—চোর। ইহা রঘুনাথের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের অত্যন্ত স্নেহের উক্তি। শ্রীশ্রীগৌরের চরণ লাভের জন্য যাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, তাঁহার প্রতি শ্রীনিতাইয়ের স্নেহ খুবই স্বাভাবিক। গৌরকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীনিতাইচাঁদই বলিয়াছেন—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি" এবং "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণরে।" কিন্তু নিতাইচাঁদের এই স্নেহময় উক্তির পশ্চাতে একটা গূঢ় রহস্যও আছে। যাহার ধন তাহাকে না জানাইয়া যদি কেহ সেই ধন লইয়া যায় বা লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে চোর বলে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিতাইচাঁদেরই সম্পত্তি, শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীশ্রীগৌরের চরণ দেন, তিনিই পাইতে পারেন, অন্যে পাইতে পারে না। রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদকে না জানাইয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন—দুইবার শান্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার পরেও স্বগৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া নীলাচলে গৌরচরণ সান্নিধ্যে উপস্থিতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীনিতাইকে না জানাইয়া তাঁহার সম্পত্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা; ইহাই রঘুনাথের পক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা। চুরির চেষ্টাতেও লোক চোর বলিয়া খ্যাত হয়; গৃহস্থের ঘরে সিঁদ কাটার পরে এবং ঘরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই যাহাকে পলাইয়া যাইতে হয়, কিম্বা গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িতে হয়, তাহাকেও চোর বলা হয়। রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা করিয়াছেন, এক্ষণে নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন; তাই পরমদয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাকে "চোরা" বলিয়াছেন। গৌরচরণপ্রাপ্তির পরম উৎকণ্ঠা-বশতঃই রঘুনাথের এইরূপ ব্যবহার, তাই তাঁহার প্রতি নিতাইচাঁদের পরমস্নেহের উদ্রেক; তাই তিনি স্নেহভরে তাঁহাকে "চোরা" বলিলেন। **করিমু দণ্ডন**—দণ্ড (শাস্তি) দিব। চোর ধরা পড়িয়াছে, কাজেই তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দণ্ডও অদ্ভুত। মস্তকে চরণ ধারণ (৩।৬।৪৭) এবং সগণে দধিচিড়া ভক্ষণ (৩।৬।৫০)। বঙ্গিয়া নিতাইয়ের অদ্ভুত রঙ্গ।

গৌরচরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথের উৎকণ্ঠা দেখিয়া গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীনিতাইচাঁদের এতই আনন্দ হইয়াছে যে, তিনি যেন আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রঘুনাথের প্রতি কৃপার বন্যা যেন শ্রীনিতাইচাঁদের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কৃপাবন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়াই যেন শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথকে বলপূর্ব্বক

প্রভু বোলায, তেঁহো নিকট না কবে গমন।
আকর্ষিযা তার মাথে প্রভু ধবিল চবণ ॥ ৪৭
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দযাময।
বঘুনাথে কহে কিছু হইযা সদয—॥ ৪৮
নিকটে না আইস মোব, ভাগ দবে দূবে।
আজি লাগি পাইযাছোঁ, দণ্ডিমু তোমাবে ॥ ৪৯
দধিচিড়া ভক্ষণ কবাহ মোব গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল বঘুনাথ মনে ॥ ৫০
সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোকসব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫১
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আব চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিগে ধবিলা ॥ ৫২
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্যগণন ॥ ৫৩
আব আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত দুই চাবি হোলনা তাহাঁ আনাইল ॥ ৫৪
বড বড মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায তাতে ॥ ৫৫
একঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইযা।
অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিযা ॥ ৫৬
আব অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধে ত সানিল।
চাপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৭
ধুতি পবি প্রভু যদি পিঁড়িতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁব আগেতে ধবিলা ॥ ৫৮
চৌতবা উপবে যত প্রভুব নিজ গণ।
বড বড লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ধবিযা আনিয় তাঁহাব মস্তকে শিব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত স্বায় অভয চবণদ্বয় স্থাপন কবিলেন এবং গৌবসর্ব্বস্ব বঘুনাথের দধি চিড় আদি দ্রব্য ভক্ষণ কবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। বঘুনাথেব এই দ্রব্য শ্রীনিতাইচাঁদ নিজেই ভোজন কবেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও ভোজন কবাইযাছিলেন (৩।৬।৭৮, ৮৩) ভাগ্যবান্ শ্রীবঘুনাথকেও নিজহস্তে মহাপ্রভুব প্রসাদ দিযা কৃতার্থ কবিলেন (৩।৬।৯৩)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুব প্রকটলীলায তাঁহাব লীলাশক্তি জীবশিক্ষাব নিমিত্ত শ্রীল বঘুনাথদাসের মধ্যে সাধক জীবের ভাব প্রকটিত কবিয়া থাকিলেও শ্রীল বঘুনাথ জীবতত্ত্ব নহেন, তিনি নিত্যসিদ্ধপার্ষদ। গৌবগণোদ্দেশদীপিকাব মতে ব্রজলীলায তিনি ছিলেন—বসমঞ্জবী, কেহ কেহ তাঁহাকে বতিমঞ্জবীও বলেন, আবাব নামভেদে কেহ কেহ ভানুমতীও বলেন। "দাসশ্রীবঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা বসমঞ্জবী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং বতিমঞ্জবীম। ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥ গৌবগণোদ্দেশ। ১৮৬॥"

৪৭। **আকর্ষিয়া**—প্রভু বঘুনাথকে টানিয়া আনিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাব মাথায় নিজেব চবণ ধাবণ কবিলেন।

৪৯। **ভাগ দূরে দূরে**—দূবে দূবে থাক।

৫০। **দধি চিড়া** ইত্যাদি—আমাকে এবং আমাব সঙ্গে যত জন আছে, সকলকে তুমি দধি চিড়া খাওয়াও, ইহাই তোমাব দণ্ড। **মোব গণে**—আমাব সঙ্গীয় লোকসকলকে।

৫৪। **মাগাইল**—অনুসন্ধান কবিয়া আনাইল (মূল্য দিয়া)।

হোলনা—মাটির মালসা (দধি চিড়া খাওয়াব নিমিত্ত)। "শতদুইচাবি" স্থলে "সহস্র সহস্র" পাঠান্তব দৃষ্ট হয়।

৫৫। **মৃৎকুণ্ডিকা**—মাটিব গামলা।

৫৬। **সানিল**—মিশ্রিত করিল।

৫৭। **ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ**—যে দুগ্ধ বেশী জাল দিযা ঘন করা হইয়াছে। **সানিল**—মিশাইল, ভিজাইল।

৫৮। **পিঁড়িতে**—পিণ্ডাতে, বেদীতে। **সাতকুণ্ডী**—সাতটী (চিড়াপূর্ণ) মাটিব বড গামলা।

৫৯। **চৌতারা**—বাঁধান পিণ্ডাব প্রশস্ত স্থান (চত্বব)। **বড় বড় লোক**—বিশিষ্ট লোকসকল। **মণ্ডলী-বন্ধন**—গোলাকার হইয়া।

রামদাস ঠাকুর সুন্দরানন্দদাস গঙ্গাধর ।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥ ৬০
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস ।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস ॥ ৬১
উদ্ধারণদত্ত আদি যত নিজগণ ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ? ॥ ৬২
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
মান্য করি প্রভু সভায় উপরে বসাইলা ॥ ৬৩
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সভার আগে দিল ।
একে দুগ্ধচিড়া আরে দধিচিড়া কৈল ॥ ৬৪
আর যত লোক সব চৌতরা তলানে ।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে ॥ ৬৫
একেক জনেরে দুই-দুই হোলনা দিল ।
দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৬
কোন কোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইয়া ।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা ॥ ৬৭
তীরে স্থান না পাইয়া আর কথোজন ।
জলে নামি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ ॥ ৬৮
কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে ।
বিশজনা তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ৬৯
হেনকালে আইলা তাহাঁ রাঘবপণ্ডিত ।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥ ৭০
নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল ।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥ ৭১
প্রভুরে কহে—"তোমা-লাগি বহুভোগ লাগাইলা ।
ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥" ৭২
প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন ।
রাত্র্যে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভোজন ॥ ৭৩
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে ।
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥ ৭৪
রাঘবেরে বসাই দুই কুণ্ডী দেয়াইল ।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬০। 'রামদাস আদি' হইতে "কে করে গণন" পর্য্যন্ত ৬০-৬২ এই তিন পয়ারে প্রভুর নিজ পার্ষদদের কয়েক জনের নাম বলিলেন, তাঁহারা সকলেই পিণ্ডার চত্বরের উপরে বসিয়াছিলেন।

৬২। **নিজগণ**—প্রভুর পার্ষদ, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

৬৪। **দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা**—প্রত্যেককে দুইটী করিয়া মাটির মালসা দিলেন। একটিতে দুগ্ধ-চিড়া অপরটীতে দধিচিড়া। এস্থানে মৃৎকুণ্ডিকা অর্থ মালসা।

৬৭। **গঙ্গাতীরে যাঞা**—গঙ্গাগর্ভে জলের নিকটে যাইয়া।

৬৯। **তিনঠাঁই**—উপরে, তলে ও গঙ্গাজলে এই তিন জায়গায়। **নিসকড়ি**—ফলমূলাদি। **আনিল**—রাঘব পণ্ডিত বাড়ীতে থাকিতেই চিড়ামহোৎসবের কথা শুনিয়াছিলেন, তাই তিনি বাড়ী হইতে আসিবার সময় ফলমূলমিষ্টাদি অনেক নিসকড়ি প্রসাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। **প্রসাদ**—রাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীরাধারমণের প্রসাদ। **বাঁটি দিল**—ভাগ করিয়া দিলেন।

৭২। ঐ দিন মধ্যাহ্নে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে প্রভুর ভোজনের কথা ছিল, তাই রাঘব এ-সব কথা বলিলেন।

৭৪। **গোপজাতি আমি** ইত্যাদি—ব্রজলীলার (বলরামের) ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এ-সব কথা বলিলেন। ব্রজলীলায় সমস্ত রাখালগণকে লইয়া কৃষ্ণ বলরাম একদিন যমুনা-পুলিনে পুলিন-ভোজন করিয়াছিলেন। পানিহাটির চিড়ামহোৎসবে প্রভুর সেই পুলিন-ভোজনের কথা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে গোপভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত সকলকেও গোপ বলিয়া প্রভু মনে করিতে লাগিলেন, সম্ভবতঃ, গঙ্গাকেও যমুনা বলিয়া প্রভুর ধারণা হইয়াছিল।

পুলিন-ভোজন-রঙ্গে—পুলিন ভোজনের কৌতুকে। নদীর তীরবর্ত্তী স্থানকে পুলিন বলে।

৭৫। **দ্বিবিধ**—দুই রকমের, দধিচিড়া ও দুগ্ধ-চিড়া।

সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৬
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ ৭৭
সকল কুণ্ডী-হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥ ৭৮
হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৭৯
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৮০
কি করিয়া বেড়ায়, ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮১
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা ॥ ৮২
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুইভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৩
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৪
আজ্ঞা দিল—'হরি' বলি করহ ভোজন।
'হরি'-'হরি'-ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥ ৮৫
'হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন সভার হইল স্মরণ ॥ ৮৬
নিত্যানন্দ প্রভু মহা-কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥ ৮৭
নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন ॥ ৮৮
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন' জ্ঞান কৈলা ॥ ৮৯
'মহোৎসব' শুনি পসারি গ্রাম-গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৬। **ধ্যানে তবে** ইত্যাদি—সমস্তের পরিবেশন শেষ হইয়া গেলে শ্রীনিতাই চাঁদ মহাপ্রভুর ধ্যান করিলেন, আর অমনি মহাপ্রভু সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। অবশ্য সকলে মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই।

৮১। **কি করিয়া বেড়ায়** ইত্যাদি—সকলে দেখিতেছে, শ্রীনিতাইচাঁদ সকল মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যে মহাপ্রভু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, প্রত্যেক মালসা হইতে এক এক গ্রাস চিড়া লইয়া তাঁহারা যে পরস্পরের মুখে দিতেছেন, এ-সব সকলে দেখিতে পায় নাই, কোনও কোনও ভাগ্যবান্ মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৮২। **আরোয়া চিড়া**—যে চিড়া হইতে ইতঃপূর্ব্বে এক এক গ্রাস প্রভুদ্বয় পরস্পরের মুখে দেন নাই, সেই চিড়া।

৮৪। এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর আছে:—"মহাপ্রভুর মনে বড় উল্লাস হইলা। দেখি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥"

৮৬। **পুলিন-ভোজন** ইত্যাদি—সকলের মনেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজনের কথা উদিত হইল।

৮৭। **মহাকৃপালু**—অত্যন্ত দয়ালু, রঘুনাথের সামগ্রী অঙ্গীকার করায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই উৎসবে আনয়ন করায় শ্রীনিতাইচাঁদের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। **উদার**—মহা উদার, অত্যন্ত দাতা। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া রঘুনাথকে শ্রীচৈতন্য-চরণ-দান করিলেন, ইহাতেই তাঁহার উদারতা প্রকাশ পাইতেছে।

৮৯। শ্রীরামদাসাদি ভক্তগণ এই চিড়া-মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণসখা-গোপগণের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, নিজেদিগকে গোপ এবং গঙ্গাতীরকে যমুনা-পুলিন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল।

যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯১
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯২
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥ ৯৩
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৪
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিঞা প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ ৯৫
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৬
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিলা।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিলা ॥ ৯৭
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥ ৯৮
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়াদধি-মহোৎসব' খ্যাতি হৈল যার ॥ ৯৯
প্রভু বিশ্রাম কৈল, যদি দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০০
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দরায়।
শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ ১০১
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন ॥ ১০২
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥ ১০৩
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে ?।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৪
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥ ১০৫
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৬
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাঢ়িলা ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯১। **মূল্যে লয়**—মূল্য দিয়া ক্রয় করে। **মূল্যে লঞা**—মূল্য দিয়া কিনিয়া। **তাহারে**— দোকানদারকে (পসারিকে)।

৯৩। **চারিকুণ্ডী অবশেষ**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ চারিকুণ্ডী। কুণ্ডী অর্থ এখানে মাটীর বড় গামলা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯৬। **তাম্বূল**—পান।

৯৮। **প্রভুর শেষ**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ। **আপনার গণ** ইত্যাদি—রঘুনাথ নিজ সঙ্গীয় লোকের সহিত প্রভুর ভুক্তাবশেষ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন।

১০২। কীর্ত্তনের সময় মহাপ্রভুও রাঘবের গৃহে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের নৃত্য দেখিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদব্যতীত অপর কেহই মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই।

১০৩। শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্যের মাধুর্য্যের সহিত উপমা দেওয়ার বস্তু ত্রিজগতে নাই, তাঁহার নৃত্যের উপমা তাঁহারই নৃত্য, অন্য উপমা নাই।

উপমা—তুলনা।

১০৫। **পণ্ডিত**—রাঘব পণ্ডিত। **নিবেদন কৈল**—ভোজন গৃহে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিতাইচাঁদকে নিবেদন করিলেন।

১০৭। ভোজন সময়েও আবির্ভাবে মহাপ্রভু আসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদের ডাইনদিকের আসনে বসিলেন, রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার দর্শন পাইলেন।

দুই ভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥ ১০৮
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৯
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ—অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার॥ ১১০
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু-লাগি ভোগ পৃথক্ বাটায়॥ ১১১
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥ ১১২
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥ ১১৩
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৮। **দুইভাই-আগে**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে।

১১০। **রাঘবের ঠাকুরের**—রাঘব-পণ্ডিতের সেবিত ঠাকুরের (শ্রীরাধারমণের)। **অমৃতের সার**—অত্যন্ত সুস্বাদু। শ্রীরাধারাণী আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে শ্রীরাধারমণের নিমিত্ত পাক করেন বলিয়া প্রসাদ অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পরবর্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আইসে বার বার**—মহাপ্রভু আবির্ভাবে আসিয়া প্রত্যহই রাঘব পণ্ডিতের গৃহে ভোজন করেন। শচীমাতার রন্ধনে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের অঙ্গনে এবং রাঘবের ভবনে এই চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব।

১১১। **পাক করি** ইত্যাদি পয়ারে রাঘব পণ্ডিতের প্রতিদিনের নিয়মিত আচরণের কথা বলিতেছেন।

১১২। প্রত্যহই মহাপ্রভু রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে আসিয়া ভোজন করেন, কিন্তু রাঘব প্রতিদিন প্রভুর দর্শন পায়েন না। কোনও কোনও দিন পায়েন।

১১৩। **দুই ভাইকে** ইত্যাদি পয়ারে আবার (চিড়ামহোৎসবের) রাত্রির কথা বলিতেছেন। পূর্ববর্তী তিন পয়ারে তাহার প্রত্যহিকের সাধারণ রীতির কথা বলিয়াছেন।

১১৪। **রাঘবের ঘরে** ইত্যাদি—রাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণের ভোগের পাক শ্রীশ্রীরাধারাণীর অধ্যক্ষতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দুর্বাসা ঋষি শ্রীশ্রীরাধারাণীকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা পাক করিবেন, তাহা অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু হইবে এবং যিনি তাহা আহার করিবেন, তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইবেন। এজন্য ব্রজলীলায় পুত্রবৎসলা যশোদামাতা প্রত্যহই শ্রীশ্রীরাধারাণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আহার্য্য প্রস্তুত করাইতেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী-শিরোমণি রাধারাণীর পাচিত অন্নাদি ভোজন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। তাই রসিক ভক্তমণ্ডলীও তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাচিত অন্নাদি নিবেদন করিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক ভক্তের গৃহে সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত হইয়া শ্রীরাধারাণী যে রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। যাঁহারা ভোগ রন্ধন করেন, তাঁহারা রন্ধন-সময়ে শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের ভোগের পাকে কৃপা করিয়া অধ্যক্ষতা করেন, আর তাঁহাদিগকে যেন ঐ রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নিয়োজিত করেন। রন্ধনের সময় তাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধারাণীই রন্ধন করিতেছেন, আর তাঁহারই ইঙ্গিতে তাঁহারা রন্ধনের আনুকূল্য করিতেছেন মাত্র। রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে যাঁহারা ভোগ রন্ধন করিতেন, তাঁহারাও ঐরূপই করিতেন, এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার ফলে, শ্রীশ্রীরাধারাণীও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে রন্ধনের শক্তি দিতেন, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই তাঁহারা ভোগ রন্ধন করিতেন।

যাঁহারা রাগানুগীয়-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক, রন্ধন তাঁহাদের ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে। রন্ধনের প্রারম্ভেই তাঁহারা প্রার্থনা করেন "রাধারাণী, তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রান্না

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হইতে তাঁর পাক অধিক মধুরে ॥ ১১৫
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা আনন্দ অপার ॥ ১১৬
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে পাছে ইঁহ করিবে ভোজন ॥ ১১৭
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥ ১১৮
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন ॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া থাক, তোমার পাচিত দ্রব্যাদিতেই তোমার প্রাণবল্লভ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। আমরা নিতান্ত অধম, আমাদের এমন কোনও যোগ্যতা নাই, যাহাতে আমরা তোমার প্রাণবল্লভের ভোগের নিমিত্ত রন্ধন করিতে পারি। প্রাণেশ্বরি, কৃপা করিয়া তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রন্ধন কর, আর কৃপা করিয়া, আমাদিগকে তোমার অনুগতা দাসী মনে করিয়া রন্ধনের সহায়তায় নিযুক্ত কর।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন, স্বয়ং রাধারাণী আসিয়াই রন্ধনগৃহে বসিয়াছেন, আর তাঁহাদিগকে রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নানাবিধ আদেশ করিতেছেন। তাঁহার কৃপাদেশ পাইয়াই যেন তাঁহারা সব কাজ করিতেছেন,—চুলায় আগুন ধরাইতেছেন, তরকারী প্রস্তত করিতেছেন, চুলায় হাঁড়ি বসাইতেছেন, তাহাতে চাউল, তরকারী-আদি দিতেছেন, জল আনিতেছেন, ইত্যাদি। যখন যে-কাজ করার প্রয়োজন হয়, মনে মনে শ্রীরাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আদেশ লইয়াই যেন সে-কাজ করিতেছেন। নিজের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে এ-সব কাজ করিতেছেন মনে করিতে পারিলে ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হয়।

কেবল রন্ধন কেন, স্ত্রীলোকের প্রায় সমুদয় গৃহকর্ম্মই এইরূপে শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসী অভিমানে, তাঁহারই ইঙ্গিতে করা হইতেছে বলিয়া স্ত্রীলোকভক্ত মনে করিতে পারেন। পুরুষ ভক্তের কোনও কোনও বিষয়-কর্ম্মও সম্ভবতঃ এইরূপ অভিমানে করা যাইতে পারে। ইহা করিতে পারিলে গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেও ভজন চলিতে পারে।

১১৫। দুর্ব্বাসার ঠাঞি—দুর্ব্বাসা ঋষির নিকট। **তেঁহো**—শ্রীরাধাঠাকুরাণী। **বরে**—বর। "রাঘবের ঠাকুরের" হইতে "তাঁর পাক অধিক মধুর" পর্য্যন্ত ১১০-১৫ পয়ারে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীর প্রসাদের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধারাণীকে বর দেওয়ার যোগ্যতা বা অধিকার দুর্ব্বাসা ঋষির নাই, থাকিতেও পারে না। ইহা লীলা-শক্তিরই এক চাতুর্য্য ভঙ্গী—বরের অভিনয়মাত্র। এই বরের ছলেই শ্রীশ্রীযশোদামাতা প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য রান্না করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরাধারাণীকে প্রত্যহ যাবট হইতে নন্দালয়ে নেওয়াইতে পারিয়াছিলেন। এই বর না থাকিলে প্রত্যহ পরবধূকে আনাইয়া রান্না করান সম্ভব হইত না (প্রকট ব্রজলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজবাসীরা শ্রীরাধারাণীকে পরবধূ বলিয়াই মনে করিতেন)। ইহাতেই শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রাণবল্লভের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করার এবং তদুপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্ণে নন্দালয়ে প্রাণবল্লভের সংক্ষিপ্ত দর্শনাদিরও সুযোগ ঘটিয়াছে। এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যই লীলাশক্তি দুর্ব্বাসার যোগে বরদানের অভিনয় করাইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ব্বোক্ত "অমৃত নিন্দয়ে" ইত্যাদি ১০৯ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয় করিতে হইবে। রাঘব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে নানাবিধ সুগন্ধি, সুন্দর ও সুস্বাদ প্রসাদ আনিয়া রাখিলেন, তাঁহারা উভয়ে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

দুই ভাই—দুই প্রভু।

১১৭। ভোজন করিবার নিমিত্ত রঘুনাথদাসকেও সকল বৈষ্ণব অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পরম কৃপালু রাঘব-পণ্ডিত বলিলেন—"না, রঘুনাথ এখন বসিবে না, পরে প্রসাদ পাইবে।" প্রভুদ্বয়ের ভোজনের পরে তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিয়া তারপর রঘুনাথ প্রসাদ পাইবেন, ইহাই পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

ইঁহ—রঘুনাথ।

বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন ।
ভক্তগণে বিড়া দিল মাল্য-চন্দন ॥ ১২০
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে ।
দুই-ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র দিল তারে ॥ ১২১
কহিল—চৈতন্যগোসাঞি করিয়াছেন ভোজন ।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১২২
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান ।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৩
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস ।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৪
প্রাতে নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া ।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজ-গণ লঞা ॥ ১২৫
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন ।
রাঘবপণ্ডিতদ্বারে কৈল নিবেদন ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২০-২১। বিড়া—পান। **দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট**—দুই প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

১২২। তার শেষ ইত্যাদি—রাঘব-পণ্ডিত রঘুনাথকে বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যগোসাঞি এখানে ভোজন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতেই তোমার সমস্ত সংসার বন্ধন ঘুচিয়া গেল।"

১২৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন নীলাচলে ছিলেন, কিন্তু কিরূপ তিনি রাঘবের গৃহে ভোজন করিলেন? এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন "ভক্ত-চিত্তে" ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অণুত্ব ও বিভুত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। তাঁহার দেহখানি—যাহাকে মানুষের দেহের মত পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তাহাই—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। যেই সময়ে এবং যেই দেহে তিনি নীলাচলে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, ঠিক সেই সময়ে এবং ঠিক সেই দেহেই তিনি সর্ব্বব্যাপক। বাস্তবিক বিভুবস্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, তবে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া যখন যাহাকে দর্শন দেন, তখনই সে তাঁহাকে দেখিতে পাবে। প্রকটলীলা-সময়ে তিনি কৃপা করিয়া সকলকে দর্শন দেন এবং তাঁহার লীলা নরলীলা বলিয়া তাঁহার আচরণের সঙ্গে মানুষের আচরণের কতকটা সাদৃশ্য থাকে। তাই তিনি মানুষের মত হাটিয়া নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গেলেন, নীলাচলে অবস্থান করিলেন। সাধারণ লোক মনে করিল, তিনি নীলাচলেই আছেন, অন্যত্র নাই। কিন্তু তাহা নহে, তখনও তিনি সর্ব্বত্র আছেন, সুতরাং রাঘবের গৃহেও আছেন, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্ত। কেহ কেহ কখনও কখনও তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে দেখিতে পায়। রাঘবের গৃহে ভোজন সময়ে রাঘবও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন।

ভক্তচিত্তে ইত্যাদি—তিনি বিভুবস্তু বলিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও ভক্তচিত্তে ও ভক্ত-গৃহে তাঁহার অবস্থানের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার হেতু বোধ হয় এই যে, ভক্তির প্রভাবে, ভক্তের চিত্তে এবং ভক্তের গৃহেই তাঁহার কৃপা বিশেষরূপে ভক্তকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" ১।১।২৫-শ্লোকের টীকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বতন্ত্র ভগবান্—স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের দ্বারাই নিজে নিয়ন্ত্রিত হয়েন। তিনি কেন যে "কভু গুপ্ত" এবং "কভু ব্যক্ত" হয়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন, তিনি "স্বতন্ত্র ভগবান্"—তাঁহার ইচ্ছাই ইহার একমাত্র হেতু।

১২৪। সর্ব্বত্র ব্যাপক—তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। **সদা সর্ব্বত্র বাস**—সকল সময়েই তিনি সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন, যেহেতু তিনি বিভুবস্তু। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৫। প্রাতে—রাঘবের বাড়ীর উৎসবের (অথবা চিড়া-মহোৎসবের) পরের দিন প্রাতঃকালে। **সেই বৃক্ষমূলে**—যে-বৃক্ষমূলে পূর্ব্বদিন চিড়া-মহোৎসব হইয়াছিল।

১২৬। রঘুনাথ এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—শ্রীনিতাইয়ের কৃপা হয় নাই বলিয়াই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাই এক্ষণে শ্রীনিতাইয়ের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ

অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে—পাঙ্ চৈতন্যচরণ ॥ ১২৭
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৮
যতবার পালাঙ্ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা-মাতা দুইজনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১২৯
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহো পায় ॥ ১৩০
অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি ! হইয়া সদয় ॥ ১৩১
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ্' কর আশীর্বাদ ॥ ১৩২
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে—।
ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ॥ ১৩৩
চৈতন্যকৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সভে আশীষ দেহ—পায় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৪
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেইজন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥ ১৩৫

তথাহি (ভা ৫।১৪।৪৩)—
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ২

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা—॥ ১৩৬
তুমি যে করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥ ১৩৭
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ
নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, নিতাইচাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করার যোগ্যতাও তাঁহার নাই, তাই তিনি শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের নিকটে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারই কথা শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে নিবেদন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। অভিপ্রায় এই—শ্রীল রাঘবপণ্ডিতের প্রতি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের অসাধারণ কৃপা, তিনি যদি আমার মত অযোগ্য পামরের জন্য শ্রীনিতাইয়ের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইতে পারে।

পরবর্ত্তী ১২৭-৩২ পয়ারে রঘুনাথের কথাই শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৩। "ইঁহার বিষয়-সুখ" হইতে "তারে নাহি ভায়।" পর্য্যন্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি।

ইঁহার—রঘুনাথের।

১৩৪। **নাহি ভায়**—ভাল লাগে না। **আশীষ**—আশীর্বাদ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ নিজেও রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিলেন এবং উপস্থিত বৈষ্ণবগণকেও বলিলেন, যেন তাঁহারাও রঘুনাথকে কৃপা করেন—যাহাতে রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ পাইতে পারেন। বৈষ্ণবগণের নিকটে রঘুনাথের জন্য আশীর্বাদ চাওয়াতেই তাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা সূচিত হইতেছে।

১৩৫। **ব্রহ্মলোক**—ব্রহ্মাণ্ডস্থ সত্যলোক। **ব্রহ্মলোক আদি-সুখ**—ব্রহ্মলোকাদিতে উপভোগ্য সুখ। **তারে নাহি ভায়**—তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে না। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ-সুখের কথা তো অতি তুচ্ছ।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৩।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, ধন-সম্পদ্-স্ত্রী-পুত্রাদি যে তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক, এইরূপে ইহা ১৩৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৩৭। রঘুনাথের প্রতি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাহাই তাঁহাকে জানাইতেছেন।

১৩৮। **দুগ্ধ-চিপীট**—দুগ্ধ চিড়া। **নৃত্য দেখি**—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে নৃত্যকীর্ত্তনাদি দেখিয়া। **প্রসাদ-ভোজন**—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে প্রসাদ-ভক্ষণ।

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ ১৩৯
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে ॥ ১৪০
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪১
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ১৪২
প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥ ১৪৩
যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা-সাত।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাথ ॥ ১৪৪
তারে নিষেধিল—প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবা ॥ ১৪৫
তবে রাঘবপণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৬
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে—॥ ১৪৭
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ ॥ ১৪৮
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ হয়।
মুদ্রা দেহ বিচারি যার যত যোগ্য হয় ॥ ১৪৯
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫০
একশত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫১
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপায় আপনাকে 'কৃতার্থ' মানিলা ॥ ১৫২
সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাঞা করেন শয়ন ॥ ১৫৩
তাহাঁ জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৪
হেনকালে গৌড়ের সব গৌরভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯। **উদ্ধারিতে**—সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করিতে। **বিঘ্নাদি-বন্ধনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাওয়ার প্রতিকূলে যতরকম বাধাবিঘ্ন আছে, তৎসমস্ত (প্রভুর কৃপায় দূরীভূত হইল, এখন তুমি স্বচ্ছন্দে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবে)।

১৪০। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপ দামোদরের তত্ত্বাবধানে। মহাপ্রভু রঘুনাথদাসের নিমিত্ত কি বন্দোবস্ত করিবেন, শ্রীনিতাইচাঁদ এখনই তাহা জানাইয়া দিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু কি করিবেন, তাহা শ্রীনিতাই পূর্ব্ব হইতে কিরূপে জানিলেন? ইহা জানা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে অসম্ভব নহে, কারণ নিতাই চৈতন্যে কোনও ভেদ নাই, তাঁহারা একই, দুইভাগে প্রকট হইয়াছেন মাত্র।

১৪৪। রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া রঘুনাথদাস, শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবার নিমিত্ত, প্রভুর ভাণ্ডারীর নিকটে অতি গোপনে একশত টাকা এবং সাত তোলা সোনা দিলেন।

নিভৃতে—গোপনে, প্রভু যেন এখন জানিতে না পারেন, এই ভাবে, প্রভু জানিতে পারিলে হয়তো গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন।

১৪৬। **ঠাকুরদর্শন**—রাঘবের সেবিত শ্রীরাধারমণের দর্শন।

১৪৮। **ভৃত্যাশ্রিত জন**—ভৃত্য এবং আশ্রিত লোক। "মহান্ত আর ভৃত্যগণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৫০। **চিঠি লেখাইল**—ফর্দ্দ করিলেন।

১৫৩। **অভ্যন্তর**—বাড়ীর ভিতরে, অন্দর-মহলে। **দুর্গামণ্ডপ**—দুর্গাপূজার মন্দির।

তাঁ-সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহিঁ ধরা পড়ে ॥ ১৫৬
এইমত চিন্তিতেই দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করি আছেন শয়নে ॥ ১৫৭
দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৫৮
বাসুদেবদত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত ॥ ১৫৯
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন ॥ ১৬০
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬১
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে—॥ ১৬২
রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৩
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৪
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে-শুনিতে দোঁহে চলে সেইপথে ॥ ১৬৫
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমাস্থানে ॥ ১৬৬
তুমি সুখে ঘর যাহ, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়—॥ ১৬৭
'সেবক রক্ষক আর কেহো নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে' ॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৬। **প্রসিদ্ধ প্রকট** ইত্যাদি—গৌড়ের ভক্তগণ যে নীলাচলে যাইতেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে—সকলেই জানে, তাঁহারা কোন্ পথে যাইতেছেন তাহাও সকলে জানে, সুতরাং রঘুনাথ যদি তাঁহাদের সঙ্গে যায়েন, তবে সহজেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

১৫৮। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে যদুনন্দন আচার্য্য, রঘুনাথ যে দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দুর্গামণ্ডপের নিকটে আসিলেন।

১৫৯। যদুনন্দন আচার্য্যের পরিচয় দিতেছেন। যদুনন্দন আচার্য্য বাসুদেবদত্তের কৃপাপাত্র এবং রঘুনাথদাসের দীক্ষাগুরু এবং পুরোহিতও বটেন।

১৬০। যদুনন্দন-আচার্য্য শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ (অনুগত) ভক্ত।

আচার্য্য আজ্ঞাতে—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আদেশে যদুনন্দন-আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই স্বীয় প্রাণসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। যদুনন্দন অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক পরিত্যক্ত নহেন, ইহা বলাই এই পয়ারার্দ্ধের উদ্দেশ্য।

১৬১। **অঙ্গনে**—দুর্গামণ্ডপের অঙ্গনে। **তেঁহো**—যদুনন্দন-আচার্য্য।

১৬২। **তাঁর এক শিষ্য**—যদুনন্দনের এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য।

১৬৪। **রক্ষক সব** ইত্যাদি—শেষ রাত্রিতে রঘুনাথের রক্ষকেরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রঘুনাথ যে যদুনন্দনের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছেন, ইহা কেহ টের পাইল না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেও কেহ যাইতে পারিল না।

১৬৫। **পূর্ব্ব দিশাতে**—রঘুনাথের গৃহ হইতে পূর্ব্বদিকে।

১৬৭। **মোরে আজ্ঞা হয়**—রঘুনাথ তাঁহার গুরুদেবকে বলিলেন—"আপনি গৃহে যাউন; আমিই আপনার পূজারী শিষ্যকে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিব। আমাকে আদেশ করুন।" যদুনন্দন মনে করিলেন, পূজারী শিষ্যকে সাধিবার নিমিত্ত রঘুনাথ একাকী যাওয়ার আদেশই প্রার্থনা করিতেছেন, তাই তিনিও আদেশ দিলেন এবং নিজে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু রঘুনাথ অন্য উদ্দেশ্যে গুরুদেবের আদেশ ভিক্ষা করিলেন—তিনি মনে মনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করার আদেশই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের কৃপা ভঙ্গীতে যদুনন্দন রঘুনাথের মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই, তিনি আদেশ দিলেন। এই ছলে গুরুর আদেশ লইয়া রঘুনাথ নীলাচলে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া রঘুনাথ যখন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন,—"এখন তুমি গৃহে যাও, অনাসক্ত হইয়া বিষয় কর্ম্ম কর। আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, "তবে তুমি মোর পাশ আসিহ কোন ছলে। সে কালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে॥ ২।১৬।২৩৮-৩৯॥" এক্ষণে "কৃষ্ণ সেই ছল" স্ফুরাইলেন। রঘুনাথকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে, যদুনন্দন আচার্য্যের পূজারীর চিত্তে সেবা ছাড়িয়া পলায়নের ইচ্ছা কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন, শেষ রাত্রিতে রক্ষকগণকে কৃষ্ণই নিদ্রিত করাইয়াছেন, রঘুনাথের প্রার্থনায় পূজারীর অনুসন্ধানে রঘুনাথকে একাকী পাঠাইয়া নিজে গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও যদুনন্দনের চিত্তে কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন, রঘুনাথের যে পলায়নের সম্ভাবনা আছে, যদুনন্দনের মনে এসন্দেহও কৃষ্ণই উদিত হইতে দেন নাই। সর্ব্বশেষে ছলপূর্ব্বক গুরুদেবের চরণে নীলাচল যাত্রার আদেশ প্রার্থনার ইচ্ছাও রঘুনাথের চিত্তে কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন এবং শেষ রাত্রিতে রঘুনাথকে একাকী ছাড়িয়া দিলে তাঁহার যে পলায়নের সুযোগ এবং সম্ভাবনা হইবে, যদুনন্দনের মনে এইরূপ সন্দেহও কৃষ্ণই উদিত হইতে দেন নাই। রঘুনাথের পলায়নের অনুকূল সমস্ত সুযোগই কৃষ্ণ উপস্থিত করিলেন। তাই বোধ হয় পূর্ব্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে শান্তিপুরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে? ২।১৬।২৩৯॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়াছেন—১।১৩।৫৩ পয়ারে। যাহা হউক, অন্ত্য-লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায় হরিদাস ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে আসেন। তখন "রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাস-ঠাকুর যাই করে দরশন॥ হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা কারণ হৈল তারে চৈতন্য পাইবারে॥ ৩।৩।১৬১-৬২॥" চাঁদপুর হইতে হরিদাস শান্তিপুরে আসেন (৩।৩।২০১)। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার জন্য গঙ্গাতীরে একটী গোঁফা করিয়া দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত "কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল। জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥ হরিদাস করে গোঁফায় নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবে এই তাঁর মন॥ দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার। নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥ ৩।৩।২১১-১৩॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীল রঘুনাথদাসের আবির্ভাব। চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পরে দাক্ষিণাত্য, গৌড় এবং বৃন্দাবন ভ্রমণাদিতে প্রভুর ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। সুতরাং প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন প্রকট লীলায় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইয়াই রঘুনাথ প্রভুর নিকটে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন (৩।৬।১৫), ঠিক এই সময়ে তিনি ম্লেচ্ছ উজীরকর্তৃক বন্দী হয়েন (৩।৬।১৯), স্বীয় বুদ্ধি চাতুর্য্যে তিনি মুক্তি পাইলেন। "এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥ ৩।৬।৩৪॥" বার বার পলাইয়া যায়েন, কিন্তু পিতা-জ্যেঠা ধরিয়া আনেন। তার পরে "রঘুনাথ বিচারিলা মনে। নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥ ৩।৬।৪১॥" পাণিহাটীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণ দর্শন করিয়া এবং চিড়া-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরেই তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন। যখন তিনি যাত্রা করেন, তখন সেন-শিবানন্দাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচল যাইতেছিলেন (৩।৬।১৫৫, ১৭৬-৮০)। ইহা হইতেছে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার দুই বৎসর পরের রথযাত্রা। সুতরাং রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন প্রকটলীলায় প্রভুর বয়স বত্রিশ বৎসর। কবিরাজ অন্যত্রও লিখিয়াছেন—রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ষোল বৎসর ব্যাপিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ

এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিল গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥ ১৬৯
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যাযেন ধাইয়া ॥ ১৭০
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭১
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেল একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ ১৭২
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥ ১৭৩
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৪
তেঁহো কহে—আজ্ঞা মাগি গেল নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৫
তাঁর পিতা কহে—গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন ॥ ১৭৬
সেইসঙ্গে রঘুনাথ গেলা পালাইয়া।
দশজন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥ ১৭৭
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া—।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥ ১৭৮
ঝাঁকরা-পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥ ১৭৯
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে— তেঁহো ইহাঁ না আইল ॥ ১৮০
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইলা ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর ॥ ১৮১
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবা করিয়াছিলেন (৩।১।৯ ১)—প্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় পর্য্যন্ত। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন। ৪৮ হইতে ১৬ বাদ দিলে থাকে ৩২। ইহা হইতেও জানা যায়, প্রভুর ৩২ বৎসর বয়সের সময়েই রঘুনাথ তাঁহার চরণে মিলিত হইয়াছিলেন। প্রভুর আবির্ভাবের জন্য শ্রীঅদ্বৈতের এবং শ্রীহরিদাসের আরাধনার পূর্ব্বেই যখন রঘুনাথ অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইহাই মনে হয় যে, তিনি যেন প্রভুর আবির্ভাবের অন্ততঃ আটদশ বৎসর পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে ১৪০৭ শকে, তাহা হইলে আনুমানিক **১৩৯৭-৯৮ শকেই রঘুনাথদাসের আবির্ভাব** হইয়া থাকিবে। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ অনুমান করা হইল।

১৭০। পথ ছাড়ি উপপথে ইত্যাদি—তাঁহার পলায়নের সন্দেহ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে লোক বাহির হইতে পারে, প্রসিদ্ধ পথে গেলে তাহাদের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, তাই রঘুনাথ পথ ছাড়িয়া উপপথে —অপ্রসিদ্ধ ছোট পথে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

১৭২। গোপের বাথান—গোয়ালাদিগের গরু রাখিবার স্থান।

১৭৪। গুরু-পাশে—যদুনন্দন আচার্য্যের নিকটে।

১৭৮। শিবানন্দে পত্রী দিল—গৌড়দেশ হইতে যে সকল ভক্ত নীলাচলে যাইতেন, শিবানন্দসেনই অধ্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এজন্য শিবানন্দের নিকটেই পত্র দেওয়া হইল। **দিবে বাহুড়িয়া**—ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিবে।

১৮২। প্রথম দিন রঘুনাথ সপ্তগ্রাম হইতে পূর্ব্ব-দিকে পনর ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে ঐস্থান হইতে (বাথান হইতে) দক্ষিণদিকে রওনা হইলেন। ধরা পড়ার আশঙ্কাতেই প্রথম হইতে দক্ষিণ দিকে না যাইয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন।

ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ॥ ১৮৩
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্ত্যে মন॥ ১৮৪
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ-পান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজপ্রাণ॥ ১৮৫
বারোদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিনমাত্র করিলা ভোজন॥ ১৮৬
স্বরূপাদিসহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥ ১৮৭
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ॥ ১৮৮
প্রভু কহে—'আইস' তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৮৯
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥ ১৯০
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥ ১৯১
রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাঢ়িল আমা, এই আমি মানি॥ ১৯২
প্রভু কহেন—তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তিসম্বন্ধে হাম 'আজা' করি মানে॥ ১৯৩
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস॥ ১৯৪
ইঁহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৮৩। **ছত্রভোগ**—বর্ত্তমান সুন্দরবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। **সরান**—প্রসিদ্ধ রাজপথ। **কুগ্রাম**—অপ্রসিদ্ধ গ্রাম। **প্রয়াণ**—গমন।

১৮৪। **ভক্ষণাপেক্ষা**—ভোজনের অপেক্ষা।

১৮৫। **চর্ব্বণ**—শুকনা চানা-আদি চর্ব্বণ।

১৯০। **প্রভু-কৃপা দেখি** ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা দেখিয়া সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১৯১। **বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত**—বিষয়রূপ-বিষ্ঠার গর্ত্ত।

১৯৩-৯৪। **তোমার পিতা-জ্যেঠা**—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধনদাস এবং তাঁহার জ্যেঠা হিরণ্যদাস। **চক্রবর্ত্তী**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, ইনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মাতামহ। **আজা**—পশ্চিমবঙ্গে মাতামহকে আজা বলে।

প্রভু বলিলেন,—"আমার আজা নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে ছোট-ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন, তাঁহারাও আমার আজাকে বড় ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, সেইভাবে তাঁহার সেবাও করেন। সুতরাং আমার আজার সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকেও আজা বলিয়াই মনে করি। আমি তাঁহাদের নাতির তুল্য, তাই আমি তাঁহাদিগকে সময় সময় পরিহাসাদিও করিয়া থাকি।"

তাঁরে—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে। **পরিহাস**—ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

১৯৫। এই পয়ারে আজা বলিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে প্রভু পরিহাস করিতেছেন।

ইঁহার বাপ-জ্যেঠা—রঘুনাথের বাপ এবং জ্যেঠা। **বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া**—বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট।

প্রভু ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন,—"বিষ্ঠার কীট যেমন সর্ব্বদা বিষ্ঠাগর্ত্তেই ডুবিয়া থাকে, তাহাতেই সুখ অনুভব করে, রঘুনাথের বাপ-জ্যেঠাও তেমনি সর্ব্বদা বিষয় নিয়াই ব্যস্ত, বিষয়ের যন্ত্রণাকে তাঁহারা যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করেন না, পরন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করেন।" প্রভু ঠাট্টা করিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে বিষ্ঠার কীট বলিলেন। প্রভু তাঁহাদের নাতি কিনা, তাই দাদামহাশয়দিগকে এইরূপ-পরিহাস করিলেন।

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায় ॥ ১৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯৬। যদিও হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস অনেক ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দেন, অনেক ব্রাহ্মণকে সাময়িক ভাবেও অনেক সহায়তা করেন, তথাপি তাঁহাদের আচরণ সম্যকরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আচরণ নহে, কোনও কোনও বিষয়ে বৈষ্ণবের আচরণের মতন হয় মাত্র।

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য ইত্যাদি—হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ইঁহাদের অর্থসাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ইঁহাদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। অনেকেই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন, ব্রাহ্মণদিগকে বৎসর বৎসর অর্থদান করার বন্দোবস্তও ছিল। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের বাড়ীতে যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অর্চ্চনাদিতেও ব্রাহ্মণদিগের অনেক অর্থলাভ হইত। বস্তুতঃ, ইঁহাদের বদান্যতায় নদীয়াবাসী অনেক ব্রাহ্মণই জীবিকা নির্ব্বাহ-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। "মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য ॥ সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য ॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়। অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২।১৬।২১৬-১৭ ॥" সহস্র সহস্র দীনদুঃখীও ইঁহাদের বদান্যতায় সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। ইঁহাদের দানশীলতার উল্লেখ করিয়া তখনকার লোকে বলিত—"পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ—সঙ্গীতমাধব নাটক।"

ব্রাহ্মণের সেবা চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন ভক্তির মধ্যেও একটী :—ধাত্র্যশ্বত্থ গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। ২।২২।৬৩ ॥" অবশ্য ইহা বৈষ্ণবের মুখ্য ভজনাঙ্গ নহে, ভক্তিমার্গের আরম্ভ-স্বরূপ বা দ্বার-স্বরূপ বলিয়া যে-বিশটী অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতিও হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল-হরিদাস ঠাকুর যখন তাঁহাদের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের তখনকার আচরণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরিদাস-ঠাকুরের দর্শন-মাত্রেই তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন, পরে পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন :—"ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ ৩।৩।১৬৫ ॥" প্রবল-প্রতাপান্বিত সৎকুলীন কায়স্থ ভূম্যধিকারীর পক্ষে কাঙ্গাল যবন-হরিদাসের প্রতি এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনেই তাঁহাদের চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গোপাল-চক্রবর্ত্তি-নামক তাঁহাদের জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারী "ভাবক" বলিয়া হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা দেখাইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, ইহাও তাহার একটী প্রমাণ।

শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণব কাহাকে বলে? যাঁহার আচরণে, অনুষ্ঠানে এবং চিন্তায়, বৈষ্ণবের যাহা লক্ষ্য তাহার প্রতিকূল কিছুই থাকে না, সেই বৈষ্ণবকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবের লক্ষ্য হইল—ভাবানুকূল সিদ্ধদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা-প্রাপ্তি, স্বসুখ-বাসনা-গন্ধ-শূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাপ্রাপ্তি। এই উদ্দেশ্যে সাধক-বৈষ্ণব যে-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনাব্যতীত অন্য সকল প্রকারের বাসনাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়, তাহাতে, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদির যে-লক্ষ্য, তাহার ছায়াও থাকিতে পারিবে না, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল অনুশীলন মাত্র—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।১।৯ ॥" সাধকের চিত্তে যদি ইহকালের ও পরকালের কোনওরূপ সুখভোগের কামনা স্থান পায়, তাহা হইলে তাঁহার অনুষ্ঠান তাঁহার লক্ষ্য-প্রাপ্তির ঠিক অনুকূল হইবে না। ভক্তিরস্য ভজনং

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহামুত্রোপাধিনৈবস্ত্যেন অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম।—শ্রুতি। মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবাচার প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন—অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ ইত্যাদি কতিপয় পয়ারে ২।২২।৪৯-৫০॥

তাহা হইলে, কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তি কামনাব্যতীত অন্য কামনাই হইল বৈষ্ণবের বিশুদ্ধতার হানিজনক, তাহাই বাস্তবিক দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ২।২৪।৭০॥"

স্বসুখ বাসনা হইতেই অন্য কামনা জন্মে, যত রকমের স্বসুখ বাসনা আছে, বিষয়াসক্তিতেই তাহাদের অভিব্যক্তি। সুতরাং বিষয়াসক্তি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তে অন্য কামনা আছে বুঝিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য প্রকৃত কামনা জন্মে নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ততদিন পর্য্যন্তই সাধারণ আচরণাদিতে বৈষ্ণবের লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রতিকূল অনেক বস্তু থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি ভক্তির কৃপা হইতে পারে না। "ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।২।১৫॥ তাহা হইলে দেখা গেল, বিষয়াসক্তিই বৈষ্ণবের অবিশুদ্ধতার হেতু যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন কেহই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারিবে না।

হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাসের বিষয়াসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছেন—তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাঁহাদের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বলী—ইঁহার বাপ জ্যেঠা বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয় বিষের মহাপীড়া॥—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার।

তাঁহাদের বিষয়াসক্তির একটী দৃষ্টান্ত এই শ্রীগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়রাজ যখন জানিতে পারিলেন যে হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাদের মালুক মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেন কিন্তু রাজসরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা খাজনা দেন, তখন অবশ্য কিছু বেশী খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার উজীর হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধন-দাসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাইই ভয়ে পলাইয়া গেলেন, রঘুনাথ দাস ধরা পড়িয়া কিছু নির্য্যাতন ভোগ করিলেন। তাঁহারা যদি রাজসরকারে কিছু বেশী খাজনা দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলেই সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত, তাহাদিগকে এত দুর্ভোগও ভুগিতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিলেন না—ইহাতেই তাঁহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

রঘুনাথের সম্বন্ধে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আচরণেও তাঁহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌরচরণে রঘুনাথের অনুরক্তিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধে তাঁহাকে উদাসীন দেখিয়া তাঁহারা একটী পরমাসুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া রঘুনাথকে বিষয়াসক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "এইরূপ হইলে বৈষ্ণবের পক্ষে সংসার করা অসম্ভব—গৃহী বৈষ্ণবদের মধ্যে 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' তাহা হইলে থাকিতেই পারে না।" তাহা নহে—বৈষ্ণব সংসারে থাকিতে পারেন, গৃহী বৈষ্ণবও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। গৃহী-বৈষ্ণবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা। ২।১৬।২৩৬॥" অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগে কোনও দোষ নাই। গৃহী বৈষ্ণবের যদি বিপুল বিষয় সম্পত্তি থাকে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জ্ঞানে তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনুকূল কার্য্যে তিনি তাহা নিয়োজিত করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদরূপে তিনি তাহা ভোগ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। অম্বরীষ মহারাজ গৃহী ছিলেন, রাজা ছিলেন কিন্তু তিনিও শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়রামানন্দ, সেন-শিবানন্দ প্রভৃতিও গৃহী অথচ শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। বিষয়ভোগ দোষের নহে, বিষয়ে আসক্তিই দোষের।

১৯৭। তথাপি—পূর্ব্ব পয়ারের "যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়" এর সঙ্গে এই "তথাপির" অন্বয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যদিও হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের অনেক সহায়তা করেন, তথাপি বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া বিষয়ের স্বভাব বশতঃই তাঁহাদের ভববন্ধন দৃঢ়তর হইতেছে।

বিষয়ের স্বভাব—বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্ম।

মহা অন্ধ—অত্যন্ত বিবেচনাশূন্য, হিতাহিত-বিচার ক্ষমতাহীন। বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ যে, বিষয়ের সংশ্রবে বিষয়ী লোক "মহা অন্ধ" হইয়া যায়, নিজের স্বরূপসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া যায়, কিসে মায়াবন্ধন শিথিল হইবে, কিসে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখতা জন্মিবে, এই সকল বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করার শক্তি তাহার থাকে না, তাই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল কোনও কাজই প্রায় বিষয়ী লোক করিতে সমর্থ হয় না, কেবল ইহাই নহে, বিষয়ের সংশ্রবে থাকাতে বিষয়েরই স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ লোক এমন সব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, যাহাতে তাহার সংসার-বন্ধন আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিষয়ই লোককে এ-সকল কার্য্য করায়। তাই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া প্রভু বলিয়াছেন, তাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যাঁহারা অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের উপরে অবশ্যই বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্ম কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যবান্ জীবের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সাধারণ জীব মায়িক সুখের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতেই মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে, দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দৈহিক সুখাদিকেই নিজের সুখ মনে করিতেছে, দৈহিক সুখাদিকেই পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেছে এবং দৈহিক সুখের সাধন স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তি আদি বিষয়কেই অত্যন্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। অনাদিকাল হইতে এইরূপ বিষয়ের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকায়াছে বলিয়া বিষয়ের সঙ্গে জীবের যেন একটা অনুকূল সম্বন্ধই জন্মিয়া গিয়াছে। তাই বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই তাহার বিষয়বাসনা যেন জাগ্রত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের দর্শনমাত্রেই কামুক ব্যক্তির চিত্তে যেমন রমণী সঙ্গের কামনা জন্মে, মদ দেখিলেই মদ্যাসক্তের চিত্তে যেমন পানের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে এবং নিজের আয়ত্তাধীনে মদ পাইলেই যেমন মদ্যাসক্ত ব্যক্তি মদ খাওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে বিষয়ভোগের বাসনা জাগ্রত হয় এবং নিজের আয়ত্তাধীনে কোনও বিষয় আসিলেই ঐ বিষয়ের ভোগে জীব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার পূর্ব্বসঞ্চিত শত শত মায়াবন্ধন তো আছেই, তাহার উপর আবার বাসনা বৈচিত্র্যের প্ররোচনায় শত শত নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"**সেই কর্ম্ম করায়** যাতে হয় ভববন্ধ॥"

এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত।

[বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার মত মনের অবস্থা যাঁহাদের হয় নাই, স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তি আদি হইতে জোর করিয়া দূরে সরিয়া গেলেও তাঁহাদের ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইবে বলিয়া মনে হয় না, তাহাতে বরং তাঁহাদের বিষয়ভোগের বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবলতর হইয়া উঠিতে পারে এবং ভজনে বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। অবশ্য, কোনও শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় ভোগবাসনার নিরসন হইতে পারে। তাহা না হইলে বিষয়ের সংশ্রবে থাকিয়া যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ নীতি এবং কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ-নীতি-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার চেষ্টা করাই বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে (২।২২।৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে এবং সংসারাসক্তি দূর করিবার নিমিত্ত ভগবচ্চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইলে, ভগবৎ কৃপায় ক্রমশঃ তাঁহাদের বিষয়াসক্তি দূর হইতে পারে। কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বিষয়-সম্পত্তিই যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষে এই ভাবে জীবন-

হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥ ১৯৮

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হঞা— ॥ ১৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি বাড়াইবার নিমিত্ত যদি তিনি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত অবস্থা হইবারই সম্ভাবনা।

আর, যাঁহার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি আছে, তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে বলিয়া তিনি যেন ভোগ বিলাসাদিতে মত্ত হইয়া না উঠেন—যতটুকু না করিলে জীবন ধারণ করা যায় না, এবং লোক সমাজে বাহির হওয়া যায় না, তাহার অতিরিক্ত যেন কিছু তিনি না করেন। "বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার দাসরূপে আমি তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র'— এই অভিমানে তিনি বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, আর বিষয় সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন অর্থ নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির অনুকূল কার্য্যে ব্যয় করিতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন।

এই শ্রেণীর বিষয়ী লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন যে, পরপুরুষে আসক্ত কুলটা রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও যেমন সর্ব্বদাই তাহার উপপতির সহিত সঙ্গম-সুখের কথাই চিন্তা করে, তদ্রূপ সংসারী লোক বাহিরে বিষয় কর্ম্ম করিবে, কিন্তু তাহার মন যেন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণেই ন্যস্ত থাকে। 'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নম্ ॥—মধ্য, প্রথম পরিচ্ছেদধৃত বাশিষ্ট রামায়ণ-বচন।' এইরূপ ভাবে চলিতে পারিলে ভগবৎ কৃপায় শীঘ্রই বিষয়াসক্তি অপসৃত হইয়া যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার।" ২।১৬।২৩৬-৩৭।]

১৯৮। এই পয়ার রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উক্তি।

হেন বিষয়— যে-বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের তুল্য, যে বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহার সংশ্রবে আসিলেই জীব মহা অন্ধ হইয়া যায়, তাহার ভববন্ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয়। **কহনে না যায়** ইত্যাদি—কৃষ্ণ কৃপার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

১৯৯। **ক্ষীণতা**—কৃশতা, অনাহার ও পথের পরিশ্রমে রঘুনাথের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। **মালিন্য**—দেহের মলিনতা, রীতিমত স্নানাদির অভাবে এবং পথে রৌদ্রের তাপে রঘুনাথের দেহ মলিন হইয়া গিয়াছিল। **স্বরূপেরে কহে**—প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন, যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে। **কৃপা-আর্দ্র চিত্ত**—রঘুনাথের প্রতি কৃপা-বশতঃ চিত্ত আর্দ্র (দ্রবীভূত) হইয়াছে যাঁহার। রঘুনাথের দেহের কৃশতা ও মলিনতা দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত কৃপা হইল। "আহা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথ কত কষ্ট করিয়াছে, কত তাহার উৎকণ্ঠা, ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য্য, অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, গৃহে থাকা কালে যে কখনও মাটীতে পা ফেলিত কিনা সন্দেহ, কত উপাদেয় ভোগ্যবস্তু যাহার ভুক্তাবশেষ-রূপেও পড়িয়া থাকিত, প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় যাহার নিদ্রার আয়োজন হইত, সেই রঘুনাথ খালি পায়ে দুর্গম পথে অনাহারে অনিদ্রায় সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কত তাঁহার উৎকণ্ঠা।"—ইত্যাদি ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত রঘুনাথের প্রতি কৃপায় গলিয়া গেল।

বাস্তবিক কেবলমাত্র সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই যে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায়, তাহা নহে সাধনের ঐকান্তিক আকুলতাই ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র হেতু। এই ঐকান্তিক আকুলতা বুঝা যায়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন যে ভজনাঙ্গ,

এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ ২০০
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় আমার গণে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে॥ ২০১
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহার অনুষ্ঠানের পরিশ্রমাদিদ্বারা। ধ্রুবের সাধন পরিশ্রমে তাঁহার ঐকান্তিক আকুলতা দেখিয়া নারায়ণের কৃপা হইল, তিনি নারদকে ধ্রুবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাম-বন্ধন-লীলায় যশোদা মাতার শ্রান্তি ও ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল, তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের পথশ্রান্তিজনিত কৃশতা ও মলিনতা দেখিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইল, তিনি তাঁহাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন।

২০০। এই রঘুনাথে ইত্যাদি—প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন—"স্বরূপ। রঘুনাথকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, আজ হইতে রঘুনাথ তোমার, তুমি নিজের পুত্রজ্ঞানে, নিজের ভৃত্যজ্ঞানে ইহাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই আমার অনুরোধ।"

পুত্রভৃত্যরূপে—পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে। পিতার ঐকান্তিক স্নেহের পাত্র হয় পুত্র, আবার পিতার সম্পত্তির অধিকারীও হয় পুত্র, পিতা তাঁহার সমস্ত উত্তম সম্পত্তিই রাখিয়া যায়েন পুত্রের জন্য এবং সেই সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশলও পিতাই পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর ভৃত্যের কার্য্য হইল সেবাদিদ্বারা প্রভুর প্রীতি সম্পাদন, প্রভুরও কার্য্য হইল ভৃত্যকে নিজের সেবা দেওয়া এবং সর্ব্বতোভাবে ভৃত্যের পালন করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বরূপ, এই রঘুনাথকে তুমি তোমার পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ তোমার যে অতুলনীয় ধনসম্পত্তি আছে, রঘুনাথকে সেই ধনের অধিকারী করিয়া লও এবং কি উপায়ে সেই ধন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়, কিরূপে সেই ধন রক্ষা করা যায়, তুমি রঘুনাথকে তাহা শিক্ষা দাও। রঘুনাথকে তুমি তোমার সেবা করিতে দিও (ভঙ্গীতে রঘুনাথকেও বলিলেন,—তুমি স্বরূপের সেবা করিও)। স্বরূপ, তুমি রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিও।" এস্থলে পালন বলিতে দেহের পালনই প্রভুর অভিপ্রেত নয়, ভক্তির পালনই অভিপ্রেত—কিরূপে রঘুনাথের চিত্তে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে, কিরূপে সেই ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিই হইতেছে বাস্তবিক পালন।

প্রভুর এই সমস্ত উক্তিতে রঘুনাথের প্রতি তাঁহার অপরিসীম করুণাই সূচিত হইতেছে।

২০১। তিন রঘুনাথ—তপনমিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, রঘুনাথ বৈদ্য দ্বিতীয় রঘুনাথ, আর রঘুনাথ দাস তৃতীয় রঘুনাথ। এই তিন জনের মধ্যে ঐদিন হইতে রঘুনাথ দাসের নাম হইল "স্বরূপের রঘুনাথ", "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিলে রঘুনাথ দাসকেই বুঝাইত।

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে প্রেমকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যরূপ মূখ্যশাখার নামবিবরণে প্রভুর গণের মধ্যে উক্ত তিন-জন রঘুনাথের নামই পাওয়া যায়। "রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস (১।১০।১২৪)॥ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন॥ (১।১০।১৫০)॥' শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর গণের মধ্যেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়, "রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। ১।১১।১৯॥" আবার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর গণেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়। "পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। ১।১২।৬০॥" কিন্তু এই দুই রঘুনাথের কেহই সাক্ষাদ্ভাবে মহাপ্রভুর গণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই।

২০২। রঘুনাথের হাতে ধরিয়া প্রভু নিজেই যেন আগে তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন। তারপর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রভু যেন জানাইলেন—"স্বরূপ, আমার এই রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম।"

স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল ॥ ২০৩
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি—॥ ২০৪
পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কথোদিন কর ইহাঁর ভাল সন্তর্পণ ॥ ২০৫
রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥ ২০৬
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৭
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২০৮
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুন গোবিন্দপাশ আইলা ॥ ২০৯
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল ॥ ২১০
এইমত রহে তেঁহো স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥ ২১১
আরদিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া স্বহস্তে রঘুনাথদাসের হাত ধরিয়া যখন স্বরূপদামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন স্বরূপ প্রভুর অভিপ্রায়-অনুসারে রঘুনাথকে অঙ্গীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার জানাইলেন।

২০৪। গোবিন্দ—প্রভুর সেবক গোবিন্দ, **রঘুনাথে দয়া করি**—রঘুনাথের প্রতি দয়া করিয়া (প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন)।

২০৫। এই পয়ার গোবিন্দের প্রতি প্রভুর উক্তি। **ইহোঁ**—রঘুনাথ। **লঙ্ঘন**—উপবাস। **কথোদিন**—কয়েক দিন। **ভাল সন্তর্পণ**—ভালরূপে আহারাদি দিয়া বিশেষ রূপে তৃপ্তি।

২০৮। বিস্মিত হঞা—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অসাধারণ কৃপা দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

২১০। অবশিষ্ট পাত্র—ভুক্তাবশেষ।

২১১। গোবিন্দ প্রসাদ ইত্যাদি—গোবিন্দ রঘুনাথকে পাঁচ দিন মাত্র প্রসাদ দিয়াছিলেন। নীলাচলে উপস্থিত হওয়ার পরে প্রথম পাঁচ দিন মাত্র রঘুনাথ গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ পাওয়ার নিমিত্ত গিয়াছেন, পাঁচ দিনের পরে তিনি ইচ্ছা করিয়াই গোবিন্দের নিকটে যাইতেন না।

২১২। "আর দিন হৈতে" হইতে "কৃপাত করিয়া" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। রঘুনাথ দাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহার সাধনের, বা সাধনের অনুকূল বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তথাপি মায়াবদ্ধ জীবের নিমিত্ত ভজনের আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু রঘুনাথের মধ্যে সাধারণ জীব ভাব প্রকট করিয়াছেন। সংসারী জীবের মধ্যে যিনি ভজনে যত উচ্চ অধিকারী, তিনিই নিজেকে তত বেশী অযোগ্য, তত বেশী অধম মনে করেন, নিজের শক্তির উপরে তাঁহার আস্থা ততই অধিকরূপে লোপ পাইতে থাকে। তাই রঘুনাথ দাস পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গোবিন্দের দেওয়া প্রভুর অবশেষ-পাত্র পাইলেন, পাইয়া বোধ হয় তিনি এরূপ বিচার করিলেন :—"আমি মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণসেবা ভুলিয়া দেহের সেবাতেই মত্ত হইয়া আছি, দেহের সুখানুসন্ধানেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছি। কিন্তু যতদিন আত্মসুখানুসন্ধান থাকিবে, ততদিন কৃষ্ণ-কৃপার কোনও আশাই নাই। শিশুকাল হইতেই স্নেহশীল পিতা-মাতা-জ্যেঠা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে প্রচুর পরিমাণে সুখভোগ করিয়া আসিতেছি। প্রভুর কৃপায় গৃহ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম, প্রভুর অবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের আদর-যত্নও পাইতে লাগিলাম। বাড়ীতে যে-ভাবে ছিলাম, এখানেও প্রায় তেমনই—তেমনি আদর-যত্ন, তেমনি অনায়াস-

জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেরে গমন ॥ ২১৩
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া ॥ ২১৪
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥ ২১৫
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন ॥ ২১৬
কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহো রাত্র্যে ভিক্ষা-লাগি সিংহদ্বারে রয় ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লব্ধ আহার্য্য। কিন্তু এই ভাবে আদর-যত্ন ও অনায়াসলব্ধ আহার্য্য পাইতে থাকিলে আমার চিরকালের অভ্যস্ত আত্মসুখ স্পৃহা—প্রভুর কৃপায় যাহাতে একটু ভাটা পড়িয়াছে—সেই আত্মসুখ স্পৃহায় আবার জোয়ার আসিতে পারে, এই জোয়ারের মুখে,—এখন যে-কৃষ্ণভক্তি লাভের নিমিত্ত একটু ক্ষীণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে—তাহাও হয়ত বহু দূরে ভাসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং গোবিন্দের এই আদর যত্ন হইতে আমাকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, অনায়াস-লব্ধ মহাপ্রসাদের অপেক্ষায় আর এখানে থাকিলে আমার চলিবে না।” এসব ভাবিয়াই বোধ হয় রঘুনাথ অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। যষ্ঠ দিন হইতে, সমস্ত দিন নিজে ভজন করিতেন, আর শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, দিনের মধ্যে আর খাওয়া দাওয়ার কোনও চেষ্টাই করিতেন না। অধিক রাত্রিতে যখন শ্রীজগন্নাথের শয়ন হইয়া যাইত, তখন আর দর্শনের সুযোগ থাকিত না বলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতেন, আসিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন। জগন্নাথের সেবকগণ সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া সিংহদ্বার দিয়া গৃহে ফিরিবার সময়ে রঘুনাথকে দেখিলে যদি কাহারও দয়া হইত, তবে তিনি মহাপ্রসাদের দোকান হইতে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাকে দিতেন, তাহা আহার করিয়াই রঘুনাথ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। বিশলক্ষ টাকা আয়ের সপ্তগ্রাম-মুলুকের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ দাস এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

আর দিন হইতে—পরম পাঁচদিনের পর হইতে। **পুষ্প-অঞ্জলি**—শ্রীজগন্নাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি, রাত্রিতে এই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, ইহাই শ্রীজগন্নাথের শেষ সেবা, ইহার পরেই শয়ন দেওয়া হয়, সুতরাং আর দর্শন পাওয়া যায় না। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের অঙ্গনের পূর্ব্বদিকস্থ সদর-দ্বার। **খাড়া রহে**—দাঁড়াইয়া থাকেন।

২১৩। বিষয়ীর গণ—যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে আছেন, সুতরাং শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহকার্য্যাদির অনুরোধে যাঁহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে “যত বিষয়ীর গণ” স্থলে “আর বিষয়ীর গণ” পাঠ আছে। এইরূপ পাঠান্তর-স্থলে এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপ হইবে:—জগন্নাথের সেবকগণ এবং যে সমস্ত বিষয়ী (সংসারী) লোক শ্রীজগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা।

সেবা সারি—শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া।

২১৪। অন্নার্থী বৈষ্ণব—যে বৈষ্ণব প্রসাদান্ন পাওয়ার আশায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পসারি—মহাপ্রসাদ-বিক্রেতা দোকানদার।

২১৫-১৭। “এইমত সর্ব্বকাল” হইতে “সিংহদ্বারে রয়” পর্য্যন্ত তিন পয়ার। কেবল রঘুনাথ দাসই যে ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা নহে। অনেক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবই এইরূপ আচরণ করিতেন। আবার কেবল মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের সময়েই যে-নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এইভাবে ভিক্ষার্থী হইতেন, তাহাও নহে। সকল সময়েই, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন, যথেচ্ছভাবে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, আহারের জন্য কেহ বা দিনে ছত্রে যাইয়া যাহা কিছু পায়েন, তাহা খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন, রাত্রিতে আর আহার করেন না;

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্॥ ২১৮
গোবিন্দ প্রভুকে কহে—রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায়॥ ২১৯
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার কেহ বা সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন না, আহারের কোনও চেষ্টাও করেন না, রাত্রিতে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু পায়েন, তাহা খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করেন।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত—যিনি শ্রীকৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন এবং যখন যাহা কিছু মিলে, তাহা আহার করিয়াই তৃপ্তি লাভ করতঃ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২।২২।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ছত্র—অন্নদানের স্থান; অন্নসত্র।

২১৮। বৈরাগ্য—কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ। শুষ্ক বৈরাগ্য নহে; কেবল বৈরাগ্যের জন্য যে বৈরাগ্য, তাহাও নহে।

বৈরাগ্য প্রধান—মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অন্য সাধকদের মধ্যেও বৈরাগ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণতঃ শুষ্ক বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগ্য; কিন্তু গৌরভক্তদের বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীগৌরপ্রীতি হইতেই ইহার উদ্ভব; ইহা চেষ্টা-প্রয়াস হইতে লব্ধ নয়, ইহা অনায়াসলব্ধ। যতটুকু কৃষ্ণপ্রীতি বা গৌরপ্রীতি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, ততটুকু বৈরাগ্য আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। গৌরভক্তের চেষ্টা হয় গৌরপ্রীতির পুষ্টির জন্য, বৈরাগ্যলাভের জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র চেষ্টা বিশেষ থাকে না। স্বতন্ত্র চেষ্টার সার্থকতাও বিশেষ নাই। নিজের চেষ্টায় কেহ অন্ধকারকে দূর করিতে পারে না; তাকে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সূর্য্যোদয় হইলেই অন্ধকার দূর হইয়া যায়; সূর্য্যালোক যত বেশী বিকীর্ণ হইবে, অন্ধকারও তত বেশী দূরীভূত হইবে। তদ্রূপ, নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টাতেই কেহ বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারে না; এই বিষয়াসক্তি হইল বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব, জীবের কোনও সামর্থ্যই নাই, যদ্দ্বারা এই মায়াকে দূর করিতে পারা যায়। মায়াকে দূর করিতে পারেন—একমাত্র স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি বা প্রীতি। এই ভক্তির বা প্রীতির উন্মেষ যত বেশী হইবে, সংসারাসক্তিও তত বেশী তিরোহিত হইবে। যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত, গৌরের অসাধারণ কৃপাধারা তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হয়, তাহার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে গৌরপ্রীতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, তাই তাঁহাদের মধ্যে অনায়াসলব্ধ বৈরাগ্য প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মত কৃপার অভিব্যক্তি অপর কোনও ভগবৎস্বরূপে নাই। আরও একটী গূঢ় রহস্যও বোধহয় আছে—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ শ্রীশ্রীগৌরের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য গৌরভক্তদের চিত্তকে এত আকৃষ্ট করে যে, অপর কোনও বিষয়ের অনুসন্ধানই আর তাঁহাদের থাকে না, তাই তাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি ইত্যাদি—গৌরভক্তদের বৈরাগ্য হইল তাঁহাদের গৌরপ্রীতির বা কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক; তাঁহাদের বৈরাগ্য-লক্ষিত কৃষ্ণপ্রীতি দেখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করেন।

২২০। রঘুনাথের আচরণের কথা গোবিন্দ যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট বলিলেন। শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন—"রঘুনাথ বেশ উত্তম কাজই করিতেছে, ইহাই নিষ্কিঞ্চনের কর্ত্তব্য।"

বৈরাগীর ধর্ম্ম—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥ ২২১

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২১। "বৈরাগী করিব" হইতে "কৃষ্ণ নাহি পায়" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে প্রভু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছেন।

বৈরাগী করিব ইত্যাদি—সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে নাম সঙ্কীর্ত্তন করাই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। আহারের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া, বা কোনও একস্থানে স্থায়িভাবে আহারের সংস্থান করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে, তবে ভজনের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কিছু আহারেরও প্রয়োজন। তাই মাগিয়া যাচিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যের উপকারিতা অনেক। প্রথমতঃ, ভিক্ষার্থীর চিত্তে কোনওরূপ অহঙ্কারের উদ্রেক হইতে পারে না, তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়, নিজের সম্বন্ধে তাহার হীনতা জ্ঞান জন্মে, তাহার পক্ষে "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষার সময়েও নাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতে পারে, সুতরাং উদরান্নের সংস্থানের জন্য তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভজন ত্যাগ করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, ভিক্ষা পরাপেক্ষা ছাড়াইয়া একমাত্র ভগবানে মনের নিষ্ঠা জন্মাইয়া দেয়। চতুর্থতঃ, দানের বস্তু যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তাহা হইলে দাতার মনে অহঙ্কার ও দম্ভাদি জন্মিতে পারে, দাতার মানসিক ভাবের দ্বারা ঐ দানের বস্তু দূষিত হইয়া যায় সেই বস্তু গ্রহণ করিলে দান গ্রহণকারীর চিত্তও কলুষিত হইয়া যায়, আবার বেশী বস্তু দান করার ক্ষমতাও অনেকের নাই, তথাপি লোক লজ্জা বা চক্ষু-লজ্জার বশীভূত হইয়া, কিম্বা যাচকের অনুরোধে উপরোধে বাধ্য হইয়া কেহ কেহ সাধ্যাতীত ভাবেও দান করিয়া থাকেন, এইরূপ দানে দাতার চিত্ত একটু কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তাহাতে দানের বস্তুও দূষিত হইয়া পড়ে, এতদ্রূপ বস্তু গ্রহণ করিলেও যাচকের চিত্ত কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একমুষ্টি চাউল দিতে প্রায়ই কাহারও কষ্ট হয় না, কাহারও চিত্তে দম্ভ অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকে না। তাই মুষ্টিভিক্ষায় অন্নদাতার মনের ভাব দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য, যাহারা একমুষ্টি চাউল দিতেও অক্ষম, কিম্বা একমুষ্টি চাউল দিয়াও যাহারা দম্ভ অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহাদের নিকট মুষ্টিভিক্ষা যাচ্ঞা করাও বাধ হয় সাধকের ভজনের অনুকূল হইবে না। যাহা প্রীতির দান, তাহাই উত্তম।

২২২। পরাপেক্ষা—উদরান্নের নিমিত্ত পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা। **কার্য্যসিদ্ধি**—অভীষ্ট-সিদ্ধি, বাঞ্ছিত বস্তুলাভ। এস্থলে কার্য্য সিদ্ধি বলিতে যাহা হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভকেই বুঝাইতেছে, কারণ, বৈরাগীর কার্য্যসিদ্ধি বলিতে অপর কোনও বস্তুকেই বুঝাইতে পারে না—বৈরাগীর অভীষ্ট বস্তুই হইল কৃষ্ণপ্রেম।

বৈরাগী হইয়া ইত্যাদি—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উদ্দেশ্যেই সংসার ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি উদর নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, তবে ভজনে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন, কারণ, যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন, আশ্রিত বৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই কৃপা করেন, আর যে-ব্যক্তি নিজের দেহের ভরণ পোষণের নিমিত্ত অপরের অপেক্ষা করে, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই, শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় যে তাহার বিশেষ আস্থা নাই, তাহার আচরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার উপরে যাহার সম্যক্ আস্থা নাই, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সম্যক কৃপা করেন না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাই এই যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—গীতা।" যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে-ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই ভাবে কৃপা করেন, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাঁহার সম্যক্ নির্ভরতা আছে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও তাঁহার প্রতি সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের উপরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাহার সম্যক্ নির্ভরতা নাই, তাঁহার কৃপাও তাহার বিষয়ে সম্যক প্রকটিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকৃপার সম্যক প্রাকট্যাভাবকেই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বলা হইয়াছে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, কৃপা-বিতরণে শ্রীকৃষ্ণের তবে পক্ষপাতিত্ব আছে; না, তাহা নাই, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ-পাতিত্ব থাকিতে পারে না। সূর্য্য যেমন পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর উপরে সমভাবেই তাপ বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু তাপ গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে কোনও বস্তু অধিক উত্তপ্ত হয়, কোনও বস্তু কম উত্তপ্ত হয়, আবার কোনও বস্তু হয়তো মোটেই উত্তপ্ত হয় না; সেইরূপ পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের নিমিত্তই তাঁহার করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, গ্রহণের যোগ্যতা অনুসারে জীব তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা, স্নেহময়ী জননী তাহার সন্তানদিগের রুচি প্রকৃতি ও শরীরের অবস্থা বিবেচনায় যেমন তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আহার্য্যের যোগাড় করিয়া রাখেন, তাহাতে যেমন কোনও সন্তানের প্রতিই মাতার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না, তদ্রূপ পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণও জীবের রুচি, প্রকৃতি ও চিত্তের অবস্থাভেদে তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার কৃপা প্রকট করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব কিছুই নাই, পূর্ণবয়স্ক লোকের যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন, যেরূপ বস্ত্রাদির প্রয়োজন, পাঁচমাসের শিশুর পক্ষে তাহার কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা বরং তাহার পক্ষে অনিষ্টকরই হইয়া থাকে।

সূর্য্যরশ্মি সকল কাচেই পতিত হইতে পারে; যে কাচের মধ্যস্থল স্থূল, তাহাতে পতিত হইলে রশ্মিগুলি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া ঔজ্জ্বল্য ও দাহিকাশক্তি ধারণ করে, তাহাতে কোনও দাহ্য বস্তু স্থাপন করিলে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। অন্য কাচে এইরূপ হয় না। ইহা সূর্য্যের পক্ষপাতিত্বের ফল নহে; ইহা হইতেছে—কাচের সূর্য্যরশ্মি গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্যের ফল। ভক্তের চিত্ত স্থূলমধ্য কাচের তুল্য, যাহাতে ভগবানের কৃপারশ্মি কেন্দ্রীভূত হইয়া এক বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া থাকে। অভক্তের চিত্তের তদ্রূপ যোগ্যতা নাই। ইহাতেও ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ গীতা। ৯।২৯॥—সকল জীবই আমার পক্ষে সমান, আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আমার প্রিয়ও কেহ নাই। কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন তিনি আমাতে আসক্ত, আমিও তাঁহাতে আসক্ত।' সকলের প্রতি সমান ভাব (বা সমান কৃপা)—ইহা হইল সাধারণ বিধি (সূর্য্যের পক্ষে সমভাবে কিরণ বিতরণের ন্যায় সাধারণ বিধি), কিন্তু অকপট ভক্তের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিধিও আছে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত, অভক্ত তাঁহাতে আসক্ত নহে, ইহা হইল অপর লোক অপেক্ষা ভক্তের বৈশিষ্ট্য (যেমন সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ সম্বন্ধে অপর কাচ অপেক্ষা স্থূলমধ্য কাচের বৈশিষ্ট্য)। ভক্তের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ভক্তসম্বন্ধে ভগবানেরও একটা বৈশিষ্ট্য জন্মে, তাহা হইতেছে এই:—ভগবানও ভক্তের প্রতি আসক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই নীতি অনুসারে। ভক্তির ভগবদ্বশীকরণী শক্তি আছে। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—শ্রুতি। ভক্তির এই শক্তিবশতঃই ভগবান ভক্তের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। ভক্তব্যতীত অপরের মধ্যে ভগবদ্বশীকরণী শক্তিসম্পন্না ভক্তি নাই বলিয়া ভক্তব্যতীত অপরের প্রতি ভগবানের আসক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। ইহা হইল ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মের বা বস্তুগত শক্তির প্রভাব, সুতরাং ইহা দ্বারাও ভক্তের প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা হইল—ভক্তির প্রভাবে ভক্ত চিত্তের বৈশিষ্ট্যের ফল। এই বৈশিষ্ট্যই ভক্তের প্রতি ভগবানের আসক্তি জন্মায় এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আসক্তির নামই ভগবানের ভক্তবাৎসল্য। ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্যকে যদি কেহ তাঁহার ভক্তপক্ষপাতিত্ব আখ্যা দিতে চাহেন, তাহা হইলেও ইহা দোষের কথা নহে। ভক্তবাৎসল্য হইতেছে ভগবানের একটী বিশেষ ভজনীয় গুণ। তাঁহাতে এই গুণ আছে বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ (১।১।২৫-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। —৫।৩৮

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥ ২২৩
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৪
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ২২৫
আরদিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে—॥ ২২৬
'কি-লাগি ছাড়াইলে ঘর, না জানোঁ উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু! কর উপদেশ ॥' ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (১৷১৷৩০-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা. ৯৷৪৷৬৩ ॥"

২২৩। **জিহ্বার লালস**—আহার্য্যের জন্য লালসা। **পরমার্থ**—অভীষ্টবস্তু, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। **রসের বশ**—ভোজ্যরসের বশীভূত।

আহার্য্যবস্তুর প্রতিই যাহার প্রবল লোভ, ঐ বস্তুতেই তাহার আবেশ জন্মে, ক্রমশঃ দৈহিক সুখের নিমিত্তই তাহাকে সর্ব্বদা বিব্রত হইতে হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর (রসের) অনুসন্ধানেই তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হয়, পরমার্থের অনুসন্ধান বহু দূরে সরিয়া পড়ে।

২২৪। এই পয়ারে আবার বৈরাগীর কর্ত্তব্যের কথা বলিতেছেন।

শাক-পত্র ইত্যাদি—কেবল উদর-ভরণের নিমিত্তই বৈরাগী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবেন না, তিনি সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, আর যখন যাহা জুটে, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদ্বারাই ক্ষুধা নিবারণ করিবেন, মাগিয়া যাচিয়াও যদি কিছু না জুটে, তাহা হইলে অরণ্যজাত শাক, পাতা, ফল, মূল খাইয়া জীবনধারণ করিবেন, তথাপি পরের মুখাপেক্ষী হইবেন না।

২২৫। **ইতি-উতি ধায়**—এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে। **শিশ্ন**—সন্তান-উৎপাদক ইন্দ্রিয়, উপস্থ। **শিশ্নোদর-পরায়ণ**—কামুক ও পেটুক। খাওয়ার নিমিত্ত এবং স্ত্রী-সঙ্গের নিমিত্ত যাহার বলবতী বাসনা আছে, তাহাকে শিশ্নোদর পরায়ণ বলে। এইরূপ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারে না। সংসারাসক্ত জীবে যত রকম বাসনা আছে, তন্মধ্যে ভাল খাওয়ার বাসনা এবং স্ত্রী সঙ্গের বাসনাই প্রধান। এই দুইটী দুর্দ্দমনীয়া বাসনার তাড়নাতেই জীব সংসারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কেবলমাত্র জড়দেহের সঙ্গেই এই দুইটী বাসনার সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, ভগবৎ প্রীতির সঙ্গেও ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই দুইটী বাসনার পরিপোষণই দুঃসঙ্গ, সুতরাং আত্মবঞ্চনা। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ২৷২৪৷৭০ ॥" এই দুইটী বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির কৃপালাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না, "ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ১৷২৷১৫ ॥" এজন্য বলা হইয়াছে, "শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"

২২৬। **কৃত্য**—কর্ত্তব্য।

২২৭। এই পয়ার রঘুনাথের উক্তি। স্বরূপদামোদরের নিকটেই রঘুনাথ এই কথা কয়টী বলিলেন। পয়ারে যে "প্রভু" শব্দটী আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। "প্রভু ঘরবাড়ী ছাড়াইয়া কেন আমাকে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা তো আমি জানি না। এখন আমার কর্ত্তব্যই বা কি, তাহাও জানি না, প্রভু কৃপা করিয়া আমায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিউন, ইহাই প্রার্থনা।" ইহাই রঘুনাথের উক্তির মর্ম্ম। স্বরূপের নিকট বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া এই কথা কয়টী প্রভুর চরণে নিবেদন করেন।

প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥ ২২৮
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আরদিনে—।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—॥ ২২৯
'কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানোঁ উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশ ॥' ২৩০
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩১
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহাস্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে ॥ ২৩২
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়—॥ ২৩৩
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২৮। স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা—স্বরূপদামোদরের দ্বারা এবং গোবিন্দ দ্বারা। সঙ্কোচবশতঃ রঘুনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে নিজে কোনও কথাই বলিতেন না, প্রভুর চরণে যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত, তিনি তাহা গোবিন্দের নিকটে, অথবা স্বরূপদামোদরের নিকটে বলিতেন এবং প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেন, তাঁহারাই রঘুনাথের কথা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিতেন। ৩৬।১২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৯। স্বরূপদামোদর রঘুনাথের কথা শুনিলেন, শুনিয়া একদিন রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভুর চরণে রঘুনাথের একটী নিবেদন আছে।" এই নিবেদনটী পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৩৪। "গ্রাম্যকথা না শুনিবে" হইতে "মানসে করিবে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উপদেশ। 'গ্রাম্যকথা না শুনিবে" ইত্যাদি পয়ারে ভজনের অনুকূল বাহ্যিক আচরণের উপদেশ দিতেছেন।

গ্রাম্যকথা—"গ্রাম্যকথা" বলিতে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বা স্ত্রী-সঙ্গ সম্বন্ধীয় কথাকেই বুঝায়। গ্রাম্যকথার উপলক্ষণে এস্থলে, যে-সকল কথার সঙ্গে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর কোনও সম্বন্ধ নাই, সে সকল কথাকেই বুঝাইতেছে। ২।২২।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলিলেন, "রঘুনাথ, কখনও গ্রাম্য-কথা শুনিবে না, কখনও গ্রাম্যকথা বলিবেও না", কারণ, গ্রাম্যকথা শুনিলে বা বলিলে মন ক্রমশঃ গ্রাম্যবিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে পারে, সুতরাং ভগবদ্‌বহির্মুখ হইয়া পড়িতে পারে। এই উপদেশের ধ্বনি এই যে, যেস্থানে গেলে গ্রাম্যকথা শুনার সম্ভাবনা আছে, তেমন স্থানেও যাইবে না। গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী কাহারও সঙ্গ করিতেন না—গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন। ২।৪।১৭১ ॥"

প্রভু আরও বলিলেন, "রঘুনাথ, ভাল জিনিস খাইবে না এবং ভাল কাপড় পরিবে না।" ভাল জিনিস বলিতে এস্থলে সুস্বাদু উপাদেয় জিনিসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর ভাল কাপড় বলিতে বিলাসিতাদ্যোতক সুন্দর বস্ত্রাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাল জিনিস খাইতে খাইতে বা ভাল কাপড় পরিতে পরিতে যথালাভে তৃপ্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়; ক্রমশঃ এমন একটা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, যখন আর মন্দ খাদ্য খাইতে বা মন্দ কাপড় পরিতে ইচ্ছা হয় না। ভাল খাদ্যে ও ভাল কাপড়ে আবেশ জন্মিয়া গেলে দৈহিক সুখের দিকেই মন ধাবিত হইবে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মনকে নিবিষ্ট রাখা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। ভাল খাদ্যে এবং ভাল পোষাকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

মহাপ্রসাদে "ভালমন্দ" বিচার-প্রসঙ্গ

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—সাধক ভক্ততো শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণে উত্তম দ্রব্য নিবেদন করিলে তাহা তো মহাপ্রসাদই হয়; মহাপ্রসাদরূপে উত্তম বস্তু আহার করিলে কিরূপে প্রত্যবায় হইতে পারে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিরূপে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে? মহাপ্রসাদ তো চিন্ময়-বস্তু। ইহার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী উক্তির উল্লেখ করা যায়। সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভিক্ষার জন্য যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু মনে করিয়াছিলেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে—সুতরাং সমস্তই মহাপ্রসাদ। কিন্তু প্রভু বলিলেন—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ। ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥ ২।৩।৬৭॥" প্রভু অবশ্য জীব শিক্ষার জন্যই ইহা বলিয়াছেন। প্রভুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়— উপাদেয় ভোজ্য মহাপ্রসাদ হইলেও সাধকের ইন্দ্রিয় দমনের অনুকূল নয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীও নানাবিধ উপাদেয় বস্তু গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীগোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু "রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন। পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন॥ ২।৪।৯০॥" অন্য কোনও উপকরণ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পুরী-গোস্বামীর আচরণও সাধক-জীবের শিক্ষার নিমিত্ত। কিন্তু ইহার হেতু কি? মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেও "ভাল না খাইবে" ব্যবস্থা কেন? শ্রীল রঘুনাথ দাসও মহাপ্রসাদব্যতীত অন্য কিছু অনিবেদিত দ্রব্য—আহার করিতেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—মহাপ্রসাদরূপে হইলেও উপাদেয় উপকরণ ভোজন করিলে 'কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ॥" এই উক্তির ধ্বনি এই যে—ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা যাঁহাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত উপাদেয় বস্তু গ্রহণেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, "ইতর-রাগ বিস্মারণ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত" গ্রহণেও তাঁহাদের "ইন্দ্রিয় বারণ" না হইতে পারে। ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তির পক্ষে মায়া ও মায়ার প্রভাব—ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যাদি দূরীকরণের শক্তি আছে। ভজনের প্রারম্ভেই এই ভক্তি কৃপা করিয়া সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন (২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিত্তে প্রবেশমাত্রেই চিত্তের সমস্ত মলিনতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় না—ক্রমশঃ হয়, প্রথমে রজস্তমঃ, তারপর সত্ত্ব দূরীভূত হয় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে পর্য্যন্ত চিত্তে কিছু না কিছু মায়িক গুণ থাকিবে, সে পর্য্যন্তই দেহসুখের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা (৩।৫।৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। দেহাবেশ হইতেই দেহসুখের বাসনা জন্মে এবং দেহসুখের বাসনাদি হইতেই অনর্থের উদ্‌গম। মধ্যলীলায় ২।২৩।৫ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (১।৩।২৭ ২৫ শ্লোক) বলেন, জাতরতি ভক্তের পক্ষেও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের চরণে অপরাধ জন্মিবার এবং চিত্তে মুমুক্ষা জন্মিবার এবং কৃষ্ণরতি রত্যাভাসে বা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতপ্রেম ভক্তের অনর্থ নিবৃত্তি পূর্ণা হইলেও পুনরায় অনর্থোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে। কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা প্রাপ্তিতেই অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে। ইহা হইতে অনুমিত হয়—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা প্রাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত জাতরতি—এমন কি জাতপ্রেম—ভক্তের চিত্তেও সময় সময় স্বসুখ বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। এই সুখবাসনা ভক্তের অনুষ্ঠিত ভক্তি-অঙ্গেও প্রতিফলিত হইতে পারে। সুখবাসনা মায়ার গুণজাত বলিয়া (৩।৫।৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এই বাসনা যখন ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইবে, তখন সেই ভক্তিও সাময়িক ভাবে গুণীভূতা হইয়া পড়িতে পারে। এই অবস্থায় ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির পুষ্টি সাধন না করিয়া দুর্ব্বাসনারই পুষ্টি সাধন করিতে পারে। এইরূপ অনুমানের হেতু এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায়॥ ২।১৯।১৪০-৪২॥"—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানেও অবস্থাবিশেষে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঠিক এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী উপাদেয় বস্তুও অবস্থাবিশেষে সাধকের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত করিতে পারে। স্বসুখ বাসনারূপ অনর্থহেতু মহাপ্রসাদের মহিমা সদ্যঃ প্রকাশিত হইতে পারে না, তাই ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্ব হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে, তখন অনেক সময় সূর্য্য দেখা যায় না। এই অবস্থায় ঘনঘটা সূর্য্যের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলা যায় না। সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণজালও শৈত্যগুণ প্রধান চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া শৈত্যগুণ ধারণ করে—চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণকেই আমরা চন্দ্রের কিরণ বলিয়া থাকি, এই চন্দ্রকিরণের শীতলতা দেখিয়া যদি তাহার মূল সূর্য্যকিরণকে কেহ শীতল বলিয়া মনে করে, তাহা হইবে ভ্রান্তি এবং তাহাতেই সূর্য্যকিরণ শীতল হইয়া যাইবে না। তদ্রূপ, ভক্তির স্বাভাবিক গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে হইলেও তাহাতে যখন জীবের দেহাভিমুখী মায়া বা মায়িক বাসনাদি প্রতিফলিত হয়, তখন বাসনার ধর্ম্মও সাময়িক ভাবে ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইতে পারে। ভক্তি তখন তটস্থা হইয়া থাকেন, তটস্থা থাকিয়া গুণীভূতা ভক্তিরূপে সাধকের বাসনা পূর্ত্তির আনুকূল্য বিধান করেন। ইহাই গৌণীভক্তির স্বরূপ (২।১৯।১২২-২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সূর্য্যরশ্মি সরল রেখাতেই গমন করে, কিন্তু তাহার অগ্রভাগে বক্র কোনও বস্তু ধরিলে বক্র ছায়ার সৃষ্টি হয়, সূর্য্যরশ্মির প্রভাবেই বক্র ছায়ার সৃষ্টি, কিন্তু ছায়া বক্র বলিয়া সূর্য্যরশ্মির গতিকে বক্র বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। কৃষ্ণাভিমুখী ভক্তির অগ্রভাগে দেহাভিমুখী বাসনাকে ধারণ করিলে বাসনানুরূপ ফলই পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণও তাই বলিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

বৈষ্ণব কখনও মহাপ্রসাদব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করেন না। মহাপ্রসাদ ভোজনই বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি। মহাপ্রসাদ হইল অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, চিন্ময় বস্তু অপরিমিত গ্রহণেও দেহাদির কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। তথাপি কিন্তু শাস্ত্রে বৈষ্ণবের একটী লক্ষণ বলা হইয়াছে—মিতভুক্ (২। ।৭৭)। বৈষ্ণব সর্ব্বদা পরিমিত আহার গ্রহণ করিবেন। ইহার হেতু এই। দেহে যতক্ষণ মায়ার গুণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ মহাপ্রসাদও পরিমাণের অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে দেহের পীড়া জন্মিতে পারে। তাই মিতভোজনের ব্যবস্থা।

অথবা—হেতু অন্যরূপও হইতে পারে। তাহা এই। প্রাকৃত জগতে যে-সমস্ত বস্তু আছে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও প্রায় সেসমস্ত বস্তু আছে। পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত জগতের বস্তু প্রাকৃত, আর চিন্ময় ভগবদ্ধামের বস্তু চিন্ময়, অপ্রাকৃত। স্বরূপগত এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাদের স্বাদাদি এক জাতীয়। চিনি-মিশ্রী উভয় স্থানেই মিষ্ট, নিম্ব উভয় স্থানেই তিক্ত, তেঁতুল উভয় স্থানেই অম্ল, লঙ্কা উভয় স্থানেই ঝাল। তাহাদের গুণাদিও এক জাতীয় হওয়ারই সম্ভাবনা, তবে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর গুণাদিতে শক্তি আদির কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে যে প্রাকৃত বস্তু উত্তেজক, ভগবানে নিবেদিত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিলেও তাহা উত্তেজকই থাকিবে। ভগবদ্ধামের চিন্ময় বস্তুর উত্তেজকত্ব পরিকরাদির পক্ষে ভগবৎ-সেবা বাসনার এবং ভগবৎ সেবারই পুষ্টিবিধান করে, তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, যেহেতু, তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনাই নাই। প্রাকৃত জগতের সাধক-ভক্তের মধ্যে কিঞ্চিৎ দেহাবেশ থাকে বলিয়া চিন্ময় মহাপ্রসাদরূপ উত্তেজক বস্তুও স্থলবিশেষে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপ, যে-বস্তুর অতিভোজনে দেহের গ্লানি জন্মে, দেহাবেশ থাকিলে মহাপ্রসাদরূপ সেই বস্তুর অতিভোজনেও সাধক ভক্তের দেহের গ্লানি জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনায় মহাপ্রসাদেরও অতিভোজনাদিতে অপকারিতার হেতুরূপ যাহা বলা হইল, তাহা একমাত্র অনুমানমূলক। অতিভোজনাদি যে অপকার-জনক, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, শাস্ত্রও বলিয়াছেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেই যদি "ভাল মন্দ" বিচার করিতে হয়, দেহের পীড়াদির ভয়ে যদি মিত-ভোজনের ব্যবস্থাই দিতে হয়, তাহা হইলে "মহাপ্রসাদে বিশ্বাস" রহিল কোথায়? উত্তর—মহাপ্রসাদে বিশ্বাস অতি উত্তম কথা। যাঁহার মহাপ্রসাদে বাস্তব বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভক্ত্যুত্থ দৈন্যবশতঃ তিনিও বোধহয় মহাপ্রসাদে নিজের অকপট বিশ্বাসের কথা বিশ্বাস করিবেন না। আরও একটী কথা বিবেচ্য। মহাপ্রসাদে বিশ্বাসের বহিরাবরণের অন্তরালে নিজের ভোগলালসা লুক্কায়িত আছে কিনা,

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। অনেক সময়ে সাধুর বেশেও গৃহে চোর প্রবেশ করিতে পারে। জাতপ্রেম ভক্তেরও যখন অনর্থোদ্গমের আশঙ্কা থাকে, তখন আত্মরক্ষার্থ যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত ভোজনই মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষার একমাত্র পন্থা নহে। কণিকাগ্রহণেও মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে, শ্রীল-হরিদাস ঠাকুর সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন (৩।১১।১৯)।

২৩৫। এই পয়ারে রঘুনাথকে প্রভু ভজনের উপদেশ দিতেছেন। রাগানুগীয়-ভজনের যে-বাহ্য ও অন্তর—এই দুইটী অঙ্গ আছে, সেই দুইটী অঙ্গের উপদেশই প্রভু দিতেছেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণের কথায় বাহ্য সাধক-দেহের ভজনের উপদেশ এবং ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসিক-সেবার কথায় অন্তর-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। ২।২২।৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণনাম বলিতে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি মুখ্যতঃ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের কথাই বলা হইতেছে, ইহাই কলির তারক-ব্রহ্ম নাম।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও প্রভু বলিলেন—নিজে অমানী হইয়া এবং অপরের প্রতি মানদ হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। অমানী হইয়া অর্থাৎ কাহারও নিকটে কোনওরূপ সম্মানের প্রত্যাশা না করিয়া, সমাজে যাহারা নিতান্ত হেয়, কিম্বা কোনও কারণে নিতান্ত ঘৃণিত, এমন কি যাহারা সম্পূর্ণরূপে সাধন-ভজনহীন, তাহাদের নিকটেও কোনওরূপ সম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে না, কারণ, এইরূপ করিলে সম্মান-প্রাপ্তি বিষয়ে মনের আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে ভক্তির বিঘ্ন হইবে। আর, সকলকেই সম্মান করিবে, নিতান্ত হেয়, নিতান্ত নিন্দিতকর্ম্মা ব্যক্তিকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিবে, এমন কি শৃগাল কুকুরাদিকে পর্য্যন্ত সম্মান করিবে—কারণ, প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীভগবান্ আছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ॥ ৩।২০।২০ ॥" "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি ॥—চৈ. ভা। অন্ত্য। ৩য় অ.।" এইরূপ করিতে পারিলেই নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান আসিবে, নিজের হেয়তা-জ্ঞান না আসিলে দম্ভমাৎসর্য্যাদি ভক্তির প্রতিকূল ভাবগুলি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে না—নিষ্কপট-ভজনও সম্ভব হইবে না, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণও সম্ভব হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, এক কৃষ্ণ-নামেরই যখন এতই গুণ যে—"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদকম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ১।৮।২২ ২৪ ॥"—তখন আর অমানী মানদ-আদি হওয়ার দরকার কি? "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" কোনও রকমে একবার কৃষ্ণ শব্দটী উচ্চারণ করিতে পারিলেই তো হইয়া যায়। উত্তর—একথা সত্য, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষেই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই প্রেমোদয় সম্ভব। যে চিত্তে পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ আছে,—"কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ১।৮।২৬ ॥" অপরাধী ব্যক্তির চিত্ত হইতে অপরাধকে অপসারিত করিবার নিমিত্তই অমানী মানদ হইয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া নামগ্রহণের ব্যবস্থা। অবশ্য রঘুনাথের চিত্তে যে অপরাধ ছিল, তাহা নহে—তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহার সাধনেরই কোনও প্রয়োজন ছিল না—জীব শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার সাধন, এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব-সাধারণের ভজনাঙ্গের উপদেশই দিতেছেন।

নামকীর্ত্তনের উপলক্ষণে প্রভু বোধ হয় নববিধা সাধন-ভক্তির উপদেশই করিলেন। নব-বিধা সাধনভক্তির মধ্যে নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, আবার "নববিধাভক্তি পূর্ণ হয় যাহা (নাম-সঙ্কীর্ত্তন) হৈতে। ২।১৫।১০৮ ॥" তাই নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে নববিধা ভক্তির অঙ্গী বলিয়া মনে করা যায় এবং অপর ভক্তি-অঙ্গকে তাহার অঙ্গ মনে করা যায়। অঙ্গীর

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ ॥ ২৩৬

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২)—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৩৭

পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥ ২৩৮

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সভায় করিল মিলন ॥ ২৩৯

সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সভা লঞা কৈল প্রভু বন্যভোজন ॥ ২৪০

রথযাত্রায় সভা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উল্লেখেই অঙ্গের উল্লেখ ধ্বনিত হয়। বাহ্য-সাধনে রঘুনাথ যে কেবল নামকীর্ত্তনই করিয়াছেন, আর কিছু যে করেন নাই, তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে এবং স্বরূপদামোদরের আদেশে তিনি শ্রীগিরিধারীর সেবা করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করিয়াছেন, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনাদি, ব্রজে-বাসাদি সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই করিয়াছেন। তাই মনে হয়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপলক্ষণে প্রভু সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের উপদেশই করিলেন।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—অন্তশ্চিন্তিত দেহে সর্ব্বদা ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবে, ইহা অন্তর-সাধন। ২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। বিশেষ—বিশেষ বিবরণ, কিরূপে অমানী-মানদ হওয়া যায়, কি প্রণালীতে মানসিক সেবা করিতে হয়, নামসঙ্কীর্ত্তনের উপলক্ষণে আর কি কি ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে ইত্যাদির বিবরণ।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৩৫ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩৮। অন্তরঙ্গ সেবা—অন্তঃ+অঙ্গ=অন্তরঙ্গ। হস্তপদাদি বা দেহ হইল লোকের বাহিরের অঙ্গ বা বহিরঙ্গ, আর চিত্ত হইল ভিতরের অঙ্গ বা অন্তরঙ্গ। চিত্তের যে সেবা, তাহাই হইল অন্তরঙ্গের সেবা, বা অন্তরঙ্গ-সেবা। যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার চিত্ত জানিয়া, অন্তরের ভাব বুঝিয়া যদি এমন কিছু করা যায়, যাহাতে তাঁহার চিত্তে উল্লাস জন্মিতে পারে, কিম্বা তাঁহার চিত্তস্থিত ভাবের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, অথবা তাঁহার চিত্তে দুঃখজনক কোনও ভাব থাকিলে তাহা যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে—তাহা হইলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা হইতে পারে।

রঘুনাথদাস স্বরূপদামোদরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন, ইহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল, তিনি কাহার অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর। প্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন স্বরূপ দামোদর তাহার অন্তর জানিয়া অন্তরস্থিত ভাবের অনুকূল পদাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন, এই জাতীয় সেবা-কার্য্যে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে রঘুনাথদাসও যোগ দিতেন। ১।১০।৯০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৯। হেন কালে—যে-সময়ে রঘুনাথ প্রভুর উপদেশানুযায়ী ভজন করিতেছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত। **সভায়**—সবায়, সকলকে, সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তকে। **করিল মিলন**—সাক্ষাৎ করিলেন, কোনও কোনও গ্রন্থে "কৈল নিমন্ত্রণ" পাঠান্তর আছে।

২৪১। করিল নর্ত্তন—কোনও কোনও গ্রন্থে "করিল কীর্ত্তন" পাঠান্তর আছে।

দেখি রঘুনাথের ইত্যাদি—রথ-যাত্রায় নর্ত্তনাদিতে প্রভুর অলৌকিক ভাব-বিকার এবং মাধুর্য্য-বিকাশ দেখিয়া রঘুনাথদাস বিস্মিত হইলেন।

রঘুনাথদাস যবে সভারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥ ২৪২
শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ—।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥ ২৪৩
তোমাকে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাকরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥ ২৪৪
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥ ২৪৫
সেই মনুষ্য শিবানন্দসেনেরে পুছিলা—।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা ?॥ ২৪৬
গোবর্দ্ধনের পুত্ত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ।
তার পরিচয় নীলাচলে আছে তোমার সাথ ?॥ ২৪৭
শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ?॥ ২৪৮
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম॥ ২৪৯
রাত্রিদিন করে তেঁহো নামসঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥ ২৫০
পরম বৈরাগ্য,—নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে-তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥ ২৫১
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে ঠাড়া (খাড়া) হয় আহার-লাগিয়া॥ ২৫২
কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করেন চর্ব্বণ॥ ২৫৩
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধনস্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥ ২৫৪
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্ত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥ ২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৪৩-৪৪। কহে বিবরণ—রঘুনাথের অনুসন্ধানে তাঁহার পিতা কি কি করিয়াছিলেন তৎসমস্ত শিবানন্দসেন রঘুনাথদাসকে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"রঘুনাথ, তোমার পিতা মনে করিয়াছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গেই নীলাচলে যাত্রা করিয়াছ তাই তিনি দশজন লোক আমার নিকট পাঠাইলেন, তাহাদের সঙ্গে আমার নামে একখানা পত্রও দিয়াছিলেন। তোমাকে যেন ঐ লোকদের সঙ্গে বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাই পত্রে ইহাই অনুরোধ ছিল। তাহারা ঝাঁকরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল তোমাকে আমাদের সঙ্গে না পাইয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।"

২৪৫। চারিমাস রহি—নীলাচলে চারিমাস থাকিয়া। **শুনি**—নীলাচল হইতে ভক্তগণের দেশে ফিরিয়া আসার সংবাদ শুনিয়া। **মনুষ্য পাঠাইলা**—শিবানন্দের নিকটে লোক পাঠাইলেন, রঘুনাথের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত।

২৪৬। পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল।

'মহাপ্রভুর স্থানে' হইতে 'তোমাদের সাথ' পর্য্যন্ত কয়টী কথা রঘুনাথের পিতার প্রেরিত লোক শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

২৫৩। কভু উপবাস ইত্যাদি—রঘুনাথ যেদিন কাহারও নিকটে কিছু প্রসাদ পাইতেন, সেইদিন তাহা আহার করিতেন। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেই দিন উপবাসই করিতেন। যেদিন প্রসাদান্ন না পাইয়া ছোলা আদি সামান্য কিছু পাইতেন, সেইদিন তাহাই চর্ব্বণ করিয়া খাইতেন—সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য—ভজন করিতেন।

২৫৪। গোবর্দ্ধনস্থানে—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাসের নিকটে।

২৫৫। দ্রব্য—খাওয়ার জিনিস, পরিবার কাপড়াদি এবং টাকা-পয়সাদি। **মনুষ্য**—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত লোক।

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৬
শিবানন্দ কহে—তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা ॥ ২৫৭
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমাসভাকারে সঙ্গে লঞা যাব ॥ ২৫৮
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর ॥ ২৫৯

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।৩, ৪)—
আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধির্নকস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥ ৪
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণ তুল্যকালং
তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যম্ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বাসুদেবদত্তস্য প্রিয়ঃ। শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেণ সততমবিরতং স্নিগ্ধঃ উদ্বেগরহিতঃ। নীলাচলে তিষ্ঠতঃ স্থিতিং কুর্ব্বতঃ কস্য জনস্য ন বিদিতঃ ন জ্ঞাতঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪

যো রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বলোকৈক-মনোভিরুচ্যা হেতুভূতয়া কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূরিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বলোকানাং যদেকং মন ঐকমত্যং তেনাভিরুচি স্তয়া সৌভাগ্যবিশেষভূঃ সা। কৃষ্যাদিকং বিনা যত্র শস্যাদ্যুৎপত্তিঃ সা অকৃষ্টপচ্যা। যস্যাং শ্রীরঘুনাথদাসভূবি তস্মিন্ প্রসিদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে যঃ প্রেমা স এব শাখী বৃক্ষঃ সমারোপণতুল্যকালং তস্মিন্নেব কালে ফলবান্ ভবতীতি শেষঃ। কিংভূতঃ অতুল্যঃ তুলনারহিতঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫৬। শিবানন্দের ঠাঞি—নীলাচলে যাওয়ার পথের সন্ধান জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের নিকটে পাঠাইলেন।

২৫৯। শ্রীল কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। সুমধুরঃ (সুমধুর স্বভাব) শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র) আচার্য্যঃ যদুনন্দনঃ (যদুনন্দন আচার্য্য), তচ্ছিষ্যঃ (তাঁহার শিষ্য) ইত্যধিগুণঃ (ইহাতে অধিগতগুণ—বিবিধ গুণের আকর) মাদৃশাং (আমাদের) প্রাণাধিকঃ (প্রাণাধিক) শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সতত-স্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু সতত স্নিগ্ধ—উদ্বেগশূন্য) স্বরূপপ্রিয়ঃ (স্বরূপদামোদরের প্রিয়) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যের সাগরতুল্য) রঘুনাথঃ (রঘুনাথ) নীলাচলে (নীলাচলে) তিষ্ঠতঃ (অবস্থানকারী) কস্য (কাহার) ন বিদিতঃ (বিদিত নহে) ?

অনুবাদ। মধুর-স্বভাব যদুনন্দন-আচার্য্য বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র। তাঁহার (যদুনন্দন-আচার্য্যের, শিষ্য বিবিধ গুণের আকর রঘুনাথদাস আমাদের প্রাণাধিক। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু সতত স্নিগ্ধ (উদ্বেগশূন্য), যিনি স্বরূপদামোদরের প্রিয় এবং যিনি বৈরাগ্যের সাগরতুল্য—সেই রঘুনাথকে জানে না, এমন লোক নীলাচলে কে আছেন ? ৪

শ্লো। ৫। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে রঘুনাথদাস) সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সকললোকের মনের সাধারণ একমাত্র প্রীতির বিষয় বলিয়া) কাচিৎ (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (অকৃষ্টপচ্যা—কর্ষণাদি-ব্যতীতই শস্যোৎপাদনে সমর্থা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন), যত্র (যাহাতে—যে সৌভাগ্যভূমিতে) অয়ং (এই) তৎপ্রেমশাখী (কৃষ্ণপ্রেমতরু) আরোপণ-তুল্যকালং (রোপণ-সম-কালেই—রোপণমাত্রেই) অতুল্যং (তুলনারহিতভাবে) ফলবান্ (ফলবান্ হইয়া থাকে)।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপ শ্লোক বর্ণিল ॥ ২৬০
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬১
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬২
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা।
দ্রব্য লঞা তিন জন তাঁহাই রহিলা ॥ ২৬৩
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। যে-রঘুনাথদাস সকল লোকের মনের সাধারণ প্রীতির বিষয় বলিয়া কোনও এক অনির্ব্বচনীয় অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণাদিব্যতীতই শস্যোৎপাদনে সমর্থা) সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন—যে-সৌভাগ্যভূমিতে (রঘুনাথদাসে) কৃষ্ণ-প্রেম-তরু রোপণ-সমকালেই অনুপম ফল ধারণ করিয়াছে। ৫

সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা—সর্ব্ব (সমস্ত) লোকের একমনের (একতাপ্রাপ্ত মনসমূহের—সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে) যে-অভিরুচি (প্রীতি) তদ্ধেতু, একবাক্যে সকলেই প্রীতির পাত্র মনে করে বলিয়া। **অকৃষ্টপচ্যা**—কর্ষণাদি (চাষ-দেওয়া আদি)-দ্বারা যাহাতে ফসল জন্মাইতে হয়, তাহাকে বলে কৃষ্টপচ্যা ভূমি, যাহা কৃষ্টপচ্যা নহে—কর্ষণাদি-ব্যতীতই কেবলমাত্র বীজ ফেলিয়া রাখিলেই যাহাতে ফসল জন্মে, তাহাকে বলে অকৃষ্টপচ্যা ভূমি, রঘুনাথদাস ছিলেন ঈদৃশী অকৃষ্টপচ্যা। **সৌভাগ্যভূঃ**—সৌভাগ্যভূমির তুল্য, সৌভাগ্যই ফলে যে ভূমিতে, যে ভূমিতে কেবল কৃষ্ণপ্রেমরূপ সৌভাগ্যই জন্মে, তাহাকে সৌভাগ্যভূমি বলা যায়, রঘুনাথদাস ছিলেন এইরূপ এক অপূর্ব্ব অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমির তুল্য, সাধারণ কৃষিকার্য্যাদিব্যতীতই তাহাতে সৌভাগ্যরূপ ফসল ফলিত, তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধন করিতে হয় নাই, প্রেমের বীজ তাঁহার চিত্তে পতিত হওয়া মাত্রেই তাহা ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে—**যত্র**—যে সৌভাগ্যভূমিতে, যে রঘুনাথদাসে **তৎপ্রেমশাখী**—সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সম্বন্ধে শাখী (কল্পতরু), কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরু, **আরোপণতুল্যকালং**—রোপণসময়েই, রোপণমাত্রেই ফলবান্ হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমের বীজটী কি? মহৎকৃপা বা ভগবৎ-কৃপার আশ্রিত ভজনাকাঙ্ক্ষা (২।১৯।১৩৩), রঘুনাথদাস উভয়ের কৃপাই পাইয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা এবং স্বরূপদামোদরের কৃপা—উভয়ই রঘুনাথের ভজনাকাঙ্ক্ষাকে তৎক্ষণাৎ ফলবতী করিয়াছে। এইভাবে কৃপাপ্রাপ্তি মাত্রেই যে-প্রেমলাভ, ইহা একটী **অতুল্য**—তুলনারহিত ব্যাপার, আর কাহারও ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

২৫৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

"যত্রায়মারোপণতুল্যকালম্"—স্থলে "যস্যাং সমারোপণতুল্যকালম্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ—একই।

২৬০। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকের নিকটে শিবানন্দসেন যাহা বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই কবি কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে শ্লোকাকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

২৬১। বর্ষান্তরে—অন্য বর্ষে, পরবর্ত্তী বৎসরে। **রঘুনাথের সেবক বিপ্র**—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাঁহার পিতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইজন সেবক এবং একজন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বোধ হয় রঘুনাথের জন্য পাক করিবার উদ্দেশ্যে।

২৬২। সেই বিপ্র ভৃত্য—সেই ব্রাহ্মণ এবং সেবকদ্বয়। **চারিশত মুদ্রা**—চারিশত টাকা।

২৬৩। রঘুনাথ পিতৃপ্রেরিত টাকাও গ্রহণ করিলেন না এবং সেবক ও বিপ্রের সেবাও গ্রহণ করিলেন না। টাকা-পয়সাদি লইয়া তাঁহারা তিনজন নীলাচলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল, দেশে ফিরিয়া আসিল না।

২৬৪-৬৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাইবার নিমিত্ত রঘুনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মত কপর্দ্দকশূন্য লোকের পক্ষে এই ইচ্ছা পূর্ণ করার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; তিনি

দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ ॥ ২৬৫
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল ।
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল ॥ ২৬৬
মাস-দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন—॥ ২৬৭
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ? ।
স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৬৮
'বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥ ২৬৯
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল ।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥ ২৭০
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ ।
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন ॥' ২৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিজেই যে ভিক্ষা করিয়া খায়েন। এক্ষণে, পিতা কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন দেখিয়া, তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন, দুইদিনের নিমন্ত্রণে প্রভুর নিমিত্ত যে মহাপ্রসাদ কিনিতে হয়, তাহাতে আটপণ কড়ি (আট আনা) লাগিত। গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের নিকট হইতে রঘুনাথ মাসে আটপণ কড়ি মাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নিজের জন্য একটি কড়িও না।

২৬৬। **এইমত**—মাসে দুইদিন করিয়া। **বর্ষ দুই**—দুই বৎসর। **পাছে**—দুই বৎসর পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করার পরে।

২৬৭। **মাস দুই** ইত্যাদি—দুই বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার পরে যখন দুই মাস অতীত হইয়া গেল, এই দুই মাসের মধ্যে একদিনও যখন প্রভু রঘুনাথের নিমন্ত্রণ পাইলেন না, তখন একদিন প্রভু স্বরূপদামোদরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৬৮। "রঘু কেনে" ইত্যাদি—ইহা প্রভুর উক্তি।

স্বরূপ কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন,—"প্রভু, রঘুনাথের মনে একটী বিচার উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।" বিচারটী পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬৯-৭১। "বিষয়ীর দ্রব্য" হইতে "এই মূঢ়জন" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে রঘুনাথের বিচার। রঘুনাথ ভাবিলেন —"আমি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমি জানি, এই নিমন্ত্রণে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না, কারণ, আমি বিষয়ীর অর্থদ্বারাই প্রভুর নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ক্রয় করি। যদিও ইহা আমার পিতার অর্থ, তথাপি ইহাতে প্রভুর প্রীতির সম্ভাবনা নাই, কারণ, আমার পিতা-জ্যেঠা সম্বন্ধে স্বয়ং প্রভুই বলিয়াছেন—তাঁহারা "বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়ের মহাপীড়া॥ ৩৬।১৯৫॥" তাঁহারা আমার পূজনীয়, আমি তাঁহাদের প্রতি বা তাঁহাদের অর্থের প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারি না সত্য, কিন্তু প্রভু যদি তাতে প্রীত না হয়েন, তাহা হইলে কেবল তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বশতঃ তাঁহাদের অর্থে প্রভুর অপ্রীতিকর কার্য্য করিবার আমার কি অধিকার আছে? প্রভুর প্রীতি-বিধানই আমার মুখ্য কর্ম্ম, পিতা-জ্যেঠার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন গৌণকর্ম্ম, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার হানি-ভয়ে যদি আমি তাঁহাদেরই অর্থে প্রভুর নিমন্ত্রণ করি, তবে প্রভুও তাতে প্রীত হইবেন না, সুতরাং তাতে তাঁহাদেরও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। ইহা আমার বাহ্যিক শ্রদ্ধা মাত্র, তাঁহাদের যাতে অনিষ্ট না হয়, আর প্রভুরও যাতে অপ্রীতি না হয়, তাহা করাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাতেই পিতা-জ্যেঠায় প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। এই অর্থদ্বারা আর প্রভুর নিমন্ত্রণ করিব না। বিশেষতঃ, প্রভুর নিমন্ত্রণের নিমিত্ত এই অর্থ গ্রহণ করিতে আমার চিত্তেরও প্রসন্নতা জন্মে না, ইহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। যে-কার্য্যে আমার নিজেরই প্রসন্নতা নাই, সেই কার্য্যদ্বারা প্রভুর সেবা করিতে গেলে প্রভুই বা কিরূপে প্রসন্ন হইতে পারেন? এখন দেখিতেছি, এইরূপ নিমন্ত্রণে

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল—॥ ২৭২
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৩
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৪
ইঁহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল ॥ ২৭৫
কথোদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবল আমার প্রতিষ্ঠামাত্রই লাভ হইতেছে—"রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ দেয়"—লোকের নিকটে এইরূপ একটি সুখ্যাতিমাত্রই আমার লাভ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও লাভ দেখিতেছি না। আমি নিতান্তই মূর্খ, নিতান্তই মোহান্ধ, তাই এতদিন এই তথ্যটী বুঝিতে পারি নাই, আর পরম করুণ প্রভুও কেবল আমারই অনুরোধে,—পাছে আমি মনে দুঃখ পাই, ইহা মনে করিয়াই আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে বাস্তবিকই তাঁহার মনে প্রীতি জন্মে না।"

২৭২। স্বরূপদামোদর বলিলেন, "প্রভু, এইরূপ বিচার করিয়া রঘুনাথ তোমার নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।" শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন।

২৭৩। "বিষয়ীর অন্ন" হইতে "আপনি ছাড়ি দিল" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন—"বিষয়াসক্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্তে মলিনতা জন্মে। মলিনচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি স্ফুরিত হয় না।" বাস্তবিক সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তব্যতীত অন্যচিত্তে শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি স্ফুরিত হইতে পারে না।

বিষয়ী—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি।

২৭৪। বিষয়ীর অন্নে চিত্ত মলিন হয় কেন, তাহাই প্রভু এই পয়ারে বলিতেছেন।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদাই দম্ভ অহঙ্কারাদি রজোগুণ সম্ভূত ভাব সমূহে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাদের চিত্তস্থিত ভাবসমূহ তাহাদের জিনিসেও সংক্রমিত হইয়া ঐ জিনিসকে দূষিত করিয়া ফেলে। সুতরাং ঐ দূষিত জিনিস যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চিত্তও মলিন হইয়া পড়ে। আর, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যাহা কিছু দান করে, তাহাই সাধারণতঃ দম্ভ-অহঙ্কারাদি রজোগুণ-সম্ভূত ভাবের দ্বারা, অন্ততঃ প্রতিষ্ঠার লোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই দান করিয়া থাকে, সুতরাং ঐরূপ দানে দাতার চিত্তে রজোগুণোদ্ভূত ভাবের মলিনতা জন্মিয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে দাতা ও ভোক্তা উভয়ের চিত্তই মলিন হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের ষোড়শ মালায় শ্রীল রুইদাস ঠাকুরের চরিত্র বর্ণন উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের একটী কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে ঐ কাহিনীটী দ্রষ্টব্য।

রাজস নিমন্ত্রণ—প্রাকৃত রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া (অর্থাৎ দম্ভ অহঙ্কারাদি বা প্রতিষ্ঠা-লোভাদিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া) যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ। "এই লোকটীকে নিমন্ত্রণ করিলে লোকে আমার প্রশংসা করিবে, অথবা এই লোকটী নিতান্ত দরিদ্র, খাইতে পায় না, আমি ধনী, আমি ইহাকে না খাওয়াইলে কে খাওয়াইবে" ইত্যাদি ভাবের বশীভূত হইয়া যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ।

২৭৫। এই পয়ারও প্রভুর উক্তি।

ইঁহার সঙ্কোচে—ইঁহার (রঘুনাথের) সম্বন্ধে সঙ্কোচবশতঃ, আমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে রঘুনাথের মনে দুঃখ হইবে, ইহা মনে করিয়া।

নিল—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

২৭৬। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর বাসায় গোবিন্দের নিকট হইতে পাঁচদিন মাত্র প্রসাদ পাইয়া রঘুনাথ

গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে—।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে ? ॥ ২৭৭
স্বরূপে কহে—সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা ॥ ২৭৮
প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥ ২৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর সেখানে যাইতেন না, রাত্রি দশ দণ্ডের পরে শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন। কিছুকাল এইরূপ দাঁড়াইয়া, রঘুনাথ তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, ইহার পর হইতে আর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন না, ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেন।

ছত্র—সত্র-শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে গরীব দুঃখী-দিগকে অন্ন বিতরণ করা হয়, তাহাকে ছত্র বলে। নীলাচলের ছত্র সমূহে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

২৭৭। প্রভু গোবিন্দের নিকট শুনিলেন যে, রঘুনাথ ছত্রে মাগিয়া খাইতেছেন। শুনিয়া একদিন স্বরূপদামোদরকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যই কি রঘুনাথ এখন আর ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না ?"

গোবিন্দের কথা যে প্রভু অবিশ্বাস করিয়াছেন তাহা নহে। তথাপি, রঘুনাথের আচরণ যে সঙ্গতই হইয়াছে, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য বিষয়টী উত্থাপনের সূচনাস্বরূপেই প্রভু আবার স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অথবা, রঘুনাথ কি আর মোটেই সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, না কি যে-দিন সিংহদ্বারে কিছু মিলে না, সেই দিনই ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খায়, ইহা নিশ্চিত রূপে জানিবার নিমিত্তই প্রভু স্বরূপের নিকটে কথাটীর উত্থাপন করিলেন।

২৭৮। এই পয়ার স্বরূপের উক্তি।

দুঃখানুভবিয়া—দুঃখ অনুভব করিয়া।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে স্বরূপ বলিলেন—"ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলে রঘুনাথের অত্যন্ত দুঃখ হয়, তাই এখন আর সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, মধ্যাহ্ন-সময়ে ছত্রে যাইয়া প্রসাদ মাগিয়া খায়।"

প্রশ্ন হইতে পারে, সিংহদ্বারে রঘুনাথের কিসের জন্য দুঃখ জন্মে ? সকল দিন প্রসাদ মিলে না বলিয়াই কি দুঃখ ? কখনও উপবাসী থাকিতে হয়, কখনও বা শুখনা চানা-আদি চিবাইয়া দিন কাটাইতে হয় বলিয়াই কি দুঃখ ? "কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥" উত্তর—কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিতে হয় বলিয়া রঘুনাথের দুঃখ হয় নাই। সিংহদ্বারে ভিক্ষালাভের নিমিত্ত দাঁড়াইলে মনের একটু চঞ্চলতা আসে বলিয়া এবং তজ্জন্য ভজনের বিঘ্ন হয় বলিয়াই দুঃখ। কিরূপে মনের চঞ্চলতা জন্মে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ও সংস্কৃত উক্তিতে প্রভুই বলিয়াছেন।

২৭৯। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি—ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা, বেশ্যার আচরণের তুল্য (বেশ্যার আচরণের মত ঘৃণিত ও পাপজনক নহে, বেশ্যার আচরণের তুল্য চিত্তের চঞ্চলতাজনক)।

বেশ্যা অর্থের লোভে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে, উদ্দেশ্য, তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গলাভের আশায় কোনও দুশ্চরিত্র লোক তাহার গৃহে আসিবে, তাহাকে কিছু অর্থ দিবে। রাস্তায় কোনও বিলাসী লোককে আসিতে দেখিলে বেশ্যা তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখে, মনে করে, এই লোকটী নিশ্চয়ই আমার গৃহে আসিবে। সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে করে, "লোকটী তো আসিল না, আচ্ছা আর একজন আসিতে পারে।" এইরূপে যত লোককেই বেশ্যাটী দেখিতে পায়, সকলের সম্বন্ধেই তাহার মনে এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাই তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু।

ভিক্ষার্থী হইয়া যিনি সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তাঁহার চিত্তেও এইরূপ আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমস্ত দিনের উপবাসের পরে মধ্য-রাত্রিতে যখন কোনও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তখন কোনও ব্যক্তিকে মন্দির হইতে আসিতে দেখিলে তিনি মনে করিতে পারেন, "এই ভক্তটী আমাকে কিছু প্রসাদ দিতে পারেন", তিনি যখন

তথাহি—

কিমর্থম্ ?—অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি,
অনেন ন দত্তম্, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি,
অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥ ৬
ইত্যাদি।

ছত্রে যাই যথালাভ উদর ভরণ।
মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮০
এত বলি পুন তারে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥ ২৮১
শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তাঁহা হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা ॥ ২৮২
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুইবস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ ২৮৩
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ২৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিছু না দিয়াই হয়তো চলিয়া গেলেন, তখন ভিক্ষার্থী মনে করিতে পারেন, 'ইনি তো দিলেন না, আচ্ছা অপর কেহ অবশ্যই দিবেন।' এইরূপে যত জন আসেন, সকলের সম্বন্ধেই এই জাতীয় আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে। ইহাতেই চিত্ত চাঞ্চল্য। আর যতক্ষণ কোনও লোক সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে, ততক্ষণ একান্তভাবে শ্রীনাম গ্রহণাদিও সম্ভব হয় না।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বেশ্যা দ্বারে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবে— এই ব্যক্তি আসিতেছে, এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিবে এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিল না, এই অপর একজন আসিতেছে, এ ই (আমাকে ধন) দিবে, এইব্যক্তিও (ধন) দিল না, অন্য একজন আসিবে, স (আমাকে ধন) দিবে। ৬

২৭৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮০। এই পয়ারও প্রভুর উক্তি। ছত্রে মাগিয়া খাইতে গেলে মনের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে গেলে কিছু না কিছু পাওয়া যাইবেই, আর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব উদর জ্বালা নিবারণ করিয়া মনের সুখে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন।

মনঃকথা—মনে মনে কথা বলা এই ভক্তটী আমাকে কিছু দিতে পারেন না, ইনি দিলেন না, ঐ যে ভক্তটী আসিতেছেন, উনি হয়ত কিছু দিবেন—ইত্যাদিরূপ চিন্তাজনিত মানসিক আন্দোলন। ছত্রে এ সব মানসিক আন্দোলনের সম্ভাবনা নাই।

২৮১। তাঁরে—রঘুনাথদাসকে। **প্রসাদ করিল**—(প্রভু) অনুগ্রহ করিলেন। কি অনুগ্রহ করিলেন? তাঁহাকে গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা দিলেন। **গোবর্দ্ধনের শিলা**—গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড, শ্রীগিরিধারী বিগ্রহ। **গুঞ্জামালা**—গুঞ্জা (কাইচ বা কুঁচ) ফলের মালা।

২৮২। গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা প্রভু কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। **শঙ্করারণ্য-সরস্বতী** শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, আসিবার সময়ে শিলা ও মালা শ্রীবৃন্দাবন হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রভুকে দিয়াছিলেন।

"শঙ্করারণ্য স্থলে 'শঙ্করানন্দ' পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২৮৩। পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা—গুঞ্জাফল সমূহকে পাশাপাশি গাঁথিয়া এই মালা তৈয়ার করা হইয়াছিল।

২৮৪। শিলা মালা পাইয়া প্রভু কি করিয়াছিলেন, তাহাই চারি পয়ারে বলা হইতেছে।

দুই অপূর্ব্ব বস্তু—গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা।

গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥ ২৮৫
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৮৬

এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥ ২৮৭
প্রভু কহে—সেই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গিরিরাজ-শ্রীগোবর্দ্ধনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অশেষবিধ লীলার মধুময়ী স্মৃতি বিজড়িত। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একরূপে শ্রীগোবর্দ্ধন স্বরূপে পূজোপকরণাদি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। গিরিরাজের তটদেশে সখাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ-লীলা করিতেন, গোবর্দ্ধনজাত ফল-মূলাদি সখাগণের সঙ্গে আহ্লাদের সহিত ভোজন করিতেন। এইস্থানে সুদৃশ্য ও সুগন্ধি পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কতভাবে সাজাইতেন, নিজেরাও সাজিতেন, সুগন্ধি ফুলের ও গুঞ্জাফলের মালা গাঁথিয়া প্রাণ-কানাইকে পরাইতেন, নিজেরাও পরিতেন। গিরিরাজের সীমান্তস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডে সখীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীভানুনন্দিনীর সহিত নাগরেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ কতই না মধুর লীলা করিয়াছেন, গিরিরাজের নির্জ্জন গুহা-প্রদেশে তাঁহারা কত কত রহোলীলা সম্পাদন করিয়াছেন। রসিকেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজস্থিত পুষ্পোদ্যান হইতে কুসুম-চয়ন করিয়া কতই না মোহনসাজে প্রাণেশ্বরীকে সাজাইয়াছেন, আবার সখীগণ-সমভিব্যাহারে প্রাণেশ্বরীও কতই না মোহনসাজে স্বীয় প্রাণবল্লভকে সাজাইয়াছেন—শ্বেত গুঞ্জামালায় সখীগণ কতই না সাধে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে সাজাইয়াছেন, আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনও কতই না সাধে প্রেয়সী-শিরোমণি ভানুনন্দিনীর পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে সযত্ন-গ্রথিত রক্ত-গুঞ্জাহার পরাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এই সমস্ত কারণেই গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে অতি অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া মনে হইয়াছিল।

স্মরণের কালে—ব্রজলীলা স্মরণের সময়ে, পূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন, আনুসঙ্গিকভাবে সাধক-জীব-সমূহকেও ভজনের আদর্শ দেখাইতেন।

গলে পরে গুঞ্জামালা—লীলা-স্মরণের সময়ে প্রভু গুঞ্জামালা গলায় ধারণ করিতেন—ব্রজলীলার উদ্দীপক বলিয়া।

২৮৫-৬। "গোবর্দ্ধনের শিলা" ইত্যাদি দুই পয়ার।

আর,—গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ডকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভু কখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কখনও নেত্রে ধারণ করিতেন, কখনও বা মস্তকে ধারণ করিতেন, আবার কখনও বা নাসাগ্রে ধারণ করিয়া শিলার ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে প্রভুর নেত্র হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু পতিত হইত, আর সেই অশ্রুতে শিলাখণ্ড সম্যক্‌রূপে ভিজিয়া যাইত। এই শিলাখণ্ডকে প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন, তাই তাঁহার এত প্রীতি। রাধাভাবে ভাবিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কলেবর সদৃশ এই শিলাখণ্ডকে কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেন না; তাই একবার বুকে, একবার চক্ষুতে, একবার মস্তকে ধারণ করিতেন, কিছুতেই যেন তাঁহার প্রাণের আকুল পিপাসা মিটিত না।

কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়—মৃগমদ ও নীলোৎপল একত্রে মিশ্রিত করিলে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তদপেক্ষাও চমৎকারপ্রদ, এই শিলাখণ্ডে প্রভু সেই চমৎকারপ্রদ সুগন্ধই অনুভব করিতেন। **কৃষ্ণকলেবর**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। (টী. প. দ্র.)

২৮৭। তুষ্ট হঞা—রঘুনাথের বৈরাগ্যদর্শনে তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া।

২৮৮। আগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা। বাস্তবিক এই জাতীয়

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন। অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্যাকুলতাই সেবার প্রাণ। এইরূপ ব্যাকুলতা না থাকিলে কোনও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই আশানুরূপ ফল শীঘ্র পাওয়া যায় না—ইহাই প্রভু এস্থলে ভঙ্গীতে জানাইলেন। প্রভু অন্যত্রও বলিয়াছেন "যত্নাগ্রহবিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ২।২৪।১৫৫ ॥"

২৮৯। এই শিলার—গোবর্দ্ধন শিলার। এই শিলাকে শিলামাত্র বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক মাত্র মনে না করিয়া সাক্ষাৎ "শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ" মনে করিয়াই পূজা করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ, বিগ্রহে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য নাই। "অরূপবৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রই তাঁহার প্রমাণ।

সাত্ত্বিক পূজন—যে-পূজায় রজঃ ও তমোগুণ পূজকের হৃদয়ে স্থান পায় না, তাহাই সাত্ত্বিক পূজা, সাত্ত্বিক পূজায় পূজকের চিত্তে দম্ভ অহঙ্কারাদির ছায়া পর্য্যন্তও থাকে না, থাকে কেবল হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত দৈন্য। প্রাকৃত রজস্তমোগুণ সম্যক্‌রূপ দূরীভূত হইলে থাকিবে কেবল প্রাকৃত সত্ত্ব, ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভজনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাকৃত সত্ত্বও দূরীভূত হইয়া যাইবে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখনই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে, এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণরূপাদির অনুভব সম্ভব হয়। হ্লাদিনী সংবিদ্ মিশ্রিত সন্ধিনীর সার অংশের নামই শুদ্ধসত্ত্ব—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু।

প্রশ্ন হইতে পারে—সত্ত্ব হইল একটী প্রাকৃত গুণ, সাত্ত্বিকীপূজা হইল গুণময়ী পূজা। গুণময়ী পূজাতে গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিরূপ হইতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে গুণময় সাত্ত্বিক পূজনের উপদেশ দিলেন কেন?

উত্তর—ভজনের প্রারম্ভে সাধকের চিত্তে প্রায়শঃই মায়িক তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ থাকে। তমঃ হইতেছে অন্ধকারময়, ইহার আবরণাত্মিকা শক্তি আছে, কোন্ কার্য্য জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য তাহা নহে—তাহা নির্ণয় করিবার বুদ্ধিকে ইহা আবৃত করিয়া রাখে, সুতরাং তমোগুণাচ্ছাদিত সাধক তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। রজোগুণের চিত্ত বিক্ষেপ জন্মাইবার শক্তি আছে। তাই রজোগুণ চিত্তের চঞ্চলতা জন্মায়, কোনও একটী বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা জন্মাইতে পারে না। সত্ত্বগুণ কিন্তু উদাসীন, ইহা তমোগুণের ন্যায় চিত্তকে আবৃতও করে না, রজোগুণের ন্যায় চিত্তকে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্তও করে না, তাই সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি কোনও এক বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন। অধিকন্তু সত্ত্বের স্বচ্ছতাগুণ আছে এবং চিত্তের প্রসন্নতাজনক গুণও আছে। তাই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইতে পারেন এবং নিজের পরমতম অভীষ্ট বস্তুর অনুভবও লাভ করিতে পারেন, অবশ্য এই অনুভব অনাবৃত নহে, স্বচ্ছ কাচের অপর পার্শ্বে স্থিত বস্তুর ন্যায় দর্শকের পক্ষে আবৃত—কাচের অপর পার্শ্বের বস্তু কাচের দ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত, সত্ত্বগুণের অপর পার্শ্বের বস্তু থাকে সত্ত্বগুণদ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত। অন্য বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া (ইহা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকৃপার উপর নির্ভর করিয়া যত্নপূর্ব্বক, "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে", এইরূপে অপর সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া) জীবের পরমতম অভীষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাতেই চিত্তের নিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টাপূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূজাই হইতেছে—সাত্ত্বিকী পূজা। এইরূপ চেষ্টা যাঁহার থাকে, স্বয়ং ভক্তিরাণীই তাঁহার চিত্তের সত্ত্বগুণকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করিবেন এবং পরে সত্ত্বকেও দূরীভূত করিবেন (২।২৩।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে মায়ার তিনটী গুণ অপসারিত হইলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে।

জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রঘুনাথদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবের প্রতি সাত্ত্বিক পূজনের উপদেশ দিয়াছেন। রঘুনাথদাস নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ (৩।৬।৪৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য); তাঁহার চিত্তে মায়ার কোনও গুণই নাই; তাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক, সুতরাং তাঁহার পূজা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা পূজা।

জলতুলসীর সেবায তাঁর যত সুখোদয।
ষোড়শোপচার-পূজায তত সুখ নয ॥ ২৯৬
এইমত কথোদিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপগোসাঞি তারে কহিল বচন— ॥ ২৯৭
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥ ২৯৮

তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান ॥ ২৯৯
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায এই ভাবনা করিল— ॥ ৩০০
শিলা দিযা গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিযা দিলা রাধিকাচরণে ॥ ৩০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৯৬। তাঁর—ব্রজেন্দ্র নন্দনের।

বিশুদ্ধ ভাবের সহিত, প্রেমের সহিত যদি কোনও ভক্ত কেবলমাত্র জল তুলসী দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যত সুখী হয়েন, প্রেম-শূন্য স্বসুখ বাসনা মলিন চিত্ত লইয়া ষোড়শোপচারদ্বারা কেহ সেবা করিলেও তত সুখী হয়েন না। "নানোপচারকৃত পূজনমার্ত্তবন্ধো প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য পেয়ে ॥ পদ্যাবলী। ১৩ ॥"

ষোড়শোপচার—আসনং স্বাগতং সার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ ॥ সুগন্ধসুমনো ধূপদীপ-নৈবেদ্যবন্দনম্। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ —আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—অর্চনায় এই ষোলটী উপচারের নাম ষোড়শোপচার। হ ভ বি ১১।৪৬॥" মতান্তর— আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্। স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপক ॥ প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরম। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্জনঞ্চৈব ষোড়শ ॥ আসন, আবাহন, পাদ্য ও অর্ঘ্য আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষা, গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ নমস্কার ও বিসর্জন—এই ষোড়শোপচার। হ ভ বি ১ ৪০॥ যদি কখনও কোনও উপকরণের অভাব হয় তাহা হইলে অনায়াসলব্ধ উপকরণ এবং মানস-কল্পিত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। 'ভক্ত্যানাক্ষোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা। ভক্তৈরর্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি ॥ হ ভ বি ১১।৫৫॥'

২৯৮। অষ্ট কৌড়ির খাজা-সন্দেশ—আটটা কড়ি দিয়া যে খাজা সন্দেশ কিনিতে পাওয়া যায় তাহা।

খাজা-সন্দেশ—খাজা সন্দেশ অথবা একপ্রকার সন্দেশ।

২৯৯। স্বরূপ-আজ্ঞায় ইত্যাদি—স্বরূপদামোদরের আদেশে গোবিন্দই খাজা সন্দেশ কিনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে প্রত্যহ আটটী কড়ি দিতেন অথবা আট কড়ির খাজাসন্দেশ আনিয়া দিতেন।

৩০০। গোসাঞির—শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **অভিপ্রায়**—ইচ্ছা। **গোসাঞির অভিপ্রায়** ইত্যাদি—কি উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাকে শিলা গুঞ্জামালা দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথ যাহা স্থির করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩০১। রঘুনাথ মনে করিলেন— গোবর্দ্ধন শিলা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের চরণেই অর্পণ করিলেন আর গুঞ্জামালা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীরাধিকার চরণেই অর্পণ করিলেন। এ অধমকে শিলা মালা দেওয়ার প্রভুর ইহাই অভিপ্রায়।" রঘুনাথ মনে করিলেন, ভবিষ্যতে শ্রীগোবর্দ্ধন আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীরূপে যুগল-কিশোরের সেবা করিবার ইঙ্গিতই বোধ হয় প্রভু তাঁহাকে দিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি করিয়াছিলেনও তাহাই।

এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনীয়োত্তম যুগলবস্তু-দানেন যুগল-ভজনমেবোপদিষ্টমিতি—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তম দুইটি বস্তু (যুগলবস্তু) দান করিয়া প্রভু যুগল-কিশোরের ভজনই উপদেশ করিলেন।"

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০২
অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৩

সাঢ়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে ॥ ৩০৪
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩০২। আনন্দে—প্রভুর কৃপা এবং শিলা-গুঞ্জামালার কথা ভাবিয়া রঘুনাথের আনন্দ।

কায়মনে সেবিলেন ইত্যাদি—যথাবস্থিত দেহে প্রভুর পরিচর্য্যাদিদ্বারা কায়িকী সেবা করিলেন এবং রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া প্রভু যখন ব্রজের ভাবে বিভোর হইতেন, তখন রঘুনাথ নিজেও ঐ সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চিন্তিত ব্রজস্বরূপে তাঁহার মানসিকী সেবা করিতেন, আর মনেও সর্ব্বদা প্রভুর সুখকামনা করিতেন, প্রভুর উপদেশানুযায়ী কাজ করিয়াও প্রভুর মনে সুখ উৎপাদন করিতেন।

৩০৩। এই পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী রঘুনাথের নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা বলিতেছেন। পাষাণের উপর অঙ্কিত রেখা যেমন কোন সময়েই লোপ পায় না, রঘুনাথের নিয়মও তদ্রূপ কোন সময়েই ভঙ্গ হয় নাই, ভজন-সম্বন্ধে তিনি যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই তাহা পালন করিয়াছেন, এক দিনের জন্যও একটী নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহার ভজন নিয়মের একটা দিগ্‌দর্শন পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩০৪। আট প্রহর দিবা-রাত্রির মধ্যে রঘুনাথ সাড়েসাত প্রহরই ভজন করিতেন, আহার এবং নিদ্রার জন্য মাত্র চারিদণ্ড সময় রাখিতেন। ভজনের আবেশে যে-দিন তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার নিদ্রাও হইত না—সেই দিন আহার-নিদ্রার অনুসন্ধানই থাকিত না।

স্মরণে—লীলা-স্মরণে, মানসিক সেবায়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "স্মরণের" স্থলে "স্মরণকীর্ত্তনে" এবং "সাড়েসাত" স্থলে "সার্দ্ধসপ্ত" পাঠ আছে।

সেহো নহে কোনদিনে—যে-দিন ভজনের আবেশে তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার নিদ্রাও হইত না।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারস্থলে নিম্নলিখিত পয়ার পাঠান্তর আছে -

"সাড়েসাত প্রহর শ্রবণ-কীর্ত্তন পূজায় যায়।
যে অর্দ্ধ প্রহর রহে, সেহো বাহ্যবৃত্তি নয় ॥"

রূপ-গুণ-লীলা-কথাদির শ্রবণে, শ্রীনামাদির কীর্ত্তনে এবং শ্রীগিরিধারীর পূজায় সাড়েসাত প্রহর ব্যয় হইত, আর যে চারিদণ্ড সময় বাকী থাকিত, তখনও তাঁহার বাহ্যবৃত্তি থাকিত না, আহারের সময়েও ভজনের আবেশ থাকিত, নিদ্রার সময়েও হয়ত লীলাদির স্বপ্নই দেখিতেন। রঘুনাথ প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিতেন, দশ সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন, এবং যখন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনবেলা শ্রীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করিতেন। "লক্ষ হরিনাম, দশ সহস্র বৈষ্ণবের প্রণাম। ১।১০।৯৭ ॥ তিন বেলা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ॥ ১।১০।৯৯ ॥"

৩০৫। এক্ষণে রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্যের কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন। রঘুনাথের যে বৈরাগ্য, তাহা শুষ্ক বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নহে, কৃষ্ণ-প্রীতির উন্মেষেই তাঁহার দৈহিক সুখ-ভোগের বাসনা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার এই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যে তাঁহার দেহে বা মনে তিনি কোনওরূপ কষ্টও অনুভব করেন নাই, বৈরাগ্য-অভ্যাসের উৎকট চেষ্টায় তাঁহার চিত্তও কঠিন হইয়া যায় নাই। তিনি জোর করিয়া বৈরাগ্যকে আনেন নাই; কৃষ্ণ-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ভজনের আনুকূল্য বিধান করতঃ তাঁহার সেবা করিয়াছে—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্যই স্বীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রঘুনাথের বৈরাগ্য একটী অদ্ভুত বস্তু—জগতের

তথাহি (ভা ৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতো র্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৭

প্রসাদভাত পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন-দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥ ৩০৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নন্বাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষা বিনিন্দ্রিয়লৌল্যে কো দোষঃ তত্রাহ আত্মানং পরং ব্রহ্ম চেৎ বিজানীয়াৎ জ্ঞানেন ধুতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য তস্য জ্ঞানিনো লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থ। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেদিতি। স্বামী। পরং দেহাৎ পৃথগ্ভূতম্। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জন্য অতিবাহিত করিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, কখনও একবার নিজের স্বরূপের দিকে তাকাইয়া দেখি নাই কখনও একবার নিজের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কথা ভাবি নাই। এমন হতভাগ্য আমি, এমন মোহান্ধ আমি—এখনও আমার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ঘুচিল না, এখনও আমার দেহে আত্মবুদ্ধি ঘুচিল না এখনও দেহের রক্ষার জন্য আমাকে আহারের অন্বেষণ করিতে হয়, এখনও দেহের শীতাতপ নিবারণের জন্য বস্ত্রাদির খোঁজ করিতে হয় যে দেহের সঙ্গে আমার স্বরূপের কোনও সম্বন্ধই নাই, এখনও আমি তাহার সেবাই করিতেছি—” ইত্যাদি বাক্যই নির্ব্বেদ বচন। এইরূপ নির্ব্বেদ বচনের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী “আত্মানং” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। আত্মানং চেৎ (আপনাকে) পরং (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া) বিজানীয়াৎ (যিনি জানিয়াছেন), জ্ঞানধুতাশয়ঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে), [স] (তিনি) কিমর্থং (কি অভিপ্রায়ে) কস্য বা হেতোঃ (কি নিমিত্তই বা) লম্পটঃ (দেহাদিতে আসক্ত হইয়া) দেহং (দেহকে) পুষ্ণাতি (পোষণ করেন) ?

অনুবাদ। যে জন আপনাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়াছে এবং জ্ঞানদ্বারা যাহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে সে জন কি অভিলাষে, কি নিমিত্ত দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করিবেন ? অর্থাৎ দেহাদি পালনে তিনি আসক্ত হয়েন না। ৭

৩০৭ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রঘুনাথ ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেন। কিছুকাল পরে, তিনি তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। বোধহয়, ইহাতেও পরাপেক্ষা আছে বলিয়াই—ছত্রে প্রসাদ পাইতে হইলে, ছত্রের মালিকদের বা কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা রাখিতে হয় বলিয়াই, তিনি ছত্রে যাওয়াও ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে কি ভাবে আহার সংগ্রহ করিতেন, তাহা “প্রসাদ ভাত” ইত্যাদি চারি পয়ারে বলা হইয়াছে।

সকলেই জানেন, পুরীতে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় হয়; দুই তিন দিনের বাসি হইয়া পচিয়া গেলে সেই অন্ন আর কেহ কিনে না, তাই দোকানদারগণ তখন ঐ পচা প্রসাদান্ন, সিংহদ্বারের বাহিরে গরুর সামনে ফেলিয়া রাখে, গরুগুলি তাহার কিছু খায়, কিছু খায় না। যাহা খায় না, তাহা পড়িয়া থাকে, এইরূপে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সেই প্রসাদান্নগুলি পচিয়া গলিয়া এমন দুর্গন্ধময় হয় যে, গরুগুলিও তাহা খাইতে পারে না। এইরূপে যে-গুলি গরুও খাইতে পারে না, রঘুনাথ সেই গলিত প্রসাদান্নগুলি সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিতেন এবং জলদিয়া ভাল রকমে ধুইয়া উপরের গলিত অংশ ফেলিয়া দিয়া মধ্যের যে শক্ত অন্নাংশ থাকে, তাহাই লবণ দিয়া মাখিয়া খাইতেন। এইরূপ পচা প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিতে কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হয় না, কাহারও কোনওরূপ ক্ষতিও হয় না।

পসারির—দোকানদারের। **সড়ি যায়**—পচিয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাকৃত বস্তু জড়, অচেতন, তাহাই পচিতে পারে, যাহা চিদ্‌বস্তু, তাহা পচিতে

সিংহদ্বারে গাবী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে ॥ ৩০৯
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া পেলে দিয়া বহু পানী ॥ ৩১০
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজিভাত পায়।
লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায় ॥ ৩১১
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥ ৩১২
স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমাসভায় নাহি দেও, কি তোমার প্রকৃতি ? ॥ ৩১৩
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আরদিন প্রভু আসি তাহাঁ কহিতে লাগিলা ॥ ৩১৪
কাহাঁ বস্তু খাও সভে, আমায না দেও কেনে ? ।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥ ৩১৫
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাথে ত ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে, বলি বলে কাটি নিলা ॥ ৩১৬
প্রভু কহে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই ॥ ৩১৭
এইমত রঘুনাথে বারবার কৃপা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩১৮
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারে না। মহাপ্রসাদ হইল চিদ্বস্তু, তাহা পচিবেই বা কেন, দুর্গন্ধময়ই বা হইবে কেন? উত্তর—বস্তুতঃ মহাপ্রসাদ চিদ্বস্তু, তাহা বিকৃতও হয় না, পচেও না, দুর্গন্ধময়ও হয় না। জীবের প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় বৃন্দাবনকেও যেমন প্রাকৃত স্থানের মত দেখায়, চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহকেও যেমন প্রাকৃত প্রতিমার মত দেখায়, তদ্রূপ চিন্ময় মহাপ্রসাদকেও প্রাকৃত অন্নের ন্যায় পচা বলিয়া, দুর্গন্ধময় বলিয়া মায়াবদ্ধ জীবের মনে হয়। নীলবর্ণের চশমা ধারণ করিলে শুভ্র শঙ্খকে বা দুগ্ধকেও যেমন নীলবর্ণ দেখায়, তদ্রূপ। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই মায়ার আবরণ আছে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া দেহীর বা জীবস্বরূপের যে-শক্তি বিকশিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আসে। রসস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য জীবস্বরূপের যে-বাসনা, তাহাও জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া প্রাকৃত সুখের বা প্রাকৃত রসের বাসনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিন্ময় মহাপ্রসাদে প্রাকৃত অন্নাদির লক্ষণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দোষেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন, প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতেই তাহা পচা এবং দুর্গন্ধময় বস্তুতঃ তাহা পচাও নয়, দুর্গন্ধময়ও নয়। তাহার সাক্ষী শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, তিনি বলিয়াছেন—এই মহাপ্রসাদ অপূর্ব্ব স্বাদবিশিষ্ট (৩।৬।৩১৭), স্বরূপ-দামোদরও এই প্রসাদকে পরম লোভনীয় অমৃতস্বরূপ বলিয়াছেন (৩।৬।৩১৩)। ইহাই মহাপ্রসাদের স্বরূপ। আগুন যেমন কখনও নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, চিন্ময় মহাপ্রসাদও নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পচিতে বা দুর্গন্ধময় হইতে পারে না।

৩০৯। **সিংহদ্বারে**—শ্রীজগন্নাথ অঙ্গনের সিংহদ্বারে। **গাবী-আগে**—গরুগুলির সামনে। **ডারে**—ফেলিয়া দেয়। **সড়া গন্ধে**—পচা গন্ধে **তৈলঙ্গা গাই**—এক জাতীয় গাই।

৩১০। **পাখালিয়া**—প্রক্ষালন করিয়া, ধুইয়া।

পানী—জল।

৩১১। **দৃঢ়**—শক্ত। **মাজিভাত**—ভাতের মধ্যস্থিত অংশ। **লোণ**—লবণ।

৩১২। **স্বরূপ**—স্বরূপ দামোদর। **করিতে দেখিল**—প্রসাদান্ন ধুইয়া খাইতে রঘুনাথকে স্বরূপ দেখিলেন।

৩১৯। **গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ**—শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু নামক রঘুনাথদাস-লিখিত একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌবাঙ্গস্তবকল্পতরোঃ (১১)—
মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুজনং কুৎসিতজনং পতিতং মাং যো মহাসম্পদ্দাবাৎ সকাশাৎ উদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্য সমর্প্য মুদিতঃ হৃষ্টঃ সন্ প্রিয়ং উরো গুঞ্জাহারং অপিচ গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স গৌরাঙ্গো হৃদয়ে মনসি উদয়ন্ প্রাদুর্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই শ্লোকে রঘুনাথ নিজেই তাঁহার প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) পতিতং (পতিত) কুজনং (ঘৃণিত কুৎসিত-জন) মাম্ অপি (আমাকেও) মহাসম্পাদ্দাবাৎ (মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে) অপি (ও) কৃপয়া (কৃপাবশতঃ) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া) স্বীয়ে স্বরূপে (নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপগোস্বামীর হস্তে) ন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়াছিলেন), প্রিয়ম্ অপি (নিজের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও) উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষঃস্থলস্থিত গুঞ্জাহার) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (এবং গোবর্দ্ধনশিলা) মে (আমাকে) দদৌ (দান করিয়াছিলেন) [সঃ] (সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। যিনি পতিত এবং ঘৃণিত আমাকেও (শ্রীরঘুনাথ দাসকেও) মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে কৃপাবশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধন শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। ৮

মহাসম্পদ্দাবাৎ—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তিরূপ) দাব (দাবানল) হইতে। গাছে গাছে ঘর্ষণে বনের মধ্যে আপনা-আপনি যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে বলে দাবানল। বিপুল-সম্পত্তিকে দাবানল তুল্য বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, বিপুল সম্পত্তির অধিকারীকে ঐ সম্পত্তির সংশ্রবে যে উদ্বেগ-অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহার জ্বালাও দাবানলের জ্বালার ন্যায় তীব্র, অসহ্য। অথবা, যে-বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠে, সেই বনে যেমন কোনও প্রাণী থাকিতে পারে না বা প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে-চিত্তে বিপুল সম্পত্তিসম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাদি বিদ্যমান, সেই চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা থাকিতে বা প্রবেশ করিতে পারে না। আবার, দাবানল যেমন বনের বাহির হইতে আসে না, বনের মধ্যেই যেমন তাহার জন্ম, তদ্রূপ বিপুল-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাদিও বাহির হইতে প্রায়ই আসে না, সম্পত্তির সংশ্রব হইতেই তাহার উদ্ভব।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ব" স্থলে "র" অর্থাৎ "মহাসম্পদ্দাবাৎ" স্থলে "মহাসম্পদ্দারাৎ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তি) এবং দারা (স্ত্রী) হইতে। রঘুনাথদাস বিপুল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাঁহার পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্য্যাও ছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই দুইটী বস্তুর প্রভাব হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই দুইটীর কোনও একটীই জীবকে সংসারে আসক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু গৃহে অবস্থান কালেও রঘুনাথ ছিলেন এই দুইটী বস্তুতে অনাসক্ত। তাঁহার পিতাই বলিয়াছেন—“ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম। এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥ দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে। চৈতন্যচন্দ্রের বাউল কে রাখিতে পারে॥ ৩।৬।৩৮-৪০॥” অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরমাসুন্দরী পত্নীর সান্নিধ্য থাকিয়াও রঘুনাথের চিত্ত এই দুইটীর একটীতেও লিপ্ত হয় নাই—ইহা কেবল তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপাবহ ফল। পরে প্রভুর কৃপাই ঐ দুইটী বস্তুর সান্নিধ্য হইতেও তাঁহাকে সরাইয়া নীলাচলে প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছে।

দারা শব্দ স্বভাবতঃই বহুবচনান্ত। এস্থলে সমাহার দ্বন্দ্ব একবচন হইয়াছে। মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ। এই উভয় হইতে একই সঙ্গে প্রভু রঘুনাথকে উদ্ধার করিয়াছেন।

অন্ত্য-লীলা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

আর বৎসর যদি গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সভারে মিলিলা ॥ ২

এইমত বিলসে প্রভু ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যেষামনুগ্রহমাত্রেণ পামরো নীচোঽপি অমরো ভবেৎ দেব ইব পূজ্যো ভবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন, বল্লভ-ভট্টের পাণ্ডিত্যগর্ব্বনাশ এবং তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা প্রকটনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যেষাং (যাঁহাদিগের) প্রসাদেন (অনুগ্রহে) পামরঃ অপি (পামর ব্যক্তিও) অমরঃ (অমর—দেবতাতুল্য পূজনীয়) ভবেৎ (হয়) [তান্] (সেই) চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল) সতঃ (সাধুগণকে) নৌমি (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের অনুগ্রহে অতি পামর ব্যক্তিও অমর দেবতুল্য পূজ্য হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল সাধুগণকে বন্দনা করি। ১

চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ—চৈতন্যের (শ্রীচৈতন্যদেবের) চরণরূপ অম্ভোজের (কমলের) মকরন্দ (মধু) লেহন করেন যাঁহারা, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণসেবার আনন্দ অনুভব করেন যাঁহারা, তাদৃশ গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ।

এই শ্লোকে গৌর-ভক্তের মহিমার কথা বলা হইয়াছে, গৌরভক্তের অনুগ্রহে অতি নীচবর্ণে সমুদ্ভূত—কিম্বা আচরণে অতি হীনব্যক্তিও দেবতুল্য পূজনীয় হইতে পারে। বস্তুতঃ গৌরভক্তগণ পতিত-পাবন।

এই পরিচ্ছেদে যে ভক্তমহিমা কীর্ত্তিত হইবে, এই শ্লোকে তাহারই পূর্ব্বাভাস দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোকের স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—

"শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমকরন্দলিহে ভজে। যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥"-অর্থ একই।

২। **আর বৎসর**—পরের বৎসরে। **"বর্ষান্তর"-পাঠান্তরও** দৃষ্ট হয়।

৩। **বিলসে**—বিহার করেন। **বল্লভ-ভট্ট**—প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন বল্লভ-ভট্ট, কাশীর নিকটবর্ত্তী আড়াইল গ্রামে বাস করিতেন। কাশীতে অবস্থানকালে ইঁহার প্রতি কৃপা করিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ২।৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

—৫/৪১

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৪
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা— ॥ ৫
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে ॥ ৬
তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি, ইথে নাহি আন ॥ ৭
তোমারে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হয় ইথে কি বিচিত্র ? ॥ ৮

তথাহি (ভা ১।১৯।৩৩)—
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২

কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন ॥ ৯
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন ॥ ১০
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সে-ই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ ১১
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যেষাং সংস্মরণাৎ যৎকর্তৃকাৎ যৎকর্ম্মকাদ্বা। গৃহা অপি কিং পুনঃ কলত্র পুত্র-দেহাঃ। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪। **ভাগবত-বুদ্ধ্যে**—ভাগবত (বৈষ্ণব) জ্ঞানে, ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানে।

৭। 'ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে "তোমার দর্শন পায় যেই সেই ভাগ্যবান্" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। যেষাং (যাঁহাদিগের) সংস্মরণাৎ (স্মরণে) পুংসাং (পুরুষের—লোকের) গৃহাঃ (গৃহাদি) সদ্যঃ বৈ (তৎক্ষণাৎই) শুদ্ধ্যন্তি (পবিত্র হয়), [তেষাং] (তাঁহাদিগের) দর্শন স্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ (দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং উপবেশনাদিদ্বারা) কিং পুনঃ (কি আবার—যে পবিত্র হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেবকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন:—যাঁহাদিগের স্মরণ মাত্রেই পুরুষের গৃহাদি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদিদ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। ২

যেষাং সংস্মরণাৎ—যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে—যে গৃহে বসিয়া স্মরণ করা হয়, সেই গৃহ (এবং যিনি স্মরণ করেন, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি) পবিত্র হয়, অথবা, যাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইলে (লোকের গৃহ, গৃহবাসী প্রভৃতি) পবিত্র হয়। পরমভাগবত শুকদেবের দর্শনাদিরই যখন ভক্তবৃন্দফল তখন ভগবদ্দর্শনের ফলের কথা আর কি বলা যাইবে ?

ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালনাদিদ্বারা যে লোক এবং লোকের গৃহাদি পবিত্র হইতে পারে—এমন কি ভগবানের স্মরণামাত্রেই যে লোক পবিত্র হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ৮-পয়ারোক্তের প্রমাণ।

৯। **কৃষ্ণ-শক্তি** ইত্যাদি—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিব্যতীত অপর কাহারও এমন শক্তি নাই, যাহাতে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইতে পারে। **তার প্রবর্ত্তন**—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন (প্রচার)।

১০। **তাহা**—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। **এই ত প্রমাণ**—তুমি যে কৃষ্ণ-শক্তি ধর, তাহার প্রমাণ।

১২। **কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, অন্য কেহ, এমন কি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও প্রেমদানে সমর্থ নহেন। মহাপ্রভু প্রেমদাতা, সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই ভট্টের প্রতিপাদ্য।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে,

(৫।৩৭) বিল্বমঙ্গলবচনম্—

সন্তবতার। বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ৩

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।

মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি বিষ্ণুভক্তি ॥ ১৩

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৪

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সমান।

অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥ ১৫

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।

কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ? ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৩। মায়াবাদী ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের দৈন্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ৩।৪।১৬৯ এবং ২।৮।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বল্লভ-ভট্টের নিকট প্রভুর এইরূপ দৈন্য প্রকাশ করার একটী গূঢ় উদ্দেশ্যও বোধহয় ছিল। এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী অংশ হইতে দেখা যাইবে, বল্লভ-ভট্ট একটী বড় অভিমান লইয়া এবার প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। "আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি। আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥ ৩।৭।৪১॥"—ভট্টের মনে এইরূপ একটী অভিমান ছিল। অন্তর্য্যামী প্রভু ইহা জানিয়া তাঁহারই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্ব-বিষয়ে নিজের দৈন্য দেখাইলেন এবং প্রভুর পার্ষদবর্গের—যাঁহাদের সিদ্ধান্তজ্ঞানাদি-সম্বন্ধে ভট্টের ধারণা বিশেষ উচ্চ ছিল না, সেই পার্ষদবর্গের—মহিমা প্রকাশ করিলেন।

১৪। প্রভু দৈন্য করিয়া বলিলেন, "আমার মন নির্ম্মল ছিল না; কেবল অদ্বৈত-আচার্য্যের সঙ্গ-গুণেই আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে।" প্রভু আরও বলিলেন—"অদ্বৈত-আচার্য্য সাধারণ জীব নহেন, তিনি মহাবিষ্ণু, সুতরাং ঈশ্বর তত্ত্ব।"

১৫। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য সম্বন্ধে আরও বলিলেন—"ভট্ট! সমস্ত শাস্ত্রেই অদ্বৈত-আচার্য্যের অসাধারণ অভিজ্ঞতা; তাঁহার মত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অপর কাহারও নাই। কেবল শাস্ত্র-জ্ঞানে অভিজ্ঞতা মাত্র নহে, শাস্ত্রের মর্ম্ম তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার আচরণও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রসম্মত; বাস্তবিক, কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই।" "মূল-ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত-অবতার তহিঁ অদ্বৈতগণন ॥ ১।৬।৯৮॥"

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈত—ন দ্বৈত, নাই দ্বৈত বা দ্বিতীয় যাঁহার, অদ্বিতীয়; সমস্ত-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতায় এবং কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার দ্বিতীয়স্থানীয় কেহ নাই বলিয়া—তিনিই অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। **আচার্য্য**—যিনি ভক্তিপ্রচার করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলে, "আচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ" (১।৬।৩ শ্লোক); ভক্তি-প্রচার-বিষয়েও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এইরূপে, শাস্ত্রজ্ঞানে, কৃষ্ণভক্তিতে এবং ভক্তি-প্রচার-কার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া তিনি "অদ্বৈত-আচার্য্য" বলিয়া খ্যাত।

"কৃষ্ণভক্ত্যে"-স্থলে "কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি" বা "কৃষ্ণপ্রেমভক্ত"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৬। প্রভু আরও বলিলেন—"ভট্ট! শ্রীঅদ্বৈতের বৈষ্ণবতা-শক্তির কথা কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারে না; অন্যের কথা তো দূরে, ম্লেচ্ছ পর্য্যন্তও তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে।" **বৈষ্ণবতা-শক্তি**—বৈষ্ণবত্ব-দানের (বৈষ্ণব করার) শক্তি। অথবা, বৈষ্ণবোচিত শক্তি।

নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ প্রেমের সাগর ॥ ১৭
ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ১৮
তেঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিযোগ সার ॥ ১৯
রামানন্দরায় মহাভাগবত-প্রধান।
তেঁহো জানাইল—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ॥ ২০
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৭। শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা বলিয়া এক্ষণে প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের মহিমা বলিতেছেন। "ভট্ট! শ্রীনিত্যানন্দকে দেখিতে যদিও অবধূতের মত দেখায়, তিনি কিন্তু জীব নহেন—তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয় কলেবর, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের মহাসমুদ্রতুল্য, সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যস্মৃতিশূন্য হইয়া থাকেন, কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও বা নৃত্য করেন—উন্মাদের অবস্থা, প্রেমে তিনি উন্মত্ত, মাতোয়ারা। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ।" ভঙ্গীতে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—"ভট্ট! শ্রীনিতাই-চাঁদের কৃপাতেই কৃষ্ণ-প্রেমলাভের কিছু সৌভাগ্য আমার হইযাছে।"

অবধূত ১।৫।১৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮-১৯। এইক্ষণে দুই পয়ারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহিমা বলিতেছেন।

"ভট্ট! সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয় দর্শনে সার্ব্বভৌমের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। এই ছয় দর্শনে তিনি সমগ্র জগতের গুরুস্থানীয়। কেবল ইহাই নহে—তিনি উত্তম ভাগবত (ভগবদ্-ভক্তিপরায়ণ)। সার্ব্বভৌমই কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিযোগের অবধি দেখাইলেন, কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের একমাত্র অভিধেয়, একমাত্র কর্ত্তব্য, ভক্তিযোগই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—সার্ব্বভৌমের কৃপাতেই তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।"

"ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু"-স্থলে "সর্ব্বশাস্ত্রে জগদ্গুরু"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **সর্ব্বশাস্ত্রে**—ষড়্দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্রে। **জগদ্গুরু**—জগতের সকলের অধ্যাপক-স্থানীয়। **প্রসাদে**—কৃপায়।

ভক্তিযোগের পার—ভক্তিযোগের সীমা, ভক্তিসম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব।

কৃষ্ণভক্তিযোগ সার—কৃষ্ণভক্তিযোগই যে সমস্ত সাধনের মধ্যে সার (শ্রেষ্ঠ), তাহা। তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিবেন কেন?

২০। এক্ষণে রামানন্দরায়ের মহিমা বলিতেছেন। "ভট্ট! রামানন্দরায় মহাভাগবতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংভগবান্, রামানন্দরায়ের নিকটেই আমি তাহা জানিয়াছি।"

"মহাভাগবতপ্রধান" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণরসের নিধান" পাঠান্তর আছে। **অর্থ**—রামানন্দ কৃষ্ণরসের নিধান বা আকর।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠ আছে—"রামানন্দরায় জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। তাতে প্রেম-নাম ভক্তি সব হৈল জ্ঞান॥" তাতে—তাঁহা হৈতে, রামানন্দ হইতে। অথবা, তাতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ একথা রামানন্দরায় জানাইয়াছেন বলিয়াই প্রেম-নাম ভক্তি-আদির সমস্ত তত্ত্ব আমি জানিতে পারিয়াছি। কৃষ্ণতত্ত্ববর্ণন উপলক্ষ্যে তিনি প্রেমতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্বও বলিয়াছেন। অথবা; তাতে—শ্রীকৃষ্ণে।

২১। তাতে প্রেমভক্তি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংভগবান্, এই তত্ত্ব বর্ণন উপলক্ষ্যে রামানন্দরায় আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত তত্ত্বই বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি কাম্যবস্তুর মধ্যে প্রেমভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থ-শিরোমণি। যত রকমের সাধন আছে, তাহাদের মধ্যে আবার রাগানুগামার্গের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥ ২২

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত, কেবলাভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। রাগমার্গের ভজনের মধ্যে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের ভজন আছে, এই চারিভাবের মধ্যে আবার মধুর ভাবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইতেছেন। দাস্যভাবের আশ্রয় রক্তক পত্রকাদি নন্দমহারাজের দাসবর্গ, সখ্যভাবের আশ্রয় সুবলাদি সখাবর্গ, বাৎসল্যভাবের আশ্রয় নন্দযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ এবং মধুরভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাবর্গ।

দাস সখ-গুরু ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "পরম মধুর সেই কান্তাশ্রয় যার।" পাঠান্তর আছে।

২৩। ভক্তি আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তি। এই দুই রকমের ভক্তির মধ্যে কেবলা বা শুদ্ধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। এই শুদ্ধাভক্তিদ্বারাই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় স্বয়ংভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তির দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না, ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের সেবা পাওয়া যায়। **ভাব**—ভক্তি।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত—যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। "শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন তিনি অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্তকোটি ভগবদ্ধামের একমাত্র অধীশ্বর, অনন্তকোটি ভগবৎ স্বরূপের একমাত্র মূল, তিনি আত্মারাম, পূর্ণতম ভগবান্—আর আমি অতি ক্ষুদ্র,'—এই জাতীয় ভাবই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত ভাব। তত্ত্বতঃ ইহা সত্য হইলেও এইরূপ ভাব যতক্ষণ হৃদয়ে থাকে, ততক্ষণ ভগবানের প্রতি ভক্তের মমতাবুদ্ধি গাঢ় হইতে পারে না—সুতরাং অবাধভাবে ভগবানের সেবাও চলিতে পারে না। এইরূপ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত সেবাতে ভগবান্ও প্রীত হয়েন না—"ঐশ্বর্য্যভাবেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥ আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ১।৪।১৬-১৭॥"

কেবলাভাব—কেবলা প্রেমভক্তি। যাহাতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত নাই, যাহাতে স্বসুখ বাসনার গন্ধ পর্য্যন্তও নাই এবং যাহা একমাত্র কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী, তাহাই কেবলা। কেবলা প্রেমভক্তির আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহাদের নিকটে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আধার স্বয়ংভগবানও সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া মনে করেন না নিজেদের পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের প্রেমের এমনি প্রভাব যে, তাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথাও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভুলিয়া যান, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেও তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন, তাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে করেন না, প্রীতি ও মমতার আধিক্যবশতঃ (অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাবশতঃ নহে) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অপেক্ষা হীন বা অন্ততঃ নিজেদের সমানই মনে করেন। তাঁহাদের এই জাতীয় প্রেমে শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। "আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। সেইভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ ১।৪।২০॥" এইরূপ ভাব কেবল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, অন্যত্র নহে, অন্য কাহারও মধ্যেও নহে। তাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নরলীল—কিন্তু দেবলীল বা ঈশ্বর লীল নহেন।

কেবলা-প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাই তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনার গাঢ়তাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাই ইত্যাদি—যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করেন, তাঁহারা শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপ শ্রীনারায়ণকে পাইতে পারেন। কারণ, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং

তথাহি (ভা. ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪

'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪

তথাহি (ভা. ১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৫

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা। ৪।১১॥" "আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে। তাকে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ ১।৪।১৮॥"

ঐশ্বর্য্যভাবের ভজনে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণস্বরূপে পরবর্ত্তী "নায়ং সুখাপঃ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৪৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৩-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪। "নায়ং সুখাপঃ" শ্লোকে বলা হইয়াছে, যাঁহারা "আত্মভূত," ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ভজনে তাঁহারাও যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না। এক্ষণে "আত্মভূত" শব্দের অর্থ কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

আত্মভূত-শব্দে ইত্যাদি—শ্লোকস্থ "আত্মভূত"-শব্দে ভগবৎ পার্ষদগণকে বুঝাইতেছে। আত্ম হইতে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হইতে) ভূত (অর্থাৎ প্রকটিত) যাঁহারা তাঁহারাই আত্মভূত, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বিলাস-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাকে পায়েন না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী ইত্যাদি—ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাস-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণও যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব থাকাতে, সুতরাং শুদ্ধমাধুর্য্য-মার্গের রীতি অনুসারে গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করাতে, তাহা পাইতে পারেন নাই। ইহার প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৪-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৫। শুদ্ধভাবে—কেবলা ভাবে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেমদ্বারা। **সখা**—সুবলাদি সখাগণ। সুবলাদির শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ কোনওরূপ সঙ্কোচাদিও তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান, নিজেদের ন্যায়ই রাখাল বলিয়া মনে করিতেন। তাই খেলার সময়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়িতেন। মমতাবুদ্ধির আধিক্যই ইহার হেতু। **ব্রজেশ্বরী**—যশোদা। **করিল বন্ধন**—দাম-বন্ধন-লীলার কথা বলা হইতেছে।

মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃ যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-বিষয়ে আপনা অপেক্ষা হীন মনে করিতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লালক মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে অসহায় দুগ্ধপোষ্য নির্ব্বোধ শিশু। তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত, তিনি তাঁহার তাড়ন, ভর্ৎসন, এমন কি, বন্ধন পর্য্যন্তও করিয়াছেন।

এই পয়ারে কেবলা প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। কেবলা-প্রেমের আশ্রয় সুবলাদি সখাবর্গ এবং ব্রজেশ্বরী যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে এমন ভাবেই পাইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের বশীভূত, অধীন; তাই তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেন—প্রীতির সহিত সুবলাদিকে কাঁধে

'মোর সখা' 'মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ২৬

তথাহি (ভা. ১০।১২।১১)—
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬

তথাহি (ভা. ১০।৮।৪৬)—
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবলাভাব প্রধান ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতেন, যশোদা-মাতার বন্ধন স্বীকার করিতেন। সুবলাদির স্কন্ধারোহণ এবং যশোদা মাতার বন্ধন যে তিনি "প্রীতির সহিত" অঙ্গীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই অঙ্গীকারই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্, ইচ্ছা করিলে বন্ধনাদি তিনি অঙ্গীকার না করিতেও পারিতেন, জোর করিয়া তাঁহাকে কেহই বন্ধনাদি অঙ্গীকার করাইতে পারিত না, এমন শক্তি কাহারও ছিল না, থাকিতেও পারে না। যদি বন্ধনাদিতে তাঁহার প্রীতি না হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহা অঙ্গীকার করিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র কেবলা প্রীতিরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত, এই পয়ারই তাহার প্রমাণ।

২৬। কেবলা প্রীতির আরও মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

মোর সখা—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, এই জ্ঞান সুবলাদি সখাগণের নাই, তাহারা জানেন—"শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সখা, আমাদের মতই গরুর রাখাল।"

মোর পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, এই জ্ঞান যশোদা-মাতারও নাই, তিনি জানেন—"শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, নিতান্ত অসহায়, শিশু, নির্ব্বোধ। আমি ছাড়া তাহার আর অন্য গতি নাই।"

উভয়েই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, উভয়েরই নিজেদের প্রতি যেমন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সাধারণতঃ মনুষ্যবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধির আধিক্যই ইহার হেতু। কেবলা প্রীতির এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণরূপ মাহাত্ম্য-বশতঃই শুকদেব গোস্বামী এবং ব্যাসাদি মহর্ষিগণ এই কেবলা-প্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী দুই শ্লোক এই প্রশংসার প্রমাণ।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক ২৫ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের এবং ২৬-পয়ারের "মোর সখা"-পদের প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২৮।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক ২৫ পয়ারের শেষার্দ্ধের এবং ২৬ পয়ারের "মোর পুত্র"-পদের প্রমাণ।

২৭। **ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো**—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইলেও। **শুদ্ধের**—শুদ্ধভাবযুক্ত ভক্তের, কেবলা-প্রীতির আশ্রয় যাঁহারা তাঁহাদের। **নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না।

কেবলা-প্রীতির বিলাসস্থল ব্রজে যে ঐশ্বর্য্য নাই, তাহা নহে। ব্রজের মাধুর্য্য যেমন অসমোর্দ্ধ ব্রজের ঐশ্বর্য্যও তেমনি অসমোর্দ্ধ। ঐশ্বর্য্য-বিকাশের প্রণালীও ব্রজে অদ্ভুত। অন্যান্য ধামে, ঐশ্বর্য্য আত্ম-বিকাশ করিতে ভগবানের ইচ্ছা বা আদেশের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু ব্রজে এইরূপ কোনও অপেক্ষা নাই—প্রয়োজন-স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তি আপনা-আপনিই যথোপযুক্তভাবে আত্মপ্রকট করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইলেও ব্রজপরিকর-গণ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না। ২।১৯।১৭২ পয়ারের এবং ২।২১।৯২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে ইত্যাদি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত-ভাব হইতে কেবলা-প্রীতির ভাব শ্রেষ্ঠ। কারণ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধিময় সঙ্কোচবশতঃ মমতাবুদ্ধি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণ আমারই, অপর কাহারও নহেন" এইরূপ মদীয়তাময় ভাবের অভাব হেতু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে প্রীতিপূর্ণ সেবা, মন-প্রাণ-ঢালা সেবা সম্ভব হয় না—কৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষরূপ মাখামাখিভাব, নিতান্ত আপনা-আপনি ভাব হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে

তথাহি (ভা ১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্ ॥ ৮

এসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মায়াবলোদ্রেকমাহ ত্রয্যা ইতি। ইন্দ্রাদিরূপেণ উপনিষদ্ভিঃ ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈঃ ভগবানিতি উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তম্। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেম শিথিল হইয়া যায় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের বশীভূতও হয়েন না, কিন্তু তিনি কেবলা প্রীতির সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া যায়েন—এত বশীভূত হইয়া যায়েন যে, তিনি তাঁহার ভক্তকে বাঁধে করিতে বা ভক্তের হস্তে বন্ধন স্বীকার করিতেও বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, এমন কি, কোনও কোনও সময়ে ভক্তের প্রেম ঋণে তিনি চিরকালের জন্য ঋণী থাকিয়াও আনন্দানুভব করেন। যে প্রীতিতে স্বয়ংভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা যায়, অথচ যে আয়ত্তাধীনত্বের ফলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অসমোর্দ্ধ আনন্দ অনুভব করেন, তাহাতেই প্রীতির উৎকর্ষাধিক্য একমাত্র কেবলা প্রীতিতেই ইহা সম্ভব তাই কেবলা-প্রীতিই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু পূর্বে ৩।৭।২১ পয়ারে যে বলিয়াছেন—"পঞ্চ পুরুষার্থ শিরোমণি। রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥" এই কয় পয়ারে তাহাই বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৯।৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের মৃদভক্ষণ লীলা-প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইল—ইন্দ্রাদি দেবগণেরও উপাস্য যিনি, বেদোপনিষদাদিও একমাত্র যাঁহার গুণমহিমাদিতে পরিপূর্ণ সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও বাৎসল্য বারিধি যশোদামাতা স্বীয় গর্ভজাত শিশুমাত্র মনে করিতেন। মৃদভক্ষণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রহ্মাণ্ডাদি দর্শন-উপলক্ষ্যে যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তখন এই ঐশ্বর্য্যকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন নাই, ইহাকে তিনি শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবোধ, অক্ষম শিশু, তাঁহার লালা—নিতান্ত অসহায়, তাঁহার কিরূপে এত ঐশ্বর্য্য থাকিবে?"—এইরূপই ছিল যশোদামাতার মনোভাব, এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য হইতে পারে কিনা—এই অনুসন্ধানও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। এইরূপই ছিল তাঁহার বিশুদ্ধ বাৎসল্যের প্রভাব। এই শ্লোক ২৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

২৮। রামানন্দরায়ের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে এই সকল কথা বলিয়া প্রভু বলিলেন,—"এই সকল গূঢ় তথ্য আমি রামানন্দের নিকটেই শিখিয়াছি। রসশাস্ত্রে রামানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষতঃ, তিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন পরম-ভাগবত। তাই এ সব তত্ত্ব আমাকে উপলব্ধি করাইতে পারিয়াছেন—ইহাই বোধ হয় প্রভুর বাক্যের ধ্বনি। বল্লভ ভট্টের শাস্ত্রজ্ঞানের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই রসতত্ত্ব জানা যায় না—ভজনে অভিজ্ঞতা এবং ভজনীয় বিষয়ে অনুভূতি থাকাও দরকার।

অনর্গল—অর্গলশূন্য। কপাটের হুড়কাকে **অর্গল** বলে। যে কপাটে হুড়কা থাকে না, তাহাকে অনর্গল কপাট বলে। ঘরের কপাটে হুড়কা না থাকিলে ঘরের মধ্যে যাইতে বা ঘর হইতে বাহির হইতে কোনও বাধা বিঘ্ন হয় না।

রসবেত্তা—রস শাস্ত্র বা রসতত্ত্বে অভিজ্ঞ।

অনর্গল রসবেত্তা—রস তত্ত্বে নির্ব্বাধ (বাধাশূন্য) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তত্ত্ব-বিচার উপলক্ষ্যে প্রতিপক্ষ কেহ যদি কোনও কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং বক্তা যদি তাহার মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলেই বক্তার যুক্তি-প্রণালীতে বাধা (অর্গল) পড়ে, কিন্তু যে কেহ যে কোনও প্রশ্নই উত্থাপন করুক না কেন, যদি প্রশ্ন-

দামোদরস্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্। যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুর রসজ্ঞান ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তা তাহার সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারেন, অথবা যদি তিনি এমন ভাবে তাঁহার যুক্তি প্রণালী প্রদর্শন করেন যে, নিজেই সকল রকমের সম্ভাবিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এমন ভাবে সে সমুদয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যে, আর কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, সুতরাং অপর কেহ কোনওরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বক্তার কথায় বাধা (অর্গল) জন্মাইতে পারে না—তাহা হইলে তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার অনর্গল (নির্ব্বাধ) অভিজ্ঞতা বলা যাইতে পারে।

অথবা, যেমন ঘরের কপাটে অর্গল দেওয়া না থাকিলে যে কেহই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের মধ্যের সমস্ত জিনিস দেখিয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ রামানন্দরায়ের রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এত অধিক, তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রণালী এতই প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ যে, যে কেহই অবাধে সেই যুক্তি-প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে।

অথবা, রসতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানন্দের অভিজ্ঞতা এত অধিক যে, তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কোনও প্রকারের সন্দেহরূপ বিঘ্নই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না।

এই সমস্ত কারণেই রামানন্দরায়কে "অনর্গল রসবেত্তা" বলা হইয়াছে।

প্রেমসুখানন্দ—প্রেমসুখই আনন্দ যাঁহার, তিনি প্রেমসুখানন্দ। প্রেমসেবা (অর্থাৎ কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ, তাহাই প্রেমসুখ। একমাত্র এই প্রেমসুখেই আনন্দ যাহার, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই যিনি নিজেকে সুখী মনে করেন, অন্য কোনও কার্য্যেই যাঁহার কোনওরূপ সুখ হয় না—তিনিই প্রেমসুখানন্দ। ইহাতে প্রীতিময়ী কৃষ্ণসেবায় রামানন্দের গাঢ় আবেশ বা তন্ময়তা এবং ঐরূপ আবেশের ফলে ভজনীয় বিষয়ে তাঁহার অনুভবানন্দই সূচিত হইতেছে। বাস্তবিক, রস-সম্বন্ধে যাঁহার কোনও অনুভব নাই, রসশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিলেও তিনি 'অনর্গল রসবেত্তা' হইতে পারেন না, ইহাই বোধ হয় প্রেমসুখানন্দ শব্দের ধ্বনি।

কোনও কোনও গ্রন্থে "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" স্থলে "সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ" পাঠান্তর আছে এবং এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত একটী অতিরিক্ত পয়ারও আছে—'কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব। রায় প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধভাব ॥ রায় প্রসাদে—রামানন্দরায়ের অনুগ্রহে।

ব্রজের শুদ্ধভাব—ব্রজ পরিকরদের কেবলা প্রীতি।

২৯। রামানন্দরায়ের কথা বলিয়া এক্ষণে স্বরূপ দামোদরের মহিমা বলিতেছেন।

দামোদরস্বরূপ ইত্যাদি—স্বরূপ দামোদর মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস—তিনি যেন প্রেমরসের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই যেন প্রেমরস গঠিত। ইহাদ্বারা স্বরূপদামোদরের অনির্ব্বচনীয় রসজ্ঞতা এবং ব্রজরসে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন আবেশই সূচিত হইতেছে। স্বরূপদামোদরকে যে মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস' বলা হইয়াছে ইহা আতিশয্যিক কথা নহে, তিনি ব্রজের ললিতা সখী, ললিতাদি সখীবর্গের সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও এ কথাই বলা হইয়াছে। **যাঁর সঙ্গে** ইত্যাদি—স্বরূপদামোদরের সঙ্গ প্রভাবেই ব্রজের মধুর-রস সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে।

রামানন্দ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস, আর"—এই সকল সম্বন্ধে রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভু অনেক তত্ত্ব শিখিয়াছেন, এই পয়ারে বলিতেছেন যে, মধুর-রস সম্বন্ধে গূঢ়-রহস্যের বিশেষ বিবরণ প্রভু স্বরূপ-দামোদরের নিকটে জানিয়াছেন। স্বরূপের নিকটে যে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে পরবর্ত্তী কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য—এই তার চিহ্ন ॥ ৩০

তথাহি (ভা. ১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৯

গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
প্রেমেতে ভৎসনা করে—এই তার চিহ্ন ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—"যাঁর প্রসাদে জানিল ব্রজের রস মূর্ত্তিমান্। তাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান ॥" অর্থ একই।

৩০। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলেই তাঁহাদের মধুরারতি মধুর-রসে পরিণত হইয়া রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণ হয়। তাই এই কয় পয়ারে মধুর রসের স্থায়ি-ভাব যে গোপী-প্রেম বা মধুরারতি, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন।

শুদ্ধপ্রেম—কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রেম, এই কৃষ্ণসুখেচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কোনওরূপ বাসনার সংস্পর্শ না থাকে, তবেই তাহাকে শুদ্ধপ্রেম বলে। অন্য বাসনাই হইল এই প্রেমের মলিনতা। **কামগন্ধহীন**—নিজের সুখের ইচ্ছাকে কাম বলে। "আত্মেন্দ্রিয়-সুখ ইচ্ছা তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১ ॥" গোপীদিগের প্রেমে আত্মেন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা তো নাইই, তাহার গন্ধ পর্য্যন্তও নাই। গোপীদিগের প্রেমে নিজের সুখের নিমিত্ত বাসনার ক্ষীণ আভাসটুকু পর্য্যন্তও নাই। **কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য**—গোপীদিগের প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল কৃষ্ণের সুখ। **এই তার চিহ্ন**—গোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণের সুখই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আর কিছুই কামনা করেন না, ইহাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সুখব্যতীত কোনও সময়েই নিজের সুখ কামনা করেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে পরবর্ত্তী "যত্তে সুজাত" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, কিশোরী গোপসুন্দরীগণের পীনোন্নত স্তনযুগল অত্যন্ত কঠিন—এত কঠিন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল পদযুগল তাহাতে স্পর্শ করাইলে পদযুগলে ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই তাঁহারা তাঁহার পদযুগলকে তাঁহাদের বক্ষে ধারণ করিতেও ভীতা হইয়া থাকেন—পাছে পদযুগলে ব্যথা লাগে, তাই ভীতি। সাধারণতঃ দেখা যায়, কিশোরী রমণীর স্তনযুগলে তাহার প্রাণবল্লভের স্পর্শ হইলে তাহার আনন্দ হয়, তাই কিশোরী সর্ব্বদাই স্বীয় বক্ষোদেশে প্রাণবল্লভের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকে। ব্রজসুন্দরীগণেরও যদি ঐরূপ স্পর্শসুখের কামনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদধারণে শ্রীকৃষ্ণের ব্যথা আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা কস্মিন্‌কালেও ভীতা হইতেন না—বরং আরও অধিকতর আগ্রহের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল স্ব-স্ববক্ষে ধারণ করিতেন। এইরূপ ভীতা হইয়াও তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল বক্ষে ধারণ করেন, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে—ঐরূপ আচরণে কৃষ্ণ সুখী হয়েন, কৃষ্ণ ইহা ইচ্ছা করেন, তাই তাঁহারা ইহা করেন। এইরূপ আচরণের উপলক্ষ্যে নিজেদের সুখের নিমিত্ত যদি ক্ষীণ বাসনাও তাঁহাদের অন্তঃকরণে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ভীতির কথা বলা হইত না।

শ্লো। ৯। অন্বয়।—অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ব্রজদেবীদিগের প্রেম যে কামগন্ধহীন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

৩১। পূর্ব্ব পয়ারে গোপী-প্রেমের একটী লক্ষণ বলা হইয়াছে এই যে, ইহা কামগন্ধহীন এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়। এই পয়ারে আর একটী লক্ষণ বলা হইতেছে—ইহা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন—শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্ সুতরাং মাননীয়, সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদার পাত্র—এই প্রতীতি গোপীদিগের ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, "তাঁহারা নিজেরাও মানুষ, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মতনই মানুষ;

তথাহি (ভা ১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতা
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১০

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি গোপরাজের তনয়, নিজেদেরই স্বজাতীয় একজন পরমসুন্দর যুবা পুরুষ"। তাঁহার রমণীমনোমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহারা আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাকেই তাঁহাদের প্রীতির একমাত্র পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনওরূপ সঙ্কোচ বা গৌরব বুদ্ধিই ছিল না—সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করার নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, তাই তাঁহারা নিজাঙ্গদ্বারাও তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্কোচ বা গৌরববুদ্ধি এমনভাবেই লোপ পাইয়াছিল যে, প্রীতির আধিক্যবশতঃ মানবতী হইয়া সময় সময় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা পর্য্যন্তও করিতেন।

প্রেমেতে ভৎর্সনা।—দুইভাবে একজন আর এক জনকে ভৎসনা করিতে পারে এক—বিদ্বেষবশতঃ, যেমন শত্রুকে লোকে তিরস্কার করে। আর—প্রীতির আধিক্যবশত, যেমন অন্যায় কার্য্যের জন্য সন্তানকে মাতা, কিম্বা স্বামীকে স্ত্রী তিরস্কার করে। গোপীগণ যে কৃষ্ণকে ভৎসনা করিতেন, তাহা বিদ্বেষবশতঃ নহে, প্রীতির বা মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ। কোনও ভাল জিনিস যদি পতিপ্রাণা স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে খাইতে দেন, আর যদি স্বামী তাহা না খায়েন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই পতিপ্রাণা স্ত্রীর মনে কষ্ট হয়, এবং সময় সময় এই কষ্ট এত বলী হয় যে, তাহা ক্রোধে পরিণত হয় এবং তিনি অভিমানভরে তাঁহার স্বামীকে তিরস্কার পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। স্ত্রীর এই তিরস্কার বিদ্বেষের ফল নহে, পরন্তু মমতাধিক্যের ফল। গোপীগণের তিরস্কারও এই জাতীয়। আবার, মহাভাববতী গোপীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মহাভাবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতেই, এমন কি, তাঁহাদের তিরস্কার শ্রবণেও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতি জন্মে সুতরাং তাঁহাদের তিরস্কারও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাধক বলিয়া, এই তিরস্কারও তাঁহাদের প্রেমেরই একটা বৈচিত্রীবিশেষ। তাই বলা হইয়াছে 'প্রেমেতে ভৎসনা।" এই ভৎসনার প্রবর্ত্তকও প্রেম, ইহার বিকাশেও প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতি।

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী 'পতিসুতান্বয়' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্লোকে দেখা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "কিতব—প্রবঞ্চক' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনাই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার প্রমাণ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে তিরস্কার করিতে পারা যায় না।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।৩৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীগণ যে প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। মধুর ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন।

সর্ব্বোত্তম—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার**—প্রীতিমূলক চারি ভাবের ভজনের মধ্যে মধুর ভাবের ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বভক্তি জিনি**—দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি প্রেমভক্তির সকলকে পরাজিত করিয়া। প্রীতির গাঢ়তায়, মমতার গাঢ়তায়, সঙ্কোচভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদায়কত্বে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি এই মধুর-ভাবের নিকটে পরাজিত, এই মধুর ভাব অপেক্ষা হেয়।

অতএব—মধুর-ভাবের ভজন, দাস্য-সখ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ইহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া।

তথাহি (ভা ১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাহভজন্ দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১১

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলাভাব পরমপ্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥ ৩৩
তেঁহো যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥ ৩৪

তথাহি (ভা ১০।৪৭।৬১)—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ আস্তাং তাবদ্গোপীনাং ভাগ্যং মম ত্বেতাবৎ প্রার্থ্যমিত্যাহ আসামিতি। গোপীনাং চরণরেণুভাজাং গুল্মাদীনাং মধ্যে যৎ কিমপি অহং স্যামিত্যাশংসা। কথম্ভূতানাম্। যা ইতি আর্য্যাণাং মার্গং ধর্ম্মঞ্চ হিত্বা। স্বামী। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণ কহে ইত্যাদি—মধুর ভাববতী গোপসুন্দরীদিগের প্রেমঋণের কোনওরূপ প্রতিদান দিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রেমে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।" পরবর্ত্তী "ন পারয়েহহং" শ্লোক ইহার প্রমাণ।

যেই প্রেম যত গাঢ়, সেই প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তত বেশী, সেই প্রেমেরই তত উৎকর্ষ। সুতরাং ভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতার তারতম্যদ্বারাই সেই ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির পরিমাণ জানা যায়। গোপীগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ব্বাতিশায়িনী, ইহাতেই বুঝা যায়, গোপীদিগের প্রেমের উৎকর্ষও সর্ব্বাতিশায়ী।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের নিকটে নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ।

৩৩। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে ইত্যাদি—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। উদ্ধবের দৃষ্টান্ত দিয়া কেবলা-প্রীতির প্রাধান্য দেখাইতেছেন। **উদ্ধব**—ইনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্ত ছিলেন। **তেঁহো**—উদ্ধব। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের মধ্যে উদ্ধবের মত ভক্ত আর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না কিন্তু সেই উদ্ধবও ব্রজগোপীদিগের প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আনুগত্য-প্রাপ্তির আশায় তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অপেক্ষা কেবলাপ্রীতির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে, এই প্রাধান্য অনুভব করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত উদ্ধব কেবলারতিমতী গোপীদিগের আনুগত্য প্রার্থনা করিতেন না। পরবর্ত্তী "আসামহো"-শ্লোক উদ্ধব সম্বন্ধীয় উক্তির প্রমাণ।

স্বরূপের সঙ্গে ইত্যাদি—গোপীগণের শুদ্ধ-প্রেম যে কামগন্ধহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে এবং দাস্যসখ্যাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহা স্বরূপ দামোদরের নিকটেই আমি শিখিয়াছি (ইহা প্রভুর উক্তি)।

শ্লো। ১২। অন্বয়। অহো (অহো)! বৃন্দাবনে (বৃন্দাবনে) আসাং (ইহাদের—এই ব্রজদেবীগণের) চরণরেণুজুষাং (চরণ রেণুসেবী) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্ম, লতা ও ওষধি সমূহের) কিমপি (কোনও একটী) স্যাম্ (হইতে পারি)—যাঃ (যাঁহারা—যে ব্রজদেবীগণ) দুস্ত্যজং (দুস্ত্যজ) স্বজনং (পতিপুত্রাদি স্বজন) আর্য্যপথং চ (এবং আর্য্যপথ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রুতিভিঃ (শ্রুতিগণকর্ত্তৃক) বিমৃগ্যাং (অন্বেষণীয়) মুকুন্দপদবীং (মুকুন্দের পদবী—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির মার্গ) ভেজুঃ (ভজন করিয়াছেন—আশ্রয় করিয়াছেন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। অহো! যে ব্রজদেবীগণ দুস্ত্যজ পতি পুত্রাদিরূপ স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণকর্তৃক অন্বেষণীয় (অতিদুর্লভ) মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির মার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণ-রেণু-সংসেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা ও ওষধি সকলের মধ্যে যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি। ১২

এই শ্লোক শ্রীউদ্ধবের উক্তি। মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ দর্শন করিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের চরণ ধূলি লাভ করিতে না পারিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই—ইহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের পদধূলি পাওয়ারও উপায় নাই, কারণ, শত প্রার্থনায়ও তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে পদধূলি দিবেন না, তাই অনেক বিচার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন—তিনি যেন বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা বা ওষধি সমূহের মধ্যে যে কোনও একটী রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ প্রার্থনার হেতু এই :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের আকর্ষণ এত অধিকরূপেই বলবান্ যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার বলবতী উৎকণ্ঠায় ইঁহারা অন্য সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন—ইহকাল-পরকাল, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা, মর্য্যাদাদি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া—পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনী-পতি আদি সমস্তের বাক্য এবং মমতাকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। প্রতি রাত্রিতে (এমন কি শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালেও প্রেমোন্মাদবশতঃ ব্রজে তাঁহার অনুপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া প্রতি রাত্রিতেই) ইঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত অভিসারে গমন করেন, তখন উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে ইঁহাদের সুপথ কুপথ বিচার থাকে না, পথ আছে কি নাই—সেই অনুসন্ধান ইঁহাদের থাকে না, বংশীস্বরকে লক্ষ্য করিয়া সোজাসোজিভাবে কেবল উধাও হইয়া ছুটিতে থাকেন, তখন পথে বা পথের ধারে বা পথবহির্ভূত বন প্রদেশে যে সকল গুল্ম, লতা বা ওষধি থাকে, তাহাদের সঙ্গে ইঁহাদের চরণ-স্পর্শের খুবই সম্ভাবনা থাকে, যদি উদ্ধব এ সমস্ত গুল্ম-লতাদির মধ্যে ক্ষুদ্র গুল্ম-লতাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহাদের চরণ-রেণুর স্পর্শ পাইয়া হয়তো ধন্য হইতে পারিবেন—এই ভরসাতেই উদ্ধব বৃন্দাবনস্থ লতা-গুল্মাদির মধ্যে একটী লতা বা একটী গুল্মরূপে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিলেন।

উদ্ধব বৃক্ষ জন্মলাভের প্রার্থনা করেন নাই, ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই :—বৃক্ষ সাধারণতঃ উচ্চ হয়, ব্রজসুন্দরীগণ চলিয়া যাওয়ার সময়ে বৃক্ষের মস্তকে তাঁহাদের চরণ স্পর্শের সম্ভাবনাও নাই, তাঁহাদের পদরজ বাতাসে উড়িয়া গিয়া বৃক্ষাদির মস্তকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং বৃক্ষ জন্ম লাভে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না, তাই তিনি বৃক্ষজন্ম প্রার্থনা করেন নাই। গুল্ম হয় অতি ক্ষুদ্র, লতা লম্বা হইলেও অধিকাংশস্থলে মাটিতেই লুটাইয়া থাকে, ওষধিও একরকম লতা—জ্যোতির্লতা (পরবর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য), বিপথে চলিয়া যাইবার সময় ইহাদের প্রত্যেকটীর মস্তকেই চরণ স্পর্শ হইতে পারে, অথবা, পথে চলিয়া যাওয়ার সময়েও পথিপার্শ্বস্থ তৃণগুল্ম-লতাদির মস্তকে চরণরেণু উড়িয়া গিয়া পড়িতে পারে, তাই উদ্ধব তৃণ-গুল্ম লতারূপে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

গুল্ম—স্তব, ক্ষুদ্রজাতীয় উদ্ভিদ্। **ওষধি**—জ্যোতির্লতা অথবা, ফল পাকিলে যে সমস্ত বৃক্ষ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে, যেমন কলাগাছ, ধানগাছ ইত্যাদি। এস্থলে কলাগাছ আদি অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ, কলাগাছ উচ্চ হয় বলিয়া, যাইতে পায়ে লাগে না। উদ্ধব **বৃন্দাবনেই** তৃণ-গুল্মরূপে জন্মিতে চাহিয়াছেন, অন্যত্র নহে, কারণ, অন্যত্র ব্রজসুন্দরীদের পদরজ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন না। **স্বজন**—পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা-আদি আপনজন, **আর্য্যপথ**—সদাচার-সম্মত পন্থা, বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, পাতিব্রত্য প্রভৃতি, এ-সমস্তকে **দুস্ত্যজ** বলা হইয়াছে, কারণ, লোক সাধারণতঃ এ-সমস্তের কোনওটীকেই উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ তৎসমস্তকেই ত্যাগ করিয়া

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত-প্রধান।
দিনপ্রতি লয় তেঁহো তিন লক্ষ নাম ॥ ৩৫
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥ ৩৬
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ৩৭
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥ ৩৮
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইঁহাসভার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গিয়াছেন—বিচার পূর্ব্বক ত্যাগ করেন নাই, বিচারের কথাও তাঁহাদের মনে জাগে নাই, প্রবল বন্যার সম্মুখে ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ব্রজদেবীদের অনুরাগোৎকর্ষের মুখে তাঁহাদের স্বজন-আর্য্যপথাদি কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহার খোঁজও তাঁহারা রাখেন নাই। **মুকুন্দ**—মু শব্দে মুক্তি এবং কু শব্দে কুৎসিৎ বুঝায়, দ শব্দে দাতা। মুক্তিও কুৎসিৎ বলিয়া পরিগণিত হয় যাহা পাইলে, তাহাকে বলে "মুকু", এবং তাহাই হইল প্রেম, কারণ, প্রেম-সুখের তুলনাতেই মুক্তিসুখ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য, এই "মুকু" (বা প্রেম) দান করেন যিনি, তিনিই মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যে **পদবী**—পন্থা, মার্গ, শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ মুক্তিতুচ্ছকর প্রেমপ্রাপ্তির যে পন্থা, তাহাই হইল **মুকুন্দ-পদবী**। সেই মুকুন্দপদবী কিরূপ? **শ্রুতিভিঃ বিমৃগ্যা**—শ্রুতি সমূহের অন্বেষণীয়া, ধ্বনি এই যে—অন্যের কথা তো দূরে, শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত যে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির পন্থার অন্বেষণ মাত্র করিতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই প্রেমভক্তি পন্থা, এতাদৃশ দুর্লভ বস্তু একমাত্র ব্রজদেবীগণই প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

৩৪-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩৫-৩৬। এক্ষণে শ্রীহরিদাসঠাকুরের মহিমা বলিতেছেন। প্রভু বলিলেন—"হরিদাসঠাকুরের কৃপাতেই আমি নামের মহিমা শিখিয়াছি।"

৩৭-৩৯। সর্ব্বশেষে, যাঁহারা জগতে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় ভক্তগণের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। প্রভু বলিলেন—"আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, শঙ্কর, দামোদর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবেই আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-ভাবে ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে সাধনমার্গের বেশ সুন্দর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জীবের ভাবে প্রভু বলিলেন—"আমার চিত্ত অত্যন্ত মলিন ছিল, ভক্তির ভাব আমার মনে মোটেই ছিল না, এমন কি, জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব ভাবের কোনও ধারণাও আমার ছিল না, অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় আমার চিত্ত নির্ম্মল হইল, প্রেমোন্মত্ত শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমের একটু আভাস পাইলাম। তারপর ষড়্‌দর্শনাচার্য্য সার্ব্বভৌমের কৃপায় জানিতে পারিলাম যে, যত রকমের সাধন-প্রণালী আছে, তন্মধ্যে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ, তারপর, মহাভাগবত রামানন্দরায়ের কৃপায় জানিতে পারিলাম, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ এবং প্রেম-ভক্তিযোগে সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি। রামানন্দ আরও জানাইলেন যে, প্রেমভক্তির সাধন আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবলা প্রীতিময়, তন্মধ্যে রাগমার্গে কেবলা-প্রীতিময় সাধনই শ্রেষ্ঠ—এই সাধনেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। এই রাগমার্গের সাধন আবার চারি প্রকার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। স্বরূপদামোদরের কৃপায় জানিতে পারিলাম যে, এই চারি রকমের প্রেমভক্তির মধ্যে মধুর ভাবের প্রেমভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই সাধ্য-শিরোমণি। তারপর হরিদাসঠাকুরের কৃপায় জানিতে পারিলাম, ঐ সাধ্যশিরোমণি লাভ করিবার নিমিত্ত যত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত মহানুভব বৈষ্ণবগণের কৃপাতেই আমার সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে, আর আচার্য্যরত্নাদি প্রেমভক্তিপ্রচারক গৌড়ীয় ভক্তগণের কৃপাতেই আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৪০
"আমি সে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥" ৪১
ভট্টের মনেতে ছিল এই দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হৈল সেই খর্ব্ব ॥ ৪২
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সভার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ-সভারে দেখিবার ॥ ৪৩
ভট্ট কহে—এসব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ?।
প্রভু কহে—ইহাঁই সভার পাইবে দর্শনে ॥ ৪৪

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন—।
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৪৫
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সভাসনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৪৬
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সভার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥ ৪৭
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভু ভোজন করাইলা ॥ ৪৮
পরমানন্দপুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিগে বৈসে সবে করিতে ভোজন ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪০। "আমিই সমস্ত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানি, আমার ন্যায় অপর কেহই জানে না, ভাগবতের অর্থও আমি যেরূপ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করি, অপর কেহ তদ্রূপ পারে না"—এইরূপ একটা দৃঢ় অভিমান বল্লভভট্টের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার এই গর্ব্ব চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রভু ভঙ্গীক্রমে সমস্ত ভক্তদের মহিমা বর্ণন করিলেন। ভট্টের মনে বোধ হয় এইরূপ ধারণা ছিল যে, প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেহই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এবং ভাগবতার্থব্যাখ্যানে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, তবে প্রভু এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই প্রভুর নিকট ভট্ট স্বকৃত ভাগবত-টীকা, কৃষ্ণনামের অভিনব ব্যাখ্যাদি প্রকাশ করিয়া প্রভুর প্রশংসাভাজন হওয়ার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বল্লভভট্ট বোধ হয় স্বীকার করিতেন, নচেৎ প্রভুর নিকটে নিজের বিদ্যাবত্তার যাচাই করিতে আসিতেন না। অন্তর্যামী প্রভু ভট্টের মনের ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভঙ্গীতে জানাইলেন—"ভট্ট! বৈষ্ণব সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু আমার পার্ষদ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও এক বিষয়ে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

৪১। ভট্টের হৃদয়ে কি কি বিষয়ে গর্ব্ব ছিল, তাহা এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৪২। **হৈল সেই খর্ব্ব**—ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ হইল। **দীর্ঘ গর্ব্ব**—দীর্ঘকালব্যাপী গর্ব্ব, অথবা খুব বড় গর্ব্ব বা অহঙ্কার।

৪৪। এই পয়ারের স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠ আছে :—"কোন্ প্রকারে পাই ইহা সভার দর্শনে ॥ প্রভু কহে—কেহো ইহা কেহো গঙ্গাতীরে। সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ইহাঁই রহেন সভে বাসা নানাস্থানে ॥ ইহাঁই পাইবে তুমি সভার দর্শনে ॥"

৪৫। **কৈল নিমন্ত্রণ**—আহারের নিমিত্ত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

৪৬। **ভট্টে মিলাইলা**—সকলের নিকটে ভট্টকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

৪৭। মহাপ্রভুর সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের দেহের অসাধারণ জ্যোতিঃ দেখিয়া বল্লভভট্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সূর্য্যের নিকটে জোনাকী পোকা যেরূপ নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাঁহাদের সাক্ষাতে ভট্টও তদ্রূপ হীনপ্রভ হইয়া গেলেন।

খদ্যোত-আকার—জোনাকী পোকার মত।

৪৮। **গণ-সহ**—প্রভুর পার্ষদগণের সহিত।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ ॥ ৫০
গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥ ৫১
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সভার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৫২
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥ ৫৩
মহাপ্রসাদ বল্লভভট্ট বহু আনাইল।
প্রভুসহ সন্ন্যাসিগণে আপনি পরিশিল ॥ ৫৪
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে 'হরিহরি'।
হরিহরিধ্বনি উঠে সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥ ৫৫
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সভার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৫৬
রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥ ৫৭
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৫৮
সাতজন সাতঠাঞি করেন নর্ত্তন।
'হরি বোল' বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৫৯
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৬০
দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভাল ॥ ৬১
তবে মহাপ্রভু সভার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ৬২
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়।
'এই ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ'—ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥ ৬৩
এইমত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৬৪
যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৬৫
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনে মহাপ্রভু! যদি করেন শ্রবণ ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫২। **প্রভুর ভক্তগণ**— কোনও কোনও গ্রন্থে "গৌড়ের ভক্তগণ" পাঠ আছে। **প্রত্যেকে সভার পদে**—বল্লভভট্ট এক এক জন করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবের পদে নমস্কার করিলেন।

৫৪। প্রভুকে এবং সন্ন্যাসিগণকে বল্লভভট্ট নিজেই মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিলেন।

পরিশিল—পরিবেশন করিলেন।

"প্রভু সহ" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা" পাঠ আছে।

৫৬। **গুবাক**—সুপারি। আহারান্তে সকলকেই ভট্ট মালা চন্দন দিয়া পূজা করিলেন, যাহারা পান খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পান সুপারিও দিলেন।

৫৭। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত। মধ্যের ১৩শ পরিচ্ছেদে রথযাত্রাদিনের কীর্ত্তনাদির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬১। **নাহি আপনা সম্ভাল**—ভট্টের আত্মস্মৃতি ছিল না।

৬৫। **যাত্রা অনন্তরে**—রথযাত্রার পরে।

কৈল নিবেদনে—ভট্টের নিবেদন পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণের মহিমা বর্ণন করিয়া প্রভু ভঙ্গীক্রমে বল্লভভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবার ভট্টের নিবেদন উপলক্ষ্যে সাক্ষাদ্ভাবেই তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে লাগিলেন।

৬৬। বল্লভভট্ট বলিলেন—"মহাপ্রভো! আমি শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু টীকা লিখিয়াছি, প্রভুকে কিছু শুনাইতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া প্রভু শুনিলে কৃতার্থ হইব।"

প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥ ৬৭

'কৃষ্ণনাম' বসি মাত্র কবিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৭। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"ভট্ট! ভাগবতের অর্থ আমি বুঝিতে পারি না, আমার তদ্রূপ সামর্থ্য নাই। ভাগবতের অর্থ শুনিবার অধিকারও আমার নাই।"

ভাগবতার্থ শুনিতে ইত্যাদি—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।", কেবল বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা, অথবা কেবল টীকার সাহায্যেই কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে ভক্তির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। "আমি ভক্তিহীন বলিয়া ভাগবতার্থ শ্রবণে অনধিকারী" ইহাই প্রভুর দৈন্যোক্তি। প্রভুর এই দৈন্যোক্তির ধ্বনি বোধহয় এইরূপ:—যাহার ভক্তি নাই, তাহার পক্ষে যখন ভাগবতের অন্য-কৃত অর্থও শুনার অধিকার নাই, তখন ভক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করিতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা মাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভট্টের চিত্তস্থিত গর্ব্বদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির অভাব, কারণ, যে চিত্তে ভক্তি আছে, সেই চিত্তে গর্ব্বের স্থান নাই। তাই, ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন।" এরূপ অবস্থায়, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা প্রণয়নে ভট্টের অধিকারই থাকিতে পারে না। অনধিকারীর কৃত টীকা শুনিয়া কোনও লাভ নাই।

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভট্টের টীকা না দেখিয়াও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই টীকা নিতান্ত অসার, বিশেষতঃ, তাঁহার অভিমান দেখিয়াও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

৬৮। প্রভু দৈন্য প্রকাশ করিয়া আরও বলিলেন—"ভাগবতের অর্থের আলোচনায় বা আস্বাদনে আমার অধিকার নাই বলিয়া তাহার আলোচনাদি করি না। বসিয়া বসিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামই গ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করি বটে, কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে আমি আমার নির্দ্দিষ্ট নাম-সংখ্যাও পূর্ণ করিতে পারি না।" এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে,—"ভট্ট! যদি নিয়মিতরূপে শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও হয়ত নামের কৃপায়, ভাগবতের অর্থ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সংখ্যাজপই পূর্ণ হয় না, সুতরাং তোমার টীকার মর্ম্ম গ্রহণের যোগ্যতা আমার নাই।"

প্রভুর উক্তির ধ্বনি বোধহয় এইরূপ:—শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে নিয়মিত রূপে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, বিশেষতঃ সংখ্যা-রক্ষা-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করা একান্ত আবশ্যক। এইভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্তে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে, তখনই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। শ্রীসনাতনাদি গোস্বামী পাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন, তাঁহাদের টীকা ভক্তবৃন্দের বিশেষ আদরের বস্তু। তাঁহাদের ভজনও আদর্শস্থানীয় ছিল, আটপ্রহর দিবারাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই তাঁহাদের ভজনে কাটিয়া যাইত, আহার-নিদ্রার নিমিত্ত মাত্র চারিদণ্ড সময় রাখিতেন। যে-দিন বিশেষ প্রেমাবেশ হইত, সেইদিন ঐ চারিদণ্ডও ভজনেই কাটিয়া যাইত।

এই কথোপকথনের সময়েও যদি ভট্টের চিত্ত হইতে অভিমান দূরে থাকিত, তাহা হইলেও প্রভুর উক্তির ধ্বনি হইতে তিনি বুঝিতে পারিতেন—"কেবল বিদ্যাবুদ্ধির জোরেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যেরূপ ভজনের প্রয়োজন, সেইরূপ ভজন তাঁহার ছিল না, শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে তাঁহার চিত্তের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার চিত্ত ভাগবতার্থ-স্ফুরণের যোগ্যতাও লাভ করে নাই। তাই তাঁহার কৃত টীকায় ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই। এজন্যই প্রভু ভঙ্গীতে তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।"

ভট্ট কহে—কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিযা তাহা করহ শ্রবণে ॥ ৬৯
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি ॥ ৭০

তথাহি নামকৌমুদ্যাম্—
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢিরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু প্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের সময়ও ভট্টের চিত্তে অভিমান ছিল, তাহার পরেও কিছুকাল এই অভিমান ছিল—পরবর্ত্তী পয়ারসমূহ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

সংখ্যা-নাম পূর্ণ ইত্যাদি—ভক্তভাবে প্রভু সংখ্যা নাম কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি থাকিত না বলিয়া বাস্তবিকই তাঁহার সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইত না।

৬৯। নিজের কৃত টীকায় বল্লভভট্ট কৃষ্ণনামের অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অর্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভুর মুখে যখন শুনিলেন যে, প্রভু বসিয়া রাত্রিদিন কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কৃত কৃষ্ণনামের অর্থের কথা মনে পড়িল এবং তিনি বোধ হয় ইহাও ভাবিলেন যে, 'প্রভু ভাগবতার্থ শুনেন না, কৃষ্ণনামমাত্র গ্রহণ করেন, ইহাতে বুঝা যায়, কৃষ্ণনামেই তাঁহার অত্যধিক প্রীতি, আমার কৃত কৃষ্ণনামের বিস্তৃত অর্থ শুনিলে নিশ্চয়ই প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইবে। এসব ভাবিয়াই বোধহয় ভট্ট বলিলেন—'প্রভু, আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের অনেক বিস্তৃত অর্থ করিয়াছি, আমি বলি, তুমি কৃপা করিয়া শুন।

ভট্টের মনে এখনও অভিমান পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে, নচেৎ তাহার টীকা শুনিতে প্রভুর অনিচ্ছা-প্রকাশের পরেও আবার ভট্ট প্রভুকে কৃষ্ণনামের অর্থ শুনাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন?

এই পয়ারের অন্বয়।—(আমার) ব্যাখ্যানে (টীকায়) কৃষ্ণনামের অর্থ বিস্তার করিয়াছি (বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি), (প্রভু) তুমি তাহা শ্রবণ কর।

৭০। প্রভু এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভট্টের প্রতি প্রকাশ্যে কোনওরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ভক্তভাবে নিজের দৈন্যই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভট্ট যদি সুবুদ্ধি হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, প্রভুর দৈন্যোক্তির মধ্যেই তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের বিদ্যা-বত্তাপ্রকাশে তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু ভট্ট প্রভুর উক্তির ভঙ্গী বুঝিতে পারিলেন না। অভিমানে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তিনি ইহা বুঝিবেনই বা কিরূপে? তাই অভিমানের প্রেরণায় তিনি আবার প্রভুর নিকটে কৃষ্ণনামের বিস্তৃত ব্যাখ্যার কথা উত্থাপন করিলেন। ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, ভট্টের এখনও চৈতন্য হয় নাই, তাই বোধহয় ভঙ্গীময়ী উক্তি ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবেই ভট্টের ব্যাখ্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন—স্পষ্টভাবেই প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।" "ভট্ট! তুমি বলিতেছ, তোমার টীকায় তুমি কৃষ্ণনামের অনেক প্রকার বিস্তৃত অর্থ করিয়াছ কিন্তু তোমাকে বলি—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ আমি মানি না (অর্থাৎ তোমার অর্থ আমি স্বীকার করি না) কৃষ্ণনামের একটী অর্থই আমি জানি এবং এই অর্থই আমি মানি (স্বীকার করি), কৃষ্ণনামের এই অর্থটীই মুখ্য অর্থ, ইহার অন্য অর্থ আমি স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থ।' (পরবর্ত্তী শ্লোক এই অর্থের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি তমালপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যিনি শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী, তাহাতেই কৃষ্ণনামের (রূঢ়ি) প্রসিদ্ধ অর্থ (পর্য্যবসিত)—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ১৩

তমাল-শ্যামলত্বিষি—তমালের ন্যায় শ্যামল (শ্যামবর্ণ) ত্বিট্ (দীপ্তি, কান্তি) যাঁহার তাঁহাতে।

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥ ৭১
'ফল্গু-বল্গন প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।'
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা ॥ ৭২
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে—শ্রীমতী যশোদার স্তন পান করেন যিনি, তাঁহাতে। **রূঢ়ি**—প্রসিদ্ধ অর্থ (২।৬।২৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। এই অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন', এই অর্থ। **নির্দ্ধার**—নিশ্চিত। **আর সব অর্থে** ইত্যাদি—এই অর্থব্যতীত কৃষ্ণনামের আরও যদি অনেক অর্থ থাকে, তবে থাকুক, সেই সমস্ত অর্থ বুঝিবার পক্ষে আমার অধিকার নাই। ইহা প্রভুর কৌশলপূর্ণ-উক্তি, "অন্য কোনওরূপ অর্থ আমি মানি না" ইহা বলাই প্রভুর অভিপ্রায়।

৭২। ফল্গু—অসার, নিরর্থক। এক রকম নদীকেও ফল্গু বলে। যে নদীতে জল নাই, জলের প্রবাহ নাই, আছে কেবল বালি, যাহার উপরেও দেখা যায় বালি, ভিতরেও দেখা যায় বালি, যাহাতে অতি সামান্যমাত্র জল কোনও রকমে বালি-রাশিকে ভিজাইয়া তাহার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া যায়—সেই নদীকে ফল্গু-নদী বলে। তাহার কারণ বোধ হয় এই:—প্রবাহোপযোগী জল এবং জলের প্রবাহই হইল নদীর বিশেষ লক্ষণ, নদীর সার বস্তু, তাহা যাহাতে নাই, তাহা নামে মাত্র নদী, অসার নদী, অর্থাৎ ফল্গু (অসার) নদী। **বল্গন**—ধাবন, গতি, প্রবাহ। **ফল্গু-বল্গন**—ফল্গু নদীর গতি বা জলপ্রবাহ। বাস্তবিক, ফল্গুনদীতে প্রবাহের উপযোগী জল থাকে না বলিয়া তাহাতে কোনও প্রবাহ থাকিতে পারে না, সুতরাং ফল্গু-বল্গন (অর্থাৎ ফল্গু নদীর প্রবাহ) অশ্বডিম্ব বা মনুষ্যশৃঙ্গের মত একটা অলীক কথা, নিরর্থক কথা।

ফল্গু-বল্গন প্রায় ইত্যাদি—বল্লভ ভট্টের কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ফল্গুর প্রবাহের ন্যায় একটা অলীক বা নিরর্থক কথা। নদীর বিশেষত্ব যেমন জলপ্রবাহ, সেইরূপ টীকার বিশেষত্বও হইল মূলের প্রকৃত অর্থ। তাহা যে টীকায় নাই, সেই টীকা টীকাপদবাচ্যই নহে, তাহাকে টীকা বলাও যা, ফল্গুনদীর প্রবাহ আছে বলাও তা, অশ্বের ডিম্ব বা মানুষের শৃঙ্গ আছে বলাও তাই—সমস্তই নিরর্থক কথা। বরং ফল্গুনদীতে যেমন জল বা প্রবাহ থাকে না, থাকে কেবল বালি, যাহা জলকে শোষণ করে এবং যাহা জলপ্রবাহে বিঘ্ন জন্মায়—তদ্রূপ ভট্টের টীকাতেও ভাগবতের প্রকৃত অর্থ নাই, আছে কেবল অনর্থক বাজে কথা, যাহা মূল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং যাহা প্রকৃত অর্থ প্রতীতির বিঘ্ন জন্মায়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ফল্গু-বল্গন প্রায়" স্থলে "ফল্গুর প্রায়" পাঠ আছে। এস্থলে "ফল্গুর প্রায়" অর্থ "অসার", অথবা ফল্গু-নদীতে যেমন নদীর সারবস্তু জলপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় কেবল বালি—তদ্রূপ ভট্টের টীকাতেও টীকার সারবস্তু মূলের প্রকৃত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় কেবল অসার বাজে কথা এবং কুসিদ্ধান্ত। তাই তাঁহার টীকা ফল্গুর প্রায়।

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইত্যাদি—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া টীকা না দেখিয়াও ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার টীকাও শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৭৩। প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্ট কিছু বিমনা হইলেন।

বিমনা—প্রভুর উপেক্ষায় দুঃখিত। **প্রভুবিষয়-ভক্তি** ইত্যাদি—প্রভুর কথায় ভট্টের কিছু দুঃখ হইয়া থাকিলেও, প্রভুর প্রতি কিন্তু তাঁহার একটু ভক্তি জন্মিয়াছিল। প্রভুর দৈন্য, কৃষ্ণনামে প্রভুর প্রীতি, কৃষ্ণনামের মুখ্য অর্থে প্রভুর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণ-নামে প্রভুর অনন্যচিত্ততা দেখিয়াই বোধ হয় প্রভুর প্রতি ভট্টের কিছু ভক্তি জন্মিয়াছিল। **প্রভুবিষয় ভক্তি**—প্রভুই বিষয় যে ভক্তির, প্রভুর প্রতি ভক্তি। **হইল অন্তর**—অন্তর (চিত্তে) হইল (জন্মিল),

তবে ভট্ট যাই পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঁই।
নানামত প্রীতি করি করে আসা যাই ॥ ৭৪
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৭৫
লজ্জিত হইয়া ভট্ট হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থান ॥ ৭৬
দৈন্য করি কহে—লৈল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥ ৭৭
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥ ৭৮
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
'কি করিব' একো করিতে না পারে নিশ্চয় ॥ ৭৯
যদ্যপি পণ্ডিত আর না করিল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তভু পড়ে করি বলাৎকার ॥ ৮০
আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
'এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ! লইলুঁ শরণ' ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অথবা, হইল অস্তর—দূর হইল। প্রভুর প্রতি ভট্টের পূর্ব্বে যে ভক্তি ছিল, প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া তাহা কিছু কমিয়া গেল। অভিমানের ফলে ইহা হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

৭৪। তবে—প্রভুর নিকটে উপেক্ষিত হইয়া। **পণ্ডিত-গোসাঞি**—গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। **করে আসা যাই**—আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন।

৭৫। বল্লভ ভট্টের টীকার প্রতি প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া নীলাচলের কোনও ভক্তই আর তাঁহার টীকা শুনিতে ইচ্ছা করিতেন না।

৭৬। পণ্ডিতের স্থান—গদাধর-পণ্ডিতের নিকটে। কেহই তাঁহার টীকা শুনিতেন না বলিয়া ভট্ট অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন। তাই, এই লজ্জানিবারণের একটা উপায় স্থির করিবার নিমিত্ত বল্লভভট্ট গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকটে যাইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

৭৭-৭৮। দৈন্য করি কহে ইত্যাদি—পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া ভট্ট অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন,—"পণ্ডিত, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আশ্রিত জ্ঞানে তুমি আমাকে কৃপা কর, কেহই আমার টীকা শুনিতেছে না, লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি, কৃপা করিয়া তুমি আমার জীবন রক্ষা কর। আমি কৃষ্ণনামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, কৃপা করিয়া তুমি যদি তাহা শুন, তাহা হইলেও আমার লজ্জা দূর হইতে পারে আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে। নচেৎ আমি আর কাহারও নিকটে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। এই অপমান অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

৭৯। সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত—ভট্টের কথা শুনিয়া পণ্ডিত-গোস্বামী মহাসঙ্কটে পড়িলেন। ভট্টের টীকা প্রভু শুনিলেন না, নীলাচলে যত ভক্ত আছেন, তাঁহাদের কেহও শুনিলেন না, পণ্ডিত কিরূপে শুনেন? তিনি কি করিবেন, ভট্টের টীকা শুনিবেন, কি না শুনিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

৮০। যদ্যপি ইত্যাদি—যদিও পণ্ডিত গোস্বামী ভট্টকে অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহার টীকা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, তথাপি ভট্ট তাঁহার নিকটে যাইয়া পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলপূর্ব্বক নিজের টীকা পড়িতে লাগিলেন। **পড়ে**—নিজের টীকা পড়িয়া শুনায়। **বলাৎকার**—বলপূর্ব্বক, পণ্ডিতের অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

৮১। ভট্টের আচরণে গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। ভট্টকে নিষেধও করিতে পারেন না, অথচ তাঁহার টীকা শুনিতেও পারেন না। বল্লভ-ভট্ট সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিজ্ঞ পণ্ডিত, কিরূপে তাঁহাকে নিষেধ করেন? বিশেষতঃ স্বভাব-বিনীত পণ্ডিত-গোস্বামীর লজ্জাও অত্যন্ত অধিক। তাই তিনি স্পষ্ট-কথায় ভট্টকে নিষেধ করিতে পারেন না, আবার তাঁহার টীকাও শুনিতে পারেন না—প্রভু শুনেন নাই, প্রভুর ভক্তগণ শুনেন নাই, তিনি কিরূপে শুনেন? তিনি ভট্টের টীকা শুনিতেছেন, ইহা জানিলে প্রভু কি মনে করিবেন? প্রভুর কথা যাহাই

অন্তর্য্যামী প্রভু অবশ্য জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ ॥ ৮২

যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে করে প্রণয়-রোষ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হউক, প্রভু অন্তর্য্যামী, পণ্ডিতের অন্তরের ভাব জানিয়া প্রভু তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু প্রভুর পার্ষদভক্তগণ তো তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না। ইত্যাদি-ভাবিয়া পণ্ডিত অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কেবল মনে মনে কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করিলেন—"হে কৃষ্ণ! হে বিপদ ভঞ্জন! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, বিপদে পড়িয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। কৃপা করিয়া আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হয়, ভট্টকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দেও, না হয়, আমি কি করিব, তাহা আমার চিত্তে জানাইয়া দেও।"

আভিজাত্যে—বল্লভভট্টের বিদ্যা ও কুলের কথা ভাবিয়া এবং নিজের লজ্জায়। **নিষেধন**—নিষেধ।

৮২। অন্তর্য্যামী প্রভু ইত্যাদি—গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী মনে মনে বিচার করিলেন—"প্রভুর জন্য ততটা ভয় নাই, কেননা, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি আমার মনের ভাব জানিতে পারিবেন, ভট্ট জোর করিয়া আমার নিকটে তাঁহার টীকা পড়িতেছেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে—কেবল কানের কাছে উচ্চারিত হইতেছে বলিয়া, টীকার কথাগুলি কানের মধ্যে আপনা-আপনিই প্রবেশ করিতেছে বলিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে হইতেছে—প্রভু ইহা জানিবেন, জানিয়া নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণ তো আমার মনের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন না। যখন তাঁহারা দেখিবেন বা শুনিবেন যে, ভট্ট আমার নিকটে বসিয়া টীকা পাঠ করিতেছেন, তখনই তাঁহারা হয়তো মনে করিবেন, আমার আদেশে বা ইচ্ছাতেই ভট্ট ইহা করিতেছেন। তখন তাঁহাদের নিকটে আমার লাঞ্ছনার আর ইয়ত্তা থাকিবে না।"

বিষম তাঁর গণ—প্রভুর সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণই বিষম ভয়ের কারণ।

৮৩। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

যদ্যপি বিচারে ইত্যাদি—গদাধর পণ্ডিতের মনের ভাব বিশেষরূপে জানিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে যদিও বুঝা যাইবে যে, ভট্টের টীকা শুনার ব্যাপারে পণ্ডিত-গোস্বামীর বাস্তবিক কোনও দোষ নাই। **প্রভুর গণ**—প্রভুর সঙ্গীয় অন্যান্য বৈষ্ণবগণ। **তাঁরে**—পণ্ডিত গোস্বামীকে। **প্রণয় রোষ**—প্রণয়-জনিত রোষ। প্রণয়মূলক ক্রোধ, বিদ্বেষ বা শত্রুতামূলক ক্রোধ নহে, ভালবাসা বা প্রীতিবশতঃ ক্রোধ। প্রণয় রোষ কাহাকে বলে, একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

শিশু পুত্র খুব আব্দার করিয়া মাতার নিকটে একটা নূতন জামা চাহিল, অর্থাভাব-বশতঃ মাতা তাহা দিতে পারিলেন না, তাতে মাতার মনেও অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু তথাপি জামা না পাইয়া পুত্রের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাতে মাতার কোনও দোষই নাই, কিন্তু শিশু কোনও বিচারের ধার ধারে না, বিচারের শক্তিও তার নাই—সে মাতাকে খুব ভালবাসে, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, এই ভালবাসার জোরে মায়ের প্রতিই তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা, মায়ের সামর্থ্যের উপরেও তাহার অগাধ আস্থা, তাই সে মায়ের নিকটে জামা চাহিয়াছে—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, মা ইচ্ছা করিলেই তাহাকে জামা দিতে পারেন, (এই দৃঢ় বিশ্বাসের হেতুও মায়ের প্রতি তাহার অত্যন্ত ভালবাসা।) তাই জামা না পাইয়া সে রাগ করিল, হয়ত ভাবিল, "মা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে জামা দিলেন না।" এস্থলে মায়ের প্রতি শিশুর যে ক্রোধ, তাহাই প্রণয়-রোষ।

প্রভুর পার্ষদগণ জানেন, গদাধর গৌর গত-প্রাণ, এবং প্রভুও গদাধর-গত-প্রাণ, তাই তাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করিতে পারেন যে, প্রভু যে টীকা শুনিলেন না, শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, গদাধর কখনও সেই টীকা শুনিতে ইচ্ছা করিবেন না, গদাধরের নিকটে ভট্ট সেই টীকা পড়িলেও নিশ্চয়ই গদাধর, হয় তো ভট্টকে নিষেধ করিবেন, নয় তো, সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইবেন। যখন দেখিলেন যে, গদাধর ইহার কিছুই করিলেন না, বরং

তথাপি বল্লভভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদগ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে ॥ ৮৪
যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্তস্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥ ৮৫
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে-যবে যায়।
রাজহংসমধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥ ৮৬
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে—।
জীব-প্রকৃতি 'পতি' কবি মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বসিয়া বসিয়া ভট্টের মুখে তাঁহার টীকা শুনিতেছেন, তখন তাঁহাদের ক্রোধ হইল। গদাধরকে যদি তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া প্রীতি না করিতেন, তাহা হইলে গদাধরের এই আচরণকে তাঁহারা হয় তো উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু যেখানে গাঢ় প্রীতি, সেখানে উপেক্ষার স্থান নাই: সে স্থানে অপ্রত্যাশিত কোনও কার্য্য দেখিলে লোকের ক্রোধই হয়। তাই, পার্ষদ ভক্তগণেরও গদাধরের প্রতি ক্রোধ হইল—প্রণয়-রোষ জন্মিল।

৮৪। তথাপি—যদিও প্রভু তাঁহার টীকার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদিও জোর করিয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে তাঁহার টীকা শুনাইয়াছিলেন বলিয়া এবং গদাধর ভট্টকে নিষেধ করেন নাই বলিয়া সকলেই গদাধরের উপর রুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি।

উদ্গ্রাহ—বিদ্যাবিচার (শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভরত)। কাহার কতটুকু বিদ্যা আছে, শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাহা জানিবার জন্য কোনও সমস্যার উত্থাপন করিয়া বিচার করাকে উদ্গ্রাহ বলে। "জীব প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ পতিব্রতা যেই পতির নাম নাহি লয়। তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয়॥ ৩।৭।৮৭-৮॥" এই সকল কথা উত্থাপন করিয়া বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত-আচার্য্যাদির শাস্ত্রজ্ঞান জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও অনেকটা উদ্গ্রাহেরই মতন—উদ্গ্রাহাদি প্রায়।

কাহারও কাহারও মতে—যুক্তির উল্লেখ পূর্ব্বক কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে উদগ্রাহ বলে (আপ্তের অভিধান)। কিন্তু পরবর্ত্তী "জীব প্রকৃতি" প্রভৃতি পয়ারে বল্লভভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক একটী প্রশ্ন মাত্র করিয়াছেন, সাক্ষাদ্‌ভাবে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। তবে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবর্গ ভট্টের টীকার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই উপেক্ষামূলক আচরণের প্রতি আচরণ-দ্বারা প্রভুর পার্ষদগণকে জব্দ করার উদ্দেশ্যেই জাতক্রোধ বল্লভ-ভট্ট সম্ভবতঃ "জীব প্রকৃতি" প্রভৃতি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, এইভাবে ভট্টের এই প্রশ্নকে পার্ষদগণের পূর্ব্ব আচরণের উত্তররূপে মনে করা যাইতে পারে, সুতরাং ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবে উদগ্রাহ (যুক্তিমূলক উত্তর) না হইলেও উদ্গ্রাহের তুল্য—উদ্গ্রাহাদি প্রায়। সম্ভবতঃ এইরূপ ভাব মনে করিয়াই 'উদ্গ্রাহাদিপ্রায়' শব্দের অর্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কালান্তর-কৃতপ্রশ্নস্যোত্তরং উদগ্রাহস্তমিব—অন্য সময়ে-কৃত কোনও প্রশ্নের উত্তরকে উদ্গ্রাহ বলে, সেই উদ্গ্রাহের মতন।"

আচার্য্যাদি সনে—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণের সঙ্গে। বল্লভভট্ট প্রভুর পার্ষদগণের বিদ্যাবুদ্ধির লঘুতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন।

৮৫। যেই কিছু ইত্যাদি—বল্লভভট্ট যে কিছু সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, অদ্বৈত-আচার্য্য তৎক্ষণাৎই তাহা খণ্ডন করিয়া ফেলেন।

৮৬। আগে—সম্মুখে, নিকটে। **রাজহংস** ইত্যাদি—রাজহংস-সমূহের মধ্যে একটী বক যেমন নিতান্ত নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও বল্লভভট্ট তদ্রূপ নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন।

৮৭। প্রকৃতি—স্ত্রী। জীব-প্রকৃতি ইত্যাদি—জীব হইল কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী, তাই জীব কৃষ্ণকে পতি (স্বামী) বলিয়া মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ বলিয়া জীব হইল কৃষ্ণের শক্তি, আর কৃষ্ণ হইলেন সেই শক্তির শক্তিমান্ বা সেই

পতিব্রতা যেই, পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয় ? ॥ ৮৮
আচার্য্য কহে—আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইহাঁরে পুছ, ইহোঁ কবিবেন ইহার সমাধান ॥ ৮৯
শুনি প্রভু কহে—তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামি-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম্ম ॥ ৯০
পতিব আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁব নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে ॥ ৯১
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফল কৃষ্ণকৃপায় প্রেম উপজায় ॥ ৯২
শুনিযা বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘবে যাই দুঃখমনে কবেন চিন্তন—॥ ৯৩
নিত্য আমাব এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন ।দি উপরি পড়ে আমার বাত ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শক্তির পতি। শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলিয়াই বোধ হয় বল্লভভট্ট জীবশক্তির অংশ স্বরূপ জীবকে স্ত্রী বলিয়াছেন এবং ঐ শক্তিব পতি (অধীশ্বব) কৃষ্ণকে তাহাব পতি বলিযাছেন।

৮৮। পতিব্রতা—পতিসেবাই ব্রত যে স্ত্রীর, পতিগত-প্রাণা। **পতিব্রতা যেই** ইত্যাদি—যে স্ত্রী পতিব্রতা, সে কখনও পতিব নাম উচ্চাবণ কবে না। কৃষ্ণ তোমাদেব পতি, তোমরা কিরূপে সর্ব্বদা কৃষ্ণেব নাম লইতেছ ? ইহা তোমাদেব কিরূপ ধর্ম্ম ? ভট্টেব প্রশ্নের ধ্বনি এই যে, "তোমরা কৃষ্ণেব পত্নী বটে, কিন্তু পতিব্রতা পত্নী নহ।"

প্রভু এবং তাঁহাব পার্ষদগণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম গ্রহণ কবিতেন। তাই ভট্ট মনে কবিয়াছিলেন, এই প্রশ্নদ্বারা ভট্ট তাঁহাদিগকে বেশ জব্দ কবিতে পাবিবেন, যেহেতু, ভট্ট মনে কবিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তরই তাঁহাবা দিতে পাবিবেন না।

"যেই পতিব স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "নিজপতিব" পাঠ আছে।

৮৯। ভট্টেব প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য বলিলেন—"কৃষ্ণের নাম গ্রহণ কাব বলিয়া আমাদেব ধর্ম্ম হইতেছে কি অধর্ম্ম হইতেছে, তাহা তুমি প্রভুকে জিজ্ঞাসা কব। প্রভু মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তিনি তোমার সাক্ষাতেই উপস্থিত আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কব, তিনিই তোমাব প্রশ্নেব সমাধান কবিবেন।"

'ইহাব সমাধান স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "কহিবেন প্রমাণ" পাঠান্তব আছে।

৯০। অদ্বৈত-আচার্য্যেব কথা শুনিয়া প্রভু আপনা হইতেই ভট্টেব প্রশ্নের উত্তব দিতে আরম্ভ কবিলেন। প্রভু বলিলেন, "ভট্ট ! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম জান না, তাই এইরূপ প্রশ্ন কবিয়াছ। স্বামীব আজ্ঞা পালন কবাই পতিব্রতাব ধর্ম্ম, ইহাই পতিব্রতাব ধর্ম্মেব গূঢ় মর্ম্ম।"

৯১। "জীবের পতি যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদা তাঁহাব (শ্রীকৃষ্ণেব) নাম লওয়াব নিমিত্ত জীবের প্রতি আদেশ কবিয়াছেন। তাই জীব সর্ব্বদা তাঁহাব নাম গ্রহণ করে, পতিব্রতা রমণী কখনও পতিব আদেশ লঙ্ঘন কবিতে পাবে না—লঙ্ঘন করিলে তাঁহাব পাতিব্রত্যই থাকে না।"

৯২। অতএব নাম লয় ইত্যাদি—"পতির নাম লইবাব নিমিত্ত পতিবই (কৃষ্ণরই) আদেশ আছে বলিয়া জীব তাঁহার নাম লয়। ভট্ট! নামেব ফল কি জান ? নামের ফলে শ্রীকৃষ্ণেব কৃপায় চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়।"

কৃষ্ণকৃপা-শব্দেব ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ।

"নামের ফল কৃষ্ণকৃপায়" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "নামের ফলে কৃষ্ণপদে" পাঠান্তর আছে।

"তুমি না জান" হইতে "প্রেম উপজায়" পর্য্যন্ত ভট্টের প্রশ্নের উত্তবে প্রভুর উক্তি।

৯৩। শুনিয়া—প্রভুর উত্তর শুনিয়া। **নির্ব্বচন**—বাক্যশূন্য, কথা বলার শক্তিহীন।

৯৪। নিত্য—প্রতিদিন।

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়?॥ ৯৫
আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি—॥ ৯৬
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥ ৯৭
সেই ব্যাখ্যা করে যাহাঁ যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥ ৯৮
প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই সভায়—প্রভুর পার্ষদগণের সভায়। **হয় কক্ষাপাত**—পরাজয় হয়, আমি যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করি, তাহা কুসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। **উপরি পড়ে আমার বাত**—আমার কথার বা আমার সিদ্ধান্তের প্রাধান্য থাকে।

৯৫। তবে—অন্ততঃ একদিনও যদি আমার কথার প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলেই। **স্ববচন স্থাপিতে**—নিজের কথার প্রাধান্য রক্ষা করিতে।

ভট্টের মনে এখনও যে অভিমান আছে, এই দুই পয়ার হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

৯৬। বসিলা—বল্লভ ভট্ট বসিলেন, প্রভুর সভায়। **প্রভু নমস্করি**—প্রভুকে নমস্কার করিয়া। **কহেন**—ভট্ট যাহা বলিলেন, পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

৯৭। ভাগবতে—শ্রীমদ্ভাগবতে।

স্বামীর ব্যাখ্যা—শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা করিয়াছেন ভট্ট তাহার কথাই বলিতেছেন। **লইতে না পারি**—স্বীকার করিতে পারি না, অসঙ্গত বলিয়া।

বল্লভভট্ট ভাবিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামীর টীকাকে প্রামাণ্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন—প্রভুও স্বীকার করেন প্রভুর পার্ষদগণও স্বীকার করেন। কিন্তু আমার টীকায়, যেরূপ যুক্তি-প্রমাণাদিদ্বারা আমি শ্রীধরস্বামীর টীকার দোষ দেখাইয়াছি তাহা যদি প্রভুর সভায় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অদ্বৈত আচার্য্যাদি কাহারও আর একটী কথাও বলিবার শক্তি থাকিবে না, আমার প্রাধান্য তখন আর তাঁহারা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। এসব ভাবিয়া প্রভুর সভায় গিয়া ভট্ট বলিলেন—"শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা করিয়াছেন, আমি তাহা খণ্ডন করিয়াছি, আমি তাহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি না।"

৯৮। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা কেন তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার কারণ স্বরূপে বল্লভভট্ট বলিলেন—"যেখানে যাহা (যে শ্লোক বা শব্দ) পাইয়াছেন, শ্রীধরস্বামী সেইখানেই তাহার (সেই শ্লোক বা শব্দের) অর্থ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যার একবাক্যতা (সামঞ্জস্য) দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমি তাঁহার ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে পারি না।"

একবাক্যতা—পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য।

"যাহা যেই পড়ে আনি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "যাহা যেই পড়ে জানি" পাঠ আছে।

৯৯। প্রভু হাসি কহে—ভট্টের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন। **স্বামী**—শ্রীধর-স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

শ্রীধরস্বামীর টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভট্ট বলিয়াছিলেন, "আমি স্বামী মানি না।" তদুত্তরে ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্ত উপেক্ষামূলক উপহাসের সহিত প্রভু বলিলেন—"যে স্বামী মানে না, বেশ্যার মধ্যেই তাহাকে গণ্য করা হয়।" এই কথার মর্ম্ম এই যে, "যে স্ত্রীলোক স্বামীকে মানে না, সে যেমন ব্যভিচারিণী বলিয়া বেশ্যার মধ্যে পরিগণিত, তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্রীধরস্বামীর টীকা মানে না, শাস্ত্রার্থের দিক্ দিয়া, সেই ব্যক্তিও ব্যভিচারীর মধ্যে পরিগণিত।"

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সভার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১০০
জগতের হিত-লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে তাঁহার ॥ ১০১
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১০২
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে 'অহিত' করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ১০৩
ঘরে আসি রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা—।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈল ॥ ১০৪
স্বগণসহিত মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন ?॥ ১০৫
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব শূন্য হউক ইঁহার চিত।
ঈশ্বরস্বভাব এই করে সভার হিত ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০০। **মৌন করিলা**—চুপ করিয়া রহিলেন।

১০১। **অভিমান**—গর্ব্ব, অহঙ্কার। **তাঁহার**—বল্লভ ভট্টের।

১০২। **নানা অবজ্ঞানে**—অনেক প্রকার অবজ্ঞা বা উপেক্ষাদ্বারা। **শোধে**—শোধন করেন, গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া মন নির্ম্মল করেন। **কৃষ্ণ যৈছে** ইত্যাদি—ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র যখন অভিমানভরে সাতদিন পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ব্রজভূমিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধনের আশ্রয়ে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করায় ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল। এইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বল্লভ ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন।

১০৩। **অজ্ঞ**—নির্ব্বোধ, গর্ব্বান্ধ। **পাছে**—গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ার পরে। **উঘাড়ে নয়নে**—চক্ষু খোলে, অর্থাৎ আসল বিষয় বুঝিতে পারে।

গর্ব্বান্ধ বলিয়া যাহারা ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, তাহাদের হিতার্থী ব্যক্তি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় যেমন কাজ করেন, যাহার মর্ম্ম তাহারা বুঝিতে পারে না বলিয়া হিতার্থীর ঐ কাজকে নিজেদের অনিষ্টজনক বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, কিন্তু যখন তাহাদের চিত্ত হইতে গর্ব্ব দূর হইয়া যায়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের হিতার্থী ব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই অনিষ্টের নিমিত্ত নহে।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, পরম মঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভট্টের মঙ্গলের নিমিত্তই, উপেক্ষাদ্বারা ভট্টের অভিমানে আঘাত লাগিলে তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইতে পারে, এই মঙ্গলময় অভিপ্রায়েই প্রভু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞ বলিয়া, গর্ব্বান্ধ বলিয়া ভট্ট প্রভুর উপেক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাই চিত্তে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। পরে যখন তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন ভট্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্তই প্রভু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

১০৪। **ঘরে আসি**—বাসায় ফিরিয়া আসিয়া। **চিন্তিতে লাগিলা**—ভট্ট কি চিন্তা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী 'পূর্ব্বে প্রয়াগে' হইতে "যেন ইন্দ্র মহামূর্খ" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **পূর্ব্বে**—প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন। **মহাকৃপা কৈলা**—প্রভু অত্যন্ত কৃপা করিয়াছিলেন।

১০৫। **স্বগণ সহিত**—নিজের পার্ষদগণের সহিত।

প্রয়াগে, স্বগণ সহিত প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে আহার করিয়াছিলেন ইহাই ভট্টের প্রতি প্রভুর মহাকৃপা।

মোতে—আমার প্রতি।

১০৬। "যে প্রভু পূর্ব্বে আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রভু এখন কেন আমার প্রতি

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে আমার করে অপমান॥ ১০৭
আমার হিত করেন ইহোঁ, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে কৈল যেন ইন্দ্র মহামূর্খ॥ ১০৮
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে—॥ ১০৯
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥ ১১০
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥ ১১১
আমি অজ্ঞ, হিতস্থানে মানি 'অপমান'।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণ নিন্দা করিল অজ্ঞান॥ ১১২
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হৈল॥ ১১৩
অপরাধ কৈলুঁ, ক্ষম—লইলুঁ শরণ।
কৃপা কর মোর মাথে ধরহ চরণ॥ ১১৪
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাহা তাহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥ ১১৫
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
'শ্রীধরস্বামী নাহি মানি' এত গর্ব্ব ধর॥ ১১৬
শ্রীধরস্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? ইহা চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর কৃপাতেই ভট্ট উপেক্ষার কারণ বুঝিতে পারিলেন। "প্রভুর সভায় বিচারে আমি জয় লাভ করিব, এইরূপ একটা গর্ব্ব আমার চিত্ত পূর্ণ ছিল, আমার চিত্ত হইতে এই গর্ব্ব দূরীভূত করিবার নিমিত্তই পরমকরুণ প্রভু আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি আমার মঙ্গলের নিমিত্তই আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। যাতে সকলের মঙ্গল হইতে পারে, তাহা করা ঈশ্বরের স্বভাব, প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর, তাই আমার যাতে মঙ্গল হইতে পারে তিনি তাহাই করিয়াছেন অজ্ঞ বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

এক্ষণে ভট্টের চিত্ত গর্ব্বশূন্য হওয়াতেই প্রভুর উপেক্ষার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

ঈশ্বর-স্বভাব এক ইত্যাদি—তিনি 'সত্যং শিবং' বলিয়া।

১০৭। করে অপমান—প্রভু আমার (ভট্টের) অপমান করেন, আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া।

১০৮। কৃষ্ণের উপরে ইত্যাদি—ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিলে পর মূর্খতা-প্রযুক্ত ইন্দ্র তাহাতে স্বীয় অপমান মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

১১২। ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা ইত্যাদি—যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিলেন, ৩।৫।১২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অজ্ঞান**—জ্ঞানহীন ইন্দ্র।

১১৩। তোমার কৃপাঞ্জনে—প্রভুর কৃপারূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা। **গর্ব্ব-অন্ধ্য**—গর্ব্বজনিত অন্ধতা, অজ্ঞানতা। **তুমি এত** ইত্যাদি—তুমি যে আমার প্রতি এত কৃপা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে মাত্র বুঝিতে পারিলাম, আগে বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই তোমার প্রদর্শিত উপেক্ষায় নিজের অপমান মনে করিয়াছি।

১১৫। দুই গুণ—পাণ্ডিত্য ও মহাভাগবততা এই দুই গুণ। **গর্ব্ব-পর্ব্বত**—গর্ব্বরূপ পর্ব্বত। এই শব্দের ধ্বনি এই যে, পর্ব্বত যেমন সর্ব্বদা মস্তক উন্নত করিয়া থাকে, কাহারও নিকটেই মস্তক অবনত করেন না, তদ্রূপ যাঁহার গর্ব্ব আছে, তিনিও সর্ব্বদা অহঙ্কারে মস্তক উন্নত করিয়া রাখেন, গর্ব্বী লোক কাহারও নিকটেই মস্তক অবনত করেন না। কিন্তু যিনি পণ্ডিত এবং মহাভাগবত, তাঁহার চিত্তে গর্ব্ব স্থান পাইতে পারে না, তিনি কখনও অহঙ্কারে মত্ত হয়েন না।

"তুমি পণ্ডিত' হইতে "অচিরাতে পাবে' ইত্যাদি পর্য্যন্ত কয় পয়ারে প্রভু কৃপা করিয়া ভট্টের প্রতি উপদেশ দিতেছেন।

১১৬। নিন্দি—নিন্দা করিয়া, একবাক্যতা নাই ইত্যাদি বলিয়া।

শ্রীধর-উপরে গর্ব্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥ ১১৮
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সবলোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ ॥ ১১৯
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান ॥ ১২০
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২১
ভট্ট কহে—যদি মোরে হইলে প্রসন্ন।
একদিন পুন মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ১২২
প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তাঁরে সুখ দিতে ॥ ১২৩
'জগতের হিত হউক' এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয় শোধন ॥ ১২৪
স্বগণসহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১২৫
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামাপ্রায় প্রেমের বাম্যস্বভাব ॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৮। অস্তব্যস্ত—শাস্ত্র ব্যবস্থা না মানিয়া যথেচ্ছমত, অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। কোনও কোনও গ্রন্থে **"অব্যবস্থ"** পাঠ আছে। **অব্যবস্থ**—শাস্ত্রের ব্যবস্থাশূন্য, যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে।

১২০। অভিজ্ঞ উপদেষ্টার মত প্রভু প্রথমে "শ্রীধরস্বামী নিন্দি' হইতে "করয়ে গ্রহণ" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে বল্লভভট্টের দোষ দেখাইয়া শ্রীধরানুগত কর প্রভৃতি দুই পয়ারে তাঁহার কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীধরানুগত—শ্রীধর স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া। **ভাগবত-ব্যাখ্যান**—শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ।

১২১। অপরাধ—নাম অপরাধ।

১২৩। তাঁরে—বল্লভ ভট্টেরে।

১২৬। বাহিরে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও প্রভুর অন্তঃকরণে বল্লভ ভট্টের প্রতি অত্যন্ত কৃপা ছিল, কৃপা ছিল বলিয়াই তিনি ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গর্ব্ব চূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম, উপদেশ অপেক্ষা উপেক্ষাই বিশেষ ফলপ্রদ, তাই প্রভু ভট্টের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন রূপ গর্ব্বনাশের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

ভিতরে যথেষ্ট কৃপার ভাব থাকা সত্ত্বেও বাহিরে কৃপার বিপরীত ভাব প্রদর্শন যে প্রভু কেবল বল্লভ-ভট্ট সম্বন্ধেই করিয়াছেন তাহা নহে জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গেও প্রভু এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পরম রসিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহা এক অপূর্ব্ব রঙ্গভঙ্গী। জগদানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়, তথাপি প্রভু বাহিরে তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রণয়-কলহ করিতেন গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তথাপি প্রভু অনেক সময় তাঁহার প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে "জগদানন্দপণ্ডিতের" ইত্যাদি কয় পয়ারে তাহাই দেখাইতেছেন।

গাঢ়ভাব—গাঢ়প্রেম। **সত্যভামাপ্রায়**—সত্যভামার মতন। জগদানন্দ পণ্ডিত দ্বাপরলীলায় সত্যভামা ছিলেন। ৩।৪।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বাম্যস্বভাব**—বক্র-স্বভাব, সোজাসোজি মনের কথা প্রকাশ না করিয়া প্রকারান্তরে, হয়ত মনের ভাবের বিপরীত ব্যবহারে, তাহা প্রকাশ করাই বাম্যভাব।

জগদানন্দের বাম্য-স্বভাবের একটী দৃষ্টান্ত এই:—শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে জগদানন্দ প্রভুর নিমিত্ত এক কলসী চন্দনাদি তৈল আনিয়াছিলেন, এই তৈল প্রভু ব্যবহার করেন, ইহাই জগদানন্দের ইচ্ছা ছিল, কেননা, এই তৈল ব্যবহার করিলে পিত্তবায়ু ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া প্রভু তৈল অঙ্গীকার করিলেন না, জগদানন্দকে "প্রভু কহে—পণ্ডিত তৈল আনিলে গৌড় হৈতে। আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে॥ জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বলে। তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥ ৩।১২।১০৭ ৮॥" কিন্তু বাম্য-স্বভাব

বারবার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে ॥ ১২৭
গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণ স্বভাব ॥ ১২৮
তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয় ॥ ১২৯
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের মনে উপজিল ত্রাস ॥ ১৩০
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জগদানন্দ প্রভুর কথা শুনিয়া প্রণয়-রোষে বলিলেন, "—কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী। আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥ এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস লঞা। প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া। শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া ॥ অন্ত্য ১২।১৯ ॥"

১২৭। প্রণয়-কলহ—প্রণয়জনিত কলহ, বিদ্বেষ জনিত কলহ নহে। পূর্ব্বোক্ত তৈলকলস ভাঙ্গার বিবরণও প্রণয়-কলহের একটী উদাহরণ। **অন্যোন্যে**—পরস্পরে একে অন্যে। **খটমটি**—খুটিনাটি বিষয় লইয়া প্রণয়-কলহ। কোনও কোনও গ্রন্থে 'খটপটি' পাঠান্তর আছে। **দুইজনে**—প্রভুতে ও জগদানন্দে।

১২৮। শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে গদাধর পণ্ডিতে শ্রীরাধা ও শ্রীললিতা উভয়ই আছেন। এই পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, তাঁহাতে শ্রীরুক্মিণীদেবীও আছেন। গৌরলীলায় একই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার বহু স্বরূপের সমাবেশ প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ-স্বভাব—সরল ভাব যাহা বাম্যভাবের বিপরীত।

১২৯। তাঁর প্রণয়-রোষ—গদাধরের প্রণয় রোষ (প্রণয় জনিত ক্রোধ)।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে—রুক্মিণীর যেমন শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান (ঈশ্বর-বুদ্ধি) ছিল, রুক্মিণীর ভাবে গদাধরেরও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান ছিল।

তাঁর রোষ না উপজয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুতে গদাধরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক গৌরব বুদ্ধি ছিল বলিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার কোনও সময়েই ক্রোধ জন্মিত না। যেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, সেখানেই মদীয়তাময় ভাবের অভাব, মদীয়তাময় ভাব না থাকিলে প্রণয় রোষ জন্মিতে পারে না।

১৩০। এই লক্ষ্য—এই উপলক্ষ্য, এই ছল, গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী বল্লভভট্টের টীকা শুনিয়াছেন, এই ছল পাইয়া। **রোষাভাস**—ক্রোধের আভাস, বাস্তবিক ক্রোধ নহে, বাহিরে যাহাকে ক্রোধের মতন দেখা যায়, বাস্তবিক যাহা ক্রোধ নহে, তাহাই রোষাভাস। **উপজিল ত্রাস**—ভয় জন্মিল।

গদাধর পণ্ডিতের প্রণয় রোষ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রভুর অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রভুর প্রতি পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি আছে বলিয়া প্রভুর কোনও ব্যবহারেই তাঁহার ক্রোধ জন্মে না। তখন প্রভু মনে করিলেন, কোনও ছলে গদাধরের প্রতি বাহিক ক্রোধ (রোষাভাস) প্রকাশ করিলে তাঁহার ক্রোধ হয় কিনা দেখা যাউক। একটী উপলক্ষ্যও জুটিয়া গেল। বল্লভভট্ট গদাধরের নিকটে বসিয়া স্বকৃত টীকা পড়িয়াছেন, গদাধরকে বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে হইয়াছে—প্রভু ইহা শুনিতে পাইলেন, এই ছলে প্রভু গদাধরের প্রতি ক্রুদ্ধ (বাহিক) হইলেন, প্রভু মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া গদাধরও প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ, টীকা শ্রবণ ব্যাপারে গদাধরের যে বাস্তবিক কোনও দোষই নাই ইহা অপরে না বুঝিলেও গদাধরের ধারণা ছিল যে, প্রভু অবশ্যই বুঝিবেন, কারণ প্রভু অন্তর্য্যামী, তথাপি, বিনা কারণে প্রভু যদি ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে গদাধরেরও ক্রোধ হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হইল না, গদাধরের ক্রোধ হইল না, হইল ভয়।

১৩১। পূর্ব্বে—দ্বাপর-লীলায়।

বল্লভভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপালমন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা ॥ ১৩২
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন হৈল ॥ ১৩৩
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল—কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ে এই পরিহাসের কথা বিবৃত আছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সুসজ্জিত পালঙ্কের উপরে বসিয়া আছেন, রুক্মিণী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। এমন সময়ে রুক্মিণীর সহিত একটু পরিহাস রঙ্গ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে রাজপুত্রি। লোক-পালদিগের ন্যায় বিভূতিশালী মহানুভব, ধনবান্, শ্রীমান্ এবং রূপ, ঔদার্য্য ও বলে সুসমৃদ্ধ রাজগণ তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মদোন্মত্ত শিশুপাল তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তোমার পিতা এবং ভ্রাতাও তোমায় তাঁহাদিগকে দান করিতে উদ্যত ছিলেন। তথাপি তুমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন আমার ন্যায় পাত্রকে বরণ করিলে? রাজগণের ভয়ে ভীত হইয়া আমি সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছি, বলবান্দিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, যে কোনও প্রকার রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল পুরুষের আচরণ দুর্ব্বোধ্য, যাঁহারা স্ত্রীর বশীভূত নহেন, রমণীগণ তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিলে দুঃখই পাইয়া থাকে। আমরা নিষ্কিঞ্চন, কেবল নিষ্কিঞ্চনেরাই আমাদিগকে ভালবাসেন। যাঁহাদের ধন, জন্ম, আকৃতি ও প্রভাব সমান, তাঁহাদিগেরই পরস্পর বিবাহ ও বন্ধুতা সুখকর হয়, উত্তমে ও অধমে কখনও পরিণয় বা মিত্রতা সম্ভব হয় না। বিদর্ভনন্দিনি! তুমি দূরদর্শিনী নহ তাই ভালমন্দ বিচার করিতে না পারিয়া গুণহীন আমাকে বরণ করিয়াছ। ভিক্ষুকগণ ভিন্ন অপর কেহই আমাদের প্রশংসা করে না। যাহার সহিত মিলিত হইলে তুমি ইহকালে ও পরকালে সুখভোগ করিতে পারিবে, এখনও তুমি তাদৃশ নিজের অনুরূপ কোনও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর। শিশুপাল, শাল্ব দন্তবক্র জরাসন্ধাদি রাজগণ বীর্য্যমদে অন্ধ ও দর্পিত হইয়াছিল তাহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার নিমিত্তই আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তুমি তাঁহাদের কাহাকেও ভজনা করিতে পার। বিশেষতঃ, আমি দেহে ও গৃহে উদাসীন, আমি স্ত্রী পুত্র বা ধনকামনাও করি না—আত্মলাভেই আমি পূর্ণ সুতরাং আমাকে ভজনা করিয়া তোমার সুখের কোনও সম্ভাবনাই নাই।—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮০।১০-২০॥"

ত্রাস—ভয়। রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকৃত উপহাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, তাই কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল—স্ত্রী-পুত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কামনা নাই বলিয়া বিশেষতঃ তিনি আত্মলাভেই পরিতৃপ্ত বলিয়া, কোন্ দিন হয়তো তিনি রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ ছিল। তিনি এত ভীত হইয়াছিলেন যে, ভয়ে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল তাঁহার হাতের বলয় শিথিল হইয়া গেল, তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজন ভূমিতে পড়িয়া গেল, জ্ঞানশূন্যা হইয়া তিনি বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিতা হইলেন।

১৩২। **বাল্য-উপাসনা**—বাৎসল্যভাবে বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। **বালগোপালমন্ত্রে**—ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রে।

১৩৩। **পণ্ডিতের সনে**—গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবে। গদাধর-পণ্ডিত মধুর-ভাবে কিশোর-গোপালের উপাসক ছিলেন, তাই তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে বল্লভভট্টের মনে কিশোরগোপালের উপাসনা করিবার বাসনা জন্মিল।

১৩৪। **পণ্ডিতের ঠাঞি**—গদাধর-পণ্ডিতের নিকটে। **মন্ত্রাদি**—কিশোর-গোপাল উপাসনার মন্ত্র এবং

আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু 'গৌরচন্দ্র'।
তাঁর আজ্ঞা বিনু আমি না হই স্বতন্ত্র ॥ ১৩৫
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥ ১৩৬
এইমত ভট্টের কথোদিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৩৭
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ গোবিন্দ পাঠাইলা ॥ ১৩৮
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন—।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ ॥ ১৩৯
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন?।
ভীতপ্রায় হঞা কাঁহে করিলে সহন? ॥ ১৪০
পণ্ডিত কহে—প্রভু স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করিব, ভাল নাহি মানি ॥ ১৪১
যেই কহেন সে-ই সহি নিজশিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি ॥ ১৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভজন প্রণালী আদি। বল্লভ-ভট্ট গদাধর পণ্ডিতের নিকটে কিশোর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। **এই কর্ম্ম**—মন্ত্রপ্রদানরূপ কর্ম্ম।

একেই বল্লভভট্টের টীকা শুনায় প্রভু এবং প্রভুর পার্ষদগণ গদাধর-পণ্ডিতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এখন আবার যদি তাঁহাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আর তাঁহার উপায় থাকিবে না। এসব ভাবিয়া তিনি ভট্টকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে গদাধরের কথায় তাঁহার অসম্মতির কারণ বর্ণিত আছে।

১৩৫। আমি পরতন্ত্র—গদাধর পণ্ডিত বলিলেন, "ভট্ট! আমার নিয়ন্তা আমি নহি, আমি পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরের (প্রভুর) অধীন।" **আমার প্রভু গৌরচন্দ্র**—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রই আমার প্রভু—নিয়ন্তা, পরিচালক। **তাঁর আজ্ঞা** ইত্যাদি—প্রভুর অনুমতিব্যতীত আমি নিজের ইচ্ছামত তোমাকে দীক্ষা দিতে পারি না।

১৩৬। ওলাহন—দোষ, প্রণয়-রোষ।

১৩৮। নিমন্ত্রণের দিনে—যে দিনের জন্য প্রভু বল্লভভট্টের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। **পণ্ডিতে বোলাইলা**—প্রভু গদাধর পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। **স্বরূপগোসাঞি** ইত্যাদি—গদাধর পণ্ডিতকে আনিবার নিমিত্ত স্বরূপদামোদর, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে প্রভু পাঠাইলেন।

১৩৯। পরীক্ষিতে ইত্যাদি—স্বরূপ দামোদর বলিলেন—"গদাধর! প্রভু তোমার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমার প্রতি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হইয়া নহে—তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই প্রভু এরূপ করিয়াছেন।"

গদাধরের প্রণয় রোষ দেখিবার নিমিত্ত প্রভুর অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু প্রভুর প্রতি তাঁহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আছে বলিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ জন্মে না, তাই প্রভু তাঁহার প্রতি রোষাভাস প্রদর্শন করিয়া, উপেক্ষা দেখাইলেন—উপেক্ষাতে তাঁহার রোষ হয় কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত।

১৪১। স্বতন্ত্র—প্রভু স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখন তাহাই করিতে পারেন, আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে কি করিতে পারি। **সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি**—সর্ব্বজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাই আমার মনের সমস্ত কথাই তিনি জানিতে পারেন।

প্রভুর প্রতি যে গদাধরের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান (রুক্মিণী ভাবে) আছে, "স্বতন্ত্র" ও "সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি" কথা তাহার প্রমাণ।

হঠ করিব—বিবাদ করিব, অথবা বল প্রকাশ করিব।

এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৪৩
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সভা শুনাইয়া কহে মধুর বচন—॥ ১৪৪
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকলি সহিলা ॥ ১৪৫
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা ॥ ১৪৬
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৪৭
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি যারে লোকে গায় ॥ ১৪৮
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শতশত ধারে ॥ ১৪৯
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৩। **রোদন করিয়া** ইত্যাদি—পূর্ব্বোল্লিখিত কয় পয়ারে গদাধরের দক্ষিণা-ভাব দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসে রুক্মিণী যেমন ক্রুদ্ধা হইয়া কিছু বলেন নাই, বরং ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন, তদ্রূপ প্রভুর উপেক্ষায় গদাধর প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন নাই, কিছু বলেনও নাই, বরং ভীত হইয়া নিজের মনে দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, প্রভুর নিকটে আসিবার সাহসও তাঁহার ছিল না, পরে প্রভু যখন ডাকাইলেন, তখন ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণসান্নিধ্যে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। বোধ হয় এইরূপে তিনি প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনাই করিলেন।

১৪৫। **আমি চালাইল তোমা**—আমি তোমাকে উত্তেজিত করিবার (রাগাইবার) চেষ্টা করিলাম। **না চলিলা**—উত্তেজিত হইলে না। **ক্রোধে কিছু না কহিলা**—ক্রুদ্ধ হইলে না বলিয়া কিছু বলিলেও না।

১৪৭। **ভাবমুদ্রা**—মনের ভাব এবং বাহ্যিক আচরণ। **কহন না যায়**—অবর্ণনীয়। **গদাধর-প্রাণনাথ**—গদাধর পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই প্রীতিপ্রদ, প্রভুই যে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহার ভাবমুদ্রায় তাহাই প্রকাশ পাইত। তাই প্রভুকে গদাধরের প্রাণনাথ বলা হয়। স্বরূপতঃও প্রভু গদাধরের প্রাণনাথই। প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর গদাধরে শ্রীরাধিকা, শ্রীললিতা ও শ্রীরুক্মিণীদের সমাবেশ; তাই প্রভু স্বরূপতঃ তাঁহার প্রাণনাথ। গদাধর প্রভুর নিজ-শক্তি।

যায়—যে হেতু তে।

১৪৮। গদাধর পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ তাহাও অবর্ণনীয়, এই অনুগ্রহের প্রাচুর্য্য দেখিয়াও প্রভুকে লোকে 'গদাইর গৌরাঙ্গ' (গদাধরের গৌরাঙ্গ) বলিয়া থাকেন।

গায়—গান করে, কীর্ত্তন করে।

১৪৯। **একলীলায়** ইত্যাদি—পতিতপাবনী গঙ্গার একটী প্রবাহ হইতেই যেমন শতশত শাখা বহির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনপাবনী একটী লীলা দ্বারাই নানা উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। বল্লভভট্ট প্রসঙ্গে গদাধর সম্বন্ধীয় একটী লীলা হইতে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

গঙ্গার সঙ্গে প্রভুর লীলার উপমা দেওয়ায় লীলার ভুবনপাবনত্ব সূচিত হইতেছে।

১৫০। **পণ্ডিতের**—গদাধর পণ্ডিতের। **সৌজন্য**—বল্লভভট্ট যখন গদাধরের নিকটে স্বকৃত ভাগবত টীকা পড়িতেছিলেন, গদাধর সৌজন্যবশতঃই তখন তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন নাই। **ব্রহ্মণ্যতা গুণ**—ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনরূপ গুণ, বল্লভভট্ট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইবে বলিয়াই গদাধর তাঁহাকে টীকা পড়িতে নিষেধ করেন নাই। "আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ॥ ৩।৭।৮১ ॥" **দৃঢ়-প্রেমমুদ্রা**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি গদাধরের প্রেমের দৃঢ়তা। প্রভুর উপেক্ষাতেও গদাধরের প্রেম শিথিল হয় নাই, **লোকে**

অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোকে শিক্ষাইল ॥ ১৫১
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সে-ই নাশ যায় ॥ ১৫২
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি ?।
সে-ই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিল খ্যাপন—লোকের মধ্যে প্রচার করিলেন। প্রভুর প্রতি গদাধরের প্রেম যে কত দৃঢ়, উপেক্ষারূপ লীলাদ্বারা প্রভু তাহা সকলকে দেখাইলেন।

১৫১। অভিমান-পঙ্ক—অভিমানরূপ কর্দ্দম, অভিমানে চিত্তের মলিনতা জন্মে বলিয়া অভিমানকে **পঙ্ক** (কর্দ্দম) বলা হইয়াছে।

ধুঞা—ধৌত করিয়া, দূর করিয়া।

ভট্টেরে শোধিল—বল্লভভট্টের চিত্ত পবিত্র করিলেন। প্রভুর উপেক্ষাতেই ভট্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার চিত্তে অভিমান আছে বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহাতেই ভট্টের চিত্তে অনুতাপ জন্মিল—পরে প্রভুর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভট্ট প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন। **সেই দ্বারায়**—উপেক্ষারূপ লীলাদ্বারা। **আর সব লোকে শিক্ষাইল**—মনে গর্ব্ব থাকিলে যে প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা সকলকে শিক্ষা দিলেন। সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা এবং দৃঢ় প্রেমমুদ্রার উৎকর্ষ বিষয়েও শিক্ষা দিলেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ বল্লভভট্ট ছিলেন দ্বাপর লীলার ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেব গোস্বামী। ভট্টো বল্লভনামোঽভূচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১১০ ॥ সুতরাং তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম জানিতেন না, তাহা হইতে পারে না। তাঁহার চিত্তে অভিমান বা গর্ব্ব থাকার কথা নহে। কেবল জীবশিক্ষার জন্যই প্রভুর লীলাশক্তি তাঁহার চিত্তে গর্ব্ব ও অভিমান সঞ্চারিত করিয়াছেন—যাহার ফলে প্রভুর উপেক্ষাই তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল। যাহার চিত্তে গর্ব্ব ও অভিমান বিদ্যমান থাকে, মহাপণ্ডিত হইলেও তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, ভগবানের উপেক্ষাই যে তাঁহার একমাত্র প্রাপ্য—জীবগণকে ইহা শিক্ষা দেওয়াই লীলাশক্তির এইরূপ ভঙ্গীর গূঢ় রহস্য। তিনি শুকদেব ছিলেন বলিয়াই প্রভুর অন্তরে তাঁহার প্রতি কৃপা ছিল, উপেক্ষা কেবল বাহ্যিক—জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যে।

একই লীলাদ্বারা প্রভু গদাধর পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা এবং প্রেমমুদ্রা লোককে দেখাইলেন, এবং বল্লভভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্ত শোধন করিলেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের লোককে গর্ব্বের অপকারিতাদি বিষয় শিক্ষা দিলেন।

১৫২। অন্তরে অনুগ্রহ—গদাধরের বা বল্লভভট্টের প্রতি প্রভুর অন্তরে বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। ভট্টের প্রতি প্রভুর অন্তরে অনুগ্রহ না থাকিলে উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি ভট্টের চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতেন না, ভট্ট যাহা বলিতেন তাহাই শুনিয়া যাইতেন, কিছুই বলিতেন না; তাহাতে ভট্টের মনের গর্ব্ব অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইত, গদাধরের প্রতি যদি প্রভুর আন্তরিক প্রসন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রণয়রোষ দেখিবার নিমিত্ত প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছা হইত না; তাঁহার সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা এবং দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোককে দেখাইবার নিমিত্তও তাঁহার প্রতি বাহ্যিক উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না।

বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়—বাহিরে প্রভু ভট্ট বা গদাধরের প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহাও বাস্তবিক আন্তরিক উপেক্ষা নহে, দেখিতে মাত্র উপেক্ষার মত মনে হইত।

বাহ্য অর্থ ইত্যাদি—প্রভুর অন্তরের অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বাহিরের উপেক্ষাকেই যাহারা প্রভুর আন্তরিক উপেক্ষা বলিয়া মনে করে, ভট্টের এবং গদাধরের নিকটে, এবং প্রভুর চরণেও তাঁহাদের অপরাধ হয়, সেই অপরাধে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহাঁ ভিক্ষা কৈল লঞা নিজ-গণ ॥ ১৫৪
তাহাঁই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিতঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সর্ব্ব সিদ্ধ কৈলা ॥ ১৫৫
এই ত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৫৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভ-ভট্টমিলনং নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫৪। **দিনান্তরে**—অন্য একদিনে। **তাহাঁ**—গদাধরের বাসায়।

১৫৫। **তাহাঁই**—গদাধরের বাসায়, নিমন্ত্রণের দিনে।

পূর্ব্ব প্রার্থিত সর্ব্বসিদ্ধ—প্রভুর আজ্ঞা লইয়া ভট্ট গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন

অন্ত্য-লীলা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ১

জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যেহো দিয়া প্রেমফান্দ ॥ ২

জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥ ৩

জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যার প্রাণধন ॥ ৪

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্তসঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যঃ শ্রীচৈতন্যো লৌকিকাহারতো লোকপ্রসিদ্ধভোজনাৎ যৎ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ তস্মাৎ স্বমাত্মানং ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ সংকোচিতবান্ স্বল্পাহারং কারিতবান ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই অষ্টম পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর চরিত্র কথনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচন লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে) লৌকিকাহারতঃ (লৌকিক আহার হইতে) স্বং (স্বীয়) ভিক্ষান্নং (ভিক্ষান্ন) সমকোচয়ৎ (সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন), তং (সেই) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে লৌকিকাহার হইতে স্বীয় ভিক্ষান্ন সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। ১

লৌকিকাহার—লৌকিক লীলায় জীবের মত আহার। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে সাধারণ লোকের ন্যায় আহারের কোনও প্রয়োজনই নাই তথাপি, শ্রীমন্মহাপ্রভু লৌকিক লীলা (নর-লীলা) করিয়াছেন বলিয়া তিনি নরবৎ আহারাদি করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আহারকেই লৌকিকাহার বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ স্বীয় ভিক্ষান্ন সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

হেনকালে রামচন্দ্রপুরীগোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৬
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৭
মহাপ্রভু কৈল তাঁহে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈলা কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৮
তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥ ১০
ভিক্ষা করি কহে পুরী—জগদানন্দ! শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥ ১১
আগ্রহ করিয়া তাঁরে খাওয়াইতে বসাইলা।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈলা ॥ ১২
আগ্রহ করিযা পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিলা—॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার অল্পকাল পরেই পরমানন্দপুরীও নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করেন (২।১০।৯২)। রামচন্দ্রপুরী যখন সর্ব্ব প্রথমে প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পরমানন্দপুরীও স্বীয় বাসস্থান হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হয়তো বা তিনি কিছু পূর্ব্বেই প্রভুর নিকটে আসিযাছিলেন।

৭। রামচন্দ্রপুরীকে দেখিয়াই পরমানন্দপুরী তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং রামচন্দ্রপুরীও তাঁহাকে তুলিয়া প্রেমভরে দৃঢভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

কৈল চরণবন্দন—নবাগত শ্রীপাদরামচন্দ্রপুরীগোস্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন। **পুরীগোসাঞি**—রামচন্দ্রপুরীগোস্বামী। **দৃঢ় আলিঙ্গন**—গাঢরূপে আলিঙ্গন (কোলাকোলি)। "দৃঢ"-স্থলে "প্রেম" পাঠও দৃষ্ট হয়।

পরমানন্দপুরী ও রামচন্দ্রপুরী এই উভয়েই শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য, রামচন্দ্রপুরী গোস্বামী যেন পরমানন্দ-পুরীগোস্বামীর পূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই জ্যেষ্ঠ-বুদ্ধিতে পরমানন্দপুরী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর লৌকিক লীলার গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য। শ্রীপাদ রামচন্দ্র ও শ্রীপাদ পরমানন্দ এই উভয়েই মহাপ্রভুর গুরুপর্য্যায়ভুক্ত।

৮। **তাঁরে**—রামচন্দ্রপুরীকে। **দণ্ডবৎ-নতি**—দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম। **তেঁহো**—রামচন্দ্রপুরী। **কৃষ্ণস্মৃতি**—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিলেন।

৯। **তিনজনে**—পরমানন্দপুরী, রামচন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্মহাপ্রভু, এই তিনজনে। **ইষ্টগোষ্ঠী**—কৃষ্ণকথাদির আলাপন। **তাঁরে**—রামচন্দ্রপুরীকে। পরবর্ত্তী পয়ার হইতে জানা যায়, নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রপুরীই জগদানন্দ-পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং ৯-পয়ারে "তাঁরে"-শব্দে রামচন্দ্রপুরীকেই বুঝাইতেছে। নবাগতকে নিমন্ত্রণ করাই স্বাভাবিক।

১০। **যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো**—রামচন্দ্রপুরী প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। **নিন্দার লাগিয়া**—প্রভু এবং প্রভুর গণকে ভোজনবিষয়ে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে, সন্ন্যাসীকে অধিক ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, এই বলিয়া নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে।

১১। **অবশেষ প্রসাদ**—অবশিষ্ট প্রসাদ; পুরীর আহারের পরে যে প্রসাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা।

১২। **তাঁরে**—জগদানন্দ পণ্ডিতকে।

১৩। **আগ্রহ করিয়া**—অত্যন্ত যত্ন করিয়া।

নিন্দা—জগদানন্দের অতি ভোজনের জন্য নিন্দা।

শুনি চৈতন্য-গণ করে বহুত ভক্ষণ ।
সত্য সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ ১৪
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ ।
বৈরাগী হৈয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস ॥ ১৫
এই ত স্বভাব তাঁর—আগ্রহ করিয়া ।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহু খাওয়াইয়া ॥ ১৬
পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তর্দ্ধান ।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥ ১৭
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
'মথুরা না পাইলুঁ' বলি করেন ক্রন্দন ॥ ১৮
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে ॥ ১৯
'তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ ।
চিদ্ব্রহ্ম হঞা কেনে করহ ক্রন্দন ?' ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪। **চৈতন্য-গণ**—শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীয় লোকগণ।

১৫। নিন্দা করিয়া পুরী বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীয় লোকগণ নিজেরাও অত্যন্ত বেশী খায়, এবং তাই অতিথি সন্ন্যাসীদিগকেও অত্যন্ত বেশী খাওয়ায়, বেশী খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম নষ্ট করে।"

পুরী নিজেই আগ্রহ করিয়া জগদানন্দকে অতিভোজন করাইয়াছেন, অথচ এখন দোষ দিতেছেন জগদানন্দের। আবার নিজে ইচ্ছা করিয়াই অতিভোজন করিয়াছেন, অথচ ইহাতেও দোষ দিতেছেন জগদানন্দের—যেন জগদানন্দই তাঁহাকে জোর করিয়া বেশী খাওয়াইয়াছেন।

করে ধর্ম্মনাশ—অতিভোজনে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে, তাহাতে ভজনের বিঘ্ন জন্মে। অতিভোজীর যে যোগ সিদ্ধ হয় না, গীতাও একথা বলেন—নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি। ৬।১৬॥ **বৈরাগ্যের নাহি ভাস**—বৈরাগ্যের কথা তো দূরে, বৈরাগ্যের আভাসও ইঁহাদের নাই। অতিভোজনে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য জন্মিবার সম্ভাবনা, তাতে বৈরাগ্য ধর্ম্মও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কোনওরূপে জীবন রক্ষার উপযোগী শাক পত্রাদি আহারই বৈরাগীর ধর্ম্ম। "বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥ ৩।৬।২২৪॥" "মাগিয়া খাইয়া করিবে জীবন রক্ষণ॥ ৩।৬।২২১॥"

১৬। **তার**—রামচন্দ্রপুরীর।

এই পয়ারের অন্বয়—আগে আগ্রহ করিয়া বহু খাওয়াইয়া পাছে নিন্দা করে, ইহাই তাঁহার স্বভাব।

নিজ গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে অপরাধই যে রামচন্দ্র-পুরীর নিন্দক-স্বভাবের কারণ হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয় পয়ারে তাহা বলিতেছেন।

১৮। **পুরী-গোসাঞি**—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।

মথুরা না পাইলুঁ বলি—"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" ইত্যাদি শ্লোকে। এস্থলে "মথুরা" শব্দে মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীবৃন্দাবনকে বুঝাইতেছে এবং শ্রীবৃন্দাবনের উপলক্ষ্যে শ্রীবৃন্দাবন বিহারী সপরিকর শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনকে বুঝাইতেছে।

১৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। গুরুকে উপদেশ দেওয়া শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে গুরুর মর্য্যাদাহানি হয়—সুতরাং শিষ্যের পক্ষে তাহাতে অপরাধ হয়, কিন্তু রামচন্দ্রপুরী এ-সমস্ত বিবেচনা না করিয়াই স্বীয় গুরু মাধবেন্দ্রপুরীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

২০। রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন—"শ্রীপাদ! তুমি কেন কাঁদিতেছ? তুমি পূর্ণতমস্বরূপ, তুমি ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণতম আনন্দ-স্বরূপ, সুতরাং তোমার কোনও অভাব বা দুঃখই তো নাই, কেন তুমি কাঁদিতেছ? শ্রীপাদ! তুমি যে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ, একথাই সর্ব্বদা স্মরণ কর।" "তুমি পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ"-স্থলে "তুমি ব্রহ্মানন্দ কেনে না কর স্মরণ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—শ্রীপাদ! তুমিই

শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসন করিল॥ ২১
কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি—না পাইলুঁ মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥ ২২
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি, যাও যথিতথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যে ব্রহ্মানন্দ—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—তাহাই স্মরণ কর না কেন?" অথবা—"শ্রীপাদ! তুমি ব্রহ্মানন্দকে স্মরণ করিতেছ না কেন? তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তো তোমার সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।"

২১। শুনি মাধবেন্দ্র ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর উপদেশ শুনিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অত্যন্ত ক্রোধ হইল। ক্রোধের হেতু এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র ভক্তিমার্গের উপাসক, তিনি মনে করেন—জীব ভগবানের দাস, সুতরাং তিনিও ভগবানের দাস। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না, এরূপ কথা শুনিলেও তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখ হয়, অপরাধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে ঐ অভেদ-জ্ঞানের উপদেশই দিতেছেন, তাই তাঁহার ক্রোধ হইল, বিশেষতঃ, শিষ্য হইয়া গুরুকে উপদেশ দিতেছেন বলিয়াও ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীপাদমাধবেন্দ্র যখন রামচন্দ্র-পুরীর গুরু, তখন তিনি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই:—জ্ঞান মার্গের মতে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলিয়া জ্ঞান মার্গের সাধকগণ গুরুকে, এমন কি নিজেকেও ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, তাই তাঁহাদের মতে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুরিত্যাদি"। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ নহে, ভক্তিমার্গে শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়, অন্তরঙ্গ ভক্ত। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।—গুর্ব্বষ্টক।" "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।—১।১।২৬॥" শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত চিন্তা করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ দাস-গোস্বামীও উপদেশ দিয়াছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতি-সুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নহু মনঃ॥—স্তবাবলীস্থ মনঃশিক্ষা। ২॥" অর্চ্চন-প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে—"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥—হরিভক্তিবিলাস। ৪।১৩৪॥—প্রথমে গুরুর অর্চ্চনা করিবে, তৎপরে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অর্চ্চনা করিবে ইত্যাদি।" যদি শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীগুরুদেবে বাস্তবিকই অভেদ থাকিত, তাহা হইলে প্রথমে শ্রীগুরুদেবের, তারপর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে, ইত্যাদিরূপ ভেদ-প্রতিপাদক বচনের সার্থকতা থাকে না।

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামী-পাদ শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাকে শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতার হেতুরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাকেই শ্রীভগবৎ-প্রসন্নতারূপে বর্ণন করেন নাই।—বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা গুরুচরণানাং নিত্যমেব সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদোহি স্ব-স্ব নানা-প্রতিকার দুস্ত্যজানর্থ-হানৌ পরমভগবৎ-প্রসাদ-সিদ্ধৌ মূলম্।—ভক্তিসন্দর্ভ। ২৩৭॥" ভগবৎকৃপা হইল কার্য্য, আর গুরুকৃপা হইল তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরু যদি বাস্তবিক অভিন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় কার্য্য-কারণ-ভাব থাকিত না।

শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও কৃষ্ণকৃপা ও গুরুকৃপার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন:—"যাহার প্রসাদে ভাই, এ-ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।"

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তই—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইলে শ্রীগুরুদেবকে সেবাপরা সখীরূপে ভাবনা করার বিধিই ভক্তিশাস্ত্রসম্মত এবং মহাজনদিগের অনুমোদিত।

তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যে তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রকাশরূপে মনে

কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে, এই ছার মূর্খে ॥ ২৪
এই যে মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা কবিল।
সেই অপরাধে ইহাব বাসনা জন্মিল ॥ ২৫
শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণেব সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৬
ঈশ্বরপুরীগোসাঞি করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি-মার্জ্জন ॥ ২৭
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায স্মরণ।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করার উপদেশ দিয়াছেন—"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ ১।১।২৬॥" এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ১১।১৭।২৭॥" ইত্যাদি শ্লোকে, "শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণবৎ মনে করিবে" এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন তাহার হেতু কি? শ্রীগুরু ও শ্রীকৃষ্ণের অভেদত্ব-স্থাপনই এই সকল বচনের উদ্দেশ্য নহে, শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূজনীয়, সেব্য—ইহা প্রকাশ করাই ঐ সমস্ত বচনের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোক্ত "শচীসূনুং" ইত্যাদি স্তবাবলীস্থ মনঃশিক্ষার শ্লোকের টীকায়ও এ-কথাই লিখিত হইয়াছে:—"আচার্য্যং মাং·····মিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবচরণও বলিয়াছেন—কোনও কোনও স্থলে শাস্ত্রে যে ভগবানের সহিত শ্রীগুরুর অভেদত্ব উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের বাস্তবিক অভেদত্ব প্রকাশই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীত্যাস্পদ বলিয়াই তাঁহাদের অভিন্নতা খ্যাপন করিয়াছেন—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের অভিমত। "প্রিয়ত্ব সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্জবেশ্বরয়ো শ্চাভেদোপদেশেঽপি ইত্থমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্মতম্॥—বয়ন্ত সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুরিত্যাদি শ্লোকের টীকা।" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'-শ্লোকের দীপিকাদীপন-টীকাতেও লিখিত হইয়াছে—"আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেঃ।' ১।১।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দূর দূর পাপিষ্ঠ—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী রামচন্দ্রপুরীকে পাপিষ্ঠ বলিয়া দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান করার নিমিত্তই তাঁহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন। "যেই মূঢ় কহে জীব হয় ঈশ্বর সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ ২।১৮।১০৭॥" জীব তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি ব্রহ্মা কিম্বা রুদ্রকেও নারায়ণের সমান মনে করে, শাস্ত্র তাহাকেও পাষণ্ডী বলিতেছেন—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ হ. ভ বি ১।৭৩॥" (২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৪। **এই ছার মূর্খে**—শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং গুরুর মর্য্যাদা জানে না বলিয়া মূর্খ বলিয়াছেন।

২৫। **ইহার**—রামচন্দ্রপুরীর।

বাসনা—দুর্ব্বাসনা। পরবর্ত্তী পয়ারে এই দুর্ব্বাসনার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা ত্যাগ করিয়া "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানলাভের দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছিল।

২৬। **শুষ্ক ব্রহ্ম-জ্ঞানী**—'আমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী অভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানে রস স্বরূপ ভগবানের রস-বৈচিত্রীর অনুভব নাই বলিয়া ইহাকে শুষ্ক জ্ঞান বলা হইয়াছে। **নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ**—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, এইরূপ সম্বন্ধ নাই (রামচন্দ্রপুরীর মনে)। **নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ**—নিন্দাকার্য্যে অত্যন্ত আগ্রহ এবং নিপুণতা।

শ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধ হওয়াতে এবং তজ্জন্য শ্রীগুরুদের উপেক্ষা করাতেই রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল।

২৭-২৮। শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে জীবের কিরূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হয়, রামচন্দ্রপুরীর দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইয়া, শ্রীগুরুদেবের [illegible] আবার জীবের কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দৃষ্টান্তে তাহা দেখাইতেছেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন।

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' ॥ ২৯
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈলা সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ৩০
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥ ৩১
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো কৈল অন্তর্ধান ॥ ৩২

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩৩৪)
মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যম্—
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীপাদসেবন—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীর সেবা। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, মলমূত্রাদি-মার্জ্জনরূপ পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহের সেবা এবং কৃষ্ণনামাদি স্মরণ করাইয়া তাঁহার চিত্তের তৃপ্তিবিধানরূপ সেবা করিয়াছিলেন।

২৯। **তুষ্ট হঞা**—ঈশ্বরপুরীর সেবায় তুষ্ট হইয়া।

৩০। **সর্ব্ব-নিন্দাকর**—যিনি সকলের নিন্দা করেন। অথবা সকল রকম নিন্দার আকর (জন্মস্থান)।

৩১। **মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের**—মহতের অনুগ্রহ (কৃপা) ও নিগ্রহের (অকৃপার বা রোষের)। **দুইজন**—রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী। রামচন্দ্রপুরী নিগ্রহের এবং ঈশ্বরপুরী অনুগ্রহের প্রমাণ। **সাক্ষী**—প্রমাণ, দৃষ্টান্ত স্থল। **জগজন**—জগদ্বাসী সকল লোককে। **শিখাইল**—মহতের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কি ফল, তাহা শিক্ষা দিলেন।

৩২। **করি প্রেমদান**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেম দান করার পরে। **এই শ্লোক পড়ি**—পরবর্ত্তী "অয়ি দীন দয়াদ্র" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে। **কৈল অন্তর্দ্ধান**—অপ্রকট হইলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩৩। **এই শ্লোকে**—"অয়ি দীন" ইত্যাদি শ্লোকে।

এই শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রেম—কৃষ্ণ-প্রেমই যে জীবের পরম-পুরুষার্থ, তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্ত কিরূপে নিজের আর্ত্তি জ্ঞাপন করিবেন, তাহাই এই শ্লোকে উপদেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলতা এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে, মমতাবুদ্ধির আধিক্য না থাকিলে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং মমতাধিক্যময় প্রেমই এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কৃষ্ণের বিরহে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ভক্তের চিত্তে যে ভাববিশেষের উদয় হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে উৎকট ব্যাকুলতা এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত তীব্র লালসাই বোধ হয় এই ভাববিশেষ শব্দে সূচিত হইয়াছে। জাত-প্রেম ভক্তব্যতীত অন্য ভক্তের চিত্তে এইরূপ ব্যাকুলতা ও লালসা সম্ভব নহে। জাতপ্রেম ভক্তের দেহ-ভঙ্গের পূর্ব্বে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ একবার তাঁহাকে দর্শন দেন, এবং তৎক্ষণেই—দর্শনদানের পরেই—অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন। এই অন্তর্ধানের পরেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত ভক্তের চিত্তে তীব্র লালসা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার অসহ্য দুঃখের উদয় হয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী-গোস্বামীরও এই অবস্থা হইয়াছিল। "অয়ি দীন-দয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী বস্তুতঃ মাথুর-বিরহ-খিন্না শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর উক্তি। "এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। ২।৪।১৯২॥" বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া ব্রজদেবীগণকে উৎকট-বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছেন বলিয়াই শ্রীমতী রাধিকা প্রণয়েষ্যাবশতঃ তাঁহাকে "মথুরানাথ" অর্থাৎ "মথুরা-নাগরীদিগের প্রাণবল্লভ"

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৪
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড ভাগ্যবান ॥ ৩৫
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব, কভু রহে কোনস্থলে ॥ ৩৬
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌডি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণবিরহে পুরী গোস্বামীর চিত্তে যে অসহ্য যন্ত্রণার উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রায় মাথুর বিরহক্লিষ্টা ভানুনন্দিনীর যন্ত্রণার অনুরূপ, তাই পুরীগোস্বামীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করাইবার নিমিত্ত শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার মুখে "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোক স্ফুরিত করাইয়াছেন। "এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ ২।৪।১৯২ ॥" অথবা, উৎকট কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করার সময়ে পুরীগোস্বামীর চিত্তে হয়তো মাথুর বিরহক্লিষ্টা ভানুনন্দিনীর কথাই উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তিনি তখন হয়তো স্বীয় প্রাণেশ্বরীর সান্নিধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীমতী যখন "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইল, তখন শ্রীমতীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই কৃপায় পুরীগোস্বামীর মুখেও হয়তো ঐ শ্লোকটী স্ফুরিত হইয়াছিল এবং তাহাই তাঁহার যথাবস্থিত দেহেও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩৪। **রোপণ করি গেলা** প্রেমাঙ্কুর—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পৃথিবীতে প্রেমাঙ্কুর রোপণ করিয়া গেলেন। "জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর। ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ শ্রীঈশ্বরপুরীরূপ অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১।৯।৮-৯ ॥" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীতে যে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া গেলেন, তাহাই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুতে এই কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী লৌকিক লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা গ্রহণের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি জীবকে ভজনশিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত লৌকিক-লীলায় তিনি ভজনের আরম্ভ-স্বরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে, দীক্ষা গ্রহণব্যতীত কাহারই শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অধিকার জন্মে না (২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৫। **নির্যাণ**—অন্তর্ধান।

৩৬। **বিরক্তস্বভাব**—বৈরাগ্যময় আচরণ। **কভু রহে কোনস্থলে**—থাকিবার কোনও নির্দিষ্ট স্থান নাই, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই থাকেন।

৩৭। **অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা**—অন্যের গৃহে নিমন্ত্রণ ছাড়া আহার। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি লোকের গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আহার করেন। **নাহিক নির্ণয়**—কখন কোথায় আহার করিবেন, তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

"অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।' স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "নিমন্ত্রণ নাহি কাঁহা করেন নির্ণয়"—এইরূপ পাঠান্তর আছে। ইহার অর্থ এই :—অনেকে নিমন্ত্রণ করিলেও কাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, তাহা নিশ্চিত বলেন না। অথবা, কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। **অন্যের ভিক্ষার** ইত্যাদি—কে কোথায় ভোজন করেন এবং কে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার অনুসন্ধান করেন।

রামচন্দ্রপুরী-গোস্বামীর স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, তাঁহার নিজের খাওয়া-থাকা-সম্বন্ধে কোনও স্থিরতাই তাঁহার ছিল না—সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কিছু অনুসন্ধানও ছিল না, কিন্তু অপরে কে কোথায় থাকে বা খায়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই অনুসন্ধান নিতেন।

প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতিউতি হয়।
কেহো যদি মূল্য আনে, চারিপণ নির্ণয় ॥ ৩৯
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪০
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাহেঁা ছিদ্র না পাইল ॥ ৪১
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোকে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ ? ॥ ৪২
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোকস্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥ ৪৩
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম-সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম ॥ ৪৪
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৫
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৬

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যম্—
"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসে"তি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥ ৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৯। **ইতি উতি**—এখানে ওখানে, অন্যান্য স্থানে।

৪০। প্রভু কোথায় থাকেন (স্থিতি), কিরূপ আচরণ করেন (রীতি), কোথায় এবং কি কি দ্রব্য ভোজন (ভিক্ষা) করেন, কোথায় কিভাবে শয়ন করেন এবং কখন কোথায় গমন (প্রয়াণ) করেন, রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বদাই এই সমস্তের অনুসন্ধান করিতেন।

সর্ব্বানুসন্ধান—সমস্তের খোঁজ।

৪১। **ছিদ্র**—ত্রুটী। **কাঁহা**—কোথাও।

৪২। প্রভুর কোনওরূপ দোষ বাহির করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন রামচন্দ্রপুরী কোনও দোষ পাইলেন না, তখন একদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন যে, প্রভুর গৃহে কয়েকটী পিপীলিকা বেড়াইতেছে, তাহাতেই তিনি অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই এই গৃহে গতরাত্রে মিষ্টান্ন আনা হইয়াছিল, ঐ মিষ্টান্নের লোভেই পিপীলিকা আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। আবার ইহাও সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিমিত্তই এই মিষ্টান্ন আনা হইয়াছে। এই কল্পিত দোষের গন্ধ পাইয়া তিনি লোকের নিকট প্রভুর নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়াও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছেন, কিরূপে তাঁহার ইন্দ্রিয় দমন হইবে ?"

ইন্দ্রিয়-বারণ—ইন্দ্রিয়-দমন।

৪৩। **দেখিতে আইসে**—রামচন্দ্রপুরী আইসেন।

৪৪। **গুরুবুদ্ধ্যে**—গুরুবুদ্ধিতে, শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরু-ভাই ছিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু, তাই রামচন্দ্রপুরীও তাঁহার গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে গুরু-বুদ্ধি পোষণ করিতেন।

তেঁহো—রামচন্দ্রপুরী। **বুলে**—ফিরে, ভ্রমণ করে।

৪৫। **তথাপি আদর করে**—গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ মর্য্যাদা দেখাইতে হয়, জীবকে তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, রামচন্দ্রপুরীর দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও প্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। গুরুব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাঁহার অসম্মান করিতে নাই—ইহাই প্রভুর উপদেশ।

৪৬। **আইলা**—রামচন্দ্রপুরী আসিলেন। **পিপীলিকা**—পিপড়া। **কহেন উত্তর**—পিপীলিকা দেখিয়া রামচন্দ্রপুরী প্রভুর সাক্ষাতেই "রাত্রাবত্র" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যগুলি বলিলেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ ৪৭
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥ ৪৮
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কোচ হয় মন।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচন—॥ ৪৯
আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের একচৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫০
ইহা বহি আর অধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥ ৫১
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সভার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫২
রামচন্দ্রপুরীকে সভাই করে তিরস্কার—।
এই পাপ আসি প্রাণ লইল সভার ॥ ৫৩
সেইদিনে এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
একচৌঠি ভাত, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৪
এতন্মাত্র গোবিন্দ সবে কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥ ৫৫
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৬
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৭
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন—।
দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥ ৫৮
এইমত মহাদুঃখে দিনকথো গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥ ৫৯
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন—॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। রাত্রিকালে এই স্থানে মিষ্টান্ন ছিল। তাই পিপীলিকাগণ এই স্থানে বিচরণ করিতেছে, কি আশ্চর্য্য। বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয় লালসা। এই বলিয়া (রামচন্দ্রপুরী) উঠিয়া গেলেন। ৩

ঐক্ষবম্—ইক্ষু হইতে জাত দ্রব্য, মিষ্টান্ন।

৪৭। **পরম্পরায়**—লোক-মুখে। **নিন্দা**—রামচন্দ্রপুরী যে প্রভুর নিন্দা করেন, একথা। **কল্পিত-নিন্দন**—ভিত্তিহীন নিন্দা, মিছামিছি নিন্দা। যে নিন্দায় বাস্তবিক নিন্দার কারণ কিছুই নাই।

৪৮। **সহজেই**—স্বভাবতঃই, মিষ্টদ্রব্য না থাকিলেও আপনা আপনিই।

৫০। **পিণ্ডাভোগ**—ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র, যাহা শ্রীজগন্নাথের ভোগে দেওয়া হয়। **একচৌঠি**—চারিভাগের একভাগ।

৫১। **এথা**—এই স্থানে। অধিক প্রসাদ আনিলে প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাই জানাইলেন।

৫২। **সকল বৈষ্ণবে**—সমস্ত বৈষ্ণবের নিকটে। **এই বাত**—এই কথা, পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি এবং পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন আনার কথা এবং অধিক আনিলে প্রভুর অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কথা। **হৈল বজ্রাঘাত**—অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, তদ্রূপ দুঃখ হইল।

৫৩। **করে তিরস্কার**—তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিলেন। **পাপ**—উৎপাত, নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। **প্রাণ লইল সভার**—প্রভুর আহার-সঙ্কোচে সকলের প্রাণান্তক কষ্ট হইল।

৫৭। **অর্দ্ধাশন**—অর্দ্ধ ভোজন, যে পরিমাণ আহার করিলে ক্ষুধা-নিবারণ হয়, তাহার অর্দ্ধেক খাইতেন।

সব ভক্তগণ ইত্যাদি—প্রভু পেট ভরিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া দুঃখে সমস্ত বৈষ্ণবই পেট ভরিয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন।

৫৮। **গোবিন্দ-কাশীশ্বরে**—গোবিন্দকে এবং কাশীশ্বরকে। **আজ্ঞাপন**—আদেশ। **কর উদর-ভরণ**—ক্ষুধা নিবারণ কর।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে-তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ ৬১
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্দ্ধাশন।
এহো শুষ্কবৈরাগ্য, নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ৬২
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ৬৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৬-১৭)—
নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৪

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদি নিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তং অধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধি র্ন ভবতি, তথা নিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। স্বামী। ৪

তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতি র্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬১। **ইন্দ্রিয়-তর্পণ**—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন, যাহা খাইলে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি হয়, তাহা খাওয়া। **যৈছে তৈছে**—যে কোনও রকমে।

৬২। **ক্ষীণ**—কৃশ।

শুষ্ক-বৈরাগ্য—ফল্গু বৈরাগ্য। ২।২৩।৫৬ পয়ারের টীকায় শুষ্ক বৈরাগ্যের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৬৩। **যথাযোগ্য উদর ভরে**—যে পরিমাণ আহার করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বা শরীর রক্ষা হইতে পারে, সেই পরিমাণেই আহার করিবে। এই পয়ারের প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোক।

না করে বিষয়ভোগ—বিষয়ভোগ করে না, শরীর ধারণের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত ভোগকেই বিষয়ভোগ বলা যায়, এইরূপ ভোগ করিতে গেলেই ভোগের কোনওরূপ নিয়ম রক্ষা করা যায় না, বিষয়ভোগের লালসায় আহার-বিহারাদি অনিয়মিতভাবে চলিতে থাকে, তাহার ফলে ভজনে নানাবিধ বিঘ্ন জন্মে।

শ্লো। ৪-৫। অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন)। অত্যশ্নতঃ (অত্যন্ত ভোজনশীল জনের) যোগঃ (যোগ—যোগানুষ্ঠান) ন অস্তি (হয় না), একান্তম্ (একান্ত) অনশ্নতঃ (ভোজনবিহীন জনের) অপি (ও) ন (হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য চ (এবং অতিশয় নিদ্রাশীল ব্যক্তিরও) ন (হয় না), জাগ্রতঃ (অতি জাগরণশীল জনেরও) ন এব (হয় না)। যুক্তাহারবিহারস্য (যাঁহার আহার-বিহার নিয়মিত, তাঁহার), কর্ম্মসু (কর্ম্মে) যুক্তচেষ্টস্য (যাঁহার চেষ্টা নিয়মিত, তাঁহার), যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য (যাঁহার নিদ্রা এবং জাগরণও নিয়মিত, তাঁহার) দুঃখহা (দুঃখবিনাশক) যোগঃ (যোগ) ভবতি (সিদ্ধ হয়)।

অনুবাদ। হে অর্জ্জুন। অত্যন্ত ভোজনশীল ব্যক্তির (আলস্যবশতঃ), অত্যন্ত ভোজন-বিহীন-জনের (ক্ষুধায় মন চঞ্চল হয় বলিয়া), অতিশয় নিদ্রাশীল জনের (চিত্তের লয় বশতঃ) এবং অতিশয় জাগরণশীল-জনের (মনের চাঞ্চল্য বশতঃ) যোগানুষ্ঠান হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মিত, তাঁহারই দুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয়। ৪-৫

৬৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ, এই ভাগ্য আমার॥ ৬৪
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে পুরীগোসাঞি শুনিলা॥ ৬৫
আরদিন ভক্তগণসহে পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি—॥ ৬৬
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়, কিবা হৈবে লাভ ?॥ ৬৭
পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করাইয়া।
যেই খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥ ৬৮
খাওয়াইয়া পুন তারে করেন নিন্দন—।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন ?॥ ৬৯
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিল—তোমায় নাহি কিছু ভাস॥ ৭০
কে কৈছে ব্যবহার করে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায়॥ ৭১
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ॥ ৭২

তথাহি (ভা ১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইদানীমতিবিস্তরেণোক্তং জ্ঞানযোগং সংক্ষেপেণ বক্তুম্ আহ পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণি চ। তত্র হেতুঃ বিশ্বমিতি। স্বামী। অথ তাদৃশে ভক্তিযোগে বাহ্যদৃষ্টিং পরিত্যাজয়িতুং অথবা ভক্তিযোগস্য সুগমতাং সফলতাঞ্চ দর্শয়িষ্যন্ দুর্গমাদিরূপং সসাধনং জ্ঞানমাহ, পরস্বেতি। প্রকৃত্যা পুরুষেণ সহ বিশ্বমেকাত্মকমিতি আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্ত পরাবরমিত্যাদি সপ্তমস্কন্ধান্তব্যাখ্যানরীত্যা বস্তুতস্তু তৎ সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা স এবৈক আত্মা যস্য তথাভূতং পশ্যন্ বক্ষ্যতে চ জ্ঞানং বিবেক ইত্যাদিভ্যাম্। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৪। রামচন্দ্রপুরীর উপদেশাত্মক বাক্য শুনিয়া প্রভু দৈন্য প্রকাশ করিয়া এবং পুরীগোস্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বলিলেন—"আমি অজ্ঞ—শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ কিছুই জানি না, বয়সেও বালক প্রায়, জ্ঞানে এবং বয়সে তোমার শিষ্যের তুল্য, সম্পর্কেও তোমার শিষ্যের তুল্য, তুমি যে কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ দিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

৬৫। **এত শুনি**—প্রভুর কথা শুনিয়া। **অর্দ্ধাশন**—অর্দ্ধেকমাত্র আহার, আধপেটা খাওয়া। **পুরীগোসাঞি**—পরমানন্দ পুরী-গোস্বামী।

৬৬। **ভক্তগণ সহে**—ভক্তগণসহ। ভক্তগণের সঙ্গে পরমানন্দপুরী প্রভুর নিকটে যাইয়া যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ৬৭ ৭৬ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৬৮। **আহার করাইয়া**—"আহার করিয়া" পাঠান্তরও আছে।

যেই খায়—"যেই না খায়" পাঠান্তরও আছে।

৭০। **নাহি কিছু ভাস**—কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই। "ভাস"-স্থলে "ত্রাস"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, **ত্রাস**—ভয়।

৭২। **দুইকর্ম্ম**—পরের প্রশংসা ও নিন্দা। **বর্জ্জন**—নিষেধ।

শ্লো। ৬। অন্বয়। প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (প্রকৃতি এবং পুরুষের সহিত) বিশ্বং (এই বিশ্বকে) একাত্মকং (একাত্মক) পশ্যন্ (মনে করিয়া) পর স্বভাব-কর্ম্মাণি (পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে) ন প্রশংসেৎ (প্রশংসা করিবে না) ন গর্হয়েৎ (নিন্দাও করিবে না)।

অনুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত বিশ্বকে একাত্মক মনে করিয়া পরের স্বভাব বা কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। ৬

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥ ৭৩

তথাহি ন্যায়ঃ—
পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একাত্মকম্—একই আত্মা যাহার, তাদৃশ। 'আদাবন্তে জনানাং সদ্বহির্বন্তঃ পরাবরম। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচোবাচ্যং তমোজ্যোতি স্বয়ং স্বয়ম॥ শ্রীভা ৭।১৫।৫৭॥"—এই প্রমাণ অনুসারে সমস্তের আদিতে কারণরূপে এবং অন্তে অবধিরূপে যে সদ্বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সমস্তের ভিতরে এবং বাহিরেও বর্ত্তমান, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, বাক্য এবং বাচ্য এবং অন্ধকার এবং জ্যোতিঃও যাহা—সেই যে পরমাত্মা, তাহাই একমাত্র আত্মা যাহার, তাদৃশরূপে এই বিশ্বকে এবং প্রকৃতি ও পুরুষকে—এই বিশ্ব পরমাত্মারই পরিণতিমাত্র—সুতরাং স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে, এইরূপ মনে করিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে নিন্দাও করিবে না, প্রশংসাও করিবে না। কারণ, সমস্তই স্বরূপতঃ একাত্মক বলিয়া নিন্দার বা প্রশংসার বস্তু কিছু থাকিতে পারে না, একই বস্তু নিন্দার এবং প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না, নিন্দার এবং প্রশংসার বস্তু থাকিলেই দুই জাতীয় দুইটী বস্তু থাকিবে—একটী নিন্দার যোগ্য, অপরটী প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তত্ত্বতঃ বস্তু মাত্র একটী—পরমাত্মা, তত্ত্বতঃ দ্বিতীয় বস্তু যখন কিছু নাই, তখন স্বরূপতঃ নিন্দার বা প্রশংসার বস্তুও কিছু নাই এবং থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের নিকটে যাহা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, যেমন জ্ঞান ও জ্ঞেয়, বাক্য ও বাচ্য, আলো ও অন্ধকার—তাহাও স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। তথাপি যে আমরা ভিন্ন বলিয়া মনে করি—তাই কোনওটীকে নিন্দা এবং কোনওটীকে স্তুতি করি, তাহার কারণ—দ্বিতীয় বস্তুতে আমাদের অভিনিবেশ, যাহা ভয়ের কারণ, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ।"

তাই বলা হইয়াছে—সমস্তই একই পরমাত্মার পরিণতি, সুতরাং তত্ত্বতঃ সমস্তই একাত্মক—এরূপ মনে করিয়া নিন্দা ও প্রশংসা বর্জন করিবে, নচেৎ নিন্দায় ও প্রশংসায় এবং তন্নিবন্ধন মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ চিত্তচাঞ্চল্য ও বহির্ম্মুখতা জন্মিবে।

"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ। শ্রীভা ১১।১৯।৪৫॥—গুণদৃষ্টিও দোষের, দোষদৃষ্টিও দোষের, গুণদৃষ্টি এবং দোষদৃষ্টি—প্রশংসা ও নিন্দা—এই উভয়ের বর্জ্জনই গুণ। গুণে দৃষ্টি থাকিলেই দোষের দর্শন হয় এবং দোষে দৃষ্টি থাকিলেই গুণের দর্শন হয়, সুতরাং উভয়ের মধ্যেই দোষ-দৃষ্টির সংশ্রব আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশংসাই করা হউক, কি নিন্দাই করা হউক, প্রত্যেকটাতেই অসদবস্তুতে অভিনিবেশ জন্মে, তাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিবার সম্ভাবনা। চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিলেই নিজের কর্ত্তব্য ভগবদ্ভজন হইতে স্খলিত হইতে হয়।

৭২ পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৩। **তার মধ্যে**—নিষিদ্ধ দুই কর্ম্মের মধ্যে, প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে।

পূর্ব্ববিধি প্রশংসা—পূর্ব্বোক্ত "পরস্বভাব কর্ম্মাণি"-শ্লোকে প্রথমতঃ প্রশংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তারপর নিন্দা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই উক্ত শ্লোকে প্রশংসা ত্যাগের বিধিই হইল পূর্ব্ববিধি এবং নিন্দা-ত্যাগের বিধিই হইল পর বিধি।

পরবিধি—পরবর্ত্তী বিধান (বা আদেশ)।

বলিষ্ঠ জানিয়া—একই বিষয়ে যদি দুইটী বিধি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিকে ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী বিধি পালনের ব্যবস্থাই শাস্ত্র দিয়া থাকেন (নিম্ন শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে)। এস্থলে প্রশংসা ও নিন্দা না করার বিধি যদিও একই বস্তু সম্বন্ধে নহে এবং যদিও পরবিধিতে নিন্দাবর্জ্জনের কথাই আছে—গ্রহণের কথা নাই, তথাপি রামচন্দ্রপুরীর ব্যবহারের প্রতি উপহাসপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াই পরমানন্দপুরী-গোস্বামী পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধির বলবত্তার কথা বলিলেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥ ৭৪
ইঁহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায় ।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥ ৭৫
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর ।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সভার বোল ধর ॥ ৭৬
প্রভু কহে—সভে কেনে পুরীগোসাঞিরে কর রোষ ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ ? ॥ ৭৭
যতি হঞা জিহ্বালম্পট—অত্যন্ত অন্যায় ।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥ ৭৮
তবে সভে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল ।
সভার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ৭৯
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে ।
কভু দুইজন ভোক্তা কভু তিন জনে ॥ ৮০
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ ।
প্রসাদমূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ৮১
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮২
পণ্ডিতগোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৩
তাঁ-সভার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন ।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। পূর্ব্ববিধি ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্। ৭

৭৩ পয়ারোক্তির পরবিধি-গ্রহণের অনুকূল প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৪। যাহাঁ গুণ শত ইত্যাদি—যে স্থলে শত শত গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রপুরী সে-স্থলেও একটীও গুণ দেখিতে পায়েন না, দেখিতে পাইলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না, বরং ঐ গুণের মধ্যেই ছলপূর্ব্বক মিথ্যাদোষের আরোপ করেন।

৭৫। ইঁহার স্বভাব ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর এইরূপ স্বভাবের কথা বলাও অসঙ্গত (কারণ, ইহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নিন্দাই), তথাপি তোমার সম্বন্ধে তাঁহার আচরণে প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ (মর্ম্মদুঃখ) অনুভব করাতে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না।

৭৮। যতি—সন্ন্যাসী। **জিহ্বা-লম্পট**—ভাল ভাল জিনিস খাওয়ার, অথবা অতিরিক্ত খাওয়ার লালসা। **প্রাণ রাখিতে আহার**—যে পরিমাণ আহার করিলে কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা হয়।

৭৯। অর্দ্ধেক—রামচন্দ্রপুরী আসার পূর্ব্বে প্রভু যাহা গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধেক। প্রথমে প্রভুর নিমন্ত্রণে চারিপণ কড়ি লাগিত, রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি এবং পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন মাত্র অঙ্গীকার করিতে-ছিলেন, এক্ষণে আবার সকলের আগ্রহে তিনি পূর্ব্বের চারিপণের স্থলে দুইপণ কড়ির প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে প্রভু রামচন্দ্রপুরীর মর্য্যাদাও রাখিলেন (কারণ, পূর্ব্ববৎ পূর্ণ ভোজন করিতেন না) এবং পরমানন্দ-পুরী-আদির মর্য্যাদাও রাখিলেন (যেহেতু, রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে যাহা গ্রহণ করিতেছিলেন, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী অঙ্গীকার করিলেন)।

৮০। কভু দুইজন—প্রভু ও গোবিন্দ। **কভু তিনজন**—প্রভু, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর।

৮১। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের হাতের পাচিত অন্ন আহার করা যায় না, অনাচরণীয় বিপ্র।

৮২। কিছু প্রসাদ আনে—জগন্নাথের প্রসাদ কিছু কিনিয়া আনে।

৮৩। নিমন্ত্রণের দিনে—মাসের মধ্যে যাঁহার যে-দিন নিমন্ত্রণ করার নিয়ম আছে, সেই দিনে। কোনও কোনও গ্রন্থে "নিয়মের দিনে" পাঠান্তর আছে।

৮৪। তাহাঁ প্রভুর ইত্যাদি—নিমন্ত্রণের দিনে প্রভু নিজের ইচ্ছামত কম খাইতে পারেন না, নিমন্ত্রণকারী ভক্তের ইচ্ছামতই তাঁহাকে ভোজন করিতে হয়।

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহাঁ যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ ৮৫
কভু ত লৌকিক রীত—যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন ॥ ৮৬
কভু রামচন্দ্রপুরী'র হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তাঁরে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায় ॥ ৮৭
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে, সেই সব মনোহর ॥ ৮৮
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কথো রহি গেলা তীর্থ করিবারে ॥ ৮৯
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈলা হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিত ॥ ৯০
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সভে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯১
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯২
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৩
চৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পুর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৪
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ৯৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা-
সঙ্কোচনং নাম অষ্টমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁর—যিনি নিমন্ত্রণ করেন তাঁহার। কোনও কোনও গ্রন্থে "তাঁর" স্থলে "প্রভুর" পাঠান্তর আছে।

৮৫। তাহা—'তাহা' স্থলে 'ঐছে" পাঠান্তর আছে।

৮৬। লৌকিক রীতি—সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার—অপরের অনুরোধ ও আদেশ অনুসারে। 'লৌকিক' স্থলে 'মহাপ্রভুর' পাঠান্তর আছে। **ইতর জন**—সাধারণ লোক। **স্বতন্ত্র**—নিজের ইচ্ছানুসারে চলেন যিনি। **ঐশ্বর্য্য**—ঈশ্বর স্বভাব, স্বতন্ত্রতা পরের অনুরোধ আদেশাদির অপেক্ষা হীনতা।

৮৭। ভৃত্যপ্রায়—আজ্ঞাধীন। **তৃণপ্রায়**—তুচ্ছজ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করেন। দ্বিতীয় পয়ারাৰ্দ্ধস্থলে 'কভু কভু তাঁহার মানয় তৃণ প্রায়।' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

৯০। শিরের—মাথার। **ভূমিত**—মাটীতে

৯২। গুরু উপেক্ষা ইত্যাদি—রামচন্দ্রপুরীর গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র তাঁহাকে উপেক্ষা করাতে যেমন তাঁহার নিন্দক স্বভাব হইয়াছিল, অন্য লোক তো দূরের কথা, স্বয় ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিন্দায় পর্য্যন্ত যেমন তাঁহার মতি হইয়াছিল, তদ্রূপ যে কেহ গুরুর উপেক্ষার পাত্র হয় তাহারও ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ইত্যাদি—গুরুর উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিন্দা পর্য্যন্ত করিয়াও লোক অপরাধী হইতে পারে।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে শ্রীপাদ রামচন্দ্রপুরী পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রপ্রিয় বিভীষণ, কার্য্যবশতঃ শ্রীরাধিকার শাশুড়ী জটিলাও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, এজন্যই তিনি মহাপ্রভুর ভিক্ষাসঙ্কোচনাদি করিতেন। "বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্ রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ॥ উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণম্। জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽহবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভোর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ॥ ৯২ ৯৩॥"

৯৩। তাঁর দোষ—রামচন্দ্রপুরীর দোষ। **তার ফলদ্বারে**—রামচন্দ্রপুরীর প্রতি গুরুর উপেক্ষার যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহাদ্বারা। **লোকে শিক্ষা করাইল**—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে এই শিক্ষার বিষয় বলা হইয়াছে।

৯৫। লিখি—এস্থলে "লোক" পাঠান্তরও আছে।

অন্ত্য-লীলা

নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্যধন্যচৈতন্য গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজন-স্বান্ত-মরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয় ॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সর্ব্বরসময় ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অগণ্যা গণনাতীতা অথচ ধন্যা যে চৈতন্যগণা স্তেষাং প্রেমবন্যয়া কর্ত্র্যা অধন্যজনস্বান্তমরুঃ অধমলোক চিত্তরূপ নিরুদকদেশঃ শশ্বন্নিরন্তরং অনূপতাং জলবহুলদেশতাং নিন্যে। জলপ্রায়মনূপং স্যাদিত্যমরঃ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য লীলার এই নবম পরিচ্ছেদে শ্রীগোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অগণ্যধন্যচৈতন্য গণানাং (শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য পতিত পাবন ভক্তগণের) প্রেমবন্যয়া (প্রেমবন্যাদ্বারা) অধন্য-জন স্বান্তমরুং (পতিত-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি) শশ্বৎ (নিরন্তর) অনূপতাং (জল বহুল স্থানত্ব) নিন্যে (প্রাপ্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য ধন্য (পতিত পাবন) ভক্তগণের প্রেমবন্যা অধন্য (পতিত) জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমিকে নিরন্তর জলবহুল-স্থানত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছে—আপ্লাবিত করিয়াছে। ১

পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত অসংখ্য, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ধন্য—পতিতপাবন, প্রত্যেকেই পরম প্রেমিক, পরম-রসিক। প্রবল-বন্যা প্রবাহিত হইয়া সময় সময় যেমন মরুভূমিকেও ভাসাইয়া ডুবাইয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রেমের বন্যা বহাইয়া পতিত অধম জনগণের শুষ্ক নীরস চিত্তকে সরস—প্রেম পরিপ্লুত করিয়াছেন।

অগণ্য-ধন্য-চৈতন্যগণানাং—অগণ্য (গণনাতীত—অসংখ্য) এবং ধন্য (পতিত-পাবন) চৈতন্যের (শ্রীচৈতন্য দেবের) গণসমূহের (ভক্তগণের) **প্রেমবন্যয়া**—প্রেমের বন্যাদ্বারা, যে বন্যায় জলের প্রবাহের পরিবর্তে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তদ্দ্বারা **অধন্য-জন-স্বান্তমরুং**—অধন্য (পতিত—সংসার-কূপে পতিত) জনসমূহের স্বান্ত (অন্তঃকরণ) রূপ মরু (জলকণাশূন্য বালুকাময় অত্যুত্তপ্ত স্থানবিশেষ), [কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়, সরস হয়, যে-চিত্তে প্রেম নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতাও নাই, তাহাকেই জলকণারও অস্তিত্বশূন্য মরুভূমি-তুল্য বলা হইয়াছে। এতাদৃশ মরুভূমিতুল্য ভক্তিকণালেশশূন্য চিত্তও ভক্তগণের প্রেমবন্যাদ্বারা] **শশ্বৎ**—নিরন্তর **অনূপতাং**—জলবহুলস্থানতা (যে স্থানে খুব বেশী জল থাকে, তাহাকে অনূপ বলে, তাহার ভাব) প্রাপ্ত হইয়াছে। অভক্ত পতিতদের চিত্তও প্রেমে পরিপ্লাবিত হইয়াছে।

২। **সর্ব্বরসময়**—শান্তদাস্যাদি পঞ্চ মুখ্যরস এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সপ্তগৌণরসের সমাবেশ আছে যাঁহাদের মধ্যে।

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৩
অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥ ৪
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৫
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৬
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ ৭
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যতজন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ ৮
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস শুক আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥ ৯
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বোলে প্রভু বাহির হইয়া ॥ ১০
প্রভুর দর্শনে সব লোকে প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥ ১১
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড়জানা চাঙ্গে চঢ়াইল ॥ ১২
তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৩
সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায়।
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায় ॥ ১৪
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন ?।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ—॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। **কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে**—কৃষ্ণপ্রেমের বৈচিত্রী আস্বাদনের আনন্দে।

৪। **অন্তরে বাহিরে**—অন্তরে (মনে) এবং বাহিরে (দেহে)। অন্তরে কৃষ্ণবিরহে মানসাদি ভাবের এবং বাহিরে দেহে দশাদির পরিচায়ক অনুভাবাদির প্রকাশ। **কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ**—কৃষ্ণবিরহে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয় সে সমস্ত ভাবের বৈচিত্রী। **নানাভাবে**—কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুর চিত্তেও সেই সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল। **মন আর অঙ্গ**—বিরহজনিত দিব্যোন্মাদাদি ভাবের পীড়নে প্রভুর মন এবং সেই সমস্ত ভাবের কৃশতা-মলিনতা চিত্রজল্পাদি বাহ্যিক অনুভাবে প্রভুর দেহ পীড়িত হইতেছিল।

৫। **রায়**—রামানন্দ রায়। **স্বরূপ**—স্বরূপদামোদর। **রস আস্বাদন**—কৃষ্ণলীলারসের আস্বাদন।

৬। **ত্রিজগতের**—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন জগতের। **করে দরশন**—মহাপ্রভুকে দর্শন করে। ত্রিজগতের লোক কিরূপে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে বলা হইয়াছে।

৭। **মনুষ্যের বেশে**—ত্রিজগতের লোক মনুষ্যের বেশ ধরিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। **সপ্ত পাতাল**—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল রসাতল ও পাতাল—এই সপ্তপাতাল।

দৈত্য—অসুর। **বিষধর**—সর্প।

৮। **সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে**—৩।২।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। **ফুকারে**—উচ্চ শব্দ করে, চীৎকার করে, দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়।

১২। **নিবেদিল**—বলিল কি বলিল তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে। **গোপীনাথ**—ইনি রামানন্দরায়ের ভাই এবং রায় ভবানন্দের পুত্র। **বড়জানা**—জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই রাজপুত্রের নাম পুরুষোত্তম জানা (৩।৯।২৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **চাঙ্গে**—মঞ্চের উপরে, বধ করার নিমিত্ত।

১৩। **তার উপরে ডারি দিবে**—মঞ্চের উপর হইতে গোপীনাথকে নিম্নস্থিত খড়্গের উপরে ফেলিয়া দিবে।

১৪। **রাখিতে জুয়ায়**—গোপীনাথকে রক্ষা করা প্রভুর উচিত। গোপীনাথের রক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে অনুনয় করিল।

১৫। **করয়ে তাড়ন**—যন্ত্রণা দেয়, মঞ্চে উঠায়।

সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজবিষয়ী।
গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামরায়ের ভাই ॥ ১৬
মালজাঠ্যাদণ্ডপাটে তাঁর অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৭
দুইলক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকী হৈল।
দুইলক্ষ কাহন তাঁরে রাজা ত মাগিল ॥ ১৮
তেঁহো কহে—স্থূলদ্রব্য নাহি, যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বিকি-কিনি দ্রব্য ভরিব ॥ ১৯
ঘোড়া দশ বার হয়, লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ ২০
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্রমিত্রসনে ॥ ২১
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২২
সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়।
উচ্চমুখে বারবার ইতিউতি চায় ॥ ২৩
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি মানে ॥ ২৪
আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥ ২৫
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল—॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৬। **তেঁহো**—গোপীনাথ।

রাজবিষয়ী—রাজার বিষয়-রক্ষক রাজকর্ম্মচারী।

১৭। **মালজাঠ্যা** ইত্যাদি—তিনি রাজা-প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটনামক দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। **সাধি পাড়ি**—ঐ দেশের রাজকরাদি আদায় করিয়া। **রাজদ্বারে**—রাজসরকারে।

১৯। **তেঁহো কহে** ইত্যাদি—রাজা যখন টাকা চাহিলেন, তখন গোপীনাথ বলিলেন—"আমার নিকটে এমন নগদ টাকা নাই যে, এক্ষণেই দুইলক্ষ কাহন গণিয়া দিয়া দেনা শোধ করিতে পারি। তবে কিছুদিন সময় দিলে ক্রমে ক্রমে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিতে পারিব।'

স্থূল দ্রব্য—নগদ টাকা। শেষ পয়ারার্দ্ধের স্থলে—ক্রমে বেচি কিনি তবে আনিয়া ভরিব"—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২০। **ঘোড়া দশ বার হয়**—আমার দশ বারটি ঘোড়া আছে।

২১। **পাত্রমিত্র**—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

২২। **ঘাটাইয়া**—কমাইয়া, ঘোড়ার যাহা উপযুক্ত মূল্য, তাহা অপেক্ষা কম করিয়া।

২৩। **গ্রীবা**—ঘাড়। **উচ্চমুখে**—মুখ উচা করিয়া। **ইতিউতি**—এদিক ওদিক্‌।

২৪। **তারে**—রাজপুত্রকে। **রাজা কৃপা করে** ইত্যাদি—গোপীনাথের প্রতি রাজা-প্রতাপরুদ্রের যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে বলিয়া রাজপুত্রের নিন্দা করিতে তিনি ভয় পাইলেন না।

২৫। গোপীনাথ কি বলিয়া রাজপুত্রের নিন্দা করিলেন, তাহা বলিতেছেন।

গ্রীবা না ফিরায়—'রাজপুত্র! আমার ঘোড়া তো ঘাড় ফিরায় না।" বাহিরে একথা বলিলেন, কিন্তু গোপীনাথ মনে মনে বলিলেন "তোমার মত ঘাড় ফিরায় না।" **ঊর্দ্ধে নাহি চায়**—মুখ উচা করিয়া থাকে না (তোমার মতন)। **ঘাটি মূল্য**—কম মূল্য।

২৬। **শুনি**—গোপীনাথের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া।

রাজার ঠাঁই—রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে। **বহু লাগানি করিল**—গোপীনাথের বিরুদ্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলিল।

কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা দেহ যদি, চাঙ্গে চঢ়াই লই কৌড়ি ॥ ২৭
রাজা বোলে যেই ভাল, সেই কর যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায় ॥ ২৮
রাজপুত্র আসি তবে চাঙ্গে চঢ়াইল।
খড়্গ উপর পেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥ ২৯
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ—।
রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কি দোষ ? ॥ ৩০

রাজার বিলাত সাধি খায়, নাহি রাজভয়।
দারী-নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩১
যেই চতুর সে ই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায়—তাহা করে ব্যয় ॥ ৩২
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
'বাণীনাথাদি সবংশে লৈগেল বান্ধিয়া' ॥ ৩৩
প্রভু কহে—রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব ? ॥—৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৭। এই পয়ারে গোপীনাথ সম্বন্ধে রাজার নিকটে বড়জানার উক্তি।

এই—গোপীনাথ পট্টনায়ক। **ছদ্ম করি**—আত্মগোপন করিয়া। এই কথার ধ্বনি এই যে, গোপীনাথ ইচ্ছা করিলে এখনই টাকা দিতে পারে, কিন্তু কিছুই না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক্ষণে তাহার অর্থাভাব জ্ঞাপন করিতেছে। **চাঙ্গে চঢ়াই**—চাঙ্গে চড়াইলে প্রাণের ভয়ে টাকা দিয়া ফেলিবে।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার নিমিত্ত বড়জানা রাজার আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

২৮। **যেই ভাল**—টাকা আদায়ের নিমিত্ত যাহা ভাল মনে কর। **সেই কর যায়**—তুমি যাইয়া তাহাই কর।

২৯। **পেলাইতে**—ফেলিবার উদ্দেশ্যে।

"সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজবিষয়ী' হইতে এই পয়ার পর্য্যন্ত প্রভুর নিকট গোপীনাথের পক্ষীয় লোকের উক্তি। এই কয় পয়ারে গোপীনাথের চাঙ্গে চড়া সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ বলা হইল।

৩০। **প্রণয়-রোষ**—৩।৭।৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাজার কি দোষ—প্রভু বলিলেন, রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নাই বলিয়া রাজা গোপীনাথকে নির্য্যাতন করিতেছেন, তাহাতে রাজার কি দোষ ? কোনও দোষই নাই।

৩১। **রাজার বিলাত**—প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য বাকী খাজনাদি। **সাধি খায়**—আদায় করিয়া নিজে খায়। **দারীনাটুয়া**—স্ত্রীসঙ্গী নর্ত্তক, স্ত্রীলোক লইয়া যাহারা নৃত্য করে।

৩২। **চতুর**—চালাক, বুদ্ধিমান্। প্রজার নিকট হইতে খাজনাদি আদায় করিয়া তাহা হইতে রাজার প্রাপ্য টাকা শোধ না করিয়া সমস্ত টাকা নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় করা চতুরতার লক্ষণ নহে। **রাজবিষয়**—রাজার বিষয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ, দেশ বিশেষের শাসনকর্তৃত্ব। **রাজদ্রব্য শোধি পায়**—রাজার প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে। **তাহা করে ব্যয়**—নিজের ভোগের নিমিত্ত তাহা ব্যয় করে।

রাজার প্রাপ্য আগে শোধ করিয়া যাহা থাকে, তাহাই যে-ব্যক্তি নিজের জন্য ব্যয় করে, তদতিরিক্ত কিছু যে ব্যক্তি নিজের জন্য ব্যয় করে না, সেই ব্যক্তিই চতুর।

৩৩। **হেন কালে**—যে সময়ে প্রভু পূর্ব্বপয়ারোক্ত কথা বলিলেন তখন। **আর লোক**—গোপীনাথের পক্ষীয় অপর একজন লোক। **বাণীনাথাদি**—দ্বিতীয় লোক আসিয়া প্রভুকে জানাইল যে গোপীনাথকে তো চাঙ্গে চড়াইয়াছেই, তার উপর আবার গোপীনাথের ভাই বাণীনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের বংশের সকলকে রাজা বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছেন। **লৈ গেল**—লইয়া গেল।

৩৪। **লেখার দ্রব্য**—যে-সর্ত্তে গোপীনাথকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই লিখিত সর্ত্তানুসারে রাজার যাহা প্রাপ্য, তাহা। **বিরক্ত**—নিষ্কিঞ্চন।

তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন—॥ ৩৫
রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী তোমার সব দাস।
তোমাকে উচিত নহে ঐছন উদাস॥ ৩৬
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধবচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সভে, যাঙ রাজস্থানে॥ ৩৭
তোমাসভার এই মত—রাজার ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লঙ মুঞি আচল পাতিয়া॥ ৩৮
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহন॥ ৩৯
হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া।
'খড়্গোপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥' ৪০
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে—আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥ ৪১
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে।
সভে মিলি জানাহ জগন্নাথের চরণে॥ ৪২
ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥ ৪৩
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল—।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল—॥ ৪৪
গোপীনাথ পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥ ৪৫
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজধনক্ষয়॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৫। **স্বরূপাদি**—স্বরূপদামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ।

কৈল নিবেদন—পরবর্ত্তী পয়ারে তাঁহাদের নিবেদন ব্যক্ত আছে।

৩৬। **তোমার সব দাস**—সকলেই তোমার দাস। **ঐছন উদাস**—এইরূপ ঔদাস্য।

৩৭। **সক্রোধ বচন**—ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে গোপীনাথের সাহায্য করার নিমিত্ত প্রভুকে অনুরোধ করায় প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। কারণ, উপস্থিত বিপদে লৌকিক উপায়ে গোপীনাথের রক্ষা করিতে হইলে, রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইবে, কিন্তু রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, বিশেষতঃ বৈষয়িক ব্যাপারে—সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত কর্ম নহে, ইহা বরং সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী, তাই প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। **যাঙ**—যাই। **রাজস্থানে**—রাজার নিকটে, গোপীনাথের নিমিত্ত রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে।

"মোরে আজ্ঞা দেহ" হইতে "মাগিলে বা কেনে" ইত্যাদি পর্য্যন্ত ৩৭-৩৯ পয়ার প্রভুর সক্রোধ বচন।

৪০। **খড়্গোপরি** ইত্যাদি—ইহা, যে লোকটী আসিয়াছিল, তাহার উক্তি। **দিতেছে ডারিয়া**—ফেলিয়া দিতেছে।

৪১। **আমি ভিক্ষুক**—প্রভু বলিলেন—"আমি ভিক্ষুক মাত্র, ভিক্ষুকের কথা রাজা শুনিবেনই বা কেন? সুতরাং আমাদ্বারা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।" ইহা প্রভুর বাহিরের কথা, এই উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই যে—সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজার অনুগ্রহ প্রার্থনা সঙ্গত নহে।

৪৩। **কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা** ইত্যাদি—জগন্নাথ ঈশ্বর, তাই যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে সমর্থ, যাহা করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, তাহাও তিনি না করিতে পারেন, এজন্য কাহারও নিকটে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না, আবার যাহা একবার করেন, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপ করিতেও তিনি সমর্থ। **কর্ত্তুম্**—করিতে। **অকর্ত্তুম্**—না করিতে। **অন্যথা** অন্যরূপ।

৪৪। **হরিচন্দন পাত্র**—জগন্নাথের সেবক। পরম কৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই হরিচন্দনপাত্র রাজার নিকটে গেলেন।

৪৫। **নহে ব্যবহার**—রাজার উপযুক্ত আচরণ নহে।

৪৬। **নিজ ধনক্ষয়**—টাকা আদায় হইবে না বলিয়া নিজেরই অর্থ-হানি।

যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়? ॥ ৪৭
রাজা কহে—এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে নিব তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৮
তুমি যাই কর যেই সর্ব্বসমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ ॥ ৪৯
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নাম্বাইল ॥ ৫০
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে, উপায় পুছিল।
'যথার্থমূল্যে ঘোড়া লেহ' তেঁহো ত কহিল— ॥ ৫১
ক্রমে ক্রমে দিব সব আর যত পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি? ॥ ৫২
যথার্থ মূল্য করি তবে সব ঘোড়া লৈল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৩
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল—।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল? ॥ ৫৪
সে কহে—বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৫
সংখ্যা লাগি দুইহাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ ৫৬
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপাচ্ছন্দবন্দ ॥ ৫৭
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগবচনে— ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৭। **ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়**—তাহাকে অনর্থক বধ কর কেন? ব্যর্থ শব্দের সার্থকতা এই যে, গোপীনাথের প্রাণবধ করিলে তোমার টাকা আদায় হইবে না, সুতরাং তোমার তাতেও লাভ হইবে না, বরং দুইলক্ষ টাকাই ক্ষতি।

৪৮। **এই বাত**—গোপীনাথের প্রাণ বধ করার কথা। **দ্রব্য চাহি আমি**—আমি চাই আমার টাকা, তাহার প্রাণ বধ করিয়া আমার কি লাভ?

৪৯। **যেই সর্ব্বসমাধান**—যাহাতে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, যাহাতে আমার টাকাও আমি পাইতে পারি, আর গোপীনাথও প্রাণে বাঁচিতে পারে।

৫০। **জানারে**—রাজপুত্রকে। **নাম্বাইল**—নামাইল।

৫১। **দ্রব্য দেহ** ইত্যাদি—চাঙ্গ হইতে নামাইয়া গোপীনাথকে রাজার নিকট আনা হইয়াছিল। রাজা গোপীনাথকে বলিলেন—"আমার টাকা দাও, কিরূপে টাকা দিতে পারিবে, বল।" **উপায় পুছিল**—কিরূপ টাকা দিতে পারিবে, রাজা গোপীনাথকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। **তেঁহো**—গোপীনাথ পট্টনায়ক।

৫৩। **মুদ্দতি করি**—ম্যাদ করিয়া, কতদিনের মধ্যে বাকী টাকা দিবে, তাহা স্থির করিয়া।

৫৪। **সেই মনুষ্যেরে**—গোপীনাথের সংবাদ লইয়া যে-লোক আসিয়াছিল, তাহাকে। **প্রশ্ন করিল**—জিজ্ঞাসা করিল।

৫৬। **সংখ্যা লাগি** ইত্যাদি—দুই হাতের আঙ্গুলের রেখায় নামের সংখ্যা রাখেন। ডাইন হাতের অঙ্গুলিপর্ব্বে দশ সংখ্যা এবং বাম হাতের অঙ্গুলিপর্ব্বে শত সংখ্যা রাখেন। **সহস্রাদি**—একশত নাম করা হইলে অঙ্গে একটি রেখা কাটেন, এইরূপ দশটি রেখা কাটা হইলে একসহস্র নাম হয়।

৫৭। **কৃপাচ্ছন্দবন্দ**—কৃপার ভঙ্গী। প্রভুর কৃপা-ভঙ্গীটি এই:—প্রকাশ্যে গোপীনাথের বিপদে প্রভু উদাসীনতা দেখাইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রভুর চিত্ত করুণায় বিগলিত হইতেছিল, তাই প্রেরণাদ্বারা হরিচন্দনকে রাজার নিকট পাঠাইলেন, গোপীনাথকে মঞ্চ হইতে উদ্ধার করিলেন, সর্ব্বোপরি বৈষয়িক বিপদে বাণীনাথাদির স্থিরতা এবং তাঁহাদের ভজন-নিষ্ঠা প্রকটিত করিলেন।

ইহাঁ রহিতে নারি আমি, যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ ॥ ৫৯
ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৬০
রাজার কি দোষ, রাজা নিজদ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬১
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি আমা জানাইল ॥ ৬২
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনেতে বসি।
আমাকে দুঃখ দেন, নিজদুঃখ কহি আসি ॥ ৬৩
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন? ॥ ৬৪
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহাঁ রহি আমার নাহি প্রয়োজন ॥ ৬৫
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে—।
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে? ॥ ৬৬
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ?।
ব্যবহার-লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥ ৬৭
তোমার ভজনফল—তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সে ই মূর্খজন ॥ ৬৮
তোমালাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমালাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥ ৬৯
তোমালাগি রঘুনাথ সকল ছাড়ি আইল।
এথাহো তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭০
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭১
রামানন্দের ভাই—গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭২
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ ॥ ৭৩
সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভোগী ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৯। **ইহাঁ**—নীলাচলে। **সোয়াথ**—স্বস্তি, শান্তি।

৬০। **ভবানন্দের গোষ্ঠী**—রায় ভবানন্দের পুত্রাদি। **রাজ-বিষয়**—রাজার বিষয় কার্য্য। **রাজদ্রব্য**—রাজার টাকা পয়সাদি।

৬১। **দণ্ড আমারে জানায়**—রাজার প্রদত্ত শাস্তির কথা আমাকে জানায়, তাতে আমার মনে অশান্তি জন্মায়।

৬৩। **আমাকে দুঃখ** ইত্যাদি—নিজের দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিয়া আমাকে দুঃখ দেয়।

৬৫। **ক্ষুব্ধ হয়**—বিচলিত হয়, চঞ্চল হয়। **তাহে**—সেই জন্য।

৬৬। **বাতে**—কথায়।

৬৭। **ব্যবহার লাগি**—বৈষয়িক বস্তুর নিমিত্ত। **জ্ঞান-অন্ধ**—জ্ঞানবিষয়ে অন্ধ, অজ্ঞান।

বৈষয়িক বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত, অথবা বৈষয়িক উন্নতি লাভের নিমিত্ত যে ব্যক্তি তোমাকে ভজন করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ। ভগবৎ সেবা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভজন করা সঙ্গত, ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি।

৭০। **এথাহো**—এই স্থানেও, নীলাচলেও। **তাহার পিতা**—রঘুনাথের পিতা। **বিষয় পাঠাইল**—টাকা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য পাঠাইল।

৭৩। **যাতে অনন্যশরণ**—তোমার চরণব্যতীত গোপীনাথের আর কোনও অবলম্বন নাই বলিয়া, তাঁহার সেবকেরাই নিজেদের ইচ্ছায় তাঁহার দুঃখের কথা তোমার চরণে নিবেদন করিয়াছে, গোপীনাথ তাহাদিগকে তোমার নিকটে পাঠায় নাই।

৭৪। এই পয়ারে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন।

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥ ৭৫

তথাহি (ভা. ১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২

এথা তুমি বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ?।
কেহো তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥ ৭৬
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সে ই করিবে রক্ষণ ॥ ৭৭
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥ ৭৮
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম—।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৭৯
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসংবাহন।
জগন্নাথের করে সেবার অভিনয় শ্রবণ ॥ ৮০
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা—॥ ৮১
দেব! শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ ॥ ৮২
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিল কারণ।
তবে মিশ্র কহে তার সব বিবরণ ॥ ৮৩
গোপীনাথপট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চঢাইলা।
তাঁর সেবক সব আসি প্রভুকে কহিলা ॥ ৮৪
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভৎসন ॥ ৮৫
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আপনার সুখ দুঃখে ইত্যাদি—নিজের কর্মফলেই জীবের সুখ বা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি প্রকৃত-ভক্ত তিনি নিজের সুখের নিমিত্ত কিম্বা দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত ভগবানকে ভজন করেন না, ভগবৎ প্রীতির নিমিত্তই তিনি ভগবদ্ভজন করেন, যখন যে দুঃখ বা সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, নির্বিকার চিত্তে তিনি তাহা ভোগ করেন।

৭৫। **অনুকম্পা**—কৃপা। **অনুক্ষণ**—সর্বদা। **অচিরাত**—শীঘ্র।
পরবর্তী শ্লোকে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।
এই শ্লোকে শুদ্ধভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

৭৬। **বিষয়ের বাত**—বিষয়-বার্ত্তা।

৭৭। **তারে রাখিতে**—ভবানন্দের পুত্রাদিকে রক্ষা করিতে।

৭৯। **তিঁহো**—কাশীমিশ্র। **শ্রীপুরুষোত্তম**—শ্রীনীলাচলে।

৮০। **সেবার অভিনয়**—শ্রীজগন্নাথের সেবা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই কথা। কোনও কোনও গ্রন্থে "সেবার ভিয়ান" পাঠান্তরও আছে, **ভিয়ান**—পারিপাট্য। আবার "কারুণ্য সেব বিধান" পাঠও আছে। **কারুণ্য**—জগন্নাথের করুণা। **সেবাবিধান**—জগন্নাথের সেবার নিয়ম, কিরূপে সেবা চলিতেছে, সেই সমস্ত কথা।

৮৬। **অজিতেন্দ্রিয়**—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারেন নাই, কাম-ক্রোধ লোভাদির বশীভূত ব্যক্তি। **অসৎপথে**—অন্যায় রকমে, "দারী নাটুয়াকে" দিয়া।

ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন ।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ৮৭
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে ।
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৮৮
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড ।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী প্রচণ্ড ॥ ৮৯
রাজোচিত কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে ।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ? ॥ ৯০
আলালনাথ যাই তাহাঁ নিশ্চিন্ত রহিব ।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥ ৯১
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা—।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহে এথা ॥ ৯২
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন ।
কোটিচিন্তামণিলাভ নহে তার সম ॥ ৯৩
কোন ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন ।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥ ৯৪
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া নহে প্রভুর মন ।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥ ৯৫
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে ।
চাঙ্গে চঢ়া খড্গে ডারা আমি না জানিয়ে ॥ ৯৬
পুরুষোত্তমজানা তেঁহো কৈল পরিহাস ।
সেই জানা তারে দেখাইলা মিথ্যা-ত্রাস ॥ ৯৭
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি ।
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥ ৯৮
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়া, নহে প্রভুর মনে ।
কৌড়ি ছাড়িলে কদাচিৎ প্রভু দুঃখ মানে ॥ ৯৯
রাজা কহে—তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা ।
সহজে মোর প্রিয় তারা, ইহা জানাইবা ॥ ১০০
ভবানন্দরায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত ।
তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৭। **ব্রহ্মস্ব**—ব্রাহ্মণের ধন। **রাজধন**—রাজার ধন। **তাহা হরি**—তাহা চুরি করিয়া

৮৮। **বর্ত্তন**—বেতন, মাহিনা। **রাজদণ্ডী**—রাজার নিকটে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৮৯। **পাপী প্রচণ্ড**—অত্যন্ত পাপী।

“প্রচণ্ড” স্থানে কোনও গ্রন্থে “ভণ্ড” পাঠ আছে। রাজ্যবিষয় করার যোগ্যতা নাই, অথচ রাজবিষয় করিয়া নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করে বলিয়া ভণ্ড বলা হইল।

৯০। **রাজোচিত কৌড়ি**—রাজার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা। **আমাকে ফুকারে**—আমার নিকট দুঃখের কথা জানায়।

৯২। **ব্যথা**—দুঃখ, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন জানিয়া দুঃখ। **সব দ্রব্য ছাড়োঁ**—গোপীনাথের নিকটে যাহা প্রাপ্য আছে, তাহার সমস্তই ছাড়িয়া দিব।

৯৭। **পুরুষোত্তমজানা**—বড় রাজপুত্রের নাম পুরুষোত্তম। **কৈল পরিহাস**—ঠাট্টা করিয়াছে, “আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।” ইত্যাদি বলিয়া। **জানা**—রাজপুত্র। **মিথ্যা-ত্রাস**—মিথ্যা ভয়, বড়জানা গোপীনাথকে বাস্তবিক খড্গে ফেলার ভয়মাত্র দেখাইয়াছিলেন।

৯৮। **তাঁহারে**—গোপীনাথ পট্টনায়ককে।

৯৯। **কৌড়ি ছাড়িলে** ইত্যাদি—কদাচিৎ (কোনও সময়ে) গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিলে প্রভু মনে দুঃখ পান, কারণ, প্রভু মনে করেন, প্রভুর অপেক্ষাতেই টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০০। **তাঁর লাগি**—প্রভুর লাগি, প্রভুর মনের দিকে চাহিয়া। **না কহিবা**—প্রভুর নিকট বলিবেন না। **তারা**—ভবানন্দের গোষ্ঠী।

১০১। **গর্ব্বিত**—গৌরবের পাত্র, মাননীয়।

এত বলি মিশ্রে নমস্করি রাজা ঘরে গেলা।
গোপীনাথ-বড়জানায় ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০২
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সে মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তোমারে ত দিল ॥ ১০৩
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥ ১০৪
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ— বিদায় তাঁরে দিল ॥ ১০৫
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহো রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে ? ॥ ১০৬
রাজ্যবিষয় ফল এই—কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে ॥ ১০৭
কাহাঁ চাঙ্গে চঢ়াইয়া লয় ধনপ্রাণ।
কাহাঁ সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥ ১০৮
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধটী ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০২। **গোপীনাথ-বড়-জানায়**— গোপীনাথকে এবং বড় জানাকে।

১০৫। **নেতধটী**—নেতধটী; নেত্র শব্দের অপভ্রংশে "নেত"। নেত্রশব্দের এক অর্থ চক্ষু, আরও এক অর্থ জটা (শব্দকল্পদ্রুম)। এস্থলে "জটা"—অর্থই গ্রহণীয়। আর ধটী শব্দের অর্থ "কৌপীন—ইতি মেদিনী"। তাহা হইতে নেত্রধটী শব্দের অর্থ হইল—নেত্রের (জটার বা মাথার চুলের) আবরক ধটী (বস্ত্রখণ্ড) মাথার পাগড়ীর মতন একটী জিনিস, শিরোপা। নেত্র শব্দের চক্ষু অর্থ ধরিলে, নেত্রধটী—নেত্রের (চক্ষুর) উর্দ্ধদেশে (মস্তকে) স্থিত ধটী (বস্ত্রখণ্ড) অর্থাৎ পাগড়ীজাতীয় বস্ত্র শিরোপা।

নেতধটী তারে পরাইল— গোপীনাথের মাথায় শিরোপা দিয়া রাজা তাঁহাকে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের শাসন কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। নেতধটী উক্ত পদে নিযুক্তির নিদর্শন এবং রাজা যে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন, তাহারও নিদর্শন। **প্রভু আজ্ঞা** ইত্যাদি—গোপীনাথকে রাজা নেতধটী পরাইয়া বলিলেন—"তুমি প্রভুর আদেশ লইয়া তারপর নিজকার্য্যে যাও।" ইহা বলিয়া রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

১০৬-৭। "পরমার্থ" হইতে "নাহি আইসে" পর্য্যন্ত দুই পয়ার।

পরমার্থ বিষয়ে প্রভুর কৃপার ফল অনন্ত অবর্ণনীয়, তাহার কথা দূরে থাকুক বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভুর কৃপার আভাসেই যে ফল পাওয়া যায়, তাহারও কেহ সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

পরমার্থে— পরমার্থ বিষয়ে ভজন-সম্বন্ধে। **রাজ্যবিষয়ফল**—বিষয় ব্যাপারে প্রভুর কৃপার আভাসের ফল হইল রাজ্য (মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের কর্তৃত্ব) লাভ করা।

এই কৃপার আভাসে—পরমার্থ ব্যাপারে যে কৃপার ফল অনন্ত, সেই কৃপার আভাসমাত্রে (কৃপার কথা তো দূরে, কৃপার আভাসেই, বৈষয়িক ব্যাপারে রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে) পরবর্ত্তী ১১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তাহার গণনা**—বৈষয়িক ব্যাপারে প্রভুর কৃপার আভাসে যে ফল হয়, তাহার গণনা (পরিমাণ নির্দ্ধারণ)। **মনে নাহি আইসে**—গণনার কথা তো দূরে, গণনা করার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় না।

১০৮-৯। "কাঁহা চাঙ্গে" প্রভৃতি দুই পয়ারে প্রভুর কৃপার আভাসে গোপীনাথ পট্টনায়কের কিরূপ বৈষয়িক লাভ হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন।

কাঁহা—কোথায়। **ধনপ্রাণ**—ধন (রাজার প্রাপ্য টাকা) এবং (গোপীনাথের) প্রাণ। **সব ছাড়ি**—রাজার প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিয়া। **সেই রাজ্য**—যেই (মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট রূপ) রাজ্যের (কর আদি) বাবতে গোপীনাথের নিকটে রাজার প্রাপ্য ছিল, সেই রাজ্য। অথবা সেই—যে (রাজা) চাঙ্গে চড়াইয়া ধন প্রাণ লয়, সেই রাজাই রাজ্য দান দিল। **সর্ব্বস্ব বেচি লয়**—গোপীনাথের নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, রাজা তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া টাকা লয়েন। **দেয়া না যায় কৌড়ি**—সর্ব্বস্ব বেচিয়া লইলেও প্রাপ্য টাকা শোধ হয় না।

প্রভুর ইচ্ছা নাহি—তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্দ্ধন করি পুন বিষয় তারে দিব ॥ ১১০
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১১
বিষয়সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তভু ফলে এত ফল ॥ ১১২
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা-শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৩
হেথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥ ১১৪
প্রভু কহে—কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলা?।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমারে করাইলা? ॥ ১১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বিগুণ বর্দ্ধন—পূর্ব্বে যে বেতন পাইতেন, তাহার দ্বিগুণ। **পরায় নেতধটী**—শিরোপা পরাইয়া বিশেষ সম্মান দেখাইলেন।

১১০। **প্রভুর ইচ্ছা নাহি**—গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য টাকা রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিউন, তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিউন এবং মালজাঠ্যাদণ্ডপাট তাঁহাকে দিউন, প্রভুর ইহা ইচ্ছা ছিল না। (টী. প দ্র)

১১১। **তথাপি**—প্রভুর ইচ্ছা না থাকিলেও। **তাঁর সেবক**—গোপীনাথের সেবক। **কৈল নিবেদন**—গোপীনাথের অবস্থা প্রভুর চরণে নিবেদন করিল। **তাতে**—নিবেদন করায়। **ক্ষুব্ধ**—বিচলিত।

১১২। **মনোবল**—ইচ্ছা।

নিবেদনের প্রভাবে ইত্যাদি—যদিও গোপীনাথকে বিষয়-সুখ দিবার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা ছিল না, এবং যদিও গোপীনাথের সেবক আসিয়া গোপীনাথের রক্ষার নিমিত্ত প্রভুর চরণে নিবেদন করায় প্রভু অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি কিরূপে গোপীনাথ রক্ষা পাইলেন এবং তদুপরি দ্বিগুণ বেতন ও নেতধটী পাইলেন? তাহার হেতু বলিতেছেন এই যে, কেবলমাত্র প্রভুর চরণে নিবেদনের ফলেই গোপীনাথের এসব বৈষয়িক লাভ হইয়াছে। এসব বৈষয়িক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত এবং বৈষয়িক উন্নতি লাভ করার নিমিত্ত, প্রভুর পক্ষে কৃপা-প্রকাশের ইচ্ছারও প্রয়োজন হয় নাই,—এজন্য যে ব্যক্তি প্রভুর চরণে নিবেদন জানায়, তাহার এই নিবেদনের ফলেই সমস্ত লাভ হইতে পারে। (এই কারণেই "রাজ্য বিষয় ফল" ইত্যাদি পয়ারে প্রভুর "কৃপা" না বলিয়া "কৃপার আভাস" বলা হইয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ পয়ার দ্রষ্টব্য। যেহেতু, প্রভু কৃপা তো করেনই নাই, কৃপা-প্রকাশের ইচ্ছাও করেন নাই, তথাপি কৃপার মতনই ফল ফলিল)।

১১৩। **অন্তর্ভাব**—অন্তরের ভাব।

না পায় অন্তর্ভাব—অন্তরের কথা জানিতে পারে না।

কোনও কোনও গ্রন্থে "অন্তর্ভাব' স্থলে "অনুভাব' পাঠান্তর আছে, **অনুভাব**—প্রভাব, অভিপ্রায়ের নিশ্চয় (শব্দকল্পদ্রুম)।

১১৪। **রাজার চরিত্রে**—রাজার আচরণ। গোপীনাথ-সম্বন্ধে রাজা যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথা।

১১৫। **রাজপ্রতিগ্রহ**—রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ।

প্রভু মনে করিয়াছেন—"রাজা যে গোপীনাথকে দুইলক্ষ কাহন ছাড়িয়া দিলেন, দ্বিগুণ বেতন দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন এবং মালজাঠ্যাদণ্ডপাট দিলেন, রাজা এই সমস্তই করিলেন কেবল প্রভুর দিকে চাহিয়াই, গোপীনাথ প্রভুর সেবক, গোপীনাথের প্রতি কৃপা না দেখাইলে প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন, তাই রাজা এই অনুগ্রহ দেখাইলেন। সুতরাং গোপীনাথকে রাজা যাহা দিলেন, তা বাস্তবিক গোপীনাথকে নহে, প্রকারান্তরে প্রভুকেই দেওয়া হইয়াছে"—কাশী-মিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু এইরূপই মনে করিলেন, তাই একটু ওলাহন দিয়া প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন "মিশ্র! তুমি

মিশ্র কহে—শুন প্রভু! রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন—॥ ১১৬
প্রভু মতি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥ ১১৭
ভবানন্দের পুত্রসব মোর প্রিয়তম।
ইহাসভাকারে মুঞি দেখোঁ আত্মসম॥ ১১৮
অতএব যাহাঁ-যাহাঁ দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার॥ ১১৯
রাজমহিন্দার রাজা কৈল্যু রামানন্দ রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখাদায়॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এ কি করিলে! আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, শেষকালে তুমি আমাকে রাজার দান গ্রহণ করাইলে? আমার আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট করাইলে?"

১১৬। মিশ্র কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া কাশীমিশ্র বলিলেন—'প্রভু! তোমার মুখ চাহিয়াই যে রাজা গোপীনাথকে ক্ষমা করিয়া দ্বিগুণ বর্দ্ধন এবং নেতধটী দিয়াছেন, তাহা নয়, ভবানন্দরায়ের পুত্রগণ রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়াই তিনি গোপীনাথকে অনুগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং তোমাকে রাজার দান গ্রহণ করিতে হয় নাই। এসম্বন্ধে রাজা স্বয়ং অকপট চিত্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, শুনিলেই সব বুঝিতে পারিবে।

অকপটে—সরল চিত্তে

১১৭। "প্রভু মতি জানে" হইতে আট পয়ারে রাজার কথা প্রভুর চরণে কাশীমিশ্র নিবেদন করিতেছেন।

মতি জানে—না জানে। হিন্দী 'মৎ" শব্দ হইতে মতি শব্দ হইয়াছে, ইহার অর্থ—না। **প্রভু মতি জানে**—প্রভু যেন না জানেন প্রভু যেন মনে না করেন। **আমার লাগিয়া**—প্রভুর লাগিয়া। কাশীমিশ্র প্রভুকে বলিলেন—প্রভু, রাজা সবিনয়ে বলিয়াছেন, প্রভুর জন্যই যে রাজা দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি ছাড়িয়া দিলেন ইহা যেন প্রভু মনে না করেন (কৌড়ি ছাড়িবার অন্য কারণ আছে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

১১৮। মোর প্রিয়তম—আমার (রাজার) অত্যন্ত প্রিয়। **দেখোঁ আত্মসম**—আমার (রাজার) নিজের তুল্য মনে করি।

১১৯। যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে। **দেও অধিকার**—ভবানন্দ রায়ের পুত্রদিগকে অধিকার (শাসন-ভার) দেই। **খায় পিয়ে**—পানাহারে ব্যয় করে, রাজার প্রাপ্য অর্থ নিজের ভোগবিলাসে ব্যয় করে। **লুটে**—লুটপাট করে অন্যায়মত আত্মসাৎ করে। **বিলায়**—অপরকে দান করে। **না করোঁ বিচার**—আমি (রাজা) বিচার করি না। রাজা বলিলেন—"ভবানন্দের পুত্রগণকে যে যে স্থানের শাসনভারই দেই না কেন, তাহারা কেহই আমার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা সমস্ত আমাকে দেয় না, আমার প্রাপ্য টাকাও তাহারা নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করে, অপরকেও দান করে, তথাপি আমি তাহাদের এই অন্যায় আচরণের কোনও বিচার করি না, ভ্রূক্ষেপও করি না।" ভবানন্দরায়ের পুত্রদের প্রতি রাজার প্রীতি যে কত অধিক, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এসকল কথা বলা হইতেছে। তিনি তাঁহাদিগকে 'আত্মসম' দেখেন, এই পয়ারে তাহার প্রমাণও দিলেন, রাজা নিজে যে টাকা ব্যয় করেন, তাহার যেমন হিসাব নিকাশ চাহেন না, নিজের অপব্যয়ের জন্য নিজেকে যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন না, তদ্রূপ ভবানন্দের পুত্রগণ নিজেদের ভোগবিলাসাদিতে রাজার প্রাপ্য টাকা যাহা ব্যয় করেন, রাজা তজ্জন্য তাঁহাদের কোনও কৈফিয়ৎ চাহেন না, কোনও হিসাব-নিকাশ দেখেন না, অপব্যয়ের জন্য তাঁহাদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন না।

১২০। রাজমহিন্দার—রাজমহেন্দ্রী-নামক স্থানের। **রাজা কৈল্যু** ইত্যাদি—আমি (রাজা) রামানন্দ-রায়কে রাজমহেন্দ্রী নামক স্থানের রাজা করিলাম (ঐ স্থানের শাসন-কর্ত্তারূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম)। **যে খাইল** ইত্যাদি—কিন্তু রাজমহেন্দ্রী হইতে রামানন্দরায় নিজে বা কত টাকা আত্মসাৎ করিলেন, আর আমার (রাজার) সরকারেই বা কত টাকা দিলেন, তাহার কোনও হিসাবপত্রই নাই, হিসাবপত্রের জন্য রামানন্দকে আমি দায়ীও করি

গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া॥ ১২১
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানাসহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার॥ ১২২
জানা এত কৈল, ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্রসব আত্ম করি মানো॥ ১২৩
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়োঁ, ইহা মতি জানে।
সহজেই মোর প্রীত হয় তাঁর সনে॥ ১২৪
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তাহাঁ রায় ভবানন্দ॥ ১২৫
পঞ্চপুত্রসহ আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১২৬
রামানন্দরায়-আদি সভাই মিলিলা।
ভবানন্দরায় তবে বলিতে লাগিলা—॥ ১২৭
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপত্তে রাখি প্রভু! পুন নিলে মূল॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই। **লেখাদায়**—হিসাব পত্রের দায়িত্ব। **নাই লেখা দায়**—হিসাব পত্রের দায়িত্ব নাই, হিসাব-পত্রের নিকাশ চাওয়াও হয় নাই।

১২১-২২। রাজা বলিলেন—"রামানন্দরায়ের যেরূপ ব্যবহার, গোপীনাথেরও সেইরূপ ব্যবহার। আমার প্রাপ্য টাকা, আমাকেও কিছু দেয়, নিজেও কিছু খায়, আমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে দুই চারি লক্ষ কাহন, গোপীনাথ প্রায় সকল সময়েই নিজে খাইয়া থাকে। তথাপি আমি তাহাকে কিছু বলি না। এবারও যে গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়া দুঃখ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক তাহার নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য নহে, বড় জানার সহিত গোপীনাথের একটু অপ্রীতি হইয়াছিল বলিয়াই বড় জানা তাহাকে এই কষ্ট দিয়াছে। বড় জানাই তাহাকে চাঙ্গে চড়াইয়াছে, একথাও আমি যথাসময়ে জানিতে পারি নাই।" **জানা সহিত**—বড় রাজপুত্রের সহিত। **অপ্রীতে**—মনোমালিন্য হওয়ায়।

১২৪। তাঁর লাগি—প্রভুর লাগি, প্রভুর মুখ চাহিয়া। **দ্রব্য ছাড়োঁ**—আমার (রাজার) প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দেই। **ইহা মতি জানে**—প্রভু যেন এইরূপ মনে না করেন। **সহজেই**—স্বভাবতঃই। **প্রীত হয় তাঁর সনে**—গোপীনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে।

এই পয়ার পর্য্যন্ত রাজার উক্তি শেষ হইল।

১২৬। ভবানন্দের পঞ্চপুত্রের নাম—রামানন্দরায়, গোপীনাথ, পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ নায়ক (১।১০।১৩১)।

১২৮। কিঙ্কর—দাস, ভৃত্য। **মোর কুল**—আমার বংশ, আমার বংশের সকলে। **বিপত্ত্যে**—বিপত্তিতে, বিপদে (চাঙ্গে চড়ান)। **পুনঃ**—আবার, কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া একবার এবং গোপীনাথের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আর একবার। **মূল**—বিপত্তির মূল, বিপদের মূল। অহমিকা বা আমিত্বই জীবের সকল রকম বিপদের মূল। **পুনঃ নিলে মূল**—পুনরায় বিপত্তির মূল নিলে (উৎপাটিত করিলে), ভবানন্দ রায় বলিলেন—"প্রভু! জীবের অহঙ্কারই জীবের যত বিপদের মূল, তোমাতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে আর এই অহঙ্কার থাকে না, সুতরাং কোনও বিপদও থাকে না। কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদিগকে তোমার কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিতই দিয়াছ, কিন্তু মূঢ় আমরা তথাপি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান হারাইয়া ফেলি, তাই নানাবিধ বিপদ আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তোলে। তোমার কিঙ্কর জ্ঞানে তুমিই প্রভু কৃপা করিয়া এই বিপদেও আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ—তোমার কৃপা এবং আমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণের প্রয়োজনীয়তা এইবারই আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলাম, তোমার কৃপাতেই এইবার আমরা সমস্ত বিপদের মূল অহঙ্কারের বিষময় ফলের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া অহঙ্কার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। প্রভু!

ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলা ॥ ১২৯
নেতধটী মাথায় গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা ॥ ১৩০
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুন বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥ ১৩১
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাহাঁ নেতধটী এই, এ সব প্রসাদ ॥ ১৩২
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণস্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল ॥ ১৩৩
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া ॥ ১৩৪
কিন্তু তোমাস্মরণের এই নহে মুখ্যফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥ ১৩৫
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোতে নাহি, যাতে ঐছে হয় ॥ ১৩৬
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি। ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলুঁ, মোরে বিষয় না হয় ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করিয়া একবার এবং এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া আর একবার তুমি আমাদের বিপত্তির মূল অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করিয়াছ।"

১২৯। **ভকতবাৎসল্য**—ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ। **পঞ্চপাণ্ডব** ইত্যাদি—জতুগৃহ দাহাদিরূপ বিপদ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে উদ্ধার করিলে।

১৩০। **নেতধটী** ইত্যাদি—নেতধটী মাথায় করিয়াই গোপীনাথ প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন এবং নেতধটী মাথায় করিয়াই তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। **রাজার বৃত্তান্ত কৃপা**—রাজার কথা এবং রাজার কৃপার কথা।

১৩১। **বাকী কৌড়ি বাদ**—আমার নিকট রাজার যে টাকা পাওনা ছিল তাহা রাজা ছাড়িয়া দিলেন।

১৩৩। **তোমার চরণ**—প্রভুর চরণ।

১৩৪। **প্রশংসে**—প্রশংসা করে। **কৃপা-মহিমা**—কৃপার মাহাত্ম্য। **গাইয়া**—গান করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া।

১৩৫। **এই নহে মুখ্য ফল**—দ্বিগুণ বর্ত্তন এবং নেতধটী লাভই তোমার শ্রীচরণ স্মরণের মুখ্য ফল নহে। ইহা বাস্তবিক চরণ স্মরণের ফলও নহে, ফলের আভাস মাত্র। **ফলাভাস**—ফলের আভাস, যাহা দেখিতে চরণ স্মরণের ফল বলিয়াই মনে হয়, বাস্তবিক যাহা চরণ স্মরণের ফল নহে, তাহাকেই ফলাভাস বলে। **যাতে**—যেহেতু। **বিষয় চঞ্চল**—বিষয় অনিত্য। **যাতে বিষয় চঞ্চল**—দ্বিগুণ বর্ত্তন নেতধটী লাভ আদি ঐহিক বিষয় অনিত্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণের ফলে অনিত্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, তাহার ফলে নিত্যবস্তু প্রেম এবং ভগবৎ-সেবাই পাওয়া যায়, সুতরাং দ্বিগুণ-বর্ত্তনাদি চরণ স্মরণের ফল নহে, ফলাভাস মাত্র।

১৩৬। নিজের বিষয় ছাড়াইবার নিমিত্ত গোপীনাথ প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন (দুই পয়ারে)।

নির্ব্বিষয়—বিষয়শূন্য, রামরায় ও বাণীনাথের বিষয় ছাড়াইয়া দিলে। **মোতে**—আমাতে আমার প্রতি। **যাতে**—যেই কৃপাতে। **ঐছে**—ঐরূপ নির্ব্বিষয়।

প্রভু, তোমার যেরূপ কৃপায় রামরায় ও বাণীনাথ বিষয় ছাড়িতে পারিয়াছেন, আমার প্রতি তোমার সেইরূপ কৃপা নাই।

১৩৭। **শুদ্ধ কৃপা**—যে কৃপার সহিত বিষয়ের সংস্রব নাই, যাহা বিষয়ের সম্পর্করূপ মলিনতাবর্জ্জিত, তাহাই শুদ্ধ কৃপা। ভগবৎকৃপা-লাভের নিমিত্ত, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎসেবা লাভের নিমিত্ত যে কৃপা, তাহাই শুদ্ধকৃপা। **নির্ব্বিণ্ণ হইলুঁ**—নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলাম। বিষয়ভোগে যে অত্যন্ত দুঃখ, বিষয় ভোগ করিতে করিতেই তাহা আমি

প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার, কে করে ভরণ ? ॥ ১৩৮
মহা বিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজদাস ॥ ১৩৯
কিন্তু এক করিহ মোর আজ্ঞা পালন—।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥ ১৪০
রাজার মূলধন দিয়া, যে কিছু লভ্য হয়।
সেইধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪১
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুইলোক যায়।
এতবলি সভারে প্রভু দিলেন বিদায় ॥ ১৪২
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্যগুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৩
সভায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥ ১৪৪
প্রভুর কৃপা দেখি সভার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৫
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' তবে প্রভু কৈল ॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝিতে পারিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় বিষয়ের মধ্যে পতিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। **মোরে বিষয় না হয়**—আমার দ্বারা বিষয়-কর্ম্ম আর চলিবে না।

১৩৮। **সন্ন্যাসী**—বিষয়ত্যাগী। **কুটুম্ব বাহুল্য**—বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন, যাহাদিগকে নিজেদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। **কে করে ভরণ**—কে তাহাদের ভরণ পোষণ করিবে ?

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে—যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে আছেন, আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ অর্থোপার্জ্জন করা দরকার।

১৩৯। **মহাবিষয় কর**—খুব বড় বড় বিষয়কর্ম্মই কর। **কিবা বিরক্ত উদাস**—অথবা, নিষ্কিঞ্চনই হও, কিম্বা উদাসীনই হও। **তুমি পঞ্চ**—তোমরা পাঁচ ভাই।

১৪০। "কিন্তু এক" ইত্যাদি তিন পয়ারে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি ভাবে ধন উপার্জ্জন করিবেন এবং কি ভাবে তাহা ব্যয় করিবেন, গোপীনাথ-পট্টনায়কের উপলক্ষ্যে প্রভু তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। প্রত্যেকের ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে দিবে, সঙ্গত উপায়ে নিজের যাহা লাভ থাকে, তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় করিবে, কখনও অসদ্ব্যয় করিবে না।

রাজার মূলধন—রাজার প্রাপ্য কর ইত্যাদি।

১৪১। **রাজার মূলধন দিয়া**—রাজার প্রাপ্য টাকা রাজাকে শোধ করিয়া দেওয়ার পরে।

১৪২। **যাতে**—যে অসদ্ব্যয়ে। **দুই লোক যায়**—ইহলোক ও পরলোক, লোকনিন্দাদি বশতঃ ইহলোক নষ্ট হয়, আর পাপবশতঃ পরলোক নষ্ট হয়।

১৪৩। **রায়ের ঘরে**—ভবানন্দ-রায়ের গৃহে। **বিবর্ত্ত**—নৃত্য (ইতি বিশ্ব), ভঙ্গী, বৈচিত্রী। **কৃপা-বিবর্ত্ত**—কৃপার নৃত্য, কৃপার ভঙ্গী, কৃপার বৈচিত্রী।

অথবা, **বিবর্ত্ত**—বিপরীত, উল্টা, বৈপরীত্য। **কৃপা-বিবর্ত্ত**—কৃপার বিপরীত বস্তু। কৃপার বিপরীত বস্তু হইল ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ। গোপীনাথ-পট্টনায়কের বিপদের কথা তাঁহার লোক আসিয়া যখন প্রভুকে জানাইল, তখন প্রভু প্রথমে ঔদাসীন্য দেখাইলেন (৩২ -৩৪) এবং পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন (৩৯।৩১)। ইহাই কৃপার বিপরীত বস্তুর প্রকাশ, কৃপাবিবর্ত্ত।

অথবা, **বিবর্ত্ত**—ভ্রম। **কৃপাবিবর্ত্ত**—কৃপাবিষয়ে ভ্রম, কৃপাতে অকৃপার (ঔদাসীন্যের এবং ক্রোধের) ভ্রম। প্রভুর ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ বাস্তবিক ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ ছিল না; তাঁহার কৃপাকেই বহির্দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য এবং ক্রোধ বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। ঔদাসীন্য এবং ক্রোধের আকারে প্রভুর কৃপাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৪৬। **তারা সব**—প্রভুর সমস্ত পার্ষদগণ। **কৃপা করিতে**—গোপীনাথ-পট্টনায়ককে কৃপা করিতে,

গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার না বুঝিবে ভেদ ॥ ১৪৭
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্‌যোগ বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল ॥ ১৪৮
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সে-বুঝে, তাঁর পদে যার মন ধীর ॥ ১৪৯
যেই ইহা শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্যপ্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমপরিচ্ছেদঃ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে। **সাধিল**—অনুনয়-বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিল। **তবে**—স্ সময়ে, তাহাদের প্রার্থনার উত্তরে।

১৪৭। ভক্তগণ যখন গোপীনাথের প্রতি কৃপা করার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু কেবল গোপীনাথের নিন্দা এবং স্বীয় নির্ব্বেদই প্রকাশ করিলেন, অন্য কিছু বলিলেন না, এরূপ করার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝা যায় না।

ভেদ—বিভিন্নতা, আচরণের বিভিন্নতার মর্ম্ম। **না বুঝিবে ভেদ**—প্রভুর আচরণের বিভিন্নতার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার সংবাদ যখন প্রভু পাইলেন, তখন কেবল ঔদাস্য—গোপীনাথের নিন্দাই—প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ৩০-৪২ পয়ারে গোপীনাথ সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহাতে ঔদাস্যের লেশমাত্রও নাই, বরং বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে, গোপীনাথ সম্বন্ধে প্রভুর আচরণের এইরূপ বিভিন্নতার রহস্য বুঝিবার উপায় নাই।

১৪৮। **উদ্যোগ**—বাহিরের চেষ্টা। **কাশীমিশ্রে না সাধিল**—রাজার নিকট অনুরোধ করার নিমিত্ত কাশী-মিশ্রকেও প্রভু কিছু বলিলেন না।

"তাবা সব যদি কৃপা" হইতে "এত ফল দিল" পর্য্যন্ত প্রভুর কৃপার ভঙ্গী এবং আচরণের দুর্বোধ্যতা দেখাইতেছেন।

১৪৯। **ধীর**—স্থির। যাঁহার চিত্ত স্থিরভাবে, অবিচলিতভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-কমলে নিবিষ্ট আছে, একমাত্র তিনিই গৌরের লীলার রহস্য বুঝিতে সমর্থ, অন্য কেহই তাঁহার লীলার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না।

অন্ত্য-লীলা

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তানুগ্রহকাতরং তেন কাতরং পরবশং পুনঃ কিম্ভূতং শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি শায়াদিনাপি সন্তুষ্টম্ । চক্রবর্ত্তী ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই দশম পরিচ্ছেদে রাঘবের ঝালিবর্ণনা, নরেন্দ্রসরোবরে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর জলকেলি, বেড়াসংকীর্ত্তন, প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের সেবাবাসনার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য, প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তদত্তদ্রব্যভোজন, ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণাদি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। ভক্তানুগ্রহকাতরং (ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) ভক্তদত্তেন (ভক্ত-প্রদত্ত) যেন কেন অপি (যে কোনও—যৎসামান্য—বস্তুদ্বারাও) সন্তুষ্টং (সন্তুষ্ট) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভক্তের যৎসামান্য বস্তুদ্বারাও যিনি পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তকে অনুগ্রহ করার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল এবং ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল বলিয়াই ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিয়াই তিনি পরম-তৃপ্তি লাভ করেন বলিয়াছেন—ভক্তের প্রেম বা শ্রদ্ধাই হইল প্রভুর তৃপ্তির একমাত্র হেতু; যে কোনও দ্রব্য অর্পণের ব্যপদেশে তাহা যখনই প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন; দ্রব্য উপলক্ষ্য মাত্র, প্রেম বা শ্রদ্ধা না থাকিলে নানাবিধ বহুমূল্য এবং পরম উপাদেয় বস্তু দিলেও তিনি তুষ্ট হন না। তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, জিনিসের অভাব তাঁহার নাই, তিনি একমাত্র প্রেমের কাঙ্গাল, ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তিনি ব্যাকুল—তাঁহার এই ব্যাকুলতাও কোনওরূপ অভাব-বোধ হইতে জাত নহে, ইহাও ভক্তকে অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারই স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ।

ভক্তকে অনুগ্রহ করার নিমিত্ত স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিবশতঃ প্রভু যে ভক্তদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে এবং এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুবে দেখিতে।
পবম আনন্দ সব নীলাচলে যাইতে ॥ ২
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন-আচায্যনিধি-শ্রীবাসাদি ধন্য ॥ ৩
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে বহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৪
অনুবাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাব আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁব সঙ্গের কারণে ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২। **বর্ষান্তরে**—অন্যবর্ষে (বৎসবে) রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে। **সব ভক্ত**—সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত।

৩। **সর্ব্ব-অগ্রগণ্য**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অথবা, প্রভুর দর্শনেব উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাওযাব জন্য উৎকণ্ঠায় সর্ব্বাগ্রগণ্য, তাঁহাব উৎকণ্ঠাই সর্ব্বাধিক।

ধন্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ।

৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুব আদেশ ছিল যে, তিনি যেন গৌড়ে থাকিয়া প্রেমভক্তি প্রচাব কবেন, যেন বৎসব বৎসব নীলাচলে না আসেন, কিন্তু গৌবপ্রেমে মাতোয়াবা শ্রীনিতাইচাঁদ গৌব-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর আদেশ উপেক্ষা কবিযাও প্রভুকে দেখিবাব নিমিত্ত অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা কবিলেন।

গৌড়ে—বঙ্গদেশে। **প্রেমে**—শ্রীগৌবেব প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের যে প্রেম, সেই প্রেমেব বশীভূত হইয়া। **প্রেম**—প্রীতি, মমত্ববুদ্ধিমূলক সাক্ষাৎ সেবা বাসনা। পববর্ত্তী পয়াবেব মর্ম্মে বুঝা যায়, "অনুবাগ"-অর্থেই এস্থলে প্রেম-শব্দ প্রযোজিত হইয়াছে।

৫। শ্রীনিতাইচাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুব আদেশ কেন উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন। গৌবের আদেশ উপেক্ষাব যোগ্য, এইরূপ বিচাব কবিযাই যে শ্রীনিতাই তাহা উপেক্ষা কবিয়াছেন, তাহা নহে, পবন্তু, গৌবেব প্রতি তাহাব যে প্রেম বা অনুবাগ ছিল, সেই অনুবাগেব ধর্ম্মই তাঁহাদ্বারা গৌরের আদেশ উপেক্ষা কবাইযাছে—গৌরেব প্রতি শ্রীনিতাইচাদেব প্রাণেব টান এতই বেশী ছিল যে, তিনি গৌরের নিকটে না যাইয়া থাকিতে পাবেন নাই—গৌবের নিকটে যাওয়াব নিমিত্ত তাঁহাব প্রাণে এতই ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল যে, গৌবেব আদেশেব কথা চিন্তা করার অবকাশও তাহার ছিল না।

অনুরাগ—বাগেব পবিণত অবস্থাব নাম অনুবাগ। প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ যে স্থলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখকব বলিয়া মনে হয়, সেইস্থলে প্রণয়োৎকর্ষকে রাগ বলে। এই বাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় আসে—যাহাতে প্রিয়ব্যক্তিকে সর্ব্বদা অনুভব কবা সত্ত্বেও মনে হয় যে, তাঁহাকে পূর্ব্বে আব কখনও অনুভব করা হয় নাই, যাহাতে প্রিয়ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়, তখন সেই বাগকে অনুবাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। বাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুবাগ ইতীর্য্যতে॥ উ নী স্থা. ১০২॥" সাধাবণ লোক হয় তো প্রশ্ন করিতে পাবে যে, শ্রীনিতাইচাঁদ তো শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কতবাবই দেখিয়াছেন, কত কাল ধরিয়াই তো তিনি শ্রীগৌবের সহিত একসঙ্গে কালযাপন কবিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় গৌবের আদেশ লঙ্ঘন কবিয়া তাঁহাকে আবার দেখিবার নিমিত্ত, আবাব তাঁহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত শ্রীনিতাই নীলাচলে গেলেন কেন? ইহাব উত্তর এই:—অনুবাগই শ্রীনিতাইকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। যদিও শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরকে বহুবার দেখিয়াছেন, যদিও তিনি বহুবাব গৌরের সঙ্গ করিয়াছেন, তথাপি অনুরাগেব প্রভাবে শ্রীনিতাইর মনে হইয়াছিল, তিনি যেন পূর্ব্বে কখনও গৌরকে দেখেন নাই, পূর্ব্বে কখনও যেন তাঁহার সঙ্গ-সুখ ভোগ করেন নাই। তাই তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত প্রবল-উৎকণ্ঠা-বশতঃ তিনি নীলাচলে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা অনুরাগেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম। **অনুরাগের লক্ষণ**—অনুবাগের একটী চিহ্ন, একটী ধর্ম্ম। **বিধি**—নিজের হিতাহিত সম্বন্ধীয় বিধান, **বিধি নাহি মানে**—অনুরাগী ব্যক্তি প্রিয় ব্যক্তির দর্শনাদির উৎকণ্ঠায় নিজের হিতাহিত-সম্বন্ধীয় বিধিকে

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীকে আজ্ঞা দিল।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৬

আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গ্রাহ্য করে না। নিজের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র প্রিয় ব্যক্তির দর্শনের নিমিত্ত, তাঁহার সেবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। প্রভুর সেবক গোবিন্দই ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেকক্ষণ নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া প্রভু গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন, পাদসম্বাহনাদিদ্বারা তাঁহার ক্লান্তি দূর করা নিতান্ত দরকার, অথচ গৃহের মধ্যে না গেলে পাদসম্বাহনও সম্ভব নয়, কিন্তু গৃহে প্রবেশের পথও নাই—প্রভু দ্বারে, প্রভুর দেহ লঙ্ঘন না করিলে গৃহে যাওয়া যায় না। একটু সরিয়া পথ দেওয়ার জন্য গোবিন্দ প্রভুকে বলিলেন, প্রভু নড়িলেন না। গোবিন্দ কি করেন? অগত্যা প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াই ঘরের মধ্যে গেলেন এবং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রভুর পাদসেবার নিমিত্ত গোবিন্দ এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন যে, প্রভুর দেহ লঙ্ঘন করিলে যে তাঁহার অপরাধ হইবে, তৎপ্রতিই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই—"অপরাধ হয়, আমার হইবে, তজ্জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমি করিব, কিন্তু প্রভুর কষ্ট আমি সহিতে পারি না, প্রভুর সেবা আমি না করিয়া থাকিতে পারি না"—ইহাই গোবিন্দের মনের ভাব। তাই তিনি বলিয়াছেন:—"মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিংবা নরকে পতন॥ ৩।১০।৯২॥" ভগবদ্দেহ লঙ্ঘনের যে নিষেধ-বিধি আছে, অনুরাগের প্রভাবে গোবিন্দ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

তাঁর আজ্ঞা—গৌরের আজ্ঞা (গৌড়ে থাকিবার আদেশ)। **ভাঙ্গে**—প্রভু নিত্যানন্দ লঙ্ঘন করেন। **তাঁর সঙ্গের কারণে**—মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের নিমিত্ত।

৬। কেবল শ্রীনিতাইচাঁদই যে অনুরাগের প্রভাবে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা নহে, দ্বাপর-লীলায় ব্রজদেবীগণও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

রাসে যৈছে ইত্যাদি—রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন উন্মত্তের ন্যায় আত্মীয়-স্বজনাদিকে ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতিসেবাদি করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই আদেশ উপেক্ষা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইলেন।

রাসে—মহারাসের রজনীতে। **ঘর যাইতে**—গৃহে যাইয়া পতিসেবাদি করিবার নিমিত্ত। **গোপীকে আজ্ঞা দিলা**—শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন। **সঙ্গে রহিলা**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রহিলেন, তাঁর আদেশ মত গৃহে গেলেন না।

৭। অনুরাগের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন কিনা, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়েন, ইহা নিশ্চিত, এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি যে অসন্তুষ্ট হয়েন, রুষ্ট হয়েন, ইহাও সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃ যদি কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হয়েনই না, পরন্তু তিনি এত তুষ্ট হয়েন যে, তাঁহার আদেশ-পালনেও তত সুখী হয়েন না, তাঁহার আদেশ পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যত সুখ পায়েন, প্রীতির আধিক্যবশতঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তিনি তাহার কোটীগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন।

ভগবান্ চাহেন প্রীতি, যন্ত্রের মত হিসাব-নিকাশ করা আদেশ পালনে তিনি সুখী হইতে পারেন না, যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে। প্রীতিমূলক ব্যবহারেই তিনি সুখী, তিনি প্রীতিরই বশীভূত, তাই তাঁহার আদেশের

বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান্‌-পণ্ডিত অকিঞ্চন-কৃষ্ণদাস ॥ ৮
মুরারি-পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তখান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত-ভগবান্‌ ॥ ৯
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সভাই চলিলা নাম না যায় গণন ॥ ১০
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দসেন চলিলা সভাবে লইয়া ॥ ১১
রাঘবপণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১২
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপযোগ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রীতিমূলক লঙ্ঘনেও তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। লৌকিক জগতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার কোনওরূপ সাংঘাতিক রোগ হইলে, আমার কোনও আত্মীয় যদি প্রত্যহ রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার সেবাশুশ্রূষা করিতে থাকেন, আর তাঁহার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি তাঁহাকে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত আদেশ করি এবং তথাপি তিনি যদি আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ রাত্রিজাগরণ করিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার আচরণে আমি নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, আমার আদেশ লঙ্ঘন করিল বলিয়া কখনও প্রাণে প্রাণে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হই না, যদিও কখনও রোষ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তবে তাহাও প্রীতিসূচক প্রণয়-রোষই হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই যে অনুরাগের আধিক্যে বিধিলঙ্ঘনের কথা বলা হইল, তাহা সাধক জীবের পক্ষে নহে, কারণ, সাধনের চরম পরিপক্বাবস্থায় সাধকের প্রেম পর্য্যন্তই প্রাপ্তি হইতে পারে, অনুরাগ প্রাপ্তি সম্ভব নহে। সুতরাং অনুরাগ জনিত বিধিলঙ্ঘন তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

এই পরিচ্ছেদে যে শ্রীনিত্যানন্দের, কি ব্রজসুন্দরীদিগের কথা বলা হইল, অথবা টীকার পূর্ব্বার্দ্ধে যে গোবিন্দের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ—কেহই সাধক জীব নহেন। সাধক ভক্তের পক্ষে বিধি লঙ্ঘন ব্যভিচার বলিয়াই পরিগণিত হইবে—ব্যভিচারে শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। ভগবৎ-প্রীতির প্রথম স্তরই প্রেম, তারপর স্নেহ, তারপর প্রণয়, তারপর রাগ এবং তাহার পরেই অনুরাগ—সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে এ সকল (স্নেহাদি) কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।

৮। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিত্যানন্দের অনুরাগের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া, এক্ষণে আবার নীলাচল যাত্রী গৌড়ীয় ভক্তদের নাম উল্লেখ করিতেছেন।

১১। **কুলীন গ্রামী**—কুলীনগ্রাম নিবাসী। **খণ্ডবাসী**—শ্রীখণ্ডবাসী।

১২। **রাঘবপণ্ডিত**—ইনি পানিহাটী-নিবাসী। **ঝালি**—পেটিকা। **সাজাইয়া**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য ঝালির মধ্যে সাজাইয়া।

দময়ন্তী—রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। ইনি প্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন, রাঘবপণ্ডিত সেই সমস্ত দ্রব্য ঝালিতে ভরিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

ব্রজলীলায় রাঘব পণ্ডিত ছিলেন ধনিষ্ঠা—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেন। আর রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী ছিলেন গুণমালা। "ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ ব্রজেঽমিতাম। সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥ গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৬৬-৬৭॥" সুতরাং ইঁহারা উভয়েই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, কেহই জীবতত্ত্ব নহেন।

১৩। **বৎসরেক** ইত্যাদি—রাঘবপণ্ডিত ঝালিতে করিয়া প্রভুর নিমিত্ত যে-দ্রব্য লইয়া যাইতেন, প্রভু একবৎসর পর্য্যন্ত তাহা উপভোগ করিতেন। **উপযোগ**—উপভোগ, আহার।

ঝালিতে কি কি দ্রব্য যাইত, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে

আম্রকাসুন্দী আদাকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী নাম।
নেম্বু আদা আম্র-কোলি বিবিধ বিধান ॥ ১৪
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥ ১৫
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৬
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুকুতাপাতা কাসুন্দীতে মহাসুখ পায় ॥ ১৭
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
'গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ ১৮
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।'
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥ ১৯

তথাহি ভারবৌ (৮।২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেমণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রিয়েণেতি। কাচিৎ প্রিয়েণ সংগ্রথ্য স্বয়মেব রচয়িত্বা বিপক্ষ-সন্নিধৌ সপত্নীজন-সমক্ষং পীবরস্তনে বক্ষসি উপাহিতাং স্রজং মালা জলাবিলাং মৃদিতামপীত্যর্থঃ ন বিজহৌ ন তত্যাজ। ন চ নির্গুণায়াস্তত্র কা প্রীতিরিতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪। আম্রকাসুন্দী—সরিষার চূর্ণদ্বারা কাসুন্দী প্রস্তুত হয়, কাসুন্দীতে আম দিয়া আম্রকাসুন্দী প্রস্তুত হয়। **আদাকাসুন্দী**—কাসুন্দীতে আদা দিয়া আদাকাসুন্দী প্রস্তুত হয়। **ঝালকাসুন্দী**—কাসুন্দীতে লঙ্কা দিয়া ঝালকাসুন্দী হয়। **নেম্বু**—লেমু। **কোলি**—কুল, বদরী। **বিবিধ বিধান**—নানা প্রকারে প্রস্তুত লেমু, আদা, আম, কুল। কোনও কোনও গ্রন্থে "বিবিধ-সন্ধান" পাঠ আছে, ইহার অর্থ—নানাবিধ কৌশলে প্রস্তুত।

১৫। গুণ্ডি করি—চূর্ণ করিয়া। **পুরাণ সুকুতা**—পুরাতন পাটপাতা।

১৭। ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবগ্রাহী, যে প্রীতিপূর্ণ ভাবের সহিত কেহ প্রভুর নিমিত্ত কোনও জিনিস পাঠান, সেই প্রীতিপূর্ণ ভাবটীই প্রভু গ্রহণ করেন, সেই ভাবগ্রহণেই প্রভুর প্রীতি, সেই ভাবটুকু না থাকিলে কেবল জিনিস গ্রহণ করিয়া প্রভু প্রীতি লাভ করেন না। পরবর্তী "প্রিয়েণ-সংগ্রথ্য" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ। **স্নেহমাত্র লয়**—প্রীতিটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া সুখী হয়েন। **সুকুতাপাতা** ইত্যাদি—দময়ন্তী যে প্রীতির সহিত সামান্য সুকুতাপাতা এবং কাসুন্দী প্রভুর নিমিত্ত পাঠান, সেই প্রীতির মাহাত্ম্যেই প্রভু তাহা গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

১৮। প্রভুর প্রতি দময়ন্তীর কিরূপ প্রীতি, তাহা এই দুই পয়ারে বলিতেছেন।

মনুষ্যবুদ্ধি ইত্যাদি—মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর শুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজপরিকরদের যেরূপ প্রীতি, প্রভুর প্রতিও দময়ন্তীর সেইরূপ প্রীতি। দময়ন্তীর মনে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই—প্রভু যে স্বয়ংভগবান্, এইরূপ ভাব দময়ন্তীর মনে স্থান পায় নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে দময়ন্তীর চিত্ত হইতে প্রভুর ভগবত্তার জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে—তাই তিনি প্রভুকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন। অতিভোজনে মানুষের পেটে সময় সময় আম জন্মে, সুকুতা খাইলে সেই আম নষ্ট হইয়া যায়। তাই দময়ন্তী মনে করিলেন, অনেকেই প্রীতির সহিত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়া থাকেন, এই নিমন্ত্রণে লোকের অনুরোধে তাঁহাকে সময় সময় অতিভোজনও হয়তো করিতে হয়, তাহাতে প্রভুর পেটে আম জন্মিবার সম্ভাবনা, এই আমের প্রতিষেধকরূপেই দময়ন্তী প্রভুর নিমিত্ত সুকুতা পাঠাইতেন। দময়ন্তীর এই প্রীতির কথা ভাবিয়াই প্রভু অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। **উদরে**—পেটে। **কভু**—কখনও কখনও। **আম**—শ্লেষ্মাজাতীয় বস্তু।

১৯। এই স্নেহ—দময়ন্তীর এইরূপ প্রীতির কথা। **উল্লাস**—আনন্দ।

শ্লো। ২। অন্বয়। প্রিয়েণ (প্রিয়তমদ্বারা) সংগ্রথ্য (স্বহস্তে গ্রথিতা) বিপক্ষসন্নিধৌ (বিপক্ষ—সপত্নী

ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২০
শুণ্ঠিখণ্ডনাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলীভিতর ॥ ২১
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লৈব, শতপ্রকার আচার ॥ ২২
নারিকেলখণ্ডনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃতকর্পূর-আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪
শালিকাঁচুটি-ধান্যের আতব-চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৬
শালিতণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বাচ্যমিত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ। গুণাঃ প্রেমণি বসন্তি বস্তুনি ন বসন্তি হি। যৎ প্রেমাস্পদং তদেব গুণবৎ অন্যত্তু গুণবদপি নির্গুণমেব। প্রেম তু ন বস্তুপরীক্ষামপেক্ষত ইতি ভাবঃ। মল্লিনাথঃ। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সন্নিধানে) পীবরস্তনে (পীনস্তন) বক্ষসি (বক্ষে) উপহিতাং (অর্পিতা) স্রজং (মালা) জলাবিলাম্ অপি (জলবিহারে মর্দ্দিতা হইয়া গেলেও) কাচিৎ (কোনও কামিনী) ন বিজহৌ (পরিত্যাগ করে নাই), গুণাঃ (গুণ) প্রেম্ণি (প্রেমেতেই) বসন্তি (থাকে), বস্তুনি (বস্তুতে) ন (থাকে না)।

অনুবাদ। প্রিয়তম স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ-(সপত্নী) সন্নিধানে পীনস্তনযুক্ত বক্ষঃস্থলে স্বয়ং অর্পণ করিলে কোনও কামিনী, ঐ মালা জলবিহারে মৃদিতা হইয়া গেলেও, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেননা, গুণ প্রেমেতেই থাকে, বস্তুতে থাকে না (যে প্রেমের সহিত প্রিয়তম ব্যক্তি মালা দিয়াছেন, তাহার স্মরণ করিয়াই বিমর্দ্দিতা মালাও তিনি ত্যাগ করেন নাই)

৩।১০।১ শ্লোকের টীকা এবং ৩।১০।১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২০। **ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল**—ধনিয়া ও মৌরীর শাস।

২১। **শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর**—ধনিয়া মহুরীর লাড়ু, আর শুণ্ঠিখণ্ডের লাড়ু। **আমপিত্তহর**—যেই শুণ্ঠিখণ্ডের লাড়ুতে আম ও পিত্ত নষ্ট হয়। **পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি**—প্রত্যেক দ্রব্য আলাদা আলাদা করিয়া বাঁধিয়া লইলেন। **বস্ত্রের কোথলি ভিতর**—কাপড়ের থলিয়ার মধ্যে।

২২। **কোলি**—কুল, বদরি। **কোলিশুণ্ঠি**—শুষ্ক কুল।

২৩। **চিরস্থায়ী**—বহুদিনস্থায়ী, অল্পসময়ে যাহা নষ্ট হয় না। **খণ্ডবিকার**—খণ্ডের (খাঁড়ের, গুড়ের) বিকার, গুড়দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য।

২৪। "অমৃত-কর্পূর-আদি" স্থলে "অমৃতকেলি-কর্পূরকেলি" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৫। **শালিকাঁচুটি-ধান্য**—সম্ভবতঃ, যে শালি ধান এখনও ভালরকম পাকে নাই, তাহা। **আতব চিড়া**—ধান সিদ্ধ না করিয়া, কেবলমাত্র জলে ভিজাইয়া যে চিড়া তৈয়ার হয়।

২৬। **কথোক চিড়া হুড়ুম** ইত্যাদি—কথক চিড়াকে দোভাজা করিয়া, তাহা আবার ঘৃতে ভাজিয়া।

২৭। শালিধানের চাউল ভাজাকে চূর্ণ করিয়া তাহা ঘৃতে ভিজাইয়া তারপর চিনিতে পাক করিয়া লাড়ু তৈয়ার করিলেন।

কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস ।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ ২৮
শালিধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল ।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥ ৩০
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার ॥ ৩১
রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তী ।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥ ৩২
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৩
পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি ।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলি ॥ ৩৪
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল ।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল ॥ ৩৫
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া ।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥ ৩৬
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার ॥ ৩৭
ঝালির উপর মৌসিন মকরধ্বজকর ।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥ ৩৮
এইমতে বৈষ্ণবসব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জললীলা ॥ ৩৯
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চঢ়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা ॥ ৪০
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে ।
নরেন্দ্র আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে ॥ ৪১
সেইকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪২
ভক্তগণ পড়ে সভে প্রভুর চরণে ।
উঠাইয়া প্রভু সভারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৮। **রসবাস**—কাবাব চিনি। **পরমসুবাস**—পরম সুগন্ধি।

২৯। **উখরা**—মুড়কি।

৩০। **ভাজাইল**—'ভিজাইল' পাঠান্তরও আছে।

৩৩। **গঙ্গামৃত্তিকা**—গঙ্গার মাটী। **ছানিয়া**—ছাঁকিয়া (সূক্ষ্মচূর্ণ পাইবার নিমিত্ত)। **পাঁপড়ি**—পর্পটী। গঙ্গামৃত্তিকার পাঁপড়ি দাঁত মাজিবার নিমিত্ত।

৩৪। **পাতলা**—যাহা বেশী পুরু নহে। **মৃৎপাত্র**—মাটীর ভাণ্ড। **সন্ধানাদি**—আচার (চাটনি) প্রভৃতি, যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে, তাই এইসব মাটীর পাত্রে রাখিলেন।

৩৬। **মোহর দিল**—ঝালির বন্ধনস্থলে গালা দিয়া নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিলেন, যেন কেহ খুলিতে সাহস না করে, খুলিলেই মোহর ভাঙ্গিয়া যাইবে সুতরাং ধরা পড়িবে। **বোঝারি**—বোঝা বহনকারী, তিনজন বোঝারি (মুটিয়া) একজনের পর একজন করিয়া ঝালি বহন করিত।

৩৮। **মৌসীন**—উপযুক্ত রক্ষক। 'মুনসিব, মুহুসিন, মুনসব" ইত্যাদি পাঠান্তরও আছে। **মকরধ্বজকর**—জনৈক ভক্তের নাম।

৩৯। **দৈবে**—দৈবাৎ। বৈষ্ণবগণ যেদিন নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিন জগন্নাথের জলকেলির দিন ছিল, কিন্তু ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জানিতেন না। **জললীলা**—নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি। শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি শ্রীবিগ্রহকে সুসজ্জিত নৌকায় চড়াইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে বিহার করান হয়।

৪০। **নরেন্দ্রের জলে**—নীলাচলস্থিত নরেন্দ্র সরোবরের জলে। **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ, ইনিই জগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রে জলবিহার করেন। **ভক্তভৃত্য**—ভক্তরূপ দাস। "ভক্তগণ" পাঠান্তরও আছে।

গৌড়িয়াসম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৪
জলক্রীড়ার বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৫
গৌড়ীয়াসঙ্কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৬
সবভক্ত লঞা প্রভু নামিল সেইজলে।
সভা লঞা জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৪৭
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৪৮
পুন ইহাঁ বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাঢ়য় ॥ ৪৯
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজ গণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয় ॥ ৫০
জগন্নাথ দেখি পুন নিজঘর আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫১
ইষ্টগোষ্ঠী সভা লঞা কথোক্ষণ কৈল।
নিজনিজ পূর্ব্ববাসায় সভায় পাঠাইল ॥ ৫২
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা ॥ ৫৩
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্যগৃহে লঞা ॥ ৫৪
আর দিন মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৫
বেঢ়াকীর্ত্তনের তাহাঁ আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥ ৫৬
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন—।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৭
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজখান, আর নরহরিদাস ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৪। **গৌড়িয়া সম্প্রদায়** ইত্যাদি—গৌড় হইতে আগত বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। **প্রেমের ক্রন্দন**—প্রীতির উচ্ছ্বাসবশতঃ ক্রন্দন, দুঃখজনিত ক্রন্দন নহে।

৪৫। **মহাকোলাহল তীরে**—বাদ্যগীত-কীর্ত্তনাদিতে সরোবরের তীরে মহাকোলাহল হইল। **কোলাহল**—নানাবিধ উচ্চশব্দ, ঝগড়া নহে। **সলিলে খেলন**—সরোবরের জলে জলক্রীড়া (আর তীরে কীর্ত্তনজনিত কোলাহল)। **সলিল**—জল।

৪৬। কীর্ত্তনের ধ্বনি এবং প্রেম ক্রন্দনের ধ্বনিতে সরোবর তীরে কোলাহল হইতেছিল। **রোদন**—ক্রন্দন।

৪৮। **দাসবৃন্দাবন**—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। **চৈতন্যমঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৪৯। প্রভুর জলকেলির কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী আর বর্ণন করিলেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫০। **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ। **আলয়**—শ্রীমন্দির। **দেবালয়**—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, দর্শনার্থ।

৫২। **নিজ নিজ পূর্ব্ববাসায়**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যিনি যে বাসায় ছিলেন, তাঁহাকে এবারও সেই বাসাতেই প্রভু পাঠাইলেন।

৫৩। **গোবিন্দের ঠাঞি**—গোবিন্দের নিকটে, ইনি প্রভুর সেবক গোবিন্দ।

৫৪। **আজাড়**—খালি। **দ্রব্য ধরিবারে**—জিনিস রাখিবার নিমিত্ত।

৫৫। **শয্যোত্থানে**—শেষরাত্রিতে শয্যা হইতে শ্রীজগন্নাথের উত্থানের সময়।

৫৬। **বেড়াকীর্ত্তন**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্ত্তন।

৫৭-৮। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, বক্রেশ্বর, অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস-পণ্ডিত, সত্যরাজখান এবং নরহরিদাস—এই সাতজন সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছেন।

সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায় প্রভু' ঐছে সভার মন ॥ ৫৯
সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬০
রাজা আসি দূরে দেখে নিজ গণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অট্টালী চঢ়িয়া ॥ ৬১
কীর্ত্তন আটোপে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬২
এইমত কথোক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৩
সাত দিগে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥ ৬৪
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেইপদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫

তথাহি পদম্—
জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ ॥ ধ্রু ॥ ৩

এইপদে নৃত্য করে পরম-আবেশে।
সবলোক চৌদিগে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে ॥ ৬৬
'বোল' 'বোল' বোলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৬৭
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করি হুহুঙ্কার ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পরিমুণ্ডা নির্মঞ্ছনস্থ ভাসা। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৯। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করেন, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই মনে করিতেছেন, প্রভু কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে যান না। প্রভুর অতি দ্রুত ভ্রমণের ফলে, অথবা প্রভুর ঐশ্বর্য্য শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ২।১১।২০৩ ৬ পয়ারের টীকা এবং ২।৮।৮২ ৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। **দূরে দেখে**—দূরে থাকিয়া দেখেন। বিষয়ী রাজার দর্শনে প্রভুর ভাব নষ্ট হইবে আশঙ্কাতেই বোধ হয় রাজা সঙ্কীর্ত্তন স্থানে আসেন নাই। **নিজগণ**—রাজ-পরিষদগণ।

৬২। **কীর্ত্তন-আটোপে**—কীর্ত্তনের আবেশে ভক্তগণের হুঙ্কার গর্জ্জন, নর্ত্তন উল্লম্ফনাদিতে। "আটোপ স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে 'আরম্ভে' ও "আবেশে পাঠান্তর আছে।

৬৫। **উড়িয়া-পদ**—উড়িষ্যাদেশীয় ভাষায় লিখিত কীর্ত্তনের পদ। **স্বরূপেরে**—স্বরূপ-দামোদরকে। **সেই পদ**—উড়িয়া পদ, নিম্নে একটী উড়িয়া পদ লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। সহজ। ইহা একটী উড়িয়া কীর্ত্তনের পদ। **জগমোহন**—হে জগমোহন, সমস্ত জগদবাসীর মনোমোহন, জগন্নাথ। **পরিমুণ্ডা**—নির্মঞ্ছন। **যাউ**—যাই। **জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ**—হে সর্ব্বচিত্তমোহন জগন্নাথ! তোমার নির্মঞ্ছন যাই, তোমার বালাই যাই।

এই পদের স্থলে নিম্নলিখিতরূপ পাঠান্তরও আছে:—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই। মন মাতিলা রে চকা চন্দ্রকু চাহিঁ॥' শেষ পদের অর্থ—জগমোহনের চন্দ্র বদন দেখিয়া মন মত্ত হইল। (টী প দ্র)

৬৬। উড়িয়া পদকীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমাবেশে প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সুদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই পয়ারে অশ্রুর কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে অন্যান্য সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়াছেন। **সব লোক চৌদিকে**—প্রভুর চারিদিকের সমস্ত লোক। **প্রভু-প্রেমজলে**—প্রেমাবেশে প্রভুর নয়ন হইতে প্রবলবেগে যে অশ্রু ঝরিতেছে, তাহাতে।

প্রভুর নয়ন হইতে এত প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল যে, চারিদিকের সমস্ত লোকই তাহাতে ভিজিয়া গিয়াছিল।

সঘনে পুলক যেন শিমূলীর তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ—কভু হয় সরু॥ ৬৯
প্রতিরোমকূপে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্গদ বচন॥ ৭০
এক এক দন্ত যেন পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥ ৭১
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নৃত্য নহে অবশেষ॥ ৭২
সবলোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সবলোক পাসরিল দেহ-আত্মঘর॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৯। এই পয়ারে পুলকের কথা বলিতেছেন।

সঘন—ঘনের সহিত বর্ত্তমান। **ঘন**—ত্বক্, শরীর (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। ঘন-শব্দের এই অর্থে, **সঘন পুলক**—শরীরের বা ত্বকের সহিত পুলক (রোমাঞ্চ)। রোমাঞ্চের সঙ্গে দেহের বা ত্বকের (চামড়ার) অংশও যেন ব্রণের আকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে। **অথবা,** ঘন—সান্দ্র (ইতি অমর), খুব কাছাকাছি। **সঘন পুলক**—প্রভুর দেহের পুলক-সমূহ খুব ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল, খুব কাছাকাছি ছিল। **অথবা,** ঘন—পূর্ণ (ইতি শব্দরত্নাবলী)। **সঘন পুলক**—সম্পূর্ণ পুলক, ব্রণাকৃতি পুলকসমূহ সম্পূর্ণভাবে (খুব বড় বড়, উচ্চ হইয়া) বিকশিত হইয়াছিল। **শিমূলী**—শিমুলতুলা। **তরু**—গাছ। **যেন শিমূলীর তরু**—শিমুল গাছের কাঁটাগুলি যেমন স্ফীত ব্রণের মত গাছের চামড়ার উপরে উচ্চ হইয়া থাকে এবং খুব কাছাকাছি থাকে, প্রভুর দেহের পুলকগুলিও তেমনি শোভা পাইতেছিল। প্রভুর পুলকময় দেহকে শিমুল গাছের মতনই যেন দেখাইতেছিল। **কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ** ইত্যাদি—প্রভুর দেহ কোনও সময়ে বা প্রফুল্লিত (স্ফীত) হইয়া যায়। অন্তর্নিহিত ভাবের প্রভাবে এইরূপ হইয়া থাকে।

অথবা, প্রফুল্লিত—পুষ্পিত, পুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত পুলকময়। **সরু**—কৃশ, পুলকহীন অবস্থার দেহ, পুলকযুক্ত অবস্থার দেহ হইতে কৃশ বলিয়াই মনে হয়।

অথবা, প্রফুল্লিত—আনন্দময়। শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর চিত্তে যখন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অবস্থা স্ফুরিত হয়, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের কথা স্ফুরিত হয়, তখন দুঃখের আতিশয্যে তাঁহার দেহ যেন নিতান্ত কৃশ হইয়া যায়।

৭০। **প্রস্বেদ**—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম।

রক্তোদ্গম—রক্ত বাহির হওয়া।

প্রতি রোমকূপে ইত্যাদি—অষ্ট সাত্ত্বিকের অশ্রু ও পুলকের কথা বলিয়া এক্ষণে স্বেদের (ঘর্ম্মের) কথা বলিতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক রোমকূপ হইতেই প্রবলবেগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল, এই ঘর্ম্ম এত বেগে বাহির হইতেছিল যে, ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। **জজ, গগ** ইত্যাদি—এস্থলে স্বরভঙ্গ বা গদ্গদ বাক্যের (অষ্টসাত্ত্বিকের একটীর) কথা বলিতেছেন। প্রেমাবেশে প্রভুর স্বরভঙ্গবশতঃ বাক্যস্খলন হওয়ায় "জগ" বলিতে পারিতেছেন না, "জজ গগ" মাত্র বলিতেছেন, "মোহন" বলিতে যাইয়া "ম ম" বলিতেছেন, "পরিমুণ্ডা" বলিতে যাইয়া "পরি পরি" বলিতেছেন।

৭১। এই পয়ারে কম্প-নামক সাত্ত্বিকভাবের কথা বলিতেছেন। দেহে কম্প উপস্থিত হইলে ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁতে শব্দ হইতে থাকে, তাহাতে মনে হয় যেন দাঁতগুলিই কাঁপিতে থাকে। প্রভুর দেহে এত বেশী কম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার দাঁতগুলি এতই ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন, প্রত্যেকটী দাঁতই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নড়িতেছিল। আবার প্রত্যেকটী দাঁতই এমন ভাবে নড়িতেছিল, যেন মুখ হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া যাওয়ার মত হইতেছিল।

৭২। **তৃতীয় প্রহর**—বেলা তৃতীয় প্রহর। **অবশেষ**—শেষ, অবসান।

৭৩। **দেহ-আত্মঘর**—নিজের দেহ ও নিজের গৃহের কথা।

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সভায় ॥ ৭৪
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেহো মন্দস্বরে গায় ॥ ৭৫
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল ॥ ৭৬
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥ ৭৭
সভা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদভোজন।
সভাকে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥ ৭৮
গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদসংবাহন ॥ ৭৯
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮০
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥ ৮১
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮২
একপাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ ৮৩
বারবার গোবিন্দ কহে একদিগ্ হৈতে।
প্রভু কহে—আমি অঙ্গ নারি চালাইতে ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৪। **সৃজিল উপায়**—কীর্ত্তন বন্ধ করিবার এবং প্রভুর নৃত্যাবেশ ছুটাইবার উপায় সৃজন করিলেন।

রাখিল সভায়—কীর্ত্তন হইতে সবাইয়া রাখিলেন।

৭৫। "স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়"—এই স্থলে "প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়" এইরূপ পাঠও আছে। সম্প্রদায়-মধ্যে যাহারা প্রধান প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারা এক সম্প্রদায় হইয়া স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে রহিলেন।

সেহো—কোনও কোনও স্থলে "পাঁচ ছয় জন তারা" পাঠ আছে। **মন্দস্বরে**—আস্তে আস্তে, মৃদুস্বরে। **গায়**—গান করে।

৭৬। **কোলাহল নাহি** ইত্যাদি—কোলাহল না থাকায় প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। **সভার শ্রম জানাইল**—কীর্ত্তনের পরিশ্রমে সকলেই যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, একথা প্রভুকে জানাইলেন।

৭৭। **স্নপন**—স্নান।

৭৮। **সভাকে বিদায়** ইত্যাদি—শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভের আদেশ দিয়া সকল ভক্তকে প্রভু গৃহে পাঠাইলেন।

৭৯। সকলকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া প্রভু নিজে গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন।

পাদ-সংবাহন—প্রভুর পাদসেবা।

৮০। **সর্ব্বকাল**—সর্ব্বদাই। **সুদৃঢ় নিয়ম**—যে নিয়ম কখনও ভঙ্গ হয় না।

৮১। **তবে**—প্রভুর পাদসংবাহনের পরে। **প্রভুর শেষ**—প্রভুর অবশেষ-প্রসাদ।

৮২। **সব দ্বার জুড়ি**—গম্ভীরার সমস্ত দ্বার জুড়িয়া, বাহির হইতে ভিতরে যাইবার পথ না রাখিয়া।

ভিতর যাইতে ইত্যাদি—পাদসংবাহন করিবার নিমিত্ত ঘরের মধ্যে যাইতে না পারিয়া গোবিন্দ প্রভুর নিকটে নিবেদন করিলেন (কি নিবেদন করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত আছে)।

৮৩। **এক পাশ হও**—প্রভু, এক পার্শ্বে সরিয়া যাও। **মোরে দেহ** ইত্যাদি—আমাকে গৃহের মধ্যে যাওয়ার পথ দাও। **শক্তি নাহি** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, আমি যে নড়িতে চড়িতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই।"

গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদ সংবাহন।
প্রভু কহে—কর বা না কর
যেই লয় তোমার মন ॥ ৮৫
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৬
পাদসংবাহন কৈল, কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৮৭
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর—গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ডদুই বহি প্রভুর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ ৮৮
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বোলে ক্রুদ্ধ হঞা।
অদ্যাপিহ এতক্ষণ আছিস বসিয়া ? ॥ ৮৯
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে ?।
গোবিন্দ কহে—দ্বারে শুইলা,
যাইতে নাহি পথে ॥ ৯০
প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে ?।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে ॥ ৯১
গোবিন্দ কহে মনে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯২
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ ৯৩
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৪
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা আইলে যায় প্রসাদ লৈতে।
সে দিবসের শ্রম জানি রহিলা চাপিতে ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৬। **তাঁর উপরে দিয়া**—প্রভুর গায়ের উপরে ফেলিয়া লঙ্ঘন করিয়া যাবার সময় যেন প্রভুর গায়ে গোবিন্দের পায়ের ধূলা না পড়ে, এই উদ্দেশ্যে। **লঙ্ঘিয়া**—ডিঙ্গাইয়া, গায়ের উপর দিয়া।

৮৭। **কটি, পৃষ্ঠ চাপিল**—প্রভুর কটি চাপিয়া দিল এবং পৃষ্ঠও চাপিয়া দিল, প্রভুর দেহের ক্লান্তি দূর করার নিমিত্ত।

৮৯। **ক্রুদ্ধ হঞা**—অন্যান্য দিন প্রভুর নিদ্রা হইলেই গোবিন্দ আহার করিবার নিমিত্ত চলিয়া যায়েন, আজ যখন দেখিলেন যে গোবিন্দ বসিয়াই রহিয়াছেন তখন মনে করিলেন, গোবিন্দ এখনও আহার করেন নাই, তাই প্রভুর ক্রোধ হইল—ইহা বাস্তবিক ক্রোধ নহে, প্রেম-কোপ মাত্র। **অদ্যাপিহ**—আজিও। কোনও কোনও গ্রন্থে "আদিবশ্যা" পাঠ আছে। **আদিবশ্যা**—অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলা যায় এমন একটি মিষ্ট গালি। তামিল ভাষায়—অত্যন্ত প্রিয়ব্যক্তিকে আদিবশ্যা বলে। ৩।১০।১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। **তৈছে**—প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া।

৯২। প্রভুর কথা শুনিয়া গোবিন্দ প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন—"প্রভু! তোমার চরণ-সেবাই আমার নিয়ম, ইহাই আমার ব্রত, তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত যদি আমাকে এমন কাজও করিতে হয়, যাহাতে আমার অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা, কি নরক গমনের সম্ভাবনা আছে, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত" (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯৩। **সেবা লাগি**—প্রভুর সেবার নিমিত্ত। **কোটি অপরাধ নাহি গণি**—কোটি কোটি অপরাধ করিতে হইলেও তাহাতে আমি ভীত হই না। **স্ব-নিমিত্ত**—নিজের সুখ ভোগাদির নিমিত্ত। **অপরাধাভাসে**—অপরাধ তো দূরের কথা, অপরাধের আভাসেও।

প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া গোবিন্দ প্রসাদ পাইতে যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কারণ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন অপরাধ জনক, প্রভুর সেবার আনুকূল্যার্থ তিনি অপরাধ করিতে প্রস্তুত কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অপরাধ তো দূরের কথা, অপরাধের আভাসও যাহাতে আছে, এমন কোনও কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৯৫। **রহিলা চাপিতে**—প্রভুর নিদ্রার সময়েও প্রভুর চরণ চাপিতে লাগিলেন।

যাইতেহো পথ নাহি, যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥ ৯৬
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যকৃপায় জানে এই ধর্ম্মমর্ম্ম॥ ৯৭
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥ ৯৮
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডানৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৯৯
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজ গণ।
গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥ ১০০
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্যভোজন॥ ১০১
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥ ১০২
চারি মাস বর্ষা রহিলা সবভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈল দরশন॥ ১০৩
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সভার ইচ্ছা হৈলা॥ ১০৪
কেহো কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দের ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥ ১০৫
কেহো পৈড়, কেহো নাড়ু, কেহো পিঠা-পানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ—প্রকার যার নানা॥ ১০৬
'অমুক এই দিয়াছেন' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥ ১০৭
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শতজনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ ১০৮
গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন—।
আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ ?॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৭। **সূক্ষ্ম ধর্ম্ম**—ভগবৎ-সেবাই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য, তজ্জন্য যাহা কিছু দরকার, তাহা অপরাধজনক হইলেও, ভক্ত তাহা করিতে প্রস্তুত, কারণ, অপরাধের ফল ভোগ করিতে হইবে নিজেকে। অপরাধের ভয়ে কোনও কাজ না করিলে যদি প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হয়—ইহা ভক্তের পক্ষে অসহনীয়, ইহাতে ভক্তের কর্ত্তব্যের হানি হইবে। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত স্বজন আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, প্রভুর পাদ-সম্বাহনের নিমিত্ত গোবিন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই, কারণ, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি ভক্তের কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকে না। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত ভক্ত কখনও কোনওরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। ইহাই ভক্তিধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।

৯৮। **রঙ্গী**—উৎসাহযুক্ত, কৌতুহলী। **এই সব**—ভক্তি-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-মর্ম্ম এবং গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা। **এত ভঙ্গী**—গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া থাকা এবং গোবিন্দের প্রার্থনাতেও তাঁহাকে ভিতরে যাওয়ার পথ না দেওয়া। যদি প্রভু গোবিন্দকে ভিতরে যাওয়ার পথ ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত না, ভক্তি-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-মর্ম্মও প্রদর্শিত হইত না।

৯৯। **পরিমুণ্ডানৃত্য**—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ" এই পদ-কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে প্রভুর নৃত্যের কথা।

১০১। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ববৎসরের মতন। **টোটা**—পুষ্প-বাগিচা।

১০৫। **প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ, যাহা কোনও ভক্ত প্রভুর নিমিত্ত কিনিয়া আনিয়া গোবিন্দের নিকটে দেন।

১০৬। **পৈড়**—পেড়া। **ধরি রাখ**—ঘরে রাখিয়া দাও।

১০৭। **ধরিতে ধরিতে**—ভক্তগণের প্রদত্ত প্রসাদ ঘরে রাখিয়া দিতে দিতে। **শতজনের ভক্ষ্য ইত্যাদি**—ঘরে যে পরিমাণ প্রসাদ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে একশত লোকের আহার হইতে পারে।

১০৯। **আমাদত্ত প্রসাদ**—আমি যে প্রসাদ আনিয়া দিয়াছি।

কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ-বচন—॥ ১১০
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥ ১১১
তুমি সে না খাও, তারা পুছে বারবার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার?॥ ১১২
প্রভু কহে আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে?।
কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখানে॥ ১১৩
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে—।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে—॥ ১১৪
আচার্য্যের এই পৈড পানা সরপূপী।
এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরকূপী॥ ১১৫
শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেকপ্রকার।
পিঠা পানা অমৃতগোটিকা মণ্ডা পদ্মচিনি আর॥ ১১৬
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥ ১১৭
বাসুদেব দত্তের এই মুরারিগুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্তখানের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৮
শ্রীমান্‌সেন, শ্রীমান-পণ্ডিত, আচার্য্য-নন্দন।
তাহাসভার দত্ত এই করহ ভক্ষণ॥ ১১৯
কুলীনগ্রামীর এই—আগে দেখ যত।
খন্দবাসিলোকের এই দেখ তত॥ ১২০
ঐছে সভার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥ ১২১
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ করা নারিকেল।
অমৃতগোটিকা-আদি পানাদি সকল॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১০। **কাহাকে কিছু কহি**—প্রভু তো কাহারও প্রসাদই ভক্ষণ করেন নাই, অথচ ইহা গোবিন্দ ভক্তগণকে বলিতেও পারেন না, পাছে ভক্তগণের মনে কষ্ট হয়। তাই একথা ওকথা বলিয়া একরকম ফাঁকি দিয়াই যেন তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতেন। **কহে নির্ব্বেদ বচন**—দুঃখের সহিত কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ার গোবিন্দের উক্তি।

১১২। **কেমতে আমার নিস্তার**—আমি যে বৈষ্ণবদের প্রতারণা করিতেছি, এই অপরাধ হইতে আমি কিরূপে উদ্ধার পাইব?

১১৩। **আদিবশ্যা**—৩।১০।৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আদি (অনাদি) কাল হইতে বশ্য (বশীভূত) আদিবশ্য, অনাদিকাল হইতেই শ্রীগোবিন্দ (নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বলিয়া) গৌরের প্রতি শুদ্ধা প্রীতির বশীভূত এবং এই প্রীতিবশ্যতাবশতঃই তিনি গৌরের সেবা করিয়া থাকেন। স্নেহমূলক চলতি কথায় প্রভু তাঁহাকে "আদিবশ্যা" বলিয়া ঐ তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। অথবা, বশী—বশকারী, স্নেহমূলক চলতি কথায় যেমন শশীকে "শশ্যা" বলা হয়, তদ্রূপ বশীকেও "বশ্যা" বলা যায়। শুদ্ধাপ্রীতির প্রভাবে গোবিন্দ অনাদিকাল হইতেই গৌরকে বশীভূত করিয়া আদিবশী (বা আদিবশ্যা) হইয়াছেন। "আদিবশ্যা" বলিয়া প্রভু তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। উচ্চারণের অনুগমন করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, শব্দটী হইতেছে "আদিবৈশ্য"—যাহার আদিতে (অগ্রে) বৈশ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে শূদ্রের আগে থাকে বৈশ্য, সুতরাং আদিবৈশ্য-শব্দে শূদ্রকে বুঝাইতে পারে। শূদ্রের কার্য্য হইতেছে সেবা, সুতরাং আদিবৈশ্য-শব্দে সেবাপরায়ণতা সূচিত হইতে পারে, এইরূপ অর্থে স্নেহমূলক উক্তি আদিবৈশ্যা-শব্দে গোবিন্দের অকুণ্ঠিত শুদ্ধাসেবারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অথবা, শূদ্র-শব্দের ধ্বনি—মূর্খ, বোকা। আদিবৈশ্যা (শূদ্র) বলিয়া প্রভু যেন স্নেহভরে বলিলেন—আরে বোকা।

১১৪। **নাম ধরি ধরি**—কে কোন্ দ্রব্য দিয়াছেন, নাম উল্লেখ করিয়া গোবিন্দ প্রভুকে দিতেছেন।

১১৫। **পৈড়**—পেঁড়া। **পানা**—সরবৎ।

১২২। **বাসি**—পুরাতন। **মুখ করা**—মুখে ছিদ্র করা।

তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে মহাপ্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৩
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে? বলি গোবিন্দে পুছিল ॥ ১২৪
গোবিন্দ কহে—রাঘবের ঝালিমাত্র আছে।
প্রভু কহে—আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে ॥ ১২৫
আরদিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥ ১২৬
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধ দেখি বহু প্রশংসিল ॥ ১২৭
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনের কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥ ১২৮
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥ ১২৯
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ১৩০
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে—আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩১
শাক দুই-চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকী আর ভৃষ্টপটোল ॥ ১৩২
ভৃষ্টফুলবড়ী আর মুদগদালি সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ ॥ ১৩৩
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ড সার ॥ ১৩৪
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন কাহাঁ গণের সহিত ॥ ১৩৫
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥ ১৩৬
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধরদাস, গুপ্ত মুরারি ॥ ১৩৭
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৮
শিবানন্দসেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র—চৈতন্যদাস নাম ॥ ১৩৯
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল ॥ ১৪০
"চৈতন্যদাস" নাম শুনি কহে গৌররায়—।
কিবা নাম ধরিয়াছ বুঝান না যায় ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১২৩। বাসি ইত্যাদি—ভগবৎ-প্রসাদ চিন্ময় বস্তু বলিয়া এক মাসের বাসি হওয়াতেও সুস্বাদু রহিয়াছে। জড়বস্তুই পচিয়া যায়, চিন্ময় বস্তু পচিতে পারে না—ইহা নিত্য। ৩।৬।৩০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭। উপভোগ—ভোজন, অঙ্গীকার।

১২৮। বৎসরের তরে—সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু ভোজন করিবার নিমিত্ত।

১৩২। নিম্ববার্ত্তাকী—নিম বেগুন। নিমপাতার সহিত বেগুন ভাজা। **ভৃষ্ট পটোল**—পটোল ভাজা।

১৩৩। ভৃষ্ট ফুল বড়ি—ফুলবড়ি ভাজা। **মুদগদালি সূপ**—মুগের ডাইলের ঝোল। **প্রভুর রুচি অনুরূপ**—প্রভু যাহা খাইতে ভালবাসেন।

১৩৪। মধুরাম্ল—মিষ্ট অম্বল।

১৩৫। জগন্নাথের প্রসাদ আনি—তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া পাক করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে পারেন না, তাই জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনেন। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা নিজের গৃহেই প্রভুর জন্য রান্না করিতেন, আবার জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনিয়াও সময় সময় গৃহে প্রস্তুত অন্নাদির সহিত মিশাইয়া দিতেন।

১৪০। সঙ্গেই আনিল—দেশ হইতে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আনিয়াছেন।

১৪১। নামশুনি—শিবানন্দ যখন বলিলেন, যে তাঁহার পুত্রের নাম—চৈতন্যদাস, তখন, **কিবা নাম** ইত্যাদি—প্রভুর নাম-অনুসারে শিবানন্দ তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছেন বলিয়া প্রভু সঙ্কোচবশতঃ একথা বলিলেন।

সেন কহে—যে জানিল সেই ত ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪২
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৩
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৪
আর দিনে চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥ ১৪৫
দধি লেম্বু আদা আর কবডীযা লোণ।
সামগ্রী দেখিযা প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৬
প্রভু কহে—এই বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হৈলাঙ্ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥ ১৪৭
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥ ১৪৮
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায ॥ ১৪৯
গদাধরপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইঁহা সভার আছে ভিক্ষাদিবস নিয়ম ॥ ১৫০
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১৫১
মধ্যে মধ্যে ঘরভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের প্রসাদ-নিমন্ত্রণে লাগে কৌডি দুইপণ ॥ ১৫২
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌডি চারিপণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভযে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৩
চারি মাস রহি গৌডের ভক্ত বিদায দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৪
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন ॥ ১৫৫
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৬
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৫৭
শুনিতে অমৃতসম—জুডায কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৫৮
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪৪। **শিবানন্দের গৌরবে**—শিবানন্দের প্রতি প্রীতির আধিক্য বশতঃ। **গুরুভোজনে**—অধিক আহারে।

১৪৫। **অভীষ্ট বুঝি**—প্রভু যাহা ভালবাসেন, তদ্রূপ।

১৪৬। **লোণ**—লবণ। "করডীযা লোণ" স্থলে "ফুলবডা লবণ" পাঠান্তরও আছে।

১৪৭। **এই বালক**—চৈতন্যদাস।

১৪৮। **উচ্ছিষ্ট ভাজন**—উচ্ছিষ্ট পাত্র, প্রভুর ভুক্তাবশেষ। ইহা প্রভুর বিশেষ কৃপার নিদর্শন।

১৪৯। **দিবস নাহি পায়**—প্রত্যেক দিনই কাহারও না কাহারও গৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ থাকে বলিয়া বানও কোনও বৈষ্ণব প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগই পাইলেন না।

১৫০। **ভিক্ষা দিবস নিয়ম**—মাসের মধ্যে কে কোন্ দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে।

১৫২। **ঘরভাতে**—নিজেদের গৃহে পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদিতে (তাঁহারা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া)। **অন্যের**—ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণব্যতীত অপরের। **প্রসাদ-নিমন্ত্রণ**—জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে।

১৫৩। **ঘাটাইল**—কমাইলেন, চারিপণের জায়গায় দুইপণ করিলেন।

অন্ত্য-লীলা

একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয়॥ ১

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ॥ ২

জয় কাশীশ্বরপ্রিয় জগদানন্দপ্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তং সুপ্রসিদ্ধং তৎপ্রভুং হরিদাস প্রভুং সংস্থিতাং মৃতাং স্বাঙ্কে স্বস্য ক্রোড়ে। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য লীলার একাদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। তং (সেই) হরিদাসং (শ্রীলহরিদাস ঠাকুরকে) নমামি (নমস্কার করি), তৎপ্রভুং (তাঁহার—শ্রীহরিদাসের—প্রভু) তং (সেই) চৈতন্যং চ (শ্রীচৈতন্যদেবকেও) [নমামি] (নমস্কার করি), যঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্যদেব) সংস্থিতাম্ অপি (মৃত হইলেও) যন্মূর্ত্তিং (যে হরিদাসের দেহকে) স্বাঙ্কে (স্বীয় অঙ্ক—ক্রোড়ে) কৃত্বা (করিয়া—স্থাপন করিয়া) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যাঁহার মৃতদেহকেও স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই হরিদাস ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি, এবং তাঁহার প্রভু সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও প্রণাম করি। ১

শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণের পরে ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দেহকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, (এই পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইবে)। গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত দিলেন।

২। **শ্রীনিবাসেশ্বর**—শ্রীনিবাস (শ্রীবাস) পণ্ডিতের ঈশ্বর (প্রভু) শ্রীমন্মহাপ্রভু। প্রভুর প্রতি শ্রীবাসপণ্ডিতের ঐকান্তিকী-নিষ্ঠা, নির্ভরতা এবং প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রভুকে শ্রীনিবাসেশ্বর বলা হইয়াছে। **হরিদাস-নাথ**—হরিদাস ঠাকুরের নাথ (ঈশ্বর, প্রভু)। প্রভুর প্রতি শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের প্রীতির আধিক্য বিবেচনা করিয়াই প্রভুকে হরিদাস-নাথ বলা হইয়াছে। প্রভুর প্রতি হরিদাসের প্রীতির একটী বৈশিষ্ট্যের কথাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। **গদাধরপ্রিয়**—গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর প্রিয় (প্রভু)। **স্বরূপ-প্রাণনাথ**—স্বরূপদামোদরের প্রাণ-প্রিয় (প্রভু)।

৩। **কাশীশ্বর-প্রিয়**—কাশীশ্বরের প্রিয় (প্রভু) **জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর**—জগদানন্দ-পণ্ডিতের প্রাণেশ্বর (প্রভু)।

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ।
কৃপা করি দেহ প্রভু ! নিজপদ দান ॥ ৪
জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ ৫
জয়জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য ।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৬
জয় গৌরভক্তগণ— গৌর যার প্রাণ ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর—রূপগোস্বামীর, সনাতন-গোস্বামীর এবং রঘুনাথ-গোস্বামীর ঈশ্বর (প্রভু) ।

৪। গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্— যে-স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৌরদেহ ধারণ করিয়া (গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গ-দ্বারা স্বীয় নবঘন-শ্যাম তনুর গৌরত্ব বিধান করিয়া শ্রীনবদ্বীপে) প্রকট হইয়াছেন । এই পয়ারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপতত্ত্ব বলা হইল। গৌর স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন , শ্রীরাধার ভাব কান্তিতে তাহার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে মাত্র— রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার মিলিত বপুই শ্রীগৌর ।

নিজ পদ দান—আপন শ্রীচরণ সেবা দান ।

৫। চৈতন্যের প্রাণ—শ্রীনিতাইচাঁদকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ বলা হইল, শ্রীনিতাইচাদের প্রতি শ্রীগৌরের প্রীতির আধিক্যবশতঃ ।

এই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেহ এবং শ্রীনিতাইচাঁদকে তাঁহার প্রাণ বলা হইয়াছে , ইহার ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রাণহীন দেহের পোষণ যেমন পণ্ডশ্রম মাত্র, তদ্রূপ শ্রীনিতাইচাঁদকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরের ভজনও রসের হিসাবে নিরর্থক । আসন বসন-শয্যা-ভূষণাদি সেবার যত রকম উপকরণ আছে, তৎসমস্তই শ্রীনিতাই—শ্রীভগবৎ-সেবার উপকরণরূপে শ্রীনিতাইচাঁদই আত্মপ্রকট করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিতাইচাদকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরের সেবার প্রয়াস, কন্যাব্যতীত বিবাহোদ্যোগের মতনই হাস্যাস্পদ। সেবার উপকরণব্যতীত সেবা হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন, "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই"—শ্রীনিতাই-এর কৃপাব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া তো যায়ই না, নিতাই কৃপা করিয়া রাধাকৃষ্ণকে দিয়া যদি তিনি নিজে দূরে সরিয়া পড়েন, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া গেলেও গ্রহণ করিবে না—করা সঙ্গত হইবে না—কারণ পাইয়া কি করিবে ? নিতাই দূরে সরিয়া গেলে সেবার উপকরণ তো পাওয়া যাইবে না , আর সেবার উপকরণ পাওয়া না গেলে, সেবা করিতেও পারিবে না , সেবাই যদি করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণ পাইয়া কি হইবে ? আবার, মূল-ভক্তিতত্ত্বস্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবই শ্রীনিতাইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন , সুতরাং শ্রীনিতাইয়ের কৃপাব্যতীত শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের এবং রাইকানু-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তিও হইতে পারে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনা করিতেছেন—"তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান—হে নিতাইচাঁদ! কৃপা করিয়া তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও , তোমার কৃপায় তোমার চরণে ভক্তি জন্মিলেই শ্রীগৌরকে পাওয়া যাইতে পারে, অন্যথা তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ।"

৬। চৈতন্যের আর্য্য—শ্রীচৈতন্য যাঁহাকে আর্য্য (গুরু) বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী-গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া —সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরু-ভাই বলিয়া —শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি করিতেন ।

এই পয়ারের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ :—"হে অদ্বৈতচন্দ্র! শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন তোমাতে গুরুবুদ্ধি করেন, তখন তোমার চরণে ভক্তি জন্মিলেই শ্রীগৌরের কৃপা লাভ করিতে পারিব। তাই, হে প্রভো! যাহাতে তোমার চরণে ভক্তি লাভ করিতে পারি, কৃপা করিয়া তাহাই কর ।"

৭। গৌরের কৃপা যে গৌর-ভক্তের কৃপাসাপেক্ষ এবং গৌরভক্তের কৃপাব্যতীত কেহই যে গৌর-লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি ।

জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ, গোপাল—জয় জয় মোর নাথ ॥ ৮
এ সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন ॥ ৯
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন বিলাস ॥ ১০
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১১
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায় ॥ ১২
দিনে দিনে বাঢে বিকার রাত্র্যে অতিশয়।
চিন্তা-উদ্বেগ-প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮। **জীব**—শ্রীজীব গোস্বামী। **রঘুনাথ**—রঘুনাথ ভট্ট। **রঘুনাথ**—রঘুনাথ দাস। **গোপাল**—গোপাল ভট্ট। **ছয় মোর নাথ**—এই ছয় গোস্বামী আমার (কবিরাজ-গোস্বামীর) শিক্ষাগুরু বলিয়া আমার প্রভু।

৯। **এ সব প্রসাদ**—শ্রীগৌরের কৃপায়, শ্রীনিতাই-এর কৃপায়, শ্রীঅদ্বৈতের কৃপায়, শ্রীগৌরভক্তের কৃপায় এবং শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গের কৃপায়। ইঁহাদের কৃপাব্যতীত কেহই গৌর-লীলা বর্ণনে সমর্থ নহে—ইহাই এই বাক্যের মর্ম্ম। **চৈতন্য-লীলাগুণ**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও মাহাত্ম্য। **করি আপন পাবন**—নিজেকে পবিত্র করি, আত্মশোধন করি।

১০। **এইমত**—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রকারে।

১১। **ঈশ্বর দর্শন**—শ্রীজগন্নাথ দর্শন। **রায়-স্বরূপ-সনে**—রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত। **রস-আস্বাদন**—ব্রজলীলা-রসের আস্বাদন।

রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের মত পরম রসিক ভক্ত মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না, তাই প্রভুর অনেক পার্ষদ থাকিলেও কেবল এই দুইজনের সঙ্গেই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা রহস্যের আস্বাদন করিতেন।

আবার, রায়-রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী এবং স্বরূপ-দামোদর ব্রজের ললিতা সখী। কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে শ্রীরাধিকা যেমন প্রাণ-প্রিয়তমা সখী ললিতা বিশাখার নিকটেই নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেন এবং ললিতা-বিশাখাই যেমন সেই সময়ে শ্রীরাধিকার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা বিধানের চেষ্টা করিতেন, তদ্রূপ, কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণে রাধাভাবে বিভাবিত-চিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তখন রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়াই কাতর প্রাণে প্রভু নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন, তাঁহারাও ভাবানুকূল শ্লোকাদি শুনাইয়া প্রভুর চিত্তের সান্ত্বনা বিধানের চেষ্টা করিতেন।

১২। **বিরহ-বিকার**—বিরহ জনিত চিত্ত বিকার, দিব্যোন্মাদাদি ভাব এবং তদুচিত অষ্টসাত্ত্বিকাদি। **না আমায়**—ধরে না। "সামায়"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। **অঙ্গে না আমায়**—জলপূর্ণ কলসীতে আবার জল ঢালিয়া দিলে সেই অতিরিক্ত জল যেমন কলসীতে ধরে না বলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ কৃষ্ণ বিরহে প্রভুর চিত্তে যে সমস্ত ভাবের স্ফুরণ হইত, তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, প্রভুর দেহে যেন আর তাহাদের স্থান হইত না, তাহাদের শক্তিও এত বেশী ছিল যে, প্রভুর দেহ যেন তাহাদের প্রভাবে বিমর্দ্দিত হইয়া যাইত—মদমত্ত গজরাজের দলনে ইক্ষুবনের যে-অবস্থা হয়, ভাবের পীড়নে প্রভুর দেহেরও প্রায় তদ্রূপ অবস্থা হইত। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। ২।২।৫৩ ॥"

১৩। **দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার**—কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত প্রভুর চিত্তবিকার প্রতিদিনই পূর্ব্বদিন অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইত। **রাত্র্যে অতিশয়**—দিবা অপেক্ষা রাত্রিতেই বিরহ-বিকার অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। ইহার হেতু বোধ হয় এই :—প্রথমতঃ, দিবাভাগে নানা লোকের সঙ্গে প্রভু হয়তো একটু আনমনা থাকিতেন, কৃষ্ণ-বিরহের

স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্র্যে দিনে করে দুঁহে প্রভুর সহায়॥ ১৪
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হৈয়া॥ ১৫
দেখে—হরিদাস ঠাকুর করি আছে শয়ন।
মন্দমন্দ করিতেছে সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৬
গোবিন্দ কহে—উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন॥ ১৭
সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব॥ ১৮
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্মৃতি কিঞ্চিৎ অন্তর্হিত হইত, কিন্তু রাত্রিকালে অপর লোকের সঙ্গ না থাকায় বিরহের স্মৃতি প্রবল বেগে মনে উদিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, নিশার সমাগমে বাধাভাবে ভাবিত প্রভুর চিত্তে হয়তো নিকুঞ্জাভিসারাদির কথা উদ্দীপিত হইত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহার বিরহের ব্যথা প্রভুর চিত্তকে বিমর্দ্দিত করিত। **চিন্তা**—২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উদ্বেগ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাদিতে মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ, উদ্বেগে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, চপলতা, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। "উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥ উ নী পূ বা ১৩॥ **প্রলাপ**—ব্যর্থ আলাপকে প্রলাপ বলে। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। উ নী উ ভা ৮৭॥" প্রলাপাদি শব্দের অন্তর্গত আদি শব্দে কৃষ্ণ-বিরহজনিত অন্যান্য বিকারের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, রাধাভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরও সেই সকল অবস্থা হইয়াছিল।

১৪। **প্রভুর সহায়**—প্রভুর মনোগত ভাবের অনুকূল শ্লোক বা কীর্ত্তন পদাদিদ্বারা তাঁহার ভাব পুষ্টির সহায়তা করিতেন, অথবা কৃষ্ণ বিরহে প্রভু অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলে তাঁহার সান্ত্বনাদি দিতেন।

১৬। **মন্দ মন্দ**—আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু।

সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন—সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম-কীর্ত্তন। হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন, সেই দিন ঐ তিনলক্ষ নাম পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি আস্তে আস্তে নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

১৭। **লঙ্ঘন**—উপবাস।

১৮। হরিদাস বলিলেন—"গোবিন্দ। প্রতিদিন যে-পরিমাণ নাম করার (আহারের পূর্ব্বে যে পরিমাণ নাম করার) আমার নিয়ম আছে, আজ এখন পর্য্যন্ত আমার সেই পরিমাণ নাম করা হয় নাই, সুতরাং কিরূপে আমি এখন ভোজন করিতে পারি? কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা না হইতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির নিমিত্ত কিরূপে আহার করি? অথচ তুমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছ, তাহাই বা গ্রহণ না করিয়া কিরূপে উপেক্ষা করিব?" **কেমতে**—কিরূপ? **উপেক্ষিব**—মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই গ্রহণ করা সঙ্গত, এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ, তাহা করিতে না পারিলেই মহাপ্রসাদে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়। ৩।৬।২৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯। **করিল বন্দন**—দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। **এক রঞ্চ**—কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ।

শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের এই আচরণে সাধকদিগের বিশেষ একটী শিক্ষার বিষয় আছে। প্রথমতঃ, হরিদাসের নাম-সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আহার করিলেন না। ইহাতে সাধকের প্রতি উপদেশ এই যে, নিজের নিয়মিত ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল মাত্র উদর ভরণের নিমিত্ত আহার করা সঙ্গত নহে, এইরূপ করিলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকেই মন ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ শিথিলতা জন্মিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলেও তখন যদি তাহা গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে মহাপ্রসাদের নিকট অপরাধ হইতে পারে, তাই হরিদাসঠাকুর স্তুতি বিনয়-সহকারে

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস ?' তাঁহারে পুছিলা ॥ ২০
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন—।
'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন' ॥ ২১
প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয় ?।
তেঁহো কহে—সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন না পূরয় ॥ ২২
প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ? ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিলেন এবং এক কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, উদর পূরণ করিয়া আহার করিলেন না। ইহাতে তাঁহার দুই দিকই রক্ষিত হইল—নিজের ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাও রক্ষিত হইল, মহাপ্রসাদের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল। ইহাও সাধকের শিক্ষণীয় বিষয়। ব্রতোপবাসের দিনেও যদি কেহ সাক্ষাতে মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহা হইলেও উভয়দিক রক্ষা করা চলে। দণ্ডবৎ-প্রণামাদিদ্বারাই সেই দিন মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, কিন্তু এক কণিকাও আহার করিবে না, এক কণিকা আহার করিলেও ব্রত ভঙ্গ হইবে, সেই দিন প্রসাদ ধরিয়া রাখিবে, পরের দিন গ্রহণ করিবে। হরিবাসরাদি ব্রতোপবাস-দিনে উপস্থিত মহাপ্রসাদের এক কণিকাও গ্রহণ না করিলে মহাপ্রসাদের নিকটে অপরাধ হইবে না, কারণ, ব্রতদিনে মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করা শাস্ত্রেরই বিধি। মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই গ্রহণের বিধি বটে, কিন্তু হরিবাসরাদি ব্রত-দিনব্যতীত অন্য দিনের নিমিত্তই এই বিধি—ব্রতদিনের বিধি ইহা নহে, মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করাই ব্রতদিনের বিধি।

২০। **আর দিন**—যে-দিন হরিদাস এক রঞ্চ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার পরের দিন। **তাঁর ঠাঞি**—হরিদাসের নিকটে। **সুস্থ হও**—তোমার শরীর ভাল আছে তো ?

২১। **অসুস্থ বুদ্ধি মন**—আমার বুদ্ধি এবং মন অসুস্থ। বুদ্ধি এবং মন যখন শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ থাকে, তখনই তাহাদের সুস্থাবস্থা, এই অবস্থায় যথাবস্থিত দেহের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্যই থাকে না। আর বুদ্ধি এবং মন যখন দেহের সুখ দুঃখ খুঁজিয়াই বেড়ায়, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহারা অসুস্থ। ইহাই প্রাকৃত জীবের অবস্থা। হরিদাস-ঠাকুর কিন্তু প্রাকৃত জীব নহেন, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরভুক্ত। তথাপি জীবের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই তাঁহার দেহে অসুস্থতা প্রকটিত হইয়াছিল, এই অসুস্থতাও তাঁহার ভজনের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না, কারণ, তাঁহার ন্যায় ভগবৎ পরিকরের দেহানুসন্ধানই থাকিতে পারে না, তথাপি জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই, অসুস্থতার উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার নাম সংখ্যা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাই দৈন্য করিয়া তিনি বলিলেন, তাঁহার বুদ্ধি-মন অসুস্থ। কারণ, বুদ্ধি মন সুস্থ থাকিলে, দেহের অসুস্থতা সত্বেও ভজনের বিঘ্ন হইত না।

২২। **কোন্ ব্যাধি**—কোন্ রোগ ? বুদ্ধি এবং মনের কি অসুস্থতা ?

সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয়—হরিদাস বলিলেন,—"প্রভু, আমার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি—ইহাই আমার বুদ্ধি ও মনের ব্যাধির পরিচায়ক।"

এই পয়ারের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, ব্যাধি হইলে লোকের যেরূপ কষ্ট হয়, নাম সংখ্যা পূর্ণ করিতে না পারায় হরিদাসের মনেও তদ্রূপ কষ্ট হইয়াছিল।

২৩। এই কয় পয়ারে প্রভু ও হরিদাস পরস্পরের মহিমা খ্যাপন করিতেছেন।

বৃদ্ধ হৈলা ইত্যাদি—হরিদাস-ঠাকুর যখন জানাইলেন, তাঁহার জপ-সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"হরিদাস! সমস্ত জীবন ভরিয়াই তো প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিয়াছ, এখন তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন আর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ করার প্রয়োজন কি ? নাম-সংখ্যা কিছু কমাইয়া দাও, তুমি সিদ্ধ ভক্ত,

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৪
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর সত্য নিবেদন—॥ ২৫

হীনজাতিতে জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৬
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হৈতে কাটি মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমার সাধনের কোনও প্রয়োজনই নাই, তথাপি লোক-শিক্ষার নিমিত্তই এতদিন সাধন করিয়াছ, এই বৃদ্ধ বয়সে একটু কমাইয়া দাও।"

এ-স্থলে একটী বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বৃদ্ধ হইলেই যে-কোনও সাধক নিজের ভজনের পরিমাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কমাইয়া দিবেন, এইরূপই এই পয়ারে প্রভুর আদেশ বলিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হয়েন। সাধনের প্রয়োজন—সিদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত। হরিদাস সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই—তাঁহার সাধন কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। সাধনে তাঁহার আদৌ প্রয়োজন নাই বলিয়াই নামসংখ্যা কিছু কমাইবার নিমিত্ত প্রভু তাঁহাকে বলিলেন। প্রাকৃত জীব কখনও সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর নহেন, সুতরাং সকল সময়েই তাঁহার সাধনের প্রয়োজন আছে। নিতান্ত অশক্ত হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভজনাঙ্গকে ত্যাগ করিবে না। অশক্তাবস্থাতেও যদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে কাহারও বলবতী উৎকণ্ঠা থাকে, শক্তিতে যতটুকু কুলায়, ততটুকু অনুষ্ঠান করে এবং যাহা করিতে পারে না, তজ্জন্য বিশেষরূপে আক্ষেপ করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

২৪। সিদ্ধদেহ হইয়াও, সুতরাং সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর কেন নাম-জপাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

"হরিদাস। তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি সিদ্ধদেহ, ভগবৎ-পরিকর, তোমার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে, কেবল মায়াবদ্ধ জীবকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। নিজে শ্রীহরিনাম জপ করিয়া জগতে নামের মহিমা যথেষ্টরূপেই প্রচার করিয়াছ, যে-জন্য তোমার অবতার, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন নাম-সংখ্যা কমাইয়া দিলেও ক্ষতি নাই।" এস্থলে "অবতার"-শব্দ হইতেই জানা যায়, হরিদাসঠাকুর প্রাকৃত জীব নহেন। প্রাকৃত জীবের জন্মকে অবতার বলা হয় না।

২৬। প্রভুর মুখে নিজের প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া হরিদাস এই কয় পয়ারে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রভু বলিয়াছিলেন, হরিদাস সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পার্ষদ, কেবল জীব-নিস্তারের নিমিত্তই তাঁহার অবতার। এ-কথার উত্তরেই হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, আমি সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পার্ষদ নহি, আমি সাধারণ জীব, সাধারণ জীবের মতনই আমার জন্ম হইয়াছে—তাহাও আবার নিতান্ত হেয় যবনকুলে। আমার দেহও সিদ্ধ নহে, বরং নিতান্ত নিন্দনীয়। লোক-নিস্তারের নিমিত্ত আমার অবতার সম্ভব নহে, আমি পামর, নিতান্ত অধম এবং আমি সর্ব্বদাই হীন কার্য্যে রত থাকি, আমা-দ্বারা নামের মহিমা কিরূপে প্রচারিত হইবে?" ৩।৩।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। **অস্পৃশ্য**—স্পর্শের অযোগ্য, যাহাকে ছোঁয়া যায় না। **অদৃশ্য**—দর্শনের অযোগ্য, যাহাকে দেখাও অন্যায়। **রৌরব**—এক রকমের নরক। **কাটি**—তুলিয়া লইয়া। **বৈকুণ্ঠে চড়াইলা**—নরকে বৈকুণ্ঠে যেরূপ পার্থক্য, আমার (হরিদাসের) পূর্ব্বাবস্থায় এবং তোমার (প্রভুর) কৃপা-লব্ধ বর্ত্তমান অবস্থায়ও সেইরূপ পার্থক্য। অথবা, আমি যে-অবস্থায় ছিলাম, তাহাতেই যদি থাকিতাম, তাহা হইলে আমার নরক-গমন অনিবার্য্য হইত, কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া এই অধমকে তোমার চরণে স্থান দেওয়াতে আমার নরক-ভয় দূরীভূত হইয়াছে, এখন আমার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি নিশ্চিত।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যাবে ইচ্ছা হয় ॥ ২৮
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া ॥ ২৯
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
'লীলা সম্বরিবে তুমি' মোর লয় চিত্তে ॥ ৩০
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩১
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চান্দবদন ॥ ৩২
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৮। কোন্ গুণে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে বৌবব হইতে উঠাইয়া বৈকুণ্ঠে চড়াইলেন, এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় হরিদাস আবার বলিলেন—"প্রভু আমার কোনও গুণ দেখিয়াই যে তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠে চড়াইয়াছ, তাহা নহে। আমি হীন কর্ম্মেই রত ছিলাম, তথাপি যে তুমি আমাকে কৃপা করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার ইচ্ছাতেই। তুমি স্বেচ্ছাময়, যখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই তুমি তাহা করিতে পার, তুমি স্বতন্ত্র, তুমি, যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তজ্জন্য কাহারও নিকট তোমার কোনও রূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তোমার ইচ্ছামতই তুমি সমস্ত জগৎকে নাচাইতেছ, আমাকে তোমার ইচ্ছার বশেই কৃপা করিয়াছ, আমার কোনও কৃতিত্ব দেখিয়া কৃপা কর নাই।"

২৯। প্রসাদ করিয়া—কৃপা করিয়া। **বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র**—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে হরিদাস ঠাকুরকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিনি শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। **খাইলুঁ**—খাইলাম। **ম্লেচ্ছ হইয়া**—ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হয়, কিন্তু আমি ম্লেচ্ছ হইয়াও তোমার কৃপায় ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলাম। ১।১০।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০-৩১। একবাঞ্ছা ইত্যাদি—প্রভু, বহুদিন হইতে আমার মনে একটী বাসনা জন্মিতেছে। বাসনাটী এই। আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে (অপ্রকট হইবে), কিন্তু প্রভু, তোমার লীলা সম্বরণ যেন আমাকে দেখিতে না হয় যেন তোমার লীলা সম্বরণের পূর্ব্বেই আমার দেহপাত হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর, হৃদয়ে তোমার চরণ-কমল ধারণ করিয়া চক্ষুতে তোমার বদন চন্দ্র দর্শন করিতে করিতে এবং মুখে তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই যেন আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়—ইহাই আমার বাসনা।

সেই লীলা—লীলা সম্বরণরূপ-লীলা, অপ্রাকট্য, তিরোভাব। **আপনার আগে**—তোমার লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বে। **শরীর পাড়িবা**—দেহপাত করাইবা।

৩২। কিরূপ অবস্থায় দেহপাত করিবার বাসনা, তাহা এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৩৩। কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—স্বীয় অন্তর্দ্ধান কালে হরিদাস ঠাকুর প্রভুর অন্যান্য নাম উচ্চারণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ইহাতে মনে হয়, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল, এই প্রীতির হেতু বোধ হয় এইরূপ:—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। জীবের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া জীব উদ্ধার করিবার নিমিত্তই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কৃষ্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিবেন বলিয়াই কেশব-ভারতীও প্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখিয়াছেন। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের সঙ্গে, জীবের প্রতি প্রভুর অপার করুণার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদন করাই প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এই উদ্দেশ্যেই, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধা এই উভয়ে মিলিত হইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু প্রভু যে রসরাজ মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপেই (সন্ন্যাসাশ্রমে, রায়-রামানন্দের নিকটে) তিনি নিজ মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপেই তিনি (নীলাচলে, গম্ভীরায়) ব্রজরস নিজে আস্বাদন করিয়া সাধক জীবগণকেও তাহা আস্বাদনের উপায় জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার

মোর এই ইচ্ছা, যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ ৩৪
এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥ ৩৫
প্রভু কহে—হরিদাস! যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৬
কিন্তু আমার যে-কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে—যাও আমারে ছাড়িয়া ॥ ৩৭
চরণে ধরি কহে হরিদাস—না করিহ মায়া।
অবশ্য মো-অধমে প্রভু! করিবে এই দয়া ॥ ৩৮
মোর শিরোমণি যেই মহা মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিকোটি হয় ॥ ৩৯
আমাহেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাহাঁ হানি হৈল ॥ ৪০
ভক্তবৎসল প্রভু! তুমি, মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু! মোর এই আশ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের সঙ্গে, প্রভুর করুণার, রসরাজ-মহাভাব স্বরূপের এবং প্রভুর আনুগত্যে ব্রজরস আস্বাদনের কথা বিজড়িত রহিয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে ব্রজরস আস্বাদন বোধ হয় হরিদাস ঠাকুরেরও অভীষ্ট বস্তু ছিল, তাই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামেই তাঁহার অধিক প্রীতি ছিল। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের স্মৃতিতে নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা যুগপৎ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই বোধ হয় হরিদাস এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহরক্ষার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

৩৫। **তোমার আগে**—তোমার (প্রভুর) সাক্ষাতে। **তোমাতেই লাগে**—তোমার কৃপা হইলেই সম্ভব হইতে পারে।

৩৬। এই পয়ারে, প্রভু ভঙ্গীতে হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

৩৭। **যে-কিছু সুখ**—হরিনাম শ্রবণ এবং জীবের মধ্যে হরিনাম-প্রচার-জনিত যে সুখ। **তোমার যোগ্য নহে** ইত্যাদি—আমাকে ছাড়িয়া তুমি আগে চলিয়া যাইবে, হরিদাস! ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।

৩৮। **না করিহ মায়া**—ছলনা করিও না। তোমার পার্ষদগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা কোটী-গুণে শ্রেষ্ঠ, কত অসংখ্য লোক আছেন, যাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে তুমি অপার আনন্দ উপভোগ করিতে পার, এই অবস্থায় আমাহেন জীবাধমের প্রতি "তোমার যোগ্য নহে—যাও আমাকে ছাড়িয়া"—এইরূপ বলা, প্রভু আমার ছলনা বলিয়াই মনে হয়—ইহাই বোধ হয় হরিদাসের উক্তির ধ্বনি।

এই দয়া—আমার মনোবাসনা পূরণরূপ দয়া।

৩৯। **মোর শিরোমণি**—আমার মাথার মণিতুল্য, আমা অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। **মহাশয়**—মহানুভব, মহান্ত।

৪০। **কীট**—হরিদাসঠাকুর, গৌরের পার্ষদগণের তুলনায় নিজেকে কীটতুল্য নগণ্য মনে করিতেছেন। **পিপীলিকা**—পিপড়া। **পৃথ্বী**—পৃথিবী। **কাহাঁ**—কোথায়।

একটী পিপীলিকা মরিয়া গেলে পৃথিবীর যেমন কোনও হানি হয় না, তদ্রূপ, প্রভু, আমার মত ক্ষুদ্র জীবাধম চলিয়া গেলেও তোমার লীলার কোনও হানি হইবে না।

৪১। **ভক্তাভাস**—বাহ্যিক আচরণ দেখিতে ভক্তের মত, কিন্তু বাস্তবিক ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকেই ভক্তাভাস বলে। হরিদাস দৈন্যবশতঃ নিজেকে ভক্তাভাস বলিয়াছেন।

হরিদাস বলিলেন—"প্রভু! তুমি ভক্তবৎসল—ভক্তের প্রতি তোমার যথেষ্ট কৃপা আছে, তাই তুমি তোমার ভক্তের কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখ না। আমি ভক্ত নহি, ভক্তাভাস মাত্র তথাপি আমার ভরসা আছে যে, তুমি অবশ্যই আমার এই বাসনা পূর্ণ করিবে।"

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে ॥ ৪২
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৩
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সবভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া ॥ ৪৪
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণবচরণ ॥ ৪৫
প্রভু কহে—হরিদাস! কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু! যে কৃপা তোমার ॥ ৪৬
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হরিদাস ঠাকুর নিজেকে ভক্তাভাস বলিয়াও, প্রভুর ভক্তবৎসলতাগুণের উপর নির্ভর করিয়া নিজের প্রার্থনা পূরণের আশা কিরূপে করিতেছেন? নিজেকে যদি তিনি ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভক্তবৎসল প্রভুর কৃপা আশা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে নিজেকে ভক্তাভাস মনে করিতেন? তবে কি মুখে ভক্তাভাস বলিয়াও মনে মনে নিজের সম্বন্ধে ভক্ত অভিমানই তাঁহার ছিল? না, তাহা নহে, হরিদাস ঠাকুরের পক্ষে এইরূপ মনে-মুখে দুই রকম ভাব সম্ভব নহে। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই:—"প্রভু, যে তোমার নাম গ্রহণ করে, তাহার প্রতি তোমার যথেষ্ট কৃপা আছে, কিন্তু যে তোমার নাম গ্রহণ করে না—নামাভাস মাত্র গ্রহণ করে, তাহার প্রতিও তোমার কৃপা আছে। যে তোমার নাম করে, সে তোমার ভক্ত, আর যে তোমার নাম করে না, নামাভাস মাত্র করে, তাহাকে ভক্তাভাসই বলা যায়। দেখিতে পাই, তোমার ভক্তবৎসলতাগুণ ভক্তের উপর তো ক্রিয়া করেই, ভক্তাভাসের উপরেও ক্রিয়া করিয়া থাকে—অজামিলই তাহার সাক্ষী। তাই প্রভু, ভক্তাভাস হইলেও আমার ভরসা আছে যে, তোমার ভক্তবৎসলতাগুণ আমার উপরেও ক্রিয়া করিবে, আমার বাসনাও পূর্ণ করিবে।" পূতনার প্রতি কৃপাও ভক্তাভাসের প্রতি কৃপা। পূতনা ভক্ত ছিলেন না, মাতৃভাবের বহিরাবরণ ছিল বলিয়া ভক্তাভাসই ছিলেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ধাত্রীগতি পাইয়াছেন।

৪২। **মধ্যাহ্ন করিতে** ইত্যাদি—হরিদাস সর্ব্বশেষে বলিলেন,—"প্রভু, বেলা অনেক হইয়াছে, তুমি এখন মধ্যাহ্ন করিতে যাও, কল্য প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করার পরে, একবার এ স্থলে পদার্পণপূর্ব্বক এই অধমকে দর্শন দিবে, ইহাই প্রার্থনা।" আগামী দিনই হরিদাস দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, ইহাও ভঙ্গীতে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "চলুন" স্থলে "চলেন" এবং "চলিলা" পাঠান্তর আছে, চলেন বা চলিলা অর্থ—চলিতে (যাইতে) উদ্যত হইলেন। এরূপ স্থলে সমস্ত পয়ারটীই গ্রন্থকারের উক্তি হইবে, হরিদাসের উক্তি হইবে না। পয়ারের অর্থ হইবে এইরূপ:—"জগন্নাথ-দর্শনের পরে হরিদাসকে দর্শন দিবেন, ইহা বলিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে যাওয়ার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন।" এইরূপ অর্থ না করিলে পরবর্ত্তী পয়ারের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না।

৪৩। **তবে**—(পূর্ব্ব-পয়ারে "চলুন" পাঠ স্থলে) হরিদাসের কথা শুনিয়া, অথবা (পূর্ব্ব-পয়ারে "চলেন" বা "চলিলা" পাঠে), মধ্যাহ্ন করিতে যাওয়ার নিমিত্ত উদ্যত হওয়ার পরে। **তাঁরে**—হরিদাসকে।

৪৪। **ঈশ্বর দেখি**—জগন্নাথ দর্শন করিয়া। **বিলম্ব তেজিয়া**—জগন্নাথ দর্শনের পরে বিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি।

৪৫। **প্রভু আর বৈষ্ণবচরণ**—প্রভুর চরণ এবং বৈষ্ণবগণের চরণ।

৪৬। **কহ সমাচার**—সংবাদ কি বল। এই কথার ধ্বনি এই—"হরিদাস! গতকল্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ কি? সেই অভিপ্রায় ঠিক আছে তো?" **যে কৃপা তোমার**—প্রভুর কথার উত্তরে হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, আমি প্রস্তুতই আছি, এখন, আমার প্রার্থনানুরূপ তোমার কৃপা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

প্রভু ও হরিদাসের মধ্যে ঠারে ঠোরে যে-কথা হইল, তাহা বোধ হয় অপর কেহই বুঝিতে পারেন নাই, কারণ, পূর্ব্ব-দিনের কথাবার্ত্তার বিবরণ অপর কেহ জানিতেন না। হরিদাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিলে কীর্ত্তনে কাহারও উৎসাহ এবং আনন্দ থাকিবে না মনে করিয়া প্রভুও বোধ হয় তাহা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

স্বরূপগোসাঞি-আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেঢ়ি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৮
রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ-সভার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৪৯
হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ ॥ ৫০
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন।
সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫১
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥ ৫২
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সবভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৮। **হরিদাসে বেঢ়ি**—হরিদাসের চারিদিকে ঘুরিয়া।

৫০। **পঞ্চমুখ**—পাঁচটা মুখ যাহার। অল্প সময়ের মধ্যে হরিদাসের গুণ সম্বন্ধে প্রভু এত কথা বলিয়া ফেলিলেন যে, পাঁচজনে পাঁচমুখে একসঙ্গে বলিলেও বুঝি এত কথা বলা সম্ভব হয় না। বাস্তবিকই যে প্রভুর তখন পাঁচটা মুখ হইয়াছিল, তাহা নহে—হরিদাসের গুণ-বর্ণনে তিনি এক মুখেই পাঁচ মুখের কাজ করিয়াছিলেন।

৫১। **বিস্মিত**—আশ্চর্য্যান্বিত, হরিদাসের গুণ-সম্বন্ধে প্রভুর মুখে তাঁহারা এমন সব কথা শুনিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, সম্ভবতঃ শুনিবেন বলিয়া আশাও করেন নাই, তাই তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে এইরূপ একটী অতিরিক্ত পয়ার দৃষ্ট হয়:—"প্রেমানন্দে ভক্তগণ করে আলিঙ্গন। হরিবোল হরিবোল বোলে আনন্দিত মন॥"

৫২। **নিজাগ্রেতে**—নিজের সম্মুখভাগে। **নেত্র**—নয়ন, চক্ষু। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। হরিদাস ঠাকুর, নিজের সম্মুখভাগে প্রভুকে বসাইলেন, তারপর নিজের চক্ষুরূপ ভ্রমর দুইটীকে প্রভুর বদনরূপ পদ্মে নিযোজিত করিলেন। পদ্মের মধুপান করিয়া ভ্রমর যেরূপ আনন্দ পায়, প্রভুর বদনের শোভা দর্শন করিয়াও হরিদাসের নয়নদ্বয় তদ্রূপ, সম্ভবতঃ ততোধিক, আনন্দ অনুভব করিতেছিল। হরিদাস পলকহীন দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫৩। **স্বহৃদয়ে**—হরিদাসের নিজের হৃদয়ে। হরিদাস সমস্ত ভক্তের পদরেণু গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং প্রভুর চরণদ্বয় নিজের বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। **পদরেণু**—পূর্ব্ব ৫১ পয়ারে বলা হইয়াছে "সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।" যাঁহারা হরিদাসের গুণে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে তাঁহাদের চরণ হইতে, হরিদাসের নিজ হাতে তাঁহাদের পদরজ গ্রহণ করিতে অনুমোদন করিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সকলেই অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন, অঙ্গনে তাঁহাদের পদরজ পতিত হইয়াছিল, হরিদাস সম্ভবতঃ অঙ্গন হইতেই সকলের পদরেণু গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

মস্তকে ভূষণ—ভূষণ-স্বরূপে মস্তকে ধারণ করিলেন। **ভূষণ**—অলঙ্কার। যাঁহারা অলঙ্কার ভালবাসেন, অলঙ্কার ধারণ করিলে তাঁহাদের যেরূপ আনন্দ হয়, বৈষ্ণবগণের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়াও হরিদাসের সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল। অলঙ্কার যেমন যত্ন করিয়াই লোকে দেহে রক্ষা করে, কখনও ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ হরিদাসও অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই ভক্তদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ রেণু তাঁহার মস্তক হইতে পড়িয়া যাউক, এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার কখনও ছিল না। বৈষ্ণবের পদরেণুর মাহাত্ম্য অনেক। "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—এই তিন সাধনের বল ॥ ৩।১৬।৫৫ ॥ "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১২ ॥—এই প্রকার পরমার্থ জ্ঞান কেবল মাত্র মহাপুরুষদিগের পদধূলির অভিষেকের দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত, তপস্যা বা বৈদিক-কর্ম্ম, কিংবা অন্নাদি-সংবিভাগ, অথবা গৃহস্থ-ধর্ম্মার্থ পরোপকার, কিংবা বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা—ইহাদের কোনওটীতেই পাওয়া যায় না।" তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি।"

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বারবার।
প্রভু মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ ৫৪
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ ॥ ৫৫
মহাযোগেশ্বরপ্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ সভার হইল স্মরণ ॥ ৫৬
'হরি-কৃষ্ণ'-শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল ॥ ৫৭
হরিদাসের তনু (প্রভু) কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৪। **প্রভু-মুখ-মাধুরী**—প্রভুর মুখের মাধুর্য্য। **পিয়ে**—পান করে, নয়ন দ্বারা। **নেত্রে জলধার**—চক্ষুতে জলের প্রবাহ, প্রেমভরে হরিদাসের অশ্রু নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে।

যে নামাইয়া আনে তাঁহাকেই নামী বলে। নামমূর্তি হইতি নাম। নামসঙ্গীর্তনই ছিল হরিদাসঠাকুরের জীবনের ব্রত। সেই নাম আজ নামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহার নিকটে নামাইয়া আনিয়া নিজের সাক্ষাতে পরিণত করিলেন। শ্রীল হরিদাসও সমস্ত জীবন নামকীর্ত্তন করিয়া আজ শেষ সময়ে মূর্ত্তনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইলেন, নাম নামীর অভিন্নতা জগৎকে দেখাইয়া গেলেন।

৫৫। **নামের সহিতে**—নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। **কৈল উৎক্রমণ**—বহির্গমন করাইল, বাহির হইয়া গেল।

৫৬। **মহাযোগেশ্বর প্রায়**—যোগমার্গে যাঁহারা বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজের ইচ্ছানুসারে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। হরিদাস ঠাকুরও নিজের ইচ্ছানুসারেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন এজন্য তাঁহাকে মহাযোগেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **স্বচ্ছন্দে মরণ**—নিজের ইচ্ছামত মৃত্যু। **ভীষ্মের নির্য্যাণ**—ভীষ্মের দেহত্যাগ। ভীষ্ম পরমযোগী ছিলেন, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। উত্তরায়ণে প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেইজন্য তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত করিয়া অপলক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। হরিদাসঠাকুরের অন্তর্দ্ধানও ঠিক তদ্রূপ। তাই হরিদাসের নির্যাণের সময়ে সকলেরই ভীষ্ম নির্য্যাণের কথা মনে হইল।

৫৭। **প্রেমানন্দে** ইত্যাদি—হরিদাসের ভক্তমাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রভুর আনন্দ হইয়াছে। ইহাই বোধ হয় প্রভুর আনন্দের অন্তরঙ্গ হেতু। আর ভক্তভাবে প্রভু বোধ হয় ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তের দেহত্যাগে অপর ভক্তের পক্ষে দুঃখের কারণ কিছুই নাই, বরং আনন্দেরই হেতু আছে, কারণ, দেহত্যাগের পরেই ভক্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিবেন, ইহা আনন্দেরই বিষয়।

৫৮। **তনু**—দেহ। মুসলমান সন্তান হইয়া হরিদাস হিন্দুর হরিনাম করেন বলিয়া যবন-কাজী তাঁহার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—বাইশটী বাজারে প্রকাশ্যস্থানে কশাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। হরিদাস অম্লানবদনে কশাঘাত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই—নামের কৃপায়। রামচন্দ্রখান সুন্দরী যুবতী বেশ্যা পাঠাইয়া হরিদাসের সংযম নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সংযম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বরং বেশ্যাটীই তাঁহার কৃপা পাইয়া পরবর্ত্তী কালে পরম মহান্তী রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—এ-সমস্তও নামের কৃপায়। বস্তুতঃ হরিদাসঠাকুর—তাঁহার দেহ—ছিলেন যেন নাম মাহাত্ম্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং মূর্ত্ত নাম। আজ স্বয়ং নামই যেন নাম মাহাত্ম্যকে কোলে লইয়া নৃত্য করিতেছেন, মাহাত্ম্যের মহিমায় নামের যেন আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্বভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ত্তনে ॥ ৫৯
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কথোক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান ॥ ৬০
হরিদাসঠাকুরে তবে বিমানে চঢাইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা তবে কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬১
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণসাথে ॥ ৬২
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥ ৬৩
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন ॥ ৬৪

ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত্ত করি তাহাঁ শোয়াইল ॥ ৬৫
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বরপণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৬
'হরি বোল হরি বোল' বোলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥ ৬৭
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল ॥ ৬৮
তাহাঁ বেঢ়ি প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৬৯
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৯। প্রভুর প্রেমাবেশ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে সংক্রামিত হইল, তাই সকলেই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৬০। **করাইল সাবধান**—সান্ত্বনা করিলেন, প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন বন্ধ করাইলেন। অথবা, হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ করার বিষয়ে সতর্ক করাইলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৈল নিবেদন" পাঠ আছে। অর্থ—নৃত্যকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া হরিদাসের দেহ সৎকারের উদ্যোগ করিবার কথা নিবেদন করিলেন।

৬১। **বিমান**—যাহাতে হরিদাসঠাকুরের দেহ সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইল; তৎকালে প্রস্তুত বাহন বিশেষ। **কীর্ত্তন করিয়া**—কীর্ত্তন করিতে করিতে।

৬২। **অগ্রে**—সকলের সম্মুখ-ভাগে।

৬৩। **মহাতীর্থ**—মহাপবিত্র তীর্থ, হরিদাস ঠাকুরের গাত্রস্পৃষ্ট জল সংযোগে সমুদ্র নিজে পবিত্র হইল এবং অপরকেও পবিত্র করার শক্তি প্রাপ্ত হইল। মহাপুরুষগণ "তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা—মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণে ভগবান্ আছেন বলিয়া, তাঁহাদের স্পর্শে তীর্থেরও পবিত্রতা সাধিত হয়, শ্রীভাগবত ১।১৩।১০।" সমুদ্র পূর্ব্বে তীর্থ ছিল, এখন মহাতীর্থ হইল। ইহা প্রভুর মুখে হরিদাসের মহিমা ব্যঞ্জক বাক্য।

৬৫। **ডোর**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী। **কড়ার**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী চন্দন। **প্রসাদ-বস্ত্র**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী কাপড়। **অঙ্গে দিল**—হরিদাসের অঙ্গে ধারণ করাইলেন। **তাহাঁ**—সেই বালুকা গর্ত্তে। দাহ না করিয়া হরিদাসের দেহের সমাধি দেওয়া হইল। সিদ্ধ ভক্তগণের দেহের সমাধি দেওয়াই নিয়ম।

৬৮। **উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল** হরিদাসের সমাধির উপরে বেদী বান্ধাইল। **চৌদিকে পিণ্ডার** ইত্যাদি—সমাধির উপরিস্থ বেদীর চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল (বা বেড়া) তৈয়ার করা হইল।

৬৯। **তাঁহা বেঢ়ি**—বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। **হরিধ্বনি-কোলাহলে**—হরিধ্বনির শব্দজনিত কোলাহলে।

৭০। **সমুদ্রে করিয়া স্নান** ইত্যাদি—সমুদ্রে স্নান করিতে করিতে জলকেলি করিলেন।

হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তনকোলাহল সকল নগরে॥ ৭১
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই—॥ ৭২
"হরিদাসঠাকুরের মহোৎসব-তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে' ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥" ৭৩
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া॥ ৭৪
স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥ ৭৫
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥ ৭৬
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে—।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে॥ ৭৭
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লঞা আইল চারি জনের মস্তকে চঢ়াইয়া॥ ৭৮
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥ ৭৯
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লৈয়া জন চারি॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭১। **সিংহদ্বারে**—জগন্নাথের সিংহদ্বারে। **সকল নগরে**—সমস্ত পুরীধাম।

৭২। **পসারির ঠাঞি**—প্রসাদ বিক্রেতার নিকটে। প্রভু নিজে মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন।

৭৩। **মহোৎসব-তরে**—তিরোধান মহোৎসবের নিমিত্ত।

পিতার দেহাবসানে পুত্র যাহা করে, ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও তাঁর প্রিয়ভক্ত হরিদাস-সম্বন্ধে তাহাই করিলেন। পুত্রই সর্বপ্রথম পিতার দেহে (মুখাগ্নি উপলক্ষ্যে) অগ্নিসংযোগ করে, পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধ (তিরোভাব উৎসব) করিয়া থাকে। দরিদ্রপুত্র ভিক্ষা করিয়াও তাহা করে। প্রভুও নিজেই সর্বপ্রথমে হরিদাসের দেহে বালু দিলেন ([illegible]) এবং পরে প্রভুই হরিদাসের তিরোভাব উৎসবের জন্য পসারীদের নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। বাস্তবিক, ভগবানই যেমন ভক্তের সমস্ত কিছু, তদ্রূপ ভক্তও ভগবানের সমস্ত কিছু—পিতা, মাতা, পুত্র আদি সব কিছুই। অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ স্বহস্তে তাঁহার সেবক গোবিন্দঘোষের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। পরম করুণ ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের তুলনা একমাত্র তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই।

ব্যবহারিক জগতে যবনাদি কুলে যাহার জন্ম, ব্রাহ্মণের কথা তো দূরে, কোনও হিন্দুই তাঁহার শবদেহ স্পর্শ করে না। প্রভুর আবির্ভাব ব্রাহ্মণকুলে, তাতে আবার তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি হরিদাসের নির্যাণের পরে তাঁহার দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করিয়াছেন, স্বহস্তে তাঁহার দেহে বালু দিলেন, তাঁহার বিরহ মহোৎসবের জন্য প্রভু নিজে ভিক্ষা করিলেন, বিরহ উৎসবদ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য করিলেন। প্রভু দেখাইলেন—ভক্ত ব্যবহারিক জাতিকুলের অতীত, ভক্ত যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার দেহ পরম পবিত্র, পরম পাবন, তীর্থকেও মহাতীর্থে পরিণত করিতে সমর্থ।

৭৪। **চাঙ্গরা**—চেঙ্গাড়ি, প্রসাদ পাত্র।

৭৫। **নিষেধিল**—প্রভুর নিকটে প্রসাদ দিলে প্রভু নিজেই বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, তাতে ভক্তগণের প্রাণে কষ্ট হইবে, তাই প্রভুর নিকটে দিতে নিষেধ করিলেন। **পসার**—দোকান।

৭৬। **পিছোড়া**—লোক, প্রসাদ নেওয়ার নিমিত্ত। বোঝা বহন করিয়া পেছনে পেছনে যাওয়ার লোক।

৭৭। **পুঞ্জা**—স্তূপ, প্রত্যেক রকমের প্রসাদ কিছু কিছু দিতে বলিলেন।

৭৯। স্বরূপ গোস্বামী যে প্রসাদ আনিলেন, তাহাব্যতীত, বাণীনাথও স্বতন্ত্রভাবে অনেক প্রসাদ আনিলেন এবং কাশীমিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন।

৮০। **জনা চারি**—চারিজন পরিবেশক।

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮১
স্বরূপ কহে—প্রভু ! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহাসভা লঞা করি পরিবেশন ॥ ৮২
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৩
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৪
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৫
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥ ৮৬
আকণ্ঠ পূরিয়া সভায় করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বোলেন বচন ॥ ৮৭
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৮
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন-কান ॥ ৮৯
"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯০
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥ ৯১
অচিরে হইবে তা-সভার কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥" ৯২
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ ॥ ৯৩
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ ৯৪
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৫
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইলা মেদিনী ॥ ৯৬
"জয় হরিদাস" বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮১। **অল্প নাহি আইসে**—অল্প প্রসাদ দিতে পারেন না। **পঞ্চজনার ভক্ষ্য**- পাঁচজন খাইতে পারে, এত প্রসাদ।

৮৭। **দেহ দেহ**—ভক্তগণকে আরও প্রসাদ দেও।

৮৯। **বর দান**—প্রভু যে বর দিলেন, তাহা পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

৯০। **বিজয়োৎসব**—গমনোৎসব, তিরোধান-মহোৎসব। অথবা, নির্য্যাণরূপ উৎসব।

প্রভুর বরটী এই :—যিনি হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছেন, যিনি এই উৎসবে নৃত্য করিয়াছেন, যিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি হরিদাসকে বালুকা দিতে গিয়াছেন এবং যিনি মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। ইহাই হরিদাসের দর্শন-মাহাত্ম্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৩। "কৃপা করি কৃষ্ণ" ইত্যাদি চারি পয়ারও প্রভুর উক্তি। ভক্তসঙ্গ ভগবানেরও বাঞ্ছনীয়।

৯৫। **নিষ্ক্রামণ**—বাহির।

৯৬। **পৃথিবীর শিরোমণি**—পৃথিবীর (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীর) মস্তকের ভূষণস্থিতমণি। রাজারা বহুমূল্য মণি তাঁহাদের শিরোভূষণে ধারণ করিয়া যেমন গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় পরম-মহাভাগবতকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াও পৃথিবী নিজেকে ধন্য ও গর্ব্বিত মনে করিতেন। হরিদাসের আবির্ভাবে এই পৃথিবীর গৌরব ও মহিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হরিদাসের পদরজঃ-স্পর্শে পৃথিবী ধন্যাও হইয়াছেন। **মেদিনী**—পৃথিবী।

সভে গায়—জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ ॥ ৯৮
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৯৯
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥ ১০০
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০১
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন ॥ ১০২
আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥ ১০৩
মহাভাগবত হরিদাস পরমবিদ্বান্।
এ-সৌভাগ্য-লাগি আগে করিল পয়াণ ॥ ১০৪
চৈতন্য-চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥ ১০৫
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত ॥ ১০৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসনির্য্যাণবর্ণনং নাম
একাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৮। **নামের মহিমা**—হরিনামের মহিমা।

৯৯। **হর্ষ-বিষাদে**—আনন্দে ও দুঃখে। হরিদাসের মহিমা-স্মরণে আনন্দ এবং হরিদাসের সঙ্গহারা হওয়ায় দুঃখ।

১০০। **বিজয়**—তিরোধান।

১০১। **ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল**—হরিদাস যে ভাবে দেহ-ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গহারা হইয়া প্রভুর দুঃখ হইবে জানিয়াও প্রভু হরিদাসের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে দেহ ত্যাগ করিতে দিলেন। **ন্যাসি-শিরোমণি**—সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভু।

হরিদাসের ন্যায় ভক্তের বিরহ ভক্তবৎসল প্রভুর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ। আবার প্রভুর বিরহও প্রভুগতপ্রাণ হরিদাসের পক্ষে তদ্রূপই দুঃসহ, ইহা প্রভু জানিতেন। জানিয়াও প্রভু হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন—প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই হরিদাসের নির্য্যাণ প্রভু অনুমোদন করিলেন। ভক্তচিত্ত-বিনোদনই ভক্তবৎসল ভগবানের একমাত্র ব্রত। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।" তাই স্বীয় দুঃখকে উপেক্ষা করিয়াও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন। হরিদাসের নির্য্যাণের পূর্ব্বেই যদি প্রভু লীলাসম্বরণ করেন, হরিদাসের অসহ্য দুঃখ হইবে, হরিদাসকে এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার নিমিত্তই প্রভু হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়াছেন—হরিদাসের বিরহজনিত নিজের দুঃখকে উপেক্ষা করিয়াও। হরিদাসকে যে এই দুঃখভোগ করিতে হইল না—ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় হরিদাসের নির্য্যাণেও প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভু নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

১০২। "শেষকালে" ইত্যাদি তিন পয়ারে হরিদাসের প্রতি প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় দিতেছেন।

শেষকালে—তিরোধান-সময়ে।

১০৪। **পরম বিদ্বান্**—পরম কৃষ্ণভক্ত, "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। ২।৮।১৯৯॥" অথবা, গভীর-শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, হরিদাস ঠাকুর বেদাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। **এ-সৌভাগ্য-লাগি**—প্রভুর দর্শন স্পর্শন-লাভ, প্রভুর কোলে উঠিয়া নৃত্য-করা, প্রভুর শ্রীহস্তে বালুকা-প্রাপ্তি প্রভৃতিরূপ সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত। **আগে করিল প্রয়াণ**—প্রভুর লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বেই নিজে অন্তর্দ্ধান করিলেন। **প্রয়াণ**—গমন, তিরোধান।

১০৬। **ভবসিন্ধু**—সংসার-সমুদ্র। **চিত্ত**—মন, বাসনা।

অন্ত্য-লীলা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয়জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ১

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় কৃপার সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর ॥ ২

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তাঃ। নিত্যং সর্ব্বদা মুদা হর্ষেণ। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গৌড় হইতে সস্ত্রীক ভক্তগণের নীলাচলে গমন, জগদানন্দের তৈলভাণ্ড ভঞ্জন, জগদানন্দের প্রেমাভিমান ও প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার অভিমান ভঞ্জনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। ভক্তাঃ (হে ভক্তগণ)! মুদা (আনন্দের সহিত) নিত্যং (সর্ব্বদা) চৈতন্যচরিতামৃতং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) শ্রূয়তাং (শ্রবণ কর) শ্রূয়তাং (শ্রবণ কর) গীয়তাং (গান কর) গীয়তাং (গান কর) চিন্ত্যতাং (স্মরণ কর) চিন্ত্যতাম্ (স্মরণ কর)।

অনুবাদ। হে ভক্তগণ! আনন্দের সহিত তোমরা সর্ব্বদাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ কর, শ্রবণ কর, গান কর, গান কর, এবং স্মরণ কর স্মরণ কর। ১

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। ব্রজলীলা-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপলীলার স্মরণও অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা মধ্যের ২২শ পরিচ্ছেদে ৯০ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন। ১।১০।৮৮॥" করিতেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল'—নামক গ্রন্থে নবদ্বীপের অষ্টকালীয় লীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ লীলা যে ভক্তগণের নিত্য স্মরণীয়, তাহাও তিনি সেই গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—"তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যাং সদা সত্তমৈঃ।" পদকর্ত্তা মহাজনগণও গৌরের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং নৈমিত্তিক লীলা তাঁহাদের পদাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২। **কৃপা-পূর্ণান্তর**—যাঁহাদের অন্তর (অন্তঃকরণ) জীবগণের প্রতি কৃপায় পরিপূর্ণ।

৩। **অতঃপর**—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোধানের পর হইতে। **বিষণ্ণ অন্তর**—চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ।

হরিদাস-ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পরে প্রভুর চিত্ত-বিষণ্ণতার হেতু কি? প্রভুর লীলার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—একটী বহিরঙ্গ-জগতে ভক্তি-প্রচার করা। আর একটী অন্তরঙ্গ—স্বয়ং রাধাভাবে ব্রজরস আস্বাদন করা। হরিদাসঠাকুর-

'হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ যাও, কাহাঁ পাও, মুরলীবদন॥' ৪
রাত্রিদিনে এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥ ৫
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সভে করিলা গমন॥ ৬
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্যগোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা একঠাঞি॥ ৭
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সভে নবদ্বীপে আসি॥ ৮
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদি প্রভুর আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলিলা চৈতন্যগোসাঞি॥ ৯
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥ ১০
শিবানন্দপত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া॥ ১১
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত, কে করে গণন?॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারা প্রভুর বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়াছিল, হরিনাম প্রচারদ্বারা তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। প্রভুর বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় হরিদাসও অন্তর্দ্ধানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং প্রভুও তাহা অনুমোদন করিলেন। এখন হইতে প্রভু কেবল অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্য্যেই ব্যাপৃত —অর্থাৎ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনই এখন হইতে প্রভুর মুখ্য কার্য্য হইল। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তিতেই প্রভুর চিত্ত সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত।

কৃষ্ণের বিয়োগদশা—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-অবস্থা। **স্ফুরে**—প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয়। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

৪। কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধাভাবে প্রভু সর্ব্বদাই এইরূপ আক্ষেপ করিতেন—"হে আমার সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণকারী কৃষ্ণ! হে আমার প্রাণবল্লভ! হে অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজরাজ-নন্দন! তোমার বিরহে আমার প্রাণ-ধারণই অসম্ভব হইয়াছে, বল আমি কোথায় যাইব, কোথায় গেলে তোমাকে পাইব, বল নাথ! তোমার মোহনমুরলী-ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া আমরা মন-প্রাণ সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি, এখনও যেন তোমার মধুর মুরলী-ধ্বনি আমাদের কানে শুনা যাইতেছে, কিন্তু হে মুরলীবদন! তোমাকে তো দেখিতেছি না। কিরূপে তোমার দর্শন পাইব নাথ!"

৫। **রাত্রিদিনে**—দিনে এবং রাত্রিতে, সর্ব্বদাই। **এইদশা**—এইরূপ বিরহ জনিত আক্ষেপ। **স্বাস্থ্য**—সোয়াস্তি; দুঃখের অভাব। **কষ্টে**—বিরহ-যন্ত্রণায়। **গোঙায়**—কাটায়।

৬। **করিলা গমন**—নীলাচলে গমন করিলেন।

৭। **আচার্য্য গোসাঞি**—অদ্বৈত প্রভু।

৯। **নিত্যানন্দ প্রভুরে**—নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি। **প্রভুর আজ্ঞা নাই**—নীলাচলে যাওয়ার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ নাই। গৌড়ে থাকিয়া ভক্তিপ্রচার করার নিমিত্তই তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। ৩।১০।৪-৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চৈতন্য গোসাঞি**—মহাপ্রভুকে।

১০। **শ্রীনিবাস চারি ভাই**—শ্রীবাসেরা চারি ভাই; শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। **মালিনী**—শ্রীবাসের পত্নীর নাম।

১১। **শিবানন্দ পত্নী**—শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নী। **ঝালি সাজাইয়া**—মহাপ্রভুর ভোজনের নিমিত্ত পেটারার মধ্যে নানাপ্রকার দ্রব্য লইয়া।

১২। **দত্ত**—শ্রীবাসুদেব দত্ত। **গুপ্ত**—শ্রীমুরারি গুপ্ত। **বিদ্যানিধি**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

শচীমাতা দেখি সভে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া॥ ১৩
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥ ১৪
সভার সব কার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান॥ ১৫
একদিন সবলোক ঘাটিয়ালে রাখিলা।
সভা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা॥ ১৬
সভে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনে বাসাস্থান নাহি মিলে॥ ১৭
নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া—॥ ১৮
তিন পুত্র মরুক শিবার, এভো না আইল।
ভোখে মরি গেলোঁ, মোরে বাসা না দেওয়াইল॥ ১৯
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩। **শচীমাতা দেখি**—শচীমাতাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার আদেশ লইয়া। **ঘাটি সমাধান**—পথকরাদি দান। **সভাকে পালন করি**—সকলেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া। **সুখে**—যাহাতে কাহারও কোনও কষ্ট না হয়, যাহাতে সকলেই সুখে থাকিতে পারে, এই ভাবে।

১৫। **উড়িয়া-পথের সন্ধান**—উড়িষ্যায় (পুরীতে) যাওয়ার (অথবা উড়িষ্যার) পথ শিবানন্দ চিনিতেন।

১৬। **ঘাটিয়ালে**—ঘাটিওয়ালা ; পথকর আদায়ের কর্ম্মচারী।

একদিন এক ঘাটিতে পথকর আদায়ের কর্ম্মচারী সকল ভক্তকেই আটক করিয়া রাখিয়াছিল ; শিবানন্দসেন পথকর দিবেন বলিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া দিলেন এবং নিজে দেনা-চুকাইবার নিমিত্ত ঘাটিতে রহিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ঘাটি-আলে"-স্থলে "ঘাটিতে" পাঠ আছে। **ঘাটিতে**—পথকর আদায়ের স্থানে।

একলা—একাকী।

১৭। ঘাটি হইতে সকলে গ্রামের ভিতর গিয়া এক গাছতলায় বসিয়া রহিলেন ; কোনও বাসা ঠিক করিতে পারিলেন না ; কারণ, শিবানন্দ তখনও ঘাটিতে রহিয়াছেন ; শিবানন্দ না হইলে অপর কেহই বাসস্থান ঠিক করিতে পারেন না।

১৮। **ভোখে**—ক্ষুধায়। **ব্যাকুল**—অস্থির। বাসা ঠিক করিতে না পারিলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা যায় না ; শিবানন্দের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। গালির কথা পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত আছে। শীঘ্র শীঘ্র সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দের ক্ষুধার জ্বালা দূর করার নিমিত্তই বোধ হয় ভক্তবৎসল নিতাইচাঁদের এই ভঙ্গী।

শিবানন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই শ্রীনিতাইচাঁদের ক্ষুধা-ব্যাকুলতার প্রকটন। তাহা পরে দেখা যাইবে।

১৯। এই পয়ার শ্রীনিতাইচাঁদের গালি। **শিবার**—শিবানন্দের। **এভো**—এখনও। "অবহু"-পাঠান্তর। **ভোখে মরি গেলোঁ**—ক্ষুধায় মরিয়া গেলাম। ইহা শ্রীনিতাইচাঁদের বাস্তবিক গালি বা অভিসম্পাত নহে ; পরমকরুণ শ্রীনিতাইচাঁদ অনুগত ভক্তের অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না। ইহা শিবানন্দের প্রতি নিতাইচাঁদের আশীর্ব্বাদ। "তিন পুত্র মরুক শিবার" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই :—তিন পুত্রের প্রতি শিবানন্দের আসক্তি নষ্ট হউক ; অথবা, শিবানন্দের নিষ্ঠা পরীক্ষার নিমিত্তই প্রভু এইরূপ কথা বলিলেন—পুত্রের প্রতিই শিবানন্দের বেশী প্রীতি, না নিতাইচাঁদের প্রতিই বেশী প্রীতি, ইহা জানিবার (বা জগতে জানাইবার) নিমিত্ত। ভগবৎ-প্রীতির কি লক্ষণ, শিবানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীনিতাইচাঁদ জগতের জীবকে তাহা জানাইলেন।

২০। **শুনি**—নিতাইচাঁদের গালি শুনিয়া। **কান্দিতে লাগিলা**—বাৎসল্যবশতঃ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া।

শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া—।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥ ২১
তেঁহো কহে—বাউলি। কেনে মরিস্ কান্দিয়া।
মরুক্ মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥ ২২
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তারে লাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ২৩
আনন্দিত হৈল শিবাই পদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘর গিয়া ॥ ২৪
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা—॥ ২৫
আজি মোরে 'ভৃত্য' করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেন অপরাধ ভৃত্যের, তেন ফল দিলা ॥ ২৬
শাস্তি-চ্ছলে কৃপা কর, এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ? ॥ ২৭
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৮
আজি মোর সফল হৈল জন্ম-কুল-কর্ম্ম।
আজি পাইলুঁ কৃষ্ণভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২২। বাউলি—পাগলি, প্রীতিসূচক সম্ভাষণ। বাউলি-শব্দের ধ্বনি এই যে—"গৃহিণি। তুমি নিতাইচাঁদের গালির মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই।" **তাঁর বালাই**—শ্রীনিত্যাইচাঁদের দুঃখ কষ্ট নিয়া।

২৩-২৪। লাথি মাইল—লাথি মারিল। প্রণয়রোষ দেখাইয়া প্রভু শিবানন্দকে লাথি মারিলেন। **পাদ-প্রহার**—লাথি। **আনন্দিত হৈল**—নিজ দেহে প্রভুর পাদস্পর্শে নিজের বিশেষ সৌভাগ্য মনে করিয়া শিবানন্দ আনন্দিত হইলেন। **গৌড়-ঘর**—সেই দেশে গৌড় নামে একজাতীয় লোক আছে, তাহাদের ঘরে শিবানন্দ বাসা ঠিক করিলেন।

২৬। ভৃত্য—শ্রীচরণের দাস।

যেন—যেরূপ। **তেন**—সেইরূপ। 'যেন"-স্থলে "যোগ্য" পাঠান্তর।

২৭। শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর—শাস্তি দেওয়ার ছলে অনুগ্রহ কর। লাথি দেওয়াটা শাস্তি, কিন্তু লাথি দেওয়ার ছলে প্রভু শিবানন্দের দেহে চরণ স্পর্শ করাইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শাস্তি পাওয়া দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই দুঃখের বিষয়েও শিবানন্দের যে আনন্দ হইল, ইহাই তাঁহার গাঢ় অনুরাগের লক্ষণ। **চরিত্র**—আচরণের রহস্য।

২৮। শিবানন্দের আনন্দের হেতু কি, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মা আমা হইতে কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেই ব্রহ্মার পক্ষেও তোমার চরণ-ধূলি দুর্লভ, আর আমি নিতান্ত অধম, তথাপি তুমি আমাকে ঐ ব্রহ্মাদির দুর্লভ চরণ স্পর্শ দিলে—ইহা তোমার কৃপাজনিত আমার সৌভাগ্যই।"

তনু—দেহ।

২৯। প্রভু, তোমার চরণ রজঃ স্পর্শে আজ আমার সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল, আজ আমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইল, আজ আমার সৎকুলে জন্ম সার্থক হইল, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে আমি যাহা কিছু (কর্ম) করিয়াছি, আমার তৎসমস্তই আজ সার্থক হইল, কারণ, তোমার চরণ রজের কৃপায় আজ আমি কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম (প্রেম-ভক্তি) পাইলাম।

কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম—কৃষ্ণ ভক্তিই (কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে কৃষ্ণসেবাই) অর্থ (উদ্দেশ্য) যে কামের (কামনার), তাহাই কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থ-কাম। কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থ কামরূপ ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-ভক্তি-অর্থ-কাম-ধর্ম্ম, কৃষ্ণ সুখৈকতাৎপর্য্যময় ধর্ম্ম, প্রেমভক্তি। "ধর্ম্ম"-স্থলে "মর্ম্ম"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় অর্থ—কৃষ্ণ ভক্তি-অর্থ-কামই মর্ম্ম (গূঢ় উদ্দেশ্য) যাহার, তাহা, প্রেমভক্তি।

শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত-মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩০
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান ॥ ৩১
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারে—করে তার হিত ॥ ৩২
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান—॥ ৩৩
চৈতন্যপারিষদ, মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করেন গোসাঞি, তারে মারে লাথি ॥ ৩৪
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৫
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত।
আগে পেটাঙ্গি উতার ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অথবা, অর্থ, কাম এবং ধর্ম—অর্থ-কাম-ধর্ম, কৃষ্ণভক্তিরূপ অর্থ কাম ধর্ম অর্থাৎ পুরুষার্থই বলুন, কামই (সর্ব্ববিধ কামনার বস্তুই) বলুন, আর ধর্ম্মই বলুন—সমস্তই আমার এক কৃষ্ণ-ভক্তি, এতাদৃশী কৃষ্ণভক্তি আমি আজি পাইলাম। মূল ভক্ততত্ত্ব সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলেই প্রেমভক্তি পাওয়া যায়।

৩০। **শুনি**—শিবানন্দের কথা শুনিয়া।

৩১। **করে সমাধান**—যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই তাহাকে দেন।

৩২। **বিপরীত**—অদ্ভুত, বিচিত্র, "ক্রুদ্ধ হঞা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে বৈপরীত্য দেখাইতেছেন। **ক্রুদ্ধ হঞা** ইত্যাদি—লাথিমারা ক্রোধই সূচিত হয়, যাহার প্রতি লোক ক্রুদ্ধ হয়, সে সাধারণতঃ তাহার অনিষ্টই করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদের আচরণ তাহার উল্টা, শিবানন্দকে তিনি ক্রোধসূচক লাথি মারিলেন, কিন্তু তাঁহার অনিষ্ট না করিয়া করিলেন তাঁহার হিত, উপকার। **করে হিত**—উপকার করেন, চরণ-রজঃদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

৩৩। **মামার**—শিবানন্দের। **অগোচরে**—অসাক্ষাতে। **করি অভিমান**—শ্রীনিতাইচাঁদের লাথি মারার মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া।

৩৪। **চৈতন্য-পরিষদ** ইত্যাদি—শ্রীকান্ত বলিলেন—"শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বলিয়া আমার মাতুলের খ্যাতি আছে, অথচ শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাকে লাথি মারিলেন, নিত্যানন্দ গোস্বামীর এ কেমন ঠাকুরালী, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।" শ্রীকান্তের কথার ধ্বনি এই যে—"মহাপ্রভুর পার্ষদ শিবানন্দকে লাথি মারা শ্রীনিতাইচাঁদের সঙ্গত হয় নাই।" **ঠাকুরালী**—প্রভুত্ব।

৩৫। **আগে চলি যান**—সকলের আগেই নীলাচলাভিমুখে রওনা হইলেন। **সঙ্গ ছাড়ি**—সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দকে ছাড়িয়া।

৩৬। **পেটাঙ্গি**—জামা। **গায়**—দেহে। **করে দণ্ডবৎ নমস্কার**—মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। **উতার**—খোল।

শ্রীকান্ত জামা গায়ে রাখিয়াই প্রভুকে নমস্কার করিলেন, ইহা দেখিয়া প্রভুর সেবক গোবিন্দ তাহাকে বলিলেন—"শ্রীকান্ত। আগে জামা খোল, তারপর খালিগায়ে প্রভুকে দণ্ডবৎ করিও।"

বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলে সাত জন্ম পর্য্যন্ত দেহে শ্বেতকুষ্ঠ হয় বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত আছে। **"বস্ত্রেণাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্। শিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্তজন্মানি ভাবিনী ॥—তন্ত্র।"** বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবৎ-প্রণামে সেবাপরাধও হয়। তাই গোবিন্দ শ্রীকান্তকে জামা খোলার কথা বলিলেন।

প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে উঁহার সুখ ॥ ৩৭
'বৈষ্ণবের সমাচার' গোসাঞি পুছিল।
একে একে সভার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥ ৩৮
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে' এই প্রভুর বাক্য শুনি।
'জানিল, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি ॥ ৩৯
'শিবানন্দে লাথি মাইলা' ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪০
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সভার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥ ৪১
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সভারে দেখাইল।
মহাপ্রসাদভোজনে সভারে বোলাইল ॥ ৪২
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল ॥ ৪৩
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
'পরমানন্দদাস' নাম সেন জানাইল ॥ ৪৪
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—॥ ৪৫
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। **প্রভু কহে**—গোবিন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন। **মনোদুঃখ**—শিবানন্দের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের ব্যবহারে মনের দুঃখ। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নিতাইচাঁদের লাথির কথা জানিতে পারিয়াছেন।

৩৮। **একে একে** ইত্যাদি—যত বৈষ্ণব নীলাচলে আসিতেছিলেন, শ্রীকান্ত একে একে তাঁহাদের সকলের নাম ও সংবাদ জানাইলেন।

৩৯। প্রভু যখন গোবিন্দকে বলিলেন, "শ্রীকান্ত মনোদুঃখ পাইয়া আসিয়াছে", তখনই শ্রীকান্ত অনুমান করিলেন যে, "সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমি না বলিতেই সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন।"

৪০। **শিবানন্দে** ইত্যাদি—শ্রীনিতাইচাঁদ শিবানন্দকে যে লাথি মারিয়াছেন, একথা প্রভুর চরণে নিবেদন করার (নালিশ করার) নিমিত্তই শ্রীকান্ত আগে আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আপনা-আপনিই সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন, তখন আর ওসব কথা কিছুই বলিলেন না।

৪১। **স্ত্রীসব** ইত্যাদি—প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৌড় হইতে যে-সকল স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই প্রভুর নিকটে আসিলেন না, দূরে থাকিয়াই প্রভুকে দর্শন করিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন নিষেধ বলিয়াই তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলেন না।

৪২। **মহাপ্রসাদ ভোজনে**—মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার নিমিত্ত প্রভুর বাসায় সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন।

৪৩। **শিবানন্দ সম্বন্ধে**—শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তাঁহারা শিবানন্দের পুত্র বলিয়া। **সভায়**—তিন পুত্রের সকলকে।

৪৪। **নাম পুছিল**—শিবানন্দের ছোট পুত্রের কি নাম, তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। **সেন**—সেন শিবানন্দ।

৪৫। **পূর্ব্বে**—পূর্ব্বে কোনও এক বৎসর। **যবে**—যখন। **প্রভুস্থানে**—নীলাচলে। **তবে**—তখন। শিবানন্দের নীলাচলে থাকা কালে।

৪৬। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলেন, পুরীতে অবস্থান-সময়েই শিবানন্দ-পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হইবে এবং সেই গর্ভে একটী পুত্র জন্মিবে, তাই প্রভু বলিলেন, "এবার তোমার যে-পুত্রটী হইবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও।"

বস্তুতঃ, পুরীদাসের প্রাকট্যের প্রয়োজন মনে করিয়াই প্রভু ইঙ্গিতে শিবানন্দকে জানাইলেন,—"তোমাদের গৃহেই পুরীদাস প্রকট হইবেন এবং তোমাদের নীলাচলে অবস্থান-কালেই পুরীদাস মাতৃ-গর্ভ-আশ্রয় করিবেন।"

তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার ।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥ ৪৭
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম 'পরমানন্দদাস' ।
'পুরীদাস' করি প্রভু করে উপহাস ॥ ৪৮
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল ।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ ৪৯
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার ।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫০
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন—॥ ৫১
শিবানন্দের প্রকৃতি-পুত্র যাবত এথায় ।
আমার অবশেষপাত্র তারা যেন পায় ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শিবানন্দের যে-পুত্রের কথা এস্থলে লিখিত হইয়াছে, প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—"পরমানন্দ-দাস, (৩।১২।৪৮)" উপহাস করিয়াই প্রভু তাঁহাকে পুরীদাস বলিতেন। এই পুরীদাসই কবি-কর্ণপুর।

একটী কথা এ-স্থলে মনে রাখিতে হইবে। সেন-শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, প্রাকৃত জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনায় তাঁহাদের গ্রাম্য ব্যবহার সম্ভব নহে, কারণ, স্বসুখ-বাসনাই তাঁহাদের থাকিতে পারে না। তাঁহারা মহাপ্রভুর নরলীলার পরিকর বলিয়াই তাঁহাদের নরবৎ আচরণ। তাঁহাদের পুত্ররূপে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবৎ পরিকর, নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদেরও জন্মাদি-প্রকটনের প্রয়োজন, তাই শিবানন্দাদির পক্ষে কেবল মাত্র লীলার সহায়তার নিমিত্ত, প্রাকৃত নর-নারীবৎ ব্যবহার।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সেন শিবানন্দ ছিলেন ব্রজলীলার বীরাদূতী, আর তাঁহার পত্নী ছিলেন ব্রজলীলার বিন্দুমতী। "পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম। ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদস্য সা জননী মম॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৭৬॥" পুরীদাসও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, গৌরলীলার আনুষঙ্গিক কার্য্যের জন্য তাঁহারও আবির্ভাবের প্রয়োজন। সেন শিবানন্দ ও তাঁহার পত্নীর যোগেই প্রভু তাঁহাকে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন, তাঁহার জন্ম প্রাকৃত জীবের জন্মের মত নহে—আবির্ভাবমাত্র।

ব্রজলীলায় বীরাদূতী গোপসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করিতেন। সেন শিবানন্দও গৌরভক্তগণকে নীলাচলে প্রভুর নিকটে লইয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত করাইতেন। উভয় লীলাতেই তাঁহার কাজ প্রায় একই রকম। (টী. প. দ্র.)

৪৭। **তবে**—মহাপ্রভু শিবানন্দকে পুরীদাসের ভবিষ্যদ্ জন্মের কথা বলার পরে। **মায়ের গর্ভে**—শিবানন্দ-পত্নীর গর্ভে। **সেইত কুমার**—প্রভুর উল্লিখিত কুমার, পুরীদাস।

নীলাচলেই গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, শিবানন্দ দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পরে, জন্ম হইয়াছিল।

৪৯। পুরীদাসের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ-সেন তাঁহাকে লইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন। প্রভু তখন কৃপা করিয়া পুরীদাসের মুখে প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া পুরীদাসের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই "শ্রবসোঃ কুবলয়মিত্যাদি" শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণনামূলক একটী নূতন শ্লোক পুরীদাসের মুখে স্ফুরিত হইয়াছিল। অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

পদাঙ্গুষ্ঠ—পায়ের অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি)। **পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল**—শক্তিসঞ্চার করাইবার নিমিত্ত।

৫০-৫১। **ভাগ্যসিন্ধু**—ভাগ্যরূপ সমুদ্র, ইহাদ্বারা শিবানন্দের সৌভাগ্যের অসীমত্ব সূচিত হইতেছে। **পার**—অন্ত। **যার সব গোষ্ঠীকে**—যে-শিবানন্দের আত্মীয়-স্বজনাদিকে প্রভু আপন-জন বলিয়া মনে করেন। **আপনার**—প্রভুর আপন-জন। "ভাগ্যসিন্ধুর কে পাইবে পার"-স্থলে "ভাগ্যের সীমা কে পারে কহিবার" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। **করিল ভোজন**—প্রভু ভোজন করিলেন।

৫২। **প্রকৃতি-পুত্র**—স্ত্রী-পুত্র। **যাবত**—যে-পর্য্যন্ত। **এথায়**—এই স্থানে নীলাচলে থাকে। **অবশেষ-পাত্র**—ভুক্তাবশেষ। প্রভু কখনও স্ত্রী-শব্দটীও উচ্চারণ করিতেন না, "প্রকৃতি" বলিতেন।

নদীয়াবাসী মোদক তার নাম 'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকটে তার ঘর ॥ ৫৩
বালক-কালে (প্রভু) তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥ ৫৪
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে ॥ ৫৫
'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল—॥ ৫৬
পরমেশ্বর। কুশলে হও? ভাল হৈল আইলা
'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে'
সেহো প্রভুকে কহিলা ॥ ৫৭
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল ॥ ৫৭
প্রশ্রয় পাগল,—শুদ্ধবৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেইগুণে ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৩। **নদীয়াবাসী**—নবদ্বীপ-নিবাসী। **মোদক**—ময়রা। **পরমেশ্বর**—ঐ ময়রার নাম ছিল পরমেশ্বর। **মোদক বেচে**—মুড়ি-মোয়া বেচিত।

প্রভুর বাটীর ইত্যাদি—নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর নিকটেই পরমেশ্বর- মোদকের বাড়ী ছিল।

৫৪। **দুগ্ধখণ্ড মোদক**—দুগ্ধ ও গুড় যোগে প্রস্তুত মোদক বিশেষ, অথবা দুগ্ধ, গুড় ও মোদক।

৫৫। **প্রভুবিষয় স্নেহ**—যে-স্নেহের বিষয় হইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু, প্রভুর প্রতি স্নেহ। **তার**—পরমেশ্বর মোদকের। **বালক কাল হৈতে**—প্রভুর বাল্যকাল হইতে।

৫৬। **পরমেশ্বরা** ইত্যাদি—পরমেশ্বর মোদক নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। **পুছিল**—প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন।

৫৭। **মুকুন্দার মাতা**—পরমেশ্বর মোদকের স্ত্রী, সম্ভবতঃ মোদকের পুত্রের নাম মুকুন্দ ছিল।

৫৮। **প্রভু সঙ্কোচ হৈলা**—প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কোনও প্রসঙ্গ সন্ন্যাসীর নিকট উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, সরল-প্রাণ পরমেশ্বর মোদক এসব কিছু জানিত না বলিয়া প্রভুর নিকটে তাহার স্ত্রীর আগমন-বার্ত্তা বলিয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসী শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাঁহার নিকটে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা বাঞ্ছনীয় নহে—ইহাই বোধ হয় প্রভু তাঁহার সঙ্কোচভাবদ্বারা মোদককে জানাইলেন। **তথাপি**—প্রভুর নিকটে স্ত্রীলোকের-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পরমেশ্বর-মোদক অন্যায় করিয়া থাকিলেও। **তাহার প্রীতে**—মোদকের প্রীতিবশতঃ, প্রভুর প্রতি মোদকের যে অত্যন্ত প্রীতি আছে, তাহা মনে করিয়া।

৫৯। **প্রশ্রয় পাগল**—যে-পাগল নিজের মনের ভাবকে প্রশ্রয়ই দেয়, যথেচ্ছভাবে চলিতে দেয়, যে মনের ভাবকে কখনও সংযত করিতে চেষ্টা করে না, যাহা মনে আসে তাহাই যে বলে এবং করে, তাহাকেই প্রশ্রয় পাগল বলে। এই পয়ারে পরমেশ্বর-মোদককেই প্রশ্রয়-পাগল বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর মোদক বাস্তবিক পাগল নহে, পাগলের মত তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছিল না, তাহার সরলতা এবং প্রেমোন্মত্ততাকে লক্ষ্য করিয়াই স্নেহভরে তাহাকে "প্রশ্রয় পাগল" বলা হইয়াছে—কোনও বালকের বিবেচনাশূন্য কোনও কাজ দেখিলে আমরা যেমন বলিয়া থাকি "ছেলেটা পুরা পাগল—কি একদম পাগল।"

শুদ্ধ—অত্যন্ত সরল। **বৈদগ্ধী**—পরিপাটী বা চাতুর্য্য।

পরমেশ্বর-মোদক অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিল, চতুরতাও তাহার মোটেই ছিল না, সুতরাং কোন্ স্থলে কিরূপ কথা বলা উচিত, তাহা বিচার করিয়া দেখার ক্ষমতা বা চেষ্টাও তাহার ছিল না। তাই বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর-মোদক "শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে॥" তাহার প্রাণও অত্যন্ত সরল, প্রভুর প্রতিও তাহার অত্যন্ত প্রীতি, যে-স্থানে প্রীতির আধিক্য, যে-স্থানে সরলতা, সে-স্থানে কোনওরূপ সঙ্কোচের স্থান নাই, তাই, সরল-প্রাণে পরমেশ্বর-

পূর্ব্ববৎ সভা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন ॥ ৬০
চাতুর্ম্মাস্যা সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৬১
প্রভুর প্রিয় নানাদ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে ॥ ৬২
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৬৩
এই মত নানালীলায় চাতুর্ম্মাস্যা গেল।
গৌড় দেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৪
সব ভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্বভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন—॥ ৬৫
প্রতিবৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে-যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে ॥ ৬৬
তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সভার সঙ্গ-সুখলোভ বাঢ়ে চিত্তে ॥ ৬৭
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন কি পারি বলিতে ॥ ৬৮
আচার্য্যগোসাঞি আইসেন, মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি ॥ ৬৯
মোর লাগি প্রকৃতি-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মোদক প্রভুর নিকটে তাহার মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে—সন্ন্যাসী-প্রভুর নিকটে স্ত্রীলোকের কথা বলা যে উচিত নহে, তাহার সরলতা ও প্রীতির আধিক্যবশতঃ সে এ কথা বিবেচনাই করিতে পারে নাই।

তার সেই গুণে—পরমেশ্বর মোদকের সরলতা ও প্রীতির আধিক্য দেখিয়া। স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় প্রভুর দুঃখ হওয়ার হেতু থাকিলেও যে সরলতা ও প্রীতির আধিক্যবশতঃ পরমেশ্বর-মোদক তাহা উত্থাপিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই সরলতা ও প্রীতির কথা ভাবিয়া প্রভু মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইলেন।

৬১। **চাতুর্ম্মাস্যা**—শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত। **সব যাত্রা**—চাতুর্ম্মাস্য-সময়ে শ্রীনীলাচলে যে-সকল উৎসব হয়, সেই সমুদয়। **মালিনী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণীর নাম মালিনী।

৬২। **সেই ব্যঞ্জন**—প্রভু যে-সমস্ত ব্যঞ্জন ভালবাসেন, সে-সমস্ত ব্যঞ্জনের উপকরণ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই সমস্ত উপকরণ যোগে প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জনাদি পাক করিলেন। **ঘর-ভাতে**—গৃহে পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদিদ্বারা। মালিনী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-রমণীগণ গৃহে পাক করিয়াই প্রভুকে আহার করাইতেন।

৬৪। **গৌড় দেশ**—বাঙ্গালা দেশে। **ভক্তে**—বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে।

৬৬-৬৭। প্রতি বৎসর নীলাচলে আসা-যাওয়া করিতে তোমাদের যে অত্যন্ত দুঃখ হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিলেও তোমাদিগকে নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিতে পারি না, কারণ, তোমাদিগের সঙ্গ-সুখ লাভ করার নিমিত্ত আমার চিত্তে অত্যন্ত বলবতী লালসা আছে। আমার নিষেধ মানিয়া তোমরা যদি না আইস, তাহা হইলে তো আর তোমাদের সঙ্গসুখ লাভ হইবে না। তাই আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতে পারি না।

৬৮। এক্ষণে প্রভু তাঁহার পার্ষদদের এবং গৌড়ের ভক্তদের প্রীতির মাহাত্ম্য বলিতেছেন।

আজ্ঞা লঙ্ঘি—প্রীতির আধিক্যেই শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নীলাচলে আসেন। ৩।১০।৪-৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৯। **আচার্য্য গোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। **শুধিতে না পারি**—আচার্য্য-গোসাঞির প্রেমঋণ আমি (প্রভু) শোধ করিতে পারি না।

৭০। **মোর লাগি**—আমার নিমিত্ত। **প্রকৃতি**—স্ত্রী। **দুর্গম পথ**—যে-পথে চলিতে অত্যন্ত দুঃখ ও বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। নীলাচলে আসার পথ তখন খুব দুর্গম ছিল।

আমি এই নীলাচলে রহিয়ে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর তোমা সভার লাগিয়া ॥ ৭১
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো-সভার ঋণ করিব শোধন ॥ ৭২
দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।
তাহাঁই বিকাই যাহাঁ বেচিতে তোমার মন ॥ ৭৩
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝর-নয়নে সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৪
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন ॥ ৭৫
সভাই রহিল, কেহো চলিতে নারিল।
আর দিন-পাঁচ-সাত এই মতে গেল ॥ ৭৬
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়—।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭১। প্রভু বলিতেছেন—"আমি তো এখানে বসিয়াই আছি, তোমাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একবারও গৌড়ে যাইতেছি না, তোমাদের জন্য আমাকে কোনও কষ্টই স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিবার নিমিত্ত তোমরা গৌড় হইতে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিতেছ।"

৭২। "আমি সর্ব্বত্যাগী দরিদ্র সন্ন্যাসী, আমার এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমি তোমাদের প্রেম-ঋণ শোধ করিতে পারি।" ভক্তবশ ভগবান্ কাহারও প্রেমঋণ শোধ করিতে চাহেনও না শোধ করেনও না। ভক্তের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিতে পারিলেই যে তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি বলেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ"।

৭৩। আমার আর কিছুই নাই, আছে কেবল এই দেহটী, তাই আমার দেহটীকেই আমি তোমাদের নিকটে অর্পণ করিলাম, তোমাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া আমি তোমাদের নিকটে আত্মবিক্রয় করিলাম। আমার এই দেহ এখন হইতে তোমাদেরই সম্পত্তি, যেখানে ইচ্ছা, তোমরা আমার এই দেহকে বিক্রয় করিতে পার, যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, সেখানে আমি আমার এই দেহ বিক্রয় করিতে পারি।

এই পয়ার হইতে বুঝা গেল যে, প্রভুর দেহের একমাত্র মূল্য হইল প্রেম, প্রেমব্যতীত শ্রীগৌরকে পাওয়া যায় না, শ্রীগৌরের সেবা পাওয়া যায় না। আবার ইহাও বুঝা গেল যে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের এবং ভক্তবৃন্দের প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীগৌর তাঁহাদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—শ্রীগৌর এখন তাঁহাদেরই সম্পত্তি। তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই গৌর দিতে পারেন। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের এবং গৌর ভক্তবৃন্দের কৃপা-ব্যতীত শ্রীগৌরের কৃপা দুর্লভ। তাই বোধ হয়, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পরিকরবর্গের সহিত শ্রীগৌর-ভজনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পয়ার ও পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার পড়িলে শ্রীমদ্ভাগবতের "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং" ইত্যাদি শ্লোকের কথা মনে হয়। ব্রজগোপীদিগের প্রেমের প্রতিদান দিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে চির-ঋণী হইয়া রহিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকটে আত্মবিক্রয় করিলেন।

তাহাঁই—সে-স্থানেই, সেই ভক্তের নিকটেই।

যাঁহা—যে-স্থানে, যে-ভক্তের নিকটে। **তোমার মন**—তোমাদের ইচ্ছা।

৭৪। **অঝর নয়নে**—অজস্রধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া। **দ্রবীভূত মন**—মন গলিয়া গেল।

৭৫-৬। সেই দিনই গৌড়ের ভক্তগণ দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর প্রেমক্রন্দনে সকলের চিত্ত বিগলিত হওয়ায় কেহই আর সেই দিন দেশে যাত্রা করিতে পারিলেন না—এইরূপে তাঁহারা আরও পাঁচসাত দিন নীলাচলে কাটাইয়া দিলেন।

৭৭। **অদ্বৈত**—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। **অবধূত**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। **পায়**—চরণে। **সহজে**—স্বভাবতঃই;

আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ? ॥ ৭৮
তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্রবোধিয়া।
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥ ৭৯
নিত্যানন্দে কহেন—তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইব তোমার ॥ ৮০
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৮১
নিজকৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সভারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে ॥ ৮২
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৩
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমার নিজ মুখের কোনও কথা স্বকর্ণে না শুনিলেও। **তোমার গুণে**—তোমার (প্রভুর) ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের কথা শুনিয়া। **জগৎ-বিকায়**—জগদ্বাসী লোক তোমার গুণের কথা শুনিয়াই স্বভাবতঃ তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে, এমনি তোমার গুণ। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০॥"

৭৮। আর তাতে—তাতে আবার। **ঐছে**—ঐরূপে, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে উক্ত প্রকারে। **কৃপা-বাক্য-ডোর**—কৃপাপূর্ণ-বাক্যরূপ-ডোর (রজ্জু)। শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন—"তোমার ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণের কথা শুনিলেই তোমাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত লোক অস্থির হইয়া পড়ে। তার উপর যদি তুমি সাক্ষাদ্ভাবে এইরূপ কৃপাপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যাদি প্রকাশ কর, তাহা হইলে, তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে, এমন সাধ্য কার আছে ?"

৭৯। সুস্থির হইয়া—প্রেম-চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া।

৮০। না আইস—আসিও না। **তথাই**—গৌড়েই। **আমার সঙ্গ হইবে তোমার**—গৌড়েই তুমি আমার সঙ্গ পাইবে, আবির্ভাবে প্রভু নিতাইচাঁদকে দর্শন দিবেন, ইহাই বোধ হয় প্রভুর উক্তির মর্ম্ম।

৮২। কৃপাগুণে—কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা।

৮৩। পূর্ব্ব-পয়ারে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভু সকলকেই কৃপারজ্জুতে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার এই কৃপারজ্জু কেহই ছেদন করিতে সমর্থ নহে। আরও ৭৭-৭৮ পয়ারে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥ আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে। তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে॥" প্রভুকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়ার শক্তি কাহারই নাই। তথাপি শ্রীনিত্যানন্দাদি গৌর-পার্ষদগণ কিরূপে গৌরকে ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে সমর্থ হইলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এই পয়ারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে পারেন। কাহাকেও কৃপাডোরে বান্ধিয়াও যদি তিনি দূরে রাখিতে ইচ্ছা করেন, কৃপাডোর ছিন্ন না করিয়াও তিনি তাহা করিতে পারেন। গৌড়ের ভক্তদের সম্বন্ধেও তিনি ঐরূপই করিলেন—প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপাডোরে বান্ধিয়াছেন, ঐ বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি আবার তাঁহাদিগকে নিজের নিকট হইতে গৌড়ে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন, তাই তাঁহারা প্রভুকে ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে সমর্থ হইলেন।

যৈছে নাচায়—যে-ভাবে চালান। **তাতে**—তাই, সেই হেতু। **দেশান্তর**—অন্যদেশ, গৌড়।

৮৪। শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গকে প্রভু কেন গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন, এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, কেন যে প্রভু তাঁহাদিগকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা প্রভুই জানেন, অপর কাহারও ইহা জানিবার শক্তি নাই; কারণ, ঈশ্বরের আচরণ জীবের ধারণার অতীত—"ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।" আর

পূর্ববর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইল নদীয়ানগরে ॥ ৮৫
আইর চরণ যাই করিলা বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র কৈল নিবেদন ॥ ৮৬
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনীত-স্তুতি মাতাকে কহিলা ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহারাই বা কেন প্রভুকে ছাড়িয়া গেলেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহারা না যাইয়া পারেন না—স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার শক্তি তাঁহাদের নাই—"কাষ্ঠের পুতুলী যেন কুহকে নাচায়।" বাজীকর পুতুলকে যে-ভাবে নাচায়, পুতুলকেও যেমন সেই ভাবেই নাচিতে হয়, পুতুলের নিজের কর্তৃত্ব যেমন কিছুই থাকে না, তদ্রূপ ঈশ্বর স্বীয় অনুগত জনকে যে-ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেও সেই ভাবেই চলিতে হয়, অন্যরূপে চলিবার শক্তি তাহার থাকে না।—কারণ তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই।

পুতুলের কর্তৃত্ব নাই, কোনও ইচ্ছাও নাই, সুতরাং বাজিকর যদৃচ্ছাক্রমে পুতুলকে চালাইতে পারে। জীবের নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্র-ঈশ্বরের অণু অংশ বলিয়া তাহারও অণু স্বাতন্ত্র্য আছে, (৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচালন-নিমিত্ত জীবের ইচ্ছাও আছে। এই ইচ্ছার ফলে জীব তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়াই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ জীবের সম্বন্ধে পুতুলের দৃষ্টান্ত বোধ হয় সম্যক্‌রূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মায়াবন্ধনের অতীত, যাঁহাদের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে মায়া কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাদের অণু স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বিভু-স্বাতন্ত্র্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিয়া থাকে, কারণ, ঈশ্বরে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্তই তাঁহাদের অণু-স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করে। ইহার ফলে তাঁহারা সম্যক্‌রূপেই ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের অণু-স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরের বিভু-স্বাতন্ত্র্যের সহিত প্রায় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় তাঁহারাও প্রায় পুতুলের মতই হইয়া যায়েন। সুতরাং পুতুলের দৃষ্টান্ত বিশেষরূপে তাঁহাদের সম্বন্ধেই খাটে। এই পয়ারেও প্রকাশ্যভাবে শ্রীনিত্যানন্দাদি পরিকরবর্গের সম্বন্ধেই পুতুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই মায়াতীত।

কাষ্ঠের পুতুলী—কাঠের পুতুল, যার নিজের কোনও কর্তৃত্বই নাই। **কুহকে**—কুহক-নিপুণ বাজিকর। বাজিকর কি উপায়ে পুতুলগুলিকে নাচায়, তাহা দর্শকগণ বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাহার কৌশলকে কুহক এবং তাহাকে কুহক নিপুণ বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর চরিত্র—ঈশ্বরের আচরণ। যে-কোনও কাজ করিতে যিনি সমর্থ, যে-কোনও কাজকে অন্যরূপ করিতেও যিনি সমর্থ, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে কখনও কিছু না করিয়া থাকিতেও যিনি সমর্থ, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে। **কর্ত্তুমকর্ত্তু-মন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ।** **কিছু বুঝন না যায়**—অচিন্তনীয়, ধারণার অতীত।

৮৫। **জগদানন্দ**—জগদানন্দ-পণ্ডিত। **আই**—মাতাকে, শচীমাতাকে।

৮৬। **যাই**—যাইয়া। **প্রসাদ বস্ত্র**—প্রসাদ ও বস্ত্র, যাহা প্রভু পাঠাইয়াছেন। **কৈল নিবেদন**—শচীমাতাকে দিলেন।

৮৭। **প্রভুর নাম করি**—প্রভু আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইয়াছেন, এইরূপ বলিয়া। **বিনীত স্তুতি**—দৈন্যমূলক-স্তুতি। (এস্থলে এইরূপ একটী স্তুতির-উদাহরণ দেওয়া হইল:—শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে প্রভু একবার বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "শ্রীবাস"। তুমি মাতাকে বলিও:—"তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ ॥ তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ। এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥ ২।১৫।৪৭-৫২ ॥"

জগদানন্দ পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রিদিনে ॥ ৮৮
জগদানন্দ কহে—মাতা! কোন-কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৮৯
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা—।
মাতা আজি খাওয়াইলেক আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯০
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাত আমি খাই, তেঁহো 'স্বপ্ন' করি মানে ॥ ৯১
মাতা কহে—কভু রান্ধোঁ উত্তম ব্যঞ্জন।
'নিমাঞি ইহা খায়' ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯২
পাছে জ্ঞান হয়—মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুন না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন ॥ ৯৩
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৪
নদীয়ার ভক্তগণ সভারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সভে আনন্দ হইলা ॥ ৯৫
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাইযা আচার্য্য হইল আনন্দ ॥ ৯৬
বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিলেন ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৭
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্যকথাসুখে ॥ ৯৮
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ৯৯
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সে-ই মানে 'পাইল চৈতন্য' ॥ ১০০
শিবানন্দ-সেন গৃহে যাইযা রহিলা।
চন্দনাদিতৈল তাহা একমাত্রা কৈলা ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৮। এই পয়ারের অন্বয়—জগদানন্দকে পাইয়া শচীমাতা আনন্দিত মনে রাত্রিদিনে জগদানন্দ-কথিত প্রভুর কথা শুনিতেন। জগদানন্দ শচীমাতার নিকটে প্রভুর কিরূপ কথা বলিতেন, তাহার একটী উদাহরণ পরবর্ত্তী কয় পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

৮৯। **এথা আসি**—এই স্থানে—নদীয়ায়—আসিয়া, আবির্ভাবে।

৯০। **কহে**—নীলাচলে তাঁহার সঙ্গীদের নিকটে বলেন। **আকণ্ঠ পূরিয়া**—উদর হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া।

৯১। **সাক্ষাত** ইত্যাদি—মাতার সাক্ষাতেই আমি ভোজন করিয়া থাকি, মাতাও আমাকে দেখেন, কিন্তু দেখিয়াও তিনি ইহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন, আমিই যে সাক্ষাতে খাইতেছি মাতা ইহা মনে করেন না। (টী প দ্র.)

৯২। **রান্ধোঁ**—রান্ধি, পাক করি।

৯৬। **আচার্য্য**—অদ্বৈত-আচার্য্য।

৯৭। **বাসুদেব** ইত্যাদি—বাসুদেব ও মুরারিগুপ্ত জগদানন্দকে পাইয়া।

১০০। **পাওল চৈতন্য**—চৈতন্যকে পাইলাম। চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দকে পাইয়াই সকলে মনে করিলেন যেন চৈতন্যকেই পাইলেন। গৌরের প্রেমপাত্র জগদানন্দের হৃদয়ে গৌরের "সতত বিশ্রাম।"

১০১। জগদানন্দ-পণ্ডিত শিবানন্দ সেনের গৃহে যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে অবস্থানকালে একমাত্রা চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইলেন। **একমাত্রা**—ষোল সের, **চন্দনাদি-তৈল**—ইহা একটী ঔষধ-তৈলের নাম, এই তৈল ব্যবহারে বায়ুর ও পিত্তের দোষ নষ্ট হয়, ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরে বলাধান হয়। "বাত-পিত্ত-হরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম—ইতি ভৈষজ্যরত্নাবলী।"

মহাপ্রভুকে অনেক সময় ব্রতাদি উপলক্ষ্যে উপবাসাদি করিতে হয়, কীর্ত্তনাদির মত্ততায় কখনও বা অসময়ে আহারাদি করিতে হয়। কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখে অনেক সময়ে রাত্রি-জাগরণাদিও করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে প্রভুর বায়ু ও পিত্ত কুপিত হওয়ার সম্ভাবনা, চন্দনাদি-তৈল ব্যবহারে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ প্রশমিত হইতে পারে মনে

সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥ ১০২
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভুর অঙ্গে দিহ তৈল' গোবিন্দে কহিল ॥ ১০৩
তবে প্রভুঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদিতৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৪
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্তবায়ুব্যাধিপ্রকোপ শান্তি হঞা যায় ॥ ১০৫
এক কলস সুগন্ধিতৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহা আনিয়াছে বহু যতন করিয়া ॥ ১০৬
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধিতৈল—পরমধিক্কার ॥ ১০৭
জগন্নাথে দেহ তৈল—দীপ যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হইব পরম সফলে ॥ ১০৮
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত—কিছু না কহিল ॥ ১০৯
দিনদশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার ॥ ১১০
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে—।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দনে ॥ ১১১
এই সুখ-লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ, তোমাসভার পরিহাস ? ॥ ১১২
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে ॥ ১১৩
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুঠাঞি আইলা ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়াই জগদানন্দ অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর জন্য এই তৈল তৈয়ার করাইয়াছেন। প্রভুর প্রতি জগদানন্দের শুদ্ধা প্রীতি, যেখানে শুদ্ধাপ্রীতি, সেখানে প্রভুর ঈশ্বরত্বের জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। যেখানে প্রীতি, সেখানেই প্রিয়ব্যক্তির দুঃখাদির আশঙ্কা চিত্তে উদিত হয়। তাই, প্রভুর নিমিত্ত পণ্ডিত-জগদানন্দের তৈল প্রস্তুত করা।

১০২। **গাগরী**—কলসী।

১০৫। **পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ**—পিত্তরোগের ও বায়ুরোগের যন্ত্রণা। **শান্তি হঞা যায়**—দূর হয়।

১০৭। **তৈলে অধিকার**—গায়ে তৈল মাখিবার অধিকার সন্ন্যাসীর নাই। **তাহাতে আবার**—সামান্য তৈল ব্যবহারেই সন্ন্যাসীর অধিকার নাই, তাতে আবার জগদানন্দের আনীত তৈল সুগন্ধবিশিষ্ট। **পরম ধিক্কার**—(এই সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা) অত্যন্ত লজ্জার কথা।

১০৮। **দীপ**—প্রদীপ। (শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে)। **তাঁর পরিশ্রম**—জগদানন্দের তৈল আনার পরিশ্রম।

১০৯। **মৌন করি**—চুপ করিয়া।

১১০। **দিন দশ গেলে**—দিন দশেক পরে। **গোবিন্দ জানাইল**—প্রভুকে জানাইল। প্রভু যেন চন্দনাদি-তৈল ব্যবহার করেন, ইহাই জগদানন্দের ইচ্ছা—একথা প্রভুকে গোবিন্দ জানাইল।

১১১। **মর্দ্দনিয়া**—যে তৈল মর্দ্দন করে। **করিতে মর্দ্দনে**—আমার (প্রভুর) দেহে তৈল মাখিয়া দিতে।

১১৩। **দারী**—স্ত্রী-সঙ্গী।

এই কয় পয়ারে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—জগদানন্দের আনীত সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিলে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইবে। আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহারে আমার অধিকার নাই। পিত্ত-বায়ু রোগাদি দূর করার উদ্দেশ্যে এই তৈল ব্যবহার করিলে আমার পক্ষে দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার চেষ্টামাত্রই করা হইবে, কিন্তু দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই—এইরূপে দেহের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে

প্রভু কহে—পণ্ডিত ! তৈল আনিলে গৌড়হতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৫
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ দেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে ॥ ১১৬
পণ্ডিত কহে—কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥ ১১৭
এত বলি ঘরে হৈতে তৈল-কলস লঞা।
প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৮
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া।
সুতিয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া ॥ ১১৯
তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বারে যাঞা।
'উঠহ পণ্ডিত !' করি কহেন ডাকিয়া ॥ ১২০
'আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে ॥' ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাখিলে পরমার্থ বিষয় হইতে মন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িবে—সুতরাং ইহাতে আমার পরকাল নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। আর, এই সুগন্ধি তৈল গায়ে মাথায় মাখিয়া আমি যখন রাস্তায় বাহির হইব, ইহার গন্ধ পাইয়া লোকে মনে করিবে যে, আমি নিশ্চয়ই স্ত্রী-সঙ্গী, কোনও স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্তই আমি এই বিলাসিতামূলক সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি—সুতরাং ইহার পরে লোকের কাছে মুখ দেখানও আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

১১৭। প্রভুর কথা শুনিয়া জগদানন্দ বলিলেন—"আমি গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি—এমন মিথ্যাকথা তোমাকে কে বলিল? আমি কখনও গৌড় হইতে তৈল আনি নাই।" ইহা জগদানন্দের সহজ-উক্তি নহে, পরন্তু প্রণয়-রোষ জনিত বক্রোক্তি। ইহার ধ্বনি এই যে—"আমি যে গৌড় হইতে তৈল আনিয়াছি, ইহা সত্য, এবং এই তৈল যে তোমার নিমিত্তই আনিয়াছি, ইহাও সত্য। আশা করিয়াছিলাম, তুমি ইহা ব্যবহার করিবে, তাতে তোমার বায়ু পিত্ত দোষ দূর হইবে। কিন্তু তুমি যখন ব্যবহার করিলে না, তখন এই তৈল আনা না আনা সমানই হইল। তোমার বায়ু-পিত্ত-ব্যাধির আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বে যে দুঃখ ভোগ করিতাম, এখন তৈল আনার পরেও (তুমি যখন তৈল ব্যবহার করিলে না, তখন) সেই দুঃখই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং তৈল না আনার অবস্থাই তোমার থাকিয়া গেল, আমারও থাকিয়া গেল। তাই আমি বলিতে পারি, আমি এই তৈল যেন আনিই নাই।"

১১৮। প্রেম রোষ জনিত অভিমানের ভরে জগদানন্দ প্রভুর সাক্ষাতেই তৈলের কলসটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই কার্য্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, "আমি তোমার জন্য তৈল আনিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি, সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, দেখ।" ইহাও প্রেম রোষের পরিচায়ক।

১১৯। **সুতিয়া**—শয়ন করিয়া। **কপাট মারিয়া**—দরজা বন্ধ করিয়া।

১২১। প্রভু দেখিলেন, প্রেম ক্রোধে জগদানন্দ দুইদিন পর্য্যন্ত অনাহারে নিজের গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া আছেন। দেখিয়া প্রভুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাই তৃতীয় দিনে প্রভু তাঁহাকে আহার করাইবার নিমিত্ত এক কৌশল করিলেন। প্রভু নিজেই জগদানন্দের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"জগদানন্দ পণ্ডিত! উঠ, আজ তোমার এখানে আমার নিমন্ত্রণ রহিল, তুমি নিজে রন্ধন করিয়া আজ আমাকে খাওয়াইবে, আমি এখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, মধ্যাহ্নে আসিয়া আহার করিব।"

কোনও কারণে পতির উপর রাগ করিলে পতিগতপ্রাণা পত্নী অনেক সময় আহার ত্যাগ করিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকেন, তখন পতি তাঁহাকে সোহাগ ভরে ডাকিলেও উত্তর করেন না, খাওয়ার নিমিত্ত সাধাসাধি করিলেও খায়েন না। সংসারের কাজকর্ম্মও হয়তো কিছুই করেন না। কিন্তু পতি যদি বলেন—"আমার ক্ষুধা হইয়াছে, শীঘ্র পাক করিয়া খাওয়াও।" তাহা হইলে পতিপ্রাণা পত্নী আর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন না—তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকেন, কারণ, পতির কষ্টের সম্ভাবনায় পতিপ্রাণা-পত্নী কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জগদানন্দের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। প্রভুর উপর রাগ করিয়া তিনি কপাট বন্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু যখন বলিলেন "আমি আজ তোমার হাতে খাইব", তখন আর তিনি

এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানাব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥ ১২২
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি দিলেন আসনে॥ ১২৩
সঘৃতশাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥ ১২৪
অন্নব্যঞ্জন-উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আনি আগে ধরি॥ ১২৫
প্রভু কহে—দ্বিতীয় পাতে বাঢ় অন্নব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥ ১২৬
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু—না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন—॥ ১২৭
আপনে প্রসাদ লযেন, পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু?॥ ১২৮
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদু পাঞা কহিতে লাগিলা॥ ১২৯
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে এত স্বাদ?।
এই ত জানিযে তোমায কৃষ্ণের প্রসাদ॥ ১৩০
আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাহার লাগিযা।
তোমার হস্তে পাক করায উত্তম করিযা॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া প্রভুর নিমিত্ত পাক করিতে গেলেন। জগদানন্দ দ্বাপর-লীলায় ছিলেন সত্যভামা, প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, সুতরাং তাঁহাদের এই প্রণয় কলহ দাম্পত্য কলহের অনুরূপই।

১২৩। **মধ্যাহ্ন করিয়া**—স্নানাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়া। **দিলেন আসনে**—প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া জগদানন্দ প্রভুকে আসন দিলেন, আহারে বসিবার নিমিত্ত।

১২৪। **সঘৃত শাল্যন্ন**—শালি-চাউলের অন্ন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া।

১২৫। জগদানন্দ যাহা পাক করিয়াছেন, তাহা সাজাইয়া তাহার উপর তুলসী মঞ্জরী দিয়া প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত দিলেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ, প্রসাদী পিঠা-পানাদিও প্রভুর সাক্ষাতে রাখিয়া দিলেন।

১২৬। প্রভু আহার করিয়া গেলে জগদানন্দ পাছে আহার না করেন, তাই প্রভু বলিলেন—"দ্বিতীয় পাত্রে তোমার জন্যও অন্নব্যঞ্জন লও, তুমি আমি আজ একত্রে আহার করিব।"

১২৮। জগদানন্দের অপেক্ষায় প্রভু হাত তুলিয়া আছেন, আহার করিতেছেন না দেখিয়া জগদানন্দ বলিলেন —"প্রভু, তুমি এখন আহার কর আমি পরে আহার করিব। তুমি যখন আমার আহারের নিমিত্ত এত আগ্রহ করিতেছ, তখন আমি আর কিরূপে আহার না করিয়া পারি।" জগদানন্দ না খাইলে প্রভুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে ভাবিয়াই পণ্ডিত আহার করিতে সম্মত হইলেন।

১২৯। **সুখে**—জগদানন্দ আহার করিবেন শুনিয়া প্রভুর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। **স্বাদু**—স্বাদ, সুস্বাদ।

১৩০। **ক্রোধাবেশে**—ক্রোধের আবেশে, ক্রুদ্ধ অবস্থায়। মনে যখন ক্রোধ থাকে, তখন পাক করিতে গেলে রন্ধনে সম্যক্ মনোযোগ দেওয়া যায় না, তাই ব্যঞ্জনাদির স্বাদ খুব মধুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। **এই ত জানিয়ে**—ইহা হইতেই জানিতে পারিলাম।

তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ—তোমার প্রতি কৃষ্ণের যথেষ্ট অনুগ্রহ।

১৩১। "ক্রোধাবেশে" হইতে "উত্তম করিয়া" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। ব্যঞ্জনের স্বাদে অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু সপ্রেম-বচনে জগদানন্দকে বলিলেন—"লোকের মনে যখন ক্রোধ থাকে, তখন রন্ধন করিতে গেলে রন্ধনে সম্যক্ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, সুতরাং ব্যঞ্জনাদির স্বাদও তখন খুব মধুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত! ক্রোধের অবস্থায়ও তুমি যাহা পাক করিয়াছ, তাহার স্বাদ দেখিতেছি অমৃতের তুল্য, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ তোমার হাতের ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তোমার দ্বারা উত্তমরূপে রন্ধন করাইয়াছেন এবং তিনি রন্ধন করাইয়াছেন বলিয়াই এই ব্যঞ্জনে এত স্বাদ।"

ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন ॥ ১৩২
পণ্ডিত কহে—যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা ।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥ ১৩৩
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানাব্যঞ্জন পরিবেশে ।
ভয়ে কিছু না বোলেন প্রভু—খায়েন হরিষে ॥ ১৩৪
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন ।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৫
বারবার প্রভুর হয় উঠিবারে মন ।
পুন সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৬
কিছু বলিতে নারেন প্রভু—খায়েন সব ত্রাসে ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৭
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান—।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জগদানন্দের প্রতি প্রভুর এই উক্তি কেবল প্রেমজনিত প্রশংসা বা স্তোকবাক্যমাত্র নহে স্বরূপতঃই ইহা সত্য, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুই আদেশ করিয়া তাঁহার দ্বারা রন্ধন করাইয়াছেন প্রভু নিজে খাইবেন বলিয়া—"আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।"

উত্তম করিয়া—ভাল করিয়া, যেরূপ উত্তম হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিতে পারেন, তদ্রূপ করিয়া।

১৩২। ঐছে—ঐরূপ। **অমৃত**—অমৃতের তুল্য সুস্বাদ। **কে করু বর্ণন**—কে বর্ণন করিতে সমর্থ, কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

১৩৩। পাককর্ত্তা—রন্ধনের কর্ত্তা বা অনুষ্ঠাতা। **সামগ্রী-আহর্ত্তা**—রন্ধনের দ্রব্যাদি আহরণ (সংগ্রহ)-কারী, যাহারা দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দেয়।

প্রভুর প্রশংসাবাক্য শুনিয়া দৈন্যভাবে পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভু, তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ নিজে খাইবেন বলিয়া আমাদ্বারা পাক করাইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমি পাক করি নাই, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পাক করিবার সামর্থ্য আমার নাই, যিনি আহার করিবেন, তিনিই বাস্তবিক পাক করিয়াছেন, আমি কেবল পাকের দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দিয়াছি মাত্র।" জগদানন্দের এই উক্তি মিথ্যা দৈন্যমাত্র নহে ইষ্টদেবতার ভোগের নিমিত্ত রন্ধনাদিতে সাধকের মনের ভাব এইরূপই থাকে। ৩।৬।১১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আরও একটী রহস্য আছে। পূর্ব্বে ১৩১ পয়ারে প্রভু বলিলেন—'আপনে খাইব কৃষ্ণ, তাঁহার লাগিয়া। তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥" ইহার উত্তরে জগদানন্দ বলিলেন—'যে খাইবে, সে-ই পাককর্ত্তা।" পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের নাম করিলেন না, শুধু 'যে "সে" বলিলেন। বাহ্যতঃ এই 'যে সে"-তে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু পণ্ডিতের গূঢ় অভিপ্রায় বোধ হয় তাহা নহে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই 'যে সে' বলিয়াছেন—প্রভুর নিমিত্তই, প্রভুর আদেশেই পণ্ডিত পাক করিয়াছেন, পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রভুর সাক্ষাতে স্থাপন করার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছেন বলিয়াও বুঝা যায় না, অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত কলার পাতায় এবং কলার দোনায় সাজাইয়া "অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী।' এই ভাবেই তিনি প্রভুর সাক্ষাৎ ভোগের নিমিত্ত সমস্ত উপকরণ উপস্থিত করিলেন।

১৩৪। পরিবেশে—পরিবেশন করে। **ভয়ে**—জগদানন্দের অসন্তুষ্টির ভয়ে। প্রভু জগদানন্দের প্রেমের বশীভূত বলিয়াই তাঁহার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত, নচেৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ভয়ের হেতু কোথাও থাকিতে পারে না। এই ভয়ও প্রেমের একটি বৈচিত্রী।

১৩৭। ত্রাসে—ভয়ে, জগদানন্দ যাহা দিতেছেন, তাহা না খাইলে পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া আবার উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকেন, এই আশঙ্কায়।

১৩৮। এবে কর সাবধান—এক্ষণে পরিবেশন বন্ধ কর।

তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন ।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥ ১৩৯
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে ।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে' ॥ ১৪০
পণ্ডিত কহে— প্রভু ! যাই করন বিশ্রাম ।
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান ॥ ১৪১
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ ।
ইঁহাসভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪২
প্রভু কহে—গোবিন্দ ! তুমি ইহাঁই রহিবে ।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥ ১৪৩
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন ।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন— ১৪৪
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে ।
কহিহ—'পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে' ১৪৫
তোমারে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া ।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥ ১৪৬
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ ।
সভারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪৭
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুন —॥ ১৪৮
'জগদানন্দ প্রসাদ পায় কিনা পায় ।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়' ॥ ১৪৯
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু স্বস্ত্যে করিল শয়ন ॥ ১৫০
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এই মতে ।
'সত্যভামা কৃষ্ণের যেন' শুনি ভাগবতে ॥ ১৫১
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিব সীমা ।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা ॥ ১৫২
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেইজন ।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৯। **মুখবাস**—মুখশুদ্ধির নিমিত্ত তুলসীপত্র বা লবঙ্গাদি। **মাল্যচন্দন**—প্রভুর গলায় প্রসাদী পুষ্পমালা এবং দেহে প্রসাদী চন্দন দিলেন।

১৪০। **চন্দনাদি**—মুখবাস, মাল্য, ও চন্দন। **সেই স্থানে**—আহারের স্থানে, নিজে বসিয়া থাকিয়া জগদানন্দকে খাওয়াইবার নিমিত্ত প্রভু সেই স্থানেই রহিলেন, পাছে পণ্ডিত না খাইয়াই থাকেন, এই আশঙ্কায়। **আমার আগে** ইত্যাদি—ইহা পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর উক্তি।

১৪৫। **পাদসংবাহন**—প্রভুর পদসেবা। **কহিহ**—(পণ্ডিত গোবিন্দকে বলিলেন,) 'তুমি প্রভুর নিকটে বলিও।"

১৪৬। **তোমারে প্রভুর শেষ**—তোমার নিমিত্ত প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

১৫০। **পণ্ডিতের ভোজন**—পণ্ডিত যে ভোজন করিয়াছেন, সেই কথা। **স্বস্ত্যে**—স্বস্তিতে, শান্তিতে, নিশ্চিন্তমনে।

১৫১। **জগদানন্দে প্রভুর প্রেম**—জগদানন্দের প্রতি প্রভুর প্রেম। অথবা জগদানন্দ ও প্রভু, এই উভয়ের প্রতি পরস্পরের প্রেম। **এই মতে**—এইরূপে, মান-অভিমান, প্রণয়রোষাদির ভিতর দিয়া। **সত্যভামা-কৃষ্ণের**—দ্বারকামহিষী সত্যভামার এবং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের। জগদানন্দ দ্বাপরলীলায় সত্যভামা ছিলেন। **ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতে।

১৫২। **সৌভাগ্য**—পতি-সোহাগের আতিশয্যকে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে। শ্রীরাধিকার পরে শ্রীসত্যভামার সৌভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। "যার (শ্রীরাধার) সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। ২।৮।১৪৩॥" সুতরাং সত্যভামার সৌভাগ্য অতুলনীয়। জগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামা-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার সৌভাগ্যও অতুলনীয়। **তেঁহই**—জগদানন্দ পণ্ডিতই।

১৫৩। **প্রেম-বিবর্ত্ত**—প্রেমের বৈচিত্রীর কথা। অথবা, প্রেমের পরিপাকের (বিবর্ত্তের) কথা,

শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ
তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রেমের গাঢ়তার কথা। অথবা, বিবর্ত্ত—বৈপরীত্য, ভ্রম। প্রেম-বিবর্ত্ত—প্রেমের বৈপরীত্য, প্রেমবিষয়ে ভ্রম। তৈলভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া জগদানন্দ রুষ্ট হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া অনাহারে শুইয়া ছিলেন, রোষ হইল প্রেমের বিপরীত বস্তু, তাই ইহা হইল জগদানন্দের প্রেমের বিবর্ত্ত। আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া জগদানন্দের অনাহারে শুইয়া থাকাকে প্রভুর প্রতি তাঁহার ক্রোধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ মনে করা ভ্রম, ইহা বাস্তবিক ক্রোধ নহে, ইহা প্রেমের এক বৈচিত্রী। তাই ইহাকে ক্রোধ বলিয়া মনে করা ভ্রম—প্রেম-বিষয়ে ভ্রম (বা বিবর্ত্ত)। **প্রেমের স্বরূপ** ইত্যাদি—যিনি জগদানন্দের প্রেমের বৈচিত্রীর কথা শ্রবণ করেন, তিনি প্রেমের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। **প্রেমের স্বরূপ**—শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর) প্রীতি-বিধানই সেবার একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহাই প্রেমের-স্বরূপ।

———

অন্ত্য-লীলা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ২

কৃষ্ণের বিচ্ছেদদুঃখে ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে তভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণস্য যো বিচ্ছেদস্তেন জাতা প্রাদুর্ভূতা যা আর্ত্তিঃ তয়া ক্ষীণে অপি মনস্তনূ কাত্রে ফুল্লতাম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখ, শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবনগমন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামিকর্ত্তৃক শ্রীজগদানন্দের গৌরপ্রীতি পরীক্ষা, শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক দেবদাসী-গীত গান শ্রবণ, শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাহার) মনস্তনূ (মন এবং দেহ) কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত পীড়ায়) ক্ষীণে চ অপি (ক্ষীণ হইয়াও) ভাবৈঃ (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি ভাবসমূহদ্বারা) ফুল্লতাং (প্রফুল্লতা) দধাতে (ধারণ করে), তং (সেই) গৌরং (গৌরচন্দ্রকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি—তাঁহার শরণাগত হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াও যাঁহার দেহ এবং মন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি-ভাবসমূহদ্বারা প্রফুল্লতা ধারণ করে, আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাগত হই।

মনস্তনূ—মন এবং তনু (দেহ)। **কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা**—কৃষ্ণের বিচ্ছেদ (বিরহ), তদ্দ্বারা জাতা (উৎপাদিতা) যে আর্ত্তি (পীড়া), তদ্দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণের বিরহ যন্ত্রণায়। **ক্ষীণে**—কৃশ।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহযন্ত্রণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মনও অত্যন্ত নিরানন্দ—সুতরাং সঙ্কুচিত—হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবের প্রভাবে সময় সময় তাঁহার দেহ ও মন প্রফুল্ল হইত। পরবর্ত্তী ৩।১৩।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখের—ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রেমের তরঙ্গে—প্রেমের বৈচিত্রী।

৩। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে—শ্রীরাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহ ও মন শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখে

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায় ॥ ৪
দেখি সব ভক্তগণের মহাদুঃখ হৈল।
সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল ॥ ৫
সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলীর তূলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥ ৬
এক তুলী-গাণ্ডু গোবিন্দের হাথে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়, তাহাকে কহিল ॥ ৭
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ—।
আজ আপনি যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥ ৮
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাঁই রহিলা।
তালীগাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥ ৯
গোবিন্দেরে পুছে—ইহা করাইল কোন জন ?।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১০
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥ ১১
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গেল। **ক্ষীণ**—কৃশ। **ক্ষীণ মন**—মন যদি অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকে, মনে যদি প্রফুল্লতা না থাকে, তাহা হইলেই মনকে ক্ষীণ বা কৃশ বলা হয়। **ভাবাবেশে**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভাবের আবেশে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আবেশে। **ভাবাবেশে** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর মন শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে পর তাঁহার বিরহে শ্রীরাধার যে-সকল অবস্থা হইয়াছিল, প্রভুরও এখন সেই সকল অবস্থা উপস্থিত। মাথুর-বিরহকালে পূর্ব্ব-মিলনের কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীরাধার সময় সময় ঐ মিলনই স্ফুরিত হইত, তখন বিরহের কথা তিনি ভুলিয়া যাইতেন, মিলনের কথা ভাবিয়াই একটু প্রফুল্লতা প্রকাশ করিতেন। প্রভুরও সময় সময় (কভু) এই অবস্থা হইত, যখন এই অবস্থা হইত, তখন মিলনের ভাবের আবেশে প্রভুর দেহ ও মন প্রফুল্ল হইত।

"তভু কভু প্রফুল্লিত হয়" স্থলে "তপ্ত কভু প্রফুল্লিত গায়" এবং "কভু প্রভু প্রফুল্লিত হয়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তপ্ত—তাপিত। কভু—কখনও, সময় সময়। গায়—দেহ।

৪। **কলার শরলা**—আগ্র কলাপাতার মধ্যবর্ত্তী ডগা। শুষ্ক শরলা একটু নরম হয়, কিন্তু অধিক চাপ পড়িলে আর নরম থাকে না। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তূলার গদী বা তোষক ব্যবহার করিবেন না বলিয়া কলার শরলাদ্বারাই তাঁহার জন্য শয্যা রচনা হইয়াছিল। "শরলা"-স্থলে "সরলা" বা "সরড়া"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ একই। **ক্ষীণ অতি**—অত্যন্ত কৃশ। **কায়**—দেহ, শরীর (প্রভুর)। **হাড়**—অস্থি, প্রভুর শরীর কৃশ হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে মাংস অতি অল্পই ছিল, চর্ম্মের নীচেই প্রায় অস্থি ছিল, তাই বহুদিনের ব্যবহৃত শরলায় শয়ন করিলেই শক্ত শরলাতে অস্থি লাগিয়া প্রভুর অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হইত। **গায়**—গায়ে, দেহে।

৫। **সহিতে নারে**—প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া। **সৃজিল উপায়**—প্রভুর দুঃখ নিবারণের উপায় করিল।

৬। **গৈরিক**—গিরিমাটী।

রাঙ্গাইল—রঞ্জিত করিল, সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ গৈরিক বসন ব্যবহার করেন বলিয়াই বোধ হয় প্রভুর শয্যার নিমিত্ত যে বস্ত্র আনা হইল, তাহাও গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত করা হইল।

শিমুলীর তূলা—শিমুল তুলা। প্রভুর শয্যার নিমিত্ত একটা তোষক করা হইল।

৭। **তুলী-গাণ্ডু**—তুলী ও গাণ্ডু। **তুলী**—তোষক। **গাণ্ডু**—বালিশ। জগদানন্দ পণ্ডিত, একখানা তোষক ও একটা বালিশ গোবিন্দের হাতে দিয়া, তাহাতে প্রভুকে শোয়াইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

১০। **সঙ্কোচ হৈল মন**—পাছে জগদানন্দ রাগ করিয়া আবার অনাহারে পড়িয়া থাকেন, তাই ক্রোধাবেশে প্রভু কোনও রূঢ় কথা বলিলেন না।

প্রভু কহেন—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৩
সন্ন্যাসি-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলী-গাণ্ড মস্তক-মুণ্ডন ? ॥ ১৪
স্বরূপগোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইল ॥ ১৫
স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥ ১৬
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস-দুইতে সে-সব ভরিল ॥ ১৭
এই মত দুই কৈল ওঢ়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৮
তাতে শয়ন করে প্রভু, দেখি সভে সুখী।
জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ, বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩। এই পয়ার প্রভুর ক্রোধমিশ্রিত পরিহাসোক্তি।

১৪। **মস্তক মুণ্ডন**—মাথা মুড়ান, নিতান্ত অন্যায়। যেরূপ অসঙ্গত কাজ করিলে কোনও লোককে তাহার সামাজিক লোকেরা মাথা মুড়াইয়া সমাজের বাহির করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে তোষক ও বালিশ ব্যবহার করাও সেইরূপ অন্যায় কার্য্যই হইবে, ইহাতে আমার সন্ন্যাস আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে, এইরূপ করিলে আমাকে সন্ন্যাসি-সমাজ হইতে তাড়িত হইতে হইবে।

ভূমিতে শয়ন—মাটীতে শোওয়াই আমার আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কাজ।

১৫। **পণ্ডিতে কহিল**—জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রভুর কথাগুলি বলিলেন।

১৬। **সৃজিল প্রকার**—যে প্রকার শয্যার ব্যবস্থা করিলে সন্ন্যাস আশ্রমের মর্য্যাদাও থাকে, অথচ প্রভুর শরীরেও কষ্ট হয় না, সেই প্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। **কদলীর**—কলার। **অপার**—অনেক।

১৭। **বহির্ব্বাস দুইতে**—দুইখানা বহির্ব্বাসে।

১৮। **ওড়ন**—সম্ভবতঃ ওড়না হইতেই ওড়ন-শব্দ হইয়াছে। ওড়না বলে গায়ের চাদরকে। স্বরূপ-গোস্বামী শয়ন-সময়ে প্রভুর গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত কলাপাতা চিরিয়া লেপের মত একটা জিনিস তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। **পাড়ন**—পাতিবার জিনিস, তোষক। **অঙ্গীকার কৈল**—ওড়ন-পাড়ন অঙ্গীকার করিলেন। তুলার তোষক ও বালিশ সাধারণতঃ বিষয়ী ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে বলিয়া, তাহাতে একটু বিলাসিতার ভাব আছে—বিশেষতঃ তাহা যখন গৈরিক রঙ্গে নূতন সূক্ষ্মবস্ত্রে প্রস্তুত ছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। স্বরূপ-গোস্বামী যাহা তৈয়ার করিলেন, তাহা পুরাতন বহির্ব্বাস এবং শুষ্ক কলাপাতার তৈয়ারী বলিয়া বিষয়ীর ব্যবহার্য্য নহে, একমাত্র নিষ্কিঞ্চনদেরই ব্যবহার্য্য, তাই বোধহয় অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন। সামান্য কলাপাতার তৈয়ারী হইলেও ইহা দেহের সুখ সাধন বলিয়া প্রভু ইহাও গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, তজ্জন্য স্বরূপ দামোদরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে এবং সম্ভবতঃ জগদানন্দের প্রেম-রোষের ভয়েও প্রভু শেষকালে ইহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১৯। **ভিতরে ক্রোধ**—মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,—প্রভু তাঁহার তোষক ও বালিশ অঙ্গীকার করেন নাই বলিয়া এবং প্রভু নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় কলাপাতার শয্যায় শয়ন করিতেছেন বলিয়া। ইহা জগদানন্দের প্রণয় রোষ মাত্র।

বাহিরে মহাদুঃখী—জগদানন্দ মনের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে প্রভুর মনেও কষ্ট হইবে বলিয়া। কিন্তু প্রভুর দেহের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার যে-দুঃখ হইয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই গোপন করিতে পারেন নাই, তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা—বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন, তাতে না পারে চলিতে ॥ ২০
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥ ২১
প্রভু কহে—মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি ?।
আমায় দোষ লাগাইয়া তুমি হইবে ভিখারী ?॥ ২২
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৩
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য যাইব নিশ্চিতে ॥ ২৪
প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বারবার ॥ ২৫
স্বরূপগোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৬
প্রভু-আজ্ঞা বিনে তাহাঁ যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে 'ক্রোধে যায়' বলি ॥ ২৭
সহজেই মোর তাহাঁ যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয় ॥ ২৮
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ২৯
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা এঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার ॥ ৩০
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥ ৩১
স্বরূপগোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল—॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২০। **পূর্ব্বে**—প্রভুর শয্যা সম্বন্ধে গোলযোগের পূর্ব্বে।

প্রভু আজ্ঞা না দেন—বৃন্দাবন যাওয়ার নিমিত্ত জগদানন্দকে প্রভু আদেশ দেন না বলিয়া।

না পারে চলিতে—জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইতে পারেন নাই।

২১। নীলাচলে থাকিয়া চক্ষুর সাক্ষাতে প্রভুর দুঃখ কষ্ট দেখিতে পারেন না বলিয়া জগদানন্দ নীলাচল ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাওয়ার নিমিত্ত প্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই যে তিনি প্রভুর নিকট হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা প্রভুকে জানাইলেন না। সহজ ভাব দেখাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

২২। **আমায় ক্রোধ করি**—জগদানন্দ ভিতরের দুঃখ গোপন করিয়া সহজ ভাব দেখাইলেও প্রভু তাঁহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইয়াছেন; তাই প্রভু বলিলেন—"জগদানন্দ! আমার উপর রাগ করিয়া তুমি বৃন্দাবন যাইতেছ? আমার উপর দোষ দিয়া তুমি ভিখারী হইতে চলিলে?"

আমার দোষ লাগাইয়া—আমি (প্রভু) তোষক-বালিশ অঙ্গীকার করি নাই বলিয়া আমার উপর রাগ করিয়াছ, তাই তুমি ভিক্ষুকের বেশে বৃন্দাবন যাইতেছ, সুতরাং তোমার নীলাচল ত্যাগের কারণ আমিই।

২৫। **প্রীতে**—জগদানন্দের প্রতি প্রীতিবশতঃ। প্রভু বুঝিতে পারিয়াছেন প্রভুর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই পণ্ডিত নীলাচল ছাড়িয়া যাইতেছেন, যেন প্রভুর দুঃখ কষ্ট স্বচক্ষে না দেখিতে হয়। কিন্তু প্রভু ইহাও বুঝিলেন যে, চলিয়া গেলেও প্রভুর অদর্শনে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রভুর দুঃখ কষ্ট আরও বেশী হইয়াছে ভাবিয়া পণ্ডিতের আরও বেশী দুঃখ হইবে। এ সমস্ত ভাবিয়া প্রভু তাহাকে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিলেন না।

২৬-২৮। প্রভুর উপর রাগ করিয়া যে জগদানন্দ শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছেন না, তাঁহার সহজ ইচ্ছার বশেই যে তিনি যাইতে চাহিতেছেন, ইহা প্রভুকে বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত এই তিন পয়ারে জগদানন্দ স্বরূপ-দামোদরকে অনুরোধ করিতেছেন।

৩১। **আই দেখিতে**—শচীমাতাকে দেখিতে।

৩২। **শিক্ষাইল**—বৃন্দাবন যাওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধান যাবে ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৩
কেবল গৌড়িয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে, যাইবারে না দে ॥ ৩৪
মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামি-সভার চরণ বন্দিবা ॥ ৩৫
দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁসভার আচার-চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥ ৩৬
সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥ ৩৭
শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চঢ়িহ দেখিতে গোপাল ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৩। **বারাণসী পর্য্যন্ত**—কাশী পর্য্যন্ত। **স্বচ্ছন্দে**—নিরুদ্বেগে, কোনও আশঙ্কা না করিয়া। **আগে**—বারাণসী পার হইয়া যাওয়ার পরে। **ক্ষত্রিয়াদি সাথে**—বারাণসীর পরের পথে একাকী চলিবে না, স্থানীয় ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গ লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিবে। **ক্ষত্রিয়**—যুদ্ধনিপুণ জাতি বিশেষ।

৩৪। ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত কেন বলিলেন, তাহার হেতু বলিতেছেন। পশ্চিমের পথে অনেক চোর ডাকাত আছে, নিরীহ বাঙ্গালীকে একাকী যাইতে দেখিলে তাহারা তাহার উপর অত্যাচার করিয়া টাকা-পয়সা-জিনিসপত্র লুটিয়া লইয়া যায়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখে, যাইতে দেয় না। সঙ্গে স্থানীয় কোনও ক্ষত্রিয় থাকিলে ভয়ে আর আক্রমণ করিতে সাহস পায় না।

কেবল গৌড়িয়া—কেবল বাঙ্গালী, স্থানীয় ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গশূন্য বাঙ্গালী।

বাটপাড়ি—যাহারা পথেঘাটে পথিকের উপর অত্যাচার করিয়া দস্যুতা করে, তাহাদিগকে বাটপাড় বলে, বাটপাড়ের আচরণকে বাটপাড়ি বলে, দস্যুতা। **বাট**—পথ। **না দে**—দেয় না।

৩৫। **মথুরার স্বামি-সভার**—মথুরায় যে সমস্ত ভক্ত স্থায়িভাবে বাস করেন, তাঁহাদের, ব্রজবাসীদের। "মথুরা"-শব্দে এ স্থলে ব্রজমণ্ডলকে বুঝাইতেছে।

৩৬। প্রভু জগদানন্দকে বলিলেন, "ব্রজবাসীদিগকে দূর হইতেই ভক্তি করিবে, তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিবে না, কারণ, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাতে তাঁহাদের আচারে দোষ-দৃষ্টি জন্মিলে অপরাধী হইতে হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের সহজ প্রীতি, তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের সহজ প্রীতি। "ব্রজবাসী-লোকের কৃষ্ণে সহজ পীরিতি। গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসীপ্রতি ॥ ২।৪।৯৭ ॥" শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহাদের আচরণ সহজ-প্রীতিমূলক আচরণ মাত্র, তাই সাধারণ সাধক ভক্তের আচরণের সঙ্গে সকল সময়ে তাঁহাদের আচরণের মিল হয় না। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিলে তাঁহাদের সহজ-প্রীতিমূলক আচরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য পড়িবার সম্ভাবনা, এবং ঐ প্রীতিমূলক আচরণকে অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা।

তাঁ-সভার—তাঁহাদের, মথুরার স্বামি-সভার; ব্রজবাসিগণের।

আচার-চেষ্টা লৈতে নারিবা—আচরণের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৩৭। **বন দরশন**—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের দর্শন।

৩৮। **তাহাঁ**—ব্রজে। **চিরকাল**—বেশীদিন। **গোবর্দ্ধনে** ইত্যাদি—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে যে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গোবর্দ্ধনে উঠিও না। কারণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের কলেবর-সদৃশ; তাহাতে পদ-সংযোগ করিলে অপরাধ হইবে।

'আমিহ আসিতেছি' কহিয় সনাতনে।
'আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে' ॥ ৩৯
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪০
সবভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি-চলি বারাণসী আইলা ॥ ৪১
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥ ৪২
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুইজনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৩
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশ বন।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন ॥ ৪৪
সনাতনগোফাতে দোঁহে রহে একঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই ॥ ৪৫
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণসদনে ॥ ৪৬
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন-পান ॥ ৪৭
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তেঁহো পাক চড়াইল ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৯। **আমিহ আসিতেছি** ইত্যাদি—প্রভু জগদানন্দকে বলিলেন—"সনাতনকে বলিও, আমিও শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি, বৃন্দাবনে আমার থাকিবার নিমিত্ত যেন একটা স্থান ঠিক করিয়া রাখে।"

জগদানন্দকে এই কথা বলার পূর্ব্বেই প্রভু একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, প্রকট-লীলায় তিনি আর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যায়েন নাই। জগদানন্দের নিকটে বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা বলার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, প্রভু একবার "আবির্ভাবেই" শ্রীবৃন্দাবনে সনাতনকে দর্শন দিবেন, অথবা, শ্রীসনাতন যেন শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই বোধ হয় প্রভুর অভিপ্রায়, বিগ্রহ রূপে তিনি যাইবেন। শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য টিলার নিকটে শ্রীসনাতনের স্থাপিত প্রভুর শ্রীবিগ্রহ এখনও সেবিত হইতেছেন।

৪২। **তাঁর ঠাঞি**—কাশীতে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের নিকটে। **প্রভুর কথা**—বারাণসীতে প্রভু যে-সকল লীলা করিয়াছেন, তাহার কথা। অথবা, তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর উভয়েই জগদানন্দের নিকট প্রভুর নীলাচল-লীলার কাহিনী শুনিলেন।

৪৩। **দুইজনের সঙ্গে** ইত্যাদি—সনাতনের সঙ্গ পাইয়া জগদানন্দের আনন্দ, আর জগদানন্দের সঙ্গ পাইয়া সনাতনের আনন্দ।

৪৪। **করাইল**—দর্শন করাইল। **দ্বাদশবন**—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লোহবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন। **গোকুল**—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা স্থান। **মহাবন**—দ্বাদশবনের এক বন।

৪৫। **সনাতন-গোফাতে**—সনাতন যে গোফায় থাকিতেন, সেই গোফায়। **গোফা**—মাটীর নীচের ক্ষুদ্র কুঠরী, অথবা, নিভৃত ক্ষুদ্র কুঠরী। **পণ্ডিত**—জগদানন্দ। **দেবালয়ে**—দেব মন্দিরে। সনাতন মাধুকরী করিতেন, তাঁহার পাকের দরকার হইত না, সুতরাং তাঁহার গোফায় পাকের বন্দোবস্তও ছিল না। তাই জগদানন্দ দেবালয়ে যাইয়া নিজের জন্য পাক করিতেন।

৪৬। সনাতন-গোস্বামী মহাবনে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন, কখনও দেবালয়ে, কখনও বা ব্রাহ্মণের গৃহেই তিনি মাধুকরী করিতেন।

৪৭। **করে সমাধান**—পণ্ডিতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দেন। **মহাবনে দেন** ইত্যাদি—জগদানন্দের নিমিত্ত অন্নাদি সনাতন মহাবন হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতেন। **অন্ন-পান**—অন্ন ও পানীয়, আহারের দ্রব্যাদি।

৪৮। **নিমন্ত্রিল**—আহারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিল। **তেঁহো**—জগদানন্দ।

মুকুন্দসরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তেঁহো দিলা সনাতনে ॥ ৪৯
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫০
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫১
কাহাঁ পাইলে এই তুমি রাতুল বসন?।
'মুকুন্দসরস্বতী দিল'—কহে সনাতন ॥ ৫২
শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল।
ভাতের হাণ্ডী লঞা তাঁরে মারিতে আইল ॥ ৫৩
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইয়া।
বলিতে লাগিল (পণ্ডিত) হাণ্ডী চুলাতে ধরিয়া ॥ ৫৪

'তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।'
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৫
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে?।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে? ॥ ৫৬
সনাতন কহে—সাধু! পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহো নয় ॥ ৫৭
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে, ইহা শিখিব কেমতে ॥ ৫৮
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষে দেখিল ॥ ৫৯
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায় ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫০। **বসিলা আসিয়া**—জগদানন্দ যে সময়ে পাক করিতেছিলেন সেই সময়ে নিমন্ত্রণে সনাতন আসিয়া পণ্ডিতের পাক ঘরের দ্বারে বসিলেন, সনাতনের মাথায় তখন মুকুন্দ সরস্বতীর প্রদত্ত রাতুল বস্ত্র ছিল।

৫১। **রাতুল বস্ত্র**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **প্রেমাবিষ্ট হৈল**—সনাতনের মাথায় রাতুল বস্ত্রকে জগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রসাদী-বস্ত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন তাই ঐ বস্ত্র দর্শনে প্রভুর স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় জগদানন্দের প্রেমাবেশ হইয়াছিল।

৫৩। **দুঃখ উপজিল**—অপর সন্ন্যাসীর বস্ত্র সনাতন আগ্রহের সহিত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন জানিয়া পণ্ডিতের মনে দুঃখ হইল। **ভাতের হাণ্ডী** ইত্যাদি—প্রণয়-রোষে জগদানন্দ সনাতনকে মারিতে উঠিলেন। **হাণ্ডী**—হাড়ি; ভাত পাক করার পাত্র। **তাঁরে মারিতে**—সনাতনকে হাণ্ডীদ্বারা আঘাত করিতে।

৫৪। **সনাতন তাঁরে** ইত্যাদি—জগদানন্দের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সনাতন লজ্জিত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের প্রীতি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সনাতন মুকুন্দ সরস্বতীর বস্ত্র নিজ মস্তকে বাঁধিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে যাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া সনাতন লজ্জিত হইলেন।

বলিতে লাগিলা ইত্যাদি—সনাতনকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া জগদানন্দ আর তাঁহাকে হাণ্ডীদ্বারা আঘাত করিলেন না, হাণ্ডীটা চুলার উপরে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে বলিতে লাগিলেন।

৫৬। **অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র** ইত্যাদি—সনাতন অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মাথায় বাঁধাতে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির এবং প্রভুর উপর তাঁহার নিষ্ঠার শৈথিল্য প্রকাশ পায় বলিয়া জগদানন্দের ক্রোধ হইয়াছিল।

৬০। **রক্তবস্ত্র**—রাতুল বসন, গৈরিক বসন। সনাতন-গোস্বামী যে বস্ত্রখানা মাথায় বাঁধিয়াছিলেন, তাহা মুকুন্দ সরস্বতী-নামক সন্ন্যাসীর পরিহিত বস্ত্র, এই বস্ত্রকেই জগদানন্দ মহাপ্রভুর পরিহিত বস্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, মহাপ্রভুও ঐ বর্ণের বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু গৈরিক বসনই-পরিধান করিতেন:—"ততোঽন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্‌ধৃতকরদণ্ডঃ সদরুণং বহন্ বাসোবন্ধং বললতড়িদর্চ্চিঃ প্রতিকৃতিঃ। অকস্মাদেকস্মিন্ পথি গুরুশিখো গৈরিকময়ো ব্যদর্শি স্বর্ণাদ্রি প্রবর ইব তৈ গৌরশশভৃৎ, ১।১৬৫॥" শ্রীগ্রন্থের এই ১৩শ পরিচ্ছেদেও দেখা গিয়াছে, জগদানন্দ-পণ্ডিত প্রভুর নিমিত্ত

পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥ ৬১
প্রসাদ পাই অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ৬২
এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহদুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৩
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে—।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ এক স্থানে' ॥ ৬৪
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৫
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ব পীলুফল, আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৬
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈল সনাতন তারে বিদায় দিয়া ॥ ৬৭
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্যটিলায় এক মঠি পাইল ॥ ৬৮
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠির আগে রহিল এক ছাওনি বান্ধিয়া ॥ ৬৯
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
সবভক্তসহ গোসাঞি পরম আনন্দ ॥ ৭০
প্রভুর চরণ বন্দি সভারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭১
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর বালু-আদি সব ভেট দিল ॥ ৭২
সব দ্রব্য রাখিল, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি খাই হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৭৩
যে কেহো জানে সে আটি সহিত গিলিল।
যে না জানে—গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শোষক ও বালিশ তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যে কাপড় আনিয়াছিলেন, তাহা তিনি গৈরিক দিয়া রঞ্জিত করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায় প্রভু গৈরিক বর্ণের বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা চতুর্থাশ্রমোচিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গৈরিক বসনই তাঁহাদের ব্যবহার্য্য। (টী প দ্র)

এই পয়ার হইতে তাহা হইলে বুঝা গেল, গৈরিকবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত নহে। যে সমস্ত বৈষ্ণব আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে গৈরিক বসনাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। নিষ্কিঞ্চনের বেশ আশ্রমের অতীত অবস্থা। "এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ॥ ২।২২।৫০ ॥' **পরদেশী**—ভিন্নদেশীয় লোক।

৬২। **অন্যোন্যে**—একে অন্যকে।

৬৩। **রহিলা**—জগদানন্দ অবস্থান করিলেন।

৬৪। **সন্দেশ**—সংবাদ। "আমিহ আসিতেছি' ইত্যাদি সংবাদ। পূর্ববর্ত্তী ৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৫। **প্রভুকে**—প্রভুর নিমিত্ত। **ভেটবস্তু**—উপহার।

৬৬। সনাতন প্রভুর নিমিত্ত কি কি বস্তু উপহার পাঠাইলেন, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

৬৮। **দ্বাদশাদিত্য টিলার**—শ্রীবৃন্দাবনে এক্ষণে যেস্থানে শ্রীমদনমোহনের পুরাতন শ্রীমন্দির আছে। **মঠি**—মঠ।

৬৯। **সংস্কার করিয়া**—পরিষ্কার করিয়া। **মঠের আগে** ইত্যাদি—সনাতন গোস্বামী মঠের সম্মুখভাগে লতাপাতা দিয়া একখানা ছাওনি (চালা) বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন—প্রভুর আসার অপেক্ষায়। কোনও কোনও গ্রন্থে "মঠের আগে রাখিল এক চালি বাঁধিয়া" পাঠ আছে।

৭৪। পিলুফলের আঁটিতে কাঁটা আছে, তাই চিবাইয়া খাইতে গেলে কাঁটার আঘাতে মুখের ছাল উঠিয়া যায়।

মুখে তার ছাল গেল, জিহ্বায় পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক খেলা ॥ ৭৫
জগদানন্দের আগমনে সভার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৬
একদিন প্রভু যমেশ্বরটোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৭
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগ-মন হরে ॥ ৭৮
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
'স্ত্রী পুরুষ কেবা গায়'—না জানে বিশেষ ॥ ৭৯
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বারি হয়, ছুটিয়া চলিলা ॥ ৮০
অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেত ধাইলা ॥ ৮১
ধাইয়া যায়েন প্রভু—স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী গায়' বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে ॥ ৮২
স্ত্রীর নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা ॥ ৮৩
প্রভু কহে—গোবিন্দ ! আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৪
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দকহে—জগন্নাথ রাখে, মুই কোন্ ছার ॥ ৮৫
প্রভু কহে—তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাহাঁ-তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা ॥ ৮৬
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি-মনে ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা না চিবাইয়া আস্ত পিলু গিলিয়া খাইলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ইহা জানেন না, তাঁহারা চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন, ফলে তাঁহাদের মুখে ক্ষত হইয়া গেল। **গৌড়িয়া**—বাঙ্গালী।

৭৫। **লালা**—লোল।

৭৭। **যমেশ্বর টোটা**—নীলাচলে যমেশ্বর নামক বাগান। এখানে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী থাকিতেন। **দেবদাসী**—শ্রীজগন্নাথের চরণে উৎসর্গীকৃতা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, ইহারা জগন্নাথের সাক্ষাতে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। **লাগিলা গাইতে**—নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে।

৭৮। **গুর্জ্জরীরাগ**—গান গাহিবার এক রকম রাগিণী। **গীতগোবিন্দ-পদ**—জয়দেব গোস্বামীর রচিত গীতগোবিন্দ-নামক গ্রন্থের পদ। **জগ-মন-হরে**—কাণ্ডনের মধুর স্বরে জগদ্বাসীর মন হরণ করে।

৭৯। **হইল আবেশ**—গানের পদ শুনিয়া প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। **না জানে বিশেষ**—ঐ সুমধুর গীতটি কি স্ত্রীলোক গান করিতেছে, না কোনও পুরুষ গান করিতেছে, প্রভু তাহার কিছুই জানেন না। গাঢ় আবেশ বশতঃ স বিষয়ে প্রভুর অনুসন্ধানও ছিল না।

৮০। **তারে**—যে গান করিতেছে, তাহাকে। **সিজের বারি**—সিজ গাছের (মনসা নামক কণ্টকময় গাছের) বেড়া।

৮১। **আস্তে ব্যস্তে**—সন্ত্রস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

৮২। প্রেমাবেশবশতঃ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় প্রভু দ্রুতগতিতে গায়কের দিকে ধাবিত হইলেন, গায়িকা-দেবদাসীর প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ যাইয়া বলিলেন "প্রভু, স্ত্রীলোক এই গান করিতেছে।" ইহা বলিয়াই গোবিন্দ প্রভুকে জড়াইয়া নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, যেন প্রভু স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে না পারেন।

৮৩। **স্ত্রীর নাম**—স্ত্রীলোকে গান করে, ইহা। **বাহ্য হইলা**—বাহ্যস্মৃতি জন্মিল। **বাহুড়ি**—ফিরিয়া।

৮৪। **আমার হইত মরণ**—সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হইত বলিয়া মৃত্যুতুল্য অবস্থা হইত।

৮৭। **নেউটি**—ফিরিয়া। **মহাভয়**—বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া কোন দিন আবার প্রভু সিজের কাঁটায় পড়েন, না আর কোনও বিপদে পড়েন, ইত্যাদি ভাবিয়া ভয়।

এথা তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥ ৮৮
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিযা।
সঙ্গে সেবক চলে ঝালি বহিযা ॥ ৮৯
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস বামদাস।
বিশ্বাসখানাব কাযস্থ তেঁহো রাজাব বিশ্বাস ॥ ৯০
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পবম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯১
অষ্টপ্রহব বামচন্দ্র জপে বাত্রিদিনে।
সর্ব্ব ত্যাগি চলিলা জগন্নাথ-দবশনে ॥ ৯২
বঘুনাথভট্টেব সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায করি বহিযা চলিলা ॥ ৯৩
নানা সেবা কবি কবে পাদস বাহন।
তাতে রঘুনাথেব হয সঙ্কোচিত মন- ॥ ৯৪
'তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে'।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথে ॥ ৯৫
বামদাস কহে—আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণেব সেবা—এই মোব নিজধর্ম্ম ॥ ৯৬
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি তোমাব দাস।
তোমার সেবা কবিলে হয হৃদযে উল্লাস ॥ ৯৭
এত বলি ঝালি বহে, কবেন সেবনে।
রঘুনাথেব তারকমন্ত্র জপে রাত্রিদিনে ॥ ৯৮
এইমতে বঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুব চবণে যাই মিলিলা কুতুহলে ॥ ৯৯
দণ্ডপ্রণাম কবি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'বঘুনাথ' জানি কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১০০
মিশ্র আব শেখরেব দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাসভাব বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০১
'ভাল হৈল, আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমাব এথা কবিবে প্রসাদভোজন ॥' ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৯। গৌড়পথ—বঙ্গদেশেব মধ্য দিয়া যে-পথ আছে, সে-পথে। **ঝালি**—পেটাবী।

৯০। বিশ্বাস রামদাস—বামদাস বিশ্বাস-নামক জনৈক লোক।

বিশ্বাসখানার কায়স্থ—বামদাস বিশ্বাস জাতিতে কাযস্থ ছিলেন এবং কোনও বাজাব অধীনে বিশ্বাসখানা নামক বিভাগের কর্ম্মচাবী ছিলেন।

বিশ্বাস-খানা—যে বাজকীয় বিভাগে গোপনীয় কাগজপত্রাদি থাকে। **রাজার বিশ্বাস**—বাজাব বিশ্বাসেব ভাজন বা বিশ্বস্ত কর্ম্মচাবী।

৯১। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ—সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **কাব্য-প্রকাশ**—অলঙ্কাব শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থেব নাম। **কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক**—বামদাস-বিশ্বাস কাব্য প্রকাশ নামক গ্রন্থের অধ্যাপক ছিলেন ঐ গ্রন্থ তিনি ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। **রঘুনাথ-উপাসক**—তিনি বঘুনাথ শ্রীবামচন্দ্রেব উপাসক ছিলেন।

৯২। রামচন্দ্র—কোনও গ্রন্থে "বাম নাম" পাঠ আছে।

৯৩। ভট্টের ঝালি—বঘুনাথ ভট্টেব পেটাবি। **বহিয়া চলিলা**—বামদাস-বিশ্বাস ভট্টেব ঝালিটী মাথায় বহন করিয়া চলিলেন।

৯৮। তারকমন্ত্র—যে-মন্ত্র জপ কবিলে ভবসমুদ্র হইতে ত্রাণ পাওয়া যায। ৩।৩।২৪৭ পয়ারেব টীকা দ্রষ্টব্য।

১০০। প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন তপনমিশ্রেব গৃহে আহাব করিতেন, সেই সময়ে বঘুনাথ প্রভুব সেবা করিতেন। তাই প্রভু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন

১০১। মিশ্র—তপন মিশ্র। **শেখর**—চন্দ্রশেখর।

১০২। এই পয়ার রঘুনাথ-ভট্টেব প্রতি প্রভুর উক্তি।

কমললোচন—শ্রীজগন্নাথ। **প্রসাদ ভোজন**—কৃপা কবিয়া রঘুনাথকে নিজেব ভুক্তাবশেষ পাওয়াব সুযোগ দেওয়াব জন্যই যেন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি-ভক্তগণসনে মিলাইলা ॥ ১০৩
এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনেদিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ১০৪
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৫
রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সে-ই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৬
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষপাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৭

রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ ১০৮
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ববান্।
সর্ববচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ববজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১০৯
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পঢ়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥ ১১০
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিভা না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥ ১১১
'বৃদ্ধ মাতা-পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৮। অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা—সম্পূর্ণ আন্তরিক কৃপা করেন নাই। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু "প্রথমে" রামদাসকে অধিক কৃপা করেন নাই। এই "প্রথমে' শব্দ হইতে বুঝা যায়, প্রভু পরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করিয়াছিলেন।

১০৯। মুমুক্ষু—মুক্তিকামী, ভক্তিকামী নহেন। **বিদ্যাগর্ববান্**—বিদ্বান বলিয়া অহঙ্কারযুক্ত। রামদাসের মনে ভক্তির কামনা ছিল না, ভক্তি-বিরোধি মুক্তির কামনা ছিল, তাঁহার চিত্তে বিদ্যাবত্তার অহঙ্কারও ছিল, এইজন্য প্রভু প্রথমে তাঁহাকে সম্যক কৃপা করেন নাই, পরে তাঁহার এই দুইটী দোষ ত্যাগ করাইয়া, তাঁহাকে সম্যক কৃপা করিয়া বোধ হয় প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন।

সর্ববচিত্তজ্ঞাতা—সকলের অন্তর্য্যামী। প্রভু সর্ববজ্ঞ ভগবান্ এবং সকলের অন্তর্য্যামী বলিয়া রামদাস-বিশ্বাসের মুক্তি কামনা এবং বিদ্যাগর্বের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন

১১০। পট্টনায়কের—গোপীনাথ পট্টনায়কের।

গোষ্ঠীকে—পুত্রাদিকে।

১১১। বিভা—বিবাহ। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ-ভট্ট ব্রজলীলার রাগমঞ্জরী ছিলেন। "রঘুনাথাখ্যাকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৮৫ ॥"

১১২। "বৃদ্ধ পিতামাতা" হইতে "আসিহ নীলাচলে" পর্য্যন্ত রঘুনাথ ভট্টের প্রতি প্রভুর উপদেশ।

রঘুনাথ ভট্টের পিতামাতা ছিলেন গৌরগতপ্রাণ পরম ভাগবত। তাঁহাদের সেবায় তাঁহার ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

বৈষ্ণবের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করার জন্য মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে উপদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য এই। ভক্তিরস রসিক বৈষ্ণবব্যতীত অপর কেহ—সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও—শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। আবার, বৈষ্ণবের কৃপাব্যতীত মহাপণ্ডিতও শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। তাই বলা হয়—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" ভক্তির কৃপা হইলেই শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়, তাহাব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্য বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা, এমন কি টীকার অনুশীলনদ্বারাও মর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। ভক্তির বা ভক্তের কৃপাব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যাদির সহায়তায় টীকাদির অনুশীলন করিতে গেলে মর্ম্ম বুঝা তো দূরে, হয়তো টীকাদিতে অসঙ্গতি বা কষ্টকল্পনা বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাদি আছে মনে করিয়া অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে'।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাব গলে ॥ ১১৩
আলিঙ্গন কবি প্রভু বিদায় তাঁবে দিলা।
প্রেমে গরগব ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥ ১১৪
স্বরূপাদি-ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিযা।
বাবাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৫
চাবি বৎসর ঘবে পিতা-মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণবপণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পঢ়িলা ॥ ১১৬
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুন প্রভুব ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িযা ॥ ১১৭
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস বহি পুন প্রভু আজ্ঞা দিলা—॥ ১১৮
আমাব আজ্ঞায বঘুনাথ ! যাহা বৃন্দাবনে।
তাহা যাঞা বহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১১৯
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিবে কবিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান ॥ ১২০
এত বলি প্রভু তাঁবে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২১
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীব মালা।
ছুটা-পানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২২
সে মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' কবি মালা ধবিযা বাখিলা ॥ ১২৩
প্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় কবিল আসি রূপ-সনাতন ॥ ১২৪
রূপগোসাঞিব সভাতে কবে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পঢ়িতে প্রেমে আউলায তাঁব মন ॥ ১২৫
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রকণ্ঠ বোধে বাষ্প, না পাবে পঢ়িতে ॥ ১২৬
পিকস্বব কণ্ঠ, তাতে বাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পঢ়িতে ফিবায তিনচাবি বাগ ॥ ১২৭
কৃষ্ণেব সৌন্দয্য-মাধুয্য যবে পঢে-শুনে।
প্রেমেব বিহ্বল হয তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৮
গোবিন্দচবণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচবণাববিন্দ যাব প্রাণধন ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৩। **কণ্ঠমালা**—প্রভুব কণ্ঠস্থিত মালা।

১১৭। **কাশী পাইলে**—কাশীতে দেহত্যাগ কবিলে।

১২২। **চৌদ্দহাত** ইত্যাদি—জগন্নাথেব পসাদী চৌদ্দহাত লম্বা তুলসী-পত্রেব মালা। **ছুটাপান বিড়া**—ছুটা নামক পানেব খিলি। **পাঞাছিলা**—প্রভু পাইয়াছিলেন, জগন্নাথেব সেবকগণ মহোৎসব-উপলক্ষে প্রসাদী মালা ও পান প্রভুকে দিয়াছিলেন।

১২৩। **প্রভু তাঁরে দিলা**—প্রভু বঘুনাথভট্টকে কৃপা কবিয়া দিলেন। **ধরিয়া রাখিলা**—ভট্ট ধাবণ কবিলেন।

১২৬। **অশ্রু** ইত্যাদি—প্রেমে অষ্ট সাত্ত্বিকেব উদয় হইল। **নেত্র-কণ্ঠরোধে-বাষ্প**—বাষ্প (নেত্রজল), ভট্টেব চক্ষু এবং কণ্ঠকে রোধ কবায় তিনি আব ভাগবত পড়িতে পাবিলেন না, চক্ষুতে অধিক অশ্রু সঞ্চিত হওয়ায় অক্ষব দেখিতে পারেন নাই, কণ্ঠবোধ হওয়ায় কথা বলিতে পাবেন নাই।

১২৭। **পিক**—কোকিল। **পিকস্বর-কণ্ঠ**—রঘুনাথভট্টেব কণ্ঠস্বব কোকিলেব কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। **তাতে রাগের বিভাগ**—একে তো ভট্টেব কণ্ঠস্বব অতি মিষ্ট, তাতে আবাব তিনি নানাবিধ বাগরাগিণীব সহিত ভাগবতেব শ্লোক উচ্চারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার পাঠ আরও মধুর হইত।

ফিরায় তিন চারি রাগ—এক এক শ্লোক পড়িতে তিনি তিন চারি বকমের বাগবাগিণী ব্যবহাব কবিতেন। "তিন চাবি" স্থলে "ছয় ছয়"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১২৮। **কিছুই না জানে**—বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া ফেলেন।

১২৯। **গোবিন্দ-চরণে**—শ্রীরূপগোস্বামীর স্থাপিত শ্রীগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহেব চবণে।

নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ-মন্দির করাইল।
বংশী-মকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥ ১৩০
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে—না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩১
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে ॥ ১৩২
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধিলেন গলে ॥ ১৩৩
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এইত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল ॥ ১৩৪
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৫
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥ ১৩৬
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তার কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৭
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদা-
নন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩০। নিজ শিষ্য ইত্যাদি—রঘুনাথভট্ট নিজের কোনও এক ধনী শিষ্যকে বলিয়া শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দের বংশী, মকর-কুণ্ডলাদি অলঙ্কার তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। জয়পুরাধিপতি মহারাজ মানসিংহই শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি ভট্টগোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীগোবিন্দজীউর বর্ত্তমান মন্দিরের নিকটে এখনও সেই অপূর্ব্ব মন্দির বিদ্যমান, ইহার উপরের অংশ এখন নাই।

১৩১। গ্রাম্যবার্ত্তা—বৈষয়িক কথা।

১৩২। নিন্দ্য কর্ম্ম—নিন্দনীয় কর্ম্মের কথা। **নাহি পাড়ে কাণে**—শুনেন না।

রঘুনাথ ভট্ট মনে করিতেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাই তিনি বৈষ্ণবের কোনও নিন্দনীয় কার্য্যের কথা কখনও শুনিতেন না।

১৩৩। মহাপ্রভুর দত্তমালা—মহাপ্রভু যে-চৌদ্দহাত তুলসীর মালা (অথবা যে-কণ্ঠমালা) দিয়াছিলেন, তাহা। **মননের কালে**—লীলা-স্মরণ-মননের সময়ে। **প্রসাদ-কড়ার সহ**—প্রসাদী চন্দন সহ। "মননের" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "মরণের" পাঠও আছে।

১৩৪। অনর্গল—বাধাশূন্য।

১৩৬। রঘুনাথে—রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর প্রতি।

কৃপা-প্রেমফলে—কৃপার ফল কৃষ্ণপ্রেম।

অন্ত্য-লীলা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্ যদ্ ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ংভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃষ্ণবিরহ বিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণ বিরহ জাতয়া ভ্রান্ত্যা যদ্যৎ ভাবচেষ্টাদিকম্। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য লীলার এই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিভ্রমবশতঃ) মনসা (মনোদ্বারা) বপুষা (দেহদ্বারা) ধিয়া (এবং বাক্যদ্বারা) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ব্যধত্ত (বিধান করিয়াছিলেন) অধুনা (এক্ষণে) তল্লেশঃ (তাহার কিঞ্চিন্মাত্র) কথ্যতে (বলা হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বিভ্রমহেতু মন, শরীর ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা—কৃষ্ণবিরহ জনিত বিভ্রমদ্বারা বিভ্রম শব্দে এস্থলে দিব্যোন্মাদই সূচিত হইতেছে—"ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে" বলিয়া (উ নী স্থা। ১৩৭) ইহা মোহনাখ্য মহাভাবের একটি বৈচিত্রী। এই বৈচিত্রীর আবেশে ভক্তের আচরণ ভ্রমময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভ্রমময় নহে (৩।১৪।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) বিভ্রান্তি শব্দে এইরূপ আচরণের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মাথুর বিরহে শ্রীরাধা যেরূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফূর্ত্তিতে তদ্রূপ দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৩।১৪।২ শ্লোকের টীকা হইতে জানা যাইবে—এই দিব্যোন্মাদ প্রেমবৈবশ্যেরই ফল, প্রেমবৈবশ্যদ্বারা মুখ্যতঃ মন বা চিত্তই প্রভাবান্বিত হয় এবং মন যখন বিবশতা প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিদ্বারাও তখন সেই বিবশতা প্রকাশ পাইতে থাকে কারণ, বুদ্ধি মনেরই একটী বৃত্তিবিশেষ, এই বুদ্ধিই আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে এবং বাক্যকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, এইরূপে মনের প্রেমবৈবশ্য অঙ্গাদিদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত হইতে থাকে (৩।১৪।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্লোকস্থ **মনসা বপুষা ধিয়া** বাক্যে এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু মনের দ্বারা, দেহ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের কিঞ্চিৎ—প্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টার যৎকিঞ্চিৎ এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইতেছে—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

১। **ভক্তগণ-প্রাণ**—ভক্তগণের প্রাণ যিনি, যিনি বা যে-শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের প্রাণতুল্য প্রিয়তম। অথবা, ভক্তগণ প্রাণ যাঁহার, ভক্তগণ যাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র।

জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ২
জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৩
প্রভুর বিরহোন্মাদভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহো যদ্যপি হয় ধীর ॥ ৪
বুঝিতে না পারে যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?।
সে-ই বুঝে বর্ণে,—চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ ৫
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস।
এই-দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥ ৬
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥ ৭
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সঙ্ক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২। **চৈতন্যজীবন**—চৈতন্যের জীবনতুল্য, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবন বা প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ। অথবা, চৈতন্যই জীবন যাঁহার, শ্রীচৈতন্য যাঁহার জীবনসদৃশ—প্রাণতুল্য প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ। **গৌর-প্রিয়তম**—গৌরের প্রিয়তম ভক্ত।

৩। **শক্তি দেহ** ইত্যাদি—গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই শ্রীশ্রীনিতাই গৌর-সীতানাথের এবং শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণের বন্দনা করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে এরূপ শক্তি দেন, যাহাতে তিনি গৌর-লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শক্তি-প্রার্থনার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪। **বিরহোন্মাদ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জনিত দিব্যোন্মাদ। **বিরহোন্মাদ-ভাব**—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদের ভাব। **গম্ভীর**—গূঢ়, রহস্যময়, অপরের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। **যদ্যপি হয় ধীর**—দেহ-দৈহিক-বিষয়ের চিন্তাবশতঃ চিত্তের যে চঞ্চলতা জন্মে, সেই চঞ্চলতা যাঁহার নাই, তিনিও। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদে রাধাভাবে ভাবিত প্রভু যে-সকল অনির্ব্বচনীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, সে-সকল এত রহস্যময় এবং দুর্ব্বোধ যে, কেহই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন, এমন কি দেহ দৈহিক বিষয়ের চঞ্চলতাও যাহার চিত্তে স্থান পায় না, এমন মহাধীর ব্যক্তির পক্ষেও তাহা দুর্গম।

৫। যে ভাব বুঝিতেই পারা যায় না, তাহা কিরূপে বর্ণন করিতে পারা যাইবে? বাস্তবিক যিনি যত উচ্চ অধিকারীই হউন না কেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ কেহই উপলব্ধি করিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তি দেন, একমাত্র তিনিই ইহা বুঝিতেও পারেন, বর্ণন করিতেও পারেন।

তাই কবিরাজগোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। এই পরিচ্ছেদে প্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইবে।

৬। **এই-দুই-কড়চাতে**—স্বরূপদামোদরের কড়চায় এবং রঘুনাথদাসের কড়চায়। **কড়চা**—সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। **এ লীলা**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা। শ্রীল রঘুনাথদাসের স্তবাদিকেই তাহার কড়চা বলা হইয়াছে।

৭। **সে কালে**—যে-সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ লীলা প্রকট করেন, সেই সময়ে।

এ দুই—স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথ দাস।

রহে মহাপ্রভুর পাশে—তাঁহারা উভয়েই তখন প্রভুর নিকটে ছিলেন, সুতরাং প্রভুর দিব্যোন্মাদ লীলা—যাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের কড়চায় যথাযথ লিখিয়া রাখিয়াছেন

আর সব কড়চাকর্ত্তা—শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপুর প্রভৃতি প্রভুর চরিত্র-লেখকগণ তখন নিজ নিজ দেশে ছিলেন, সুতরাং প্রভুর দিব্যোন্মাদ লীলাসম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।

৮। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিক্ষণে। **অনুভবি**—প্রভুর মনের ভাব অনুভব করিয়া। **সংক্ষেপে বাহুল্যে**—

স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকা ব্যবহার ॥ ৯
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবেতে জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন ॥ ১০
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ ১১
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥ ১২
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করে ইত্যাদি—তাঁহারা তাঁহাদের কড়চায় সংক্ষেপে বহুবিধ লীলা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রভুর বহু বহু লীলাই কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক লীলাই অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, **অথবা,** সংক্ষেপে—অল্পের মধ্যে, অল্পকথায়। **বাহুল্যে**—বিস্তৃতরূপে। তাঁহারা অতি অল্পকথায় এমন কৌশলের সহিত প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিলেই প্রভুর লীলা সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান জন্মে। **কড়চা গ্রন্থন**—কড়চা রচনা।

৯। **স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা**—স্বরূপদামোদর সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে, প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন (তাঁহার কড়চায়)। **রঘুনাথ বৃত্তিকার**—রঘুনাথদাস ঐ সূত্রের বিবৃতি লিখিয়াছেন, স্বরূপদামোদর যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, রঘুনাথ তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদেও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।" **তার বাহুল্য বর্ণি**—রঘুনাথদাসের বর্ণিত লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করি (পাঁজিটীকা ব্যবহারদ্বারা)। **পাঁজি**—প্রস্তাবনা। **পাঁজি-টীকা ব্যবহার**—ঐ সমস্ত লীলার প্রস্তাবনা ও টীকা করিয়া বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

১০। **তাতে**—সেই হেতু।

গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্ণিত হইতেছে, সাক্ষাদ্ভাবে তাহা দর্শনের সৌভাগ্য যদিও আমার হয় নাই, তথাপি ইহার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, যে সময়ে প্রভু এই দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকটিত করেন, সেই সময়ে স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সমস্তই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কড়চায় যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং স্বয়ং রঘুনাথদাস নিজমুখে প্রভুর লীলা সম্বন্ধে আমার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমিও তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং আমার বর্ণনায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

ভাবের বর্ণন—প্রভুর দিব্যোন্মাদের বর্ণন। **হইবে ভাবেতে জ্ঞান**—বিশ্বাস করিয়া এই লীলা শ্রবণ করিলে ভাবের স্বরূপ জানিতে পারিবে।

পরবর্ত্তী কয় পয়ারে গ্রন্থকার দিব্যোন্মাদের প্রস্তাবনা (পঞ্জী) করিতেছেন।

১১। **গোপীর**—শ্রীরাধার। **দশা**—চিন্তা জাগর্য্যাদি দশ দশা। **প্রভুর**—শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত-চিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর।

১২। **উদ্ধবদর্শনে**—শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন মথুরা হইতে ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া। **যৈছে**—যেরূপ, চিত্রজল্পাদি ভাব যেরূপ। **রাধার বিলাপ**—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৭শ অধ্যায়ে "মধুপ কিতব-বন্ধো", প্রভৃতি ভ্রমর-গীতোক্ত দশটী শ্লোকে শ্রীরাধার বিলাপ বর্ণিত আছে। **উন্মাদ বিলাপ**—দিব্যোন্মাদ-জনিত চিত্রজল্পাদি।

১৩। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু সর্ব্বদাই নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভু শ্রীরাধার ন্যায় বিলাপ করিয়াছেন।

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥ ১৪

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব-
প্রকরণে (১৩৭)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেযুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কামপি নির্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেযুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৪। দিব্যোন্মাদের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ আসিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। **অধিরূঢ়-ভাব**—২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দিব্যোন্মাদ**—পরবর্ত্তী "এতস্য মোহনাখ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রলাপ**—২।২।৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২। অন্বয়। কাম্ অপি (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) গতিং (বৃত্তি—বৈচিত্রী) উপেযুষঃ (প্রাপ্ত) এতস্য (এই) মোহনাখ্যস্য (মোহন নামক ভাবের) ভ্রমাভা (ভ্রমাভা—ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান) কাপি (কোনও এক অদ্ভুত) বৈচিত্রী (বৈচিত্রীই) দিব্যোন্মাদঃ (দিব্যোন্মাদ) ইতি (ইহা) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)। উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ (উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প-প্রভৃতি) বহবঃ (অনেক) তদ্ভেদাঃ (তাহার—দিব্যোন্মাদের—ভেদ) মতাঃ (কথিত হয়)।

অনুবাদ। কোনও এক অনির্ব্বচনীয়-বৃত্তিপ্রাপ্ত মোহন নামক ভাবের ভ্রমাভা অদ্ভুত বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক রকমের ভেদ আছে। ২

মোহনাখ্যস্য—মোহন নামক ভাবের, ২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকায় মোহনের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **ভ্রমাভা**—ভ্রমের ন্যায় আভা আছে যাহার, আপাতঃদৃষ্টিতে যাহাকে ভ্রম বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ যাহা ভ্রম নহে, তাহাকেই ভ্রমাভা বলে। **দিব্যোন্মাদ, উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প**—২।২৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দিব্যোন্মাদ প্রাকৃত উন্মাদ রোগ নহে। প্রাকৃত উন্মাদ রোগ মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে বলিয়া প্রাকৃত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কোনও বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিবেশের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু দিব্যোন্মাদ এরূপ নহে। দিব্যোন্মাদ প্রেমের গাঢ়তার ফল, প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ প্রিয় বিরহে প্রিয়-সম্বন্ধীয় কোনও একটী বিষয়ে চিত্তের নিবিড় আবেশ জন্মে, এই নিবিড় আবেশের ফলে সেই বিষয়েই সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়। সমস্ত চিত্তবৃত্তি একটী মাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া অন্য বিষয়ে তাহাদের কোনও অনুসন্ধানই থাকে না। প্রাকৃত উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না, তাহার কারণ এই যে, কোনও বিষয়ে অনুসন্ধানের শক্তিই তাহার নষ্ট হইয়া যায়। দিব্যোন্মাদে অনুসন্ধানের শক্তি নষ্ট হয় না, সমস্ত অনুসন্ধান-শক্তি একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয় বলিয়া, অপর বিষয়ে এই শক্তির প্রয়োগ থাকে না। যে বিষয়ে এই অনুসন্ধান শক্তির প্রয়োগ থাকে না, সেই বিষয় সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ ভ্রমময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক ইহা ভ্রম নহে, কারণ, ভ্রম মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র। তাই ঐ বিষয়-সম্বন্ধে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণকে ভ্রম না বলিয়া "ভ্রমাভা" (যাহা ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক ভ্রম নহে, তাহা) বলা হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদে, যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ থাকে না, চিত্তবৃত্তির বাস্তবিক বিবশতা না জন্মিলেও দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তির সেই বিষয়-সম্বন্ধীয় আচরণ যেন চিত্ত-বৃত্তির বিবশতার ফল বলিয়াই মনে হয়। এই তথাকথিত বৈবশ্যকে প্রেম-বৈবশ্য বলা যাইতে পারে। এই মানসিক প্রেম বৈবশ্যের অভিব্যক্তি দুই রকমে হইতে পারে—কায়িকী ও বাচনিকী। এই প্রেম-বৈবশ্যের কায়িক বিকাশকেই বলে উদ্ঘূর্ণা, আর বাচনিক বিকাশকে বলে চিত্রজল্প। শ্রীকৃষ্ণ

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন ॥ ১৫
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥ ১৬
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যখন মথুরায়, তখন পূর্ব্বকথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন নিকুঞ্জাভিসারের কথা শ্রীরাধার মনে হইল। তখন এই নিকুঞ্জাভিসারে তাঁহার চিত্তবৃত্তি এমন গাঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে নাই, সেই বিষয়েই তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না (প্রেম-বৈবশ্য)। অভিসারের ভাবে তন্ময় হইয়া তিনি নিকুঞ্জে অভিসার করিলেন, নিকুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্প শয্যাদি রচনা করিলেন। প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ শ্রীরাধার এই যে কায়িকী চেষ্টা, ইহাই উদ্‌ঘূর্ণার একটী উদাহরণ। আবার শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব যখন ব্রজগোপীদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত দূত-বিষয়ে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, তাঁহার চরণ সান্নিধ্যে একটী ভ্রমর তখন উড়িয়া যাইতেছিল, তিনি সেই ভ্রমরকেও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেরিত দূত বলিয়া মনে করিলেন—বাক্‌শক্তিহীন, বিচারবুদ্ধিহীন একটী ভ্রমর যে কোনও দৌত্য-কার্য্যের যোগ্য হইতে পারে না, সেই বিষয়েই তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না। ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া মনের আবেগে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অনেক ভাব-বৈচিত্রী-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রেম বৈবশ্যের এই যে বাচনিক বিকাশ, ইহাই চিত্রজল্পের একটী দৃষ্টান্ত। কথায় প্রকাশিত ভাবের বৈচিত্রীভেদে এই চিত্রজল্প আবার প্রজল্প, পরিজল্প প্রভৃতি দশ ভাগে বিভক্ত।

১৫। মহাপ্রভু স্বপ্নে একদিন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই এই কয় পয়ারে বর্ণন করিতেছেন।

১৬-১৭। স্বপ্নে তিনি কি দেখিলেন, তাহা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু স্বপ্নে দেখিলেন, গোপীগণ মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ঐ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীরাধা-ভাব দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরূপ, সুতরাং শ্রীরাধার ভাবেই তিনি সর্ব্বদা বিভাবিত, কিন্তু এস্থলে তিনি দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণ গোপীগণের মণ্ডলী মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, ইহাতে বুঝা যায়, রাস-লীলার স্বপ্নদর্শন-সময়ে প্রভু নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করেন নাই, সুতরাং ঐ সময়ে তিনি যেন রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত ছিলেন না। যদি তিনি নিজেকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু প্রভু এস্থলে যেন দর্শকরূপে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিয়াছেন। ইহার হেতু কি?

সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের স্বভাবই হইল শ্রীরাধার ভাব। প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজেই ললিতাদি-সখীরূপে স্বীয় কায়ব্যূহ প্রকট করিয়াছেন। "আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ ১।৪।৬৮-৬৯॥" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা-স্বরূপ, ললিতাদি সখীগণ এই লতার শাখা, পুষ্প ও পত্র সদৃশ। "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্পপাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শাখা-পত্র-পুষ্প লইয়াই যেমন লতার পূর্ণতা, তদ্রূপ সখী-মঞ্জরী আদির ভাব লইয়াই শ্রীরাধার ভাবের পূর্ণতা—শ্রীরাধা স্বয়ংরূপে যেমন এক স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেছেন, আবার সখী-মঞ্জরী-আদি বহু স্বরূপেও রসিকশেখরের প্রীতি-বিধান করিতেছেন। সুতরাং সখী-মঞ্জরী-আদির ভাবও শ্রীরাধার ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। শ্রীরাধা যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চেষ্টা করেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও ঠিক সেই সেই ভাবে তাঁহার ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের সেবা করিয়া স্বীয় (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রয়াসী। সুতরাং শ্রীরাধাভাবের মধ্যে যেমন শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের ভাব

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ' এই জ্ঞান হৈলা॥ ১৮
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন' জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা॥ ১৯
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥ ২০
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এবং সখী মঞ্জরী আদির ভাব অন্তর্ভুক্ত আছে, তদ্রূপ রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যেও স্বয়ংরূপ শ্রীরাধার ভাব এবং সখী মঞ্জরী আদির ভাব বিদ্যমান আছে। তাই, প্রভু কখনও শ্রীরাধার স্বয়ংরূপের ভাবে, আবার কখনও বা শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা সখী মঞ্জরী আদির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার ব্রজলীলার আস্বাদন করিয়া থাকেন। রাস লীলার স্বপ্নে প্রভু মঞ্জরী-ভাবেই আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীরাধা ও সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাস লীলা করিতেছেন, সেবা পরা মঞ্জরীরূপে তিনি দূরে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন।

আর একভাবেও এই বিষয়টী বিবেচনা করা যায়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিষয়-জাতীয় সুখই আস্বাদন করিয়াছেন, আশ্রয়-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা, অর্থাৎ প্রিয় ভক্তের সেবা গ্রহণ করাতে যে সুখ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি ব্রজে আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু অসমোর্দ্ধ মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে প্রিয়ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, তাহা তিনি আস্বাদন করেন নাই—তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা। এক্ষণে, ব্রজে স্বয়ং শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, সখীগণ সেবা করিয়াছেন, মঞ্জরীগণও করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেবা সুখের বৈচিত্রী উপভোগ করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল বৈচিত্রীময় সেবা সুখ পূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীরাধারূপে, সখীরূপে এবং মঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা প্রয়োজন। এই সেবা সুখ (আশ্রয়-জাতীয় সুখ) আস্বাদনপ্রয়াসী শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বা সখীর ভাবে, আবার কখনও বা মঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট হইতেন।

অন্য গোপীভাবে প্রভুর বৈশিষ্ট্য। প্রভু যখন শ্রীরাধাব্যতীত অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট হন, তখনও অন্য গোপী হইতে প্রভুর ভাবের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটী এইরূপ। অন্য গোপীদের মধ্যে থাকে মহাভাব, কিন্তু প্রভুর মধ্যে থাকে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব (যাহা শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপীতেই নাই), যেহেতু, মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়ভূত শ্রীকৃষ্ণই হইলেন প্রভু। সুতরাং অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট অবস্থাতেও তিনি শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন এবং তজ্জনিত পূর্ণতম আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। শ্রীরাধার সঙ্গে বিলসিত শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপের আস্বাদন প্রভুর পক্ষে এইভাবেই সম্ভব।

১৮। **সেই রসে আবিষ্ট হইলা**—মঞ্জরী-ভাবে রাস-রসে আবিষ্ট হইলেন।

১৯। **প্রভুর বিলম্ব দেখি**—নিদ্রা হইতে জাগরণের বিলম্ব দেখিয়া। **স্বপ্ন জ্ঞান হৈল**—স্বপ্নেই রাস-লীলা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল, নিদ্রাবস্থায় মনে করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াই সাক্ষাদ্ভাবে রাস-লীলা দর্শন করিতেছেন। **দুঃখী হৈলা**—রাস-লীলা দর্শনে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া দুঃখী হইলেন।

২০। **দেহাভ্যাসে**—দেহের অভ্যাসবশতঃ। জাগ্রত হইলেও প্রভুর মন স্বপ্নদৃষ্ট রাস-লীলার ভাবেই আবিষ্ট ছিল, তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যস্মৃতি না হওয়ায় দৈহিক নিত্যকৃত্যাদির প্রতি তাঁহার অনুসন্ধান ছিল না, তথাপি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ কেবল যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিলেন, এবং দর্শনের সময়ে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন।

কালে—সময়ে, দর্শনের যোগ্য সময়ে।

২১। **যাবৎকাল**—যতক্ষণ পর্য্যন্ত, যে সময়ে। **গরুড়ের পাছে**—গরুড় স্তম্ভের পাছে। শ্রীজগন্নাথের

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা। গরুড়ে চঢ়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিয়া ॥ ২২

দেখি গোবিন্দ অস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা। তারে নাম্বাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা—॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সম্মুখস্থ জগমোহন নামক নাটমন্দিরের পূর্ব্বপ্রান্তে গরুড়স্তম্ভ নামে একটী স্তম্ভ আছে প্রভু এই গরুড়স্তম্ভের পাছে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। **প্রভুর আগে**—প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া। **লাখে লাখে**—বহু, অসংখ্য।

২২। **উড়িয়া এক স্ত্রী**—উড়িষ্যাদেশীয়া কোনও একজন স্ত্রীলোক।

ভিড়ে দর্শন না পাইয়া—জগমোহনে তখন এত লোক দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিল যে, সকলের সঙ্গে সমান ভাবে দাঁড়াইলে সেই স্ত্রীলোকটীর পক্ষে শ্রীজগন্নাথ দর্শন সম্ভব হইত না লোকের মাথার আড়ালে জগন্নাথ দর্শন ঘটিত না। অথচ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত বলবতী উৎকণ্ঠা, তাই স্ত্রীলোকটী গরুড়-স্তম্ভে আরোহণ করিয়া প্রভুর স্কন্ধে এক পা রাখিয়া (এইরূপে নিজের মাথা উচ্চ করিয়া) মনের সুখে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে দর্শনের উৎকণ্ঠায় এবং পরে দর্শনানন্দে, ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকটী এতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যে প্রভুর স্কন্ধে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই তিনি জানিতে পারেন নাই। জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মন। যার কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ৩।৪।২৭ ॥'

২৩। **দেখি**—স্ত্রীলোকটী প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়াছেন দেখিয়া। **গোবিন্দ**—প্রভুর সেবক ও সহচর গোবিন্দ। **অস্তে ব্যস্তে**—তাড়াতাড়ি, সন্ত্রস্তভাবে। **স্ত্রীকে বর্জ্জিলা**—প্রভুর কাঁধে পা রাখিতে স্ত্রীলোকটীকে নিষেধ করিলেন। **তারে নাম্বাইতে** ইত্যাদি—স্ত্রীলোকটী মনের সুখে যেমন দর্শন করিতেছিলেন, তেমনই দর্শন করুন প্রভুর কাঁধ হইতে নামাইয়া তাঁহার দর্শনানন্দ যেন নষ্ট করা না হয়, এজন্য প্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন।

অন্ত্যের ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইয়াছি যে, গীতগোবিন্দের একটী গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় প্রভু যখন ধাবিত হইতেছিলেন, তখন, স্ত্রীলোক-দেবদাসী গান করিতেছে বলিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, তখন প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল এবং গোবিন্দকে প্রভু বলিলেন—"গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রীস্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৩।১৩।৮৪ ॥"

কিন্তু এই পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, একটী স্ত্রীলোক প্রভুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছে, প্রভু তাহাকে নিষেধ করিতেছেন না, গোবিন্দ তাহাকে নামাইতে গেলেও প্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি?

ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—দেবদাসীর গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রভু যখন ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না—স্ত্রীলোক দেবদাসীই যে ঐ গান করিতেছিল আর তিনিও যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক সন্ন্যাসী—এই স্মৃতিই তখন প্রভুর ছিল না। প্রেমের আবেশে প্রভু ছুটিয়াছেন—যেন প্রেমই প্রবল আকর্ষণে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে সিজের কাঁটার উপর দিয়াই প্রভু চলিলেন, প্রভুর অঙ্গে কত কাঁটা ফুটিতে লাগিল, কিন্তু প্রভু তাহার কিছুই টের পান নাই। গোবিন্দ যখন তাঁহাকে ধরিলেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক সন্ন্যাসী, আর যে কীর্ত্তন করিতেছে সে একজন স্ত্রীলোক। তাই সন্ন্যাস আশ্রমের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া প্রভু বলিলেন "স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৩।১৩।৮৪ ॥"

কিন্তু যেদিন উড়িয়া স্ত্রীলোক প্রভুর কাঁধে চড়িয়াছিল, প্রভুর সেই দিনের অবস্থা অন্যরূপ। পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রভু রাস-লীলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, "দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ, এই জ্ঞান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হৈলা ॥" গোপীভাবে প্রভু স্বপ্নে রাস-লীলা দেখিতেছিলেন, গোবিন্দ যখন প্রভুকে জাগাইলেন, তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই, ঐ আবেশ লইয়াই কেবল অভ্যাসবশতঃ প্রভু নিত্যকৃত্যাদি সমাধা করিলেন। "দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন ॥" প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তখনও প্রভুর প্রেমাবেশ ছুটে নাই, পূর্ব্ব-রাত্রির আবেশ তখনও প্রভুর ছিল, পূর্ব্ব-রাত্রিতে গোপীভাবে তিনি রাস-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর মদনমোহন মুরলীবদনরূপে দেখিয়াছিলেন, ঐ আবেশের বশে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে আসিয়াও তাহাই দেখিলেন, জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহের প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়াও প্রভু জগন্নাথকে দেখিতে পান নাই—তিনি "জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ৩।১৪।২৯ ॥" আর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু চারিদিকের কোনও বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান নাই, সর্ব্বত্রই তিনি ঐ শ্যামসুন্দর-মুরলীবদনই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এইরূপই লিখিত আছে:—"পূর্ব্বে যখন আসি কৈল জগন্নাথ দরশন। জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন। যাহাঁ-তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥ ৩।১৪।২৯-৩০ ॥" এইরূপই যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখনই উড়িয়া-স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্কন্ধারোহণ করেন, সুতরাং তাঁহার স্কন্ধারোহণের কথা প্রভু কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাই প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন নাই, নিজেও তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করেন নাই।

তারপর, গোবিন্দ যখন স্ত্রীলোকটীকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল, তখনই প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্য হইল, স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইলেন,—"এবে স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। ৩।১৪।৩১ ॥" কিন্তু তখনও প্রভু এরূপ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাহাতে তাঁহার আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে, একটী কথা এখানে স্মরণ করিতে হইবে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ লীলা বর্ণন করিতেছেন, স্বপ্নে রাস লীলা দর্শনের সময় হইতেই প্রভুর চিত্তবৃত্তি মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণে সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, জাগরণের পরেও চিত্তবৃত্তির এই কেন্দ্রীভূত অবস্থা ছিল, তাই প্রভু জগন্নাথেও ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেখিয়াছিলেন, "যাহা তাহা সর্ব্বত্রই মুরলীবদন" দেখিয়াছিলেন (ইহা উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ)। উড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে সরাইবার নিমিত্ত গোবিন্দের চেষ্টায় প্রভুর চিত্তবৃত্তির এই কেন্দ্রীভূততা একটু তরল হইল—স্ত্রীলোকটীর মূর্ত্তির প্রতি প্রভুর কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান জন্মিল, তাই প্রভু স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন, কিন্তু তখনও প্রভুর চিত্তবৃত্তির কেন্দ্রীভূততা এমন তরল হয় নাই, যাতে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান জন্মিতে পারে—গোবিন্দের চেষ্টায় স্ত্রীলোকটীর প্রতিই প্রভুর মনোযোগ কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর নিজের প্রতি প্রভুর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই—গোবিন্দও তদ্রূপ কোনও চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং প্রভু যখন স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিলেন, তখনও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অভিমান ফিরিয়া আসে নাই—তখনও তাঁহার মনে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে পূর্ব্বভাবের আবেশ, গোপীভাবের আবেশই ছিল। শ্রীগ্রন্থের পয়ার হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া প্রভুর যখন বাহ্য হইল, তখন তাঁহার একমাত্র শ্যাম-সুন্দর মুরলী-বদন-দর্শনের আবেশ ছুটিয়া গেল, তখনই তিনি জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারিলেন, কিন্তু জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকিলেও নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরেই যে তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন, এই জ্ঞান তখনও তাঁহার হইয়াছিল না। পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত ছিল বলিয়া সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পান নাই, এক্ষণে গোবিন্দের চেষ্টায় স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাওয়ায় চিত্তবৃত্তির নিবিড়তা একটু তরল হওয়াতে তাহা সুভদ্রা-বলরামেও প্রসারিত হইল, তাই প্রভু সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণেই চিত্তবৃত্তির অধিকতর আবেশ, তাই নিজের গোপীভাবের আবেশে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু গোপীগণ, সুভদ্রা-বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রেই দেখিয়াছিলেন; তাই গোপীভাবের আবেশে প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই

"আদিবশ্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন ।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥" ২৪
অস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নাম্বিলা ।
মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন কবিলা ॥ ২৫
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা— ।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥ ২৬

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-প্রাণ-মনে ।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহো নাহি জানে ॥ ২৭
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায় ।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমারো বা হয় ॥ ২৮
পূর্ব্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন ।
জগন্নাথে দেখে— সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুভদ্রা বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন না, কারণ সুভদ্রা বলরাম সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি গোপীভাবে ভাবিত চিত্ত প্রভুর চিত্তবৃত্তিকে কুরুক্ষেত্রেই টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাই দেখিতে পাওয়া যায় (৩।১৪।৩১-৩২)—"এবে স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিল। 'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন। 'কাহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাম, কাহাঁ বৃন্দাবন ॥' ইহাতে পরিষ্কাররূপেই বুঝা যায় যে, যখন প্রভু উড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আবেশ ছুটিয়া গেল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাবে তাঁহার মন আবিষ্ট হইল। সুতরাং পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বপ্ন দর্শনের সময় হইতে যে গোপী ভাবে প্রভুর চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দর্শনের আবেশের সময়েও তাঁহার সেই গোপী ভাবের আবেশই ছিল। পূর্ব্ব রাত্রি হইতে তখন পর্য্যন্ত তাঁহার গোপী ভাবের আবেশই নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বিদ্যমান ছিল, কোনও সময়েই তাঁহার চিত্তে নিজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিমান স্ফুরিত হয় নাই। নিজের গোপী ভাবেই তিনি উড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিমানে দেখেন নাই, তাই স্ত্রীলোকটীকে দেখার পরেও তাঁহার স্পর্শ বা উপস্থিতিতে প্রভু সঙ্কুচিত হয়েন নাই, দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করেন নাই। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই।

সন্ন্যাস আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষার্থেই গীতগোবিন্দ কীর্ত্তনরত দেবদাসী হইতে প্রভু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িয়া স্ত্রীলোকটীর সান্নিধ্য সময়ে প্রভুর নিজের স্মৃতিই ছিল না, সন্ন্যাসাশ্রমের স্মৃতিও ছিল না, তাই সঙ্কোচের অবকাশ হয় নাই।

২৪। **আদি বশ্যা**— মহত্ত্বসূচক গালি, মূর্খ। ৩।১০।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **না কর বর্জ্জন**—নিষেধ করিও না।

২৫। **চরণ বন্দনা কবিলা**—এতক্ষণ স্ত্রীলোকটীর বাহ্যস্মৃতি ছিল না, এক্ষণে গোবিন্দের কথায়, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন যে, তিনি প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়া দর্শন করিতেছেন। তাড়াতাড়ি নামিয়া মহা-অপরাধজনক কাজ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অপরাধ ক্ষমা চাহিলেন।

২৬। **তার আর্ত্তি**—জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর বলবতী উৎকণ্ঠা এবং দর্শন করার পরে তাঁহার আনন্দ তন্ময়তা।

২৭। **তনু-মন-প্রাণে**— দেহ, মন এবং প্রাণ।

২৮। **বন্দোঁ**—বন্দনা করি। **ইহার পায়**—এই স্ত্রীলোকটির চরণে। **প্রসাদে**—অনুগ্রহে।

প্রভু এই পয়ারে ভক্তভাবে ভক্তোচিত—অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিরহখিন্ন গোপীর ভাবোচিত—দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। এতাদৃশ দৈন্য প্রকাশই পূর্ব্বাপরসঙ্গতিযুক্ত।

২৯। **পূর্ব্বে যবে**—সেই দিন প্রথমে যখন।

জগন্নাথে দেখে ইত্যাদি—পূর্ব্ব-রাত্রির রাস-লীলার স্বপ্নের আবেশ প্রভুর এখনও রহিয়াছে। তখন হইতে রাস-বিহারী শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকায়, জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতেও প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহাঁ-তাহাঁ দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥ ৩০

এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেখিতে পাইলেন অন্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান না থাকায় শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতে পাইলেন না। ইহা উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ রাসলীলার স্বপ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই উদ্‌ঘূর্ণা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৪।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। **স্বপ্নের দর্শনাবেশে**—পূর্ব্ব-রাত্রিতে যে রাসলীলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই রাসলীলার আবেশ

তদ্রূপ হৈল মন ইত্যাদি—স্বপ্নদৃষ্ট রাসলীলার আবেশের অনুরূপ প্রভুর মনের অবস্থা হইল। রাসলীলা দর্শন সময়ে প্রভুর নিজের যেমন গোপীভাবের আবেশ ছিল, এখনও নিজের সম্বন্ধে তদ্রূপ গোপীভাবের আবেশ নিজের গোপী অভিমান। আর শ্রীকৃষ্ণে মনোবৃত্তি সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, যাহা কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতেই মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতে পান—অপর বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান না, অনুসন্ধানের অভাববশতঃ। ইহা উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

যাহাঁ-তাহাঁ দেখে—যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সেই বস্তুতেই মুরলীবদনকেই দেখেন, সেই বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পান না।

কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠটীও আছে:—'পীতাম্বর বনমালা মুরলীবদন। চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ উড়ায় পবন॥' অর্থ—যেদিকে প্রভু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, আর দেখেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে পীতবসন, গলায় বনমালা, মুখে মুরলী, মাথায় চূড়া—সেই চূড়ায় ময়ূর-পুচ্ছ শোভা পাইতেছে। ঐ ময়ূরপুচ্ছ আবার বাতাসে চালতেছে। **পীতাম্বর**—পীতবসন। পবন—বাতাস। পবন উড়ায়—ময়ূরপুচ্ছকে বাতাসে উড়াইতেছে।

৩১। **এবে**—এক্ষণে গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে নামাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করার পরে **স্ত্রী-দেখি**—উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দেখিবার পরে। **বাহ্য হৈল**—বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইল, রাসস্থলীর আবেশ ছুটিল। প্রভুর যে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা নহে। এক্ষণ পর্য্যন্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহার সমুদয় চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই কেন্দ্রীভূতত একটু তরল হইল, তাতে প্রভুর চিত্তবৃত্তি গোবিন্দের আচরণে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটীর প্রতিও কিঞ্চিৎ অর্পিত হইল তাতেই প্রভু তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিত্তবৃত্তির কেন্দ্রীভূততায় একটু তরল আসাতে মন্দিরাস্থিত শ্রীমূর্ত্তি তিনটীর প্রতিও প্রভুর অনুসন্ধান গেল, তাই তিনি জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রভু সেইদিন আর তাহা দেখিতে পান নাই। উড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে গোবিন্দ সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন 'নীচে নামিয়া জগন্নাথ দর্শন কর। এই বাক্যের "জগন্নাথ"-শব্দ প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করাতেই সম্ভবতঃ জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রভুর একটু অনুসন্ধান গেল তাতেই জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামকে সম্ভবতঃ দেখিতে পাইলেন।

স্বরূপ দেখিল—সাধারণ লোক শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ দর্শন করে, প্রভু সেইরূপ দেখেন নাই। সাধারণ লোক দেখে শ্রীমূর্ত্তি মাত্র, কিন্তু প্রভু শ্রীমূর্ত্তিতেই অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় প্রকৃতস্বরূপ দেখিলেন। প্রেম নাই বলিয়াই সাধারণ লোক শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপের মাধুর্য্যাদি দেখিতে পায় না। প্রভু প্রেমের বিগ্রহ বলিয়াই তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ১।৪।১২৫ ॥" যাঁহার চিত্তে যতটুকু প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ততটুকুই অনুভব করিতে পারিবেন।

'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন।
'কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন ॥' ৩২

প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩২। কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদি—জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিলেও, তাঁহাদিগকে যে নীলাচলের শ্রীমন্দিরেই দেখিতেছেন, এই জ্ঞান তখনও প্রভুর হয় নাই। প্রভু মনে করিলেন, কুরুক্ষেত্রেই তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন।

ইহাতেই বুঝা যায়, প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই। সম্পূর্ণ বাহ্য হইলে নীলাচলের শ্রীমন্দিরে যে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন, ইহা প্রভু বুঝিতে পারিতেন। "কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ" হইতেও বুঝা যায় তখনও প্রভুর নিজের গোপীভাবের আবেশ ছিল, এবং গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আবেশও ছিল। কিন্তু সুভদ্রা ও বলরামের দর্শনে রাসস্থলীর আবেশ ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিজের গোপীভাবের আবেশও আছে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আবেশও আছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরামকেও দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণের রাসস্থলীও দেখিতেছেন না। এসব সম্ভব একমাত্র কুরুক্ষেত্র-মিলনে। সুভদ্রা ও বলরামের উপস্থিতিতে গোপীভাবান্বিত প্রভুর চিত্তকে রাসস্থলী হইতে কুরুক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। তাই গোপীভাবে প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই সুভদ্রা-বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। প্রভুর গোপীভাব এপর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই বুঝা যায়। **কুরুক্ষেত্রে**—কুরুক্ষেত্র-মিলনে। **ঐছে হৈল মন**—এইরূপই প্রভুর মনে হইল। **কাঁহা কুরুক্ষেত্র** ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন মনে করায় প্রভুর মনে অত্যন্ত আক্ষেপ হইল, তাই আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিলেন—"এতক্ষণ যে আমি বৃন্দাবনে ছিলাম, এখন কিরূপে কুরুক্ষেত্রে আসিলাম? আমার সেই বৃন্দাবন কোথায় গেল? এই কুরুক্ষেত্রই বা কোথা হইতে আসিল?"

শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিতেছেন মনে করায়, গোপীভাবান্বিত প্রভুর আক্ষেপের হেতু এই যে, শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় গোপবেশ দেখিতেই ভালবাসেন, দ্বারকার রাজবেশ (কুরুক্ষেত্রের বেশ) তাঁহারা ভালবাসেন না, রাজবেশ দর্শনে তাঁহাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাই কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন:—"সেই তুমি সেই আমি, সে নব সঙ্গম ॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপনা চরণ ॥ ইহাঁ লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন। ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নহে এক কণ ॥ আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥ ২।১৩।১২০-২৫ ॥"

৩৩। প্রাপ্তরত্ন—যে-রত্ন একবার পাইয়াছিলেন, মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপ হৃদয়-মণি—যাঁহাকে তিনি একবার পাইয়াছিলেন। **হারাইল**—স্বপ্নে বৃন্দাবনে রাসলীলা দর্শন করিয়া গোপীভাবান্বিত প্রভু মনে করিয়াছিলেন "বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ।" এইক্ষণে সেই ভাব ছুটিয়া যাওয়ায় এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতেছেন মনে করায় গোপীভাবান্বিত প্রভু মনে করিলেন—"অনেক দুঃখের পরে আমি বৃন্দাবনে মুরলীবদনকে পাইয়াছিলাম, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে আবার হারাইলাম।"

বহুমূল্য রত্ন পাইলে ধনলিপ্সু দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, রাসবিহারী কৃষ্ণকে পাইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীভাবান্বিত প্রভুরও সেইরূপ বা ততোধিক আনন্দ হইয়াছিল। আবার প্রাপ্ত রত্নটী হারাইলে ধনলিপ্সু দরিদ্রের যেরূপ অসহ্য দুঃখ হয়, বৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াও গোপীভাবান্বিত প্রভুর সেইরূপ বা ততোধিক অসহ্য দুঃখ হইয়াছিল। ইহাই এই পয়ারে "রত্ন" শব্দের ধ্বনি।

ঐছে ব্যগ্র হৈলা—প্রভু ঐরূপ ব্যগ্র (অস্থির) হইলেন। ধনলিপ্সু দরিদ্রব্যক্তি প্রাপ্ত-রত্ন হারাইলে

ভূমির উপর বসি নিজনখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ ৩৪
'পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ ॥ ৩৫
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন—হারাইল ধন ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যেরূপ অস্থির হয়, বৃন্দাবন-নাথকে হারাইয়াও প্রভু সেইরূপ অস্থির হইয়া পড়িলেন। **বিষণ্ণ হইয়া**—অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া। **নিজ বাসা আইলা**—জগন্নাথ-মন্দির হইতে।

৩৪। ভূমির উপর বসি—মাটীর উপরে বসিয়া। **ভূমি লেখে**—মাটীতে নখে রেখা টানিতে লাগিলেন। **অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে**—চক্ষু হইতে প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। **কিছু নাহি দেখে**—চক্ষুতে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু নির্গত হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি রোধ হইয়া গেল।

জগন্নাথের মন্দির হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া প্রভু মাটীর উপরে বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া নিজের নখের সাহায্যে উন্মনস্কভাবে মাটীর উপর নানাবিধ রেখা আঁকিতে লাগিলেন, প্রভুর নয়ন হইতে প্রবল বেগে অবিরত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীদিগের যে যে দশা (চিন্তাদি দশ দশা) উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুরও সেই সেই দশা উপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত দশার মধ্যে এই পয়ারে প্রভুর চিন্তা দশার কথা বলা হইয়াছে। চিন্তার লক্ষণ এইরূপ :—

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতম্। শ্বাসাধোমুখ্য-ভূলেখ বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ। বিলাপোত্তাপকৃশতা বাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দ ৪র্থ লহরী। ৭০॥ অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি নিবন্ধন যে ভাবনা, তাহার নাম চিন্তা। ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমি লেখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, নেত্রজল ও দৈন্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এ-স্থলে অভিলষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত দ্বারকানাথের প্রাপ্তি নিবন্ধন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিন্তা-নাম্নী দশার উদয় হইয়াছে, তাহাতেই প্রভু মাটীতে বসিয়া বসিয়া ভূমি লিখিতেছেন এবং তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে। (টী. প দ্র.)

৩৫। এই পয়ারে প্রভুর চিন্তাজনিত দৈন্যময় বিলাপের কথা বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন—"হায় হায়! আমি বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণকে পাইলাম, পাইয়া আবার হারাইলাম। আমার কৃষ্ণকে কে আমার নিকট হইতে লইয়া গেল? কোথায় লইয়া গেল? আমিই বা কোথায় আসিয়া পড়িলাম? বৃন্দাবনেই তো আমি ছিলাম, এখানে আমায় কে আনিল? এই স্থানটাই বা কোথায়?" বুঝা যাইতেছে, এখনও প্রভুর মনে গোপীভাবের আবেশ আছে।

৩৬। স্বপ্নাবেশে—স্বপ্নদৃষ্ট রাস-লীলার আবেশে।

বাহ্য হৈলে—সেই আবেশ একটু তরল হইলে। ইহা পূর্ণ বাহ্য নহে, পরবর্ত্তী ৩।১৪।৫২ পয়ার হইতে বুঝা যায়, "প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া" ইত্যাদি প্রলাপোক্তির পরে স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দের চেষ্টায় প্রভুর "কিছু বাহ্যজ্ঞান" হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান নহে, তখনও প্রভুর গোপীভাবের আবেশ ছিল। এই আবেশ লইয়াই প্রভু গম্ভীরার ভিতরে শুইতে গিয়াছিলেন (৩।১৪।৫৩), তাহারও অনেক পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল (৩।১৪।৭২)।

রাসলীলার ভাবে প্রভুর মন যখন সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট থাকে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া প্রভুর চিত্ত প্রেমে গরগর হইয়া যায়, কিন্তু যখন ঐ আবেশ কিঞ্চিৎ ছুটিয়া যায়, তখনই আর বৃন্দাবন-নাথের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তখন প্রভু মনে করেন যেন তিনি কৃষ্ণ-ধনকে একবার পাইয়া পুনরায় হারাইলেন।

উন্মত্তের প্রায় কভু করে গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥ ৩৭

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া ॥ ৩৮

তথাহি গোস্বামিপাদকৃতশ্লোকঃ—
প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রাপ্ত ইতি। আদৌ প্রাপ্তং পশ্চাৎ প্রণষ্টং অচ্যুতরূপবিত্তং কৃষ্ণরূপধনং যস্য তাদৃশঃ মে আত্মা মনঃ, বিষাদেন উজ্ ঝিতং পরিত্যক্তং দেহগেহং দেহরূপং গেহং গৃহং যেন তাদৃশঃ সন্, গৃহীতঃ স্বীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিনঃ ধর্ম্মো যেন তাদৃশশ্চ সন্ সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দং তেন সহ বৃন্দাবনং যযৌ। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৭। উন্মত্তের প্রায়—রাস-লীলার আবেশে প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইলেন, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি ঐ রাস-লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইল, অন্য বিষয়ে তাঁহার আর কোনও অনুসন্ধান রহিল না। তিনি নিজেকে রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া গোপীভাবে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন—রাসে গোপীগণ যেরূপ নৃত্যগীত করেন, প্রভুও সেইরূপ করিতে লাগিলেন (উহা উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদ)। মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত উন্মত্ততা প্রভুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, অথচ তাঁহার (নীলাচলে থাকিয়া রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া নৃত্যগীতাদিরূপ) আচরণ উন্মত্তের আচরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে বলিয়া "উন্মত্তের প্রায়" বলা হইয়াছে।

দেহের স্বভাবে ইত্যাদি—প্রেমাবেশে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না, তাই স্নান-ভোজনাদির প্রতি তাঁহার কোনও অনুসন্ধানই ছিল না। তথাপি কেবল অভ্যাসজনিত দেহের স্বভাববশতঃই প্রভু যেন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়াই স্নান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন।

৩৮। স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দের সঙ্গে। **মনের বার্ত্তা**—মনের নিগূঢ় কথা। **উঘাড়িয়া**—প্রকাশ করিয়া। পরবর্ত্তী "প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুত" ইত্যাদি শ্লোকে প্রভুর 'মনের বার্ত্তা' প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হওয়ার পরে হারাইয়া) মে (আমার) আত্মা (মন) বিষাদোজ্ ঝিতদেহগেহঃ (বিষাদে দেহরূপ গেহকে পরিত্যাগ করিয়া) গৃহীত-কাপালিকধর্ম্মকঃ (কাপালিক-ধর্ম্ম-গ্রহণপূর্ব্বক) সেন্দ্রিয়-শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত) বৃন্দাবনং যযৌ (বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে)।

অনুবাদ। আমার মন শ্রীকৃষ্ণরূপ ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়াছে, তাই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে। ৩

প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ—প্রথমে প্রাপ্ত এবং তৎপরে প্রণষ্ট হইয়াছে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ) রূপ বিত্ত বা ধন যাহার সেই **আত্মা**—মন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, স্বপ্নভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াছেন। দারিদ্র্য-পীড়িত লোক হঠাৎ বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয় এবং অকস্মাৎ সেই ধনরত্ন হারাইয়া ফেলিলেও তাহার যেরূপ দুঃখ জন্মে, স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল এবং স্বপ্নভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়াতেও তাঁহার তদ্রূপ বিষাদের উদয় হইয়াছিল। নষ্টবিত্ত দরিদ্র মনের দুঃখে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া নষ্টধনের অন্বেষণে যেমন যোগী বা ভিখারীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, নষ্টবিত্তের উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনও কৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় **বিষাদোজ্ ঝিতদেহগেহ**—বিষাদে দেহরূপ গেহকে ত্যাগ করিয়া **গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ**—কাপালিক-

যথারাগঃ —

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল। রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হাহা হরিহরি, ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যোগীর ধর্ম্ম যা বেশ ভূষা আচরণাদি গ্রহণপূর্ব্বক **সেন্দ্রিয়-শিষ্যবৃন্দঃ**—ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়া গেল। এস্থলে ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের শিষ্য বলা হইয়াছে, শিষ্য হয় গুরুর অনুগত, গুরুর আজ্ঞাবহ, ইন্দ্রিয়বর্গও হয় মনের অনুগত, মনের ইঙ্গিতেই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে তাই ইন্দ্রিয়বর্গকে মনের আজ্ঞাবহ শিষ্য বলিয়াই মনে করা যায়।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণদর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার দেহ ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল—শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে। স্থূলার্থ এই যে—দেহাদি সম্বন্ধে তাঁহার মনের কোনও অনুসন্ধান ছিল না, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিল (ইহাই সশিষ্যমনঃকর্ত্তৃক দেহরূপ গেহত্যাগের মর্ম্ম)। মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনেই যেন পড়িয়া থাকিত, শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা, তাঁহার রূপগুণমাধুর্য্যাদির কথাই সর্ব্বদা চিন্তা করিত এবং এরূপ চিন্তাদিতে তন্ময়তার ফলে কর্ণে কোনও শব্দ প্রবেশ করিলেও তাহা যেন শ্রীবৃন্দাবনস্থ লীলাসম্বন্ধীয় কোনও শব্দ বলিয়া, নাসিকায় কোনও সুগন্ধ প্রবেশ করিলে, তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণের বা লীলায় পরিকরাদির অঙ্গগন্ধাদি বলিয়া এবং এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রহণযোগ্য কোনও বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাও যেন শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াই অনুভূত হইত। অথবা, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের দ্বারা চিন্তিত বৃন্দাবনলীলার সম্বন্ধেই যেন নিয়োজিত করা হইয়াছিল—চক্ষুকর্ণাদিদ্বারা বৃন্দাবনলীলাদির দর্শন-শ্রবণাদিই যেন করা হইতেছিল, বস্তুতঃ মন কৃষ্ণলীলায় নিবিষ্ট থাকায় মনের অনুগত ইন্দ্রিয়বর্গও সেই লীলাতেই নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। (ইহাই সশিষ্যমন কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে যাওয়ার মর্ম্ম)।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে

৩৭। প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া—স্বপ্নে যে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, তাহাকে হারাইয়া। **তার গুণ স্মরিয়া**—সেই কৃষ্ণের গুণ স্মরণ করিয়া। **গুণ**—সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য রসিকতাদি। **বিহ্বল**—হতজ্ঞান।

"প্রাপ্ত কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রাপ্তরত্ন"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। রত্ন—বহুমূল্য ধন কৃষ্ণরূপ সম্পত্তি, ইহা শ্লোকস্থ "অচ্যুতবিত্ত"-শব্দের মর্ম্ম। 'অচ্যুত শব্দে 'কৃষ্ণকে' বুঝায় সুতরাং 'প্রাপ্ত কৃষ্ণ'ই শ্লোকার্থের সহিত অধিকতর সঙ্গতিযুক্ত।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহারা প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া। স্বরূপদামোদর ব্রজের ললিতা, আর রায়-রামানন্দ ব্রজের বিশাখা। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধা যেমন প্রিয়সখী ললিতা বিশাখার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন, রাধাভাবান্বিত শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ, কৃষ্ণবিরহে অস্থির হইয়া স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতেন।

কহে হা হা হরি হরি—রায়স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া প্রভু বিরহের আবেগে প্রথমতঃ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, আক্ষেপের সহিত কেবল মাত্র "হা হা হরি হরি" বলিলেন। এই আক্ষেপোক্তির ধ্বনি বোধ হয় এইরূপঃ—"প্রাণের স্বরূপ! প্রাণের রামানন্দ! হায় হায়! আমার কি হইল। যিনি আমার লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম সমস্ত হরণ করিলেন, স্বীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা যিনি আমার মনপ্রাণ সমস্ত হরণ করিলেন, আমার সেই প্রাণ-বল্লভ কোথায় গেল? তাঁহার অদর্শনে আমি যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। বান্ধব! প্রাণের বান্ধব! কে

শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদধর্ম্ম, যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ধ্রু ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার প্রাণকে আমার দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল ?" **ধৈর্য্য গেল হইল চপল**—"হা হা হরি হরি" বলিতেই ভাবের প্রবল স্রোতে প্রভুর ধৈর্য্য ভাসিয়া গেল, চপলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। চপলতার সহিত প্রভু নিজের মনের কথা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। **ধৈর্য্য**—মনের স্থিরতা। **চপল**—চঞ্চলতা, বাচালতা। ২।২।৫২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০। "শুন বান্ধব !" হইতে "শূন্য মোর শরীর আলয়" পর্য্যন্ত প্রভুর চপলোক্তি (৪০-৪৮ ত্রিপদী)।

শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী—রায়-স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন—"প্রাণের স্বরূপ ! প্রাণের রামানন্দ ! বান্ধব আমার ! শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা শুন, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের কথা কি আর বলিব ! ইহা যে অবর্ণনীয় ! কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যিনিই এই মাধুর্য্যের কথা কিঞ্চিন্মাত্র শুনিবেন, তাঁহাকেই এই মাধুর্য্যের লোভে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন আর্য্যপথ সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়াও ঐ অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিবেন।" **যার লোভে**—যে মাধুর্য্যের প্রাপ্তির বলবতী লালসায়। **লোক-বেদধর্ম্ম**—লোকধর্ম্ম (লজ্জা, শীতলাদি) ও বেদধর্ম্ম (পারলৌকিক মঙ্গলজনক কর্ম্মাদি)। **যোগী হঞা**—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত দেহ-গেহাদির অনুসন্ধান ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন যোগীর বেশ ধারণ করিয়া, অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে আহরণ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়েতেই নিয়োজিত করিয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত "প্রাপ্তপ্রণষ্ট' ইত্যাদি শ্লোকের "কাপালিক" শব্দ হইতে বুঝা যায়, এস্থলে "যোগী' শব্দে কাপালিক যোগীরূপেই মনকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হইল ভিখারী—দেহ-গেহ-সুখ ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছে, জীবন ধারণ না করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবে না, তাই কোনওরূপে জীবন ধারণের প্রয়াস।

যার লোভে ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন "বান্ধব ! পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত বেদ ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যে-সুখ, আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহবাসে যে-সুখ, উপাদেয় বস্তু আহার করিয়া দেহের তৃপ্তি সাধনে যে-সুখ—তাহাতেই লোক মত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে একবার কৃষ্ণ মাধুর্য্যের কথা যদি শুনে, তবে নিশ্চয়ই আর এ-সব সুখে তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। বান্ধব ! কৃষ্ণমাধুর্য্যের লোভে আমার মন এতই উতলা হইয়াছে যে, দেহ-গেহ-সুখাদিতে তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে—তাই আমার মন লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির-আশায় ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্য সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া, কিসে শ্রীকৃষ্ণ-লাভ হইবে, কেবলমাত্র তাহার অনুসন্ধানেই নিবিষ্ট আছে। বান্ধব ! কৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই অদ্ভুত শক্তি ! ইহা সমস্ত ভুলাইয়া, সমস্ত ছাড়াইয়া লোককে নিজের দিকেই আকর্ষণ করে। প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তৃণ-খণ্ডের যে অবস্থা হয়—তৃণখণ্ড যেমন আর শত চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বস্থানে থাকিতে পারে না, পূর্ব্বস্থানে থাকিবার নিমিত্ত কোনওরূপ চেষ্টাও যেমন তৃণখণ্ড করিতে পারে না, স্রোতের বেগে তৃণখণ্ড যেমন স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া চলিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের শক্তিতেও মনের সেইরূপ অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের কথা শুনিলে কাহারও মনই আর পূর্ব্বের অবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয় না, বেদ-ধর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া মাধুর্য্যের প্রবল আকর্ষণেই চালিত হইতে থাকে। তখন আর ভোগ্য বস্তুতে তাহার কোনও স্পৃহাই থাকে না, ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা কোনওরূপে জীবন ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল চেষ্টা করিতে পারিলেই তখন সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।"

মহাপ্রভুর এই উক্তিসমূহে পূর্ব্বোক্ত "প্রাপ্তপ্রণষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মই প্রকাশিত হইতেছে। মাথুর-বিরহে

কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধশঙ্খকুণ্ডল,
গঢ়িযাছে শুক-কারিকর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি,
আশাঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাধার যে চিন্তা জাগর্য্যাদি দশটী দশার উদয় হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও যে সেই দশটী দশারই উদয় হইয়াছিল, তাহাই প্রভুর এই উক্তিসমূহ হইতে বুঝা যাইবে।

"যার চোখে মোর মন" ইত্যাদি বাক্যে মনকে যোগিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যোগীর যে-সমস্ত বেশভূষা ও আচরা থাকে, প্রভুর মনেরও যে সব ছিল, তাহাই রূপকচ্ছলে পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে বলা হইতেছে।

৪১। যোগিগণ কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোরূপ যোগীও যে শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। কৃষ্ণ-কথারূপ শঙ্খকুণ্ডলই মনোরূপ যোগী ধারণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-লীলা-মণ্ডল—কৃষ্ণ-লীলা-সমূহ। **মণ্ডল**—সংঘাত (সমূহ) ইতি হেমেন্দ্র। **শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল**—শঙ্খ নির্ম্মিত কুণ্ডল, শঙ্খকুণ্ডল, যে শঙ্খ-কুণ্ডলে কোনওরূপ মলিনতা নাই, যাহা পরিষ্কার শুভ্র, তাহাই শুদ্ধশঙ্খ-কুণ্ডল। অথবা যে শঙ্খ (বেদবাক্যানুসারে) স্বভাবতঃই শুদ্ধ (পবিত্র), সেই শুদ্ধশঙ্খ দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডলই শুদ্ধশঙ্খ কুণ্ডল। **কৃষ্ণ-লীলামণ্ডল শুদ্ধশঙ্খকুণ্ডল**—কৃষ্ণলীলারূপ শুদ্ধ শঙ্খ-কুণ্ডল। কৃষ্ণলীলাসমূহই শুদ্ধশঙ্খ কুণ্ডলের ন্যায় কর্ণ ভূষণ। **শুক-কারিকর**—শুকদেবগোস্বামিরূপ কারিকর। যাহারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে তাহাদিগকে কারিকর বলে, যেমন স্বর্ণকারাদি। **গড়িয়াছে শুক কারিকর**—যাহা (কৃষ্ণলীলা মণ্ডলরূপ শঙ্খ কুণ্ডল) শুকদেবগোস্বামিরূপ কারিকর গড়িয়াছেন। শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণলীলাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত আদরের বস্তু। যোগী যেমন সর্ব্বদাই শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে ধারণ করেন, শঙ্খকুণ্ডলব্যতীত অপর কিছুই যেমন যোগী কর্ণভূষারূপে ব্যবহার করেন না, তদ্রূপ প্রভুও সর্ব্বদাই এই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, শ্রবণ করিয়াই পরমানন্দ লাভ করেন, কৃষ্ণ কথাব্যতীত অন্য কোনও কথাই প্রভু শুনিতে ইচ্ছা করেন না, শুনেনও না, কৃষ্ণ-কথার আলাপনব্যতীত এক মুহূর্ত্তও প্রভু অতিবাহিত করেন না। কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কর্ণেরই কাজ, প্রভুর কর্ণে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ কথা আছে বলিয়া কৃষ্ণ-কথাকেই প্রভুর মনের কুণ্ডল বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরহখিন্না শ্রীরাধা সর্ব্বদাই সখীদের সহিত কৃষ্ণ কথার আলাপন করিতেন, কৃষ্ণ-কথা শ্রবণই তাঁহার তখনকার একমাত্র উপজীব্য ছিল। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণ-কথাকেই তাঁহার একমাত্র জীবাতু করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় এই ত্রিপদীর গূঢ়ার্থ।

যোগীদিগের কাধে ভিক্ষার ঝুলি থাকে, হাতে ভিক্ষার থালি থাকে, থালিতে করিয়া তাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তৎপরে ভিক্ষালব্ধ বস্তু থালি হইতে ঝুলিতে রাখিয়া দেন। মহাপ্রভুর মনোরূপ যোগীরও যে ঝুলি এবং থালি আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের তৃষ্ণাই হইতেছে থালি এবং কখন, কোথায় এই মাধুর্য্য পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশাই হইতেছে ঝুলি।

সেই কুণ্ডল কানে পরি—কৃষ্ণলীলা মণ্ডলরূপ শঙ্খকুণ্ডল কানে ধারণ করিয়া, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা শ্রবণ করিতে করিতে। **তৃষ্ণা**—পাওয়ার ইচ্ছা, লালসা, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের লালসা। **লাউ**—অলাবু, লাউ নামক তরকারী দ্রব্য। **থালী**—স্থালী, পাত্র। **লাউ-থালী**—পাকা লাউয়ের উপরিভাগ বেশ কঠিন হয়, ভিতরের শাস পচাইয়া বাহির করিয়া ফেলিলে কঠিন আবরণে জল-আদি রাখিবার পাত্র হয়, কোনও কোনও নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি ধাতুপাত্র ব্যবহার করেন না বলিয়া এইরূপ লাউ পাত্র ব্যবহার করেন। যোগিগণও এইরূপ লাউ-পাত্র হাতে লইয়াই ভিক্ষা করিয়া থাকেন। **তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি**—তৃষ্ণারূপ লাউ-থালী হাতে ধরিয়া। শ্রীকৃষ্ণ-

চিন্তা-কান্থা উটি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন কায়, উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি মাথে,
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর। ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাধুর্য্য আস্বাদনের লালসাই মনোরূপ যোগীর হাতের লাউথালী তুল্য। প্রভুর মনে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা আছে, ইহাই "তৃষ্ণা লাউ থালী ধরি" বাক্যের মর্ম্ম।

আশা—কখন পাইব, কোথায় পাইব, এইরূপ ভাবকে আশা বলে। "আশা কদা কুত্র প্রাপ্স্য মীত্যাশংসা—চক্রবর্ত্তী।" **আশা ঝুলি** ইত্যাদি—ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত যোগীর কাঁধে ঝুলি থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর কাঁধেও এইরূপ একটী ঝুলি আছে, "কোথায় কৃষ্ণকে পাইব, কখনই বা পাইব" এইরূপ আশাই মনের এই ঝুলি।

ভিক্ষালব্ধ বস্তু রাখিতে রাখিতে যেমন ঝুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতেও আশা পূর্ণ হইয়া যায় (কোথায় পাইব, কখন পাইব, এইরূপ ভাব আর থাকে না), তাই আশাকে ঝুলি বলা হইয়াছে। আবার ঝুলি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যেমন ভিক্ষার থালির প্রয়োজন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা পূর্ণ করিতে হইলেও তৃষ্ণা বা বলবতী লালসার প্রয়োজন তাই তৃষ্ণাকেই থালি বলা হইয়াছে।

এই ত্রিপদীর স্থূলার্থ এই:—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা এবং কোথায় কৃষ্ণ পাইব, কখন পাইব, কিরূপে পাইব—এইরূপ একটা উৎকণ্ঠাও সর্ব্বদাই প্রভুর মনে বিদ্যমান আছে।

৪২। গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত যোগীর কাঁথা থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীরও সেইরূপ একখানা কাঁথা আছে, যোগী গায় বিভূতি (ভস্ম) মাখে, প্রভুর মনোরূপ যোগীও অঙ্গে বিভূতি মাখেন, এই সমস্তই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। চিন্তা নাম্নী দশাই মনোরূপ যোগীর কাঁথা এবং ধূলিই তাঁহার বিভূতি।

চিন্তা—যাহা চাওয়া যায়, তাহা না পাইলে এবং যাহা পাইতে চাই না, তাহা পাইলে মনে যে ভাবনার উদয় হয়, তাহাকে চিন্তা বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে চিন্তা নাম্নী দশার উদয় হয়। ইহা বিরহ জনিত দশটী দশার একটী। **কন্থা**—কাঁথা। **চিন্তা-কন্থা**—চিন্তারূপ কাঁথা। **উড়ি**—ওড়না, চাদর। **গাত্রে**—গায়ে। **উড়ি গায়**—গাত্রে ওড়না, গাত্রাবরণ। **চিন্তা কন্থা উড়ি গায়**—চিন্তারূপ কাঁথাই মনোরূপ যোগীর গায়ের ওড়না (গাত্রাবরণ)। কাঁথাদ্বারা যোগী যেমন তাহার সমস্ত দেহ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তাদ্বারাও তদ্রূপ প্রভুর মন সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে, তাই চিন্তাকে কাঁথা বলা হইয়াছে। প্রভুর মনে সর্ব্বদাই কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তা আছে, ইহাই স্থূলার্থ।

ধূলি—ধূলা। **বিভূতি**—ভস্ম, ছাই। **ধূলি বিভূতি**—ধূলিরূপ বিভূতি। যোগী যেমন গায়ে ভস্ম মাখে, কৃষ্ণ-বিরহের অস্থিরতায় প্রভু বা তাঁহার মন যখন মাটীতে গড়াগড়ি দেন, তখন তাঁহার গায়ও ধূলা লাগে। এই ধূলাই বিভূতিতুল্য। **কায়**—দেহ, শরীর। **ধূলি বিভূতি-মলিন গায়**—ধূলিরূপ বিভূতিদ্বারা মলিন হইয়াছে যে কায় বা দেহ। ভস্ম মাখাতে যোগীর দেহ যেমন মলিন হইয়া যায়, ধূলি লাগাতেও প্রভুর দেহ বা মন তদ্রূপ মলিন হইয়া যায়। দশদশার একটী দশা মলিনাঙ্গতা। এই বাক্যে প্রভুর এই মলিনাঙ্গতার কথা বলা হইল।

হা হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে প্রাণের গভীর আবেগ সূচিত হইতেছে। **প্রলাপ**—অসংলগ্ন বাক্য। **প্রলাপ উত্তর**—প্রলাপরূপ উত্তর। **হা হা কৃষ্ণ** ইত্যাদি—মনোরূপ যোগীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "তুমি কে? কোথায় যাইতেছ" তাহা হইলে সে "হা হা কৃষ্ণ" বলিয়াই তাহার উত্তর দেয়। প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহাকে প্রলাপ বলা হইয়াছে। দশ দশার একটী দশার নাম প্রলাপ। এই বাক্যে প্রভুর প্রলাপ-দশার কথাই বলা হইল।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণবিরহ-জনিত চিন্তায় প্রভুর মন এতই নিবিষ্ট যে, তাঁহাকে কেহ কোনও প্রশ্ন করিলেও সেই প্রশ্নের মর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না, অভ্যাসবশতঃ প্রশ্নের উত্তরে কোনও কথা বলিতে গেলেও, সেই কথা প্রশ্নের অনুকূল উত্তর হয় না—তাঁহার চিত্তের ভাবের অনুকূলই হইয়া পড়ে। প্রভুর মনে যেমন সর্ব্বদাই "কোথায় কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" এইরূপ ভাব, কোনও প্রশ্নের উত্তরেও তিনি "কোথায় কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ।" ইত্যাদিরূপ কথাই বলিয়া ফেলেন।

যোগীর হাতে যেমন দণ্ড থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও দণ্ড আছে, যোগীর মাথায় যেমন পাগড়ী থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর মাথায়ও পাগড়ী আছে, এ-সমস্তই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। উদ্বেগই মনোরূপ যোগীর দণ্ড, আর লোভই তাহার পাগড়ী।

উদ্বেগ—মনের অস্থিরতা। ২।২।৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দ্বাদশ**—যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এক রকম দণ্ডবিশেষ, "দ্বাদশঃ যষ্টিবিশেষঃ এষ যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" যোগীরা এই দ্বাদশ-নামক দণ্ড ব্যবহার করেন। **উদ্বেগ-দ্বাদশ**—উদ্বেগরূপ দ্বাদশ (যষ্টি বা দণ্ড)। **উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে**—যোগীদিগের হাতে যেমন দ্বাদশ-নামক দণ্ড থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও তদ্রূপ উদ্বেগরূপ দণ্ড আছে। স্থূলার্থ এই যে প্রভুর মন সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-বিরহে অস্থির—"হায়। আমি কি করিব? কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব? কিরূপে কৃষ্ণ পাইব?"—প্রভুর মনে সর্ব্বদাই এইরূপ অস্থিরতার ভাব। বিরহ-জনিত দশটী দশার মধ্যে উদ্বেগ দশা একটী। এই ত্রিপদীতে প্রভুর উদ্বেগ-দশার কথা বলা হইল।

কোনও কোনও গ্রন্থে "উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে" স্থলে "উদ্বেগাদি দশা হাথে" পাঠও আছে। এই পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ প্রভুর মনকে যোগীর সঙ্গে তুলনা করিয়া যোগীর যে সকল চিহ্ন আছে, মনেরও যে সে সকল চিহ্ন আছে, তাহাই এই কয় ত্রিপদীতে দেখান হইতেছে। এই অবস্থায় "উদ্বেগাদি দশা হাথে" বলিলে বুঝা যায়, যোগীর হাতে যেমন "দশা" থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীর হাতেও তদ্রূপ "উদ্বেগাদি দশা" আছে, কিন্তু যোগীর হাতে কোনও দশা নাই, থাকিতেও পারে না, দশা (অবস্থা) কাহারও হাতে ব্যবহার করার বস্তু নহে। দশা শব্দে দীপবর্ত্তি বা প্রদীপের সলিতাকেও বুঝায়, আবার কাপড়ের শেষ ভাগকেও বুঝায়। হাতে করিয়া প্রদীপের সলিতা বা বস্ত্রান্তভাগ বহন করিবার রীতি যদি যোগীদের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারিত, "যোগী যেমন প্রদীপের সলিতা (দশা) বা বস্ত্রান্তভাগ (দশা) হাতে বহন করে, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ উদ্বেগাদি বহন করেন।" কিন্তু যোগীদের মধ্যে এইরূপ কোনও রীতি দেখা যায় না, সুতরাং "উদ্বেগাদি দশা হাতে" রূপকালঙ্কারেরই মিল হয় না। দ্বিতীয়তঃ, "উদ্বেগাদি দশা" বলিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোত্থ দশ দশাই বুঝায়। যদি এই বাক্যেই উদ্বেগাদি দশ দশার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ত্রিপদী সমূহে উক্ত দশ দশার অন্তর্ভুক্ত "চিন্তা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, উন্মাদ" প্রভৃতি দশার উল্লেখ নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং "উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

লোভ—"ইষ্টদ্রব্যে ক্ষোভঃ লোভঃ—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" অভিলষিত বস্তুতে ক্ষোভের নামই লোভ; ক্ষোভ—সঞ্চলন। অভিলষিত বস্তু (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাপ্তির নিমিত্ত মনের যে চাঞ্চল্য, তাহাই লোভ।

পূর্ব্বে ৪১ ত্রিপদীতে তৃষ্ণা ও আশা শব্দ পাওয়া গিয়াছে, আর এ ত্রিপদীতে পাওয়া গেল লোভ। তৃষ্ণা, লোভ ও আশা এই তিনটী শব্দের পার্থক্য এই:—কোথায় ইষ্টবস্তু পাইব, কখন পাইব, মনের এইরূপ ভাবকে বলে **"আশা"**, ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহাকে বলে **"তৃষ্ণা"**, আর ইষ্ট-বিষয়ে, বা ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে মনের চঞ্চলতা, তাহাকে বলে **"লোভ"**।

ঝুলনি—"শিরোবেষ্টন বিশেষঃ—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" মাথার পাগড়ী। ঝুলনি—অর্থ ঝুলনা বা ঝুলি নহে, ঝুলি কাঁধে থাকে, মাথায় থাকে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে ৪১ ত্রিপদীতেই ঝুলির কথা বলা হইয়াছে। **লোভের**

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ। সেই তর্জ্জা পঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঝুলনি—লোভরূপ ঝুলনি। **লোভের ঝুলনি মাথে**—যোগীর মাথায় যেমন ঝুলনি (পাগড়ী) থাকে, তদ্রূপ মনোরূপ যোগীর মাথায়ও লোভরূপ ঝুলনি আছে। মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রভুর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল।

ভিক্ষাভাবে—ভিক্ষার অভাবে, ভিক্ষায় ফলমূল-অন্নাদি বিশেষ কিছু মিলে না বলিয়া, সুতরাং সময় সময় অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিতে হয় বলিয়া। **ক্ষীণ**—কৃশ। **কলেবর**—দেহ। **ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর**—যোগীদিগকে পরের ঘরে ফলমূল অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া দেহরক্ষা করিতে হয়, অনেক সময় যথেষ্ট ভিক্ষা পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহাদিগকে অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতেও হয়, তাই তাঁহাদের দেহ কৃশ হইয়া যায়। ভিক্ষার অভাবে প্রভুর মনোরূপ যোগীর দেহও যে তদ্রূপ কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। ফলমূল অন্নাদিই যোগীর ভক্ষ্য, কিন্তু প্রভুর মনোরূপ যোগীর ভক্ষ্য কি? মনোরূপ যোগী কি ভিক্ষা করেন? পরবর্ত্তী দুই ত্রিপদীতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দই মনোরূপ যোগীর শিষ্যগণ ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। "কৃষ্ণগুণ-রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-পরশ, সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ। তা সভার গ্রাস-শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৩।১৪।৪৬ ॥" তাহা হইলে বুঝা গেল, মনোরূপ যোগীর এই ভিক্ষা মিলে না বলিয়াই তাহার দেহের কৃশতা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দ আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই প্রভুর মনে সর্ব্বদা বিষণ্ণতা এবং তজ্জন্য প্রভুর দেহেরও কৃশতা। দশ-দশার মধ্যে "তানব বা কৃশতা"ও একটী দশা আছে। প্রভুর যে এই কৃশতা দশাও হইয়াছিল, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখান হইল।

৪৩। **ব্যাস-শুকাদি যোগিজন**—ব্যাসদেব ও শুকদেব প্রভৃতি যোগিগণ। **আত্মা**—পরমাত্মা, সকলের অন্তর্য্যামী, অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপেরও আত্মা। অথবা, সকলেরই পরম-আত্মীয়, নিতান্ত আপনার জন। **নিরঞ্জন**—অঞ্জনশূন্য, মায়ার অঞ্জন (বা বর্ণ) নাই যাঁহার, প্রাকৃতগুণশূন্য, চিদানন্দঘন বিগ্রহ। **কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন**—যিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যে বিরাজমান, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপেরও আত্মা যিনি, অথবা যিনি সকলেরই পরম আত্মীয়, যাঁহা অপেক্ষা অধিকতর আপন জন লোকের আর কেহ নাই, যিনি প্রাকৃত গুণহীন, কিন্তু যাঁহার অনন্তকোটী অপ্রাকৃত গুণ আছে, যিনি চিদানন্দঘন বিগ্রহ, সেই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজে**—ব্রজধামে। **তাঁর**—শ্রীকৃষ্ণের। **ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে। **করিয়াছে বর্ণনে**—বর্ণন করিয়াছেন, লীলাগণকে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্যাস-শুকাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে সকল ব্রজলীলার কথা বর্ণন করিয়াছেন। **সেই**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারূপ।

তর্জ্জা—যথাশ্রুত অর্থে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অন্য অর্থবোধক বাক্যবিশেষকে তর্জ্জা বলে। ইহা অনেকটা হেঁয়ালির মতন। যোগিগণ প্রায়ই তর্জ্জা বলিয়া থাকেন। এইরূপ তর্জ্জার ছলে তাঁহারা লোককে উপদেশ দিয়া থাকেন। যেমন "একে তোর ভাঙ্গা তরী, তাতে আবার নাই কাণ্ডারী।" ইহা একটী তর্জ্জা বাক্য। যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:—নৌকাখানা একেই ভাঙ্গা, তাতে আবার তাহাতে কাণ্ডারীও (নাবিক) নাই, সুতরাং এই নৌকা শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে।

গূঢ়ার্থ এই:—কাম-ক্রোধাদি রিপুর আঘাতে এই দেহরূপ তরী নানা স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন! তুমি এই ভাঙ্গা তরী লইয়াই সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছ, তাতে আবার তোমার নৌকার চালকও নাই, সুতরাং সংসার সমুদ্রে তোমার নিমজ্জন অনিবার্য্য, অর্থাৎ হে মন! কাম প্ররোচনায় সংসারে তুমি যথেচ্ছভাবে ভোগসুখে মত্ত হইয়া আছ, তোমার আর নিস্তার নাই। যদি শ্রীগুরুর অপর কোনও মহতের চরণ-আশ্রয় করিতে, তাঁহাকেই তোমার জীর্ণ তরীর কাণ্ডারীরূপে বরণ করিতে, তাহা হইলেই তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহারই উপদেশমত জীবনযাত্রা

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহাবাউল' নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নির্ব্বাহ করিলে তোমার উদ্ধারের উপায় থাকিত। **সেই তর্জ্জা**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবর্ণনাত্মক শ্লোকরূপ তর্জ্জা। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ**—যোগিগণ যেমন তর্জ্জা পড়িয়া থাকেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ তর্জ্জা পড়িয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদির যে সকল শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত শ্লোকই মনোরূপ যোগীর তর্জ্জা। মর্ম্মার্থ এই যে, প্রভু সর্ব্বদাই ব্রজলীলা বর্ণনাত্মক শ্লোকাদি উচ্চারণ করিয়া লীলার আস্বাদন করেন।

৪৪। যোগীদের যেমন শিষ্য থাকে, প্রভুর মনোরূপ যোগীরও যে শিষ্য আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। ইন্দ্রিয়বর্গই মনোরূপ যোগীর শিষ্য। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গই তাঁহার মনের অধীন, তাহার মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করার নিমিত্ত তাঁহার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার দশটী ইন্দ্রিয়ই শ্রীকৃষ্ণরূপ রসাদি আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া মনের প্রীতিবিধান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুব্যতীত অপর কোনও বিষয়েই প্রভুর কোনও ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হয় না। **দশেন্দ্রিয়**—দশটী ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, মোট এই দশটী ইন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয় মন, ইহাদের রাজা। দশেন্দ্রিয় স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে 'দেহেন্দ্রিয়' পাঠ আছে। দেহেন্দ্রিয়—দেহ ও ইন্দ্রিয়। **দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি**—দশটী ইন্দ্রিয় প্রভুর মনোরূপ যোগীর শিষ্য। দেহেন্দ্রিয় পাঠে, প্রভুর দেহ এবং ইন্দ্রিয়ই তাহার মনোরূপ যোগীর শিষ্য—দেহ এবং ইন্দ্রিয় মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। **মহা বাউল**—মহা বাতুল, মহা উন্মত্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রভুর চিত্তের মহা উন্মত্তের মতন অবস্থা, তাঁহার দশটী ইন্দ্রিয়ও উন্মত্ত মনের পরিচালনায় উন্মত্তবৎ আচরণই করিয়া থাকে। চক্ষু যে কোনও বস্তুতে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, সেই বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পায় না, দেখে কৃষ্ণ, কেহ কোনও কথা বলিলে কর্ণ সেই কথা শুনিতে পায় না, যেন কৃষ্ণকথা শুনিতেছে বলিয়াই মনে করে, কোনও জিনিসের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে, সেই জিনিসের গন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, মনে করে যেন ইহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ, ইত্যাদিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিজের যথাযথ কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ কাজ করিয়া থাকে, ইহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা যে মন, সেই মনই শ্রীকৃষ্ণবিরহে কেবল শ্রীকৃষ্ণের ভাবেই বিভোর।

দশ-দশার একটি দশা উন্মাদ। এ স্থলে "মহাবাউল" শব্দে প্রভুর উন্মাদ দশার কথাই বলা হইল।

করিল গমন—কোথায় গমন করিল, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে, বৃন্দাবনে।

যোগিগণ যেমন নিজেদের গৃহ এবং গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ গৃহ ও ধনসম্পত্তি আদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বন-গমন করিয়াছেন, ইহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে।

মোর দেহ—আমার (প্রভুর) দেহ (শরীর)। **স্ব-সদন**—নিজ গৃহ। **সদন**—গৃহ, বাসস্থান। **মোর দেহ স্ব-সদন**—প্রভুর দেহই তাঁহার মনের নিজ গৃহ, যোগী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, প্রভুর মনও তদ্রূপ প্রভুর দেহকে ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহদৈহিক বিষয়ে প্রভুর আর মন (অনুসন্ধান) নাই।

নিজ দেহ সম্বন্ধে ব্রজগোপীদেরও কোনওরূপ অনুসন্ধান ছিল না। তবে তাঁহাদের দেহকে সুন্দররূপে সজ্জিত দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখী হইতেন বলিয়া তাঁহারা দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করিতেন। তাঁহারা

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম, তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে। এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের দেহের যত্ন করিতেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাধন বলিয়া, নিজেদের দেহ বলিয়া নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণসেবার সুযোগ ছিল না বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে নিজেদের দেহের মার্জ্জন ভূষণাদিরও কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাই তখন তাহারা দেহের প্রতি কোনওরূপ মনোযোগ দিতেন না। মাথুর-বিরহখিন্না ব্রজগোপীভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তদ্রূপ নিজ দেহের কোনও অনুসন্ধানই ছিল না।

বিষয়-ভোগ—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী বিষয়, এই পাঁচটীর কোনও একটী বা সকলটী বিষয়ের দ্বারা যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনকেই বলে বিষয়ভোগ। রূপের ভোগে চক্ষুর তৃপ্তি, রসের ভোগে জিহ্বার তৃপ্তি, গন্ধের ভোগে নাসিকার তৃপ্তি, স্পর্শের ভোগে ত্বকের তৃপ্তি, শব্দের ভোগে কাণের তৃপ্তি। ইহাদের সকলের বা যে কোনও একটী ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতেই মনের তৃপ্তি। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকের মন এই সমস্ত বিষয় ভোগেই মত্ত হইয়া থাকে। অর্থের বিনিময়েও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুলাভের নিমিত্ত লোকের আগ্রহ দেখা যায়। যে স্থলে ভোগ্য বস্তুর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লোকের আগ্রহ দেখা যায়, সে স্থলে বুঝিতে হইবে, অর্থ প্রাপ্তিতেই তাহার বেশী তৃপ্তি, সুতরাং সে স্থলে অর্থই তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু। যাহা হউক, বিষয়াসক্ত মনের নিকটে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদরণীয়।

মহাধন—বহুমূল্য ধন।

বিষয়-ভোগ মহাধন—মনের পক্ষে বিষয়ভোগই (ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুই) বহুমূল্য ধন তুল্য। যোগী যেমন গৃহস্থিত ধনসম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া যান, প্রভুর মনও তদ্রূপ সমস্ত বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রভুর আর মন (ইচ্ছা) নাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানও তাঁহার নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

সব ছাড়ি—স্ব সদন (নিজ গৃহ) ও মহাধন ছাড়িয়া।

গেলা বৃন্দাবন—প্রভুর মনোরূপ যোগী বৃন্দাবনে গিয়াছেন। গৃহ ত্যাগ করিয়া যোগী যেমন বনে যায়, দেহ ত্যাগ (দেহানুসন্ধান ত্যাগ) করিয়া প্রভুর মনও তদ্রূপ বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রভুর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেহের বিষয়ে কি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে তাহার আর কোনও অনুসন্ধান নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

৪৫। যোগিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পরে যেমন গৃহস্থের বৃক্ষ হইতে ফলমূলপত্রাদি ভিক্ষা করিয়া অথবা গৃহস্থের নিকট হইতে অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া, শিষ্যগণ সহ জীবিকানির্ব্বাহ করেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ করিয়া থাকেন, ইহাই চারি ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনের বৃক্ষাদি হইতে ফলমূলপত্র এবং বৃন্দাবন বিলাসিনী গোপসুন্দরীদিগের ভুক্তাবশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি ভিক্ষা করিয়াই প্রভুর মনোরূপ যোগী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। এই কয় ত্রিপদীর স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনব্যতীত অন্য স্থানের ফলমূলপত্রাদিতে আর প্রভুর রুচি নাই, ব্রজগোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দব্যতীত অন্য রূপ রস-গন্ধাদি আস্বাদনেও প্রভুর রুচি নাই, বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদির আস্বাদনব্যতীত প্রভুর জীবনধারণই অসম্ভব।

বৃন্দাবনে—প্রভুর মনোরূপ যোগী স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া যে বনে গমন করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবন। **প্রজাগণ**—অধিবাসিগণ, বাসিন্দাগণ। **স্থাবর**—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে আসা যাওয়া করিতে পারে না, বৃক্ষলতাদি। **জঙ্গম**—যাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি।

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-পরশ, সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ। তা-সভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে, সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৃক্ষ-লতা, গৃহস্থ-আশ্রমে—যে সমস্ত (স্থাবর) বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে আছেন। যোগীরা গৃহস্থ-আশ্রমেই, গৃহস্থের নিকটেই ভিক্ষা করেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতাদির নিকট ফলমূল ভিক্ষা করেন বলিয়া বৃক্ষলতাদিকেও গৃহস্থাশ্রমস্থিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৃক্ষ-লতাকে গৃহস্থ-আশ্রমস্থিত বলা অসঙ্গতও হয় না, গৃহস্থলোক, যে গৃহে জন্মে, সেই গৃহেই থাকে, গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যায় না, এবং স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গের বন্ধনে সেই গৃহে যেন বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়াই পড়ে। বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবও তদ্রূপ, তাহারা যে স্থানে জন্মে, সর্ব্বদা সেই স্থানেই থাকে, কোনও সময়েই অন্যত্র যায় না, যাইতে পারে না, শিকড়াদির সাহায্যে তাহাদের জন্মস্থানের সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে সহজে কেহ ঐস্থান হইতে নাড়িতেও পারে না। সুতরাং বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবের অবস্থা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই গৃহস্থ-লোকেরই মত।

এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয় এইরূপ—"বৃন্দাবনে স্থাবরজঙ্গম যত প্রজাগণ আছে, (তাহাদের মধ্যে স্থাবর যে-সমস্ত) বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে আছে। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহের সহিত অন্বয়।

তার ঘরে—গৃহস্থাশ্রমস্থিত বৃক্ষলতার ঘরে। **ভিক্ষাটন**—ভিক্ষার নিমিত্ত গমন। **ফল-মূল-পত্রাশন**—ফল, মূল, পত্র যাহা ঐ সকল গৃহস্থগণ দেয়, তাহাই ভক্ষণ করে। **অশন**—ভক্ষণ। **বৃত্তি**—জীবিকানির্ব্বাহার্থ আচরণ। **করে শিষ্যসনে**—প্রভুর মনোরূপ যোগী ইন্দ্রিয়বর্গরূপ শিষ্যগণের সহিত এই ভাবেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন।

এই ত্রিপদীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয়ের পরে) তার (গৃহস্থাশ্রমস্থিত সেই বৃক্ষলতাদির) ঘরে ভিক্ষাটন (ভিক্ষার নিমিত্ত গমন) পূর্ব্বক, ফল মূল-পত্রাশন করে, (মনোরূপযোগী) শিষ্যগণের সহিত এই বৃত্তিই (জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ এইরূপ আচরণই) করিয়া থাকে।

স্থাবর ও জঙ্গম প্রজার মধ্যে এই ত্রিপদীতে স্থাবর প্রজার গৃহে ভিক্ষার কথা বলা হইল। পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে জঙ্গম প্রজার গৃহে ভিক্ষার কথা বলিবেন। বৃন্দাবনের গোপীগণই জঙ্গম প্রজা।

৪৬। **কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ-রূপ যে সকল গুণ। **রূপ**—অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় তমাল-শ্যামলরূপ। **রস**—অধররস, চর্ব্বিত তাম্বূলাদি। **গন্ধ**—গাত্রগন্ধ, মৃগমদ ও নীলোৎপলের মিলনে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের নিকটে তাহাও পরাজিত। **স্পর্শ**—শ্রীকৃষ্ণের গাত্রস্পর্শ; কর্পূর, চন্দন ও বেণামূলের যে শীতলতা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের শীতলতার নিকটে তাহাও পরাজিত। **শব্দ**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ও বংশীধ্বনির সুমধুর শব্দ, যাহার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সমস্ত অপ্রাকৃত ধাম চঞ্চল হইয়া উঠে। **সে সুধা**—সেই অমৃত, শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিরূপ সুধা। **আস্বাদে গোপীগণ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ আস্বাদন (অনুভব) করেন। গোপীগণ চক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, কর্ণদ্বারা তাঁহার বংশীস্বরাদি, নাসিকাদ্বারা তাঁহার অঙ্গগন্ধ, জিহ্বাদ্বারা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূলাদি অধরসুধা এবং ত্বক্‌দ্বারা তাঁহার গাত্রস্পর্শ আস্বাদন করিয়া থাকেন। গোপীগণ চক্ষু-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি আস্বাদন করেন।

রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের পরিকরগণ, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ, নন্দযশোদাদি বাৎসল্য ভাবের পরিকরগণ এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি মধুর ভাবের পরিকর গোপসুন্দরীগণ—ইঁহাদের সকলেই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি যথাসম্ভব আস্বাদন করিয়া থাকেন, তথাপি এই ত্রিপদীতে অন্য কাহারও কথা না বলিয়া কেবল মাত্র গোপীদিগের রসাস্বাদনের কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম, যাঁহার যে পরিমাণ প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেই

শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে, তাহাঁ রহে লঞা শিষ্যগণ। কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন, ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সকল ভাবের পরিকরগণের মধ্যে মধুর ভাবের পরিকর ব্রজসুন্দরীগণেরই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে বিকশিত, তাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের সম্ভাবনাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ বলিয়াই এই পয়ারে কেবল তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু দাস্য-সখ্য বাৎসল্য ভাবের গুণ মধুর ভাবেও আছে বলিয়া মধুর ভাবের রসাস্বাদনের উল্লেখে সকল ভাবের রসাস্বাদনের উল্লেখই হইয়া যায়। অথবা, প্রভুর মন গোপীভাবে আবিষ্ট বলিয়াই কেবল গোপীদের কথা বলা হইয়াছে।

এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপদীর অন্বয়ের সঙ্গে) (তার জঙ্গম যে সমস্ত) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দরূপ গুণের সুধা আস্বাদন করে।

তাসভার—সে-সমস্ত গোপীগণের।

গ্রাসশেষে—ভুক্তাবশেষ।

পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ শিষ্যে।

এই ত্রিপদীর শেষার্দ্ধের অন্বয়—(পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপদীর সঙ্গে) পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণ তাসভার (সেই গোপীদিগের) গ্রাসশেষে (ভুক্তাবশেষ) ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, (মনোরূপ যোগী) সেই ভিক্ষাদ্বারাই জীবন রক্ষা করে।

"বৃন্দাবনে প্রজাগণ" হইতে "সেই ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন" পর্য্যন্ত ৪৫ ৪৬ ত্রিপদীর একসঙ্গে অন্বয় করিতে হইবে। এই কয় ত্রিপদীর অন্বয়মুখ অর্থ এইরূপ—বৃন্দাবনে স্থাবর ও জঙ্গম দুই রকম অধিবাসী আছে। স্থাবর অধিবাসী বৃক্ষলতা, এই বৃক্ষলতাদির নিকট হইতে ফলমূলপত্রাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শিষ্যগণসহ মনোরূপ যোগী জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আর জঙ্গম অধিবাসী গোপীগণ, গোপীগণ তাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, মনোরূপ যোগীর যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্য আছে, তাহারা গোপীদিগের ভুক্তাবশেষ শ্রীকৃষ্ণ রূপরসাদি ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহাদ্বারাই তাহারা ও মনোরূপ যোগী জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

বৃক্ষ-লতাদির নিকট হইতে ফলমূলপত্রাদি অশন (ভক্ষণ) মাত্র করা হয় বলা হইল (৪৫ ত্রিপদী), আর গোপীদের ভুক্তাবশেষদ্বারা "রাখেন জীবন" বলা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, যদিও মনোরূপ যোগী ফলমূলপত্রাদি আহার করেন, তথাপি তাহাদ্বারা জীবন রক্ষা হয় না, জীবন রক্ষা হয় একমাত্র গোপীদের ভুক্তাবশেষদ্বারা, অর্থাৎ গোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণদ্বারা।

মহাপ্রভু এ-স্থলে "তা সভার গ্রাসশেষে" বাক্যে গোপীদিগের আনুগত্যময়ী সেবার কথাই বলিতেছেন, ইহাতে বুঝা যায়, এই কথাগুলি বলিবার সময়ে প্রভু মঞ্জরীভাবেই আবিষ্ট ছিলেন, কারণ, মঞ্জরীদিগের সেবাই আনুগত্যময়ী সেবা।

৪৭। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যোগীর বেশভূষা ও বাহ্যিক আচরণের কথাই বলা হইয়াছে, এক্ষণে যোগীর সাধনের কথা বলা হইতেছে। নির্জ্জন কুটীরে যোগী যেমন শিষ্যগণসহ যোগাভ্যাসে রত থাকেন, প্রভুর মনোরূপ যোগীও তদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাঁহার নির্জ্জন কুটীর হইতেছে—বৃন্দাবনস্থ শূন্য কুঞ্জ, আর তাঁহার যোগাভ্যাস হইতেছে—কৃষ্ণের ধ্যান।

কুঞ্জমণ্ডপ—কুঞ্জরূপ মণ্ডপ। **শূন্যকুঞ্জমণ্ডপকোণে**—শূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে। যে-কুঞ্জমণ্ডপ এখন শূন্য (শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন বলিয়া), তাহার এককোণে। **যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে**—কৃষ্ণধ্যানই (তাহার) যোগাভ্যাস, কৃষ্ণধ্যানরূপ যোগাভ্যাস। যোগী যেমন নির্জ্জন কুটীরে (মণ্ডপে) যোগের অভ্যাস করেন, মনোরূপ

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥ ৪৮

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ ৪৯

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে (৬৪)—
চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অত্র প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যোগীও শূন্যকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। **তাহাঁ রহে**—সেই শূন্যকুঞ্জে বাস করে। **শিষ্যগণ**—ইন্দ্রিয়গণ। **কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **সাক্ষাৎ দেখিতে মন**—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনের জন্য ইচ্ছা, ধ্যানে দর্শনে তৃপ্তি নাই। **ধ্যানে রাত্রি** ইত্যাদি—সাক্ষাদ্দর্শনের ইচ্ছায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে। দশ দশার একটী জাগরণ, এস্থলে প্রভুর জাগরণ দশার কথা বলা হইল।

এই দুই ত্রিপদীর মর্ম্ম এই:—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলন হইত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাওয়াতে সেই কুঞ্জ এখন শূন্য। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের লালসায় গোপী-ভাবাপন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদাই ঐ শূন্য কুঞ্জমন্দিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—চক্ষু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখার নিমিত্ত, কর্ণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত, নাসিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার মধুর অঙ্গগন্ধপ্রাপ্তির নিমিত্ত, জিহ্বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার অধরসুধা পানের নিমিত্ত, ত্বক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহার কোটিচন্দ্রশীতল অঙ্গস্পর্শলাভের নিমিত্ত, আর মন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আস্বাদনজনিত সমবেত সুখাস্বাদনের নিমিত্ত। সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যদিই বা কোনও শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এই আশায়।

৪৮। **কৃষ্ণ-বিয়োগী**—কৃষ্ণবিচ্ছেদ কাতর। **দুঃখে**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃখে। **হৈল যোগী**—যোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ত্যাগী। **সে-বিয়োগে**—সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রবাস-স্থিতি সময়ে। **দশ-দশা**—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা মলিনাঙ্গতা (অঙ্গের মলিনতা), প্রলাপ, ব্যাধি (দেহের সন্তাপাদি), উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মূর্চ্ছা)। এই দশটী দশা প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে (বিরহে) উদিত হয়। **শরীর আলয়**—শরীররূপ আলয় (গৃহ)। শরীরকে মনের গৃহ বলা হইয়াছে, মন দেহ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে, অর্থাৎ দেহ-দৈহিক বিষয়ে মনের আর অভিনিবেশ নাই।

এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীভাবান্বিত প্রভুরও দশ দশা হইয়াছিল, উপরে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ ও উন্মাদ এই সাতটী দশার কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু (মূর্চ্ছা) এই তিনটী দশাও যে প্রভুর হইয়াছিল, তাহাও এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়।

৪৯। "কৃষ্ণের বিয়োগে" হইতে গ্রন্থকারের উক্তি।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অত্র (ইহাতে—প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণবিরহে) চিন্তা (ইহার পর অন্বয় সহজ)।

অনুবাদ। এই (মাথুর-প্রবাসজনিত শ্রীকৃষ্ণবিরহে) চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী দশা হইতে দেখা যায়। ৪

চিন্তা, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃতির লক্ষণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **প্রলাপ**—ব্যর্থ আলাপের

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥ ৫০
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৫১
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ॥ ৫২
এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ৫৩

রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলা দুয়ারে ॥ ৫৪
সবরাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৫
প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥ ৫৬
চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টি জ্বালিয়া ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাম প্রলাপ। **জাগর**—জাগরণ, নিদ্রার অভাব। **তানব**—কৃশতা। **মলিনাঙ্গতা**—দেহের মলিনতা। **উদ্বেগ**—(২।২৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এই শ্লোকে বিরহ জনিত দশটী দশার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৫০। এই পয়ারও গ্রন্থকারের উক্তি। **এই দশ দশায়**—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দশটী দশায়।

৫১। **এত কহি**—"শুন বান্ধব। কৃষ্ণের মাধুরী" হইতে "শূন্য মোর শরীর আলয়" পর্য্যন্ত বলিয়া।

মৌন করিলা—চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্লোক—প্রভুর মনের ভাবের অনুকূল শ্লোক।

৫২। **কৃষ্ণ-লীলা গান**—প্রভুর মনের ভাবের অনুকূল গান। মাথুর বিরহের গান।

৫৩। **কৈল নির্ব্বাহণ**—অতিবাহিত হইল।

ভিতর প্রকোষ্ঠে—ভিতরের কোঠায়, গম্ভীরা-নামক কোঠায়।

৫৪। **স্বরূপ-গোবিন্দ**—স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ।

শুইলা দুয়ারে—দ্বারদেশে শুইয়া রহিলেন, প্রভুর প্রহরী-রূপে। গম্ভীরা-কোঠা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে অল্প কতদূর আসিলেই ছাদে উঠিবার একটা সিঁড়ি পাওয়া যায়, উত্তর দিকে ফিরিয়া সিঁড়িতে উঠিতে হয়, উত্তর দিকে ফিরিবার সময় ডান দিকে একটা দরজা থাকে, এই দরজাটী ভিতর মহল ও বাহিরের মহলের মধ্যবর্ত্তী, গম্ভীরা ভিতর মহলে। স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ এই দরজার বাহিরেই শুইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পয়ারের "ভিতর প্রকোষ্ঠ" হইতে ইহা বুঝা যায়, আর প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে রঘুনাথদাস গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহাই বুঝা যায়। ২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। **প্রভুর শব্দ না পাইয়া**—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনের শব্দ না শুনিয়া। **কপাট কৈল দূর**—যে দ্বারের নিকটে তাঁহারা শুইয়াছিলেন, সেই দ্বারের কপাট খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। **তিন দ্বার** ইত্যাদি—২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বলেন, গম্ভীরা কোঠারই তিনটী দ্বার ছিল, প্রভু যখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন আপনা আপনিই দ্বার খুলিয়া গেল, প্রভু বাহির হইয়া গেলে আবার আপনা-আপনিই দ্বার বন্ধ হইয়াছিল, প্রভুর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ঐশ্বর্য্যশক্তিই এইরূপ করিয়াছিল। প্রভু যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্। এই অর্থ ধরিলে, গম্ভীরার একটী দ্বারের নিকটেই স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ শুইয়াছিলেন বলিয়াও মনে করা যায়।

৫৭। **প্রভু চাহি**—প্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া। **বুলে**—ফিরে, ভ্রমণ করে। **দীয়টি**—মশাল।

সিংহদ্বারের উত্তরদিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৫৮
দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা ॥ ৫৯
প্রভুর পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচছয়।
অচেতন দেহ, নাসায শ্বাস নাহি বয ॥ ৬০
একেক হস্ত-পদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত ॥ ৬১
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ ৬২
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৮। **সিংহদ্বারের উত্তর দিশায়**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে, মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে। **ঠাঞি**—স্থান।

৫৯। **আনন্দিত হৈলা**—প্রভুকে পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দ। **প্রভুর দশা**—পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে এই দশার বর্ণনা আছে। প্রভুর অদ্ভুত অবস্থা দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন।

৬০। **প্রভুর পড়ি আছে**—প্রভুর দেহ মাটীতে পড়িয়া আছে। **দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়**—প্রভুর দেহ পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে। **অচেতন** ইত্যাদি—দেহে চেতনা নাই, নাসায় শ্বাস নাই। মৃত্যু বা মূর্চ্ছা নামক দশা।

৬১। **একেক হস্তপদ** ইত্যাদি—কেবল যে দেহই পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছে, তাহা নহে, প্রভুর প্রত্যেক হাত এবং প্রত্যেক পদও তিনহাত পরিমাণ লম্বা হইয়া গিয়াছে।

অস্থিগ্রন্থি—দেহের যে স্থানে দুইটী অস্থি জোড়া লাগিয়াছে। যেমন হাতের কনুই, বাহুমূল, গ্রীবা, কটি ইত্যাদি স্থান। **ভিন্ন**—আলগা। **তাত**—তাহাতে, গ্রন্থিতে। **অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন** ইত্যাদি—দেহে কটি, গ্রীবা, কনুই প্রভৃতি স্থানে যে সকল অস্থিগ্রন্থি আছে, তৎসমস্তই শিথিল (আল্গা) হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক সন্ধিতে কেবল চর্ম্মদ্বারাই দুইখানা অস্থির যোগ রহিয়াছে, কিন্তু দুইখানা অস্থির মধ্যে অনেকটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

৬২। **একেক বিতস্তি**—এক এক বিঘত। **হস্ত পদ** ইত্যাদি—প্রভুর হাত, পা, গলা, কটি প্রভৃতি স্থানে যতটা অস্থিগ্রন্থি আছে, ততটা গ্রন্থির প্রত্যেকটীতেই অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই প্রভুর দেহ ও হস্তপদাদি অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল।

৬৩। **চর্ম্মমাত্র** ইত্যাদি—অস্থিসন্ধির উপরে কেবল চর্ম্মই লম্বা হইয়া দুই খানা অস্থির সংযোগ রাখিয়াছে। প্রতি গ্রন্থির চর্ম্মই এক বিঘত লম্বা হইয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রভুর দেহ ও হস্তপদাদি এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘ হওয়ার হেতু কি? অস্থি-গ্রন্থি-সকল আল্গা হইয়া গেল কেন? প্রভু শ্রীমতী রাধিকার ভাবে আবিষ্ট, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার দেহ যে এরূপ অস্বাভাবিক দীর্ঘতা লাভ করিয়াছিল, কিম্বা শ্রীরাধার অস্থিগ্রন্থিসকল যে শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার কথা তো শুনা যায় না? (লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। ৩।১৪।৭৮)। তবে প্রভুর এইরূপ অবস্থা হইল কেন?

উত্তর:—কর্ত্তা অপেক্ষা করণের শক্তি অধিক বলিয়া, আধার অপেক্ষা আধেয় বড় বলিয়াই বোধহয় এইরূপ হইয়াছিল। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন রাখিবার শক্তি একমাত্র শ্রীরাধারই আছে, অপর কাহারও তাহা নাই, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও তাহা নাই, কারণ "শ্রীরাধাই পূর্ণশক্তি।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধাতেই তাঁহার পূর্ণশক্তি অভিব্যক্ত। তাই শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও পক্ষেই শ্রীরাধার ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ভাবের ঝঞ্ঝা শ্রীরাধার দেহের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তাহা সহ্য করিবার শক্তি শ্রীরাধিকার ছিল, তাই অন্তরস্থিত ভাবের বেগে তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হয় নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) সে শক্তি ছিল না বলিয়াই তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে, দেহ অস্বাভাবিকরূপে লম্বা হইয়া গিয়াছে। নীলকণ্ঠ মহাদেবই তীব্র হলাহল পান করিয়াও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। বাষ্পের শক্তিতে ট্রেইন চলে, ইঞ্জিনের যে লোহার বয়লারে বাষ্প থাকে, সেই বয়লারটীই ঐ বাষ্পের চাপ সহ্য করিয়া অক্ষুন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ বাষ্প যদি একটী কম্শক্তি সম্পন্ন বয়লারে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে বাষ্পের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বয়লারটী নিশ্চয়ই ফাটিয়া যাইবে।

যে ভাবের আবেগে প্রভুর এই অবস্থা হইয়াছিল, সেই ভাবটী সম্বন্ধে "প্রভু কহে—স্মৃতি কিছু নাহিক আমার॥ সব দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান। ৩।১৪।৭২৩॥" সুতরাং এই ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-জনিত কোনও একটী অদ্ভুত ভাব বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহা মদনাখ্য মহাভাব। মদনাখ্য মহাভাবব্যতীত অন্য ভাবগুলি প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল, শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভাবগুলির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয় বলিয়াই সেই সমস্ত ভাবের বিক্রম গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কেবল বিষয় মাত্র। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥ ১।৪।১১৪॥"

শ্রীকৃষ্ণ মদনাখ্য-মহাভাবের স্বরূপতঃ বিষয় মাত্র। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করায় তিনি ঐ ভাবের আশ্রয় সাজিলেও আশ্রয়ের সমস্ত ধর্ম স্বরূপতঃ বোধ হয় তাহাতে ছিল না বলিয়াই তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের বিক্রম সহ্য করিতে পারেন নাই। মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধাই মাদনাখ্য ভাবের নিরাপদ আধার, গৌরসুন্দর হ্লাদিনী-শক্তি বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণমাত্র। শ্রীরাধা বিশুদ্ধ স্বর্ণপাত্র, আর গৌর সুন্দর গিল্টি করা (স্বর্ণাবৃত) তাম্রপাত্র। মাদনাখ্য মহাভাব যেন যবক্ষার দ্রাবক (নাইট্রিক এসিড্) তুল্য। বিশুদ্ধ স্বর্ণপাত্রই যবক্ষার দ্রাবকের বিক্রম অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু গিল্টি করা তাম্রপাত্র যবক্ষার দ্রাবকের নিরাপদ আধার নহে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাভাবের—বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের প্রভাব সম্বরণ করার ক্ষমতা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাই, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল, একমাত্র শ্রীরাধাই তাহা সম্বরণ করিতে পারেন, ইহাও না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তো কেবল ব্রজেন্দ্র-নন্দন নহেন, তিনি তো শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ। শ্রীরাধা তো স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াই আছেন। শ্রীরাধা জানেন—মাদনাখ্য মহাভাবের কি অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। পাছে এই প্রভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের নবনীত কোমল অঙ্গ এবং কুসুম-কোমল চিত্তে কোনও যাতনা উপস্থিত হয়, ইহা ভাবিয়াই হয়তো কৃষ্ণগত-প্রাণা ভানুনন্দিনী তাঁহার প্রাণবল্লভের রক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বহিরাবরণরূপে, শ্রীশ্রীগৌরের রক্ষাকবচ-রূপে অবস্থিতা শ্রীশ্রীরাধা কেন মাদনের উৎকট প্রভাব হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না? তিনি কেন তাঁহার প্রাণবল্লভের অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইতে দিলেন? কেবল ইহাই নহে, শ্রীরাধা নিজেও শিথিলতা অঙ্গীকার করিয়াছেন, অস্থি-গ্রন্থির বহিরাবরণ শিথিল না হইলে অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হইতে পারে না। মাদনের প্রভাব সম্যক্রূপে সম্বরণ করার সামর্থ্য শ্রীরাধার থাকাসত্ত্বেও তিনি নিজেই কেন শ্রীশ্রী গৌরসুন্দরের চিত্তে উচ্ছ্বসিত মাদনের প্রভাবে নিজেই শিথিল হইয়া পড়িলেন?

ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ। শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলা হয়—"কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥" শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণ করিয়া তাঁহার প্রীতি বিধানই শ্রীরাধার একমাত্র কাম্যবস্তু; তাঁহার অন্য কোনও কামনা নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রক্ষাকবচরূপে অবস্থিতা থাকিয়াও তাঁহার প্রাণবল্লভের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বাসনা পূর্ত্তির জন্যই শ্রীরাধা এস্থলে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা জানিবার বাসনা—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা।" শ্রীরাধার প্রেম মাদনের প্রভাব যে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও সম্বরণ করিতে পারেন না, এই প্রেমের প্রবল বন্যা যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে থাকে, তখন তাহার গতির দুর্দ্দমনীয় বেগ যে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অস্থি-গ্রন্থি সমূহকেও আলগা করিয়া দিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকে তাহা অনুভব করাইবার জন্যই রক্ষাকবচরূপা শ্রীরাধার এই ভঙ্গী। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীরাধা এস্থলে তাঁহার প্রাণবল্লভকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন নাই। কেবল ইহাই নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধা ইহাও দেখাইলেন যে—মাদনের উৎকট প্রভাব হইতে নিজেকে রক্ষা করার প্রবল প্রয়াস না থাকিলে মাদন শ্রীরাধার নিজের অঙ্গকেও শিথিল করিয়া দিতে পারে—এমনি প্রভাব মাদনের। এইরূপ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের একটী বাসনা—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা জানিবার বাসনাটী—অপূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং এই বাসনাটীর পূর্ত্তিরূপ আরাধনাও শ্রীরাধার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত।

অথবা, ইহাও হইতে পারে যে—প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মাদনের প্রভাব যখন অত্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন তাহা সম্বরণ করার সামর্থ্য স্বয়ং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধারও থাকে না, তখন মাদনের এই উদ্দাম প্রভাব শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থিকেও শিথিল করিয়া দিতে পারে, তাঁহাতে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহারও থাকে না।

কেহ যদি বলেন—ব্রজলীলায় কি শ্রীরাধার মাদন কখনও উদ্দাম হয় নাই? ব্রজে তো শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থি শিথিল হওয়ার কথা শুনা যায় না। উত্তর বলা যায়—ব্রজলীলাতেও শ্রীরাধার মাদন উদ্দাম হয় কিন্তু বোধহয় এমন উদ্দাম হয় না, যাহাতে শ্রীরাধার অঙ্গগ্রন্থিকে শিথিল করিয়া দিতে পারে। গৌরলীলাতেই এই অদ্ভুত উদ্দামতা। তাহার কারণও আছে। মিলনেই মাদনের আবির্ভাব, এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উদ্দামতাও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন যতই নিবিড় হউক না কেন, তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু নবদ্বীপ-লীলাতে তাঁহাদের মিলন এতই নিবিড়তম যে, তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া থাকেন। 'রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ।' এস্থলে মিলন যেমন নিবিড়তম, মাদনের উদ্দামতাও তেমনি সর্ব্বাতিশায়িনী এবং মাদনের প্রভাবও তেমনি দুর্দ্দমনীয়, অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীরাধার পক্ষেও দুর্দ্দমনীয়। ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ লীলাতে যেমন মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—এত বিকাশ যে, যিনি ব্রজের মদনমোহন রূপের মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ উন্মাদনা সম্বরণ করিতে অভ্যস্ত, সেই বিশাখাস্বরূপ রায় রামানন্দও রসরাজ মহাভাব দুইয়ে এক রূপের' অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দ উন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া আনন্দাধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ লীলাতে মাদনাখ্য মহাভাবের প্রভাবও সর্ব্বাতিশায়িরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—এই অভিব্যক্তি এত অধিক যে—ব্রজে যিনি মাদনের সর্ব্ববিধ প্রভাব সম্বরণ করিয়া থাকেন, সেই মাদনঘন বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীরাধাও রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপের অঙ্গীভূতা থাকিয়া সেই প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থা। মাদনের প্রভাবের এই জাতীয় দুর্দ্দমনীয়তার অভিব্যক্তিতেই শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার চরমতম পরাকাষ্ঠা। ইহা প্রকটিত করাতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা জানিবার বাসনার পরিপূরণ।

অন্ত্য লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ লীলার রহস্যও এইরূপই।

সমুদ্র যখন বন্যা উত্থিত হয়, তখন তাহা তীর ভাসাইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতে থাকে, পথে যাহা কিছু পড়ে, তাহাকেই ভাসাইয়া বাহিরের দিকে নিয়া যায়, বা নিয়া যাইতে চায়, বন্যার গতিবেগে বৃক্ষাদিও উৎপাটিত হইয়া ভাসিয়া যায়, অথবা বন্যার গতির দিকে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত অধীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়া পড়িয়াছিলেন (কর্চিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ ইত্যাদি পরবর্তী উদ্ধৃত শ্লোক—৩।১৪।৫ শ্লোক—দ্রষ্টব্য), তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে উন্মাদিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ অপেক্ষা অন্তরস্থিত ভাবের গতিই ছিল অধিক, সেই ভাব যেন প্রবল বন্যার আকার ধারণ করিয়া প্রবল বেগে বাহিরের দিকে—শ্রীকৃষ্ণের দিকে—ছুটিতেছিল, স্বীয় প্রবাহের বেগে প্রভুর দেহকেও টানিয়া লইতেছিল, কিন্তু সমুদ্রের বন্যার গতিমুখে বৃক্ষাদির ন্যায় প্রভুর প্রেমবন্যার গতিমুখে প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও যেন বাধার সৃষ্টি করিল, বন্যার বেগে কোনও কোনও বিশাল বৃক্ষ যেমন ভাসিয়া না গিয়া বন্যার গতির দিকে লম্বা হইয়া শিথিল ভাবে পড়িয়া থাকে, প্রভুর প্রবল প্রেমবন্যার গতিমুখেও প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেন তদ্রূপ শিথিলতা ধারণ করিল, অস্থি-গ্রন্থিগুলি ফাঁক হইয়া গেল—বন্যার বেগে বৃক্ষের মূল শিকড়াদি যেমন মৃত্তিকা হইতে আল্‌গা হইয়া পড়ে, তদ্রূপ।

সমুদ্রের বন্যা আবার যখন সমুদ্রের দিকে ফিরিতে থাকে, তখনও পূর্ববৎ গতিপথের সমস্ত বস্তুকেই ভাসাইয়া সমুদ্রের দিকে—বন্যার উৎপত্তির স্থানের দিকে—লইয়া যায়। প্রভুর উৎকট প্রেমবন্যারও কখনও কখনও এইরূপ অবস্থা হইত। অন্ত্য লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ধারণ লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ভাবাবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবনে গিয়াছেন, গিয়া দেখিলেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোষ্ঠে বেণু বাজাইতেছেন (৩।১৭।২২) বেণুনাদ শুনিয়া শ্রীরাধা আসিয়া গোষ্ঠে উপনীত হইলেন, শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন (৩।১৭।২৩)। ভাবাবেশে প্রভুও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহাদের ভূষণ-ধ্বনিতে মগ্ন হইলেন (৩।১৭।২৪)। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-পরিহাসের শব্দ শুনিয়া প্রভুর কর্ণদ্বয় উল্লসিত হইল (৩।১৭।২৫)। এই ভূষণ-ধ্বনি এবং হাস্য-পরিহাসের শব্দ শুনিয়া প্রভু বোধ হয় স্বীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরেই শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াছিলেন তাই তখন তাঁহার প্রেমবন্যা—উৎকট-বিরহজনিত পরমার্ত্তিবশতঃ (অনুত্থসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ) হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায়—প্রবলবেগে হৃদয়ের দিকেই ছুটিতেছিল এবং স্বীয় গতিপথে প্রভুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকেও যেন ভিতরের দিকে টানিয়া নিতেছিল। তাহাতেই প্রভুর দেহ কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিল।

তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে মনে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন তিনিই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। প্রেম হইল স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি, সুতরাং প্রেমের নিয়ন্তাও তিনি। তিনি প্রেমেরও নিয়ন্তা বলিয়া প্রেম তাঁহার উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং প্রেমের প্রভাবে তাঁহার অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হওয়া, কিম্বা হস্তপদাদি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কূর্ম্মাকৃতি করিয়া দেওয়াও সম্ভব নয়। ইহা হইল ঐশ্বর্য্যের কথা। কিন্তু রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য হইতেছে মাধুর্য্যের, তাঁহার রসিক শেখরত্বের। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশে ঐশ্বর্য্য হইয়া পড়ে মাধুর্য্যের অনুগত তখন মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে, নতুবা তাঁহার পক্ষে মাধুর্য্যের আস্বাদনই সম্ভব হয় না, তাঁহার রসিক শেখরত্বেরও সার্থকতা থাকে না। তাঁহার রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধানার্থই ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যের আনুগত্য করিয়া থাকে, প্রেম গরীয়ান্ হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও বলিয়া থাকেন—ভক্তিরেব ভূয়সী। ভক্তি বা প্রেমভক্তি ভূয়সী—মহামহিমময়ী বলিয়াই "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" প্রেমই গরীয়ান, ঐশ্বর্য্য গরীয়ান্ নহে। তাই রসাস্বাদন-লীলায় প্রেমই সর্ব্বেসর্ব্বা, ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগত, অনুগত হইয়া মাধুর্য্যের ও প্রেমের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। রসাস্বাদন-লীলায় ঐশ্বর্য্য কখনও মাধুর্য্য ও প্রেমকে দমিত করিতে পারে না। পারিলে রসাস্বাদনই সম্ভব হইত না, শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বও সার্থকতা লাভ করিতে পারিত না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি মাদনাখ্য প্রেমের প্রভাবকে খর্ব্ব করিতে পারে না, অঙ্গের শিথিলতা হইতে কিম্বা কূর্ম্মাকৃতি-করণ হইতে ঐশ্বর্য্যশক্তি গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে পারে না। এই উভয় লীলাই প্রভুর রসাস্বাদনাত্মিকা লীলা। এই লীলাতে

মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৪
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে 'কৃষ্ণনাম' কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৫
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৬৬
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ৬৭
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৮

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৪)—

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্‌গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কচিৎ কদাচিৎ মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রালয়ে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরুবিরহাৎ অত্যন্তবিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাৎ তথা কাক্বা কাতর্য্যেণ গদ্‌গদং বচো যস্য স্যাত্তথাভূতঃ সন্ ভূমৌ লুঠন্ শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদভুজপদোঃ অধিক দৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ যো বভূব স গৌরাঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঐশ্বর্য্য স্বীয় স্বরূপগত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। রসাস্বাদনাত্মিকা লীলাতে ঐশ্বর্য্যের নিয়ন্তৃত্ব নাই, প্রেমই একমাত্র নিয়ন্তা—ঐশ্বর্য্যেরও নিয়ন্তা, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও নিয়ন্তা প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধারও নিয়ন্তা, অন্যান্য পরিকরবর্গেরও নিয়ন্তা।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরও বটেন, মহামহেশ্বরও বটেন, আবার রসস্বরূপও—রসিকেন্দ্র-শিরোমণিও বটেন। কিন্তু সর্ব্বেশ্বরত্বের বিকাশ অপেক্ষা রসস্বরূপত্বের বিকাশেই তাঁহার মহিমার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেই তিনি পরম-মহীয়ান। তাঁহার এই রসিক স্বরূপত্বের বিকাশের জন্য যখন যাহা কিছু করা দরকার, তাঁহার স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তির বিলাস প্রেম, তাহাই তখন করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভূমা—সর্ব্ববৃহত্তম—বস্তু বটেন, কিন্তু তিনি রসিকশেখর বলিয়া তাঁহারই স্বীয় স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভক্তি বা প্রেম মহিমায় তাঁহা অপেক্ষাও ভূমা—ভক্তিরেব ভূয়সী। তাই ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। তাঁহার ভক্তিবশ্যতাব্যতীত রসাস্বাদনই সম্ভব নয়। ভূয়সী হইয়াই ভক্তি তাঁহার রসাস্বাদন লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর এই লীলায় শ্রীরাধার প্রেমের শক্তির মাহাত্ম্যই প্রকটিত হইতেছে শ্রীরাধার তুলনা শ্রীরাধাই, অপর কেহ নাই। শ্রীরাধার প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য জগৎকে দেখাইবার নিমিত্তই রাধাপ্রেমে-ঋণী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌর-সুন্দরের এই অদ্ভুত লীলা।

৬৪। মুখে লালা-ফেন—মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণ লালাস্রাব হইয়া ফেনের আকার ধারণ করিয়াছে। **উত্তান নয়ান**—উর্দ্ধনেত্র শিব নেত্র। চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়া যাওয়া। **দেহে ছাড়ে প্রাণ**—প্রাণ যেন দেহকে ছাড়িয়া যায়।

৬৫। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহারা প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন।

৬৬। কৃষ্ণ-নাম হৃদয়ে প্রবেশ করায় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল।

৬৭। যে ভাবের বিক্রমে অস্থি গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, বাহ্য জ্ঞান হওয়াতে সেই ভাব ছুটিয়া গেল, সুতরাং দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

৬৮। **গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষ**—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত একখানা গ্রন্থের নাম।

শ্লো। ৫। অন্বয়। কচিৎ (কোনও সময়ে) মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রের গৃহে) ব্রজপতিসুতস্য (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) উরুবিরহাৎ (উৎকট বিরহে) শ্লথ-শ্রীসন্ধিত্বাৎ (অঙ্গসমূহের শোভা ও সন্ধি শ্লথ হওয়াতে) ভুজপদোঃ (বাহু ও পদের) অধিকদৈর্ঘ্যং (অধিকতর দৈর্ঘ্য) দধৎ (ধারণকারী) ভূমৌ (ভূমিতে) লুঠন্ (লুণ্ঠনকারী)

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
"কাহাঁ কর কি" এই স্বরূপে পুছিল ॥ ৬৯
স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু ! চল নিজঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥ ৭০
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥ ৭১
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥ ৭২
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিকলবিকলং (অত্যন্ত কাতরভাবে) কাক্বাগদগদ-রুচা (গদগদকাকুবাক্যে) রুদন (রোদনকারী) শ্রীগৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত করিতেছেন)।

অনুবাদ। কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সান্ধি সকল শ্লথ (শিথিল) হওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ (স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা) অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরভাব সহিত যিনি গদগদকাকু বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন। ৫

পূর্ব্বোক্ত পয়ার সমূহে যে লীলাটী বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামী তাহা স্বয়ং অবগত ছিলেন, এবং তাহাই তিনি এই শ্লোকে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। উক্তলীলার কথা স্মরণ করিয়া এবং উক্ত লীলায় মহাভাবের যে বৈচিত্র্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া এবং সর্ব্বোপরি উক্তভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা স্মরণ করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর হৃদয় যে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই তিনি এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার আনন্দের হেতু এই। শ্রীল রঘুনাথদাস ছিলেন ব্রজের রসমঞ্জরী শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর আনন্দেই তাঁহার আনন্দ। আর মাদনাখ্য মহাভাব হইল নিত্যসম্ভোগানন্দময় ভাব—সুতরাং আনন্দবৈচিত্রীর চরম পরাকাষ্ঠার উৎস। শ্রীরাধার মধ্যে যখন এই ভাব অভিব্যক্ত হয়, তখন শ্রীরাধার আনন্দাতিশয্য দর্শনে মঞ্জরীদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মাদনাখ্য মহাভাবের আবেশেই রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের উল্লিখিত লীলা প্রকটন, সুতরাং উক্ত লীলার স্মরণে রসমঞ্জরীর ভাবে আবিষ্ট দাসগোস্বামীর আনন্দ সমুদ্র যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কিছু নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পয়ার সমূহে উল্লিখিত লীলা যে সত্য, তাহার প্রমাণরূপেই এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬৯। সিংহদ্বারে দেখি—বাহ্য-জ্ঞান লাভ করে। **বিস্ময় হইল**—প্রভু যে সিংহদ্বারে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না, এক্ষণে নিজেকে সিংহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—কিরূপে, কিজন্য এত রাত্রিতে তিনি এখানে আসিলেন, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়।

সিংহদ্বার দেখিতেছেন বটে, কিন্তু এখানে আসার কোনও কারণ স্থির করিতে না পারিয়া, ইহা যে সিংহদ্বার, সেই সম্বন্ধেই বোধহয় প্রভুর সন্দেহ জন্মিল, তাই স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাঁহা কর কি ?"

কাঁহা কর কি—আমরা এখন কোথায় (কাঁহা)? তোমরা এখানে কি কর (কর কি, কি করিতেছ)?

৭১। তাঁহার অবস্থা—প্রভুর অবস্থা, দেহের বিকৃতি আদি।

৭২। কিছু স্মৃতি ইত্যাদি—স্বরূপ-দামোদরের নিকট প্রভু নিজের অবস্থার কথা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে, কি করিয়াছি, আমার কিছুই মনে নাই।"

৭৩। প্রভু বলিলেন—"এই মাত্র মনে আছে যে, দেখিলাম যেন শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্প সময়ের নিমিত্ত, বিদ্যুৎ চমকিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ সময় মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন, তার পরই আবার অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।"

হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৪
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৭৫
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি ॥ ৭৬
শাস্ত্রলোকাতীত যেই-যেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৭৭
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৭৮
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিল আচম্বিতে ॥ ৭৯
গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥ ৮০

তথাহি (ভা. ১০।২১।১৮)—
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূয়বসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭৪। পাণি শঙ্খ বাজিলা—নিশান্তে জগন্নাথদেবকে জাগাইয়া আচমনান্তে যে শঙ্খ বাজান হয় তাহা বাজিল।

৭৬। লোকে নাহি ইত্যাদি—প্রভু যে অদ্ভুত ভাব-বিকার (দেহের অসাধারণ দীর্ঘতা) প্রকট করিলেন, তাহা লোকের মধ্যেও দেখা যায় না, কোনও শাস্ত্রেও তাহার কথা শুনা যায় না। **ন্যাসি-শিরোমণি**—সন্ন্যাসিগণের শিরোমণিতুল্য শ্রীমন্মহাপ্রভু।

৭৭। শাস্ত্রলোকাতীত—যাহা লোকের মধ্যে দেখা যায় না, যাহার কথা শাস্ত্রেও শুনা যায় না। **ইতর লোকের**—অন্য লোকের, প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণব্যতীত অন্য লোকের। অথবা, ভক্তিহীন ব্যক্তির। **না হয় নিশ্চয়**—বিশ্বাস হয় না।

প্রভু যে লীলা প্রকট করিলেন, তাহা কেহ কখনও লোকের মধ্যে দেখে নাই, শাস্ত্রেও তাহার কথা শুনা যায় না, সুতরাং যাঁহারা প্রভুর নিকটে থাকিয়া স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছেন, অথবা গৌরে যাঁহাদের গাঢ় প্রীতি, তাঁহারা ব্যতীত অপর লোকে হয়ত ইহা বিশ্বাসই করিবে না।

৭৮। রঘুনাথদাস নীলাচলে সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তিনি স্বচক্ষে এই লীলা দর্শন করিয়াছেন, আমিও (গ্রন্থকারও) তাঁহার মুখে শুনিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছি এবং তাঁহার কথানুসারেই এই লীলার কথা এস্থলে লিখিয়াছি। (পূর্ব্ববর্ত্তী কচিন্মিশ্রাবাসে ইত্যাদি শ্লোকও রঘুনাথের উক্তি)।

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, প্রভুর দেহের অস্বাভাবিক দীর্ঘতার কথা এস্থলে যাহা লিখিত হইল, ইহা লোকাতীত এবং শাস্ত্রাতীত হইলেও মিথ্যা নহে, ইহা রঘুনাথদাস গোস্বামীর মত একজন পরমভাগবত গৌর-পার্ষদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা। দাসগোস্বামী মিথ্যাকথা বলিবার লোক নহেন।

৭৯। চটক পর্ব্বত—শ্রীনীলাচলস্থিত একটী পর্ব্বতের নাম। ইহার বর্ত্তমান নাম বোধ হয় চিরাই বা সিরাই, এই চিরাইতে এখনও বালুকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। **দেখিল আচম্বিতে**—হঠাৎ চটক পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

৮০। গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞানে—চটক-পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বলিয়া মনে করিয়া। **শৈল**—পর্ব্বত। **পর্ব্বত-দিশাতে**—চটক পর্ব্বতের দিকে। চটক পর্ব্বতকে প্রভুর গোবর্দ্ধন বলিয়া মনে হইল, আর প্রভু অমনি প্রেমাবেশে পর্ব্বতের দিকে ধাবমান হইলেন। ইহা উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের একটী দৃষ্টান্ত।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৮।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮১
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮২
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই-নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৮৩
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৮৪
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাই শক্তি ॥ ৮৫
প্রতিরোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥ ৮৬
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোবর্দ্ধনের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত মুগ্ধচিত্তা কোনও গোপী তাঁহার সখীকে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রভু চটক পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন।

৮১। এই শ্লোক—পূর্ব্ববর্ত্তী 'হন্তায়মদ্রিরবলা' ইত্যাদি শ্লোক, ইহা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মহিমাব্যঞ্জক শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক। চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু ধাবিত হইলেন। **বায়ুবেগে**—বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে, অতি দ্রুত। **গোবিন্দ ধাইল পাছে**—প্রভুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। **নাহি পায় লাগে**—কিন্তু দৌড়াইয়া প্রভুকে ধরিতে পারিল না।

৮২। ফুকার পড়িল—চীৎকার শব্দ হইল। গোবিন্দ স্বয়ং এবং যাঁহারা যাঁহারা প্রভুকে দৌড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চস্বরে প্রভুর ধাবনের কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। **যেই যাঁহা ছিল** ইত্যাদি—যিনি যে স্থানে ছিলেন, কোলাহল শুনিয়া তিনিই সেই স্থান হইতে উঠিয়া প্রভুর দিকে ধাবিত হইলেন।

৮৩। কোলাহল শুনিয়া যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম "স্বরূপ জগদানন্দ" ইত্যাদি দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৮৪। খঞ্জ—খোঁড়া। ভগবান্ আচার্য্য খোঁড়া ছিলেন; তাই তিনি আস্তে আস্তে চলিলেন।

৮৫। প্রেমাবেশে প্রভু প্রথমে খুব দ্রুতবেগে ছুটিয়াছিলেন; কতদূর যাওয়ার পরে স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়ায় প্রভুর দেহে জাড্য আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আর প্রভু চলিতে পারিলেন না।

দিব্যোন্মাদে সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত (সুন্দররূপে উদ্দীপ্ত) হইয়া উঠে, প্রভুর দেহে তদ্রূপ হইয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছেন। এই পয়ারে সুদ্দীপ্ত স্তম্ভের কথা এবং পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে অন্যান্য সাত্ত্বিকের সুদ্দীপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। স্তম্ভ সুদ্দীপ্ত হওয়াতে প্রভু চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন।

৮৬। এই পয়ারে পুলক নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্তত্ব দেখান হইতেছে।

পুলকোদ্গমে প্রত্যেক রোমকূপের মাংস ফুলিয়া ব্রণের (ফোড়ার) মত হইয়াছে; তাহার উপরে রোমোদ্গম হওয়ায় ব্রণটীকে কদম্বের মত দেখাইতেছে, রোমগুলিকে কদম্ব-কেশরের মত দেখাইতেছে। **তার উপরে**—ব্রণের উপরে। **রোমোদ্গম**—রোমের শিহরণ, রোম খাড়া হইয়া থাকা। **কদম্ব প্রকার**—কদম্বফুলের মত।

৮৭। প্রতি রোমে—প্রতি রোমকূপে। **প্রস্বেদ**—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম। **রুধিরের ধার**—রক্তের ধারা। **প্রতিরোমে** ইত্যাদি—প্রতি রোমকূপ হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত বেগে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে যে, ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িতেছে। এই পয়ারার্দ্ধে স্বেদের (ঘর্ম্মের) সুদ্দীপ্ততার কথা বলা হইল। **কণ্ঠ ঘর্ঘর**—কণ্ঠ হইতে কেবল ঘর্ঘর শব্দ নির্গত হইতেছে। **নাহি বর্ণের উচ্চার**—কণ্ঠস্থলে কোনওরূপ অক্ষরের (বর্ণের) উচ্চারণ হইতেছে না।

দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা ধার ॥ ৮৮
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥ ৮৯
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯০
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সেচন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ-সংবীজন ॥ ৯১
স্বরূপাদিগণ তাহাঁ আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কাঁদিতে লাগিলা ॥ ৯২
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥ ৯৩
উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতলজলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাত্ত্বিকোদয়ে এত বেশী স্বরভঙ্গ হইয়াছে যে, কণ্ঠে একটী অক্ষরও উচ্চারিত হইতেছে না, কেবল ঘর্ঘর শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে। এস্থলে স্বর ভঙ্গের সুদ্দীপ্ততা।

৮৮। এই পয়ারে অশ্রু নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ততা দেখান হইতেছে।

দুই নেত্র ভরি ইত্যাদি—দুই চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে অশ্রু নির্গত হইতেছে। **সমুদ্রে মিলিল যেন** ইত্যাদি—দুইটী নয়নধারাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটী গঙ্গার ধারা, আর একটী যমুনার ধারা, তারা উভয় যেন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইল। নয়নধারা দুইটীর পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদিগকে পবিত্র গঙ্গা-যমুনার সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

"সমুদ্রে মিলিল' উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই :—সমুদ্রের সহিত মিলিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে নদীর বেগ অত্যন্ত প্রখর হয় এবং স্রোতও অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রভুর নয়ন হইতে যে-দুইটী জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাও এত প্রবল এবং বিস্তৃত ছিল যে, তাহাদিগকে সমুদ্রের সহিত মিলনোন্মুখী নদীর সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

অথবা মিলিল' শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ :—নয়ন দুইটী হইতে দুইটি ধার বাহির্গত হইয়া প্রভুর দেহ ভাসাইয়া মাটীতে পড়িয়াছে। মাটীর উপর দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতেছিল। তাই, ধার দুইটীকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে তুলনা দিয়া বলা হইয়াছে, যেন গঙ্গা-যমুনাই সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইল।

৮৯। এই পয়ারে বৈবর্ণ্য ও কম্পের সুদ্দীপ্ততা দেখান হইতেছে। **বৈবর্ণ্য**—বিবর্ণতা। **শ্বেত**—সাদা, শুভ্র। **বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায়** ইত্যাদি—প্রভুর স্বর্ণ গৌরকান্তি এরূপ বিবর্ণ হইয়া গেল যে, দেখিতে ঠিক যেন শঙ্খের মত সাদা বর্ণ মনে হইল। **তবে কম্প** ইত্যাদি—প্রভুর দেহে এমন ভাবে কম্প উপস্থিত হইল যে, মনে হইল যেন সমুদ্রের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তরঙ্গ উত্থিত হইলে সমস্ত সমুদ্র যেমন থর থর করিয়া অনবরত কাঁপিতে থাকে, প্রভুর দেহও তেমনি থর থর করিয়া অনবরত কাঁপিতে লাগিল।

৯০। **ভূমিতে পড়িলা**—মূর্চ্ছিত হইয়া। **তবে ত**—প্রভু ভূমিতে পড়িয়া যাওয়ার পরে (গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর নিকটে পৌঁছিল।)

৯১। **করোয়া**—জলপাত্র। **অঙ্গ-সংবীজন**—দেহে বাতাস দেওয়া। জলপাত্র হইতে জল লইয়া গোবিন্দ প্রভুর সমস্ত শরীরে ছিটাইয়া দিলেন আর বহির্ব্বাসের সাহায্যে প্রভুর দেহে বাতাস দিতে লাগিলেন। প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ এ সব করিলেন।

৯২। **স্বরূপাদিগণ**—স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ। **তাহাঁ**—প্রভু যেস্থানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানে।

৯৩। **আশ্চর্য্য-সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিকভাবের অদ্ভুত বিকাশ, সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। **হৈল চমৎকার**—এইরূপ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক আর কখনও অন্যত্র দেখেন নাই বলিয়া বিস্মিত হইলেন।

৯৪। **প্রভুর শ্রবণে**—প্রভুর কাণের (শ্রবণের) নিকটে। প্রভুর কাণে উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ বলা

এইমত বহুবেরি করিতে করিতে।
'হরিবোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে ॥ ৯৫
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি চৌদিগ্ ভরি ॥ ৯৬
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি-উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ৯৭
বৈষ্ণব দেখিযা প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে কিছু পুছিতে লাগিল ॥ ৯৮
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা, দেখিতে না পাইল ॥ ৯৯
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চাবণ ॥ ১০০
গোবর্দ্ধনে চটি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইল। আর শীতল জল দিয়া ভাল করিয়া প্রভুর শরীব মাজিযা দেওয়া হইল। প্রভুব মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার জন্য এ সব কবা হইল।

৯৫। **বহুবেরি**—বহুবার, অনেকবাব। "বহুবার" পাঠান্তবও আছে।

৯৭। **বিস্মিত**—এতক্ষণ আবেশে যাহা দেখিতেছিলেন, তাহা হঠাৎ দেখিতে না পাইয়া এবং যাহা দেখিতেছিলেন না, হঠাৎ তাহা দেখিতে পাইয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন। **ইতি-উতি**—এদিক ওদিক। **যে দেখিতে চাহে**—যাহা দেখিবাব নিমিত্ত চেষ্টা কবেন।

৯৮। **বৈষ্ণব দেখিয়া**—নিকটে স্বরূপ-দামোদরাদি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া। **অর্দ্ধবাহ্য**—সম্পূর্ণ বাহ্য নহে, এরূপ অবস্থা। **পুছিতে**—জিজ্ঞাসা কবিতে, যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, পববর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা ব্যক্ত আছে।

৯৯। **গোবর্দ্ধন হৈতে** ইত্যাদি—প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি ত এতক্ষণ গোবর্দ্ধনেই ছিলাম, গোবর্দ্ধন হইতে হঠাৎ আমাকে এখানে কে আনিল?" তারপব যেন একটু আক্ষেপের সহিতই বলিলেন—"সৌভাগ্যক্রমে গোবর্দ্ধনে আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনের সাধ মিটাইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না।"

১০০। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—"এই স্থান হইতে আজি আমি গোবর্দ্ধনে গিযাছিলাম। গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন কিনা, এবং কবিলে আমাব ভাগ্যে তাঁহার দর্শন মিলে কিনা, ইহা দেখিবাব নিমিত্তই গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম।"

চটকপর্ব্বত দেখিয়া প্রভুব যে গোবর্দ্ধন-ভ্রম হইযাছিল, সেই ভ্রম এখনও চলিতেছে, চটকপর্ব্বত দেখিয়া প্রভু যে দৌড়িয়াছিলেন, মনে কবিয়াছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গোবর্দ্ধনেই যাইতেছিলেন।

দেখোঁ যদি ইত্যাদি—যদি কৃষ্ণ গোধন-চারণ কবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিব, এই আশায়। **গোধন-চারণ**—গোচারণ।

১০১। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—"গোবর্দ্ধনের নিকটে যাইয়া দেখি যে, গোবর্দ্ধনে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন, আব গোবর্দ্ধনের চারিদিকে ধেনু সব বিচরণ করিতেছে।" প্রভু আবেশে ইহা দর্শন করিয়াছেন। ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতি-জনিত স্বপ্নমাত্র নহে, প্রভু বাস্তবিকই বেণু-বাদন-রত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন কবিযাছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, কোথায় বা শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন, আব কোথায় বা নীলাচল? নীলাচলে থাকিয়া প্রভু কিরূপে গোবর্দ্ধন-বিহারী কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন? ইহার উত্তর এই—শ্রীকৃষ্ণ ও গোবর্দ্ধনাদি শ্রীকৃষ্ণেব লীলা-স্থান, সমস্তই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।" সমস্ত স্থান ব্যাপিয়াই তিনি ও তাঁহাব লীলাস্থল বিরাজিত, মাত্র লোকে তাহা দেখিতে পায় না, যখন তিনি কৃপা করিয়া দেখিবাব শক্তি দেন, তখনই জীব তাহা দেখিতে পায়। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা করেন, তখন সেখানেই ভক্ত-বিশেষকে তাঁহার লীলা দর্শন করাইতে পারেন।

বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি॥ ১০২
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে॥ ১০৩
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥১০৪
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে?।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥ ১০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০২। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন "শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধাঠাকুরাণী আসিয়া গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলেন, সখি। শ্রীরাধার রূপ এবং ভাব বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই।"

প্রভুর এখনও গোপী-ভাবের আবেশ ছুটে নাই। গোপীভাবে প্রভু স্বরূপ-দামোদরাদিকেও গোপী বলিয়াই মনে করিতেছেন, তাই কথা বলিবার সময় স্বরূপ-দামোদরকে 'সখি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই পয়ার হইতে যেন বুঝাইতেছে যে, প্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়েন নাই। অন্য গোপীর ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত প্রভুর এই অন্য গোপীভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীললিতমাধবে দেখা যায়, উদ্ঘূর্ণা-বশতঃ শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন, এস্থলেও তদ্রূপ। এ সম্বন্ধে পরে ১৭শ পরিচ্ছেদের তাঁর পাছে পাছে পাছে আমি ইত্যাদি ৩।১৭।২৪ পয়ারের ব্যাখ্যায় একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে ৩।১৪।১৬-১৭ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

তাঁর রূপ ভাব—শ্রীরাধার রূপ ও ভাব।

"তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে সব সখিগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি পাঠও আছে। ইহার অর্থ—বেণুনাদ শুনিয়া, ললিতাদি সখীগণকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীরাধিকা সুসজ্জিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। **করিয়া সাজনি**—সজ্জিত হইয়া, বিভূষিত হইয়া।

১০৩। প্রভু আরও বলিলেন "যখন শ্রীরাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের নিভৃত গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সখীগণ, আমাকে কিছু ফুল উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু এস্থলে সেবাপরা মঞ্জরীভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। এই ভাবে প্রভু আবেশে যাহা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, এই কয় পয়ারে প্রভু তাহা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু এই মঞ্জরীভাবও রাধাভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ৩।১৪।১৬-১৭ এবং ৩।১৭।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"কহে মোকে" স্থলে "চাহে কেহ" পাঠান্তরও আছে, অর্থ সখীগণের মধ্যে কেহ কেহ ফুল উঠাইতে চেষ্টা করিলেন।

ফুল উঠাইতে—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার নিমিত্ত। **কন্দরা**—পর্ব্বতের গহ্বর। **সখীগণ**—শ্রীরাধার সঙ্গিনী সখীগণ।

১০৪। হেন কালে—যে সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং ফুল তুলিবার নিমিত্ত সখীগণ আমাকে আদেশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **তাঁহা হৈতে**—গোবর্দ্ধন হইতে। **ইহাঁ**—নীলাচলে এই স্থানে।

১০৫। প্রভু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "অনর্থক দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত কেন তোমরা আমাকে এখানে আনিলে? হায় হায়! পাইয়াও আমি কৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাইলাম না।" প্রভুর এখনও যে গোপীভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

দুঃখ—কৃষ্ণ-লীলা দর্শনের অভাবে যে দুঃখ তাহা।

এতবলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১০৬
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন ।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১০৭
নিপট্ট-বাহ্য হৈল, প্রভু দুঁহাকে বন্দিলা ।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১০৮
প্রভু কহে—দোঁহে কেন আইলা এতদূরে ।
পুরীগোসাঞি কহে—তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৯
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ।
সমুদ্রের আড়ে আইলা সব-বৈষ্ণব সনে ॥ ১১০
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেরে আইলা ।
সভা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১১
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব ।
ব্রহ্মাহো কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১২
চটকগিরি-গমন-লীলা রঘুনাথ দাস ।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৩

তথাহি, স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব
কল্পতরৌ (৮)—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈ গণৈঃ স্বরূপাদিভি ররধৃতো নিশ্চলঃ কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুমিতঃ ক্ষেত্রাদহং গচ্ছামাস্মি ইত্যুক্ত্বা রজন্ যদ্বা অয়ে বান্ধব লোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্ ভাষিতি। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৬। **করেন ক্রন্দন**—শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখে প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন।

১০৭। **হেনকালে**—প্রভু যখন বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **পুরী ভারতী**—পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন্দভারতী। **হইল সম্ভ্রম**—সঙ্কোচ হইল।

১০৮। **নিপট্ট বাহ্য**—সম্পূর্ণ বহির্দ্দশা।

দুঁহাকে—পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে।

১০৯। **নৃত্য**—লীলা, আচরণ।

১১০। **সমুদ্রের আড়ে**—সমুদ্রের তীরে স্নানের ঘাট। "আড়ে" স্থলে "ঘাটে" পাঠও আছে।

১১৩। চটক পর্ব্বত সম্বন্ধীয় প্রভুর যে লীলা এস্থলে বর্ণিত হইল, তাহাও শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে শুনিয়াই কবিরাজ গোস্বামী ইহা বর্ণন করিয়াছেন। রঘুনাথদাসগোস্বামীও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু নামক স্বীয় গ্রন্থে ইহা বর্ণন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। নীলাদ্রেঃ (নীলাচলের) সমীপে (নিকটে) চটকগিরিরাজস্য (চটক নামক পর্ব্বত-প্রধানের) কলনাৎ (দর্শনে) অয়ে (ওহে বান্ধবগণ) গোষ্ঠে (গোষ্ঠে—ব্রজে) গোবর্দ্ধনগিরিপতিং (গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে) লোকিতুং (দেখিতে) ইতঃ (এস্থান—শ্রীক্ষেত্র হইতে) ব্রজন্ অস্মি (যাইতেছি) ইত্যুক্ত্বা (ইহা বলিয়া) প্রমদ ইব (প্রমত্তের ন্যায়) ধাবন্ (ধাবমান) স্বৈঃ গণৈঃ (এবং নিজগণকর্তৃক) অবধৃতঃ (ধৃত) গৌরাঙ্গ (শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত করিতেছেন)।

এবে যত কৈল প্রভুর অলৌকিক লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥ ১১৪

সংক্ষেপে কহিয়া কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১১৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটক
গিরিগমনরূপদিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। নীলাচলের নিকট চটক নামক পর্ব্বতপ্রধানকে দেখিতে পাইয়া "হে বান্ধবগণ! ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি এস্থান (শ্রীক্ষেত্র) হইতে গমন করিতেছি" এইরূপ বলিয়া যিনি প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন এবং (তদবস্থায় যিনি) নিজ জনগণকর্তৃক ধৃত (নিবারিত) হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন। ১

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীলদাসগোস্বামী চটক পর্ব্বত সম্বন্ধীয় লীলার কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অন্ত্য-লীলা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা। গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভুবি দর্শিতা॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

দুর্গমে ব্রহ্মাদীনামপি অগম্যে মর্য্যাদা সীমা। ইতি চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য লীলার এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থার কয়েকটী ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। দুর্গমে (অপরের পক্ষে—দুর্ব্বোধ) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণপ্রেমসাগরে) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা নিমগ্ন ও উন্মগ্ন চিত্ত) গৌরেণ (শ্রীগৌরহরিদ্বারা) ভুবি (পৃথিবীতে) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেমের সীমা) দর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছে)।

অনুবাদ। (অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও) দুর্ব্বোধ কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্নোন্মগ্নচিত্ত শ্রীগৌরহরি পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১

দুর্গমে—দুর্ব্বোধ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবের পরিকর, কেবলমাত্র তাঁহারাই—কৃষ্ণপ্রেমের যে বৈচিত্রীতে দিব্যোন্মাদ অভিব্যক্ত হয়, সেই বৈচিত্রীর মর্ম্ম অবগত আছেন, অপরের পক্ষে—এমন কি ব্রহ্মাদির পক্ষেও তাহা দুরধিগম্য, কারণ, ব্রহ্মাদিতে ব্রজের ভাব নাই। এতাদৃশ দুরধিগম্য যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই **কৃষ্ণপ্রেমাব্ধৌ**—কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রের, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রেম, তাহার অত্যধিক গভীরতা ও বিস্তৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকেও তাহারই সূচনা করা হইয়াছে, কান্তাভাবোচিত প্রেমেই দিব্যোন্মাদ সম্ভব, তাই এস্থলে কৃষ্ণ-প্রেম শব্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমই লক্ষিত হইয়াছে। অকূল সমুদ্রে পতিত হইলে লোক যেমন তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে একবার ডুবিয়া যায়, আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের চিত্তও তদ্রূপ যেন একবার ডুবিয়া পড়িতেছিল এবং একবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। **নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা**—নিমগ্ন ও উন্মগ্ন (ভাসমান) হয় চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার, তৎকর্তৃক। ভাবের হিল্লোলে প্রভুর চিত্ত একবার যেন ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া পড়ে এবং একবার যেন তাহা হইতে ভাসিয়া উঠে, যখন একেবারে ডুবিয়া পড়ে, তখন প্রভুর কিঞ্চিন্মাত্রও বাহ্যজ্ঞান থাকে না (তখন মনের কোনও ভাবই বাক্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া, মনকে বা মনের অবস্থাকে লোকে জানিতে পারে না—জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ; তাই বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থাকে চিত্তের নিমগ্নাবস্থা বলা যায়) আর যখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা হয়, তখন প্রলাপাদির সহযোগে মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, লোকে তখন তাহা জানিতে পারে—জলের উপরে ভাসমান লোককে যেমন লোকে দেখিতে পায়, তদ্রূপ, তাই অর্দ্ধবাহ্য অবস্থাকে চিত্তের উন্মগ্ন-অবস্থা বলা যায়। প্রেমসমুদ্রে প্রভু যখন এইরূপ উন্মগ্ন ও নিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার এই অবস্থাদ্বারাই তিনি **প্রেমমর্য্যাদা**—কৃষ্ণপ্রেমের সীমা, কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম অভিব্যক্তি **ভুবি**—জগতে, জগতের জীবগণকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর ॥ ১
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম।
জয়জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥ ২
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ ৩
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন-রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ ৪
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্থূলমর্ম্ম এই যে, দিব্যোন্মাদ বস্তুটী যে কিরূপ, তাহা জগতের জীব জানিত না; কাহারও তাহা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য বা সুযোগ হইয়াছিল না। বাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাকালে তাঁহার প্রলাপবাক্যাদি হইতে এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকটিত লক্ষণাদি হইতে তাঁহার নীলাচল-পরিকরগণ ইহার কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃপায় জগতের অন্যান্য লোকও তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলার আভাস দেওয়া হইল।

"ভূবি"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ভূরি" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ভূবি—প্রচুর পরিমাণ।

১। **অধীশ্বর**—সর্ব্বেশ্বর, স্বয়ংভগবান্। **পূর্ণানন্দ-কলেবর**—পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ; যাঁহার দেহ (কলেবর) আনন্দনির্ম্মিত, কিন্তু প্রাকৃত অস্থিমাংসময় নহে।

২। **কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর প্রিয়।

গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণনা করিতেছেন, বর্ণনার শক্তিলাভের আশায় সর্ব্বাগ্রে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিতেছেন—দুই পয়ারে।

৩। **এই মত**—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রভুর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেই অবস্থায়। **আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি**—বাহ্যস্মৃতি নাই, প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক সন্ন্যাসী, অথবা তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান প্রভুর ছিল না। **রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে**—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

৪। কি কি অবস্থায় প্রভুর দিন অতিবাহিত হইত, তাহা বলিতেছেন।

কভু ভাবে মগ্ন—কখনও কখনও প্রভু শ্রীরাধার ভাবে নিমগ্ন (সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট) থাকিতেন, তখন কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্যজ্ঞানও থাকিত না। সম্পূর্ণ অন্তর্দ্দশা।

কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি—কখনও বা প্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইতেন। যে অবস্থায় নিবিড় ভাবও থাকে, অথচ চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারা যায় কিন্তু তাহাদিগের বা নিজের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—সেই অবস্থাকে অর্দ্ধবাহ্য দশা বলে। প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় অন্তর্দ্দশা ছুটিয়া বাহ্যদশা স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে প্রভুর অর্দ্ধ-বাহ্যদশা হইত। **কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি**—কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইত। বাহ্যজ্ঞান হইলে নিজের স্বরূপের এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকলের স্বরূপেরই উপলব্ধি হইত। **এই তিন-রীতে**—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশায়।

৫। উক্ত তিন দশার কখন কোন্ দশায় প্রভু থাকিতেন, তাহার কোনও নিয়ম ছিল না; স্নান, ভোজন, কি জগন্নাথ-দর্শনে যাওয়ার সময়েও হয় তো অন্তর্দ্দশা কি অর্দ্ধবাহ্য-দশা থাকিত; তথাপি প্রভুর পার্ষদগণের চেষ্টায় এবং দেহের স্বভাব বা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃই প্রভু যেন যন্ত্রের মত পরিচালিত হইয়াই স্নান-ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিতেন।

দর্শন—শ্রীজগন্নাথ দর্শন। **দেহ-স্বভাব**—পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ, পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ। **কুমার**—কুম্ভকার। **চাক**—চক্র; যাহাতে ঘটাদি প্রস্তুত হয়। **সতত**—সর্ব্বদা। **ফিরয়**—ঘুরিতে থাকে। **কুমারের চাক** ইত্যাদি—কুমারের চাকা একবার ঘুরাইয়া দিলেই তারপর আপনা-আপনি ঘুরিতে থাকে, প্রত্যেক বার ঘুরাইবার প্রয়োজন হয় না; প্রথমবার ঘুরাইবার পরে, ঘুরাটাই যেন চাকার সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, তাই চাকা নিজেই ঘুরিতে থাকে।

একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৬
একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৭
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

লোকের সংস্কারও এইরূপ, পুনঃ পুনঃ কোনও কাজ করিতে গেলেই একটা সংস্কার জন্মে। প্রত্যহ যে রাস্তা দিয়া আমরা আমাদের কার্য্যস্থলে যাই, কিছুকাল অভ্যাসের পরে, ঐ রাস্তা সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা সংস্কার জন্মে যে, পথের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য না থাকিলেও, সম্পূর্ণরূপে অন্যমনস্ক থাকিলেও অভ্যস্ত রাস্তায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাদের চরণদ্বয়ই যেন আমাদিগকে টানিয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত করে, প্রত্যহ এক পথে যাইতে যাইতে ঐ পথে চলিবার নিমিত্ত চরণের যেন একটা স্বভাব জন্মিয়া যায়। ইহাই চরণের সংস্কার। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভ্যস্ত কার্য্যে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। আহার করিতে বসিলে, আমাদের হাত যেন আপনা আপনিই আহার্য্য গ্রহণ করিতে থাকে, মুখে আহার্য্য তুলিয়া দিতে থাকে, মুখও যেন আপনা-আপনিই আহার্য্য চর্ব্বণ করিয়া উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবেও আহার করা চলে। এই সমস্তই পূর্ব্বসংস্কারের বা দেহ-স্বভাবের ফল। অন্তর্দ্দশা বা অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রভুও এ জাতীয় সংস্কার বশতঃই স্নান-ভোজনাদি সমাধা করিতেন, কিন্তু প্রভু যে স্নান-ভোজনাদি করিতেছেন, এই জ্ঞান তখন তাঁহার থাকিত না।

৬। প্রভুর ভাবের সাধারণ বর্ণনা দিয়া এক্ষণে একদিনের ভাবের বিশেষ বিবরণ দিতেছেন।

একদিন করে প্রভু ইত্যাদি—প্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছেন, শ্রীজগন্নাথকে দর্শনও করিতেছেন বটে, কিন্তু শ্রীমূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না, শ্রীমূর্ত্তি স্থানে বংশীবদন ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিতে পাইতেছেন। "শ্রীরাধারূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন"—এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু বোধ হয় সেই দিন জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন, দর্শনের সময়েও তাঁহার আবিষ্টাবস্থা ছিল, তাই শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতেও তিনি শ্যামসুন্দর বংশীবদনকে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা উদ্‌ঘূর্ণা নামক দিব্যোন্মাদের লক্ষণ।

৭। **একিবারে**—একই সময়ে, যুগপৎ। **স্ফুরে প্রভুর**—প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয়। **কৃষ্ণের পঞ্চগুণ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি গুণ (একই সময়ে প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হইল)। **পঞ্চ গুণে**—রূপ রসাদি পাঁচটি গুণ। অথবা উক্ত পাঁচটি গুণরূপ রজ্জুদ্বারা। **পঞ্চেন্দ্রিয়**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিতে প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত একই সময়ে প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের লোভ জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় রূপ দর্শনের নিমিত্ত প্রভুর চক্ষুর, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত প্রভুর জিহ্বার, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রভুর নাসিকার, শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্র-সুশীতল অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত প্রভুর ত্বকের এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুর শ্রীমুখবচনাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর কর্ণের লোভ জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটী গুণে প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয় এত প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন, পাঁচটী গুণই রজ্জুরূপে প্রভুর পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে বেগে আকর্ষণ করিতেছে। যাহাকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করা হয়, তাহার যেমন অন্যদিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আকর্ষণে প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদিও তদ্রূপ অন্য কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর সমস্ত চিত্তবৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

৮। **একমন**—প্রভুর একটী মন (চিত্ত)। **পঞ্চদিকে**—শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, অধর-রসের দিকে, অঙ্গ-গন্ধের দিকে, অঙ্গস্পর্শের দিকে এবং বচন-মাধুরীর দিকে। **পঞ্চগুণে**—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিলা।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইলা ॥ ৯
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনে লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১০

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১১
সেই শ্লোক পড়ি আপনে কহে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাঁচটী গুণ পাঁচটী রজ্জুরূপে। **অগেয়ানে**—অজ্ঞান, বিচার-শক্তিহীন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিচার-শক্তি-হীনতাই চিত্তের অজ্ঞানতা।

একটী প্রাণীকে যদি পাঁচজনে পাঁচটী রজ্জু দ্বারা পাঁচদিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যেমন পাঁচজনের আকর্ষণে প্রাণীটীর চৈতন্য লোপ পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদি পাঁচটী গুণের প্রবল আকর্ষণে প্রভুর চিত্তও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, মনের বিচারশক্তি লোপ পাইল, শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদির প্রত্যেকটী আস্বাদন করিবার নিমিত্তই সমভাবে বলবতী বাসনা প্রভুর চিত্তে বর্তমান, সুতরাং কোনটিকে আস্বাদন করিবেন, তাহা কিছুই প্রভু স্থির করিতে পারিতেছেন না, কোনওটীকে ছাড়িবার ইচ্ছাও হয় না, তাই প্রভুর চিত্ত যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

৯। হেন কালে—যে সময় প্রভুর চিত্তের উক্তরূপ অবস্থা, সেই সময়। **ঈশ্বরের**—শ্রীজগন্নাথের। **উপল ভোগ সরিলা**—জগন্নাথের উপল ভোগ শেষ হইল।

১০। দুঁহার—স্বরূপের ও রামানন্দের। **কণ্ঠেতে ধরিয়া**—গলা জড়াইয়া ধরিয়া, অত্যন্ত দরদী মর্ম্মী লোকের মত।

১১। মধ্যাহ্ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদি আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সুযোগের অপেক্ষায় শ্রীরাধা গৃহে বসিয়া আছেন। চিত্তের উৎকণ্ঠা তাঁহার মুখে আপন ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রাণপ্রিয়াসখী বিশাখা শ্রীরাধার সহিত সহানুভূতি প্রকাশার্থ নিকটবর্ত্তিনী হইলে, শ্রীরাধা তাঁহার নিকটে যে ভাবে স্বীয় উৎকণ্ঠার কারণ বিবৃত করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অধীর হইয়া, রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক্ সেই ভাবে নিজের উৎকণ্ঠার হেতু প্রকাশ করিলেন। রামানন্দ রায় ব্রজের বিশাখাসখী এবং স্বরূপ দামোদর ব্রজের ললিতাসখী।

১২। সেই শ্লোক—যে শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজের উৎকণ্ঠার কারণ বলিয়াছেন, সেই শ্লোক, পরবর্ত্তী "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোক।

প্রভু প্রথমে এই "সৌন্দর্য্যামৃত" শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া নিজের মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পরে, বিলাপ করিতে করিতে স্বরূপ দামোদর ও রায় রমানন্দকে ঐ শ্লোকের অর্থ করিয়া শুনাইলেন। প্রভু যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ত্রিপদী সমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এই "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোকটি আমরা শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থখানি প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী রচনা করিয়াছেন। অথচ এই পয়ারে জানা যায়, প্রভুই এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই শ্লোকটি ভাবের আবেগে প্রভুর নিজের মুখেই স্ফুরিত হইয়াছিল, দাস-গোস্বামীর নিকটে শুনিয়া, অথবা স্বরূপ-দামোদরাদির কড়চায় ইহা লিখিত আছে দেখিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গোবিন্দ-লীলামৃতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩)—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইন্দ্রিয়ৈরিতি যদুক্তং তদেব ব্যক্তমাহ। হে আলি! মে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি স কৃষ্ণ আকর্ষতি। কীদৃশঃ? সৌন্দর্য্যরূপামৃতসমুদ্রস্য তরঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং চিত্তপর্ব্বতানাং সংপ্লাবকঃ ইত্যনেন নেত্রেন্দ্রিয়ম্। কর্ণমানন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশনর্ম্মসহিতং বচনং যস্যেতি কর্ণম্। কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ইতি স্পর্শেন্দ্রিয়ম্। সৌরভ্যেত্যাদিনা ঘ্রাণম্। পীযূষেত্যাদিনা রসনাম্। ইতি সদানন্দবিধায়িনী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে সংপ্লাবিত করেন, যাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণসুখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন, এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্ব্বক আমার (শ্রীরাধার) পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন। ২

পূর্ব্ববর্ত্তী ১১।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের যে সিন্ধু (সমুদ্র), তাহার ভঙ্গ (বা তরঙ্গ) দ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ অদ্রির (পর্ব্বতের) সংপ্লাবক যে শ্রীগোপেন্দ্রসুত, তিনি। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম—অত্যন্ত মধুর, চিত্তাকর্ষক—বলিয়া তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে এবং সেই সৌন্দর্য্য পরিমাণেও অত্যন্ত অধিক—অসমোর্দ্ধ, অপরিসীম—বলিয়া তাহাকে সমুদ্রতুল্য বলা হইয়াছে। পর্ব্বত যেমন অচল অটল, সর্ব্বদাই স্বীয় মস্তক সমুন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, সতীশিরোমণি ব্রজললনাগণের চিত্তও তদ্রূপ অচল, অটল—সতীত্বগৌরবে সর্ব্বদাই সমুন্নত, তাই তাঁহাদের চিত্তকে অদ্রির (পর্ব্বতের) সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গ তীরস্থিত পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু কখনও তাহার চূড়াকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাকে সংপ্লাবিত (সম্যক্‌রূপে প্লাবিত) করা তো দূরের কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গের এমনই এক অদ্ভুত শক্তি যে, তাহা ব্রজললনাদিগের চিত্তরূপ সমুচ্চ পর্ব্বতকেও সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া থাকে। অথবা, সমুদ্রগর্ভে দণ্ডায়মান কোনও পর্ব্বতের শীর্ষস্থান পর্য্যন্তও যেমন উত্তাল-তরঙ্গাঘাতে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তাহার অতি ক্ষুদ্র—এমন কি গোপনতম অংশও—যেমন সমুদ্র-জল দ্বারা পরিষিক্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতসিন্ধুর তরঙ্গও ব্রজললনাদের চিত্তরূপ পর্ব্বতের অতি ক্ষুদ্র গোপনতম অংশকেও পরিষিক্ত করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিত্তের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণরূপের ছাপ লাগিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণরূপব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ—কর্ণের আনন্দদায়ক এবং নর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান বা পরিহাসময় রমণীয় বচন যাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নর্ম্ম-পরিহাসময়, কর্ণরসায়ন এবং তাই অত্যন্ত রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক। তাই তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীগণ উৎকর্ণা হইয়া থাকেন।

কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ—কোটী চন্দ্র হইতেও সুশীতল (সুস্নিগ্ধ) অঙ্গ যাঁহার, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। **সৌরভ্যামৃত-সংপ্লবাবৃতজগৎ**—সৌরভ্যরূপ (গাত্রের সুগন্ধরূপ) যে অমৃত, তাহার যে সংপ্লব (বন্যা), তাহা হইল সৌরভ্যামৃত-সংপ্লব; যাঁহার সৌরভ্যামৃতসংপ্লবদ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত বা সংপ্লাবিত) হইয়াছে সমস্ত জগৎ, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত।

যথারাগ :—

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ,— সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিগে ধায় ॥ ১৩

সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ
সভে করে হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অমৃত অপেক্ষাও মধুর ও চিত্তাকর্ষক, তাহাই জগৎকে যেন সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে—এতই তাহার শক্তি। **পীযূষরম্যাধরঃ**—পীযূষ (অমৃত) হইতেও রম্য (রমণীয়—মধুর, চিত্তাকর্ষক) যাঁহার অধর, সেই শ্রীগোপেন্দ্রসুত। শ্রীকৃষ্ণের অধর অর্থাৎ অধর-সুধা অমৃত অপেক্ষাও মধুর। এইরূপ অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন সৌন্দর্য্যাদিময় যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি **বলাৎ**—বলপূর্ব্বক, শ্রীরাধার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি শ্রীরাধার নয়নাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে এতই প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে যে, শ্রীরাধা শতচেষ্টা করিয়াও যেন আর তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিতেছেন না।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভু "সৌন্দর্য্যামৃত" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। "কৃষ্ণরূপ" হইতে "মোর দেহে না রহে জীবন" পর্য্যন্ত ১৩-১৬ ত্রিপদীতে শ্লোকের "শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

কৃষ্ণরূপ-শব্দ-স্পর্শ সৌরভ্য অধররস—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ (সুগন্ধ) এবং অধর-রস। **যার মাধুর্য্য কহনে না যায়**—শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ-রসাদির মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না (অনির্ব্বচনীয়)। **দেখি**—শ্রীকৃষ্ণরূপাদি দেখিয়া। **লোভি**—লোভযুক্ত, আস্বাদন করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত। **পঞ্চজন**—পাঁচজন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। **এক অশ্ব মোর মন**—আমার মন একটী অশ্ব (ঘোড়া) সদৃশ, আর তাহাতে আরোহী চক্ষু কর্ণাদি পাঁচ জন। **চড়ি**—আমার মনোরূপ একটী অশ্বে চড়িয়া। **পঞ্চ**—পাঁচজন, চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়। **পাঁচদিগে ধায়**—রূপ রসাদি পাঁচটী আস্বাদ্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের মাধুর্য্যই বল, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-স্পর্শের মাধুর্য্যই বল, অঙ্গ-গন্ধের মাধুর্য্যই বল, অধর রসের মাধুর্য্যই বল,—সমস্তই অনির্ব্বচনীয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিতে এমন একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে যে, আস্বাদন করা তো দূরে, রূপরসাদির কথা শুনিলেই আস্বাদন করিবার নিমিত্ত যেন একটা মত্ততা জন্মে। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিবার নিমিত্ত আমার চক্ষুর, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণের, তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত আমার ত্বকের, তাঁহার অঙ্গের সুগন্ধ অনুভব করিবার নিমিত্ত আমার নাসিকার এবং তাঁহার অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত আমার রসনার বলবতী লালসা জন্মিয়াছে। সখি! আমার ইন্দ্রিয়বর্গের লালসা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। পাঁচজন লোক একটীমাত্র ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবল বেগে পাঁচটী বিভিন্নদিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিলে ঘোড়ার যে অবস্থা হয়, সখি! পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।"

ঘোড়ার সাহায্যে লোক যেমন গন্তব্য স্থানে যায়, তদ্রূপ মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের বিষয় গ্রহণ করে, তাই মনকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আরোহী বলা হইয়াছে।

"লোভি' স্থলে "লোভে" পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪। সখি হে—শ্রীরাধা যেমন বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, রাধাভাবে ভাবিত (নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া), শ্রীমন্মহাপ্রভুও তেমনি রামানন্দরায়কে সখী বিশাখা মনে করিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। রামানন্দ ব্রজলীলায় বিশাখা ছিলেন। **পঞ্চেন্দ্রিয়গণ**—চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়।

এক অশ্ব একক্ষণে,　পাঁচ পাঁচদিগে টানে,
　　এক মন কোন দিগে যায় ?
এককালে সভে টানে,　গেল ঘোড়ার পরাণে,
　　এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মহালম্পট—নিজ নিজ বিষয় আস্বাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত লালসান্বিত, রূপ দেখিবার নিমিত্ত চক্ষু গন্ধ অনুভবের নিমিত্ত নাসিকা ইত্যাদি অত্যন্ত লালসান্বিত। **দস্যুপণ**—দস্যুদিগের পণ (প্রতিজ্ঞা)। **দস্যুপণ সভে করে**—পরের ধন সম্পত্তি দেখিয়া লোভ জন্মিলে তাহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত দস্যুগণ যেমন প্রতিজ্ঞা করে, অপহরণ করিতে পারিবে কিনা, নিজেদের কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে যেমন দস্যুদের তখন আর কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদিতে প্রলুব্ধ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গও যেন তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, আস্বাদনের লালসায় ইন্দ্রিয়বর্গ এতই উন্মত্ত হইয়াছে যে আস্বাদন তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, সেই বিষয়েই তাহাদের কোনও অনুসন্ধান নাই। আস্বাদনের স্পৃহাতেই তাহারা ভরপুর।

হরে পরধন—প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুগণ যেমন পরের ধন হরণ করে, আমার ইন্দ্রিয়বর্গও তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদি আস্বাদন করিয়া থাকে।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সঙ্গে পরধনের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, ইহার ধ্বনি এই:—"শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, শ্রীরাধা কুলবতী পর রমণী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধার অধিকার নাই।' ইহা লীলার কথা, যোগমায়ার শক্তিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নিজেদের স্বরূপের কথা ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পর পুরুষ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার নিত্যকান্ত।

দস্যুগণের সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই—পরধন হরণের লোভে দস্যুগণ যেমন হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের প্রতি কোনওরূপ লক্ষ্য রাখে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদি আস্বাদনের বলবতী লালসায় শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়বর্গও সমস্ত হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ক্ষমতা লোপ করিয়া দিয়াছে, তাই কুলবধূ হইয়াও আর্য্য পথাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু বলিলেন—'সখি বিশাখে! আমার দুঃখের কারণ কি, তাহা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদির আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অত্যন্ত লালসান্বিত হইয়াছে, এই লালসার তাড়নায় তাহারা যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের শক্তি হারাইয়াছে। সখি! আমি কুলবতী, শ্রীকৃষ্ণ পরপুরুষ, তাহার মাধুর্য্য-আস্বাদনে আমার অধিকার নাই, সুতরাং তাঁহার রূপরসাদির মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ উন্মাদকরী লালসা সঙ্গত নহে, কিন্তু সখি! লালসার উন্মাদনায় আমার ইন্দ্রিয়বর্গ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত তাহারা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া দস্যুগণ যেমন পরধন হরণের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বর্গেরও সেইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

১৫। **এক অশ্ব**—একটী মাত্র অশ্ব (প্রভুর মন)।

একক্ষণে—একই সময়ে, যুগপৎ।

শ্রীরাধাভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! আমার একটী মাত্র মন, পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই একই সময়ে তাহাকে পাঁচদিকে খুব জোরের সহিত টানিতেছে, আমার মনকে—চক্ষু টানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের দিকে, কর্ণ টানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের দিকে, নাসিকা টানে অঙ্গগন্ধের দিকে, জিহ্বা টানে অধর-রসের দিকে, এবং ত্বক্ টানে গাত্রস্পর্শের দিকে। মনকে

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহাসভার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি-পাঁচ পাঁচে টানে গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৬

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারি, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রত্যেকেই প্রবল বেগে টানিতেছে, মন কোন্‌দিকে যাইবে বলতো সখি। একজনের পরে যদি আর একজন টানিত, রূপ দেখার পরে যদি কণ্ঠস্বর শুনার লাভ জন্মিত তাহা হইলে মনের কোনও অসুবিধাই হইত না। কিন্তু তা তো নহে সখি। আমার কোনও ইন্দ্রিয়েরই যে ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ্য হয় না, সকলেই একসঙ্গে কৃষ্ণ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র। মন কি করিবে সখি। বুকফাটা পিপাসায় অধীর হইয়া পাঁচজন লোক যদি একটী মাত্র জল পাত্রের নিকট একই সময়ে উপস্থিত হয়, আর কাহারও যদি ক্ষণমাত্র বিলম্বও সহ্য না হয়, তাহারা পাঁচজনেই যদি একই সময়ে জলপাত্রটীকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে পাত্রটীর যে অবস্থা হয়, সখি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা। একটী মাত্র ঘোড়াকে পাঁচজনে যদি একই সময়ে পাঁচদিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে ঘোড়াটীর যে অবস্থা হয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের যুগপৎ আকর্ষণে আমার মনেরও সেই অবস্থা, সখি। এই অবস্থায় ঘোড়া যেমন প্রাণে বাঁচিতে পারে না, আমার মনও যেন তেমনি প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে, মনের আর চেতনা-শক্তি নাই। সখি। বল দেখি, এ দুঃখ কি সহ্য হয়?"

১৬। **ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ**—পাঁচটী ইন্দ্রিয় একই সময়ে একটি মনকে পাঁচদিকে টানিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের উপরে রাগ (ক্রোধ) করিতে পারি না।

ইহা সভার কাহাঁ দোষ—ইন্দ্রিয়বর্গের দোষ কোথায়? তাহাদের কোনও দোষ নাই। **কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণের রূপরসাদিই প্রবল শক্তিতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতেছে, ইন্দ্রিয়গণ আবার মনের সঙ্গে আবদ্ধ, তাই রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণ যখন আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হয়। সুতরাং মনের উপর যে আকর্ষণ, তাহা স্বরূপতঃ ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ নহে, কৃষ্ণ-রূপাদিরই আকর্ষণ ইন্দ্রিয়গণের যোগে মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে। **রূপাদি পাঁচ**—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বস্তু। **পাঁচে টানে**—চক্ষু কর্ণাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। **গেল পাঁচের পরাণে**—পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রাণ গেল। **জীবন**—প্রাণ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি। আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে দোষ দিতে পারি না, তাহাদের উপর রাগ করিতে পারি না। তাহাদের কোনও দোষ নাই, কারণ, ইন্দ্রিয়বর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিই আমার ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছে—শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণে বাধা দিবার শক্তি আমার ইন্দ্রিয়বর্গের নাই। সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে যেমন ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বাধা দিতে পারে না, চুম্বকের দিকে যেমন লৌহখণ্ডকে আকৃষ্ট হইতেই হয়, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণেও তদ্রূপ আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আকৃষ্ট না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যোগ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে মনও আকৃষ্ট হইতেছে। সখি। শ্রীকৃষ্ণের রূপ আমার চক্ষুকে, তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকে, তাঁহার অঙ্গ-গন্ধ আমার নাসিকাকে, তাঁহার অধর-সুধা আমার রসনাকে এবং তাঁহার গাত্র-স্পর্শের শীতলতা আমার ত্বককে আকর্ষণ করিতেছে—এই আকর্ষণ এত প্রবল যে, আকর্ষণের প্রভাবে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সখি। আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ই যখন প্রাণ হারাইতেছে, আমার দেহে আর কিরূপে প্রাণ থাকিবে?"

এই ত্রিপদী পর্য্যন্ত "শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে" অংশের অর্থ।

১৭। শ্রীকৃষ্ণরূপাদির আকর্ষণের কথা সাধারণভাবে বলিয়া এক্ষণে রূপ-রসাদির প্রত্যেকটীর আকর্ষণের কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবক" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের রূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য, সমুদ্র যেমন অসীম, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যও তেমনি অসীম, সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ খেলা করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহেও তদ্রূপ নিত্য-নবনবায়মান রূপের লহরী খেলা করিয়া থাকে। অমৃতপানে যেমন সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়, দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেও তদ্রূপ সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরসন হয়, প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। অমৃতের স্বাদের যেমন তুলনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যেরও তেমনি আর তুলনা নাই।

তাহার তরঙ্গবিন্দু—শ্রীকৃষ্ণরূপামৃত-সমুদ্রের যে তরঙ্গ (লাবণ্য), তাহার এক বিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের রূপের এক কণিকা। **একবিন্দু**—তরঙ্গের এক বিন্দু, রূপের এক কণিকা। **জগত ডুবায়**—"যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন। ২।২১।৮৪॥" সমস্ত জগতকে প্লাবিত করে। জগতকে প্লাবিত করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত রূপের প্রয়োজন হয় না, রূপের এক কণিকাই যথেষ্ট, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতেছে। '**ডুবায়**" শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ:—যাহা জলে ডুবিয়া যায়, তাহার সকল দিকেই যেমন জল থাকে, আর তাহার ভিতরেও যেমন জল প্রবেশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের এক কণিকাতেই জগৎকে এমন ভাবে ডুবাইতে পারে যে, সমগ্র জগদ্বাসী ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপই দেখে, শ্রীকৃষ্ণরূপব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। নয়ন মুদিলেও কৃষ্ণরূপ দেখে, মেলিলেও কৃষ্ণরূপই দেখে।

চিত্ত উচ্চগিরি—চিত্তরূপ উচ্চ পর্ব্বত, পাতিব্রত্যাদি চিত্তের উচ্চভাব। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যকে উচ্চ-গিরির সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়:—পর্ব্বত যেমন ঝড় আদি কিছুতেই বিচলিত হয় না, কুলবতীদিগের সতীত্বও তদ্রূপ অচল, অটল। তাঁহারা অম্লানবদনে অগ্নি-কুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আবার, উচ্চপর্ব্বত যেমন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত বস্তুর উপরে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তদ্রূপ রমণীদিগের সতীত্বও তাঁহাদের অন্যান্য গুণের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে, সতীত্বই রমণীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, উচ্চপর্ব্বত যেমন বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, কুলবতীদিগের সতীত্বের খ্যাতিও বহুদূর হইতেই শ্রুত হয়।

তাহা ডুবায়—সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলে। **আগে উঠি ধায়**—অগ্রভাগে উঠিয়া ধাবিত হয় (তরঙ্গবিন্দু), নারীর চিত্তরূপ উচ্চগিরিকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া ফেলে এবং চিত্তরূপ-গিরির অগ্রভাগে উঠিয়া প্রবল বেগে ধাবিত হয়, গিরির অস্তিত্বের আর কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপের এক কণিকার দর্শন পাইলেই ত্রিজগতে যত সতী কুলবতী আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কুলধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে। **অথবা,** আগে উঠি ধায়—অগ্রে (সম্মুখভাগে) উঠাইয়া (সংস্থাপিত করিয়া) ধাবিত হয়। সামান্য তৃণখণ্ড সমুদ্রের তরঙ্গের আগে আগে যেমন ভাসিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের তরঙ্গের শক্তিও এত অধিক যে, তাহাতে নারীগণের চিত্তরূপ উচ্চগিরিও (সতীত্ব) মূলোৎপাটিত হইয়া যায় এবং তখন ঐ উচ্চগিরি (সতীত্ব) তরঙ্গের আগে আগে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া যায়, তাহা আর বলা যায় না।

এই দুই ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত-আকর্ষণ-শক্তি এবং চক্ষুর উপরে ঐ রূপের ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দকে বলিলেন—'সখি! শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুত শক্তির কথা আর কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণরূপের যে মধুরতা, তাহার নিকটে অমৃতের মধুরতাও সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত, আবার শ্রীকৃষ্ণরূপের এই মাধুর্য্য, সমুদ্রের ন্যায়ই সীমাশূন্য এবং অতলস্পর্শ। ইহার এক বিন্দুই সমস্ত জগতকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ—জগতকে

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানারস-নর্ম্ম ধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কানে, মাধুরী গুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কানের প্রাণ যায় ॥ ১৮

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণমন ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ডুবাইয়া, ত্রিজগতের যত কুলবতী রমণী আছে, তাহাদের সতীত্বের মুলোৎপাটন করিয়া স্রোতের মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায়, বহু দূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ। সখি! ত্রিজগতে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

১৮। এক্ষণে "কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের শক্তি এবং কর্ণের উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলা যাইতেছে।

বচন-মাধুরী—কথার মাধুর্য্য। **নানারস-নর্ম্মধারী**—নানাবিধ রসপূর্ণ পরিহাসময়। শ্রীকৃষ্ণের বচন (বাক্য, কথা) কিরূপ, তাহা বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বচন নর্ম্ম-পরিহাসে পরিপূর্ণ এবং নানাবিধ রসের উৎস। শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস-সম্বন্ধীয় পরিহাসে পরিপূর্ণ! **তার অন্যায়**—শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর অসঙ্গত আচরণের কথা। **কহন না যায়**—বর্ণনাতীত, যাহা বর্ণনা করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। **মাধুরী গুণে**—বচন-মাধুর্য্যরূপ রজ্জুদ্বারা, **গুণ**—রজ্জু। **বান্ধি টানে**—মাধুরীরূপ রজ্জুদ্বারা কানকে বাঁধিয়া টানে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই মধুর, শুধু কণ্ঠস্বর শুনিবার নিমিত্তই জগতের নারীগণ উৎকণ্ঠিতা। তাহার উপর আবার ঐ মধুর কণ্ঠস্বরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা প্রকাশ করেন, তাহা নানাবিধ নর্ম্ম-পরিহাসাদিতে পরিপূর্ণ এবং শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রসের উৎসতুল্য। সখি! শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব? কোনও নিষ্ঠুর উৎপীড়ক ব্যক্তি কোনও জীবের কানে রজ্জু লাগাইয়া খুব জোরে আকর্ষণ করিলে কানের যে-অবস্থা হয়, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের আকর্ষণেও জগতের নারীগণের কানের সেই অবস্থা হইয়াছে। কানে রজ্জু লাগাইয়া টানিলে কান যেমন রজ্জুর দিকেই উন্মুখ হইয়া থাকে, নারীগণের কানও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুরীর দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্ম-পরিহাসময় মধুর বচন শুনিবার নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা, কর্ণ-সংলগ্ন রজ্জুর যন্ত্রণা হইতেও তীব্রতর। সখি! নারীগণের উপরে, শ্রীকৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের এইরূপ উৎপীড়ন যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়?"

১৯। এক্ষণে "কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের শক্তির কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণ-অঙ্গ—শ্রীকৃষ্ণের শরীর। **সুশীতল**—সু (উত্তম অর্থাৎ তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দজনকরূপে) শীতল। যে শীতলতায় অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মে, অত্যন্ত আনন্দ জন্মে, অথচ যাহাতে শৈত্যের তীব্রতাজনিত দুঃখ নাই, সেইরূপ শীতল। **কি কহিব তার বল**—তার শক্তি (বলের) কথা আর কি বলিব? **ছটায়**—যাহার লেশমাত্র। **জিনে**—পরাজিত করে, জয়লাভ করে। **কোটীন্দু-চন্দন**—কোটি চন্দ্র এবং চন্দন। চন্দ্র এবং চন্দন শীতলতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে কোটি কোটি চন্দ্রের এবং চন্দনের শীতলতাও পরাজিত। ইহা শ্লোকস্থ "কোটীন্দু" শব্দের অর্থ, চন্দনের অপর একটী নাম "চন্দ্রদ্যুতি", তাই বোধ হয় শ্লোকস্থ "ইন্দু"-শব্দের দুইটী অর্থ ধরিয়া এক অর্থে চন্দ্র এবং অপর অর্থে "চন্দ্রদ্যুতি" বা চন্দন করিয়াছেন এবং তাহাতেই "কোটীন্দু"-শব্দের অনুবাদে "কোটীন্দু-চন্দন" লিখিয়াছেন। **সশৈল**—শৈল (পর্ব্বত) যুক্ত, পর্ব্বতযুক্ত। ইহা বক্ষের বিশেষণ। **বক্ষ**—বক্ষঃস্থল। **সশৈল নারীর বক্ষ**—নারীর সশৈল বক্ষঃস্থল, যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুক্ত বক্ষঃস্থল। রমণীর সমুন্নত স্তনদ্বয়কেই

কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ববধন।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শৈল বা পর্ব্বত বলা হইয়াছে। "সশৈল"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "সুশৈল" পাঠও আছে; সুশৈল অর্থ উত্তম শৈল বা উচ্চ পর্ব্বত। সুশৈল নারীর বক্ষ—নারীর বক্ষোরূপ সুশৈল (বা উচ্চ পর্ব্বত); যুবতী রমণীর সমুন্নত স্তনযুগল। এস্থলে "শৈল" শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়; চন্দ্র জলকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই বুঝা যায়, আকর্ষণ করিতে পারিলেও জলকে চন্দ্র নিজের নিকটে নিতে পারে না, সমুদ্রবক্ষেই মাত্র জলের চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি চন্দ্রের সমবেত আকর্ষণও পর্ব্বতের সামান্যমাত্র চঞ্চলতা উৎপাদন করিতে পারে না। আর কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতা, রমণীর স্তনরূপ দুইটী পর্ব্বতকে তাহাদের আশ্রয়স্থল বক্ষের সহিত আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইতে সমর্থ। তাহা—নারীর বক্ষ। আকর্ষিতে—আকর্ষণ করিতে, স্পর্শের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে। দক্ষ—পটু, সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলতা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত বক্ষঃস্থলকে স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলতায় মুগ্ধ হইয়া যুবতী রমণীগণ বক্ষঃস্থলদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লালায়িত হয়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কিশোরী শ্রীরাধিকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসান্বিত হইয়াছেন বলিয়াই বিশেষভাবে যুবতী রমণীগণের পঞ্চেন্দ্রিয়-স্পৃহার কথা সর্ব্বত্র বলিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুশীতলতার তুলনা জগতে মিলে না, আমরা জানি, আমাদের ব্যবহারের জিনিসের মধ্যে চন্দনই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, আমাদের দর্শনীয় বস্তুসমূহের মধ্যেও চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার নিকটে ইহারা নিতান্ত নগণ্য, সমগ্র শীতলতার কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার এক কণিকার নিকটেও কোটি কোটি চন্দ্র এবং রাশি রাশি চন্দনের শীতলতা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, এই শীতলতার যে কি অপূর্ব্ব শক্তি, তাহা আর কি বলিব? সুশীতল চন্দ্র সমুদ্রের তরল জলকেই আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু আকর্ষণ করিলে জলকে নিজের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না, কেবলমাত্র জলের সামান্য একটু চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গের সৃষ্টি করে মাত্র, ক্ষুদ্রতম পর্ব্বতকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি চন্দ্রের নাই। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গের শীতলতার অপূর্ব্ব-শক্তির কথা বলি শুন, ইহা যুবতী রমণীগণের সমুন্নত স্তনরূপ পর্ব্বত-দ্বয়কে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কেবল একটি নয়, দুইটী সমুচ্চ পর্ব্বতকেই আকর্ষণ করিবার শক্তি কৃষ্ণাঙ্গ শীতলতার আছে, আবার কেবল পর্ব্বতদ্বয়কে নহে, তাহাদের আশ্রয়-স্থল বক্ষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার আছে। পর্ব্বতের আশ্রয় যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত পর্ব্বতকে আকর্ষণ করিয়া চন্দ্র যদি নিজের নিকটে নিতে পারিত, তাহা হইলে বরং চন্দ্রের শীতলতার সহিত কৃষ্ণাঙ্গ-শীতলতার কিছু তুলনা হইতে পারিত, কিন্তু একচন্দ্রের কথা কি বলিব সখি! কোটিচন্দ্রও তাহা পারে না, অচল পর্ব্বতকে নেওয়ার কথা তো দূরে, তরল জলকেও বুঝি কোটিচন্দ্রের সমবেত আকর্ষণ চন্দ্রের নিকটে নিতে পারে না। সখি! কৃষ্ণাঙ্গের সুশীতলত্ব অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়। এই অনির্ব্বচনীয় শক্তি-সম্পন্ন শীতলত্ব রমণীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত লালসান্বিত করিয়াছে।"

২০। এক্ষণে "সৌরভ্যামৃত-সংপ্লাবিত-জগৎ"-শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের শক্তি এবং নাসিকার উপর তাহার ক্রিয়ার কথা বলিতেছেন।

সৌরভ্যভর—সুগন্ধের আতিশয্য। **মৃগমদ**—কস্তুরী। **মদ**—মত্ততা, গর্ব্ব। **মৃগমদ-মদ-হর**—কস্তুরীর গর্ব্ব-হরণকারী। কস্তুরীর সুগন্ধ অত্যন্ত মনোরম; এই অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্য কস্তুরীর যে গর্ব্ব বা গৌরব, শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অঙ্গগন্ধ তাহা হরণ করে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে কস্তুরীর সুগন্ধ নিতান্ত নগণ্য। আবার কস্তুরীর গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয়, যে গৃহে কস্তুরী কিছুক্ষণ রক্ষিত হয়, কস্তুরী বাহির করিয়া আনার পরেও সেই গৃহে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধের এইরূপ স্থায়িত্বের জন্যও কস্তুরীর যে গৌরব, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের স্থায়িত্বের নিকটে তাহাও নগণ্য, কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের নাসিকার মধ্যে যেন বাসা করিয়াই সর্ব্বদা বাস করে। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের ব্যাপকতার নিকটেও কস্তুরী-গন্ধ নগণ্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মৃগমদ-মনোহর" পাঠ আছে, ইহার অর্থ—কস্তুরীর গন্ধ লোকমাত্রেরই মনকে হরণ করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোরম যে, স্বয়ং কস্তুরীও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়।

নীলোৎপল—নীলপদ্ম। **হরে**—হরণ করে। **গর্ব্বধন**—গর্ব্বরূপ ধন, নীলোৎপল অত্যন্ত সুগন্ধি, এই সুগন্ধের জন্য নীলোৎপলের যে গর্ব্ব, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও খর্ব্ব হইয়া যায়।

মৃগমদ ও নীলোৎপলের সুগন্ধ স্বতন্ত্রভাবে-কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে পরাজিত তো হয়ই, উভয়ের মিলনে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধের উদ্ভব হয়, কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও সম্যক্‌রূপে পরাজিত। "মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ব্বমান। হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, সেই নাসা ভস্ত্রার সমান। ২।২।২৯॥"

জগত-নারীর নাসা—জগতে যত রমণী আছে, তাহাদের নাসিকা (নাক)। **তার ভিতর**—নাসিকার মধ্যে। **করে বাসা**—বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, সর্ব্বদা স্থায়ীভাবে বাস করে। জগতে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বাসা করিয়াছে (স্থায়িভাবে বাস করে), অর্থাৎ যে রমণীর নাসিকায় একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাকে সর্ব্বদাই ঐ অপরূপ সুগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে—এমনই কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের অপূর্ব্বশক্তি। **নারীগণের করে আকর্ষণ**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ আঘ্রাণের নিমিত্ত নারীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করে। অঙ্গ-গন্ধ, নারীগণের নাসিকায় সর্ব্বদা বাসা করিয়া থাকা সত্ত্বেও "নারীগণের করে আকর্ষণ" বলাতে বুঝা যাইতেছে, প্রতিক্ষণে অনুভূত হইলেও এই অঙ্গ-গন্ধ অনুভবের স্পৃহা প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অনুরাগের লক্ষণ।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের যে অপূর্ব্ব চমৎকারিতা, তাহার কথাই বা কি বলিব? ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করার শক্তি কাহারও নাই, এমন কোনও সুগন্ধি বস্তুও জগতে নাই, যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে দুইটীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা জানি—মৃগমদ, আর নীলোৎপল। কিন্তু সখি! কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভের নিকট ইহারা উভয়েই নিতান্ত নগণ্য—গন্ধের চমৎকারিতায়ও নগণ্য, গন্ধের স্থায়িত্বেও নগণ্য, আবার গন্ধের ব্যাপকতায়ও নগণ্য। মৃগমদ বা নীলোৎপল যে স্থানে নেওয়া যায়, সেস্থানে অনেকক্ষণ তাহার গন্ধ থাকে বটে, কিন্তু সখি! তা কতক্ষণই বা থাকে? চিরকাল তো আর থাকে না? দু'চার মাসও থাকে না। কিন্তু সখি! যে রমণীর নাসিকায় কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার প্রবেশ করে, সেই রমণী সর্ব্বদাই—চিরকালই নিজের নাসিকায় সেই অপূর্ব্ব সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকে, এই সুগন্ধ যেন তাহার নাসিকায় স্থায়ী বাসস্থানই নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আরও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা শুন সখি! যে স্থানে মৃগমদ (বা নীলোৎপল) থাকে, কেবল সেই স্থানেই অল্প কতটুকু জায়গা ব্যাপিয়া ইহার গন্ধ প্রসারিত হয়, ইহা কখনও সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসারিত হয় না। কিন্তু সখি! কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ কেবল দু-একজন নারীর নাসিকাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, জগতে যে স্থানে যত নারী আছে, তাহাদের সকলের নাসিকাতেই তাহার ব্যাপ্তি। আবার আরও একটী অপূর্ব্বতা এই যে, এই গন্ধ রমণীগণের নাসিকায় সর্ব্বদা বাস করিলেও ইহাকে আরও অধিকতর-রূপে আঘ্রাণ করার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, আঘ্রাণের পিপাসার যেন কিছুতেই শান্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর ইহা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।"

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"সখি! এই সমস্ত গুণেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার আঘ্রাণের নিমিত্ত লালসান্বিত করে।"

২১। এক্ষণে "পীযূষরম্যাধর" শব্দের অর্থ করিতেছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের শক্তি এবং রসনার উপর তাহার প্রভাবের কথা বলিতেছেন।

অধরামৃত—অধরের অমৃত, চুম্বন ও চর্ব্বিত তাম্বূলাদি। **তাতে**—অধরামৃতে। **স্মিত**—হাসি। **কর্পূর মন্দস্মিত**—মন্দহাসিরূপ কর্পূর। কর্পূরের ধবলতার সঙ্গে মন্দহাসির শুভ্রতা, সরলতা এবং চিত্তের ভাব-প্রকাশকতার তুলনা করা হইয়াছে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে, অমৃতের অপূর্ব্ব স্বাদে কর্পূরের সুগন্ধের যোগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার সঙ্গে মন্দহাসির যোগ হওয়াতে অধর-সুধাও অপূর্ব্ব চমৎকারিতাযুক্ত হইয়াছে। এই চমৎকারিতাময় অধর-সুধার মাধুর্য্যে নারীগণের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়।

কর্পূর বাসিত অমৃতের সুগন্ধের আকর্ষণে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত দূর হইতেই লোকের লোভ জন্মে, তদ্রূপ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধরোষ্ঠে মৃদুমধুর হাসি দেখিলেই তাঁহার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত যুবতীগণের প্রাণে লোভ জন্মে। কর্পূর গন্ধ যেমন অমৃতের দিকে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসিও তদ্রূপ তাঁহার অধর-সুধার দিকে নারীগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

ছাড়ায়—অধরামৃত ছাড়াইয়া দেয়। **অন্যত্র লোভ**—অন্য বস্তুতে লালসা। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের এমনি অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা আছে যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে, অন্য কোনওরূপ সুস্বাদু বস্তু আস্বাদনের নিমিত্তই আর লোভ থাকে না। তাই ব্রজসুন্দরীগণ বলিয়াছেন—"ইতর-রাগ-বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্॥ শ্রীভা ১০।৩১।১৪॥" **না পাইলে**—অধরসুধা না পাইলে। **মূলধন**—শ্রীকৃষ্ণের অধর রসই ব্রজনারীগণের মূলধন বা মুখ্য কামনার বস্তু। ব্যবসায়ী মহাজনগণ ব্যবসায় কারবার উদ্দেশ্যে যে টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহাকে বলে তাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। এই টাকা দিয়া ব্যবসায়ের নিমিত্ত যখন জিনিস খরিদ করা হয়, তখন ঐ জিনিসই মূলধনরূপে দাঁড়ায়। এই জিনিস যখন গ্রাহকদের নিকটে বিক্রয় করা হয় তখন গ্রাহক যে টাকা দেয়, সেই টাকাতেই আবার মূলধন পর্য্যবসিত হয়। বড় বড় মহাজনগণ প্রথমতঃ পাইকার গ্রাহকগণকে জিনিস দেন, পাইকারগণ জিনিস পাওয়া মাত্রই মূল্য দেয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিয়া থাকে, সুতরাং প্রথমতঃ মহাজনের মূলধন জিনিসরূপে পাইকারের হাতেই চলিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের অবস্থাও এইরূপ, তাহারা প্রেমের ব্যবসায়িনী, প্রেমের মহাজন, প্রেমই তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। তাহাদের পাইকার মাত্র একজন—শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপে তাঁহাদের ব্যবসায়ের মূলধন তাহাদের পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া পড়ে। ভাল ব্যবসায়ী পাইকার যাঁহারা, তাঁহারা কখনও মহাজনের মূলধন নষ্ট করেন না, খুব উৎসাহ এবং আনন্দের সহিতই তাঁহারা অর্থাদিরূপে মহাজনের মূল্য ফিরাইয়া দেন—মহাজন না চাহিতেই দিয়া দেন। কৃষ্ণও খুব ভাল একজন পাইকার, প্রেমের মহাজন ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গে খুব জোর-ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্তই তাঁহার আগ্রহ, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারাই তিনি মহাজনের দেনা শোধ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে মহাজনের মূলধন যে প্রেম, তাহা পাইকার শ্রীকৃষ্ণের হাতে গিয়া আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপেই পরিণত হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন চুম্বনাদিই হইল পাইকার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গচ্ছিত মহাজন-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম-ব্যবসায়ের মূলধন। এই অর্থেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসকে ব্রজ-নারীগণের মূলধন বলা হইয়াছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একটী কথা এ স্থলে স্মরণীয়। যতদিন ব্যবসায় চলিতে থাকে, ততদিন পাইকার কোনও সময়েই মহাজনের দেনা শোধ করে না, করিতে পারে না। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের পাইকার শ্রীকৃষ্ণও কোনও সময়েই তাঁহাদের প্রেমের দেনা শোধ করিতে পারেন না, তাই তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকটে ঋণী।

যাহা হউক, এস্থলে রূপকচ্ছলে মূলধনের যে অর্থ করা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপে একটা না একটা প্রতিদান পাওয়ার লোভেই ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার প্রতি প্রেম করিয়া থাকেন, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে—তাঁহারা কোনওরূপ প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না, তাঁহাদের প্রেমে কাম-গন্ধের ছায়া পর্য্যন্তও নাই। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদি-আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠার কথা বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা না পাইলে তাঁহাদের ক্ষোভের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের আবেশের কথা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ঐরূপ উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভাদির ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ আবেশের প্রয়োজন আছে। প্রীতির স্বভাবই এই যে, যাহাকে যে প্রীতি করে, সেও তাহাকে প্রীতি করিতে চায়, ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে উৎকণ্ঠান্বিত। আবার যাহাকে প্রীতি করা যায়, সে যদি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত ঐ প্রীতি গ্রহণ না করে, তাহা হইলেও, যে প্রীতি করে, তাহার আনন্দ হয় না। ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রীতি প্রকাশ করিতে উৎকণ্ঠান্বিত, ব্রজসুন্দরীগণ যদি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহার ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, তাহাকে খাদ্য-পানীয় দিয়া সুখ হয় না। ব্রজসুন্দরীগণকে স্বীয় রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রূপ-রসাদি আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্তে যদি বলবতী পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখই জন্মিতে পারে না। তাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, লীলা শক্তির প্রভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ জন্মে, এই উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই আবেশের সহিতই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ রসাদি আস্বাদন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন—যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দেখিয়াও আবার শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেম প্রকাশ করেন তাহার প্রতিদানরূপেই যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদির আস্বাদন-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা নহে। "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিলে তাঁহার রূপ-রসাদি আস্বাদন করিতে পারিব',—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি করেন না। আবার "ব্রজসুন্দরীগণ আমাকে প্রীতি করিয়াছেন, সুতরাং আমি আমার রূপ রসাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিব,—অথবা, আমি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন চুম্বনাদি দান করিলে তাঁহারা আমাকে অধিকতর প্রীতি করিবেন,"—ইহা ভাবিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন না। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম যেমন হেতুশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও তদ্রূপ হেতু শূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, তথাপি প্রীতির স্বভাবেই পরমানন্দরূপ ফলের উদয় হয়—"সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ বাঢ়ে কোটিগুণ। ১।৪।১৫৭॥"

যাহাহউক, শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"সখি! কৃষ্ণের অধর সুধার মাধুর্য্যের কথা বলিবার শক্তি আমার নাই, যে রমণী একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার মন আর অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে পারে না, সর্ব্বদাই ঐ অধর-সুধা আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার মন লোলুপ—তাঁহার নিকটে অন্য বস্তুর মাধুর্য্য, তাহা যতই রমণীয় হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার মাধুর্য্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। যে-রমণী কখনও ইহার আস্বাদ পায় নাই, কৃষ্ণের অধরে মন্দ হাসি দেখিলে সেও আর স্থির থাকিতে পারে না। সখি! যে কখনও অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে নাই, অমৃতের স্বাদের কথা শুনে নাই, সে জানে না অমৃত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কত মধুর, সুতরাং অমৃত দেখিলেও তাহার লোভ না জন্মিতে পারে, কিন্তু অমৃতের সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ কর্পূরের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কর্পূর-বাসিত অমৃত আস্বাদনের নিমিত্ত সেও চঞ্চল হইয়া উঠে। তদ্রূপ সখি! যে-নারী কখনও কৃষ্ণের অধর-রস পান করে নাই, সেই নারীও যদি তাঁহার মনোরম অধরে একবার মন্দহাসিটুকু দেখিতে পায়, তাহা হইলে ঐ হাস্যোজ্জ্বল অধরের সুধা পান করিবার নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী লালসা ও উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতে না পারিলে মনে যে দুঃখ জন্মে, তাহা বর্ণনাতীত—কোনও ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন হারাইয়া ফেলিলে তাহার যে দুঃখ জন্মে, কৃষ্ণের অধর-সুধা হইতে বঞ্চিত নারীর দুঃখের নিকটে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

এই বিলাপটী মোহনাখ্য-ভাবের একটী দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ বলেন, এই বিলাপটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত অবজল্পের একটী দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই:—চিত্রজল্পের একটী বৈচিত্রীই অবজল্প; আবার দিব্যোন্মাদের একটী বৈচিত্রীর নাম চিত্রজল্প, সুতরাং অবজল্পে, দিব্যোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ, চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ, এবং অবজল্পের বিশেষ লক্ষণও থাকিবে। কিন্তু প্রভুর এই বিলাপ-বাক্যে ইহার কোনটীই যে বর্ত্তমান নাই, তাহাই দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ, দিব্যোন্মাদে সর্ব্বদাই "ভ্রমাভা বৈচিত্রী—ভ্রমসদৃশ কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রী" থাকে। কিন্তু এই বিলাপে শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমসদৃশ কোনও বস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি পঞ্চগুণের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও আকর্ষণের কথা শ্রীরাধা যে-ভাবে বলিয়াছেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও বিলাপ করিতে করিতে ঠিক সেই সকল কথাই সেইভাবে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই বিলাপে চিত্রজল্পের বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষ বশতঃ চিত্রজল্পের অভিব্যক্তি হয়। "প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়োজল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ উ নী স্থায়িভাব, ১৭০।" কিন্তু এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃদ্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গূঢ় রোষেরও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; এই বিলাপের কথাগুলি শ্রীরাধার নিজ-প্রিয় সখীর নিকটেই উক্ত, কৃষ্ণের দূতের নিকটে নহে। তৃতীয়তঃ, অবজল্পের একটিও বিশেষ লক্ষণ ইহাতে নাই, অবজল্পে গূঢ়রোষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব এবং ধূর্ত্ততার উল্লেখ করিয়া যেন ভীতিমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিতই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন করা নিতান্ত অযোগ্য। "হরৌ কাঠিন্য-কামিত্ব-ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যাং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥—উ নী স্থায়িভাব ১৪৭॥" কিন্তু এই বিলাপে কৃষ্ণের কাঠিন্য, কামুকত্ব, বা ধূর্ত্ততার কোনও ইঙ্গিতই দেখিতে পাওয়া যায় না, ঈর্ষ্যা বা ভয়েরও কোনও আভাস পাওয়া যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি স্থাপন যে অযোগ্য, এইরূপ কোনও কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের শক্তিতে তাঁহাতে যে রমণীবৃন্দের আসক্তি অপরিহার্য্য, এ কথারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন "কৃষ্ণরূপ-শব্দ-স্পর্শ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, উক্ত বাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণের লালিত্য এবং কমনীয়ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, এই বিলাপটী দিব্যোন্মাদের উদাহরণ নহে, ইহা মোহনাখ্যভাবের অপর একটী বৈচিত্রী।

অথবা, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে যে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন, ইহাকে যদি "ভ্রমাভা বৈচিত্রী" ধরা যায়, তাহা হইলে প্রভুর উক্তিকে দিব্যোন্মাদের উক্তি বলা যাইতে পারে। দিব্যোন্মাদে প্রেম-বৈবশ্যের যে বাচনিক অভিব্যক্তি, তাহাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে "চিত্রজল্পাদি" বলা হইয়াছে, চিত্রজল্পাদি বলিতে চিত্রজল্প এবং আরও কিছু বুঝায়, কিন্তু প্রভুর উক্তিগুলিতে চিত্রজল্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং চিত্রজল্পান্তের

এত কহি গৌরহরি, দু'জনের কণ্ঠে ধরি,
কহে— শুন স্বরূপ রামরায়।।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥ ২২
এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে॥ ২৩
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥ ২৪
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥ ২৫
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে॥ ২৬
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদি শব্দে চিত্রজল্পব্যতীত অন্য যে সকল প্রলাপোক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, প্রভুর উক্তিসমূহ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

এই বিলাপে শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদির সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার কৃষ্ণ (আকর্ষণকারী) নামের সার্থকতা খ্যাপন করা হইয়াছে, তাই বোধ হয় বিলাপের সর্ব্বত্রই "কৃষ্ণ"-শব্দটীই ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও নামের উল্লেখ করা হয় নাই।

২২। **এত কহি**—পূর্ব্বোক্ত বিলাপ-বাক্য বলিয়া। **দু'জনার**—স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের। **শুন স্বরূপ রামরায়**—এস্থলে প্রভু তাঁহাদের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না, ইহাতে বুঝা যায়, ঐ বিলাপের পরেই প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছে। **কাহাঁ করোঁ**—আমি কোথায় কি করিব। **কাহাঁ যাঙ**—কোথায় যাইব। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের মর্ম্মভেদী যাতনায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রভু এই কথা কয়টী বলিয়াছেন।

২৪। **আশ্বাসন**—সান্ত্বনা দান। **স্বরূপ গায়**—স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করেন।

রায় করে শ্লোক পঠন—রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবের অনুকূল শ্লোকাদি উচ্চারণ করেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপে প্রভুর বিরহ যন্ত্রণার উপশম বিধান করিতে চেষ্টা করিতেন।

২৫। কোন্ কোন্ গ্রন্থের শ্লোক ও গীতদ্বারা তাঁহারা প্রভুর চিত্তে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ। **বিদ্যাপতি**—বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থ। **শ্রীগীতগোবিন্দ**—জয়দেব গোস্বামীর রচিত গ্রন্থ। **ইহার শ্লোক-গীতে**—কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের শ্লোকে এবং বিদ্যাপতির (এবং গীতগোবিন্দের) গীতের সাহায্যে। **করায় আনন্দ**—প্রভুর চিত্তে আনন্দ দান করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোক বা গীত শুনিলে কিরূপে ভাবের উদ্বেগ প্রশমিত হয়?

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক কোনও শ্লোক বা গীত শুনিলে ঐ গীত বা শ্লোকের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে প্রভু, হয় তো বর্ণিত লীলায় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত বলিয়া মনে করিতেন। এই মিলনের ভাব হৃদয়ে স্ফুরিত হইলেই বিরহের যন্ত্রণা দূরীভূত হইত, মিলন-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিত।

২৬। **পুষ্পের উদ্যান**—ফুলের বাগান।

২৭। **বৃন্দাবন ভ্রমে**—ফুলবাগান দেখিয়া প্রভুর মনে হইল, ইহাই বৃন্দাবন।

প্রভু সর্ব্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবনাদির কথাই সর্ব্বদা প্রভুর চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিত, মনে মনে তিনি সর্ব্বদা বৃন্দাবনাদিই দর্শন করিতেন, এইরূপ যখন প্রভুর মনের অবস্থা, তখনই

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা॥ ২৮

সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহি বুলে যথাতথা॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একদিন সমুদ্র-তীরে পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—ইহাই শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবন পুষ্প-কাননময়, তাই পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাহাকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে করিলেন।

তাহাঁ—পুষ্পোদ্যানে। **পশিল**—প্রবেশ করিল। **ধাইয়া**—দৌড়াইয়া, দ্রুতবেগে। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উৎকণ্ঠায় প্রভু দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **অন্বেষিয়া**—তালাস করিয়া।

২৮। রাসে—শারদীয় মহারাস-লীলায়।

কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল—শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদিগের চিত্তে গর্ব্ব ও মানের উদয় হইয়াছে, এই গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে তখন তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।৪৮।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। "অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।১॥" কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, প্রতি তরুলতাকেই তাঁহারা কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রতি তরুলতাই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত লালায়িত, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ হয় তো এই সমস্ত তরুলতার নিকটেই আসিয়াছেন, নিজের সঙ্গদানে ইহাদের সৌভাগ্যোদয় করিয়াছেন, তার পর হয় তো তাঁহাদিগের ন্যায় এই সমস্ত তরুলতাকেও ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ত্যাগ করিয়া গেলেও ইহারা হয় তো বলিতে পারিবে, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ তরুলতাদির নিকটে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, ব্রজাঙ্গনাগণ প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহারা যুগলিত পদচিহ্ন দেখিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ২।৮।৭৭-৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

চাহি বেড়াইল—কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেন।

২৯। সেই ভাবাবেশে—কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবের আবেশে।

তরু-পুষ্পশোভিত উপবন দেখিয়া বৃন্দাবনের রাসস্থলী বলিয়াই প্রভুর মনে হইল, তখন মনে করিলেন, রাসস্থলী দেখিতেছেন, অথচ কৃষ্ণকে দেখিতেছেন না, তাই তিনি মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। যখনই এইরূপ ভাব মনে উদিত হইল, তখনই কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করার সময়ে গোপীগণ যে যে কথা বলিয়া তরুলতাদিগকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা শ্লোকাকারে লিখিত আছে, প্রভু সেই সকল শ্লোক পড়িতে পড়িতে বৃক্ষাদিকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

এস্থলে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ নহে, গোপীভাবের আবেশ। এই লীলাটী উদ্ঘূর্ণা-নামক দিব্যোন্মাদ-লীলা।

তথাহি (ভা —১০।৩০।৯, ৭-৮)—
চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সন্তর্পকা এতে পরার্থেরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ো যেঽন্যে চ পরার্থভবকাঃ। পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে। যমুনোপকূলা যমুনায়াঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তো রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু। স্বামী। ৩

অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ তবাতিপ্রিয়স্ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩। অন্বয়। চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (হে চূত। হে প্রিয়াল। হে পনস। হে অসন। হে কোবিদার। হে জম্বু। হে অর্ক। হে বিল্ব। হে বকুল! হে আম্র। হে নীপ। হে কদম্ব।) পরার্থভবকাঃ (পরোপকারার্থই যাহাদের জন্ম, তাদৃশ) যে অন্যে (অন্য যে সমস্ত) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাতীরবাসী বৃক্ষগণ)। রহিতাত্মনাং (শূন্যচিত্ত) নঃ (আমাদের—আমাদিগকে) কৃষ্ণপদবীং (শ্রীকৃষ্ণের পথ—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) শংসন্তু (বলিয়া দাও)।

অনুবাদ—রাস রজনীতে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ বলিলেন :—হে চূত। হে প্রিয়াল। হে পনস। হে অসন। হে কোবিদার। হে জম্বু। হে অর্ক। হে বিল্ব। হে বকুল। হে আম্র। হে নীপ। হে কদম্ব। হে যমুনা তীরবাসী অন্যান্য তরুগণ। পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্ম, আমরা কৃষ্ণ বিরহে শূন্যচিত্ত (হতজ্ঞান) হইয়াছি, আমাদিগকে কৃষ্ণের পথ (কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা) বলিয়া দাও। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী ৩০-৩১ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে।

পরার্থভবকাঃ—পরার্থেই (পরের উপকারের নিমিত্তই) ভব (জন্ম) যাহাদের, তাহারাই পরার্থভবক। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া এমন কি নিজ অঙ্গদ্বারাও (কাষ্ঠাদিদ্বারা) বৃক্ষগণ পরের উপকার করে বলিয়া তাহাদিগকে পরার্থভবক বলে। বৃক্ষগণের জন্ম এবং তাহাদের বাঁচিয়া থাকা যেন কেবল পরের জন্যই—তাহারা পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা মানুষের উপকার তো করেই, আশ্রয়াদিদ্বারা পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিরও উপকার করিয়া থাকে, মরিয়া গেলেও তাহাদের দেহ (কাষ্ঠ) দ্বারা লোকের উপকার হয়। ইহাদের সমস্তই পরের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নাই—নিজের ফুলের গন্ধও নিজেরা গ্রহণ করে না, নিজের ফলও নিজেরা খায় না। তাই কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা ব্রজতরুণীগণ বলিয়াছেন—"বৃক্ষগণ। পরের উপকারই তো তোমাদের জীবনের ব্রত, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দিয়া আমাদের উপকার কর—আমাদিগকে বাঁচাও।"

যমুনোপকূলাঃ—যমুনার উপকূলে জন্ম যাহাদের, সেই বৃক্ষগণ, যমুনার তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণ। **কৃষ্ণপদবীং**—কৃষ্ণের পদবী বা পথ, কৃষ্ণ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথ। **রহিতাত্মনাং নঃ**—রহিত (শূন্য) হইয়াছে আত্মা (মন বা চিত্ত) যাহাদের, তাদৃশ আমাদের, শূন্যচিত্ত আমাদের, কৃষ্ণেই আমাদের চিত্ত-মন নিহিত ছিল, কৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তও যেন আমাদের দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তুলসি (হে তুলসি), কল্যাণি (হে কল্যাণি)। গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (হে গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে)। অলিকুলৈঃ (ভ্রমরসমূহের সহিত বিদ্যমান) ত্বা (তোমাকে) বিভ্রৎ (ধারণকারী—ধারণ করিয়া) তে (তোমার) অতিপ্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়) অচ্যুতঃ (অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ) তে (তোমাকর্ত্তৃক) কচ্চিৎ দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হইয়াছে কি)?

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে। 　　প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গুণান্তরবিবেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পপ্রচ্ছুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ। করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। হে তুলসি! হে কল্যাণি (জগন্মঙ্গলকারিণি)! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত বর্তমান তোমাকে (বৈজয়ন্তীমালার অঙ্গরূপে এবং কেবল মাত্র তুলসী পত্রের মালারূপেও) ধারণ করিয়াছেন, তোমার অতিপ্রিয় সেই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি দেখিয়াছ?

পূর্ববর্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্তী ৩৫ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। তুলসীবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক বলা হইয়াছে।

গোবিন্দচরণপ্রিয়ে—গোবিন্দচরণপ্রিয়া-শব্দের সম্বোধনে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবিষ্ণুর) চরণই প্রিয় যাঁহার, অথবা গোবিন্দের চরণের প্রিয় যিনি। ভক্তগণ শ্রীগোবিন্দের (শ্রীবিষ্ণুর) চরণে তুলসীপত্র দিয়া থাকেন, তাই গোবিন্দের চরণই যেন তুলসীর স্থান হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য গোবিন্দের চরণকে তুলসীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান, অথবা তুলসীই গোবিন্দের চরণের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু বলিয়া তুলসীকে গোবিন্দচরণপ্রিয়া বলা হইয়াছে। অথবা, গোস্বামিচরণ, আচার্য্যচরণ প্রভৃতি স্থলে যেমন কেবল মাত্র আদর ব্যক্ত করার নিমিত্তই চরণ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ "গোবিন্দ চরণ' শব্দের চরণ শব্দ কেবলমাত্র আদর ব্যঞ্জক, এইরূপে, 'গোবিন্দ চরণ প্রিয়া" শব্দের অর্থ হইল এই: গোপীগণ বলিতেছেন—আমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু যে গোবিন্দ, তাহার প্রিয় তুমি (হে তুলসী!), গোবিন্দচরণ প্রিয়—গোবিন্দপ্রিয়া। তুলসী যে গোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়, তাহার প্রমাণ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখান হইয়াছে। **অলিকুলৈঃ**—অলি (ভ্রমর) কুল (সমূহ), অলিকুলের (ভ্রমরগণের) সহিত, **ত্বা**—তোমাকে, তুলসীকে। **বিভ্রৎ**—ধারণকারী। শ্রীকৃষ্ণ যে বৈজয়ন্তীমালা বক্ষে ধারণ করেন, তাহাতে তুলসীপত্র থাকে, তদ্ব্যতীত, সময় সময় আবার কেবলমাত্র তুলসীপত্রের মালাও তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন। তুলসীর সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ প্রায় সর্ব্বদাই ঐ বৈজয়ন্তীর বা তুলসী পত্রের মালাকে জড়াইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই ভ্রমরগণের সহিতই বৈজয়ন্তী বা মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকেন—এতই প্রিয় তাঁহার তুলসীপত্র বা তুলসী। তাই গোপীগণ বলিতেছেন—"তুলসি! তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, যেহেতু, তিনি সর্ব্বদা তোমাকে কণ্ঠে—বক্ষে—ধারণ করিয়া থাকেন, ভ্রমরকুল এজন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিলেও তিনি তোমাকে ত্যাগ করেন না। আমরা দুর্ভাগিনী, আমরা তাঁহার সেরূপ প্রিয় নহি, তাই তিনি স্বচ্ছন্দেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সখি! তুমি যখন তাঁহার এতই প্রিয়, তখন আমাদের মনে হয়, তিনি তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন, আসিয়া অবশ্য এখন চলিয়া গিয়াছেন, কোন্ পথে গিয়াছেন, তুমি কি দেখ নাই সখি! দেখিয়া থাকিলে আমাদিগকে বল, আমরা সেই পথেই তাঁহার অনুসন্ধান করিব।"

শ্লো। ৫। অন্বয়। মালতি (হে মালতি)! মল্লিকে (হে মল্লিকে)! জাতি (হে জাতি)! যূথিকে (হে যূথিকে)! করস্পর্শেন (করস্পর্শদ্বারা) বঃ (তোমাদের) প্রীতিং (প্রীতি) জনয়ন (জন্মাইয়া) যাতঃ (গিয়াছেন যিনি সেই) মাধবঃ (মাধব শ্রীকৃষ্ণ) বঃ (তোমাদিগ কর্তৃক) কচ্চিৎ (কি) অদর্শি (দৃষ্ট হইয়াছেন)?

অনুবাদ। হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথেই গমন করিয়াছেন কি? তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ৫

করস্পর্শেন—হস্তের স্পর্শদ্বারা, পুষ্পচয়ন কালে। তোমাদের পুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধি ও মনোরম, তাই শ্রীকৃষ্ণ

আম্র পনস প্রিয়াল জম্বু কোবিদার।।
তীর্থবাসী সভে কর পর-উপকার ॥ ৩০
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা,—পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ ৩১
উত্তর না পাঞা পুন করে অনুমান—।
এ সব পুরুষজাতি—কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদর করিয়া তোমাদের পুষ্প চয়ন করিয়া থাকিবেন, সেই সময়ে তোমাদের অঙ্গে তাঁহার সুন্দর করের স্পর্শও লাগিয়াছে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রীতি জন্মিয়াছে।

পরবর্ত্তী ৩৫ পয়ার ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। এক্ষণে কয় পয়ারে পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকের মর্ম্ম বলা হইতেছে।

"আম্র পনস" হইতে "রাখহ জীবন" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে "চূত প্রিয়াল" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম।

আম্র—আম। মূল শ্লোকে "চূত ও আম্র" দুইটী শব্দই আছে, উভয়ের অর্থ ই আম। আম দুই রকম গাছে ফলে—এক লতায়, আর বৃক্ষে, যাহা সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, লতাজাতীয় গাছের ফলকে বলে চূত, আর বৃক্ষজাতীয় গাছের ফলকে বলে আম্র। "চূতো লতাজাতিঃ। আম্রো বৃক্ষজাতিঃ।—শ্রীজীব গোস্বামিকৃত বৈষ্ণব-তোষণী।"

পনস—কাঁঠাল। **প্রিয়াল**—পিয়াল বৃক্ষ, ইহারই ফলকে "চার-বীজ" বলে, এই ফল খাওয়া যায়। **জম্বু**—জম্বু নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। **কোবিদার**—যুগপত্রক, কোয়িলার, ইহা বিন্ধ্যাচলাদি স্থানে প্রসিদ্ধ।

মূলশ্লোকে "নীপ ও কদম্ব" এই দুইটী শব্দও আছে, দুইটীতেই কদম্ব বুঝায়। নীপ বলে ধূলি কদম্বকে, ইহার পুষ্পসমূহে পরাগ অত্যন্ত বেশী, পুষ্পও বেশ বড় হয়, আমাদের দেশে সচরাচর যাহাকে কদম্ব বলা হয়, ইহাই বোধ হয় নীপ। আর "কদম্বের' পুষ্পগুলি ছোট, কিন্তু ইহাতে সুগন্ধ অনেক বেশী, ইহা শ্রীবৃন্দাবনে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পাতার সঙ্গে আমাদের দেশের কাঞ্চন ফুলের পাতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কদম্ব ও নীপের পাতা এক রকম নহে। **তীর্থ**—ঘাট, কূল, তীর। অথবা পবিত্র স্থান।

তীর্থবাসী—তীর্থে বাস করে যাহারা, আম্র পনসাদি বৃক্ষ যমুনার কূলে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে তীর্থবাসী বলা হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "যমুনোপকূলা:" শব্দের অর্থ। **সভে কর পর-উপকার**—তোমরা সকলেই ফলাদি দ্বারা পরের মঙ্গল বিধান কর। ইহা শ্লোকস্থ "পরার্থভবকাঃ" শব্দের অর্থ।

৩১। **তোমার ইহাঁ**—তোমাদের এই স্থানে। **কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি**—কৃষ্ণ কোথায় আছেন, বা কোন দিকে গিয়াছেন, তাহা বলিয়া। ইহা শ্লোকস্থ "শংসত কৃষ্ণপদবীং" অংশের অর্থ। **রাখহ জীবন**—আমাদের জীবন রক্ষা কর, আমরা কৃষ্ণবিরহে হতজ্ঞান হইয়াছি। ইহা শ্লোকস্থ "রহিতাত্মনাং নঃ" অংশের মর্ম্ম।

সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়া এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহকে যমুনাতীরবর্ত্তী বৃক্ষ মনে করিয়া কৃষ্ণান্বেষণ পরায়ণা গোপীদিগের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"হে আম্র! হে পনস! হে পিয়াল! হে জম্বু! হে কোবিদার! হে বিল্ব! হে বকুল! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অন্যান্য বৃক্ষগণ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ-বিরহে আমি নিতান্ত কাতরা হইয়াছি, মৃতপ্রায় হইয়াছি, কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া আমাকে জীবন দান কর। কৃষ্ণ তোমাদের এখানে আসিয়াছিলেন, তোমরাও তাঁহার দর্শন পাইয়াছ, বল, বল তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন? তোমরা সকলেই তীর্থ রাজ্ঞী যমুনার কূলে বাস করিতেছ, তোমরা পুণ্যাত্মা, সুতরাং সত্যবাদী, তোমরা কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, আমার প্রাণ যায়, সত্য করিয়া বল, কৃষ্ণ কোথায় আছেন? হে বৃক্ষগণ! পরোপকারই তোমাদের ধর্ম্ম, ফলপুষ্প ছায়া প্রভৃতিদ্বারা পরোপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই তোমরা বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা কৃপা করিয়া আমার এই উপকারটী কর, কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, বলিয়া দাও, আমার জীবন রক্ষা কর।"

৩২। **উত্তর না পাইয়া**—বৃক্ষগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া।

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায ? ।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায ॥ ৩৩
অবশ্য কহিবে 'কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে' ।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে— ॥ ৩৪

তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে ! ।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমাব অন্তিকে ? ॥ ৩৫
তুমি সব হও আমাব সখীব সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে বাখহ পবাণ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বৃক্ষগণ স্বভাবতঃই বাকশক্তিহীন, কাহাবও প্রশ্নেব উত্তব দিতে পাবে না, কোনও লোকের কথাও বোধ হয় বুঝিতে পারে না। তাহাবা কি উত্তব দিবে ? কিন্তু প্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত, বৃক্ষ যে কথা বলিতে পাবে না, তাহা তিনি মনে করিতে পাবেন না, তিনি মনে কবিলেন, ইহাবা ইচ্ছা কবিয়াই তাঁহার কথাব উত্তর দিতেছে না, কেন ইহারা উত্তব দিতেছে না, তাহাব কারণও তিনি অনুমান কবিলেন।

করে অনুমান—বৃক্ষগণ কেন উত্তব দিল না, প্রভু তাহাব কাবণ অনুমান কবিলেন। **এসব পুরুষ জাতি**—এই বৃক্ষসকল পুরুষ-জাতি। বৃক্ষশব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় বৃক্ষকে পুরুষজাতি বলা হইয়াছে। **কৃষ্ণের সখার সমান**—এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি, কৃষ্ণও পুরুষ, ইহাদেব প্রাণ পুরুষেব প্রাণেব তুল্য, সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। ইহাবা কৃষ্ণেব সখাব তুল্য।

গোপীভাবাপন্ন প্রভু অনুমান কবিলেন—"এই সকল বৃক্ষ পুরুষজাতি, ইহাদেব প্রাণ পুরুষেব প্রাণেব তুল্যই কঠিন, আমি স্ত্রীলোক, আমাব প্রাণেব বেদনা ইহারা কিরূপে বুঝিবে ? আমাব কাতবোক্তিতেও ইহাদেব চিত্ত বিগলিত হয় নাই, যদি হইত, তাহা হইলে আমাব দুঃখে দুঃখী হইয়া নিশ্চযই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কবিত, আমাব দুঃখ দূবীভূত কবাব উপায় বলিয়া দিত, শ্রীকৃষ্ণেব সন্ধান বলিয়া দিত। ইহাবা আমাব দুঃখ বুঝে না, তাই আমাব কথাব উত্তব দিতেছে না। স্ত্রীলোককে বিবহ দুঃখ দিয়া কৃষ্ণ সুখ অনুভব কবেন, ইহা পুরুষেবই স্বভাব. ইহাবাও তো পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক, আমাব বিবহ দুঃখ দেখিয়া বোধ হয় ইহাবাও সুখই অনুভব করিতেছে। ইহাবা তো কৃষ্ণেবই সখাব তুল্য। সমপ্রাণঃ সখা মতঃ। কৃষ্ণেব সখা বলিয়া কৃষ্ণেব সুখপোষণই তো ইহাদেব ধর্ম্ম, আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সবিয়া থাকাই যখন কৃষ্ণেব ইচ্ছা, তখন ইহাবাও সেই ইচ্ছাবই পোষকতা কবিবে, আমি যাহাতে কৃষ্ণকে পাইতে না পাবি, তাহাই করিবে, সুতবাং ইহাবা আমাকে কৃষ্ণেব সন্ধান কেনই বা বলিয়া দিবে ?"

৩৩। এ স্ত্রীজাতি লতা—সাক্ষাতে এই যে লতাগুলি দেখা যাইতেছে, ইহাবা স্ত্রীজাতি। লতাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই বোধ হয় লতাকে স্ত্রীজাতি বলা হইয়াছে। **আমার সখীর প্রায়**—আমি স্ত্রীলোক, ইহাবাও স্ত্রীলোক, সুতবাং ইহাবা আমাব সখীর তুল্য, ইহাবা আমাব প্রাণেব বেদনা বুঝিবে।

৩৪। অবশ্য কহিবে—আমার প্রাণেব বেদনা বুঝিবে বলিয়া ইহাবা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণেব সন্ধান বলিয়া দিবে। **এত অনুমানি**—এইরূপ অনুমান কবিয়া। **পুছে**—জিজ্ঞাসা কবে। **তুলস্যাদি গণে**—তুলসী প্রভৃতি লতাগণকে।

বৃক্ষ-সকলেব উত্তব না দেওয়াব কাবণ অনুমান কবিতে কবিতে গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু দেখিলেন, সম্মুখভাগে তুলসী-মালতী প্রভৃতি কতকগুলি লতা বিবাজিত বহিয়াছে, দেখিয়াই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর চিত্তে যেন একটু আশাব সঞ্চার হইল, তিনি ভাবিলেন—"এই যে লতাগুলি দেখিতেছি, ইহাবা তো স্ত্রী জাতি, স্ত্রীলোকেব মনেব বেদনা ইহাবা নিশ্চয়ই বুঝিবে, ইহাবা আমাব সখীব তুল্য, ইহাবা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, এবং কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহাও ইহাবা জানে, আমাব দুঃখে দুঃখিনী হইয়া ইহাবা নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণেব সন্ধান বলিয়া দিবে।" এইরূপ অনুমান কবিয়া প্রভু তুলসী-মালতী প্রভৃতি লতাগণকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন। কি বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়াবে ব্যক্ত আছে।

৩৫-৩৬। "তুলসী মালতী" ইত্যাদি দুই পয়াবে "কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি" ইত্যাদি দুই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

উত্তর না পাইয়া পুন ভাবেন অন্তরে—।
'এ ত কৃষ্ণদাসী' ভয়ে না কহে আমারে ॥ ৩৭

আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমার প্রিয় কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আদরের সহিত তুলসী-পত্রের মালা এবং মালতী, যূথি, মাধবী, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পের মালা ধারণ করেন বলিয়া ইহারা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং কৃষ্ণও ইহাদের প্রিয়, এরূপ অনুমান করিয়া "তোমার প্রিয় কৃষ্ণ" বলা হইয়াছে। **তোমার অন্তিকে**—তোমাদের নিকটে। **সখীর সমান**—তোমরা স্ত্রীলোক, আমিও স্ত্রীলোক, কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয়, তাই তোমরা আমার সখীর তুল্য। **কৃষ্ণোদ্দেশ**—কৃষ্ণের সন্ধান, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহা।

গোপী-ভাবাবিষ্ট প্রভু লতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— হে তুলসি! হে মালতি! হে মাধবি! হে যূথি! হে মল্লিকে! তোমাদের পত্র-পুষ্প শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমরা পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিয়া থাক, সুগন্ধদ্বারা তাঁহার নাসিকার আনন্দ বিধান করিয়া থাক। তোমাদের প্রীতির আকর্ষণে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকিবেন। বল, বল, তিনি কি তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন? তোমরা স্ত্রীজাতি, আমিও স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মনের বেদনা, প্রিয় বিরহ যন্ত্রণা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার, বিশেষতঃ, কৃষ্ণ তোমাদেরও প্রিয়, আমারও প্রিয়, সুতরাং তোমরা আমার সখীর তুল্য, কৃষ্ণ বিরহে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা তোমরা বুঝিতে পার। সখি! কৃষ্ণ বিরহে আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে, সখি! আমাকে বাঁচাও, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দাও।

৩৭। উত্তর না পাইয়া—লতাগণের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া। **এ ত কৃষ্ণদাসী**—এ সমস্ত লতা শ্রীকৃষ্ণের দাসী। দাসীর ন্যায়, পত্র পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ভূষিত করে বলিয়াই বোধ হয় লতাগণকে কৃষ্ণদাসী বলা হইয়াছে। **ভয়ে**—কৃষ্ণের ভয়ে, কৃষ্ণের অমতে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, তাঁহাদের প্রভু কৃষ্ণ রুষ্ট হইতে পারেন বলিয়া।

লতাগণের নিকটে কোনও উত্তর না পাইয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু মনে করিলেন— না, ইহারা তো আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিবে না—দিতে পারেও না। ইহারা কৃষ্ণের দাসী কৃষ্ণের অমতে আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দিলে, কৃষ্ণ পাছে ইহাদের প্রতি রুষ্ট হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়াই ইহারা আমাকে সন্ধান বলিয়া দিতেছে না। অথবা, ইহারা তো কৃষ্ণেরই দাসী, কৃষ্ণই হয়তো ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, যেন কাহাকেও তাঁহার সন্ধান বলিয়া না দেয়, তাই ইহারা নিরুত্তর।

৩৮। আগে—সম্মুখে। **মৃগী**—হরিণী। **কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা**—প্রভু কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ স্থানের পুষ্পসমূহের সুগন্ধকেই প্রভু প্রেম বৈবশ্যবশতঃ কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। **তার মুখ**—মৃগীগণের মুখ। **পুছে**—জিজ্ঞাসা করে। **নির্ণয় করিয়া**—এইস্থানে কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ দ্বারা প্রভু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

অথবা মৃগীগণের মুখ দেখিয়াই ইহা নির্ণয় করিয়াছিলেন (তার মুখ দেখি নির্ণয় করিয়া পুছেন), হরিণের চক্ষু স্বভাবতঃই বিস্তীর্ণ এবং প্রসন্নোজ্জ্বল, কিন্তু প্রভু মনে করিলেন, হরিণী নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, তাই আনন্দে হরিণীর নয়ন প্রসন্নোজ্জ্বল হইয়াছে। এজন্য হরিণীর চক্ষুর প্রসন্নোজ্জ্বলতা দেখিয়া প্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন। এই সমস্তই উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের লক্ষণ।

লতাগণের উত্তর না পাইয়া প্রভু তাহাদের উত্তর না দেওয়ার কারণ অনুমান করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে কয়েকটী হরিণীকে দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ উদ্যানস্থ পুষ্পসমূহের সুগন্ধও প্রভু অনুভব করিলেন, কিন্তু এই সুগন্ধকে

তথাহি (ভা ১০।৩০।১১)—
অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ। গাত্রৈ সুন্দরৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ। প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তত্র দ্যোতকম্। কান্তায়া অঙ্গসঙ্গস্তেন তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ মনে করিয়া অনুমান করিলেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন, তাহার অঙ্গগন্ধ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার হরিণীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষু অত্যন্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল, যদিও হরিণীর চক্ষু স্বভাবতঃই প্রসন্ন ও উজ্জ্বল, তথাপি প্রেমবৈবশ্যবশতঃ প্রভু মনে করিলেন যে, হরিণী নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, কৃষ্ণ দর্শনজনিত আনন্দেই হরিণীর চক্ষুর্দ্বয় প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া গোপী ভাবাবিষ্ট প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াই প্রভু হরিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। সখি (হে সখি)। এণপত্নি (মৃগপত্নি)। প্রিয়য়া (প্রিয়া—শ্রীরাধার সহিত) গাত্রৈঃ (গাত্রদ্বারা—পরমসুন্দর মুখ বাহু প্রভৃতি দ্বারা) বঃ (তোমাদের) দৃশাং (নয়ন সমূহের) সুনির্বৃতিং (পরমানন্দ) তন্বন্ (বিস্তার করিয়া) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইহ (এই স্থানে—এই উপবনে) উপগতঃ (উপনীত হইয়াছিলেন—আসিয়াছিলেন) অপি (কি)? ইহ (এই স্থানে) কুলপতেঃ (গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচ-কুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গ-সঙ্গ নিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত) কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালার) গন্ধঃ (গন্ধ) বাতি (বহিতেছে)।

অনুবাদ। হে সখি মৃগপত্নি! প্রিয়ার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় মনোহর অঙ্গসমূহদ্বারা তোমাদিগের নয়নের পরমানন্দ বিধান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কি এই বনে আসিয়াছিলেন? (শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানে আসার অনুমানের হেতু এই যে) এই স্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গনিমিত্ত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। ৬

এণপত্নি—এণের (হরিণের) পত্নী, মৃগপত্নী, মৃগী, তাহার সম্বোধনে। **প্রিয়য়া**—প্রেয়সী শ্রীরাধার সহিত, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিতই রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। **গাত্রৈঃ**—শ্রীকৃষ্ণের গাত্রসমূহদ্বারা, মনোহর মুখ-বাহু-বক্ষস্থলাদিদ্বারা। **সুনির্বৃতিং**—সু (উত্তম) নির্বৃতি (আনন্দ), পরম আনন্দ। **তন্বন্**—বিস্তার করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দর্শন করিয়া মৃগীগণের নয়নের যে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত হইল। **কুলপতেঃ**—কুল (গোকুল)-পতি শ্রীকৃষ্ণের। **কান্তাঙ্গ-সঙ্গ** কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ—কান্তা শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গ-দ্বারা, শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়া, সেই কান্তা শ্রীরাধার কুচের (স্তনযুগলের) যে কুঙ্কুম, তদ্দ্বারা রঞ্জিত **কুন্দস্রজঃ**—কুন্দ-পুষ্পের মালার গন্ধ এস্থলে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীরাধার স্তনযুগল কুঙ্কুম-লেপে রঞ্জিত, আর শ্রীকৃষ্ণের গলায় থাকে কুন্দফুলের মালা, শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তখন রাধাবক্ষের কুঙ্কুম কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালায় লাগিয়া কুন্দমালায় এক অপূর্ব্ব গন্ধ উৎপাদন করে। কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ বলিতেছেন—"সখি! এণপত্নী! কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালার সহিত রাধাবক্ষের কুঙ্কুম লিপ্ত হইলে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, আমরা এস্থলে সেই গন্ধ পাইতেছি, তাহাতেই অনুমান হয়, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে আসিয়াছিলেন।"

পরবর্ত্তী তিন পয়ারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কহ মৃগি ! রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা ॥ ৩৯
রাধার প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ ।
দূরে হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ-সঙ্গ ॥ ৪০
রাধা-অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত ।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৯। "কহ মৃগি" ইত্যাদি তিন পয়ার হরিণীর প্রতি প্রভুর উক্তি, এই তিন পয়ার "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে। **সুখ দিতে**—মদনমোহনরূপে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত। **নাহিক অন্যথা**—কৃষ্ণ যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই, ইহাতে আর অন্যথা (দ্বিধা) নাই, তিনি এখানে আসেন নাই, একথা বলিলে চলিবে না। এইরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্তের হেতু (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ—তাহা) পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

"নাহিক অন্যথা" স্থলে "না কর অন্যথা" পাঠান্তরও আছে, অর্থ—অন্যথা করিও না, কৃষ্ণ এখানে আসেন নাই, এমন কথা বলিও না।

৪০। **নহি বহিরঙ্গ**—আমরা রাধার অন্তরঙ্গা সখি, বহিরঙ্গা নহি, তাই শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই জানি এবং কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধাদি কিরূপ তাহাও আমরা বিশেষরূপেই জানি।

দূরে হৈতে—নিকটে না যাইয়াও, দূর হইতে গন্ধ অনুভব করিয়াই। **তাঁর**—শ্রীরাধার। **যৈছে**—যেরূপ। **অঙ্গ-সঙ্গ**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গ।

দূরে থাকিয়াও বায়ুদ্বারা চালিত গন্ধ অনুভব করিয়াই আমরা বলিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে।

৪১। **রাধা-অঙ্গসঙ্গে**—শ্রীরাধার অঙ্গের সহিত সঙ্গবশতঃ। **কুচকুঙ্কুমে ভূষিত**—শ্রীরাধার কুচ (স্তন)-যুগলে যে কুঙ্কুম ছিল, সেই কুঙ্কুমদ্বারা ভূষিত (কুন্দমালা-বিশিষ্ট)। **কৃষ্ণ-কুন্দমালা**—কৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা। **কুন্দমালা**—কুন্দপুষ্পের মালা।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ—শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গবশতঃ, কুচ কুঙ্কুম-ভূষিত (কৃষ্ণ)- কুন্দমালার গন্ধে বায়ু সুবাসিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার কুচ-যুগলস্থিত কুঙ্কুমের গন্ধ আমরা চিনি, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধও আমরা চিনি। এক্ষণে বায়ুদ্বারা প্রবাহিত যে গন্ধটী অনুভব করিতেছি, তাহা এই উভয়ের সম্মিলিত গন্ধ, কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার কুচস্থিত কুঙ্কুমের মিলিত গন্ধ। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের সঙ্গে শ্রীরাধার বক্ষের দৃঢ় সংযোগ হইয়াছে, যাহাতেই শ্রীরাধার কুচস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা বিভূষিত (রঞ্জিত) হইয়াছে, বায়ু এতাদৃশী কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া সুগন্ধি হইয়াছে।

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু মৃগীগণকে বলিলেন—"মৃগি! আমাকে কৃষ্ণের সন্ধান বলিয়া দাও। মদনমোহনরূপে তোমাকে দর্শন দিয়া তোমার আনন্দ বিধান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিতই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, বায়ু-প্রবাহিত গন্ধদ্বারাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। মৃগি! আমরা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী, শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহা আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি, আর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা প্রিয়সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও আমাদের সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের কিরূপ গন্ধ, তাঁহার কোন্ অঙ্গের ভূষণেরই বা কিরূপ গন্ধ, তাহাও আমরা বিশেষরূপেই অবগত আছি। এ-সমস্ত কারণে, বায়ুপ্রবাহিত গন্ধ অনুভব করিয়াই দূর হইতে

'কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইহোঁ বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥ ৪২
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প-ফল-ভরে।
শাখাসব পড়ি আছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৩
'কৃষ্ণ দেখি এইসব করে নমস্কার'।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৪৪

তথাহি (ভা. ১০।৩০।১২)—
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ফলভারেণ তাংস্তরূন্ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতা ইতি মত্বা প্রিয়য়া সহ তস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্তঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি তুলসিকায়া অলিকুলৈরত গুদামোদমদান্ধৈরন্বীয়মানোঽনুগম্যমান ইহ চরন্নিতি। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমরা বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অঙ্গের সহিত শ্রীরাধার কোন্ অঙ্গের সঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে এস্থানে বায়ুর মধ্যে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধটীর অনুভব হইতেছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালার গন্ধের সঙ্গে শ্রীরাধার স্তনযুগলস্থিত কুঙ্কুমের মিলিত গন্ধ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থল দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীরাধার কুচযুগলস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কুন্দমালা সুরঞ্জিত হইয়াছে; বায়ু সেই কুঙ্কুম-রঞ্জিত কুন্দমালার গন্ধ বহন করিয়া সুবাসিত হইয়াছে। মৃগি! যাহা বলিলাম, ইহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন। বল মৃগি! তাহারা এখন কোন্‌দিকে গিয়াছেন?"

৪২। **ইহাঁ**—এইস্থান। **ইহোঁ**—মৃগী।

না শুনে কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণবিরহের ব্যাকুলতাবশতঃ এবং কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তাবশতঃ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা এই মৃগী শুনিতে পায় নাই।

মৃগীর নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—"কৃষ্ণ এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, মৃগীকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; এই মৃগী এখন কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল; বিরহজনিত চিন্তায় এই মৃগী এতই তন্ময় হইয়া আছে যে, আমার কথা হয়তো শুনিতেই পায় নাই; এ কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে?"

৪৩। **আগে**—সম্মুখভাগে। **শাখা সব**—বৃক্ষের শাখা সকল।

৪৪। **কৃষ্ণ দেখি** ইত্যাদি—বৃক্ষের শাখাসমূহ ফলপুষ্পভরে নত হইয়া মাটী স্পর্শ করিয়া আছে, তাহা দেখিয়া প্রভু মনে করিলেন, "ইহারা কাহাকেও নমস্কার করিতেছে; নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এইস্থানে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই এই সকল বৃক্ষ শাখারূপ মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিতেছে।"

করিয়া নির্দ্ধার—এইস্থানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া।

মৃগীগণের উত্তর না দেওয়ার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু দেখিলেন, সম্মুখে কতকগুলি বৃক্ষ; ফলপুষ্পভরে তাহাদের শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছে; প্রভু অনুমান করিলেন, ইহারা কৃষ্ণকে নমস্কার করিতেছে, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ এস্থলে আসিয়াছিলেন; এইরূপ মনে করিয়া "বাহুং প্রিয়াংস" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তিনি বৃক্ষগণকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। তরবঃ (হে তরুগণ)! মদান্ধৈঃ (মদান্ধ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসীবনস্থিত মদান্ধ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক) অন্বীয়মানঃ (অনুসৃত হইয়া) রামানুজঃ (রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াংসে (প্রেয়সীর স্কন্ধে) বাহুং (বাহু—বামহস্ত) উপধায় (স্থাপন পূর্ব্বক) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ পূর্ব্বক) ইহ (এই বনে) চরন্ (বিচরণ

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে ॥ ৪৫

তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান ?।
কিবা নাহি করে ?—কহ বচন প্রমাণ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে করিতে—ভ্রমণকালে) বঃ (তোমাদের) প্রণামং (প্রণামকে) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়াবলোকনদ্বারা—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা) কিম্বা (কি) অভিনন্দতি (অঙ্গীকার করিয়াছেন) ?

অনুবাদ। কৃষ্ণান্বেষণ পরায়ণা গোপীগণ ফলভারাবনতঃ তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে তরুগণ। তুলসীবনস্থিত মদান্ধ-ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামহস্ত প্রেয়সীর স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক এবং দক্ষিণ হস্তে পদ্মধারণ-পূর্ব্বক এই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তোমাদের প্রণামকে কি তিনি প্রণয়াবলোকনদ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ? ৭

মদান্ধৈঃ—তুলসীপুষ্পরসরূপ মদ পানে অন্ধ (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য)—মত্ত **তুলসিকালিকুলৈঃ**—তুলসী-বনস্থিত ভ্রমরগণকর্ত্তৃক **অন্বীয়মানঃ**—অনুসৃত শ্রীকৃষ্ণ। তুলসীফুলের মধুপান করার নিমিত্ত তুলসীবনে অনেক ভ্রমর ছিল, তাহারা তুলসীর মধুপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল (উন্মত্ততার লক্ষণ এই যে, তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শ্রীরাধার মুখেও উড়িয়া পড়িতেছিল)। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই তুলসীবনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই সকল মদমত্ত ভ্রমর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল—তাঁহার পাছে পাছে উড়িয়া যাইতেছিল (অবশ্য এ সমস্তই কৃষ্ণান্বেষণপরায়ণা গোপীদিগের অনুমান)। ভ্রমরগণকর্ত্তৃক এইরূপ অনুসৃত **রামানুজ**—রামের (বলরামের) অনুজ (ছোটভাই) শ্রীকৃষ্ণ **প্রিয়াংসে**—প্রিয়ার (স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধার) অংসে (স্কন্ধে) স্বীয় **বাহুং**—বামহস্ত (শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে ছিলেন, এরূপ মনে করিলে শ্রীরাধার স্কন্ধে বামহস্ত দেওয়াই স্বাভাবিক) **উপধায়**—স্থাপন করিয়া, স্বীয় বামপার্শ্বস্থিতা শ্রীরাধার স্কন্ধে স্বীয় বামহস্ত স্থাপন করিয়া এবং শ্রীরাধার বদনকমলে নিপতিত মদমত্ত ভ্রমর-সমূহকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণহস্তে **গৃহীতপদ্মঃ**—পদ্মধারণ করিয়া যখন এই বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কি তিনি **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা তোমাদের প্রণামকে অঙ্গীকার করিয়াছেন ? (বৃক্ষগণ ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের এই নত অবস্থাকে এস্থলে প্রণাম বলা হইয়াছে)

পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৪৫। "প্রিয়ামুখে" ইত্যাদি দুই পয়ারে বৃক্ষগণের প্রতি প্রভুর উক্তি, এই দুই পয়ার "বাহুং প্রিয়াংসে" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ।

প্রিয়ামুখে—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধার মুখে। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **পড়ে**—মুখের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মুখে আসিয়া বসিতে চায়। **তাহা নিবারিতে**—ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতে। **লীলাপদ্ম**—শ্রীকৃষ্ণ নিজ দক্ষিণ হস্তে যে পদ্ম ধারণ করিয়া রাখেন, তাহা। **চালাইতে**—ভ্রমর তাড়াইবার নিমিত্ত সঞ্চালন করিতে। **অন্যচিত্তে**—অন্যমনস্ক, ভ্রমর-তাড়নেই নিবিষ্ট-চিত্ত বলিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ।

৪৬। **তোমার প্রণামে** ইত্যাদি—তুমি যে প্রণাম করিয়াছ, তাহা কি কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়াছেন ? **অবধান**—দৃষ্টি, মনোযোগ। **কিবা নাহি করে**—না কি তোমার প্রণাম দেখিতে পান নাই ? **কহ বচন প্রমাণ**—প্রণামস্বরূপ বাক্য বল, তোমার প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন কিনা বল।

বৃক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"প্রেয়সী শ্রীরাধার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে আসিয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধার মুখের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যখন উড়িয়া আসিয়া পদ্মভ্রমে শ্রীরাধার মুখে বসিতেছিল, তখন ঐ ভ্রমরকে তাড়াইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় স্বীয় হস্তস্থিত লীলাপদ্ম সঞ্চালনে এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, অন্য বিষয়ে তখন আর তাঁহার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তোমরা যে তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছ, তিনি কি তোমাদের সেই প্রণাম অঙ্গীকার করিয়াছেন ? না কি করেন নাই ? তাহা আমাকে বল।"

'কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে?—ইহার নাহিক সংবিত ॥ ৪৭
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৪৮
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৪৯
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫০
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫১
পূর্ব্ববৎ সভে মিলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিগে প্রভু করে দরশন ॥ ৫২
কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র মন ॥ ৫৩
পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৭। **সেবক**—দাস। বৃক্ষ পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া সেবক বলা হইয়াছে। ফল পুষ্পাদিদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করে বলিয়া বৃক্ষকে কৃষ্ণের সেবক বলা হইয়াছে। **সংবিত**—জ্ঞান।

বৃক্ষের কোনও উত্তর না পাইয়া প্রভু মনে করিলেন—"বৃক্ষগণ তো কৃষ্ণেরই সেবক, কৃষ্ণ ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া দুঃখে ইহারা হতজ্ঞান হইয়াছে, কিরূপে আমার কথার উত্তর দিবে?"

৪৮। **এতবলি**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত কথা বলিয়া। **আগে চলে**-অগ্রসর হইলেন। **যমুনার কূলে**—উদঘূর্ণাবশতঃ প্রভু বোধ হয় সমুদ্রকেই যমুনা মনে করিতেছেন। বৃক্ষগণের নিকট হইতে প্রভু অগ্রসর হইয়া সম্মুখের দিকে চলিলেন, যাইতে যাইতে সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, সমুদ্রকে প্রভু যমুনা বলিয়া মনে করিলেন, সে-স্থানে একটী কদম্ববৃক্ষ ছিল, প্রভু দেখিলেন, কদম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। (কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল)।

৪৯। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, যাহা প্রভু কদম্বমূলে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কোটি মন্মথ-মোহন—যাহার রূপ দেখিয়া কোটি মন্মথ (অপ্রাকৃত মদন)-ও মোহিত হয়। **মুরলী বদন**—শ্রীকৃষ্ণ মুখে মুরলী ধারণ করিয়া আছেন। **অপার সৌন্দর্য্য**—যে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য। **হরে জগন্নেত্র-মন**—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে জগতের সকলেরই নয়ন ও মনকে হরণ করে।

৫০। কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। এমন সময় স্বরূপদামোদরাদি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

৫১। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্বে যে যে সময়ে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই সেই সময়ের মত। **সাত্ত্বিক**—স্বেদ-রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার। **অন্তরে আনন্দ আস্বাদ**—প্রভু অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সাত্ত্বিক বিকার দর্শনে তাহা বুঝা যায়। **বিহ্বল**—হতচেতনের মত।

৫২। **পূর্ব্ববৎ**—প্রভুর কানে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনামাদি উচ্চারণ করিয়া। **উঠিয়া চৌদিকে** ইত্যাদি—মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে প্রভু উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। তখনও প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই, অর্দ্ধ বাহ্যদশা।

৫৩-৫৪। "কাহাঁ গেল" ইত্যাদি দুই পয়ারে। অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রভু বলিলেন—"হায়! হায়! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এখনি যে আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, অকস্মাৎ তিনি কোথায় গেলেন? কি অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁহার? কোটি কোটি মদনও যে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে তিনি আমার নয়ন-মনকে হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? এই মাত্র সেই মুরলীবদনকে দর্শন করিলাম, এখন কেন আর দেখিতেছি না? তাঁহার দর্শনের লোভে আমার নয়ন যে চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পঢ়িতে লাগিলা॥ ৫৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪)—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথৈকৈকমেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং নামগ্রাহপূর্ব্বকমাকর্ষণং কথয়ন্তী সতী কৃষ্ণস্য রূপাদি পঞ্চগুণানুক্তানপিপ্রেমোৎকণ্ঠয়া পুনস্তান পঞ্চশ্লোক্যা রূপং স্পষ্টয়তি নবাম্বুদেত্যাদ্যেকেন। হে সখি! স মদনমোহনঃ মদনস্য কন্দর্পস্য মোহনঃ। যদ্বা মদযতি সম্ভোগাংশে হর্ষয়তি বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়তি চেতি মদনঃ। মদী হর্ষগ্লাপনযোঃ। তাভ্যাং মোহযতি স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চেতি সঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম নেত্রে স্পৃহাং তনোতি। স্বসৌন্দর্য্যরূপগুণেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নবাম্বুদাদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্য সঃ। নব তড়িতোঽপি মনোজ্ঞমম্বরং যস্য সঃ। সুষ্ঠু চিত্রয়া রুচিরয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরৎ পূর্ণচন্দ্র ইব আননং যস্য সঃ। অনেন মুখস্য চন্দ্ররূপকেণ মুরল্যাস্তদগলদমৃতধারাত্ব মায়াতং তস্যা ধ্বনিস্তু গর্জ্জিতমিতি বোধ্যম্। ময়ূরদলভূষিতঃ ময়ূরদলৈঃ চন্দ্রকচাকময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশমিত্যুক্ত্যা চূড়ায়ামামূলাগ্রং পার্শ্বদ্বয়ে বলয়ীকৃতৈঃ কিম্বা চূড়াগ্রে ত্রিশাখাকারৈঃ ত্রিভিঃ শিখিপিচ্ছৈঃ ভূষিতঃ। অনেন কৃষ্ণস্য মেঘরূপকেণ বর্হাণামিন্দ্রধনুষ্ট্বমায়াতম্। সুভগতারহারপ্রভঃ। তারা ইব হারো মুক্তাবলী মুক্তামালা। হারো মুক্তাবলীত্যমরঃ। সুভগশ্চাসৌ স চেতি সুভগস্তারহারস্তস্য প্রভা শোভা যস্মিন্। ভূষণ ভূষণাঙ্গমিত্যুক্তো মেঘে চন্দ্রতারাণামস্ফুরণাৎ। কৃষ্ণস্যাদ্ভুতমেঘত্বম্। ত্রিভঙ্গেত্যাদিদ্বিতীয়তৃতীয়পাদ পাঠভেদেতু শ্লোকস্যাপি বিশেষণাভ্যাম্ মেঘ ইব মেঘঃ। তত্র ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ। সুধাংশু মধুরানন কমলকান্তিজিল্লোচনঃ। ইতি বিশেষণচতুষ্টয়েন সোঽপ্যাকৃতিমান্। অত্রাপি ত্রিভঙ্গললিতঃ। তত্রাপি মধুরবন্যবেশেন শোভিতঃ তত্রাপ্যত্যাহ্লাদকাভ্যাং চন্দ্রপদ্মদ্বয়াভ্যাং সংযুক্তঃ। অনেনাপি অদ্ভুতমেঘত্বমায়াতম্। অতো মম নেত্রয়োশ্চাতকত্বনুহ্যম সদানন্দবিধায়িনী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৫। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের নিমিত্ত স্বীয় নয়নের স্পৃহার কথা শ্রীরাধা বিশাখাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, প্রভুও সেই ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন (নবাম্বুদ ইত্যাদি শ্লোকে)।

স্বীয় অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্মৃতিতে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ স্বাভাবিকই।

শ্লো। ৮। অন্বয়। সখি (হে সখি)! নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ (নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি), নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ (নববিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন) সুচিত্র মুরলী স্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন) ময়ূরদলভূষিতঃ (যাঁহার কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছভূষিত) সুভগতারহারপ্রভঃ (এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি), সঃ মদনমোহনঃ (সেই মদনমোহন) মে (আমার) নেত্রস্পৃহাং (নয়নের স্পৃহা) তনোতি (আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। নব জলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি, নব-বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন, যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক শারদ শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ূর-পুচ্ছভূষিত, এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে সখি! সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা আমার নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। ৮

যথারাগ ঃ—

নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণ,　　দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ,　　হরে সভার নেত্র-মন
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিঃ—নব (নূতন) অম্বুদ (জলধর বা মেঘ) অপেক্ষাও লসন্তী (শোভাসম্পন্ন) দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার; যাঁহার অঙ্গকান্তি নবজলধরের কান্তি অপেক্ষাও মনোরম। **নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ**—নব (নূতন) তড়িৎ (বিদ্যুৎ) অপেক্ষাও মনোজ্ঞ (মনোরম) অম্বর (বসন) যাঁহার, যাঁহার পরিধানের পীতবসন নূতন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর। **সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ**—সুচিত্র (অতিসুন্দর) মুরলী-দ্বারা স্ফুরৎ (শোভমান) যাঁহার অমন্দ (অকলঙ্ক) শারদ চন্দ্রের ন্যায় আনন (বদন); অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় যাঁহার সুন্দর বদন অতিসুন্দর মুরলীদ্বারা সুশোভিত; যাঁহার বদনই অকলঙ্ক শারদ-শশীর ন্যায় মনোরম এবং তাদৃশ বদনের শোভা আবার যাঁহার সুন্দর-দর্শন মুরলীদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে; সুন্দর-দর্শন মুরলীর সম্পর্কে যাঁহার স্বতঃ-পরম-মনোরম বদনের শোভা অত্যধিকরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। **ময়ূরদলভূষিতঃ**—ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যিনি বা যাঁহার কেশকলাপ ভূষিত; যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। **সুভগতারহারপ্রভঃ**—সুভগ (সমুজ্জ্বল) তারার (তারকার) ন্যায় হার (মুক্তাহার)=সুভগতারহার; তাহার প্রভা (শোভা) যাঁহাতে, তিনি সুভগতারহারপ্রভ; যাঁহার অঙ্গের প্রভাতেই মুক্তাহারের মুক্তাবলী তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার অঙ্গই মুক্তাহারের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। অথবা, সুভগ (সমুজ্জ্বল) তারার ন্যায় (তারার প্রভার ন্যায়) হারের (মুক্তাহারের) প্রভা যাঁহার; তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাহার মুক্তাহারের কান্তি। যে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-কান্তি-বক্ষোদেশে শ্বেত-মুক্তাহারের শোভা নীলাকাশে তারকাবলীর শোভার ন্যায়ই চিত্তাকর্ষক। সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা শ্রীরাধার নেত্র-স্পৃহাকে বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দেহকে মেঘের সঙ্গে, তাঁহার পীতবসনকে বিদ্যুতের সঙ্গে, তাঁহার বদনকে শারদ-শশীর সঙ্গে এবং মুখসংলগ্ন মুরলীর ধ্বনিকে চন্দ্রের অমৃতের সঙ্গে, চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে, বক্ষকে আকাশের সঙ্গে এবং বক্ষস্থ মুক্তাবলীকে তারকার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্র ও তারকার ঔজ্জ্বল্য সাধারণতঃ বিরল। এস্থলে মুখরূপ চন্দ্র এবং মুক্তাবলীরূপ তারকার উল্লেখে কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্বই সূচিত হইতেছে।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অর্থাৎ "সুচিত্রমুরলী·········সুভগতারহারপ্রভঃ"-স্থলে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—"ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ। সুধাংশুমধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ॥" অর্থঃ—ত্রিভঙ্গরুচিরা-কৃতিঃ—ত্রিভঙ্গ এবং রুচির (ললিত) আকৃতি যাঁহার, যাঁহার আকার ললিত-ত্রিভঙ্গ। মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ—যিনি মধুরবন্যবেশে উজ্জ্বল (শোভিত), বন্যপত্র-পুষ্পে যাঁহার মনোহর বেশ রচিত হয়। সুধাংশু-মধুরাননঃ—সুধাংশুর (চন্দ্রের) ন্যায় মধুর (আনন্দদায়ক) আনন (মুখ) যাঁহার, যাঁহার সুন্দর বদন-চন্দ্রের ন্যায় আনন্দজনক। কমলকান্তি-জিল্লোচনঃ—কমলের (পদ্মের) কান্তিকেও পরাজিত করে যাঁহার লোচন (নয়ন); পদ্মের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর, স্নিগ্ধ এবং আনন্দদায়ক যাঁহার নয়নের কান্তি।

এই শ্লোকটি শ্রীরাধার উক্তি। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

৫৬। উক্ত শ্লোক পড়িয়া প্রভু শ্লোকের অর্থ বিলাপচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ" ইত্যাদি ত্রিপদীতে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ" এই অংশের অর্থ করিতেছেন, নবঘন-স্নিগ্ধ ইত্যাদি বাক্যে।

নবঘন-স্নিগ্ধ-বর্ণ—নবঘন অপেক্ষাও স্নিগ্ধ বর্ণ যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের তৃপ্তিজনক। এই বিলাপবাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণকে সর্ব্বদাই মেঘের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

কহ সখি ! কি করি উপায় ? ।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ধ্রু ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দলিতাঞ্জন-চিক্কণ—দলিত অঞ্জন অপেক্ষাও চিক্কণ, **দলিত**—সম্যক্‌রূপে মর্দ্দিত। **চিক্কণ**—চাক্‌চিক্যযুক্ত। অঞ্জনকে বিশেষরূপে মর্দ্দিত করিলে তাহার যেরূপ চাক্‌চিক্য হয়, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের চাক্‌চিক্য তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী। **ইন্দীবর**—নীলপদ্ম। **ইন্দীবর নিন্দি-সুকোমল**—যাহা ইন্দীবরকেও নিন্দা করে, এরূপ সুকোমল। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ (দেহ) নীলপদ্ম অপেক্ষাও সুকোমল। **উপমান**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমান বলে। প্রথম ত্রিপদীতে নবঘন, অঞ্জন এবং ইন্দীবরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা (তুলনা) দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে নবঘন, অঞ্জন এবং ইন্দীবর হইল উপমান, কৃষ্ণের বর্ণ হইল উপমেয়। **জিনি উপমানগণ**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সমস্ত উপমানকে পরাজিত করে। নবঘনই বল, দলিতাঞ্জনই বল, আর ইন্দীবরই বল, ইহাদের কাহারও সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের উপমা দেওয়া যায় না, ইহারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে নিকৃষ্ট। **হরে সভার নেত্রমন**—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সকলের নয়ন ও মনকে হরণ করে, হরণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ একবার দর্শন করিলে আর অন্য রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না, অন্য বস্তুতে মন যায় না। **কৃষ্ণ-কান্তি**—কৃষ্ণের কান্তি বা রূপ। কান্তিশব্দে শ্রীকৃষ্ণরূপের কমনীয়তা ধ্বনিত হইতেছে। **পরম প্রবল**—অত্যন্ত বলশালী। অন্য সকল বস্তু হইতে নেত্র-মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে আনয়ন করে বলিয়া "পরম প্রবল' বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা কি বলিব? তাহার দেহের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণ অপেক্ষাও স্নিগ্ধ, নয়নের অধিকতর তৃপ্তিজনক, তাঁহার অঙ্গের চাকচিক্যের নিকটে দলিত-অঞ্জনের চাক্‌চিক্যও অতি তুচ্ছ, সখি! তাঁহার অঙ্গ অত্যন্ত সুকোমল, তাহার কোমলতার তুলনায় নীলকমলের কোমলতাও নিতান্ত নগণ্য। সখি! এমন কোনও বস্তু তো জগতে খুঁজিয়া পাই না, যাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রূপের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ একবার যে দেখিয়াছে, অন্য কোনও বস্তু দেখিবার নিমিত্তই আর তাহার সাধ হয় না, অন্য কোন বস্তুতেই আর তাহার মন যায় না তাহার মন সর্ব্বদা কৃষ্ণরূপ দেখিবার নিমিত্তই লালায়িত হয়, তাহার মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণরূপেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। সখি! কৃষ্ণরূপের অসাধারণ শক্তির কথা আর কি বলিব? অন্য সকল বস্তু হইতেই ইহা নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করিয়া নিজের প্রতি নিয়োজিত করে, এমন আর কোনও শক্তি নাই, যাহা শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে নেত্রমনকে দূরে লইয়া যাইতে পারে।

৫৭। **কহ সখি**—রাধাভাবে প্রভু রামানন্দকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। রামানন্দ ব্রজের বিশাখা সখী, শ্রীরাধার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **বলাহক**—মেঘ। **অদ্ভুত**—আশ্চর্য্য। **কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক**—শ্রীকৃষ্ণ অতি আশ্চর্য্য মেঘের তুল্য। এই কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্ব এই যে, প্রথমতঃ, সাধারণ মেঘে চন্দ্রের উদয় হয় না (অর্থাৎ উদিত হইলেও দৃষ্ট হয় না), কিন্তু এই কৃষ্ণ রূপমেঘে "অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের উদয়" হইয়াছে বলিয়া পরবর্ত্তী ৫৯ ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মেঘে সৌদামিনী স্থির হইয়া থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণ-রূপ-মেঘে পীতাম্বররূপ স্থির বিজলী সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

নেত্র—নয়ন, চক্ষু। **চাতক**—একরকম পক্ষী, ইহারা মেঘের জলব্যতীত অন্য জল পান করে না। **নেত্র চাতক**—নয়নরূপ চাতক। কৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া প্রভুর নয়নকে চাতকের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, চাতক যেমন মেঘের জল পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। চাতক যেমন মেঘের জলব্যতীত অপর কিছু পান করে না, প্রভুর নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। **পিয়াসে**—পিপাসায় (চাতকপক্ষে), উৎকণ্ঠায় (নয়ন-পক্ষে)।

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল। আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধরিয়া রাধাভাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"সখি! বল, আমি এখন কি উপায় করি, শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপের দ্বারা আমার নেত্র-মন হরণ করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আমার নয়ন বড়ই উৎকণ্ঠিত। মেঘের জল-ব্যতীত চাতক অন্য কিছু পান করে না, তদ্রূপ, সখি! আমার নয়নও যে শ্রীকৃষ্ণের রূপব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে। সখি! মেঘের জল না পাইলে চাতক যেমন পিপাসায় মরিয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া উৎকণ্ঠায় আমারও যে মৃতপ্রায় অবস্থা হইল। কি করিব বল সখি! কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষ্ণের দর্শন পাইব, আমাকে বলিয়া দাও সখি!

৫৮। "নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। **পীতাম্বর**—পীতবর্ণের বস্ত্র। **সৌদামিনী পীতাম্বর**—শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের পীতবসনই হইল কৃষ্ণরূপ-মেঘের বিদ্যুৎতুল্য। **স্থির রহে নিরন্তর**—সর্ব্বদা স্থির ভাবে থাকে। সাধারণ মেঘে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা সকল সময় থাকে না, যখন থাকে, তখনও স্থির ভাবে থাকে না, চঞ্চল ভাবেই ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার অন্তর্হিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘে যে পীতবসনরূপ সৌদামিনী, তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, এবং সর্ব্বদাই অচঞ্চল অবস্থায় থাকে। ইহাও কৃষ্ণরূপ মেঘের অদ্ভুতত্বের একটা হেতু।

কোনও কোনও গ্রন্থে "স্থির নহে নিরন্তর" পাঠও আছে। অর্থ—সাধারণ মেঘের বিদ্যুৎ সর্ব্বদা স্থির থাকে না, কিন্তু পীতবসনরূপ বিদ্যুৎ সর্ব্বদাই স্থির।

মুক্তাহার—শ্রীকৃষ্ণের গলার মুক্তাহার।

বকপাঁতি—বকের পংক্তি, বকপক্ষীর শ্রেণী।

আকাশে যখন নূতন মেঘের উদয় হয়, তখন সময় সময় অনেকগুলি বক পক্ষীকে মালার আকারে সজ্জিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাকেই বকপাঁতি বলা হইয়াছে, কৃষ্ণরূপ নবমেঘেও এইরূপ বকপাঁতি আছে—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে বিলম্বিত মুক্তার মালাই কৃষ্ণরূপ মেঘের বকপাঁতি। ভাবার্থ এই যে, আকাশে নূতন মেঘ উঠিলে উড্ডীয়মান বকসমূহকে যেমন সুন্দর দেখায়, শ্রীকৃষ্ণের নীল-বক্ষোবিলম্বিত মুক্তাহারকে তদপেক্ষাও সুন্দর দেখায়।

ভাল—উত্তম, অতি সুন্দর। ইহা "সুভগতারহারপ্রভঃ অংশের অর্থ।

এক্ষণে "ময়ূরদলভূষিতঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

ইন্দ্রধনু—যখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তখন সময় সময় সূর্য্যের বিপরীত দিকে, নানাবর্ণের ধনুকাকার একটা অতি সুন্দর বস্তু আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম ইন্দ্রধনু। **শিখি-পাখা**—ময়ূরের পাখা, ময়ূরের পুচ্ছেও ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবিধ বর্ণ বিদ্যমান আছে। **উপরে**—মেঘের উপরে, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে। **আর ধনু**—অপর একটী ইন্দ্রধনু। **বৈজয়ন্তীমালা**—শ্রীকৃষ্ণের গলদেশস্থ বৈজয়ন্তীমালা। বৈজয়ন্তীমালায় নানাবর্ণের ফুল ও পত্র থাকে তাই ইন্দ্রধনুর সহিত ইহার বর্ণের সাদৃশ্য আছে। নূতন মেঘ উদিত হইলে আকাশে সময় সময় দুইটী ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায়, একটী উপরে, এবং একটী তাহার নীচে। কৃষ্ণরূপ মেঘেও এইরূপ দুইটী ইন্দ্রধনু আছে—একটী উপরে, একটি তাহার নীচে, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের চূড়াস্থিত পুচ্ছই উপরের ইন্দ্রধনুতুল্য, আর কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বৈজয়ন্তীমালাই নীচের ইন্দ্রধনু।

প্রভু বলিলেন—"সখি! মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়াছি, দেখিয়া কৃষ্ণের পীতবসনের কথাই মনে হইয়াছে। কিন্তু সখি! নবীন-তমাল-কান্তি শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে পীতবসনের যে অপূর্ব্ব শোভা, তাহার তুলনায় কালমেঘের কোলে সৌদামিনীর শোভা অতি তুচ্ছ। সৌদামিনী এক পলক-সময়মাত্র স্ফুরিত হইয়া নয়নকে ঝল্‌সাইয়া দিয়া

মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল, চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয় ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুনরায় গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করে, কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল পীত বসন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিরাজিত থাকিয়া দর্শকের নেত্র মনকে প্রতিক্ষণেই আনন্দোজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত করিতে থাকে। সখি! মেঘের সহিত কি কৃষ্ণের তুলনা হয়? নবীন মেঘ উদিত হইলে আকাশে যখন শুভ্রবক শ্রেণী উড়িয়া যায়, তাহা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-কবাট তুল্য বিশাল বক্ষস্থলে দোদুল্যমান মুক্তাহারের কথাই মনে পড়ে, সখি! শ্রীকৃষ্ণের লীলা চঞ্চল বক্ষস্থলে নিরুপম মুক্তাহারের নৃত্য দেখিলে কোন যুবতী স্থির থাকিতে পারে? আর সখি! নবীন মেঘোদয়ে আকাশে যখন নানাবর্ণে চিত্রিত ইন্দ্রধনুযুগলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের কথা মনে হয়, আর মনে হয় কৃষ্ণের আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তীমালার কথা। সখি! পবন-ভরে নৃত্যশীল ময়ূরপুচ্ছ দর্শন করিলে যুবতীগণের চিত্তও তাঁহার সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠে আর কুঞ্জর বিনিন্দিত মন্দগমনে হেলিয়া দুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সখাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন বিচিত্র বর্ণের পত্র-পুষ্পে রচিত তাঁহার চরণ-চুম্বি বৈজয়ন্তী-মালার প্রেমতরঙ্গায়িত নৃত্য দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করার নিমিত্ত কোন রমণীর চিত্ত না অধীর হইয়া উঠে। সখি! শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। বল সখি! কি উপায়ে আমি তাহা দেখিতে পাইব?"

৫৯। "সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ' অংশের অর্থ করিতেছেন।

কলধ্বনি—মধুর শব্দ। মেঘ যেমন গর্জ্জন করে, কৃষ্ণরূপ মেঘও তেমনি গর্জ্জন করিয়া থাকে মুরলীর কলধ্বনিই হইতেছে কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জন। "মধুর-গর্জ্জন" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "নবাভ্রগর্জ্জন' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। নবাভ্র—নব (নূতন) অভ্র (মেঘ), নূতন মেঘ, নব জলধর। নবাভ্রগর্জ্জন—নব মেঘের গর্জ্জন। মুরলীর কলধ্বনিকে নবমেঘের মৃদুমধুর গর্জ্জন বলা হইয়াছে। **ময়ূরচয়**—ময়ূর সমূহ। মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূর নৃত্য করে, শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘের মুরলী ধ্বনিরূপ মধুর গর্জ্জন শুনিয়াও বৃন্দাবনের ময়ূর সমূহ নৃত্য করিয়া থাকে। **অকলঙ্ক**—কলঙ্কশূন্য, চন্দ্রের মধ্যে যে কাল কাল দাগ দেখা যায়, তাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপচন্দ্রে এরূপ কোনও কলঙ্ক নাই।

পূর্ণকল—ষোলকলায় পরিপূর্ণ, পূর্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখকে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বলা হইয়াছে। **লাবণ্য-জ্যোৎস্না**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্না, চন্দ্রের যেমন জ্যোৎস্না আছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্রেরও তদ্রূপ জ্যোৎস্না আছে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের লাবণ্যই মুখরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না। **ঝলমল**—লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদা ঝলমল ঝলমল করিতেছে। **চিত্রচন্দ্র**—অদ্ভুত চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র একটী অদ্ভুত চন্দ্র, আকাশের চন্দ্র অপেক্ষা ইহার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথমতঃ, আকাশের চন্দ্র সর্ব্বদা ষোলকলায় পূর্ণ থাকে না, কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদাই ষোলকলায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, আকাশের চন্দ্র অকলঙ্ক নহে, কৃষ্ণের মুখরূপ চন্দ্র সর্ব্বদাই অকলঙ্ক। তৃতীয়তঃ, মেঘের সময় চন্দ্রের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণরূপ মেঘের মুখরূপ পূর্ণচন্দ্র সর্ব্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে। **যাহাতে** উদয়—যে-কৃষ্ণরূপ মেঘে (মুখরূপ চন্দ্রের) উদয়।

"সখি! নবীনমেঘের মৃদু মধুর গর্জ্জন যখন শুনি, তখন মনে পড়ে আমার সেই মুরলীবদনের মুরলীর মধুর কলধ্বনির কথা। মেঘের মৃদুগর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরকুল যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহা দেখিয়া মনে পড়ে আমার বৃন্দাবনের ময়ূরগণের কথা—সখি! তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া আনন্দভরে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। সখি! শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া যখন মুরলী বাজাইতে থাকেন, তখন মুখের যে কতই শোভা, তাহা

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দৈব-ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল ॥ ৬০

পুন কহে—হায় হায়, পঢ়-পঢ় রামরায়!
কহে প্রভু গদগদ-আখ্যানে।
রামানন্দ পঢ়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমাকে কিরূপে জানাইব, তাহা জানাইবার ভাসা যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সখি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছি, কিন্তু সখি! শ্যামসুন্দরের তুলনায় সে তো কিছুই না সখি! আকাশের চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে, কিন্তু আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র তো নিত্যই ষোলকলায় পরিপূর্ণ, আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র অকলঙ্ক, মেঘোদয়ে আকাশের চাঁদের জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু সখি! আমার শ্যামচাঁদের বদনচন্দ্র সর্ব্বদাই লাবণ্যরূপ জ্যোৎস্নায় ঝলমল ঝলমল করিতে থাকে, আর যুবতীকুলের চিত্তে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত করিতে থাকে। সখি! কি উপায়ে আমি শ্যামচাঁদের বদনচাঁদ দর্শন করিতে পারিব, আমায় বলিয়া দাও সখি।'

৬০। **লীলামৃত বরিষণে**—লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া। আকাশের মেঘ জল বর্ষণ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে। অমৃত পান করিলে যেমন মৃত্যু নিবারিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-রস পান করিলেও জীবের সংসার-দুঃখ এবং ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া লীলাকে অমৃত বলা হইয়াছে। **সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে**—লীলামৃত বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘ চতুর্দ্দশ ভুবনকে সিক্ত করেন, চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ করেন। **দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে**—দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবাত, দুর্ভাগ্যরূপ তুফান। তুফান আসিলে যেমন আকাশের মেঘ একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার (প্রভুর) দুর্ভাগ্য-তুফান আসিয়া কৃষ্ণরূপ মেঘকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। **মরে চাতক**—মেঘ সরিয়া যাওয়াতে জল পান করিতে না পারিয়া চাতক (নয়ন) পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। **পীতে না পাইল**—পান করিতে পারিল না। মর্ম্মার্থ এই যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না,—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও সাধ মিটাইয়া দর্শন করিতে পারিলেন না।

"সখি! মেঘের বর্ষণ দেখিলে মনে পড়ে সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-বর্ষণের কথা। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক অংশের নিদাঘ তাপ জ্বালা দূর করিতে পারে বটে, কিন্তু সখি! আমাদের কৃষ্ণমেঘ তাঁহার লীলারূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনের বিরহিণীদিগের বিরহ-জ্বালা দূর করিতে সমর্থ। হায়! হায় সখি! এ হেন কৃষ্ণরূপ মেঘের দর্শনইতো আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—আমার চির পিপাসাতুর নেত্ররূপ চাতকও সেই মেঘের মাধুর্য্যরূপ বারি পান করিয়া বহুকালের পিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, ঠিক এমনি সময়ে, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মেঘ কোথায় অন্তর্হিত হইল। সখি! পিপাসাতুর চাতক তো বারি পান করিতে পারিল না? এখন পিপাসায় যে তাহার বুক ফাটিয়া যায় সখি! হায়! হায়! সখি! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে আমার শ্যামসুন্দরের দর্শন পাইব?"

এই বিলাপে রাধাভাবাবিষ্ট-প্রভুর, কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন ইহা "সংজল্পের" একটী দৃষ্টান্ত, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৬১। **পুনঃ কহে**—পূর্ব্বোক্ত বিলাপবাক্যগুলি বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন। **পঢ় পঢ় রামরায়**—রামানন্দ! শ্লোক পড়, শ্লোক পড়। "পঢ় পঢ় রামরায়"-স্থলে "পড় স্বরূপ রামরায়" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—স্বরূপ-দামোদর, রামরায়, তোমরা শ্লোক পড়।

এস্থলে প্রভু রামানন্দরায়ের নাম উল্লেখ করিয়াই সম্বোধন করিতেছেন, আর "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না, ইহাতে মনে হয়, প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতক্ষণ তিনি যে রাধাভাবে আবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ

তথাহি (ভা ১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৯

যথারাগ ঃ—

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর-মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি-আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার॥ ৬২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নম্নু গৃহস্বামিনং বিহায় দাস্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আহুঃ বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশাগ্রৈরাবৃতমুখম্। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীযয়ো স্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিং স্তচ্চ তচ্চ। তব মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্যএব ভবামেতি। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেন সেই ভাব সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হইল, তাহার কোনও কারণ উল্লিখিত হয় নাই। রামানন্দাদির চেষ্টা বা গভীর নিদ্রাদিব্যতীত প্রভুর ভাব ছুটিয়া যাইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এস্থলে প্রভু আবেশের সহিত "নবঘন স্নিগ্ধ বর্ণাদি" বাক্যে যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে আবেশের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক, আপনা-আপনি ঐ আবেশ তিরোহিত হওয়ার কথা নহে। সম্ভবতঃ, প্রভু বিলাপ করিতে করিতে ভাবের আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন হয়ত রামানন্দাদি শ্লোক পড়িয়া প্রভুর মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মূর্চ্ছা দূর হইয়াছিল এবং মূর্চ্ছার পরেই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছিলেন, "হায় হায়। পঢ় পঢ় রামরায়।"

গদ্গদ্ আখ্যানে—গদ্গদ্ বচনে। **পঢ়ে শ্লোক**—পরবর্ত্তী "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্ শ্লোক।

হর্ষ-শোক—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্ণনা শুনিয়া প্রভুর হর্ষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া শোক। শ্লোক শুনিয়াই বোধ হয় প্রভুর মনে আবার রাধাভাবের আবেশ হইয়াছে। **আপনে** ইত্যাদি—রামানন্দ শ্লোক উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভু "কৃষ্ণজিতি পদ্মচাঁদ" ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬২। "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখম্" এর অর্থ করিতেছেন।

অন্বয়—পদ্মচান্দজিতি মুখফান্দ কৃষ্ণ পাতিয়াছেন, তাতে (সেই মুখফান্দে) অধর মধুস্মিত চার দিয়াছেন।

জিতি-পদ্মচান্দ—পদ্ম ও চন্দ্রকে জয় করিয়া, শোভায় ও স্নিগ্ধতায় পদ্ম ও চন্দ্র যাহার নিকটে পরাজিত (এরূপ মুখ), ইহা "মুখ-ফান্দের" বিশেষণ। **মুখ-ফান্দ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ ফাঁদ। মৃগ ধরিবার নিমিত্ত ব্যাধগণ যেমন ফাঁদ পাতে, গোপীগণকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণও তেমনি ফাঁদ পাতিয়াছেন, কৃষ্ণের সুন্দর মুখখানাই সেই ফাঁদ—যে মুখের সৌন্দর্য্যের নিকটে পদ্ম এবং চন্দ্রের শোভাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মর্ম্মার্থ এই যে, ব্যাধের ফাঁদে পড়িলে মৃগ যেমন আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যময় মুখখানা একবার দেখিলেও কোনও গোপসুন্দরী আর কৃষ্ণের সঙ্গ-লালসা ত্যাগ করিতে পারেন না। **তাতে**—তাহাতে, সেই মুখরূপ ফাঁদে। **অধর-মধুস্মিত-চার**—শ্রীকৃষ্ণের অধরে যে মধুর স্মিত (মৃদুহাসি), সেই স্মিতরূপ চার। **চার**—মৃগাদির লোভনীয় খাদ্যবস্তু, মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যাহা ফাঁদে রাখিয়া দেওয়া হয়।

ফাঁদের দিকে মৃগাদিকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাধ যেমন ফাঁদের মধ্যে মৃগাদির লোভনীয় কিছু খাদ্যবস্তু (চার) রাখিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মুখরূপ ফাঁদে সেইরূপ একটি "চার" রাখিয়াছেন, তাঁহার অধরের মৃদু মধুর হাসিই সেই 'চার', ইহার লোভেই ব্রজযুবতীগণ তাঁহার মুখরূপ ফাঁদের দিকে আকৃষ্ট হন।

ফাঁদের মধ্যে যে "চার" রাখা হয়, তাহা দেখিয়াই যেমন মৃগগণ প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, আকৃষ্ট হইয়া পরে ফাঁদে আবদ্ধ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাসি দেখিয়াই ব্রজযুবতীগণের চিত্ত প্রথমতঃ আকৃষ্ট হয়, হাসি দেখিবার উপলক্ষ্যে

বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি গণে' ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ৬৩

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, তা সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মুখমণ্ডলের অপরূপ সৌন্দর্য্য-দর্শন করিয়া তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়েন, তখন আর মুখ হইতে নয়ন-মন ফিরাইবার শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

হয় দাসী—দাসীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রয়াস করে। **ছাড়ি নিজ** ইত্যাদি—আত্মীয়-স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া, নিজের বলিতে যাহা কিছু সমস্ত ত্যাগ করিয়া।

"ছাড়ি লাজ পতিঘর দ্বার" পাঠান্তরও আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ ফাঁদে পতিত হয় এবং দেহ-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে দাসী হইয়া পড়ে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-মন্দ-হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া এবং তাঁহার মুখচন্দ্রের অপরূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ এতই আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াও সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

৬৩। বান্ধব—রামানন্দরায়কে সম্বোধন করিয়া প্রভু "বান্ধব" বলিতেছেন। তাঁহাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার নিকটে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার—কৃষ্ণের আচরণ ব্যাধের আচরণের তুল্য নিষ্ঠুর। ব্যাধের আচরণের সঙ্গে কৃষ্ণের আচরণের সাদৃশ্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে দেখান হইতেছে। **নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম**—মৃগবধ করার সময়ে ব্যাধ যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না, প্রাণিবধ যে অধর্ম্মজনক তাহা যেমন মোটেই বিবেচনা করে না, তদ্রূপ ব্রজনারীগণের প্রাণ-মন হরণ করার সময়ে কৃষ্ণও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করেন না, কুলবতীদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করা যে অধর্ম্ম, কৃষ্ণ তাহা বিবেচনা করেন না।

হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম—নারীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করে। ব্যাধ যেমন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মৃগীগণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় কটাক্ষদ্বারা রমণীগিণের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া থাকেন। **হানে**—হনন করে, বিদ্ধ করে। **হরে**—মর্ম্ম হরণ করে। "হরে" স্থলে "হানে" পাঠান্তরও আছে। **মর্ম্ম**—হৃদয়। **করে নানা উপায় তাহার**—মর্ম্ম-হরণের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করে। মৃগীগণকে বিদ্ধ করার নিমিত্ত ব্যাধ যেমন নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকে, ব্রজনারীগণের চিত্তহরণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও বংশীধ্বনি-মৃদুহাস্য-আদি নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন।

৬৪। "গণ্ডস্থলাধরসুধম্"-এর অর্থ করিতেছেন। **গণ্ডস্থল ঝলমল**—দর্পণের মত চাকচিক্যময় কপোলদেশ (শ্রীকৃষ্ণের)। **গণ্ড**—কপোল। **সেই নৃত্যে**—মকর-কুণ্ডলের নৃত্যে। **নারীচয়**—নারীসমূহ।

শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থল দর্পণের মত স্বচ্ছ, কর্ণের মকর-কুন্ডল যখন নড়িতে থাকে, তখন সুচিক্কণ গণ্ডস্থলে মকর-কুণ্ডলের আভা পতিত হয়, তাতে গণ্ডস্থল ঝলমল করিতে থাকে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে লাবণ্যের যে অপূর্ব্ব তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা দেখিলে কোনও রমণীই আর স্ববশে থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বপদে যে "করে নানা উপায় তাহার" বলা হইয়াছে, গণ্ডস্থলের এই চাকচিক্য বিস্তার তাহার একটি। ব্যাধ যেমন নানা লোভনীয় বস্তুদ্বারা মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও গণ্ডস্থলের লাবণ্য দেখাইয়া নারীগণকে নিকটে আকর্ষণ করেন।

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা-সভার মনোবক্ষ, হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক্ষণে, "হসিতাবলোকম্"-এর অর্থ করিতেছেন। **সস্মিত**—স্মিত (মন্দহাসি), স্মিতের সহিত বর্ত্তমান সস্মিত। **কটাক্ষ**—নেত্রভঙ্গী। **সস্মিত-কটাক্ষ-বাণ**—মন্দহাসির সহিত যে কটাক্ষ, সেই কটাক্ষরূপ বাণ। **তা-সভার**—নারীগণের। **হানে**—বিদ্ধ করে।

মৃগগণকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া ব্যাধ যেমন তাহাদের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করে, শ্রীকৃষ্ণও নানা উপায়ে নারীগণকে নিজের নিকটে আনিয়া মন্দহাসিযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাদের চিত্তকে হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসি ও মধুর কটাক্ষ দর্শন করিলে কোনও রমণীই আর তাহার কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থা হয় না।

নারীবধে—কুলবতী রমণীগণের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিলেই তাহাদের বধ করা হয়। **নারীবধে** ইত্যাদি—মৃগের প্রাণবধ করিতে ব্যাধের মনে যেমন কোনও ভয়ের সঞ্চারই হয় না, নারীদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনওরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় না।

৬৫। "বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণম্" অংশের অর্থ করিতেছেন।

অতি উচ্চ—অত্যন্ত উন্নত (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ)। **সুবিস্তার**—(শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল) অত্যন্ত বিস্তৃত। **শ্রীবৎস**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি শ্বেত-রোমের দক্ষিণাবর্ত্ত আছে, তাহাকে শ্রীবৎস বলে। **লক্ষ্মী**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষের বামভাগে একটি স্বর্ণবর্ণ ক্ষুদ্র রেখা আছে, তাহাকে লক্ষ্মীরেখা বলে। মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"শ্রিয়া বামভাগস্থ স্বর্ণবর্ণ-লক্ষ্মীরেখা-রূপয়া লক্ষ্ম্যা।" **অলঙ্কার**—বক্ষঃস্থিত নানাবিধ হারের অলঙ্কার। অথবা লক্ষ্মীরেখা ও শ্রীবৎসচিহ্নরূপ অলঙ্কার। **লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার**—শ্রীকৃষ্ণের যে বক্ষ, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মী-রেখা, শ্রীবৎসচিহ্ন এবং নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত। অথবা, স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মীরেখা এবং শ্রীবৎসচিহ্নও অলঙ্কারের ন্যায় যে বক্ষের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে **ডাকাতিয়া বক্ষ**—ডাকাইতের বক্ষের ন্যায় বিশাল বক্ষ। অথবা, ডাকাইতের বক্ষের ন্যায় নিষ্ঠুর বক্ষ। ডাকাইতের হৃদয়ে যেমন দয়া মায়া নাই, ডাকাইত যেমন অপরের প্রাণ হরণ করিয়াও নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও তদ্রূপ দয়া মায়া নাই। শ্রীকৃষ্ণ নানা উপায়ে কুলবতীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথবা, ডাকাইতের সুবিশাল বক্ষ দেখিলেই সাধারণ গৃহস্থ যেমন ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষস্থল একবার দেখিলেও কুলবতীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদিতে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়।

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ—অসংখ্য ব্রজ-যুবতী। **তা-সভার**—লক্ষ লক্ষ ব্রজ-তরুণীর। **মনোবক্ষ**—মন এবং বক্ষ। **হরিদাসী**—হরির দাসী, মনপ্রাণ হরণ করেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দাসী। **দক্ষ**—পটু। **হরিদাসী করিবারে দক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ব্রজদেবীগণের মন এবং বক্ষকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী করিতে সমর্থ। মনকে দাসী করার তাৎপর্য্য এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের মন লালায়িত হয়। আর বক্ষকে দাসী করার তাৎপর্য্য এই যে, বক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া পড়েন—লক্ষ্মী-শ্রীবৎসচিহ্ন-শোভিত, বিবিধ হার-মাল্যাদি-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সমুন্নত ও সুবিশাল বক্ষঃস্থল দর্শন করিলে সমস্ত ব্রজললনাই দাসীর ন্যায় তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া পড়েন। রমণীগণের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যে পুরুষের মন পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া যায়, তাই মূল শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন :—"জগতামেব বিশেষেণ লোকং দৃষ্টং যদ্বক্ষ স্তৎ পুংসামপি মনোহরত্বাৎ এতদেবোক্তং শ্রীকপিলদেবেন—বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ। পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ॥"

সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ-যুগল, ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্প-কায়। দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, মরে নারী সে বিষ-জ্বালায়॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"হরি-দাসী"-শব্দের অন্তর্গত "দাসী"-শব্দের ধ্বনি এই যে, মধুর-ভাবোচিত লীলা-বিলাসাদিদ্বারা (নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া) শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ লালসান্বিত হয়েন। ইহা শ্লোকস্থ "ভবাম দাস্যঃ"-অংশের অর্থ।

৬৬। "দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য"-অংশের অর্থ করিতেছেন। **সুবলিত**—সুগঠিত, সুগোল ও স্থূল। অথবা বলশালী। **দীর্ঘার্গল**—দীর্ঘ (আজানুলম্বিত) এবং অর্গলতুল্য। **অর্গল**—কপাটের হুড়কাকে অর্গল বলে। এ-স্থলে মূল শ্লোকের "দণ্ড"-শব্দ-স্থলেই "অর্গল"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী "দণ্ড"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্তপৃথুদীর্ঘতাদ্যাকার-সৌষ্ঠবং—দণ্ডের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়ায় ভুজযুগলের সুগোলত্ব, স্থূলত্ব ও দীর্ঘত্বাদি আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইয়াছে।" সুতরাং অর্গল-শব্দেও আকার-সৌষ্ঠবই সূচিত হইতেছে।

অর্গল-শব্দের "হুড়কা" অর্থ ধরিলে বোধ হয় একটী গূঢ়ভাবের ব্যঞ্জনাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষঃস্থলকে "ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের" সঙ্গেও তুলনা করিয়া থাকেন—এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্তী "হরিণ্মণি-কবাটিকা" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় হৃদয়ের অন্তস্তলে ঐ হরিণ্মণি-কবাটিকাতুল্য শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার ভুজযুগলকে অর্গল (হুড়কা) বলিয়া থাকিবেন। "হরিণ্মণি-কবাটিকা"-শ্লোকেও কৃষ্ণ-ভুজদ্বয়কে অর্গল বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইল কবাট, আর ভুজদ্বয় হইল ঐ কবাটের হুড়কা। হুড়কা টানিয়া দিলেই যেমন কবাট বন্ধ হইয়া যায়, গৃহমধ্য হইতে আর কেহ বাহির হইয়া আসিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রজতরুণীগণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বাহুদ্বয়দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবন্ধন হইতে ছুটিয়া আসার শক্তি কাহারও থাকে না। ঐ-স্থান হইতে ছুটিয়া আসার চেষ্টাও কেহ করে না, করিতেও পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল বক্ষঃস্পর্শে ব্রজতরুণীগণ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া পড়েন।

ভুজযুগল—বাহুদ্বয়। **সর্পকায়**—সর্পের দেহ। **কৃষ্ণসর্পকায়**—কৃষ্ণসর্পের দেহ, সর্পের দেহ যেমন সুগোল এবং ক্রমশঃ সরু, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুও সুগোল এবং বাহুমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আকার-সৌষ্ঠবের সাদৃশ্যবশতঃই সর্পদেহের সঙ্গে ভুজযুগলের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া, কৃষ্ণসর্পের (কৃষ্ণবর্ণ সর্পের) দেহের সঙ্গে তুলনা। অথবা, কৃষ্ণসর্প-শব্দের অপর একটি ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে, কৃষ্ণসর্পের সাধারণ নাম কালসাপ। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র, কৃষ্ণসর্প যাহাকে দংশন করে, তাহার দেহে তীব্র বিষ-জ্বালা উপস্থিত হয় এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলও গোপীদিগের সম্বন্ধে কালসাপের ন্যায় ক্রিয়া করে, সুবলিত ভুজযুগল দর্শন করিলে ব্রজতরুণীদিগের চিত্তে তীব্র কন্দর্পজ্বালা উপস্থিত হয়, সেই জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহারা প্রায় মুমূর্ষু হইয়া পড়েন।

শৈল-ছিদ্রে—শৈল অর্থ পাহাড়, আর ছিদ্র অর্থ গর্ত্ত, পাহাড়ের গায়ে যে-গর্ত্ত থাকে, তাহাকেই শৈল-ছিদ্র বলে। পাহাড়ের গায়ে যে-গর্ত্ত থাকে, তাহাতে প্রায়ই কোনও কোনও প্রাণী বাস করে, পাহাড়ের কৃষ্ণসর্প সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল প্রাণীকে প্রায়ই দংশন করে।

এ-স্থলে উপমান কৃষ্ণসর্পের পক্ষেই "শৈল-ছিদ্র"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উপমেয় কৃষ্ণ-ভুজযুগলের পক্ষে কোনও শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু ব্রজনারীদিগের চক্ষুই বোধ হয় বিবক্ষিত হইয়াছে, মূল শ্লোকেও "ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য—ভুজদণ্ডযুগলকে দেখিয়া" কথা আছে, চক্ষুদ্বারাই দেখা হয়, ভুজযুগলের প্রতি দৃষ্টি-জনিত

কৃষ্ণ-করপদ-তল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালাবিষ নাশে, যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যে-ফল, তাহা চক্ষুর যোগেই হৃদয়ে প্রবেশ করে, বিশেষতঃ, মূল শ্লোকে সর্ব্বত্রই চক্ষুর উপরে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের প্রভাবের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অর্থই বোধ হয় সমীচীন হইবে :—কাল-সাপ যেমন পর্ব্বত-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য প্রাণীকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বয়রূপ সর্পযুগলও রমণীর চক্ষুদ্বয়রূপ গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-নারীর হৃদয় দংশন করে। অর্থাৎ কৃষ্ণের ভুজযুগল নয়নের দ্বারা দর্শন করিলে ব্রজ-রমণীদিগের হৃদয়ে যে-কন্দর্প-জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার দাহ কৃষ্ণসর্পের বিষদাহের মতই তীব্র।

শৈল-ছিদ্রে—ব্রজ নারীর চক্ষুরূপ দুইটি শৈল ছিদ্রে। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **নারীর হৃদয় দংশে**—কৃষ্ণ-সর্প যেমন পর্ব্বত-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য জীবকে দংশন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলরূপ সর্পও ব্রজ-রমণীগণের চক্ষুরূপ ছিদ্রদ্বারা প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে দংশন করে (হৃদয়ে বিষজ্বালার ন্যায় তীব্র কন্দর্প-জ্বালা উৎপাদন করে)। **মরে নারী** ইত্যাদি—কৃষ্ণসর্পের দংশনে শৈল-ছিদ্রস্থিত জীব যেমন মরিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ সর্পের দংশনেও ব্রজনারী তেমনি বিষজ্বালায় মরিয়া যায়, কন্দর্প জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়া যায়।

৬৭। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ ও সুবলিত বাহুযুগলের মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে বোধ হয় ঐ বক্ষ ও বাহুযুগলের স্পর্শ-লাভের নিমিত্ত—স্বীয় বক্ষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার বক্ষোদেশে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তাই তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শের লোভনীয়তার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কৃষ্ণকর-পদতল" ইত্যাদি বাক্য, তৎপর তাহার উক্তর মর্ম্ম সূচক "হরিন্মণি কবাটিকা" ইত্যাদি শ্লোকটিও উচ্চারণ করিলেন, সুতরাং এই হরিন্মণিকবাটিকা"-শ্লোকার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ত্রিপদীগুলির অর্থাপাদন করিতে হইবে।

কৃষ্ণকর-পদতল—কৃষ্ণের করতল ও পদতল, হাত ও পায়ের তলা। **কোটিচন্দ্র সুশীতল**—কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল। সুশীতল-শব্দের "সু"-অংশের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকর-পদতলের শীতলত্ব অত্যন্ত আরামদায়ক, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, ইহা বরফাদির শীতলত্বের মত কষ্টজনক নহে। **জিতি**—জয় করিয়া। **বেণা**—এক রকম তৃণ। **জিতি কর্পূর-বেণামূল চন্দন**—কর্পূর, বেণামূল এবং চন্দন ইহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত শীতল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের করতল ও পদতলের শীতলতার নিকটে ইহাদের শীতলতাও পরাজিত।

এই ত্রিপদীতে "হরিন্মণিকবাটিকা"-শ্লোকের "সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাধিকঃ"-অংশের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

একবার যারে স্পর্শে—কৃষ্ণকর-পদতল একবার যাহাকে স্পর্শ করে। **স্মরজ্বালাবিষ**—কন্দর্প জ্বালার যাতনা। **যার স্পর্শে** ইত্যাদি—যে-সুশীতল কৃষ্ণ-করপদতলের স্পর্শের নিমিত্ত ব্রজনারীর মন লুব্ধ (লালায়িত)।

কর্পূর-বেণামূল চন্দনাদির শীতলত্ব লোকের দৈহিক তাপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে সত্য, কিন্তু অন্তরের তাপ নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল করতল ও পদতলের স্পর্শে নারীগণের হৃদয়স্থিত কন্দর্পজ্বালার তীব্র যন্ত্রণাও বিনষ্ট হইয়া যায়। এজন্য ব্রজনারীগণ তাঁহার করপদতল স্পর্শ করিবার নিমিত্ত লালায়িত।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুবলিত ভুজযুগলের দর্শনে যুবতীগণের হৃদয়ে কন্দর্প-জ্বালার উদয় হয়, এই ত্রিপদীতে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণের করপদ-তলের স্পর্শে সেই কন্দর্প-জ্বালা নিবারিত হয়। স্বীয় বক্ষঃস্থলাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর-পদতলের স্পর্শের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উৎকণ্ঠার কথাই এই ত্রিপদীতে বলা হইল।

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ি এক শ্লোক।
যেই শ্লোক পড়ি রাধা বিশাখাকে কহে বাধা
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক॥ ৬৮

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—
হরিণ্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বস্পর্শেন বক্ষস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ। ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিতকবাটিকে ইব প্রততং বিস্তীর্ণং হারি মনোহরং বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপস্তস্য হন্তৃণী নাশকে দোষৌ বাহূ তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশুশ্চন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুত্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূরস্তৈভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবালুকমিত্য-মরঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৮। **এতেক প্রলাপ করি**—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া। কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রলাপ"-স্থলে "বিলাপ" পাঠ আছে। **এই অর্থে**—"কৃষ্ণকরপদতলাদি"-ত্রিপদীতে উক্ত বাক্য-সমূহের অর্থে। **এক শ্লোক**—পরবর্ত্তী "হরিণ্মণিকবাটিকাদি"-শ্লোক। **বাধা**—দুঃখ। **উঘাড়িয়া**—প্রকাশ করিয়া। **হৃদয়ের শোক**—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত দুঃখ।

"হরিণ্মণিকবাটিকাদি"-শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নিজ হৃদয়ের কৃষ্ণ-বিরহজনিত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও ঐ শ্লোকেই রামানন্দরায়ের নিকটে নিজের বিরহ-কাতরতা প্রকাশ করিলেন।

শ্লো। ১০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ-ইন্দ্রনীলমণি-কবাটিকার ন্যায় মনোহর, যাঁহার অর্গলসদৃশ বাহুদ্বয় কন্দর্প-পীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ-বিনাশে সমর্থ এবং চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল ও কর্পূরের অপেক্ষাও সুশীতল যাঁহার অঙ্গ, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। ১০

হরিণ্মণিকবাটিকা-প্রততহারি-বক্ষঃস্থলঃ—হরিৎবর্ণ মণিদ্বারা (ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা) নির্ম্মিত কবাটিকার (কবাটের) ন্যায় প্রতত (বিস্তীর্ণ) এবং হারি (মনোহর) বক্ষঃস্থল যাঁহার; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল কবাটের ন্যায় প্রশস্ত এবং তাহার বর্ণও ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ন্যায় নীল এবং মনোহর; তাই তাহার সহিত ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের তুলনা করা হইয়াছে। **স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ**—স্মর (কন্দর্প, কাম) তদ্দ্বারা আর্ত্ত (পীড়িত) তরুণীগণের (যুবতীগণের) মনের (চিত্তের) যে-কলুষ (তাপ, সন্তাপ), তাহার হন্তা (হরণকারী) যে দোঃ (বাহু), তদ্রূপ অর্গল আছে যাঁহার; শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকে কবাটের তুল্য বলিয়া তাঁহার বাহুকে সেই কবাটের অর্গল তুল্য বলা হইয়াছে; এই অর্গল সদৃশ বাহুযুগল কামবাণখিন্ন তরুণীদের মনস্তাপ—কামপীড়াজনিত সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)।

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ—সুধাংশু (চন্দ্র), হরিচন্দন (উত্তম চন্দন), উৎপল (পদ্ম) এবং সিতাভ্র (কর্পূর) হইতেও শীত (শীতল—স্নিগ্ধ) অঙ্গ যাঁহার; যাঁহার অঙ্গসমূহ চন্দ্র, চন্দন, নীলোৎপল এবং কর্পূর অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ও শীতল। সেই শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ—আমার (শ্রীরাধার) বক্ষঃস্পৃহাকে—বক্ষঃদ্বারা তাঁহার মনোহর ও সুবিশালবক্ষকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত আমার বাসনাকে—বর্দ্ধিত করিতেছেন।

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলুঁ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইলুঁ॥ ৬৯
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥ ৭০

তথাহি (ভা ১০।২৯।৪৮)—
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তৎসৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্। মানং গর্ব্বম্। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৯। **এখনি পাইলুঁ**—রাস-লীলার আবেশে সমুদ্রতীরস্থ উদ্যানে যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই কথাই বলিতেছেন।

দুর্দ্দৈবে—দুর্ভাগ্যবশতঃ।

৭০। **করে অন্তর্ধানে**—দৃষ্টির অগোচর হয়েন।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রমাণরূপ নিম্নোদ্ধৃত "তাসাং তৎসৌভগমদমিত্যাদি"-শ্লোকটীদ্বারা এই পয়ারোক্তির প্রমাণ দিতেছেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কেশবঃ (কেশব—শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং (সেই গোপীদিগের) তৎ (সেই) সৌভগমদং (সৌভাগ্যের গর্ব্ব) মানং চ (এবং মান) বীক্ষ্য (দেখিয়া) প্রশমায় (গর্ব্বের প্রশমন) প্রসাদায় (এবং মানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত) তত্র এব (সেই স্থানেই) অন্তরধীয়ত (অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্য গর্ব্ব এবং মান দেখিয়া তাহাদের গর্ব্বের প্রশমন এবং মানের প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ১১

শারদীয় মহারাসের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত কিছুক্ষণ বিলাসাদি করিলেন, পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সহিত বিলাসাদির সৌভাগ্য লাভ করাতে গোপীদের চিত্তে গর্ব্ব ও মানের (প্রণয় মানের) উদয় হইয়াছে, তাই এই গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

সৌভগমদং—সৌভগের (সৌভাগ্যের) মদ (গর্ব্ব)। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই একভাবে বিলাসাদি করিতেছিলেন। কাহারও প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব প্রথমতঃ দেখাইতেছিলেন না, তাহা দেখিয়া গোপীদের মধ্যে সর্ব্বমুখ্যতমা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর চিত্তে ঈর্ষ্যার উদয় হইল, তিনি মানিনী হইলেন। "সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ২।৮।৮৩॥"

আর অন্য গোপীগণ—যাহারা প্রেম-পারিপাকাদিতে শ্রীরাধা অপেক্ষা ন্যূনা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্যে তাহাদের চিত্তে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। "সর্ব্বাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যা কষায়িতাক্ষী মানিনী বভূব, ততো ন্যূনা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুঃ—চক্রবর্ত্তী।" অন্য গোপীদের গর্ব্বের হেতু এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আমার সঙ্গেই বিলাসাদি করিতেছেন,—অহমেব অনেন রমিতা ইতি (শ্রীসনাতন গোস্বামী)—অন্য কাহারও সঙ্গে এরূপ বিলাসাদি করিতেছেন না"; এইরূপ মনোভাবের ফলেই তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় সৌভাগ্যের জ্ঞানজনিত গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীদের গর্ব্ব এবং শ্রীরাধার **মান**—প্রণয়মান **বীক্ষ্য**—বিশেষরূপে দেখিয়া গোপীদের গর্ব্বের **প্রশমায়**—প্রশমনের নিমিত্ত এবং শ্রীরাধার মানের **প্রসাদায়**—প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত সেই রাসস্থলীতেই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন—অকস্মাৎ অদৃশ্য

স্বরূপগোসাঞিকে কহে—গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত সংবিত ॥ ৭১
শুনি স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥ ৭২

তথাহি গীতগোবিন্দে (২।৩)—
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বিহিতবিলাসং বিবিধরূপেণ কৃতঃ বিলাসঃ যেন তম্; চক্রবর্ত্তী। ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হইয়া গেলেন—কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় গেলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতে রাসলীলার নিমিত্তই সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীদের গর্ব্ব ও মান তিরোহিত না করিলে রাসলীলা সম্ভব হইত না। কারণ, লোক যখন গর্ব্বের বশীভূত হইয়া থাকে, তখন তাহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব থাকে না; গর্ব্বের দ্বারাই তখন সে লোক চালিত হইতে থাকে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাব না থাকিলে তাঁহাদের সঙ্গে রাসবিলাস সিদ্ধ হইতে পারে না—রাসরসের সম্যক্ স্ফুরণ হইতে পারে না—"মদং বীক্ষ্য তস্য প্রশমায় অন্যথা স্বাধীনত্বাভাবেন নিজ-প্রেষ্ঠরাস-বিলাসাসিদ্ধিঃ—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী।" তাই তাঁহাদের গর্ব্ব প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস। আর মানসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, শ্রীরাধাই হইলেন রাসলীলার প্রধান সহায়, তিনিই রাসেশ্বরী; তিনি যদি মানবতী হইয়া বাম্য-বক্রভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও স্বচ্ছন্দ সহজভাবে তিনি রাসক্রীড়ায় যোগ দিতে পারিবেন না, শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত কেলি-আদিতেও তিনি বাম্যভাব প্রকাশ করিবেন; তাই রাসলীলা সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারও প্রসন্নতা সম্পাদন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মানবতী হইয়াছিলেন—অন্যগোপী অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যবহার তিনি পাইতেছিলেন না বলিয়া। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন তাঁহাকে লইয়া। তাহাতেই—অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হওয়াতেই—তাঁহার প্রতি বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইল, অন্তর্ধানের পরেও অবশ্য আরও অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট রহোলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা হইতে শ্রীরাধিকা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সী-শিরোমণি বলিয়া মনে করেন।

কেশবঃ—কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি—চক্রবর্ত্তী। কেশ-সংস্কার করিয়া দেন যিনি, তিনি কেশব। কেশ-প্রসাধনাদিদ্বারা মানবতী শ্রীরাধার প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ চাতুর্য্য আছে, কেশব-শব্দে (রাধাপক্ষে) ইহাই সূচিত হইতেছে। আবার, কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ বয়তে প্রশাস্তীতি কেশবঃ—যিনি ব্রহ্মা এবং রুদ্রকেও শাসন করিয়া থাকেন, তিনি কেশব—(শ্রীপাদবলদেববিদ্যাভূষণ)॥" যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদিকেও শাসন করিয়া থাকেন, গোপীদের গর্ব্ব-প্রশমনরূপ কার্য্য যে তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য, কেশব-শব্দে (অন্য গোপীদের পক্ষে) তাহাই সূচিত হইতেছে।

৭০-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৭১। **যাতে**—যে-গীত শুনিলে।

সংবিত—চেতন, জ্ঞান; বিরহ-দুঃখের অবসান; সুখ।

৭২। **গীত গোবিন্দের**—শ্রীগীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থের। পরবর্ত্তী "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদ স্বরূপ-দামোদর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। ইহ রাসে (এই মহা রাসে) বিহিতবিলাসং (যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই) কৃতপরিহাসং (কৃতপরিহাস—পরিহাসবিশারদ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে) মম মনঃ (আমার মন) স্মরতি (স্মরণ করিতেছে)।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৭৩

অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ৭৪

ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ,—সভার প্রাবল্য ॥ ৭৫

একেক পদ পুনঃপুন করায় গায়ন।
পুনঃপুন আস্বাদয়ে বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা তাঁহার সখীকে বলিলেন—এই মহারাসে—যিনি বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই কৃতপরিহাস (পরিহাসবিশারদ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আমার মন স্মরণ করিতেছে। ১২

ইহ রাসে—এই রাসলীলায়। **বিহিতবিলাসং**—বিহিত (কৃত হইয়াছে) বিলাস (বিহার) যাহা কর্ত্তৃক, যিনি বিবিধরূপে—অশেষবিশেষে—লীলাবিলাস করিয়াছেন। **কৃতপরিহাসং**—কৃত হইয়াছে পরিহাস (নর্ম্ম-রহস্যাদি) যাহাকর্ত্তৃক, রাস সময়ে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত আলাপাদিতে যিনি নর্ম্ম-পরিহাসাদির চরমপটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই **হরিং**—হরিকে, আমাদের সর্ব্বচিত্তহরণকারী, প্রাণমন-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করিতেছে, তাঁহার রূপ-গুণ লীলা-মাধুর্য্যাদির কথা আমার মনে জাগ্রত হইতেছে। ৩।১৫।৭৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণপদটী পরবর্ত্তী ৭৮ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭৩। স্বরূপদামোদরের গীতে "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদে রাসমণ্ডলস্থিত নৃত্যবিলাসপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চিত্রই প্রকটিত হইয়াছিল, তাই এই পদ শুনিয়াই প্রভু আবার রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সম্ভবতঃ রাধাভাবেই নিজেকে রাসস্থলীতে উপস্থিত মনে করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৭৪। অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **হর্ষাদি-ব্যভিচারী**—হর্ষাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব। ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উথলিল**—উথলিত হইল, প্রকট হইল।

এই পয়ার হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাভাবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছেন, তাহাতেই অষ্ট-সাত্ত্বিক এবং হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবসমূহের উদ্গম হইয়াছে। সমস্ত ভাবের উদয়ের কথায় বুঝা যায় যেন প্রভুতে মাদনাখ্য মহাভাবের উদয় হইয়াছিল।

৭৫। ভাবোদয়—সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। **ভাব-সন্ধি**—সমান কিম্বা বিভিন্ন দুইটী ভাবের মিলনকে ভাব-সন্ধি বলে। **ভাব-শাবল্য**—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় সন্ধি ও শাবল্যের লক্ষণ এবং ২।২।৫৮ ও ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকায় তাহাদের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। **ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ**—ভাব-শাবল্যে প্রত্যেক ভাবই যেন অন্য ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রবলতা খ্যাপন করিতে উদ্যত। **সভার প্রাবল্য**—সকল ভাবই প্রবল। ইহাতেও মাদনাখ্য মহাভাবই সূচিত হইতেছে। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৬। একেক পদ—"রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি ধ্রুবাযুক্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পদসমূহের প্রত্যেক পদ। গীত-গোবিন্দ হইতে পদগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—"সঞ্চরদধর-সুধা মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশম্। বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল মৌলি-কপোল বিলোল-বতংসম্ ॥ রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্। স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥ চন্দ্রক-চারু ময়ূর শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্। প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্। গোপকদম্ব-নিতম্ববতী-মুখচুম্বন-লম্ভিত-লোভম্। বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিতশোভম্ ॥ বিপুল-পুলকভুজ-পল্লব-বলয়িত-বল্লব-যুবতি-সহস্রম্। কর-চরণোরসি-মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্ ॥ জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটম্। পীন-পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-নির্দ্দয়-হৃদয়-কবাটম্ ॥ মণিময়-মকর-মনোহর-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারম্। পীতবসনমনুগত-মুনি-মনুজ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুরাসুর-বর-পরিবারম্॥ বিশদ-কদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্। মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্॥—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে বনে বিহার করিতেছিলেন, অন্যান্য গোপীদের সঙ্গেও সেই ভাবেই বিহার করিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষ্যার উদয়ে শ্রীরাধা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া এক লতাকুঞ্জে গিয়া বসিলেন এবং সেই স্থানে তাঁহার সখীর নিকটে অতি দীনার ন্যায় মনের অতি গোপন-কথা এইভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সখি, যাঁহার সুধাময় অধর-ফুৎকারে মোহন-বংশী মধুর-ধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ কটাক্ষ বিক্ষেপে যাঁহার মুকুট চঞ্চল এবং যাঁহার কপোলদেশে কুণ্ডল দোদুল্যমান, যিনি মহারাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং কত রকমে পরিহাসাদিও করিয়াছিলেন, আমার মন সেই প্রাণমনোহরণকারী শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করিতেছে। কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছদ্বারা বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্দ্রধনুদ্বারা অনুর্ব্বিত (সুশোভিত) নব-জলধরের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, গোপ-নিতম্বিনীদিগের মুখচুম্বনের লোভে যিনি প্রলুব্ধ, যাঁহার বান্ধুলীফুলের ন্যায় অরুণ এবং মধুর অধর-পল্লব মৃদুহাস্যে উল্লসিত এবং সুশোভিত, যাঁহার বিপুল পুলকান্বিত পল্লববৎ সুকোমল ভুজদ্বয়ে সহস্র বল্লব-যুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ, যাঁহার কর, চরণ ও বক্ষের মণিময়-ভূষণের কিরণচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার অপসারিত, যাঁহার ললাটস্থিত চন্দন তিলক জলদ-পটল-বেষ্টিত চন্দ্রকেও নিন্দিত করে, যাঁহার হৃদয় কবাট রমণীগণের পীন-পয়োধরের পরিসর-মর্দ্দন-বিষয়ে নির্দ্দয়ের তুল্য, যাঁহার কপোলদেশ মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে পরিশোভিত, মুনি, মানব, সুর ও অসুরকুলের শ্রেষ্ঠ পরিজনবর্গ (সুন্দরীগণ) যাঁহার পীতবসনের আনুগত্য করেন, সুন্দর কুসুম-শোভিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া চাটুবাক্যদ্বারা প্রেম-কলহ হইতে উদ্ভূত ক্রোধাদি যিনি প্রশমিত করেন এবং অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত দৃষ্টি এবং মনের দ্বারা যিনি আমারই চিত্তবিনোদন করেন, সেই প্রাণ-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণকেই আমার মন স্মরণ করিতেছে।'

যে-ঘটনার পরে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে বসিয়া উল্লিখিতরূপে স্বীয় সখীর নিকটে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছিল বসন্তকালে। "বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে। নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥ গীতগোবিন্দ। ১।২৮॥" এই "সরস বসন্তে' বিহার সময়েই শ্রীরাধা লক্ষ্য করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিতই সমান ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সহিত তাঁহার ব্যবহারের কোনও বৈশিষ্ট্যই নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরাধা মানবতী হইয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া কোনও লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। "বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্॥ গীতগোবিন্দ। ২।১॥' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীল রায়-রামানন্দের মুখে এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। "শতকোটী গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥ ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥ ২।৮।৮২-৮৫॥" "সরস-বসন্তে" বিহারাদির পরে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের যে-অবস্থা হইয়াছিল, গীতগোবিন্দের "কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলাম্" ইত্যাদি (৩।১) এবং "ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকাম্'-ইত্যাদি (৩।) শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই রায় রামানন্দ উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ "গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া। রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥ ২।৮।৮০॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায়—"সরস বসন্তে" রাসলীলার কথা—বসন্ত-মহারাসের কথাই—বলা হইতেছে। এই বসন্ত-মহারাসস্থলী ছাড়িয়াই শ্রীরাধা লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছিলেন। সেই লতাকুঞ্জে বসিয়া দীনভাবাপন্না শ্রীরাধা স্বীয় সখীর নিকটে বলিয়াছেন—যিনি রাসে নানাভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার মন সেই হরির কথাই স্মরণ করিতেছে। "রাসে হরিমিহ বিহিত-

এইমত নৃত্য যদি হইল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥ ৭৭
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বারবার।
না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥ ৭৮
'বোল বোল' প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সভে মিলি করে হরিধ্বনি ॥ ৭৯
রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল।
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥ ৮০
প্রভু লঞা গেলা সভে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে ॥ ৮১
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ-আদি সভে গেলা নিজস্থান ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিলাসমিত্যাদি।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—শ্রীরাধা এস্থলে কোন্ রাসের কথা বলিতেছেন? শ্রীগীতগোবিন্দ-বর্ণিত বসন্ত মহারাসের কথা? না কি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শারদীয়-মহারাসের কথা? প্রকরণ-বলে বসন্ত-মহারাসের কথাই বলা হইতেছিল বলিয়া মনে হয়; বসন্ত-মহারাসস্থলী হইতেই শ্রীরাধিকার অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। বিশেষতঃ, "রাসে হরিমিহ"-বাক্যের "ইহ"-শব্দেও যেন তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের বালবোধিনীটীকাকার শ্রীপাদ পূজারী-গোস্বামী "রাসে হরিমিহ"-বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসঃ যেন তম্।" তাঁহার টীকা হইতে বুঝা যায়, শারদীয় মহারাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন। বসন্ত-মহারাসে এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের পার্থক্যের কথা চিন্তা করিলে শারদীয়-মহারাসের কথা শ্রীরাধার মনে পড়া অস্বাভাবিক নহে। শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদের অজ্ঞাতসারে গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া নানাবিধ রহোলীলা সম্পাদন করিয়া এবং নানাবিধ পরিহাস-বাক্যাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি আদরের আধিক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে শ্রীরাধা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বসন্ত-মহারাসে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব, বৈশিষ্ট্যের অভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যিনি রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া নিভৃত লতাকুঞ্জে আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শারদীয় মহারাসে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে শারদীয়-মহারাসেরই পরিচায়ক কোনও বিশেষ উক্তি দৃষ্ট হয় না।

কোন কোন গ্রন্থে "একেক পদ" স্থলে "সেই পদ" পাঠ আছে, এস্থলে "সেই পদ" বলিতে "রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদকেই বুঝায়।

করায় গায়ন—স্বরূপদামোদরকে আদেশ করিয়া গান করান। **বাঢ়য়ে নর্ত্তন**—নৃত্য বৃদ্ধি হয়, আনন্দাধিক্যবশতঃ "করেন নর্ত্তন" পাঠান্তরও আছে।

৭৭। পদ কৈল সমাপন—পদকীর্ত্তন শেষ করিলেন অর্থাৎ গীত বন্ধ করিলেন, প্রভুর শ্রম জানিয়া আবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে।

৭৮। না গায়—প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও স্বরূপ-দামোদর আর গান করিলেন না। **শ্রম দেখি তাঁর**—নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত পরিশ্রম হইতেছে, আরও কীর্ত্তন করিলে প্রভু আরও নৃত্য করিবেন, তাতে প্রভু আরও ক্লান্ত হইবেন, এ-সমস্ত ভাবিয়া।

৭৯। করে হরিধ্বনি—প্রভুর ভাব-সম্বরণের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। অথবা, প্রভুর আনন্দ দেখিয়া আনন্দে সকলে হরিধ্বনি করিলেন।

৮০। বীজনাদি—ব্যজন করিয়া দেহের উত্তাপ দূর করিলেন এবং অঙ্গের ঘাম মুছিয়া দিলেন, প্রভুর গা টিপিয়া দিলেন—ইত্যাদি প্রকারে শ্রম দূর করিলেন।

৮২। নিজস্থান—নিজ নিজ বাসায়।

এই ত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥ ৮৩
প্রলাপসহিত এই উন্মাদবর্ণন।
শ্রীরূপগোঁসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥ ৮৪

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-চৈতন্যাষ্টকে (৬)

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১৩

অনন্ত চৈতন্যলীলা, না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥ ৮৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৬

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-বিহারো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে তীরোপান্তভূমৌ স্ফুরদুপবনালিকলনয়া কৃত্রিম বনসমূহদর্শনহেতুভূততয়া কৃষ্ণবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণবৃত্তিভূত্যা প্রচলা চঞ্চলা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৪। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালা নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর এই উদ্যান বিহারের কথা বর্ণন করিয়াছেন, সেই বর্ণনা দেখিয়াই গ্রন্থকার এস্থলে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে—"পয়োরাশেস্তীরে" ইত্যাদি।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। ক্বচিৎ (কোনও সময়ে) পয়োরাশেঃ (সমুদ্রের) তীরে (তীরে) স্ফুরদুপবনালিকলনয়া (সুন্দর উপবন সমূহ দর্শন করিয়া) মুহুঃ (বারম্বার) বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (যিনি বৃন্দাবন-স্মরণ জনিত-প্রেমে বিবশ হইয়াছিলেন) কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনঃ (পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে যাহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল) ভক্তিরসিকঃ (ভক্তিরসিক) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য) পুনঃ অপি কিং (পুনরায় কি) মে (আমার) দৃশঃ (নয়নের) পদং যাস্যতি (পথগোচর হইবেন)?

অনুবাদ। কোনও সময়ে যিনি সমুদ্রতীরে উপবন-শ্রেণী দেখিয়া বৃন্দাবন স্মরণ-জনিত প্রেমে বারম্বার বিবশ হইয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ নাম-উচ্চারণে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইয়াছিল, সেই ভক্তি-রসিক শ্রীচৈতন্য কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? ১৩

পয়োরাশেঃ—পয়ঃ (জল), তাহার রাশি (সমূহ), তাহার, যাহাতে অপরিমিত জল থাকে, সেই সমুদ্রের **তীরে—**কূলে **স্ফুরদুপবনালিকলনয়া**—স্ফুরৎ (শোভমান, সুন্দর) উপবনের (উদ্যানের) আলির (শ্রেণীর), কলনদ্বারা (দর্শনদ্বারা), সমুদ্রের তীরে যে কৃত্রিম উদ্যান-শ্রেণী শোভা পাইতেছিল, তাহা দর্শন করিয়া **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ **বৃন্দারণ্যস্মরণ-জনিতপ্রেমবিবশঃ**—যিনি বৃন্দারণ্যের (বৃন্দাবনের) স্মরণজনিত প্রেমদ্বারা বিবশ (বিহ্বল) হইয়াছিলেন, সমুদ্রতীরস্থিত উপবনের দর্শনে যাঁহার চিত্তে যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়াতেই যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং **কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ**—কৃষ্ণের আবৃত্তিদ্বারা (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা) প্রচল (চঞ্চল) হইয়াছিল রসনা (জিহ্বা) যাঁহার, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনামাদির উচ্চারণ করার ফলে যাঁহার জিহ্বা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, **ভক্তিরসিকঃ**—ভক্তিরস-রসিক, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনের নিমিত্ত লালসাযুক্ত, ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস-আস্বাদনপরায়ণ সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনরায় দর্শন করার সৌভাগ্য কি আমার হইবে?

সমুদ্রতীরস্থিত উদ্যানকে যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-২৭ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী পয়ার-শ্লোক-ত্রিপদী-আদিতে, কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কথায় প্রভুর রসনা-চাঞ্চল্যের এবং প্রেমবৈবশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এ-সমস্ত বিবরণ যে সত্য, তাহার প্রমাণস্বরূপেই শ্রীরূপগোস্বামিকৃত এই শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮৫। দিঙ্ মাত্র—দিগ্দর্শনরূপে, অতি সংক্ষেপে। **করিয়ে সূচনা**—সূচনা করি; ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করি।

অন্ত্য-লীলা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ। আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত-টীকা

প্রেমদীক্ষাং প্রেমোপদেশম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই ষোড়শ পরিচ্ছেদে কালিদাসের আচরণ দ্বারা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের মাহাত্ম্য, সপ্তমবর্ষবয়সে পুরীদাস কর্ত্তৃক কৃষ্ণবর্ণনাত্মক শ্লোকরচনা, শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-গুণ-বর্ণনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) কৃষ্ণভাবামৃতং (কৃষ্ণভাবামৃত) আস্বাদ্য (স্বয়ং আস্বাদন করিয়া) ভক্তান্ (ভক্তগণকে আস্বাদয়ন্ (আস্বাদন করাইয়া) প্রেমদীক্ষাম্ (প্রেমোপদেশ) অশিক্ষয়ৎ (শিক্ষা দিয়াছেন) [তং] (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) বন্দে (বন্দনা করে)।

অনুবাদ। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকেও আস্বাদন করাইয়াছেন, এবং আস্বাদন করাইয়াই তাঁহাদিগকে প্রেমোপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি। ১

কৃষ্ণভাবামৃতং—শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব বা প্রেম, তদ্রূপ যে অমৃত, তাহা, কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমৃত। **প্রেমদীক্ষাং**—প্রেমোপদেশ, কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধীয় উপদেশ।

উপদেশ তিন রকমের হইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যের মুখে শুনিয়া, কিম্বা পুস্তকাদিতে দেখিয়া কোনও বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি অমৃত কখনও নিজে আস্বাদন করেন নাই—দেখেনও নাই, তিনি যদি অমৃত ও তাহার গুণাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা হইলে সেই উপদেশই প্রথম রকমের উপদেশ হইবে। এস্থলে, উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে উপদেষ্টার কোনওরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই নাই, এরূপ উপদেশ সাধারণতঃ বিশেষ ফলদায়ক হয় না, উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে উপদেষ্টা কোনওরূপ পরিষ্কার ধারণাও হয়তো জন্মাইতে পারেন না, কারণ, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই অভিজ্ঞতামূলক ধারণার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে যাহার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহার মুখের উপদেশ। যিনি নিজে অমৃত দেখিয়াছেন, এবং আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার মুখে অমৃত-সম্বন্ধীয় উপদেশই দ্বিতীয় রকমের উপদেশ, এইরূপ উপদেশ প্রথম রকমের উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক, এস্থলে, উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে উপদেষ্টার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে, যাহাতে সেই বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর চিত্তে একটা ধারণা জন্মিতে পারে, উপদেষ্টা অনুকূলভাবে বিশদ বর্ণনাদিও দিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ উপদেশেও উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে যাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে এবং যিনি সেই বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরও অভিজ্ঞতা এবং অনুভব জন্মাইয়া দেন,

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে ।
ভক্তগণসঙ্গে সদা প্রণয়-বিহ্বলে ॥ ২
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৩
তাঁসভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহ্য হৈল ।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥ ৪
তাঁসভার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনু তেঁহো নাহি কহে আন ॥ ৫
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার ।
কৃষ্ণনামসঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥ ৬
কৌতুকে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি পাশক চালায় ॥ ৭
রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈলা বুড়া ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার মুখের উপদেশ। যিনি নিজে অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন এবং শিক্ষার্থীকেও অমৃত আস্বাদন করাইয়া তার পরে, অথবা আস্বাদন করাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অমৃত সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশই তৃতীয় রকমের উপদেশ। ইনি উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভব জন্মাইয়া দিয়া উপদেশ দেন, তাই তাঁহার উপদেশ সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে ফলপ্রদ।

কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশও ছিল এই তৃতীয় রকমের উপদেশ। ভক্তভাবে তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, করিয়া তাহা তিনি ভক্তবর্গকেও আস্বাদন করাইয়াছেন এবং আস্বাদন করাইয়া করাইয়াই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশের বিষয়টী সম্বন্ধে তিনি ভক্তদের চিত্তে প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মাইয়া দিয়াছেন।

২। **প্রণয়-বিহ্বল**—কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেম-বিহ্বল" পাঠ আছে।

৩। **বর্ষান্তরে**—এক বৎসর অন্তে।

৪। **চিত্ত-বাহ্য**—চিত্তের বাহ্যদশা, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভুর চিত্ত সর্ব্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকিত।

৫। **কালিদাস নাম**—কালিদাস-নামক জনৈক ভক্ত। **আন**—অন্য কথা।

৬। **কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কেতে** ইত্যাদি—ব্যবহারিক বিষয়ে যখন অন্য কথা বলার প্রয়োজন হইত, কালিদাস তখনও অন্য কথা বলিতেন না, কৃষ্ণ-নামের সঙ্কেতেই তখনও কাজ চালাইতেন। যেমন, কোনও কাজের নিমিত্ত যদি কাহাকেও ডাকিতে হইত, তখন তাহাকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া "হরে কৃষ্ণ", কি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চ শব্দ করিতেন। তাহাতেই লোকে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত। এখনও কোনও কোনও ভক্ত এই ভাবে আহ্বানাদি করিয়া থাকেন।

ব্যবহার—বৈষয়িক কার্য্য।

৭। **কৌতুক**—পরিহাসবশতঃ, পাশা খেলায় আনন্দ-লাভের নিমিত্ত নহে।

কৌতুকবশতঃ পাশা খেলার সময়েও হয় তো কালিদাস শ্রীরাধাগোবিন্দের পাশক-ক্রীড়ারূপ লীলার চিন্তাই করিতেন।

৮। **জ্ঞাতি-খুড়া**—কালিদাস রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি ছিলেন এবং সম্পর্কে রঘুনাথের খুড়া হইতেন। **হৈলা বুড়া**—বাল্যকাল হইতেই তিনি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে যত্নবান ছিলেন; এইরূপ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে করিতেই তিনি এখন বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন।

গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সভার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছেন ভোজন ॥ ৯
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০
তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিযা।
কাহাঁও না পায় যবে, রহে লুকাইযা ॥ ১১
ভোজন করিযা পাত্র পেলাইয়া যায।
লুকাইযা সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥ ১২
শূদ্রবৈষ্ণবের ঘর যায ভেট লঞা।
এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায লুকাইযা ॥ ১৩

ভূমিমালিজাতি-বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ ১৫
পত্নীর সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া ॥ ১৬
ইষ্টগোষ্ঠী কথোক্ষণ করি তাঁর সনে।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ॥ ১৭
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন ? ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০। যত ছোট বড় হয়—ছোট বড বিচাব না করিয়া সকলের উচ্ছিষ্টই কালিদাস গ্রহণ করিতেন। বৈষ্ণবদেব গৃহে যাওয়ার সময় তিনি কিছু ভোগের দ্রব্য উপহাব লইয়া যাইতেন।

ভেট—উপহাব। **তাঁর ঠাঞি**—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকটে।

১১। তাঁর ঠাঞি—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবেব নিকটে। **শেষ পাত্র**—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবেব উচ্ছিষ্ট পাত্র। **মাগিয়া**—যাচ্ঞা করিয়া। **কাহাঁও না পায়**—যাচ্ঞা করিলেও দৈন্যবশতঃ যদি কোনও বৈষ্ণব তাহাকে শেষপাত্র না দিতেন।

১২। যাচ্ঞা কবিলেও যদি কোনও বৈষ্ণব কালিদাসকে তাঁহাব উচ্ছিষ্ট না দিতেন, তবে কালিদাস লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেন, কোন্ স্থানে তাঁহাব উচ্ছিষ্টাদি ফেলা হইত, সুযোগ বুঝিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-পাত্র আনিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত জিহ্বায় চাটিয়া খাইতেন।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের অসাধাবণ শক্তি, ইহা প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ। ঠাকুব মহাশয় বলিযাছেন, "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোব মন নিষ্ঠ।" এই পবিচ্ছেদে গ্রন্থকারও বলিযাছেন—"ভক্ত-পদধূলি আব ভক্ত-পদজল। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ—এই তিন মহাবল। ৩।১৬।৫৫॥" "পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্।—গরুড়-পুবাণ।" "উচ্ছিষ্ট লেপানমুমোদিতো: দ্বিজৈঃ, সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৫।২৫॥"

১৪। ভূমি-মালি-জাতি-বৈষ্ণব ইত্যাদি—ঝড়ুঠাকুর-নামে এক বৈষ্ণব ছিলেন, ভূমি-মালি-জাতিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

কালিদাস যে বৈষ্ণবের জাতি-বিচাব না কবিয়া উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। ভূমি-মালিজাতি সামাজিক হিসাবে অনাচরণীয়, তথাপি কালিদাস অত্যন্ত শ্রদ্ধাব সহিত ঝড়ুঠাকুবেব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তেঁহো—কালিদাস। **তাঁর স্থান**—ঝড়ুঠাকুবেব বাড়ীতে।

১৬। বহুত সম্মান কৈল—ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহাব পত্নী উভয়েই কালিদাসকে অত্যন্ত সম্মান করিলেন।

১৭। ইষ্টগোষ্ঠী—কৃষ্ণকথা।

১৮। "আমি নীচ-জাতি" হইতে দুই পয়াব ঝড়ুঠাকুবেব উক্তি।

অতিথি সর্ব্বোত্তম—সৎকুলোদ্ভব অতিথি, সুতরাং আমার অন্ন-জলাদি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।

আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥ ১৯
কালিদাস কহে—ঠাকুর ! কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইলুঁ মুঞি পতিত পামরে ॥ ২০
পবিত্র হইলুঁ মুঞি পাইলুঁ দর্শন।
কৃতার্থ হইলুঁ, মোর সফল জীবন ॥ ২১
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পাদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর ॥ ২২
ঠাকুর কহে—ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জনরায় ॥ ২৩
তবে কালিদাস শ্লোক পটি শুনাইল।
শুনি ঝড়ুঠাকুরের সুখ বড হৈল ॥ ২৪

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২

তথাহি (ভা. ৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৩

তথাহি তত্রৈব (৩।৩৩।৭)—
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৯। তাহাঁ—ব্রাহ্মণের ঘরে। **জীয়ে**—জীবিত থাকি।

ঝড়ুঠাকুর কালিদাসকে বলিলেন—"তুমি উচ্চকুলজাত, তাই আমার পূজ্য, তাতে আবার তুমি আমার অতিথি, অতিথি সর্ব্বদেবতাময়, কিন্তু আমি নীচ, অস্পৃশ্য, আমি যে কোন প্রকারে তোমার সেবা করিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তুমি যদি অভুক্ত চলিয়া যাও, তাহা হইলেও আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আমি এমনি নীচ জাতি যে, আমার গৃহে তুমি রন্ধন করিয়া খাইলেও তোমাকে সমাজে পতিত হইতে হইবে, তাই আমার প্রার্থনা—তুমি আদেশ দাও, আমি ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের বন্দোবস্ত করি, তুমি অভুক্ত চলিয়া গেলে আমার মৃত্যুতুল্য কষ্ট হইবে।"

২০-২২। ঝড়ুঠাকুরের কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন—"ঠাকুর! আমি নিতান্ত পতিত, অত্যন্ত পামর, তোমার চরণ দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি, আমার প্রতি তুমি কৃপা কর, ইহাই প্রার্থনা। তোমার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইল। ঠাকুর! কৃপা করিয়া আমার একটী বাসনা পূর্ণ কর—আমাকে তোমার পাদরজঃ দিয়া কৃতার্থ কর, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ ধারণ কর।"

পাদরজ—পায়ের ধূলা। **পাদ**—চরণ।

২৩। বাত—কথা। **না জুয়ায়**—যোগ্য হয় না। **সুসজ্জনরায়**—উত্তমবংশে তোমার জন্ম।

২৪। সুখ—"ন মে ভক্তঃ" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে ভক্তের মহিমা শুনিয়াই ঝড়ুঠাকুরের সুখ হইয়াছিল, নিজের মহিমা শুনিয়া তাঁহার সুখ হয় নাই।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের পূজ্যত্ব যে জাতিকুলাদির অপেক্ষা রাখে না, সামাজিক হিসাবে অতি হীনকুলে যাঁহার জন্ম, ভগবদ্ভক্ত হইলে তিনিও যে সকলের পূজ্য, তাঁহার পদরজও যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে মস্তকে ধারণ করিতে পারে—ইহার প্রমাণরূপেই কালিদাস এই তিনটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন, ঝড়ুঠাকুরের ২৩-পয়ারোক্ত কথার উত্তরে।

শুনি ঠাকুর কহে—শাস্ত্রে এই সত্য কয়।
সেই শ্রেষ্ঠ, ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৫
আমি নীচজাতি, আমায নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমায নাহি ঐছে শক্তি ॥ ২৬
তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা ॥ ২৭
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাঁহার চরণচিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥ ২৮
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাব নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ২৯
ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩০
কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩১
চুষি চুষি চোকা আঁঠি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩২
আঁঠি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা ॥ ৩৩
সেই খোলা আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৫। **ঠাকুর**—ঝড়ুঠাকুর। **এই সত্য কয়—কৃষ্ণভক্ত হইলে** নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিও যে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা সত্য। "সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে" স্থলে "সেই নীচ শ্রেষ্ঠ" এরূপ পাঠান্তরও আছে।

২৬। **অন্য ঐছে হয়**—যাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে, তিনি নীচকুলোদ্ভব হইলেও শ্রেষ্ঠ, ইহা সত্য। কিন্তু আমার ভক্তি নাই, অথচ নিতান্ত হেয়কুলে আমার জন্ম। **নাহি ঐছে শক্তি**—তোমাকে পাদরজ দেওয়াব শক্তি আমার নাই।

২৭। **অনুব্রজি**—কালিদাসের পেছনে।

২৮। **তাঁহার চরণচিহ্ন**—ঝড়ুঠাকুরেব চরণচিহ্ন।

২৯। **সেই ধূলি**—ঝড়ুঠাকুবের চবণচিহ্ন যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেব ধূলি।

৩০। **মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে** ইত্যাদি—কালিদাস যে আম আনিয়াছিলেন, ঝড়ুঠাকুব তাহা মানসেই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিলেন, যথাবিধি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে তুলসী দ্বারা নিবেদন করেন নাই। ঝড়ুঠাকুরের এই আচবণ সাধাবণ শাস্ত্রবিধি-সম্মত না হইলেও তাঁহাব পক্ষে ইহা দোষেব হয় নাই, তিনি সিদ্ধ-ভক্ত, সিদ্ধ-ভক্তগণ অনেক সময় ভাবাবিষ্ট থাকেন, আবেশেব ভরে তাঁহারা কোন্ সময় কি করেন, তাহার মর্ম্ম সাধারণ লোক বুঝিতে পাবে না, কিন্তু সাধারণে বুঝিতে না পাবিলেও তাঁহাদের আচরণ নিন্দনীয় নহে, সাধারণ শাস্ত্রবিধিব সঙ্গে মিল না থাকিলেও প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেব প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের আচরণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

ঝড়ুঠাকুর সিদ্ধভক্ত, তাঁহার সমস্ত আচরণ সাধক-ভক্তগণের পক্ষে অনুকরণীয় নহে, সুতবাং ঝড়ুঠাকুরেব দৃষ্টান্তেব অনুসবণ কবিয়া কোনও সাধকভক্ত যেন তুলসী-আদি না দিয়া কেবল মানসেই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন না কবেন। এ সম্বন্ধে বিচাব ১।৪।৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩১। **কলার পাটুয়া খোলা**—কলাগাছেব খোলা দিয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার কবিয়া সেই ঠোঙ্গায় কবিয়া কালিদাস আম আনিয়াছিলেন। **নিকাশিয়া**—বাহিব করিয়া। নিকালিয়া-পাঠও আছে। **খায়েন চুষিয়া**—ঝড়ুঠাকুব আম চুষিয়া খায়েন।

৩২। **ফেলেন**—ফেলিয়া দেন। **পাটুয়াতে**—ঠোঙ্গায়। **খাওয়াঞা**—খাওয়াইয়া।

৩৪। কালিদাস এতক্ষণ কোনও এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিলেন, উচ্ছিষ্টগর্ত্তে যে ঝড়ুঠাকুব এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহার পত্নীর উচ্ছিষ্ট চোষা আটি ফেলা হইল, তাহা কালিদাস লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন, তারপর সুযোগ বুঝিয়া, কেহ দেখিতে না পায়, এমন ভাবে ঐ চোষা আটি আনিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট আটি চুষিতে চুষিতে কালিদাসের প্রেমোদয় হইল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে কালিদাসের কি নিষ্ঠা! একে তো নীচজাতি ভূমিমালীর উচ্ছিষ্ট, তাহাতে আবার তাহা অপবিত্র উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে (আস্তাকুড়ে) ফেলা। তাহাও কালিদাস শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণকৃপাব্যতীত বোধ হয় এইরূপ নিষ্ঠা দুর্লভ।

ঝড়ুঠাকুরের বিষয়ে কালিদাসের আচরণ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী শিক্ষার বিষয়—আছে:—প্রথমতঃ—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সঙ্গত নহে, "বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে। সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥ বৈষ্ণবেরে নীচ জাতি করিয়া মানয়। নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥—শ্রীভক্তমাল, ষষ্ঠমালা।" "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥—ভক্তিসন্দর্ভ। ২৪৭ ধৃত ইতিহাস "সমুচ্চয়বচন।" অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ পদ্যাবল্যাম্॥

দ্বিতীয়তঃ—জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, পদরজঃ এবং পাদোদক গ্রহণ করা সাধকের পক্ষে উপকারী। কি ভাবে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কালিদাস আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যিনি উচ্ছিষ্টাদি দিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করা সঙ্গত নহে; ঐরূপ করিলে বৈষ্ণবের মনে কষ্ট হইবে, বৈষ্ণবের মনে কষ্ট দিয়া পদরজ-আদি গ্রহণ করিলেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে। তিনি যাহাতে জানিতে না পারেন, এমনভাবে গোপনে কৌশলক্রমে তাহার উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ্যভাবে শ্রীগুরুদেবই শিষ্যকে উচ্ছিষ্টাদি দিয়া থাকেন, অপর-বৈষ্ণব তাহা প্রায়ই দেন না, শ্রীমন্মহাপ্রভুও সহজে কাহাকেও নিজের পাদোদকাদি দিতেন না, এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদাসের প্রতি শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতা গোস্বামিনীর কয়েকটী উপদেশ প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ দাস শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পাবে কেমন উপায়॥ পাদোদক সাধনের ধরে মহাবল। মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে সকল॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু যেবা জিজ্ঞাসিলে। কেমনে বিশ্বাস সেই কি হয় করিলে॥ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শে পাদোদক পান। বৈষ্ণবের ভুক্তশেষ সেই গূঢ়াখ্যান॥ গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠভজন এই শরীর প্রকাশ॥ গুণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের করিব ভজন। জানে নাহি তিঁহো যেন জানি ইহার মন॥ বৈষ্ণবেরে হাতে তুলি না দিব এমন। ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন॥ লাভ লাগি সাধন করি সর্ব্বত্র ইহা হয়। পূর্ব্ববাক্য নহে এই সাধন যায় ক্ষয়॥ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-আজ্ঞা আছয়ে সে সার। যেবা কেহ না মানিবে বাক্য নাহি আর॥ প্রভু-আজ্ঞা পাদোদক কেহ জানি লয়। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে দুঃখ হয়॥ ছল করি লয় কেহ প্রভু নাহি জানে। গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করেন বারণে। পরম বিশ্বাসী কালিদাস মহাশয়। সর্ব্বদেশী বৈষ্ণবের পাদোদক লয়॥ ভুক্তশেষ সবার লয় প্রভু ইহা জানে। নিজমুখে তার গুণ প্রভু করেন গানে॥ সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে। অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা খাইতে॥ তিন অঞ্জলি খায় প্রভু লাগিলা কহিতে। ভয় হৈল না দিল আর ভক্ষণ করিতে॥ প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিতে। সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাতে॥ অন্যজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়। গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয়॥ গুরু মাত্র কৃপা করি দিবেন শিষ্যেরে। এই বাক্য শাস্ত্রদ্বারে নিষেধ না করে॥—প্রেমবিলাস, ২৬শ বিলাস॥" শ্রীজাহ্নবা-মাতার বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে, শিষ্যব্যতীত অপর বৈষ্ণবকে ইচ্ছা করিয়া উচ্ছিষ্টাদি দিলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সভার নিল অবশেষে ॥ ৩৫
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥ ৩৬
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে ॥ ৩৭
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশপশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥ ৩৮
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন ॥ ৩৯
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন ॥' ৪০
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৫। **অবশেষে**—ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট।

৩৬। **মহাকৃপা**—অত্যন্ত কৃপা, যাহা প্রভু অপরের প্রতি দেখান নাই। প্রভু তাঁহাকে স্বীয় পাদোদক পান করিতে দিয়াছিলেন, ইহা পরবর্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত হইবে, ইহাই প্রভুর মহাকৃপা। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠার ফলেই প্রভুর এই অসাধারণ কৃপা।

৩৭। কালিদাসের প্রতি প্রভুর মহাকৃপার কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

যান দরশনে—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে যান।

জল-করঙ্গ—জলপাত্র। পাছে প্রভুর চরণধূলি শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত হয়, এজন্য প্রভু পা না ধুইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতেন না, প্রভুর পা ধোওয়ার নিমিত্ত গোবিন্দ প্রত্যহ জলকরঙ্গ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন।

৩৮। **সিংহদ্বারের**—শ্রীজগন্নাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকস্থ সিংহদ্বার। **পশার**—সিঁড়ি।

বাইশ পশার—বাইশটী সিঁড়ি। সিংহদ্বারে একটী কোঠার ভিতর দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের রাস্তা। ঐ কোঠার মধ্যে রাস্তায় বাইশটী সিঁড়ি আছে, অঙ্গনের বাহিরের রাস্তা হইতেই এই সিঁড়িতে উঠিতে হয়। **বাইশ-পশার-তলে**—বাইশ-সিঁড়ির নীচে, বাইশটী সিঁড়ির সর্ব্ব-নিম্নস্থ সিঁড়িরও নীচে। **এক নিম্নগাড়ে**—একটী নিম্ন গর্ত্তের মত আছে। "গাড়ে" স্থলে "খালে" পাঠও আছে।

৩৯। বাইশটী-সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রথম সিঁড়ির নীচে কপাটের আড়ালে একটা নিম্ন গর্ত্ত আছে, প্রভু ঐ সকল সিঁড়িতে উঠার আগেই ঐ গর্ত্তে পা ধুইয়া লইতেন। পা ধুইয়া তারপর সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া মন্দিরে যাইতেন।

৪০। গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল, কেহ যেন ঐ গর্ত্ত হইতে প্রভুর পাদোদক গ্রহণ না করে, ইহা যেন গোবিন্দ সতর্কতার সহিত দেখেন।

ভক্তভাবেই প্রভুর এই আদেশ, সাধক ভক্তদের আচরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এইরূপ আচরণ। ইহাদ্বারা প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, কোনও ভক্ত যেন ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও পাদোদকাদি না দেন এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ যেন তাঁহার পাদোদকাদি গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়েও যেন সতর্ক থাকেন। ইচ্ছা করিয়া বা জ্ঞাতসারে পাদোদকাদি দেওয়া "তৃণাদপি" শ্লোকের বিরোধী বলিয়াই এবং ইহাতে নিজের অভিমানাদি সঞ্চারের আশঙ্কা আছে বলিয়াই বোধ হয় প্রভু সাধক ভক্তগণকে এই আচরণ শিক্ষা দিলেন। যিনি কাহাকেও পাদোদক বা উচ্ছিষ্টাদি দেন, তিনি ঐ আচরণদ্বারা তাঁহার গুরুস্থানীয় হইয়া পড়েন, কিন্তু শিষ্যব্যতীত অপরের নিকটে নিজেকে নিজে গুরুস্থানীয় মনে করা ভক্তিবিরোধী আচরণ।

৪১। প্রভুর উক্ত আদেশের ফলে, কেহই তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিতে পারে না, অবশ্য যাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা কোনও না কোনও কৌশলে তাহা গ্রহণ করিতেন—এবং এমন ভাবে গ্রহণ করিতেন—যাহাতে প্রভু টের না পাইতেন। "ছল" শব্দ হইতে ইহাই বুঝা যায়।

একদিন প্রভু তাহাঁ পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাহাঁ পাতিলেন হাথে॥ ৪২
একাঞ্জলি দুই-অঞ্জলি তিনাঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল—॥ ৪৩
'অতঃপর আর না করিহ বারবার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার॥' ৪৪
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ ৪৫
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥ ৪৬
বাইশপশার উপর দক্ষিণ-দিগে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে—উঠিতে বামভাগে॥ ৪৭
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পঢে বারবার॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছল—কৌশল, উপলক্ষ্য।

৪২। **তাহাঁ**—বাইশ-পশার তলের খালে। **পাদ-প্রক্ষালিতে**—মন্দিরে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রভু যখন পা ধুইতেছিলেন তখন। **তাহাঁ পাতিলেন হাথে**—প্রভুর চরণতলে প্রভুর সাক্ষাতেই পাদোদক গ্রহণের নিমিত্ত হাত পাতিলেন।

৪৩। কালিদাস ক্রমশঃ তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলেন, প্রভু তাহা দেখিলেন, দেখিয়াও তিন অঞ্জলি পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন না, কিন্তু তিন অঞ্জলির পর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, আর যেন পাদোদক পান না করেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতাগোস্বামিনী যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৬।৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

৪৪। এই পয়ার কালিদাসের প্রতি প্রভুর নিষেধোক্তি। **অতঃপর**—ইহার পর, তিন অঞ্জলি পানের পর। **এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ**—এ-পর্য্যন্ত আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়াছি, আর পাদোদক পান করিও না। **বাঞ্ছা**—প্রভুর পাদোদক পানের বাসনা।

৪৫। মহাপ্রভু কালিদাসকে তিন অঞ্জলি পাদোদকই বা পান করিতে দিলেন কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ—সমস্ত জানেন যিনি। **শিরোমণি**—শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি**—সর্ব্বজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, এজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই অন্য কাহারও নিকটে না শুনিয়াও নিজের অন্তরে জানিতে পারিয়াছেন যে, বৈষ্ণবের প্রতি কালিদাসের অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

৪৬। **সেই গুণ**—বৈষ্ণবেতে বিশ্বাসরূপ-গুণ। **তাঁরে**—কালিদাসের প্রতি। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **অন্যের দুর্লভ প্রসাদ**—প্রভুর পাদোদক দান। অপর কেহই প্রভুর সাক্ষাতে প্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিতে পারে না, এই কৃপা অপরের পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু বৈষ্ণবে কালিদাসের অত্যন্ত নিষ্ঠা জানিয়া তাঁহাকে এই পাদোদক-দানরূপ অনুগ্রহ করিলেন।

নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এবং পাদোদকাদি গ্রহণ করিলে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুরও বিশেষ কৃপা লাভ করা যায়, কালিদাসের দৃষ্টান্ত হইতে তাহাও জানা গেল।

৪৭। **বাইশপশার উপর**—বাইশটী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়, যে-কোঠায় উক্ত বাইশটী সিঁড়ি আছে, সেই কোঠায়। "উপর"-স্থলে "পাছে" পাঠও আছে।

উঠিতে বামভাগে—পথের দক্ষিণে, যে-লোক উক্ত পথ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার বামদিকে।

৪৮। **প্রতিদিন**—প্রত্যহ মন্দিরে যাইবার সময়। **তাঁরে**—শ্রীনৃসিংহদেবকে। **এই শ্লোকে**—পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটী।

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোবক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে ॥ ৫

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বক্ষ এব শিলা তত্র টঙ্কা নখালয়ো নখশ্রেণ্যো যস্য তস্মৈ টঙ্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫। অন্বয়। প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে (যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা) হিরণ্যকশিপোঃ (**হিরণ্যকশিপুর**) **বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে** (বক্ষোরূপশিলাবিদারণের অস্ত্রতুল্য যাঁহার নখশ্রেণী) তে (সেই) নরসিংহায (**শ্রীনৃসিংহদেবকে**) নমঃ (প্রণাম করি)।

অনুবাদ। যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা-বিদারণে টঙ্ক (পাষাণ-দারণ অস্ত্রবিশেষ) তুল্য, আমি সেই শ্রীনরসিংহদেবকে প্রণাম করি। ৫

প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে— শ্রীভগবান নরসিংহরূপেই প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাই নরসিংহদেবকে প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা বলা হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন প্রহ্লাদের পিতা, প্রহ্লাদ শিশুকাল হইতেই ছিলেন ভগবদ্ভক্ত কিন্তু অসুরস্বভাব হিরণ্যকশিপু ছিলেন ভগবদ্বিদ্বেষী—শ্রীভগবানকে নিজের পরম শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের নাম গুণাদি কীর্ত্তন করিতেন নানাপ্রকার নিষেধ সত্ত্বেও প্রহ্লাদ ভগবানের গুণাদি কীর্ত্তন হইতে ক্ষান্ত না হওয়ায় হিরণ্যকশিপু তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন—অগ্নিকুণ্ডে, সর্পাদি হিংস্রজন্তুর মুখে, হস্তীর পদতলে ফেলিয়া দিয়া এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিপদের মুখে ফেলিয়া প্রহ্লাদের উপর উৎপীড়ন—করিতে লাগিলেন, প্রহ্লাদ কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে শ্রীভগবানের নাম গুণাদির কীর্ত্তন। অবশেষে ভক্তবৎসল ভগবান নৃসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণপূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিলেন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিলেন।

যাহার হৃদয় শ্রীহরিনামে বিগলিত হয় না, "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্, ইত্যাদি (শ্রীভা ২।৩।২৪) প্রমাণবলে তাহার হৃদয়কে পাষাণ বলা যায়, হিরণ্যকশিপু ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তাহার হৃদয়কেও পাষাণ (শিলা) বলা হইয়াছে—**বক্ষঃশিলা**। শিলাবিদারণের নিমিত্ত শিলার মধ্যে ছিদ্রাদি করিবার নিমিত্ত যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **টঙ্ক**। নৃসিংহদেব **স্বীয় নখের দ্বারা** হিরণ্যকশিপুর হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নখকেই বলা হইয়াছে হিরণ্যকশিপুর **হৃদয়রূপ শিলা-বিদারণের সম্বন্ধে** টঙ্কস্বরূপ। **বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে**—হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলার বিদারণ বিষয়ে **টঙ্ক-সদৃশ নখালি** (নখসমূহ) আছে যাঁহার, সেই নৃসিংহদেবকে **নমঃ**—নমস্কার।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। এইস্থানে নৃসিংহ, অন্যস্থানে নৃসিংহ, যে যে স্থানে যাইতেছি, সেই সেই স্থানেই নৃসিংহ, আমার **হৃদয়ের মধ্যে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ**, আদিপুরুষ নৃসিংহের শরণাগত হইলাম। ৬

ভগবৎ স্বরূপমাত্রই—সুতরাং শ্রীনৃসিংহদেবও—যে "সর্ব্বগ অনন্ত, বিভু", তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত করা হইল।

উক্ত দুই শ্লোক পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান হইলেও, **সুতরাং** শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার অংশ হইলেও, ভক্তভাব **অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই প্রভু নৃসিংহদেবের স্তুতিপ্রণামাদি করিয়াছেন।** ২।৮।৩-শ্লোকের **টীকা দ্রষ্টব্য।**

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন ॥ ৪৯
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫০
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫১
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা ॥ ৫২
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৩
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান ॥ ৫৪
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত অবশেষ,—তিন মহাবল ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৯। **তবে**—নৃসিংহদেবের স্তোত্র পাঠ করার পরে। যেদিন কালিদাস প্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনও প্রভু নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া স্তোত্র পাঠ করিলেন, তারপর গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া।

৫০। **বহির্দ্বারে**—কাশীমিশ্রের বাড়ির বাহিরের দরজায়। প্রভু কাশীমিশ্রের বাড়ীতেই গম্ভীরায় থাকিতেন। **প্রত্যাশা করিয়া**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ পাওয়ার আশা করিয়া। **ঠারে**—ইঙ্গিতে। **কহেন**—কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ দেওয়ার নিমিত্ত গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন। **জানিয়া**—কালিদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া।

৫১। **গোবিন্দ সব জানে**—প্রভুর কোন ইঙ্গিতের কোন অর্থ, গোবিন্দ তাহা জানিতেন।

৫২। **শেষ ভক্ষণের**—ভুক্তাবশেষ ভোজনের। **পাওয়াইল**—প্রাপ্ত করাইল। **কৃপাসীমা**—অনুগ্রহের অবধি। প্রভু ইচ্ছা করিয়া কালিদাসকে পাদোদক দিলেন এবং নিজের শেষ পাত্রও দিলেন, ইহাই কৃপার চরম অবধি, বৈষ্ণবের অধরামৃত গ্রহণের ফলেই কালিদাসের এইরূপ সৌভাগ্য।

৫৩। **তাতে**—বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণের ফলে মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপা পাওয়া যায় বলিয়া। **ঝুটা**—উচ্ছিষ্ট। **ঘৃণা**—নীচকুলে জন্ম বলিয়া বা কুৎসিত আচারাদি বা রোগ থাকিলেও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ঘৃণা (অশ্রদ্ধা)। **লাজ**—ইহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে অপর লোকে আমাকে কি বলিবে ইত্যাদিরূপ লজ্জা।

৫৪। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য এত বেশী কেন তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ, কিন্তু কোনও বৈষ্ণব যখন শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট রাখেন, তখন সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট অবশেষের নাম হয় মহামহাপ্রসাদ। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট হইলে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু, 'ভক্তরসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়। বাণীক্ত সামগ্রীতে শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত নয়॥—ভক্তমাল। নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টেব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥—ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম ॥

৫৫। **ভক্তপদধূলি**—বৈষ্ণবের পদধূলি। **ভক্তপদজল**—ভক্তের পাদোদক। **ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ**—ভক্তের উচ্ছিষ্ট। **মহাবল**—অত্যন্ত শক্তিধর, সাধনে উন্নতি লাভ করার পক্ষে এই তিনটী বস্তু বিশেষ উপকারী। কোনও কোনও গ্রন্থে "এই তিন সাধনের বল" পাঠ আছে।

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১২ এবং ৭।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে 'বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম—মহৎ-পাদরজোদ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তপঃ, যজ্ঞ, বেদপাঠাদিদ্বারাও ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না। (৫।১২।১২) এবং "যে-পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুগণের চরণধূলিদ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৭।৫।৩২ ॥'

এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ ৫৬
তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥ ৫৭
তিন হৈতে কৃষ্ণনামপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥ ৫৮
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে॥ ৫৯
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোটপুত্র সঙ্গেতে আনিলা॥ ৬০
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥ ৬১
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বোলে বারবার।
তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥ ৬২
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা।
তভু সে বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা॥ ৬৩
প্রভু কহে—আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥ ৬৪
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি কহেন হাসিতে—॥ ৬৫
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥ ৬৬
মনেমনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-স্পর্শে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃতত্ব এবং ইতর-রাগ-বিস্মারকত্বাদি গুণ ধারণ করে। তদ্রূপ, যাঁহার চিত্তে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তের চরণ-স্পর্শে প্রাকৃত জল এবং প্রাকৃত ধূলিও অপ্রাকৃতত্ব এবং অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভক্তচিত্তের ভক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ হইতেই এই অপূর্ব্ব শক্তির উদ্ভব। ভক্তচিত্তস্থ ভক্তির বা প্রেমের প্রভাবেই মহাপ্রসাদও তাঁহার ভুক্তাবশেষ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য ধারণ করে এবং "মহামহাপ্রসাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এসমস্ত হইল ভক্তি-পদ-রজঃ আদির অচিন্ত্য প্রভাব, ইহা যুক্তি-তর্কের অতীত। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ॥"

৫৬। এই তিন সেবা—ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল এবং ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ, শ্রদ্ধার সহিত এই তিনটী বস্তুর গ্রহণ।

৫৮। কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস—কৃষ্ণনামের উল্লাস (কৃষ্ণনাম অনবরত জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়া অশেষ আনন্দ দান করে) এবং কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস (কৃষ্ণপ্রেমের উদয়) হয়। **কৃষ্ণের প্রসাদ**—এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহও (শ্রীকৃষ্ণের সেবাও) পাওয়া যায়। **তাতে সাক্ষী কালিদাস**—এই তিনটী বস্তুর গ্রহণে যে কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের উল্লাস হয় এবং কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায়, কালিদাস তাহার প্রমাণ।

৫৯। অলক্ষিতে—কালিদাসের বা অপরের অজ্ঞাতসারে।

৬০। সে বৎসর—যে-বৎসর কালিদাস নীলাচলে গিয়াছিলেন, সেই বৎসর।

আইলা—নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

৬১। পুত্র সঙ্গে লঞা—পুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে করিয়া। **তেঁহো**—শিবানন্দ সেন। **চরণ বন্দনে**—নমস্কার।

৬২। প্রভু বোলে—বালক-পুরীদাসকে প্রভু বলিলেন।

৬৬-৬৭। স্বরূপ দামোদর হাসিয়া বলিলেন—"প্রভু! তুমি যে পুরীদাসকে "কৃষ্ণ" বলিতে উপদেশ করিয়াছ, তাহাতে এই বালক ঐ "কৃষ্ণ"-শব্দটীকেই দীক্ষামন্ত্র মনে করিয়াছে, তাই বালক তাহার দীক্ষামন্ত্র (কৃষ্ণশব্দ) কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেছে না। কিন্তু মনে হইতেছে, মুখে প্রকাশ্যে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ' না বলিলেও বালক মনে মনে কৃষ্ণ-নাম জপ করিতেছে।" স্বরূপ-দামোদর বোধ হয়, বালকের নীরবতা দেখিয়া পরিহাস করিয়াই এই কথা কয়টী বলিয়াছেন।

আরদিন প্রভু কহে—পঢ় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ ॥ ৬৮

তথাহি কর্ণপূরকৃত আর্য্যাশতকে (১)—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং
মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭

সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥ ৬৯
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বৃন্দাবনরমণীনাং শ্রবসঃ কর্ণয়োঃ কুবলয়ং নীলোৎপলতুল্যঃ, অক্ষ্ণোঃ নয়নয়োঃ অঞ্জনতুল্যঃ উরসঃ বক্ষসঃ মহেন্দ্রমণিদাম ইন্দ্রনীলমণিমালাসদৃশঃ ইত্থং অখিলং মণ্ডনং সর্ব্বভূষণ-ভূতঃ হারঃ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিনা সর্ব্ব চিত্তহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জয়তি। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মন্ত্র পাঞা ইত্যাদি—দীক্ষামন্ত্র অপরের নিকটে প্রকাশ করা নিষেধ বলিয়া। অপরের নিকটে প্রকাশিত হইলে দীক্ষামন্ত্র বিশেষ ক্রিয়া করে না। বস্তুতঃ পুরীদাস পরে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬৮। প্রভু কহে—পুরীদাসকে প্রভু শ্লোক পড়িবার আদেশ করিলেন। বালক তখনই "শ্রবসোঃ কুবলয়ম্" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ নূতন, সাত বৎসরের বালক, একমাত্র প্রভুর কৃপাতেই এমন সুন্দর শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি বৃন্দাবন-তরুণীগণের শ্রবণ-যুগলের কুবলয় (নীলপদ্ম), চক্ষুর্দ্বয়ের কজ্জল, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণি-মালা,—এইরূপে যিনি তাহাদের নিখিল ভূষণ স্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হউক। ৭

বৃন্দাবনরমণীনাং—বৃন্দাবনের রমণীগণের, যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসোলীলাদি করিয়া থাকেন, সে-সমস্ত ব্রজতরুণীগণের পক্ষে যিনি **শ্রবসোঃ**—শ্রবণযুগলের, কর্ণদ্বয়ের **কুবলয়ম্**—নীলোৎপলসদৃশ, কর্ণভূষাসদৃশ, যাঁহার রূপগুণাদির কথাশ্রবণেই ব্রজতরুণীগণের কর্ণের অপরিসীম তৃপ্তি জন্মে, **অক্ষ্ণোঃ অঞ্জনম্**—চক্ষুদ্বয়ের অঞ্জন বা কজ্জলসদৃশ, যাঁহার রূপদর্শনেই তাঁহাদের চক্ষুর চরম সার্থকতা, **উরসঃ**—বক্ষঃস্থলের **মহেন্দ্রমণিদাম**—ইন্দ্রনীলমণির মালাতুল্য, যাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রজতরুণীগণ নিজেদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করেন, **স্থূলতঃ** যিনি ব্রজতরুণীগণের **অখিলং মণ্ডনম্**—সর্ব্ববিধ অলঙ্কারতুল্য, অলঙ্কারদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডিত হইলে তরুণী রমণীগণ যে-রূপ আনন্দিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের কথাদিশ্রবণে, তাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য দর্শনে, তাঁহার আলিঙ্গনে—ব্রজতরুণীগণ তদপেক্ষাও অধিকতররূপে আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণকথাদির শ্রবণাদিদ্বারা তাঁহাদের চিত্তের যে-প্রফুল্লতা জন্মে, তাহার ফলে তাহাদের মাধুর্য্যাদি এতই বর্দ্ধিত হয় যে, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত হইলেও বোধ হয় তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তত বিকশিত হয় না। এতাদৃশ যে-**হরিঃ**—ব্রজতরুণীদের মন-প্রাণ-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্রেই পুরীদাসের মুখ হইতে এই শ্লোকটী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

৬৯। পুরীদাস যখন ঐ শ্লোকটী মুখে মুখে রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স মাত্র সাত-বৎসর ছিল। তখনও তিনি লেখা-পড়াও শিখেন নাই (নাহি অধ্যয়ন), তথাপি কিরূপে যে এমন সুন্দর শ্লোক রচনা করিলেন, তাহা ভাবিয়া লোক বিস্মিত হইয়া গেলেন।

৭০। পুরীদাসের এইরূপ শ্লোক-রচনা, কেবলমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপারই ফল। মানুষের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা-আদি দেবগণও প্রভুর কৃপার অন্ত পায়েন না।

ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল, সভে গেলা গৌবদেশে ॥ ৭১
তাঁসভার সঙ্গে প্রভুব ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুন হৈল উন্মাদ প্রধান ॥ ৭২
বাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ বস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৩
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি কবিল বন্দনে ॥ ৭৪
তারে কহে—কাহাঁ কৃষ্ণ মোব প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধবে তার হাথ ॥ ৭৫
সেই কহে—ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দর্শন ॥ ৭৬
'তুমি মোব সখা, দেখাও কাহাঁ প্রাণনাথ।'
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তাব হাথ ॥ ৭৭
সেই বোলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি কবহ দর্শন ॥ ৭৮
গরুডেব পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয মুবলীবদন ॥ ৭৯
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
গৌবাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে কবিযাছে প্রকাশ ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭১। বথযাত্রাব পবে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে বাস কবিয়া প্রভুব আদেশমত দেশে ফিরিয়া গেলেন।

৭২। **উন্মাদ প্রধান**—গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিবিয়া গেলে পব প্রভুর যে যে ভাব প্রকাশ পাইল, তাহাদেব মধ্যে দিব্যোন্মাদই প্রাধান্য লাভ কবিযাছিল।

৭৩। **উপস্পর্শ**—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেব স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছেন বলিয়াই প্রভু মনে করিতেন। 'কৃষ্ণ উপস্পর্শ'-স্থলে "কৃষ্ণশব্দস্পর্শ" বা "কৃষ্ণের পবশ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

এই পয়ার প্রভুর উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের নিদর্শন।

৭৪। **সিংহদ্বারের**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের। **দলুই**—দ্বারপাল। **বন্দনে**—নমস্কার (প্রভুকে)।

৭৫। **তারে কহে**—প্রভু দ্বারপালকে বলিলেন। এই পয়াব প্রভুব উদ্ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদেব নিদর্শন। প্রভু বাধাভাবে কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিতেছেন।

৭৬। **সেই কহে**—প্রভুব কথা শুনিয়া দ্বাবপাল বলিল। **ইহাঁ**—এই মন্দিবে। **ব্রজেন্দ্রনন্দন**—শ্রীজগন্নাথকে লক্ষ্য কবিয়াই দ্বাবপাল প্রভুর মনস্তুষ্টিব নিমিত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিযাছেন।

৭৭। তুমি মোব সখা ইত্যাদি দ্বাবপালেব প্রতি প্রভুব উক্তি—উদ্ঘূর্ণাব ভাবে।

জগমোহন—শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থ কক্ষ।

৭৮। **সেই বোলে**—দ্বারপাল প্রভুকে বলিল।

নেত্রভরি—নয়ন ভরিয়া, চক্ষুব সাধ মিটাইয়া।

৭৯। **গরুড়ের পাছে**—গরুড় স্তম্ভেব পাছে।

জগন্নাথ হয় ইত্যাদি—যদিও প্রভু শ্রীজগন্নাথেব শ্রীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া আছেন, তথাপি কিন্তু তিনি শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না, তিনি তৎস্থলে মুবলীবদন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতেছেন। ইহা উদ্ঘূর্ণা।

৮০। এই পয়াবে গ্রন্থকাব বলিতেছেন—বর্ণিত লীলাব উপাদান তিনি শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামীব নিকটে পাইয়াছেন, দাসগোস্বামী স্বয়ং এই লীলা দর্শন করিয়াছেন এবং গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরুনামক স্বীয় গ্রন্থেও তিনি ইহা বর্ণন করিয়াছেন। "ক মে কান্ত" ইত্যাদি শ্লোক দাস-গোস্বামীব রচিত।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৭)—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে।
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মাদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃতত-
দ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ৮

হেনকালে গোপালবল্লভভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদিসহ আরতি বাজিল॥ ৮১

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁই কৈল আগমন॥ ৮২

মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাথে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥ ৮৩

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন॥ ৮৪

তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ক্বমে ইতি। হে সখে, হে দ্বারাধিপ। মে মম কান্তঃ প্রাণনাথঃ কৃষ্ণঃ ক্ব কুত্রাস্তি ইহ সময়ে তং কৃষ্ণং ত্বরিতং শীঘ্রং ত্বমেব লোকয় দর্শয় ইতি উন্মাদ ইব মহোন্মত্তপ্রায়ঃ দ্বারাধিপং অভিদধন প্রিয়ং কৃষ্ণং দ্রষ্টুং দর্শনায় দ্রুতং শীঘ্রং গচ্ছ ইতি তদুক্তেন দ্বারাধিপবচনেন ধৃতঃ গৃহীতঃ তৎ তস্য দ্বারাধিপস্য ভুজান্তঃ যেন সঃ এবম্ভূতঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৮। অন্বয়। সখে (হে সখে দ্বারপাল)। মে (আমার) কান্তঃ (কান্ত, প্রাণবল্লভ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক্ব (কোথায়), ত্বম এব (তুমিই) তং (তাঁহাকে—কৃষ্ণকে) ইহ (এইস্থানে) ত্বরিতং (শীঘ্র) লোকয় (দর্শন করাও)—ইতি (একথা) উন্মাদঃ ইব (উন্মত্তবৎ) দ্বারাধিপং (দ্বারপালকে) অভিদধন (যিনি বলিয়াছিলেন)—'প্রিয়ং (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) দ্রুতং (শীঘ্র) গচ্ছ (গমন কর)"—ইতি (একথা) তদুক্তেন (দ্বারপালকর্তৃক কথিত হইয়া যিনি) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (তাঁহার—দ্বারপালের হস্তধারণ করিয়াছিলেন, সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) হৃদয়ে (চিত্তে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। "হে সখে। আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই স্থানে তুমিই শীঘ্র আমাকে তাঁহার দর্শন করাও"—উন্মত্তবৎ যিনি দ্বারপালকে একথা বলিয়াছিলেন এবং (একথা শুনিয়া) দ্বারপাল যাঁহাকে বলিয়াছিল—"প্রিয়-শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত তুমি শীঘ্র গমন কর" এবং একথা শুনিয়া যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃত দ্বারপালকর শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। ৮

৭৪-৭৭ পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামীও যে তাহাই বলিয়াছেন, তাহারই প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮১। হেন কালে—গরুড়-স্তম্ভের পাছে দাঁড়াইয়া প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথকেও মুরলীবদনরূপে দেখিতেছিলেন, তখন। **গোপাল-বল্লভভোগ**—গোপাল-বল্লভ-নামক শ্রীজগন্নাথের ভোগ। পরবর্তী ১০১।১০২ পয়ারে এই ভোগবস্তুর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৮৩। মালা—জগন্নাথের প্রসাদী মালা। **প্রসাদ**—গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদ। **যার গন্ধে**—সে প্রসাদের সুগন্ধে। **মন মাতে**—মন মত্ত হয়।

৮৪। অল্প খাওয়াইতে—প্রভুকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ খাওয়াইবার নিমিত্ত। **সেবক**—শ্রীজগন্নাথের সেবক।

৮৫। জগন্নাথের সেবক প্রভুকে যে-প্রসাদ দিয়াছিল, প্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন, সঙ্গীয় ভক্তগণকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

কোটি-অমৃত-স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৮৬
'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাহাঁ হৈতে আইল ?।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল ॥ ৮৭
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল ॥ ৮৮
'সুকৃতিলভ্য ফেলালব' বোলে বারবার।
ঈশ্বরসেবক পুছে—প্রভু! কি অর্থ ইহার ॥ ৮৯
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত ॥ ৯০
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সে-ই ভাগ্যবান্ ॥ ৯১
সামান্য ভাগ্য' হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায় ॥ ৯২
সুকৃতি-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৬। কোটি-অমৃত-স্বাদু—অমৃতের স্বাদ অপেক্ষা এই প্রসাদের স্বাদ কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। **চমৎকার**—বিস্ময়; এই দ্রব্যে এত স্বাদ কিরূপে হইল, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বিস্ময়। **সর্ব্বাঙ্গে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ আস্বাদন করিয়া প্রেমোদয় হওয়াতে প্রভুর দেহে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল।

৮৭। এই দ্রব্যে—যে-সকল দ্রব্য দিয়া গোপালবল্লভভোগ লাগান হইয়াছে, তাহাদের স্বাদ সকলেরই জানা আছে, এত উৎকৃষ্ট স্বাদ তাহাদের নাই। কিন্তু শ্রীজগন্নাথের ভোগে লাগানের পরে এই সকল দ্রব্যে এত অধিক স্বাদ কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে, তাই এই সকল দ্রব্যের এত স্বাদ হইয়াছে। এইরূপই প্রভু মনে করিতেছেন।

৮৮। এইবুদ্ধ্যে—কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে মনে করিয়া। **সংবরণ কৈল**—প্রেমাবেশ সংবরণ করিলেন।

৮৯। প্রসাদের স্বাদে প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু বার বারই কেবল বলিতে লাগিলেন—"সুকৃতিলভ্যফেলালব"। জগন্নাথের সেবকগণ এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রভুকে (অর্থ) জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরবর্ত্তী চারি পয়ারে প্রভু "সুকৃতিলভ্য ফেলালবের" অর্থ করিতেছেন।

৯০। কৃষ্ণাধরামৃত—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে। **ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ**—যাহা ব্রহ্মাদি দেবগণও পাইতে পারেন না। **নিন্দয়ে অমৃত**—এই কৃষ্ণপ্রসাদের স্বাদ অমৃতের স্বাদকেও নিন্দিত করে, ইহার স্বাদ অমৃতের স্বাদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

৯১। এই পয়ারে "ফেলা-লব"-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষকে **ফেলা** বলে। অতি ক্ষুদ্র অংশকে "**লব**" বলে। ফেলার লব—**ফেলালব**। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের ক্ষুদ্র অংশকে বা কণিকাকে "ফেলালব" বলে। যিনি এই ফেলালব পায়েন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ (সুকৃতি)।

৯২। তার প্রাপ্তি—ফেলালবের প্রাপ্তি।

যাতে—যে-ব্যক্তির প্রতি। **তাহা**—ফেলালব।

৯৩। এই পয়ারে "সুকৃতি" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

পুণ্য—পবিত্রতাসাধক কার্য্য।

কৃষ্ণ-কৃপাহেতু পুণ্য—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হইল হেতু যে-পুণ্যের বা পবিত্রতা-সাধক কার্য্যের। কিন্তু পুণ্য-শব্দে সাধারণতঃ স্বর্গপ্রাপ্তিজনক শুভ কর্ম্মকে বুঝায়। এই পয়ারে পুণ্য-শব্দের এই সাধারণ অর্থ নহে, কারণ, এই জাতীয় পুণ্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব নহে; চিত্তে প্রেমের উদয় না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন

এত বলি প্রভু তাঁসভাবে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥ ৯৪
মধ্যাহ্ন করিযা কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহন।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ৯৫
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন ॥ ৯৬
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুন নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিল নানাকৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ৯৭
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরীভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥ ৯৮
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি গণ।
সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯৯
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন ॥ ১০০
প্রভু কহে—এইসব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য ॥ ১০১
রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করা যায় না, কিন্তু পাপ ও পুণ্য শুভকর্ম্ম ও অশুভকর্ম্ম উভয়ই কৃষ্ণভক্তির বাধক (কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহো এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥ ১।১।৫২॥)। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতু হইল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যাহার হেতু হইল আবার মহৎকৃপা, সুতরাং মহৎকৃপা প্রাপ্তিরূপ যাহা, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য—ইহাই হইল সুকৃতি। **অথবা**—কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত যে পুণ্য, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কৃষ্ণকৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও, সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, সকলের চিত্তে তাহা স্ফুরিত হয় না, যদ্দ্বারা কৃষ্ণকৃপা হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে পারে তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত (অর্থাৎ কৃষ্ণকৃপা স্ফুরণের হেতুভূত) পুণ্য মহৎকৃপাশ্রিত শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানব্যতীত চিত্ত কৃষ্ণকৃপা স্ফুরণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, তাই মহৎকৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত পুণ্য, তাহাই হইল সুকৃতি। এইরূপ সুকৃতি যাঁহার আছে অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই "ফেলালব" পাইতে পারেন, তিনিই ধন্য।

৯৫। **অন্তরে স্মরণ**—প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্যই করুন, কি ভোজনাদিই করুন, যাহাই করুন না কেন, তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদের কথাই জাগ্রত হইয়া আছে। স্মরণ "স্থলে" "স্ফুরণ" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৬। **বাহ্যে কৃত্য করে**—দেহাভ্যাসবশতঃ প্রভু বাহিরে নিত্যকৃত্যাদি করিতেছেন। **প্রেমে গরগর মন**—কিন্তু প্রভুর মন সর্ব্বদাই প্রেমে গর গর করিতেছে। **কষ্টে** ইত্যাদি—প্রভুর চিত্তে মুহুর্মুহুঃ প্রেমের আবেশ আসিতেছে, প্রভু অত্যন্ত কষ্টে তাহা সম্বরণ করিতেছেন। **সঘন**—ঘন ঘন, মুহুর্মুহুঃ।

৯৭। **সন্ধ্যাকৃত্য**—সন্ধ্যা সময়ের করণীয় কার্য্য। **নিজগণ**—নিজের পার্ষদগণ। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে।

৯৮। **প্রসাদ**—যে প্রসাদ জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু গোবিন্দের কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা।

১০০। **সৌরভ্য**—সুগন্ধ। **মাধুর্য্য**—মধুরতা। **অলৌকিকাস্বাদ**—অলৌকিক+আস্বাদ লৌকিক-জগতে কোনও বস্তুরই যেরূপ স্বাদ নাই, সেইরূপ অপূর্ব্ব-স্বাদ। **বিস্মিত**—চমৎকৃত, যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই, এমন স্বাদ এক্ষণে অনুভব করিয়া সকলের বিস্ময় হইল।

১০১। **ঐক্ষব**—ইক্ষুজাত গুড়। **লঙ্গ**—লবঙ্গ। **গব্য**—দুগ্ধজাত দ্রব্য, ছানা, মাখন, সর, ঘৃত ইত্যাদি।

১০২। **রসবাস**—কাবাব চিনি। **গুড়ত্বক্**—দারুচিনি। গোপালবল্লভ ভোগে যে বস্তু দেওয়া হয়, তাহাতে গুড়, কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, ছানামাখনাদি, কাবাবচিনি, দারুচিনি প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুই থাকে, এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সকলেই জানে, এ-সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত যে-বস্তু, তাহার স্বাদও সকলে জানে। কিন্তু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপালবল্লভ ভোগের প্রসাদের যেরূপ সুগন্ধ এবং সুস্বাদ, তাহা অতি অপূর্ব্ব প্রাকৃত জগতে এইরূপ গন্ধ এবং স্বাদ দুর্ল্লভ।

ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "জগত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূতান্যুপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তিসম্পর্কান্মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূল্যেন পরমসত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে কিমশক্যমচিন্ত্যশক্তের্ভগবত ইত্যত এব মৎসেবায়ান্তু নির্গুণেতি মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিত্যাদিকানি ভগবদ্বাক্যানি সংগচ্ছন্তে।" —"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদবাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥ ইত্যাদি শ্রীভা ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তি।

উল্লিখিত টীকাংশের তাৎপর্য্য —এই জগতে যে সমস্ত বস্তুকে মিথ্যাভূত (প্রাকৃত বলিয়া অনিত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই (যে সময়ে সে সমস্ত বস্তুকে ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হয় ঠিক সেই সময়েই কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়াই) সে সমস্ত বস্তুর মিথ্যাভূতত্ব (অপ্রাকৃতত্ব) সম্যক্‌রূপে বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের পরম সত্যত্ব (অপ্রাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব) বিধান করিয়া থাকেন স্বীয় ভক্তের ইচ্ছাপূরণের আনুকূল্য বিধানার্থই ভক্তবৎসল ভগবান এইরূপ করিয়া থাকেন নির্গুণা শুদ্ধা ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই গুণময় প্রাকৃত বস্তুও নির্গুণত্ব (অপ্রাকৃতত্ব বা গুণাতীত চিন্ময়ত্ব) লাভ করিতে পারে।

উল্লিখিত টীকাংশ হইতে জানা গেল শুদ্ধাভক্তির সহিত যখন কোনও প্রাকৃত বস্তু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয় তখনই তাহা গুণাতীত চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এই গুণাতীত চিন্ময় বস্তুই ভগবান গ্রহণ করেন গুণাতীত বলিয়া। তিনি গুণময় বস্তু গ্রহণ করেন না, তাহাতে তাঁহার তুষ্টি সম্ভব নয়। তিনি গ্রহণ করেন—দুই রকমে। এক দৃষ্টিদ্বারা অঙ্গীকার। "নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥— ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্॥ শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত নৈবেদ্য দৃষ্টিদ্বারাই আমি অঙ্গীকার করি ভক্তের জিহ্বাগ্রেই তাহার রস আস্বাদন করিয়া থাকি। আর—তিনি ভোজনই করেন। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ শ্রীগী ৯।২৬॥'—ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যাহা কিছু দান করেন—তাহা পত্রই হউক, কি পুষ্পই হউক, কি ফলই হউক কি জলই হউক, যাহা কিছু হউক না কেন, সেই সংযতাত্মা (ভক্তিপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত) ভক্তের ভক্তির সহিত উপহৃত সেই সকল দ্রব্য আমি প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করি (অশ্নামি)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ঠিক একরূপ ভগবদুক্তিই দৃষ্ট হয় গী ৯।২৬)। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তদত্ত দ্রব্যের ভোজনের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥ ৩। ৬।১০৫॥

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু তো প্রায় সকল দিনই মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন কিন্তু এই দিন মহাপ্রসাদের যে অপূর্ব্ব স্বাদ এবং গন্ধের কথা ঘোষণা করিয়াছেন অন্যান্য সকল দিন তো তাহা করেন নাই। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, সকল দিনের নিবেদিত বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণের অধর স্পর্শ হয় না—সকল দিনের নিবেদিত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন না কোনও কোনও দিন হয়তো কেবল দৃষ্টিদ্বারাই অঙ্গীকার করেন? উত্তর—পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা যায়, ভক্তির সহিত নিবেদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করেন, ভক্তির সহিত উপহৃত না হইলে তিনি ভোজন করেন না। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "সংযতাত্মনঃ শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—যাঁহারা অন্যদেবতার ভক্ত, তাঁহাদের নিবেদিত দ্রব্যও শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন না, যেহেতু, ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে না (অন্যদেবতায় ভক্তি শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ নহে)। "নন্ব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেবতান্তর ভক্তস্য ভক্ত্যুপহৃতং বস্তু কিং ন অশ্নামি যতো মদভক্তজনো যদ্দদাতীতি ক্রমে তত্র সত্যং ন অশ্নামি এব ইত্যাহ প্রযতাত্মন ইতি মদ্‌ভক্ত্যৈব স শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি নান্যথা।' এই সমস্ত উক্তির সাহায্যে এক্ষণে বিষয়টীর বিবেচনা করা যাউক। শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণ অন্ততঃ একদিন যে তাঁহাকে নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বাক্যেই তাহা জানা যাইতেছে। সেই দিন যিনি ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ এবং বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি যে অন্যদেবতার ভক্ত নহেন এবং তিনি যে ভক্তির সহিতই দ্রব্য নিবেদন করিয়াছেন তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানা যায়। শ্রীজগন্নাথের কৃপায় তাঁহার সেবকগণ সকলেই যে ভক্তিমান বিশুদ্ধচিত্ত এবং সকলেই যে ভক্তির সহিত ভোগ নিবেদন করেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না—তাহা না হইলে তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের সেবার অধিকার পাইতেন না। সুতরাং শ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণ যে প্রত্যেক দিনই তাঁহার সেবকের ভক্ত্যুপহার ভোজন করেন প্রত্যেক দিনই যে নিবেদিত বস্তুতে তাঁহার অধরামৃত সঞ্চারিত হয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, প্রত্যেক দিনই যদি নিবেদিত বস্তুতে শ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন নাই কেন? প্রত্যেক দিন কি প্রভু তাহার অপূর্ব্ব স্বাদ ও অপূর্ব্ব গন্ধের অনুভব পায়েন নাই? না পাইয়া থাকিলে তাহার হেতু কি?

উত্তর—অন্যদিন যে প্রভু মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং অপূর্ব্ব গন্ধ অনুভব করেন নাই—এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীজগন্নাথরূপে প্রভুই নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন আবার ভক্তভাবে তিনিই তাহা পুনরায় আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীরাধার অখণ্ড প্রেম ভাণ্ডারের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের সময়ে তিনি অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও সুগন্ধ অনুভব করেন নাই, তাহা বলা যায় না যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের (তাঁহার নাম রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদির) মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতু যে প্রেম সেই প্রেম পূর্ণতমরূপেই তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। তথাপি যে তিনি সকল দিন "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া প্রেমোল্লাস প্রকাশ করেন না, তাহার হেতু বোধ হয় তাঁহার আবেশ বৈচিত্রী। যখন প্রভু মুরলীবদনের চিন্তায় আবিষ্ট থাকেন, তখন শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহেও তিনি মুরলীবদনকেই দেখেন যখন প্রভু কুরুক্ষেত্র মিলনের ভাবে আবিষ্ট থাকেন, তখন তিনি শ্রীজগন্নাথকে গোপীগণের সাক্ষাতে উপস্থিত দ্বারকানাথরূপেই দেখেন, আবেশের পার্থক্যানুসারে দর্শনের বা অনুভবেরও পার্থক্য। মহাপ্রসাদের স্বাদ গন্ধাদিসম্বন্ধেও তদ্রূপ বলিয়াই মনে হয় যেদিন অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধের ভাবে আবিষ্ট থাকেন সেই দিন অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং গন্ধই তাঁহার চিত্ত এবং যথাযথ ইন্দ্রিয়াদিতে মুখ্যরূপে অনুভূত হয়, যে দিন অন্যভাবের আবেশই প্রাধান্য লাভ করে সে দিন বোধ হয় কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ ও গন্ধের অনুভব কিছুটা প্রচ্ছন্নতা ধারণ করে প্রধানরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। যে দিনের কথা আলোচিত হইতেছে, সেই দিনও প্রভু গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে মুরলীবদনরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন (৩।১৬।৭০) তাহার হেতু এই যে সেদিন জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়ার সময়েও মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণই প্রভুর চিত্তকে অধিকার করিয়াছিলেন তাই তিনি সিংহদ্বারের দলইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কাহাঁ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। (৩।১৬।৭৫)॥ প্রভু মুরলীবদনকে দর্শন করিতেছেন। সেই সময়েই "গোপাল-বল্লভ ভোগ লাগাইল। ৩।১৬।৮১॥" এই ভোগের ব্যাপারই সম্ভবতঃ প্রভুর চিত্তকে মুরলীবদনের অধরামৃতের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রভুও মুরলীবদনের অধরামৃতের চিন্তায় তন্ময় হইয়া অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও অপূর্ব্ব গন্ধের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এই আবেশের সময়েই জগন্নাথের সেবক আসিয়া প্রভুকে "মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাথে। ৩।১৬।৮৩॥" প্রভুর চিত্তে তখন কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ ও গন্ধের ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই ভাবের পরমাবেশে সেই প্রসাদের দর্শন মাত্রেই প্রভু মনে করিলেন—"আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥ ৩।১৬।৮৩॥", সেই পরম আবেশের

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত ॥ ১০৩
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥ ১০৪
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১০৫
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সহিতই প্রভু যখন প্রসাদের অল্পমাত্র মুখে দিলেন তখন "কোটী অমৃত স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার ॥ ৩।১৬।৮৬ ॥" সমস্ত দিনই প্রভুর চিত্তে এই আবেশ ছিল। "কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ৩।১৬।৯৫ ॥ এই সমস্ত কারণে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং অপূর্ব্ব সুগন্ধের মহাবেশই সেই দিন মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে প্রভুর চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং সেই মহাবেশের প্রভাবেই তিনি "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদুতা এবং সুগন্ধের মহাবেশ যে কেবল সেই দিনই হইয়াছিল, অন্য কোনও দিন হয় নাই, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না, অন্য কোনও কোনও দিনও হয়ত এইরূপ আবেশ হইয়াছে, কবিরাজ গোস্বামী কেবল এক দিনের কথা বর্ণন করিয়াই তদ্রূপ আবেশ জনিত ভাবের দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—মহাবেশের ফলে প্রভুর না হয় কৃষ্ণাধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও সুগন্ধের অনুভব হইতে পারে তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রভু যখন—"রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ। সভাবে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৩।১৬।৯৯ ॥" তখন "প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন। অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন ॥ ৩।১৬।১০০। রামানন্দাদি কিরূপে অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব "সৌরভ্য মাধুর্য্যের" অনুভব পাইলেন?

উত্তর—তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব অনুভব জন্মিয়াছিল প্রভুর কৃপাশক্তির প্রভাবে। প্রভু যখন মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করিলেন তখন ভক্তবৎসল প্রভুর বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—তাঁহার পরিকরবর্গকেও ঐ অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করাইবার জন্য। এই ইচ্ছার প্রেরণাতেই তিনি সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই তাঁহার কৃপাশক্তি তাঁহাদিগকে অপূর্ব্ব "সৌরভ্য মাধুর্য্যাদির" অনুভব করাইয়াছিল।

১০৩। লোকাতীত—অলৌকিক। **প্রতীত**—বিশ্বাস। সকলে আস্বাদন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার গন্ধ এবং স্বাদ সমস্তই অলৌকিক।

১০৪। আপনা বিনু—প্রসাদের মাধুর্য্যব্যতীত। **অন্যমাধুর্য্য**—অন্য বস্তুর মাধুর্য্য। **করায় বিস্মারণ**—ভুলাইয়া দেয়। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদের অপূর্ব্ব সুগন্ধ যদি একবার অনুভব করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রসাদব্যতীত অপর বস্তুতে আর লোভ থাকে না। ইহা পরবর্ত্তী "সুরতবর্দ্ধনং" ইত্যাদি শ্লোকের "ইতররাগ-বিস্মারণম্" শব্দের অর্থ।

১০৫। তাতে ইত্যাদি—ইহার অলৌকিক গন্ধ এবং স্বাদ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরের স্পর্শ হইয়াছে, তাতেই এই প্রাকৃত বস্তুতেও অধরের সমস্ত গুণ—অধরের সুগন্ধ এবং স্বাদ, যাহাতে অন্যবস্তুর প্রতি লোভকে ত্যাগ করায়, তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে। **কৃষ্ণাধর-স্পর্শ**—কৃষ্ণের অধরের স্পর্শ।

১০৬। এই পয়ারে কৃষ্ণাধরের তিনটী গুণ বলিতেছেন। প্রথমতঃ ইহার অন্য-বিস্মারণ সুগন্ধ (অর্থাৎ কৃষ্ণাধরের সুগন্ধ এতই মনোরম যে, ইহা একবার নাকে গেলে আর অন্য কোনও গন্ধের কথাই মনে থাকে না), দ্বিতীয়তঃ, ইহার অন্য-বিস্মারণ-স্বাদুতা (অর্থাৎ কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ এত মনোরম যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে অপর কোনও বস্তুর স্বাদগ্রহণের ইচ্ছা থাকে না), তৃতীয়তঃ, ইহা মহামাদক, অত্যন্ত মত্ততা জন্মাইতে সমর্থ, ইহা আস্বাদন করিলে প্রেম-মত্ততা জন্মায়।

অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি ।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ ১০৭
হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন ।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সভার মন ॥ ১০৮
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
রামানন্দরায় শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ১০৯

তথাহি (ভা ১০।৩১।১৪)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অপিচ হে বীর ! তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি-ভাবঃ। ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিসুখেষু রাগং ইচ্ছাং বিস্মারয়তি।এলো পয় তীতি স্পাবং। স্বামী ৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৭। **সুকৃতে**—সৌভাগ্যে, কৃষ্ণকৃপারূপ সৌভাগ্যবশতঃ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হঞাছে সম্প্রাপ্তি**—পাইয়াছি। **মহাভক্তি**—অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

১০৯। **আজ্ঞা দিলা**—কৃষ্ণাধরামৃতের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক বলার নিমিত্ত প্রভু রামানন্দকে আদেশ করিলেন। **শ্লোক**—পরবর্ত্তী "সুরতবর্দ্ধনম্" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ৯। অন্বয়। বীর (হে বীর)। সুরতবর্দ্ধনং (**সুরতবর্দ্ধন**—অর্থাৎ প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী) শোকনাশনং (শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখানুভবের-বিনাশকারী) স্বরিতবেণুনা (বাদিত-বেণুকর্তৃক) সুষ্ঠু (সুন্দররূপে) চুম্বিতং (চুম্বিত), নৃণাং (লোকসকলের) ইতররাগবিস্মারণং (অন্যবস্তুতে আসক্তি বিস্মারণকারী) তে (তোমার) অধরামৃতং (অধরামৃত) নঃ (আমাদিগকে) বিতর (বিতরণ কর)।

অনুবাদ। হে বীর। তোমার যে-অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন (অর্থাৎ প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী) এবং যে-অধরামৃত তোমার অপ্রাপ্তির জন্য দুঃখানুভবকেও বিস্মারিত করিয়া থাকে, আর যাহা বাদিত-বেণুকর্ত্তৃক সুন্দররূপে চুম্বিত, অপিচ যাহা অন্যবস্তুতে লোকের আসক্তি বিস্মারিত করিয়া দেয়, তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর। ৯

সুরত—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা। **সুরতবর্দ্ধনং**—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী, যাহা তদ্রূপ সম্ভোগেচ্ছা বাড়াইয়া দেয়, সেই অধরামৃত। **শোকনাশনং**—শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার দরুণ যে-দুঃখ, তাহাকেই এস্থলে শোক বলা হইয়াছে, সেই শোকের নাশক হইল অধরামৃত। শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার দরুণ যে-তীব্র দুঃখ হৃদয়ে জন্মে, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করার সৌভাগ্য ঘটিলে সেই দুঃখ তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের মাধুর্য্য এতই অধিক যে, তাহার স্পর্শে চিত্তের যাবতীয় দুঃখ-শোক-ক্ষোভ তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়া যায়—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়। **স্বরিত-বেণুনা**—স্বরিত (স্বরযুক্ত, নাদিত) যে-বেণু, তদ্দারা, বেণু হইতে যখন স্বর বাহির হইতে থাকে, তখন সেই স্বরময় বেণুদ্বারা **সুষ্ঠু চুম্বিতং**—সুন্দররূপে চুম্বিত অধরামৃত, যে-অধরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বেণু নিনাদিত হইতে থাকে, সেই অধরের অমৃত, ধ্বনি এই যে—বেণুনাদের যে-মধুরত্ব, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের গুণেই, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত অত্যন্ত মধুর বলিয়াই তাহার স্পর্শে বেণুধ্বনির এত মাধুর্য্য।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে ব্রজসুন্দরীগণ যখন শোকমুগ্ধচিত্তে বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না, তখন যমুনা-পুলিনে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে আছে।

১০৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ১১০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮)—
ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বাধরামৃতরসেন জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ ব্রজস্যাতুলকুলাঙ্গনাস্তলনাবহিত-ব্রজসুন্দর্য্য স্তাসাং ইতররস-শ্রেণীষু যা তৃষ্ণা তাং হরতীতি স্বাভূতং সৎ প্রদীব্যদধরামৃতং যস্য সঃ। কিন্তুদিতি বাঞ্ছন্তী তস্য দুর্লভতামাহ সুকৃতীতি সুকৃতিভিঃ সুষ্ঠু চ তৎকৃতং কর্ম্মচেতি সুকৃতং তৎকর্ম্ম হরিতোষং যদিত্যাদ্যুক্তশুদ্ধভক্তি স্তদযুক্তৈরেব লভ্যঃ ফেলায়া ভক্ষ্যপেয়াদীনাং ভুক্তাবশেষস্য লবো যস্য সঃ। এবং সামান্যতঃ কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রং সম্পৃক্তং শংসন্তী সতী বিশেষতঃ কৃষ্ণেন স্বমুখাৎ স্বমুখে পূর্ব্বমর্পিত তাম্বূলচর্ব্বিতং স্পৃহয়ন্তী সতী পুন স্তং বিশিনষ্টি সুধাজিদিতি সুধাজিৎ। অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটিকা তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বনং যস্য সঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১০। রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার কথা যে শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোক, পরবর্ত্তী "ব্রজাতুল-কুলাঙ্গনে" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ১০। অন্বয়। ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ (যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাদিগের অন্যরসের তৃষ্ণাকে হরণ করেন) প্রদীব্যদধরামৃতঃ (যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে) সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ (যাঁহার ফেলালব সুকৃতিলভ্য) সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ (যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু) সখি (হে সখি)! সঃ (সেই) মদনমোহনঃ (মদনমোহন) মে (আমার) জিহ্বাস্পৃহাং (জিহ্বার স্পৃহাকে) তনোতি (বিস্তার করিতেছেন)।

অনুবাদ। স্বীয় অধরামৃতদ্বারা যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাগণের অন্যরস-সম্বন্ধীয় তৃষ্ণাকে হরণ করেন, যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার ফেলালব সুকৃতিলভ্য, যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু—হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বিস্তার করিতেছেন। ১০

এই শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন—হে সখি! স্বীয় অধরামৃত-রসের মাধুর্য্যদ্বারা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার জিহ্বাকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অধরামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার জিহ্বা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। কি রকম সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ? তাহাই বলিতেছেন কয়েকটি বিশেষণদ্বারা, এই বিশেষণগুলিতে প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিশেষণগুলি এই। **ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে-তররসালিতৃষ্ণাহরঃ**—ব্রজস্থ (ব্রজবাসিনী) অতুল (অতুলনীয়া) যে-কুলাঙ্গনা (কুলললনা, ব্রজতরুণী) তাঁহাদের ইতর (অন্যবস্তু—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদিব্যতীত অন্য) বস্তুসম্বন্ধীয় যে রসালি (রসসমূহ), সেই রসসমূহে যে-তৃষ্ণা (তাদৃশ রসাস্বাদনের যে-বাসনা), তাহা হরণ করেন যিনি—স্বীয় অধরামৃতদ্বারা, সেই মদনমোহন। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং সর্ব্বোপরি পাতিব্রত্যে যাঁহারা জগতে অতুলনীয়া, এতাদৃশী পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তকেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বীয় মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য বলবতী লালসায় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত হইতে অন্য সর্ব্ববিধ বাসনাকেই দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। **প্রদীব্যদধরামৃতঃ**—প্রদীব্যৎ (দীপ্তিশালী) যাঁহার অধরামৃত, সেই মদন-মোহন, যাঁহার অধরামৃত স্বীয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব-গুণে প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে। **সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ**—সুকৃতি-দ্বারাই (মহৎকৃপা বা কৃষ্ণকৃপা লাভ রূপ, অথবা, মহৎ-কৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানরূপ সুকৃতির ফলে) লভ্য (লাভ করা যায়) যাঁহার ফেলালব (উচ্ছিষ্ট-কণিকা), সেই মদনমোহন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১-৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুইশ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১১১

যথারাগঃ--

তনু-মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ—অহিবল্লিকা (পানের লতা), তাহার সুদল (সুন্দর পত্র) হইল অহিবল্লিকাসুদল অর্থাৎ পান, তাহার বীটিকা অর্থাৎ পানের খিলি, সেই খিলির চর্ব্বিত বা চর্ব্বণ যাহার (যে-শ্রীকৃষ্ণের), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল, তাহা কিরূপ? সুধাজিৎ—সৌগন্ধে ও সুস্বাদুতায় সুধাকেও পরাজিত করিতে সমর্থ। সুধা অপেক্ষাও মধুর, সুস্বাদু যাহার চর্ব্বিত তাম্বূল, সেই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলে তাঁহার অধরামৃতের স্পর্শ হয় বলিয়াই তাহার স্বাদ অমৃত অপেক্ষাও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের এইরূপ অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে বলিয়াই শ্রীমতী রাধিকা তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্লোকটীই ১১০ পয়ারে উল্লিখিত শ্লোক।

১১১। এত কহি—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক বলিয়া। **ভাবাবিষ্ট হঞা**—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-জ্ঞাপক শ্লোক পড়িয়া প্রভুও শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করার নিমিত্ত শ্রীরাধা যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে প্রভুও সেইরূপই উৎকণ্ঠিত হইলেন। **দুই শ্লোকের**—পূর্ব্ববর্তী "সুরতবর্দ্ধনম" এবং "ব্রজাতুল" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের। **প্রলাপ করিয়া**—দিব্যোন্মাদের ভাবে প্রলাপ করিতে করিতে।

১১২। প্রথমতঃ "সুরতবর্দ্ধন"-শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

তনু—দেহ। **ক্ষোভ**—চিত্তের চাঞ্চল্য। **তনু-মন করে ক্ষোভ**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত দেহ ও চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে চিত্তের বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে দেহেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। **বাঢ়ায়**—বর্দ্ধিত করে। **লোভ**—লালসা, ইচ্ছা। **সুরত**—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ কান্তাভাবোচিত বিলাসাদি। **বাঢ়ায়-সুরত-লোভ**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সুরত-লোভ বৃদ্ধি করে, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত হয়, কান্তাভাবোচিত বিলাসাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের নিমিত্ত বলবতী ইচ্ছা যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। (এই সুরত-লোভই বোধ হয় তনু মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে)। ইহা "সুরতবর্দ্ধনম"-অংশের অর্থ। **হর্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিজনিত হর্ষ। **শোক**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ। **আদি**-উৎকণ্ঠা প্রভৃতি। **বিনাশয়**—বিনষ্ট করে, দূর করে। **হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত হর্ষ-শোকাদির ভাব বিনষ্ট করে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে তাঁহার অপ্রাপ্তি বা বিরহজনিত দুঃখ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, দীর্ঘ-বিরহের পরে তাঁহার প্রাপ্তিবশতঃ যে-অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে, তাহাও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠাজনিত যে কষ্ট, তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকে কেবল অনবরত তাঁহার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত বলবতী লালসা, আর তাঁহার প্রীতি-বিধানার্থ কান্তাভাবোচিত বিলাসাদির লালসা। এই লালসার প্রবল স্রোতের মুখে হর্ষ-শোকাদির ভাব বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায়। ইহা শ্লোকস্থ "শোকনাশন"-শব্দের অর্থ।

এই ত্রিপদীতে "করে", "বাঢ়ায়" এবং "বিনাশয়" ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে, "সুরত-বর্দ্ধন"-শ্লোকস্থ "অধরামৃত" অথবা পরবর্ত্তী "অধর-চরিত"।

পাসরায়—ভুলাইয়া দেয়। **অন্যরস**—(অধর-সুধাব্যতীত) অন্য আস্বাদ্য বস্তু। **পাসরায় অন্যরস**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত নিজের আস্বাদন-চমৎকারিতায় অন্য আস্বাদ্য বস্তুর কথা, এমন কি সার্ব্বভৌমাদি সুখের কথা পর্য্যন্ত

নাগর ! শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভুলাইয়া দেয়। ইহা "সুরত-বর্দ্ধনং"-শ্লোকের "ইতর-রাগ-বিস্মারণং"-অংশের এবং "ব্রজাতুল"-শ্লোকের "ইতর-রসালি-তৃষ্ণাহর"-অংশের অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের মাধুর্য্য এত অধিক যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে অন্য কোনও আস্বাদ্যবস্তু আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আর ইচ্ছা হয় না এবং পূর্ব্বে অন্য কোন আস্বাদ্যবস্তু আস্বাদিত হইয়া থাকিলেও তাহার আস্বাদন মাধুর্য্যের কথা পর্য্যন্তও আর মনে থাকে না—অধর-রসের মাধুর্য্যে মন এতই বিভোর হইয়া থাকে।

আত্মবশ—নিজের বশীভূত, অধর-রসের বশীভূত।

জগৎ করে আত্মবশ—কৃষ্ণের অধরসুধা সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিয়া ফেলে। যাহার নিকটে কোনও উত্তম অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, লোক সাধারণতঃ তাহারই বশীভূত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস এতই মধুর এবং এতই মনোরম যে, যিনি একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে এই অধর-রসের বশীভূত হইয়া পড়েন, এই অধর-সুধা অনবরত পান করিবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়েন, এমন কি, স্বজন আর্য্যপথাদি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

লজ্জা—কুলবতীদিগের পক্ষে কুলত্যাগের লজ্জা। **ধর্ম্ম**—বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, পাতিব্রত্য। **ধৈর্য্য**—সহিষ্ণুতা, সংযমের সহিত নিজের চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করিবার ক্ষমতা। **করে ক্ষয়**—নষ্ট করে (অধর সুধা)

লজ্জা-ধর্ম্ম ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিলে রমণীগণ এতত আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন যে, তাহাদের চিত্তে আর ধৈর্য্য থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত কুলত্যাগ করিতেও তাহারা লজ্জা বোধ করেন না অম্লানবদনে তাহারা বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, গৃহধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিতে ইতস্ততঃ করেন না।

এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার মাদকতায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে লজ্জা, ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, তাঁহার সহিত সুরত-ক্রীড়ায় লালসাবতী, ইহা তাহাদের আত্ম-ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে। আত্ম-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছার নাম কাম, শুদ্ধপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কামের গন্ধমাত্রও নাই। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা, তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত যেনকান কাজই তাঁহারা করিতে পারেন—তাঁহাদের অন্য কোনও অপেক্ষাই নাই, অপেক্ষা কেবল কৃষ্ণ-প্রীতির। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি বা সুরত-ক্রীড়াদিই তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু নহে, এ সমস্ত তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সাধনের উপায় মাত্র। তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করেন, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা যে জড় প্রতিমার ন্যায় নির্লিপ্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন চুম্বনাদি অঙ্গীকার করেন, তাহাও নহে, তাহা করিলে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইত না, যাহাতে সুখ জন্মে, এমন কোনও কর্ম্মে উভয় পক্ষের একবিষয়-চিত্ততা না থাকিলে, তাহাতে সুখের চমৎকারিতা জন্মিতে পারে না, ভোজ্যরসের বৈচিত্রী আস্বাদন করিবার পক্ষে ভোক্তার বলবতী ক্ষুধা যেমন অপরিহার্য্য, তাহাকে পরিপাটীর সহিত ভোজন করাইবার নিমিত্ত পরিবেশকের বিশেষ উৎকণ্ঠাও সমভাবে অপরিহার্য্য। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি লাভের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মাইয়া দেন। তাই তাঁহাদের সুরত-লোভ, তাই তাঁহাদের তনু-মনঃ-ক্ষোভ, সমস্তই কৃষ্ণের সুখ-বৈচিত্রীর পরিপোষক।

১১৩। রাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক্ষণে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াই তাঁহার অধর-সুধার অপূর্ব্ব-শক্তির কথা বলিতেছেন।

আছুক নারীর কাজ, 　　কহিতে বাসিয়ে লাজ, 　　পুরুষে করে আকর্ষণ, 　　আপনা পিয়াইতে মন,
　　তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়। 　　　　　　অন্য রস সব পাসরায়॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাগর—রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ। **অধর-চরিত**—অধরের আচরণ, অধর-রসের কার্য্য। তোমার অধর সুধার কাহিনী শুন, নাগর। **মাতায় নারীর মন**—তোমার অধর-সুধা নারীর মনকে মত্ত করে, তোমার অধর সুধা পান করিবার তীব্র লালসায় নারীগণ উন্মত্তের প্রায় হইয়া পড়ে। অন্য মাদক দ্রব্য পান করার পরেই লোক মত্ত হয়, কিন্তু তোমার অধর-সুধা পান করিবার পূর্ব্বে, কেবলমাত্র পান করিবার লালসাতেই রমণীগণ উন্মত্ত হইয়া যায়। পান করার পরে যে-অবস্থা হয়, তাহা অবর্ণনীয়।

জিহ্বা করে আকর্ষণ—পান করার নিমিত্ত নারীগণের জিহ্বাকে আকর্ষণ করে, তোমার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত রমণীগণের এতই বলবতী লালসা জন্মে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারেই তোমার অধরের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে, চুম্বকের আকর্ষণে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড যেমন চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, তোমার অধর সুধার আকর্ষণে রমণীগণের জিহ্বাও তেমনি তোমার অধরের প্রতি ধাবিত হয়।

ইহা "ব্রজাতুল'-শ্লোকের "চলেতি জিহ্বা-স্পৃহাম্”-অংশের অর্থ।

বিপরীত—উল্টা, অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। **বিচারিতে** ইত্যাদি—হে কৃষ্ণ! হে নাগর! তুমি পুরুষ, আমরা নারী, তোমার অধর রস পানের নিমিত্ত আমাদের লালসা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু নাগর! অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তোমার অধর-রস পানের নিমিত্ত পুরুষেরও ক্ষোভ জন্মে, আবার অচেতন বস্তুরও ক্ষোভ জন্মে। (পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই বিষয় বিশদ্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে)। তাই বলিতেছি নাগর! তোমার অধরের আচরণের বিষয় যদি বিচার করি, তবে দেখিতে পাই যে, তাহার সমস্ত কার্য্যই বিপরীত, অদ্ভুত।

১১৪। আছুক নারীর কাজ—তোমার অধরের দ্বারা নারীর আকৃষ্ট হওয়ার কাজ তো আছেই। তোমার অধর নারীকে তো আকর্ষণ করেই, ইহা স্বাভাবিকই, কিন্তু নারীর কথা তো দূরে। **কহিতে বাসিয়ে লাজ**—বলিতে লজ্জা হয়। **ধৃষ্টরায়**—নির্লজ্জের চূড়ামণি। **পিয়াইতে মন**—পান করাইতে ইচ্ছা।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিলেন—'নাগর! তুমি পুরুষ, পুরুষের মধ্যে রত্ন, আর আমরা নারী, তোমার অধর রস আমাদিগকে তো আকর্ষণ করিবেই, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু নাগর! কি বলিব, বলিতে লজ্জাও হয়, তোমার অধর এমনি নির্লজ্জ, এমনি নির্লজ্জের শিরোমণি যে সে পুরুষকেও আকর্ষণ করে। পুরুষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিজের রস (অধর রস) পান করাইতে চায়। আবার পুরুষকে পর্য্যন্ত তোমার অধর এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যে, আমাদের কথা তো দূরে—পুরুষও অন্য রসের কথা সমস্ত ভুলিয়া যায়। কেবল তোমার অধর-রস পান করিবার লালসাতেই মত্ত হইয়া যায়।"

অথবা, "অধর" পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া দিব্যোন্মাদবশতঃ অধরকেই পুরুষ মনে করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিতেছেন—"নাগর! তোমার অধর পুরুষ, আর আমরা নারী, পুরুষ হইয়া তোমার অধর নারী-আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিকই, কিন্তু নাগর! বলিতে লজ্জা হয়—তোমার অধর এতই নির্লজ্জ যে, সে পুরুষ হইয়া পুরুষকে আকর্ষণ করে। পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া পুরুষের অন্যরসের কামনা ভুলাইয়া তাহাকে নিজের রস (অধর-রস) পান করাইতে চায়।" অধর-রস কোন্ পুরুষকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে পুরুষকেও আকর্ষণ করে, এমন কি বন-বিহঙ্গগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়:—"প্রায়ো বতাম্ব বিহগা বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্। আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির-প্রবালান্ শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১০।২১।১৪॥"

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১১৫

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা
গোপীগণে জানায় নিজ পান—।
অহো শুন গোপীগণ। বলে পিঙ তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১১৫। **সচেতন**—যাহার চেতনা আছে, যাহা জড় নহে। **অচেতন**—যাহার চেতনা নাই, যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ। **বাজিকর**—ভেল্কীওয়ালা, হাতের কৌশলে বা মন্ত্রবলে যে ব্যক্তি অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখায় বা অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।

"নাগর। সচেতন বস্তুর আকর্ষণের কথা তো বরং বুঝা যায়, সচেতন বস্তুর বিচার-বুদ্ধি আছে, অনুভব শক্তি আছে, তাতে তোমার অধর রসের অপূর্ব্ব আস্বাদন চমৎকারিতা অনুভব করিয়া, নারীই বল, আর পুরুষই বল,—যে-কোনও সচেতন বস্তুই তোমার অধর রসের লোভে আকৃষ্ট হইতে পারে, ইহা না হয় ধরিয়াই লইলাম। কিন্তু নাগর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার অধর অচেতন বস্তুকেও—যাহার জ্ঞান নাই, অনুভব শক্তি নাই, এমন অচেতন বস্তুকেও—আকর্ষণ করিয়া থাকে, কেবল আকর্ষণ করা নহে, অচেতন বস্তুকেও সচেতন করিয়া ফেলে, তাহার ইন্দ্রিয়াদি জন্মাইয়া দেয়। চুম্বক অচেতন লৌহকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু লৌহকে সচেতন করিতে পারে না, লৌহের ইন্দ্রিয় মন জন্মাইতে পারে না। বাজিকরের কৌশলে কোনও কোনও সময়ে কাগজাদি জড়বস্তু নির্ম্মিত অচেতন পক্ষী আদিকে সচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে—উড়িয়া যাইতে, ডাকিতে—দেখা যায়। নাগর। তোমার অধরও দেখিতেছি খুব বড় একজন কৌশলী বাজিকর। সে শুষ্কবাঁশের বাঁশীটাকেও সচেতন করিতে পারে। তাহাদ্বারা রসপান করাইতে পারে, কথা বলাইতে পারে।"

শুষ্কেন্ধন—শুষ্ক ইন্ধন (রন্ধনের কাঠ)। যাহাদ্বারা লোকে আগুন জ্বালায়, এরূপ একখানা শুকনা কাঠ। **তার**—বেণুর। **ইন্দ্রিয়**—চক্ষু-কর্ণাদি। **আপনা**—আপনাকে, নিজেকে, অধর রসকে। **পিয়ায়**—পান করায়। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

"নাগর। তোমার অধর যে বাজিকরী জানে, তাহা দেখাইতেছি, শুন। তোমার যে বংশী তাহাতো এক খণ্ড শুষ্ক বাঁশের দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে, এইরূপ বাঁশের দ্বারা লোকে রন্ধনের নিমিত্ত আগুনই জ্বালাইয়া থাকে, সুতরাং ইহার যে কোনরূপ চেতনা নাই, ইন্দ্রিয় নাই, অনুভব শক্তি নাই, তাহা তুমিও বুঝিতে পার। কিন্তু নাগর। কি আশ্চর্য্য। তোমার অধরের বাজিকরীতে এই শুখনা বাঁশের কাঠিখানিরও দেখিতে পাই—রসনাদি ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, মন জন্মিয়াছে। রসনা জন্মাইয়া তোমার অধর নিরন্তরই এই বেণুকে নিজের রস পান করাইয়াছে। আবার এই অদ্ভুত বেণুও রসনা লাভ করিয়া অনবরতই তোমার অধর রস পান করিতেছে। নাগর। তোমার অধর বাস্তবিকই বাজিকর।"

শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইবার নিমিত্ত অধরে বেণু ধারণ করিয়া থাকেন। দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্-মহাপ্রভু মনে করিতেছেন, বেণু যেন কৃষ্ণের অধর-রসের লোভে আকৃষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করিতেছে, অধর-সুধা যখন পান করিতেছে, তখন এই বেণুর রসনাও (জিহ্বাও) আছে, কিন্তু বেণুর তো জিহ্বা থাকিবার কথা নয়। তাই তিনি মনে করিলেন, কৃষ্ণের অধরের শক্তিতেই বেণুর জিহ্বার উদ্ভব হইয়াছে। সেই জিহ্বার সাহায্যেই বেণু সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে। এই উক্তির ধ্বনি এই যে, বেণু নিরন্তরই কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে, কিন্তু আমরা নারী হইয়াও তাহা পান করিতে পাইতেছি না। ইহাতে বেণুর প্রতি ঈর্ষ্যাই প্রকাশ পাইতেছে।

১১৬। বেণুর ধৃষ্টতার কথা বলিতেছেন। **পুরুষাধর**—পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস। **পিঞা পিঞা**—পান করিয়া করিয়া। **নিজ পান**—নিজে যে অধর-সুধা পান করিতেছে সেই সংবাদ।

তবে মোরে ক্রোধ করি,　লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
　ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর,　তোমারে মোর নাহি ডর,
　অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥ ১১৭

অধরামৃত নিজ স্বরে,　সঞ্চারিয়া সেই বলে,
　আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি,　রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
　তবে আমার করে বিড়ম্বন ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"নাগর। তোমার বেণুর ধৃষ্টতার কথা শুন। তুমি পুরুষ, আমরা নারী, তুমি গোপ, আমরা গোপী, তাই তোমার অধর-রসে আমাদেরই অধিকার, বংশজাতীয় পুরুষ বেণুর তাহাতে কোনও অধিকারই নাই। কিন্তু এই ধৃষ্ট বেণু পুরুষ হইয়াও পুরুষ-তোমার অধর রস পান করিতেছে। কেবল যে পান করিয়াই চুপ করিয়া আছে, তাহা নহে। কি নির্লজ্জ বেণু! সে পুরুষের অধর সুধা পান করিতে করিতে আবার আমাদিগকে—গোপীদিগকে, তোমার অধর সুধায় যাদেরই একমাত্র অধিকার সেই গোপী আমাদিগকে—ডাকিয়া জানাইতেছে যে, সে তোমার অধর-সুধা পান করিতেছে।"

কৃষ্ণাধর রস পান করিতে করিতে বেণু গোপীদিগকে কি বলিতেছেন, তাহা তিন ত্রিপদীতে ব্যক্ত হইতেছে।

"অহো শুন গোপীগণ" ইত্যাদি বেণুর উক্তি। **বলে**—বলপূর্ব্বক, আমার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও। **পিঙ**—পান করিতেছি। **তোমার ধন**—শ্রীকৃষ্ণের অধর রস, যাহাতে একমাত্র তোমাদেরই অধিকার। **অভিমান**—শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমরাই অধিকারিণী, এই অভিমান।

১১৭। তবে—যদি তোমাদের অভিমান থাকে, তবে। **লজ্জা**—লোক-লজ্জা। **ভয়**—গুরুজনের ভয়। **ধর্ম্ম**—কুলধর্ম্ম, পাতিব্রত্যাদি। **ছাড়ি**—ছাড়িয়া। **ছাড়ি দিমু**—অধর-রস পান করা আমি ত্যাগ করিব। **করসিঞা পান**—আসিয়া (অধর রস) পান কর। "লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি"র সঙ্গে ইহার অন্বয়। "কর আসি পান" এবং "আইস দিমু যেন কর পান" পাঠান্তরও আছে। **নহে**—লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি না আইস। **পিমু**—পান করিব। **ডর**—ভয়। **দেখোঁ**—দেখি, মনে করি। **তৃণের সমান**—তুচ্ছ।

এই ত্রিপদীর ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অধর রস পান করিয়া বেণুর এতই আনন্দমত্ততা জন্মিয়াছে যে, সে অপর কাহাকেও তৃণবৎ জ্ঞানও করে না।

"অহো শুন" হইতে "তৃণের সম" পর্য্যন্ত:—নাগর। ধৃষ্ট বেণু তোমার অধর-রস পান করিতে করিতে আমাদিগকে ডাকিয়া কি বলে, তাহা বলি শুন। বেণু বলে—"হে গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমাদেরই অধিকার বটে, কিন্তু তোমাদিগকে না দিয়া আমিই তাহা বলপূর্ব্বক পান করিতেছি। তাই বলি, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমরাই অধিকারিণী, এইরূপ অভিমান যদি তোমাদের থাকে, তবে আইস, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমরা লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, গুরুজনের ভয় ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস, আসিয়া কৃষ্ণের অধর রস পান কর। তোমাদের সম্পত্তি তোমরাই ভোগ কর, তোমরা আসিলেই আমি ইহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। তোমরা যদি না আইস, তবে আমিই সর্ব্বদা এই অধর-রস পান করিব, তাতে আমি তোমাদের ভয় করিব না, আমি কাহাকেও কখনও ভয় করি না, অন্যকে আমি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভয় করিব কেন? অন্যে আমার কি করিবে?"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ মনে করেন যে, বেণু বুঝি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল কথাই বলিতেছে। আর, বেণু-ধ্বনি শুনিয়া লজ্জা-ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্যই তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে।

১১৮। এই ত্রিপদীর অন্বয়:—বেণু নিজের স্বরে তোমার (কৃষ্ণের) অধরামৃত সঞ্চারিত করিয়া সেই বলে (শক্তিতে) ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করে।

নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোকে করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায় ॥ ১১৯

শুষ্কবাঁশের কাঠিখান এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই ॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অধরামৃত—রসের অধর রস। **নিজ স্বরে**—বেণুর নিজের ধ্বনিতে। **সঞ্চারিয়া**—সঞ্চারিত করিয়া, মাখাইয়া। **সেই বলে**—সেই শক্তিতে, অধরামৃতের শক্তিতে। ইহার ধ্বনি এই যে, বেণুর নিজের স্বরে এমন কোনও শক্তি নাই, যাতে সে ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু বেণুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হওয়াতে বেণুর স্বরও অধর-রসের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছে, তাই সে ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, কারণ, কৃষ্ণের অধরামৃতের ত্রিজগৎ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে।

ত্রিজগতের জন—"ত্রিজগতের মন" এই পাঠও আছে।

বিড়ম্বন—লাঞ্ছনা দুর্গতি।

ধৈর্য্য ধরি—তোমার অধর রস পান করিবার নিমিত্ত আমরাও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল হই সত্য, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় যদি আমরা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকি।

রাধাভাবে প্রভু আরও বলিলেন—"কিন্তু নাগর। আমরা (গোপীগণ) যদি ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক গৃহে বসিয়া থাকি, তোমার নিকট না আসি, তাহা হইলে সেই ধৃষ্ট বেণু আমাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিতে থাকে। কিরূপে লাঞ্ছনা করে, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে ব্যক্ত আছে।

১১৯। **নীবি**—কটিবন্ধন। **খসায়**—খুলিয়া দেয়। **গুরু-আগে**—শাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে। **কেশে ধরি**—চুলে ধরিয়া।

"নাগর। তোমার বেণু কিরূপে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করে, তাহা বলি শুন। আমরা যখন শাশুড়ী আদি গুরুজনের নিকটে থাকি, তোমার ধৃষ্ট বেণু তখনও আমাদের কটিবন্ধন খুলিয়া দেয়, তখন আমাদের উলঙ্গ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়ে। নাগর। তোমার বেণুর দৌরাত্ম্যে আমাদের লজ্জা গেল, সবই গেল। কেবল কটিবন্ধন শিথিল করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, তোমার বেণু আমাদিগকে যেন বলপূর্ব্বক কেশে ধরিয়াই তোমার নিকটে লইয়া আসে, আনিয়া তোমার চরণে দাসী করিয়া দেয়। আমাদের এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া লোকে হাসি ঠাট্টা করে। নাগর। তোমার ধৃষ্ট বেণু এইরূপেই আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেছে। তোমার বেণুর এমনই শক্তি যে, আমরা আর স্ববশে থাকিতে পারি না, পুতুলের ন্যায় তাহার ইচ্ছানুসারে, তাহারই হাতে এইভাবে আমাদিগকে নৃত্য করিতে হয়।'

তাৎপর্য্য এই :—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির এমনি মোহিনী শক্তি, এমনি সুরত-বাসনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা যে, তাহা শুনিয়া গোপ কিশোরীগণ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন না, লজ্জা মর্য্যাদার কথা তো তাঁহারা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যায়েন। শাশুড়ী-আদি গুরুজনের সাক্ষাতেও যখন তাঁহারা থাকেন, তখনও যদি কৃষ্ণের বেণু ধ্বনি শুনিতে পায়েন, তাহা হইলেও সুরত-বাসনার উদ্দীপনায় তাঁহাদের কটিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, লজ্জা ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তখনই কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়েন, দাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নিমিত্ত তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন। শারদীয় মহারাসের রজনীতেও এইরূপ হইয়াছিল।

১২০। **শুষ্ক বাঁশের কাঠি খান**—কৃষ্ণের বেণু।

দশা—অবস্থা। **গোসাঞি**—গোস্বামী, ভগবান।

"নাগর। তোমার বেণুটী তো শুষ্ক বাঁশের তৈয়ারী, তাতেই সে আমাদিগের এত অপমান করে। আমাদের লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ করায়। কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার চরণে আমাদিগকে দাসী করে। আমরা কুলকামিনী,

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে-অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১২১

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায় ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কখনও ঘরের বাহির হই না, স্বপ্নেও পরপুরুষের মুখ দেখি না, সেই আমাদিগের এত লাঞ্ছনা, তোমার বেণুর হাতে॥ তোমার বেণু আমাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বনে আনিয়া পরপুরুষের দাসী করিয়া দেয়॥ হা বিধাতঃ! আমাদিগের অদৃষ্টে কি এতই লাঞ্ছনা তুমি লিখিয়াছিলে?

না সহি—বেণুর অত্যাচার সহ্য না করিয়াই বা। **তাহে**—তাই, সেইজন্য। **মৌন ধরি**—চুপ করিয়া। **চোরার মাকে** ইত্যাদি—চোর চুরি করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সেই দুঃখে তাহার মাতা যেমন পুত্রের নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে না, কারণ কান্না শুনিয়া পাছে রাজকর্ম্মচারী আসিয়া পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার বেণুর অত্যাচারেও আমরা লোকলজ্জা ভয়ে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে পারি না। তাহার অত্যাচার অসহ্য হইলেও নীরবে আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

"নাগর! শুন তোমার অধর চরিত" বলিয়া যে কৃষ্ণাধরের আচরণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এই ত্রিপদী পর্য্যন্ত তাহা শেষ হইল।

১২১। **অধরের এই রীতি**—নাগর! এইরূপই (পূর্ব্বোক্তরূপই) তোমার অধরের আচরণ। **রীতি**—নিয়ম, স্বভাবধর্ম্ম; তোমার অধর বস সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাকে, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম্ম।

কুনীতি কুৎসিত পন্থা। **মেলা**—মিলন।

'নাগর! এইরূপই তোমার অধরের ব্যবহার। সেই অধরের সঙ্গে যাহাদের মেলামেশা হয়, এক্ষণে তাহাদের কুৎসিত আচরণের কথা শুন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ষ্য ভোজ্য পানাদির কথাই বলা হইতেছে।

ভক্ষ্য ভোজ্যপান—যাহা ভোজন করা হয় বা যাহা পান করা হয়, **সেই ভক্ষ্য ভোজ্যপান**—কৃষ্ণাধর স্পৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য বা পানীয়। শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা ভোজন করেন, তাহার সহিত তাঁহার অধরের সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণাধর রস সঞ্চারিত হয়। **ভক্ষ্য ভোজ্য**—যে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের যোগ্য। **হয় অমৃতসমান**—তোমার অধরস্পৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় অমৃতের তুল্য স্বাদু হয়।

১২২। **সে ফেলার**—সেই কৃষ্ণ-ফেলার, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের। **এক লব**—এক কণিকাও। **না পায় দেবতাসব**—দেবতাগণও পাইবার যোগ্য নহেন। **এ দম্ভে**—কৃষ্ণ-ফেলার এই অহঙ্কারের কথা, অন্যের কথা তো দূরে, দেবতারাও নাকি ইহা পাইবার যোগ্য নহে, ইহাই কৃষ্ণ-ফেলার দম্ভের হেতু। **কে বা পাতিয়ায়**—কে বিশ্বাস করিবে? কেহই বিশ্বাস করিবে না। **পাতিয়ায়**—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে। **পুণ্য**--সৎকর্ম্ম, স্বর্গাদিপ্রাপক সৎকর্ম্ম নহে, শুদ্ধা প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠান-রূপ সৎকর্ম্ম। **সুকৃতি**—উত্তম কৃতি বা কর্ম্ম যাঁহার; যিনি বহু জন্ম পর্য্যন্ত নিরপরাধে শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

এইরূপই এই ত্রিপদীর "পুণ্য" ও "সুকৃতি" শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু বাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বোধ হয় এ-স্থলে পুণ্য-শব্দের সাধারণ অর্থের কথাই বলিতেছেন।

"নাগর! তোমার অধরের ধৃষ্টতার কথা তো বলিলাম, যাহাদের সঙ্গে তোমার সেই অধরের সংযোগ হয়, এক্ষণে তাহাদের কথাও কিছু শুন। তোমার অধর অত্যন্ত দাম্ভিক, আর যাহাদের সঙ্গে তোমার অধরের সংযোগ হয়, সঙ্গ-দোষে তাহারাও ভয়ানক দাম্ভিক হইয়া পড়ে। নাগর! তুমি যাহা ভোজন কর, কিম্বা যাহা পান কর, তোমার অধরের সহিত তাহার সংযোগ তো হয়ই। কিন্তু তোমার ধৃষ্ট দাম্ভিক অধরের সঙ্গ পাইয়াই তোমার ভোজ্য

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভপরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত-সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥ ১২৩

এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটি,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ?।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত-পান॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পানীয়াদিও দাম্ভিক হইয়া পড়ে—বলে, 'আমরা' অমৃতের সমান স্বাদু হইয়াছি, আমাদিগকে এখন হইতে আর কেহ ভোজ্য-পানীয় বলিয়া ডাকিবে না, এখন হইতে আমাদের নাম কৃষ্ণ-ফেলা, কৃষ্ণ-ফেলা বলিয়াই ডাকিবে।' আরও কি বলে শুন। বলে 'দেবতারাও আমাদের (কৃষ্ণ-ফেলার) এক কণিকা পর্য্যন্ত পাইবার যোগ্য নহে।' নাগর। তোমার ভোজ্য-পানীয়ের, তোমার ভুক্তাবশেষের এইরূপ দম্ভসূচক কথায় কে বিশ্বাস করিবে, বলিতে পার? তোমার ভুক্তাবশেষ বলে—যে-ব্যক্তি বহু জন্ম পর্য্যন্ত বহু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে, একমাত্র সে-ব্যক্তিই নাকি তোমার ভুক্তাবশেষের কণিকা লাভ করিবার পাত্র।"

শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর এই উক্তিগুলি কৃষ্ণাধরামৃতের নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। বাহ্যতঃ ইহা বৃন্দাবনেশ্বরীর অবজ্ঞা বাক্য। এই উক্তিগুলির গূঢ় মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ:—ভোজ্য-পানীয়ের সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের সংযোগ হয়, তখন তাহা দেবতাদের পক্ষেও দুর্ল্লভ-বস্তু হইয়া পড়ে, বহু জন্ম ব্যাপিয়া শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই কৃষ্ণাধরামৃতের কণিকা লাভ করিতে সমর্থ।

ইহা "ব্রজাতুল"-শ্লোকে "সুকৃতি-লভ্য ফেলালবের" অর্থ।

১২৩। **তাম্বূল**—পান। **নাহি মূল**—মূল্য নাই, অমূল্য। **তার যে বা উদ্গার**—সেই তাম্বূলের যে উদ্গার। **আলবাটী**—চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি ফেলিবার পাত্র। পিক্দানী।

"নাগর। তোমার চর্ব্বিত তাম্বূলের দম্ভের কথা শুন। তুমি যে-তাম্বূল চর্ব্বণ কর, তাহার সহিত তোমার অধরের সংযোগ হয়, তাতেই গর্ব্বিত হইয়া তোমার তাম্বূল বলে যে, সে নাকি একটি অমূল্য বস্তু, নাগর। তোমার তাম্বূলের এই দম্ভ কি সহ্য হয়? কেবল কি ইহাই? তুমি মুখ হইতে যে-চর্ব্বিত তাম্বূল ফেলিয়া দাও, সে বলে, ইহা নাকি অমৃত অপেক্ষাও দুর্লভ। অমৃত অপেক্ষাও স্বাদু ও লোভনীয়॥ আর, সে-এমনি দাম্ভিক যে, সে অন্য কোনও পিক্দানীতে পতিত হইবে না, গোপীদিগের মুখকেই সে পিক্দানী করিয়াছে॥"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল অমৃতকেও পরাজিত করিয়া থাকে, এবং ইহার অপূর্ব্ব স্বাদুতায় মুগ্ধ হইয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিজেদের মুখেই ইহা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

ইহা "সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ"-এর অর্থ।

১২৪। **কুটীনাটি**—কুটিলতা। **কাহে**—কেন? **নহ**—হইও না। **বধভাগী**—বধের ভাগী।

"নাগর। এই সমস্ত তোমারই কুটিলতার ফল। তোমার কুটিলতা-বশতঃ তুমি তোমার অধরের দ্বারা এ-সব কাজ করাইতেছ। এসব কুটিলতা ত্যাগ কর। বেণুর যোগে অধর-সুধা পাঠাইয়া কেন আমদের প্রাণ হরণ করিতেছ? ইহাতে তোমার আনন্দ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের যে প্রাণ যায়। নিজের কৌতুকের নিমিত্ত কেন নারীবধের ভাগী হইতেছ? এসব ত্যাগ কর।" এসব কথা বলিতে বলিতেই প্রভুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, ক্রোধের ভাব দূরীভূত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার কথা বলিতে বলিতে অধর-সুধা পানের নিমিত্ত লালসার উদয় হইল, তাই রাধাভাবে প্রভু আবার বলিলেন "নাগর! আমাদিগকে তোমার অধরামৃত দান কর, প্রাণে বাঁচাও।"

দেহ নিজাধরামৃত-পান—"সুরতবর্দ্ধনং"-শ্লোকের "বিতর নস্তেঽধরামৃতং"-এর অর্থ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুর উক্ত প্রলাপবাক্য-সমূহে—বেণুকে পুরুষ মনে করা, বেণুর ইন্দ্রিয়-মনাদির অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করা, গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বেণু ধৃষ্টতামূলক বাক্য প্রকাশ করিতেছে মনে করা প্রভৃতি বাক্যে—ভ্রমাভা বৈচিত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমাভা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদের লক্ষণ, সুতরাং প্রভুর এই প্রলাপ বাক্যটী দিব্যোন্মাদের প্রলাপই। আর, ইহা যখন প্রেমবৈবশ্যের বাচনিক অভিব্যক্তি, তখন ইহা চিত্রজল্পাদিরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা চিত্রজল্প নহে, কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিরহ সময়ে দূতরূপে সমাগত কোনও কৃষ্ণ-সুহৃদের উপস্থিতিতেই এবং ঐ কৃষ্ণ-সুহৃদকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্রজল্পের বাক্যগুলি উক্ত হয়—"প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে।" আর চিত্রজল্পে কৃষ্ণের প্রতি গূঢ় রোষও প্রকাশ পায়—"গূঢ়-রোষাভিজৃম্ভিতঃ।" চিত্রজল্পের অন্তে, তীব্র উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পায়—"যন্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।" "প্রেষ্ঠস্য সুহৃদলোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরি ভাবময়ো জল্পো যন্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ উ নী স্থা ১৪০।"

উক্ত প্রলাপের সর্বশেষে "দেহ নিজাধরামৃত দান"-বাক্য উৎকণ্ঠার এবং "এসব তোমার কুটিনাটি ছাড় এই পরিপাটী, বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ। আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী" ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি গূঢ় রোষের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে কোনও কৃষ্ণদূতের বা কৃষ্ণসুহৃদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া এবং প্রলাপের বাক্যগুলিও কোনও সুহৃদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া এই প্রলাপটী চিত্রজল্পের উদাহরণরূপে গণ্য হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, ইহা চিত্রজল্পের অন্তর্গত প্রজল্প। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রজল্পে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ থাকিবে এবং প্রজল্পের বিশেষ লক্ষণও থাকিবে। কিন্তু এই প্রলাপে চিত্রজল্পের সকল সাধারণ লক্ষণ নাই—কৃষ্ণসুহৃদের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা চিত্রজল্পই হয় না, প্রজল্প হইবে কিরূপে? প্রজল্পের বিশেষ লক্ষণগুলি বিচার করা যাউক। প্রজল্পে অসূয়া, ঈর্ষ্যা, মদযুক্ত অবজ্ঞা-মুদ্রা এবং কৃষ্ণের অকৌশলের (অর্থাৎ অনিপুণতার) কথা থাকে। অসূয়েয্যা মদযুজা যোহবধীরণ-মুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥ উ নী স্থা ১৪১। এই প্রলাপে বেণুর প্রতি অসূয়া এবং ঈর্ষ্যা আছে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ হইয়া পুরুষ বেণুকে স্বীয় অধরামৃত দিতেছেন বলায় তাঁহার অকৌশলের কথাও আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, এবং "সই ভক্ষ্য ভোজ্য পান" ইত্যাদি ত্রিপদীতে অবজ্ঞা-মুদ্রারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু গোপীর আত্মোৎকর্ষসূচক মদ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং বেণুর অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হওয়ার উক্তি থাকায় নিজের অসহায় অবস্থাই প্রলাপে সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক প্রজল্পের সমস্ত বিশেষ লক্ষণ ইহাতে যদিও বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলেও ইহা প্রজল্প হইত না, কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান নাই।

দিব্যোন্মাদ জনিত প্রেমবৈবশ্যের দুই রকম অভিব্যক্তি—কায়িক ও বাচনিক। কায়িক অভিব্যক্তির নাম উদ্ঘূর্ণা—"স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য চেষ্টিতম্—উ নী স্থা ১৩৭। আর বাচনিক অভিব্যক্তির চিত্রজল্পাদি অনেক ভেদ আছে। "উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতা।—উ নী স্থা ১৩৭। জল্প-শব্দেই বাচনিক অভিব্যক্তি সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাচনিক অভিব্যক্তির মধ্যে চিত্রজল্প এক রকম ভেদ মাত্র, তাহা ছাড়া আরও অনেক রকমের ভেদ আছে, "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" শব্দের অন্তর্গত "আদ্যাঃ" শব্দেই অন্যান্য ভেদের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য প্রলাপ-বাক্যটীও এই "আদ্যা" শব্দে লক্ষিত বহুবিধ ভেদের একটী ভেদ বলিয়া মনে হয়।

মাদনাখ্য মহাভাবের একটি বৈচিত্রী এই যে, ইহাতে ঈর্ষ্যার অযোগ্য বস্তুতেও বলবতী ঈর্ষ্যা অভিব্যক্ত হয়। "অত্রের্ষ্যায়া অযোগ্যেঽপি প্রবলের্ষ্যা বিধায়িতা।—উ. নী স্থা ১৫৭।" আলোচ্য প্রলাপে অযোগ্য বেণুর প্রতিও তীব্র ঈর্ষ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহাতে মাদনাখ্য মহাভাব প্রকটিত হয় নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে,

কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল ।
ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাঢ়িল ॥ ১২৫
পরমদুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত ।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১২৬
যোগ্য হঞা তাহা কেহো করিতে না পায় পান ।
তথাপি নিলজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১২৭
অযোগ্য হঞা তাহা কেহো সদা পান করে ।
যোগ্যজন নাহি পায়—লোভে মাত্র মরে ॥ ১২৮
তাহে জানি, কোন তপস্যার আছে বল ।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১২৯
কহ রামরায় ! কিছু শুনিতে হয় মন ।
ভাব জানি পঢ়ে রায় গোপিকার বচন ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অথবা মিলনের অনুভবেই মাদনের অভিব্যক্তি, আলোচ্য প্রলাপে মিলন বা মিলনের অনুভব নাই, আছে তীব্র বিরহের ভাব।

১২৫। ভাব ফিরি গেল—প্রভুর মনে ক্রোধ এবং উৎকণ্ঠা উভয়ই ছিল, ক্ষণে তাহার পরিবর্তন হইল—অধর রসের মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে তৎপ্রতিই চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তাহাতে ক্রোধ দবীভূত হইল উৎকণ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল।

১২৬। কৃষ্ণের অধরামৃতের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ এই পয়ার প্রভুর উক্তি।

১২৭। যোগ্য—পানের যোগ্য, গোপীগণ।

যোগ্য হঞা ইত্যাদি—কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার যোগ্য হইয়াও কেহ কেহ তাহা পান করিতে পারে না। প্রভুর উক্তির ধ্বনি এই :—শ্রীকৃষ্ণ গোপ আমরা গোপী সুতরাং আমরাই তাহার অধরামৃত পান করার যোগ্যা পাত্রী, কিন্তু বেণুর অত্যাচারে আমরা তাহা পান করিতে পারিতেছি না।

তথাপি ইত্যাদি—বেণু অযোগ্য হইয়াও পান করিতেছে, আর আমরা যোগ্য হইয়াও তাহা পান করিতে পাইতেছি না, ইহা অপেক্ষা আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে। এত লজ্জায় প্রাণ ত্যাগ করাই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের প্রাণ এতই নিলজ্জ যে, এখনও আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হইতেছে না।

১২৮। অযোগ্য—অধরামৃত পান করার অযোগ্য, প্রাণহীন বেণু।

কেহো—বেণু। **যোগ্যজন**—গোপীগণ।

"বেণু—প্রাণহীন শুষ্ক বাঁশের বেণু কৃষ্ণাধরামৃত পানের পক্ষে সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াও সর্ব্বদা তাহা পান করিতেছে আর আমরা গোপীগণ, যোগ্যা হইয়াও তাহা পাইতেছি না কেবল লোভের তাড়নায় ছুট ফট করিয়া মরিতেছি।'

১২৯। তাহে—তাহা হইতে, অযোগ্যও পান করে, অথচ যোগ্যা পান করিতে পাইতেছে না, ইহা দেখিয়া। **তপস্যা**—তপের অনুষ্ঠান। **বল**—শক্তি। **অযোগ্যের** ইত্যাদি—যে তপস্যার ফল অযোগ্যকেও কৃষ্ণাধরামৃত-রূপ ফল দেওয়ায়।

"যোগ্য হইয়াও আমরা যাহা পাইতেছি না, বেণু অযোগ্য হইয়াও সর্ব্বদা সেই কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছি। ইহাতে মনে হয়, যেন এমন কোনও তপস্যা আছে, যাহার অনুষ্ঠানে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, বোধ হয় বেণু সেই তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহারই ফলে অযোগ্য হইয়াও বেণু কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছে।'

১৩০। এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর কিঞ্চিৎ অর্দ্ধবাহ্য হইল, কিন্তু অন্তরে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, এমতাবস্থায় প্রভু রামরায়কে আদেশ করিলেন, কোনও শ্লোক পড়ার নিমিত্ত। রামরায়ও প্রভুর মনের ভাব জানিয়া ভাবের অনুকূল "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং"-শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

তথাহি (ভা —১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অন্যা ঊচুঃ হে গোপ্য অয়ং বেণুঃ কিং স্ম পুণ্যমাচরৎ কৃতবান্। কা। যদ যস্মাৎ গোপিকানামেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথং অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি। যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্টঃ তা মাতৃতুল্যা হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচো বিকশিতকমলমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতস্তে তরবোঽপি মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যা বৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বৎ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ১১। অন্বয়। গোপ্যঃ (হে গোপীগণ)। অয়ং বেণুঃ (এই বেণু) কিং স্ম (কি অপূর্ব্ব) কুশলং (পুণ্য) আচরৎ (আচরণ করিয়াছে)? [যৎ] (যেহেতু) গোপিকানাম্ অপি (গোপিকাদিগেরই—গোপীদেরই ভোগযোগ্য) দামোদরাধরসুধাং (শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা) স্বয়ং (স্বয়ং) অবশিষ্টরসং (নিঃশেষরূপে) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ—পান করিতেছে); হ্রদিন্যঃ (হ্রদিনীসকল) হৃষ্যত্ত্বচঃ (রোমাঞ্চিত হইতেছে) আর্য্যাঃ যথা (কুলবৃদ্ধগণের ন্যায়) তরবঃ (বৃক্ষগণ) অশ্রু (অশ্রু) মুমুচুঃ (পরিত্যাগ করিতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুরী শুনিয়া কোনও ব্রজসুন্দরী কহিলেন—হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যাচরণ করিয়াছে জানি না। যেহেতু এই বেণু গোপীদিগেরই ভোগযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা স্বয়ং যথেষ্টভাবে নিঃশেষরূপে পান করিতেছে—যাহাতে কিছুমাত্রও রস অবশিষ্ট রাখিতেছে না। (এই বেণুর আরও সৌভাগ্য দেখ)—যেরূপ আর্য্য কুলবৃদ্ধগণ (স্ববংশে ভগবদ্ভক্তের জন্ম দেখিয়া) আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন এবং রোমাঞ্চিত হন, সেইরূপ (যাহাদের জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছে, সেই মাতৃতুল্যা) হ্রদিনী সকল (ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া বিকশিত কমলচ্ছলে) রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে এবং (যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই) তরুগণও (মধুধারাচ্ছলে) আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ১১

কোনও গোপী তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—সখিগণ! এই শুষ্ককাষ্ঠের বেণু এজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে—নিশ্চয়ই কোনও তপস্যা করিয়া থাকিবে; নচেৎ—গোপজাতীয়া—আমাদেরই স্বজাতীয় গোপ শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা—যাহা স্বজাতীয় বলিয়া—একমাত্র আমাদেরই ভোগ্য সেই—অধরসুধা এই বংশী কিরূপে পান করিতে পারিবে? **গোপিকানাম্ দামোদরাধরসুধাম্**—গোপীদিগেরই দামোদরাধরসুধা, অন্যের নহে। দামোদর বলিতে—যে গোপবালককে গোপিকা যশোদা দাম বা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন, সেই গোপবালক কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে; এই দামোদর-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে তিনি গোপিকা-তনয়—গোপজাতীয়; সুতরাং তাঁহার অধর সুধায় একমাত্র গোপবালাদেরই—গোপিকানাম্—এর—অধিকার আছে, অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই শ্লোকস্থ "গোপিকানাম্" শব্দের তাৎপর্য্য। যাহা হউক, একমাত্র গোপীদেরই ভোগ্য যে-কৃষ্ণাধর সুধা, তাহা গোপীদিগকে না দিয়া এই বেণুই **স্বয়ং**—স্বয়ং, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমাদিগের অনুমতি না লইয়াই আমাদের ভোগ্য অধর সুধা **অবশিষ্টরসম্**—ন বশিষ্টঃ অনবশিষ্টো রসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা ভুঙ্‌ক্তে। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদিনা অকারলোপঃ। চক্রবর্ত্তী॥ বশিষ্টং অবশিষ্টম্। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদেঃ। ন বশিষ্টং অবশিষ্টম্ অনবশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবতোষণী ॥—বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীজীবগোস্বামী এবং চক্রবর্ত্তীপাদ উভয়েই বলেন, এস্থলে "বশিষ্ট"-শব্দের অর্থ "অবশিষ্ট" এবং 'অবশিষ্ট'-শব্দের 'অনবশিষ্ট'। সাধারণ নিয়মানুসারে

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া। ১৩১

যথারাগ :—

এহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

'ন অবশিষ্ট অনবশিষ্টই' হওয়ার কথা, কিন্তু 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদি' ব্যাকরণের বিধান অনুসারে অ-কার লোপ হওয়ায় অবশিষ্ট 'অনবশিষ্ট' না হইয়া 'অবশিষ্ট—ন বশিষ্ট' হইয়াছে। শেষ অর্থ—অনবশিষ্টই, যাহাতে রসের কিছুই থাকে না, সেই ভাবেই পান করা হয়।" যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রসও অবশিষ্ট না থাকে, সেইভাবেই—নিঃশেষরূপে **ভুঙক্তে**—ভোগ করে, পান করিয়া থাকে। কৃষ্ণের অধর-সুধায় একমাত্র গোপীদিগের অধিকার থাকিলেও গোপীদিগের অনুমতি না লইয়াই এই বেণু একাকীই তাহা পান করিতেছে—কাহারও জন্য একবিন্দু সুধাও অবশিষ্ট রাখিতেছে না, নিজেই তাহা নিঃশেষে পান করিতেছে। এই বেণুর এই সৌভাগ্য দেখিয়া—যাহাদের জলে ইহা (যে বাঁশ হইতে এই বেণুর উদ্ভব, সেই বাঁশ) পুষ্ট হইয়াছিল, মাতৃতুল্য সেই **হ্রদিন্যঃ**—হ্রদিনীসকল, হ্রদসমূহ **হৃষ্যত্বচঃ**—বিকশিত-কমলচ্ছলে যেন রোমাঞ্চিত হইয়াছে (প্রস্ফুটিত কমল-সমূহকেই হ্রদের রোমাঞ্চ বলা হইয়াছে), আর, **আর্য্যাঃ**—কুলবৃদ্ধগণ, পূর্ব্বপুরুষগণ স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিয়া **যথা**—যেমন পুলকিত হয়েন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তদ্রূপ যাহাদের বংশে এই বেণুর জন্ম, সেই **তরবঃ**—তরুগণ **অশ্রু**—আনন্দাশ্রু **মুমুচুঃ**—মোচন করিতেছে। বাঁশ হইতে বেণুর জন্ম, বাঁশ একরকম তরু, সুতরাং তরুগণের বংশেই বেণুর জন্ম, বেণুর সৌভাগ্য-দর্শনে তাই বেণুর পূর্ব্বপুরুষসদৃশ তরুগণ আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে, তরুগণের মধু-ধারাকেই এস্থলে আনন্দাশ্রু বলা হইতেছে। আর মাতৃস্তন্য পান করিয়াই শিশু পুষ্ট হয়, সেই শিশুর কোনও অপূর্ব্ব সৌভাগ্য দর্শন করিলে আনন্দে মাতার দেহে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। যে বাঁশ হইতে এই বেণুর জন্ম, সেই বাঁশও হ্রদের জল আকর্ষণ করিয়া (শিশু যেমন মাতৃস্তন্য আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট হয়, তদ্রূপ) পুষ্ট হইয়াছে, তাই বেণুর এই সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দে হ্রদেরও রোমাঞ্চের উদয় হইয়াছে। হ্রদের মধ্যে যে-কমলসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে সেই কমলসমূহকেই হ্রদের রোমাঞ্চ বলা হইয়াছে।

১৩১। **ভাবাবিষ্ট হঞা**—গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া।

অর্থ করে—পূর্ব্ববর্ত্তী "গোপ্য" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলেন—"এহো ব্রজেন্দ্র নন্দন" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে।

১৩২। **এহো**—এই শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—ব্রজগোপরাজ শ্রীনন্দমহাশয়ের পুত্র, সুতরাং গোপজাতি। **ব্রজের কোন কন্যাগণ**—ব্রজের কোনও গোপকন্যা, গোপীগণকেই **করিবে পরিণয়**—বিবাহ করিবেন, স্বজাতীয়ের সঙ্গেই বিবাহ হইয়া থাকে, সাধারণতঃ অপর-জাতীয়া কন্যার সহিত কাহারও বিবাহ হয় না, সুতরাং গোপ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোনও গোপীকেই বিবাহ করিবেন। **সেই সম্বন্ধে**—সেই স্বজাতীয়-সম্বন্ধের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোনও না কোনও গোপীরই বিবাহের সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া। **যারে মানে নিজধন**—শ্রীকৃষ্ণের যে-অধর-সুধাকে নিজেদেরই ভোগ্য সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় নিজেদেরই অধিকার মনে করেন। **অন্যের**—গোপীব্যতীত অপরের। **লভ্য**—প্রাপ্তির যোগ্য।

সে সুধা—গোপীদিগের নিজধন শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা।

অন্যের লভ্য নয়—পুরুষের অধর-সুধায় তাহার প্রেয়সীদিগেরই অধিকার, প্রেয়সীব্যতীত অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় কেবল মাত্র গোপীদিগেরই অধিকার, এবং গোপীব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং অন্য কাহারও পক্ষে ইহা প্রাপ্তির যোগ্য নহে।

গোপীগণ ! কহ সভে করিয়া বিচার ।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ? ॥ ধ্রু ॥ ১৩৩

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গোপীভাবে প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপরাজের পুত্র, সুতরাং গোপজাতি, তিনি নিশ্চয়ই কোনও গোপ-কন্যাকেই বিবাহ করিবেন, গোপকন্যাব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন না। তাই গোপকিশোরীগণের কেহই তাঁহার অধর-সুধা পানে অধিকারিণী, যেহেতু, পতির অধর-সুধায় একমাত্র পত্নীরই অধিকার। এজন্য গোপ-সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাকে তাঁহাদেরই (অথবা তাঁহাদের মধ্যে কাহারই) ভোগ্য নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, ইহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই, অন্য কেহ ইহাকে নিজের ভোগ-যোগ্য বলিয়াও মনে করিতে পারে না। কিন্তু এই বেণু স্থাবর-জাতি, গোপজাতি নহে, মানুষও নহে, তাতে আবার পুরুষ। সুতরাং কোনও মতেই কৃষ্ণের অধর-সুধায় ইহার অধিকার থাকিতে পারে না। তথাপি এই ধৃষ্ট বেণু কিরূপে কোন্ সম্বন্ধের বলে যে কৃষ্ণের অধর-সুধা পানের অধিকারী হইল, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, এমন কোনও তপস্যা আছে, যাহার অনুষ্ঠানে অযোগ্যও যোগ্য হইতে পারে, অনধিকারীও অধিকারী হইতে পারে, বেণু বোধ হয় সেই তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাই অনধিকারী হইয়াও এই বেণু শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পানের অধিকার পাইয়াছে।"

১৩৩। গোপীগণ—সম্ভবতঃ স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়াই গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু "গোপীগণ" বলিয়াছেন। **কোন্ তীর্থে**—পবিত্র তীর্থ-স্থানে তপশ্চর্য্যাদির মাহাত্ম্য বেশী বলিয়া তীর্থস্থানের উল্লেখ করিতেছেন। **কোন্ তপ**—কোন্ কঠোর তপস্যা। **সিদ্ধ মন্ত্র**—যে মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ (বাঞ্ছিত ফল-লাভ) নিশ্চিত। **জন্মান্তরে**—অন্য জন্মে, পূর্ব্বজন্মে।

গোপীভাবে প্রভু স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"গোপীগণ! আমার প্রিয়সখিগণ! তোমরা হয় তো অনেকের নিকটে অনেক রকম তপস্যার কথা শুনিয়াছ, অনেক রকম সিদ্ধমন্ত্রের কথা শুনিয়াছ, অনেক তীর্থের মাহাত্ম্যের কথাও শুনিয়াছ। তোমরা বিচার করিয়া বল তো, এই বেণু পূর্ব্বজন্মে কোন তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছে? কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছে? কোন্ তীর্থে বসিয়া বা তপস্যা বা সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছে? যাহার ফলে বেণু কৃষ্ণের অধর-সুধা পানের অধিকার পাইল?

ইহা "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু" অংশের অর্থ।

১৩৪। যে—যে-কৃষ্ণাধর-সুধা। **মুধা**—মিথ্যা, নগণ্য। **যে কৈল অমৃত মুধা**—যে অমৃতকেও মিথ্যা (নগণ্য) করিয়াছে, যে কৃষ্ণাধর-সুধা নিজের আস্বাদন-চমৎকারিতায় অমৃতের আস্বাদকেও নিতান্ত হেয়, নগণ্যরূপে পরিগণিত করিয়াছে। **যার আশায়**—যে-অধর-সুধা-প্রাপ্তির আশায়। **অযোগ্য**—অধর-সুধা পানের অযোগ্য, যেহেতু এই বেণু আমাদের মতন নারী নহে, স্থাবর বৃক্ষ।

"যাহার আস্বাদন-চমৎকারিতার তুলনায় অমৃতের স্বাদও নিতান্ত নগণ্য, যাহা লাভ করিবার আশায় আশায় গোপীগণ জীবন ধারণ করিয়া আছে, সেই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় কৃষ্ণাধরামৃত এই ধৃষ্ট বেণু সর্ব্বদাই পান করিতেছে। এই বেণু যদি নারী হইত, তাহা হইলে না হয় মনে করিতাম, শ্রীকৃষ্ণের নারী-মনোমোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া এই বেণু তাঁহার অধর-সুধা প্রার্থনা করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণও দয়া করিয়া তাহা দান করিয়াছেন, কিন্তু এই বেণু যে পুরুষ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ আবার মানুষও নয়—স্থাবর, বৃক্ষজাতি॥ যদি মানুষ হইত, তাহা হইলেও না হয় মনে করিতাম,

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৩৫

মানসগঙ্গা কালিন্দী ভুবন পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব চিত্তহর অধরামৃতের লোভে, লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা পাইয়াছে। কিন্তু সখি! এই বেণুর সমস্তই যে অদ্ভুত। সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও বেণু নিরন্তর কৃষ্ণের অধর সুধা পান করিতেছে॥ আর গোপীগণ যোগ্য হইয়াও তাহা না পাইয়া তৃষ্ণায় ছট ফট্ করিতেছে।"

ইহা "দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং" অংশের অর্থ।

১৩৫। যার—যে গোপিকার। **ধন**—সম্পত্তি, ভোগ্যবস্তু, কৃষ্ণাধর-সুধা। **না কহে তারে**—তাহার নিকট বলে না, তাহার (সেই গোপিকাদের) অনুমতি না লইয়াই। **পান করে**—গোপীদের ভোগ্যবস্তু কৃষ্ণাধর রস পান করে। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, অনধিকার চর্চ্চা করিয়া। **পিতে**—পান করিতে করিতে। **তারে**—গোপীগণকে। **ডাকিয়া জানায়**—উচ্চস্বরে ডাকিয়া নিজের পানের কথা গোপীদিগকে জানায়।

"সখি! বেণুর কি ধৃষ্টতা! কৃষ্ণের অধর রস গোপীদেরই ভোগ্যবস্তু, গোপীদেরই সম্পত্তি, এই বেণুর তাহাতে কোনও অধিকারই নাই, এই অবস্থায় যদি অনুমতি লইয়া বেণু ইহা পান করিত, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বলিবার একটা কথা থাকিত। কিন্তু এই ধৃষ্ঠ বেণু গোপীদের অনুমতি না লইয়াই, গোপীদিগকে পূর্ব্বে না জানাইয়াই বলপূর্ব্বক গোপীদেরই ভোগ্যবস্তু আস্বাদন করিতেছে। গোপীদের জিনিস চুরি করিয়া খাইতেছে, তাহাতে বরং লজ্জায় ভয়ে চুপ করিয়া থাকারই কথা, কিন্তু ধৃষ্ঠ বেণু তাহা করিতেছে না, সে বরং পান করিতে করিতে উচ্চস্বরে গোপীদিগকে ডাকিয়া জানাইতেছে—"গোপীগণ! দেখ আমি তোমাদেরই ভোগ্য কৃষ্ণাধর-রস পান করিতেছি।

তার তপস্যার—বেণুর তপস্যার ফল। **ইহার উচ্ছিষ্ট**—বেণুর ভুক্তাবশেষ। **মহাজনে**—মহৎজন, সাধন-ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণ, মানস গঙ্গা, কালিন্দী আদি।

"সখি! এই বেণুর তপস্যার ফলই বা কি অদ্ভুত, তাহার ভাগ্যবলই বা কি অদ্ভুত, একবার ভাবিয়া দেখ। এ যে কৃষ্ণাধর রস পান করেই, আবার মানস গঙ্গা কালিন্দী আদি মহাজনগণও এই বেণুর উচ্ছিষ্ট পান করিয়া থাকে।'

ইহা "যদবশিষ্টরসং" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

১৩৬। কোন্ কোন্ মহাজন, কি কি ভাবে বেণুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন তাহা বলিতেছেন, ছয় পয়ারে।

মানস-গঙ্গা—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থ একটী নদী, বর্ত্তমান সময়ে প্রায় হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। **কালিন্দী**—শ্রীযমুনা। **ভুবন-পাবন** নদী—সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে পারে, এমন নদী। ভুবন-পাবন-নদী বলিয়া মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীকে মহাজন বলা হইয়াছে। **তাতে**—মানস গঙ্গায় ও কালিন্দীতে। **ঝুটাধর-রস**—ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) অধর রস (কৃষ্ণের)। **বেণুর ঝুটাধর-রস**—বেণুর উচ্ছিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অধর রস। বেণু শ্রীকৃষ্ণের অধরে মুখ দিয়া অধর রস পান করিয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধরস্থিত রস বেণুর উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। **হঞা লোভে পরবশ**—(অধর সুধার) লোভের বশবর্ত্তী হইয়া। **সেই কালে**—কৃষ্ণের স্নানের সময়ে। **হর্ষে করে পান**—স্নানের সময় স্বভাবতঃই অধরের সঙ্গে নদীর জলের সংযোগ হয়, কিন্তু দিব্যোন্মাদবতী গোপীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করিবার নিমিত্তই নদীর অত্যন্ত লোভ, তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন স্নান করিতে করিতে জলে মুখ ডুবায়েন, তখন নদী শ্রীকৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস অত্যন্ত আনন্দের সহিত পান করিয়া থাকে।

ইহা শ্লোকস্থ "হ্রদিন্যঃ" অংশের অর্থ।

এ ত নারী বহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৩৭

নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৩৭। এ ত নারী—মানস-গঙ্গা এবং কালিন্দী তো নারী, সুতরাং পুরুষরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার লোভে বেণুর ঝুটাময় কৃষ্ণাধর-সুধাও পান করিতে পারে। মানসগঙ্গা ও কালিন্দী শব্দদ্বয় স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উক্ত নদীদ্বয়কে নারী বলা হইয়াছে। **বৃক্ষসব তার তীরে**—মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীর তীরে যে-সমস্ত বৃক্ষ আছে। **তপ করে**- বৃক্ষসব তপস্যা করে, একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর-সেবা ব্রতরূপ তপস্যা করিতেছে। তপস্যা করে বলিয়া বৃক্ষসবকে মহাজন বলা হইয়াছে। **পর উপকারী**—বৃক্ষসকল পর উপকারী, ফল, মূল, পুষ্প, ছায়া প্রভৃতি দ্বারা বৃক্ষসকল পরের উপকার করিয়া থাকে। **নদীর শেষ রস**—যে নদীর জলে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করার সময় তাঁহার অধর হইতে বেণুর ঝুটা মিশ্রিত হইয়াছে, সেই নদীর (মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীর) শেষ রস। **শেষ-রস**—পান করার পরে যে রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা।

নদীর শেষ রস, যাহা নদীর জলে মিশ্রিত আছে। নদীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জলময়, নদীর মুখ জিহ্বাও জলই, এই জলময় মুখের দ্বারা নদী কৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস পান করিয়াছে, সুতরাং নদীর জলময় মুখে এখন বেণুর ঝুটাও আছে। নদীর নিজের ঝুটাকেই "নদীর শেষ রস" বলা হইয়াছে, ইহা এখন নদীর জলের সঙ্গেই মিশ্রিত।

মূলদ্বারে আকর্ষিয়া—বৃক্ষসব নিজেদের মূলের দ্বারা নদীর জল হইতে নদীর উচ্ছিষ্ট রস আকর্ষণ করিয়া (পান করে)। **কেনে পিয়ে**—বৃক্ষসব কেন পান করে, বৃক্ষসকল তপস্বী মহাজন, তাহারা কেন যে বেণুর উচ্ছিষ্টমিশ্রিত নদীর উচ্ছিষ্ট রস পান করে, তাহা বুঝিতে পারি না।

মহাজনগণও যে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে গিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্তা গোপীর ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"মানস-গঙ্গা এবং কালিন্দী উভয়েই ভুবন পাবনী নদী, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিবার শক্তি ধারণ করেন, সুতরাং উভয়েই মহাজন। কৃষ্ণের অধর সুধা বেণু নিরন্তরই পান করিতেছে, সুতরাং কৃষ্ণের অধরে নিরন্তরই বেণুর উচ্ছিষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে, এই বেণুর উচ্ছিষ্ট অধরে লইয়া কৃষ্ণ যখন মানস-গঙ্গায় বা কালিন্দীতে স্নান করিতে থাকেন, এবং স্নান করিতে করিতে যখন নদীর জলে নিজের মুখ নিমজ্জিত করেন, তখন নদীও অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত কৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস পান করিয়া থাকে—নিজের জলরূপ জিহ্বাদ্বারা। তবে মানস-গঙ্গা ও কালিন্দী স্ত্রীলোক, পুরুষরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধার লোভ তাঁহারা হয়ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাই লোভে হতজ্ঞান হইয়া বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধর-রসই হয়তো পান করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই পুরুষ যাঁহারা মানস গঙ্গা ও কালিন্দীর উভয় তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধায় তাঁহাদের কি লোভ থাকিতে পারে? রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ের মধ্যে অচল, অটলভাবে বারমাসই দাঁড়াইয়া তাঁহারা পত্র পুষ্প ফলাদিদ্বারা পরোপকার সাধন করিতেছেন, পরোপকার-ব্রতরূপ তপশ্চরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মত সাধু আর কে আছেন। কিন্তু ইঁহারাও যে কেন মূলের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বেণুর উচ্ছিষ্টমিশ্রিত নদীর উচ্ছিষ্ট-রস নদীর জল হইতে গ্রহণ করিয়া পান করিতেছেন, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

১৩৮। নদীর শেষ-রস পান করিয়া বৃক্ষের যে-অশ্রু-পুলক-হাস্যাদিরও উদয় হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন।

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ ১৩৯

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা পায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায়॥ ১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিজাঙ্কুরে পুলকিত—বৃক্ষের অঙ্গে যে পুলকের উদয় হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন, বৃক্ষের গায়ে যে-নূতন পত্রাদির অঙ্কুর জন্মিয়াছে, সেই অঙ্কুর-সমূহকেই গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বৃক্ষের পুলক বলিতেছেন। শিহরিত রোমের সঙ্গে অঙ্কুরের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু অঙ্কুরকে বৃক্ষের পুলক (রোমাঞ্চ) বলিয়া মনে করিতেছেন।

পুষ্পহাস্য বিকসিত—অধর-সুধার আস্বাদন চমৎকারিতায় হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাই বৃক্ষের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। বৃক্ষের উপরে অনেক পুষ্প বিকশিত হইয়াছিল, পুষ্পের প্রফুল্লতার সঙ্গে হাসির প্রফুল্লতার সাদৃশ্য আছে বলিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু বৃক্ষের পুষ্প সমূহকেই বৃক্ষের হাস্য বলিয়া মনে করিলেন। পুষ্পরূপ হাস্য—পুষ্পহাস্য।

মধু-মিষে—মধুর ছলে। **অশ্রুধার**—নয়নজলের ধারা।

মধুমিষে ইত্যাদি—অধর সুধাপান-জনিত আনন্দাতিশয্যে বৃক্ষের চক্ষুতে যে আনন্দাশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা দেখাইতেছেন। বৃক্ষের উপরিস্থিত প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ হইতে মধু ক্ষরিত হইতেছে, কিন্তু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু মনে করিলেন, বৃক্ষসমূহ আনন্দাতিশয্যবশতঃ অশ্রুবর্ষণই করিতেছে।

ইহা "হৃষ্যত্ত্বচোহশ্রু মুমুচুস্তরবো" অংশের অর্থ।

"বৃক্ষগণ যে নদীর জলের সঙ্গতিকে বেণুর উচ্ছিষ্টরস পান করিয়াছে, তাহা নহে, উহা পান করার নিমিত্ত তাহাদের খুব বলবতী উৎকণ্ঠা আছে বলিয়াও স্পষ্ট বুঝা যায়, কারণ, ইহা পান করিয়া তাহারা নির্বাতিশয় আনন্দ অনুভব করে,—এত আনন্দ অনুভব করে যে, তাহাদের দেহে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইয়া থাকে।

বেণুকে মানি নিজজাতি—বৃক্ষগণ বেণুকে নিজজাতি (স্বজাতি) মনে করিয়া। বাঁশ হইতে বেণুর উৎপত্তি, বাঁশ এক রকম বৃক্ষ, সুতরাং বেণু বৃক্ষগণের স্বজাতীয়।

আর্য্যের—বংশের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের।

পুত্রনাতি—পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদি।

আনন্দ-বিকার—আন্তরিক আনন্দানুভবের বাহ্যিক বিকাশের চিহ্ন, অশ্রু কম্পাদি।

বৈষ্ণব হইলে ইত্যাদি—বংশে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিলে পিতৃপিতামহাদির অত্যন্ত আনন্দ হয়, কারণ, তাহার ভজনের গুণে তাঁহারা উদ্ধার পাইতে পারিবেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ম্॥—পদ্মপুরাণ।"

"বেণুও স্থাবর, বৃক্ষও স্থাবর, বেণু আবার বৃক্ষজাতি, তাই মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীতীরস্থ বৃক্ষগণ বেণুকে তাহাদের স্বজাতি বলিয়া মনে করে, এবং বংশে একজন বৈষ্ণব হইলে পিতৃপিতামহাদির যেমন অপার আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ বৃক্ষদের স্বজাতীয় বেণু কৃষ্ণের দুর্লভ অধর রস পান করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বৃক্ষই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে।'

১৩৯। বেণুর তপ জানি যবে—কোন্ তপস্যার ফলে বেণু এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহা যদি জানিতে পারিতাম। **সেই তপ করি তবে**—তাহা হইলে আমরাও সেই তপস্যা করিতাম। **এ ত**—ঐ বেণু তো। **অযোগ্য**—একে স্থাবর, তাতে আবার পুরুষ, এ-সমস্ত কারণে বেণু কৃষ্ণাধর-সুধাপানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। **আমরা**

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি, করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৪১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিবশোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যোগ্য নারী—আমরা নারী, তাতে আবার কৃষ্ণেরই স্বজাতীয়া গোপনারী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে আমরাই অধিকারিণী, আমরাই অধর-রস পান করার যোগ্য।

ধ্বনি এই যে, "অযোগ্য বেণু যে-তপস্যাদ্বারা দুর্লভ কৃষ্ণাধর-রস পাইয়াছে, যোগ্যা আমরা যদি সেই তপস্যার অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই—বরং বেণু অপেক্ষাও সহজেই—সেই অধর-রস লাভ করিতে পারিব।" **যা না পাঞা**—যে কৃষ্ণাধর-রস না পাইয়া। **অযোগ্য**—বেণু। **পিয়ে**—পান করে। **তাহা লাগি**—সেই অধর-রস পাওয়ার নিমিত্ত এবং তাহার অপ্রাপ্তি-জনিত অসহ্য দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত। **তপস্যা**—কোন্ তপস্যায় সেই কৃষ্ণাধর রস পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বিচার করি।

এস্থলে বেণুর প্রতি ঈর্ষ্যা ও অসূয়া প্রকাশ পাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন "হহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন" ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্যটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত প্রতিজল্পের উদাহরণ। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহাতে (ক) মহাবিরহ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃৎ নিকটে উপস্থিত থাকিবেন,—"প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে"—এই কৃষ্ণসুহৃৎকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্রজল্পের কথাগুলি বলা হয়, (খ) কৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষ প্রকাশ পাইবে—"গূঢ়-রোষাভিজৃম্ভিতঃ"। কিন্তু আলোচ্য প্রলাপের সময়ে কোনও কৃষ্ণ-সুহৃৎই উপস্থিত ছিলেন না, এই প্রলাপ বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি কোনওরূপ রোষও প্রকাশ পায় নাই। এই প্রলাপবাক্যে প্রতিজল্পের লক্ষণ আছে কিনা দেখা যাউক। প্রতিজল্পের লক্ষণ এইরূপ:—"দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নাৰ্হেত্যনুদ্ধতম্। দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ।—উ. নী. স্থা ১৪২।"

অন্যরমণীর সঙ্গত্যাগ (দ্বন্দ্বভাব) যে-শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুস্ত্যজ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি (কৃষ্ণের সহিত মিলন) যে-অনুচিত, তাহাই প্রতিজল্পে ব্যক্ত হয়, আর ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বেণুকে সর্ব্বদা নিজের অধরামৃত দান করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুস্ত্যজ দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের মিলন যে অনুচিত, এ কথা এই প্রলাপের কোথাও প্রকাশ পায় নাই, বরং বেণুর নিত্য কৃষ্ণাধরামৃত পান করা সত্ত্বেও কৃষ্ণাধরামৃত লাভের নিমিত্ত গোপীগণ যে তপস্যা করিতেও উৎকণ্ঠিতা, ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা কৃষ্ণ-মিলনের অনৌচিত্যের বিপরীত ভাব। এই প্রলাপে দূতের কোনও আভাসই নাই, সুতরাং দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা উঠিতেই পারে না।

যাহা হউক, এই প্রলাপে প্রতিজল্পের বিশেষ লক্ষণ যদিও থাকিত, তাহা হইলেও, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ নাই বলিয়া ইহা প্রতিজল্প হইত না। ইহা দিব্যোন্মাদ-জনিত-প্রেম-বৈবশ্যের বাচনিক অভিব্যক্তির একটা বিভেদ মাত্র।

অন্ত্য-লীলা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোর‍ত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥ ২

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ৩

যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥ ৪

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে রায় রামানন্দ॥ ৫

মধ্যেমধ্যে প্রভু আপনে শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন (প্রভু) প্রলাপ করিয়া॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

গৌরেন্দোঃ গৌরচন্দ্রস্য দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং যৈর্দৃষ্টং তেষাং মুখাৎ শ্রুত্বা লিখ্যতে। চক্রবর্ত্তী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহদ্বারে পতন ও দিব্যোন্মাদ প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। শ্রীলগৌরেন্দোঃ (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) অলৌকিকং (এবং অলৌকিক) দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং (দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) যৈঃ (যাঁহাদিগকর্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইয়াছে) তন্মুখাৎ (তাঁহাদের মুখে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের অত্যদ্ভুত এবং অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া আমি (গ্রন্থকার) তাহা লিখিতেছি। ১

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলাদির উপাদান গ্রন্থকার কোথায় পাইয়াছেন তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

২। **উন্মাদের চেষ্টা**—উন্মাদের আচরণ উদ্ঘূর্ণা। **প্রলাপ**—চিত্রজল্পাদি। **উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ**—উন্মাদের চেষ্টা ও প্রলাপ।

৪। **করয়ে উদয়**—মনে উদিত হয়।

ভাবানুরূপ—প্রভুর ভাবের অনুরূপ (তুল্য)।

৫। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ হইতে এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ-গ্রন্থ হইতে প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ স্বরূপ দামোদর কীর্ত্তন করেন। আর রামানন্দ রায় প্রভুর ভাবের অনুকূল শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উচ্চারণ করেন।

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা।
গোসাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেলা ॥ ৭

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সবরাত্রি প্রভু করে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান।
ভাবাবেশে প্রভু তাহাঁ করিলা পয়াণ ॥ ৯

তিন-দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥ ১০

সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাবীগণ।
তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥ ১১

এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া ॥ ১২

তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ।
দীয়টী জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৩

ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥ ১৪

পেটের ভিতর হস্ত পদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৭। **দোঁহে**—স্বরূপ দামোদর ও রায়-রামানন্দ।

ঘর গেলা—নিজেদের বাসায় গেলেন।

৮। প্রভুর সেবক গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারদেশে শয়ন করিলেন এবং প্রভু গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিলেন।

৯। **আচম্বিতে** ইত্যাদি—প্রভু উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি যেন শুনিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন। শুনামাত্রেই প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা যেমন সমস্ত ভুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হয়েন, প্রভুও তেমনি গম্ভীরা হইতে বহির্গত হইয়া বেণুধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। **ভাবাবেশে**—রাধাভাবের আবেশে। **তাঁহা**—যে স্থান হইতে বেণুধ্বনি আসিতেছিল, সেই স্থানে। **পয়াণ**—প্রয়াণ, গমন।

এই পয়ারে প্রভুর উদঘূর্ণার কথা প্রকাশ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালেও দিব্যোন্মাদবশতঃ তাঁহার বেণুধ্বনি শুনিতেছেন মনে করিয়া শ্রীরাধা যেমন অভিসারে বহির্গত হইলেন প্রভুও তেমনি বহির্গত হইলেন।

১০। **তিনদ্বারে** ইত্যাদি—এই পয়ারে [illegible]।৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ছাদের উপরে উঠিবার দরজা দিয়া প্রভু উপরে উঠিয়াছিলেন, তারপর লাফাইয়া রাস্তায় পড়িয়া তেলঙ্গ গাভীগণ মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। "উর্দ্ধদ্বারেণ গৃহোপরিতন-গৃহং বিশ্য [illegible]মুল্লঙ্ঘ্য তৈলঙ্গকগাবীগণমধ্যে পতিত ইতি ভাবঃ—চক্রবর্ত্তিপাদ।

তৈছে—সেইরূপ। যেই দিন প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের নিকট পতিত হইয়াছিলেন এবং যেই দিন প্রভুর অস্থি গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, সেই দিনকার মত। অন্ত্য ১৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১। **সিংহদ্বারের দক্ষিণে**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে। **তেলেঙ্গা গাবীগণ**—তৈলঙ্গদেশীয় গাভীসকল। **তাঁহা**—গাভীগণের মধ্যে। **অচেতন**—সংজ্ঞা শূন্য।

১২। এইদিকে, প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ না শুনায় গোবিন্দের সন্দেহ জন্মিল, তিনি কপাট খুলিয়া দেখিলেন যে প্রভু গম্ভীরায় নাই, অমনি স্বরূপ দামোদরকে সংবাদ দিলেন।

১৩। **দীয়টী**—মশাল। সেইদিন বোধ হয় অন্ধকার রাত্রি ছিল।

১৪। **ইতি-উতি**—এখানে ওখানে; নানাস্থানে।

১৫। তাঁহারা দেখিলেন, প্রভুর হস্তপদ সমস্তই যেন প্রভুর দেহের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে, এই অবস্থায়

অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল ॥ ১৬
গাবীসব চৌদিগে শুঙ্খে প্রভু-অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥ ১৭
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥ ১৮
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ ১৯
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২০
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি ? ॥ ২১
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভুকে দেখিতে যেন একটী কূর্ম্মের (কচ্ছপের) মত মনে হইতেছিল আবার প্রভু মুখে ফেন দেখে রাগাক্ত নয়নে অশ্রধারা দেখিলেন।

আশ্রয় জাতীয়ভাবের বিক্রম সহ্য করিতে না পারাতেই ভাবের আবেগে প্রভুর হস্তপদাদি দেহের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল ৩।১৪।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। অচেতন—সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায়। **কুষ্মাণ্ড**—কুমড়া। **জড়িমা**—জাড্য স্তব্ধতা। **অন্তরে**—প্রভুর চিত্ত **আনন্দ-বিহ্বল**—আনন্দাতিশয্যবশতঃ বিহ্বলতা।

১৭। গাবীসব—[illegible] গাভীসকল। **চৌদিগে**—প্রভুর চারিদিকে থাকিয়া। **শুঙ্খে**—[illegible] শুঙ্গে [illegible] পাঠান্তর আছে। **দূর কৈলে নাহি ছাড়ে** গাভীগুলিকে তাড়াইয়া দিলেও যায় না।

১৮। [illegible] প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে নাম কীর্ত্তনাদিতে। বলবান চেষ্টায়ও যখন প্রভুর বাহ্য [illegible] অচেতন অবস্থাতেই সকলে প্রভুকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

২০। হস্তপদ বাহিরাইল—হস্তপদ যাহা [illegible] ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বাহির হইল [illegible] পূর্ব্বের মত [illegible] হস্তপদাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

২১। চাহে ইতি-উতি—এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন কি, বা কাহাকে খুঁজিতেছেন। **স্বরূপে কহে** ইত্যাদি—যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বরূপ। তোমরা আমাকে এই কোথায় আনিলে? **কতি**—কোথায়। প্রভু কি এবং কাহাকে খুঁজিতেছিলেন পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

বুঝা যায় দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেও এখন পর্য্যন্ত প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই; অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি এ সব কথা বলিতেছেন।

২২। প্রভু বলিতে লাগিলেন—স্বরূপ! শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনিয়া আমি বৃন্দাবনে গেলাম গিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইতেছেন বেণুর সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধা অভিসার করিয়া কুঞ্জগৃহে আসিলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার সহিত বিলাসের অভিলাষে কুঞ্জের দিকে চলিলেন আমিও শ্রীকৃষ্ণের পাছে পাছে চলিলাম, চলিতে চলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষার মৃদুমধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ যেন মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে গমন করিলেন গোপীদিগের সহিত হাস্যপরিহাস ও বিহারাদি করিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া এবং তাঁহাদের পরিহাস বাক্যাদি শুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত উল্লসিত হইল। আমি আনন্দিত চিত্তে এ সব শুনিয়া ধন্য হইতেছিলাম, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে এখানে লইয়া আসিলে, আমি তাঁহাদের অমৃত মধুর পরিহাস বাক্যাদি আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহাদের ভূষণের মধুর শিঞ্জনও শুনিতে পাইলাম না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিও শুনিতে

সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৩

তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাইলাম না। স্বরূপ! কেন তোমরা আমায় লইয়া আসিলে? সেই মনোমোহন মধুর-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ যে উৎকণ্ঠায় ছট্ ফট্ করিতেছে স্বরূপ!" ইহা উদঘূর্ণার লক্ষণ। ৩।১৭।৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গোষ্ঠে—বৃন্দাবনে।

২৩। **সঙ্কেত-বেণুনাদে**—বেণুনাদের সঙ্কেতে। **রাধা আনি**—রাধাকে আনিয়া। **কুঞ্জঘরে**—কুঞ্জগৃহে। **কুঞ্জেরে**—কুঞ্জের দিকে।

২৪। **তাঁর পাছে পাছে**—কৃষ্ণের পাছে পাছে। এ স্থলে প্রভুর রাধাভাব নহে, মঞ্জরী ভাব বা অন্য কোনও সখীর ভাব বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, তিনি দেখিলেন, রাধা কুঞ্জে গিয়াছেন। অথচ প্রথমে বেণুধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার ভাবেই প্রভু বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, আর হস্তপদাদির দেহ মধ্যে প্রবেশের দ্বারাও রাধা ভাবের আবেশেই অনুমিত হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত মোহন ভাব প্রায়শঃ বিরহকালে প্রায় সর্ব্বদাই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার মধ্যেই উদিত হয়, অন্যত্র ইহা দেখা যায় না। "প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।—উ নী স্থা ১৩২॥" এই মোহনের একটী বৈচিত্রীর নাম দিব্যোন্মাদ সুতরাং এই দিব্যোন্মাদ বৃন্দাবনেশ্বরী ব্যতীত অন্য গোপীতে সম্ভব নহে। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট না হইলে দিব্যোন্মাদের তুল্য অদ্ভুত বিক্রম মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিত না এবং ঐ বিক্রমের প্রভাবে প্রভুর হস্ত পদাদিও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিত না। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াই গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু পরে যখন তিনি মনে করিতেছিলেন যে—শ্রীরাধা কুঞ্জে গিয়াছেন কৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিলাসাদির নিমিত্ত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং তিনি কৃষ্ণের পাছে পাছে চলিতে লাগিলেন।

সম্ভবতঃ উদঘূর্ণার দশায় রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর মনে পুনরায় মঞ্জরীভাব বা অন্য সখীর ভাব উদিত হইয়াছিল। শ্রীললিতমাধবের তৃতীয় অঙ্কে দেখিতে পাওয়া যায়, উদঘূর্ণাবশতঃ শ্রীরাধা নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিলেন—'হলা রাহে! মুঞ্চ অলি অমান তুল্লাবত্তিণ—সখি রাধে! মুঞ্চ অনাবমান দুর্ব্বাগ্রহম্, সখি রাধে! অলীক মান দুরাগ্রহ ত্যাগ কর।' আবার বলিলেন "হলা রাহে! এসো দে পঅসজ্জ দিণ্ণ কণ্ণো কেলিকুডুঙ্গং প্পবিসদি কণ্হো সখি রাধে! এষ তে পদশব্দ-দত্তকর্ণঃ কেলিনিকুঞ্জে প্রবিশতি কৃষ্ণঃ, সখি রাধে! তোমার পদশব্দে কর্ণ সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলিনিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন।' ইহা বলিয়া শ্রীরাধা ললিতার পদ প্রান্তে পতিত হইয়া কৃষ্ণের নিকটে যাইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। বলিলেন —সখি রাধে! শীঘ্র যাও, বৃথা সময় নষ্ট করিও না, তোমার পাদলগ্না সহচরীকে পার ব্যথিত করিও না—ন দুদ পাদলগ্না সহচরীম। ৪৮॥

ললিতমাধবে শ্রীরাধার যে-ললিতাভাব দেখা যায় তাহাও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে হয়তো পূর্ব্ব এক লীলার কথা শ্রীরাধার মনে পড়িল—মনে পড়িল হয়তো সেই এক দিনের কথা, যেই দিন তাঁহারই (শ্রীরাধারই) সহিত মিলনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগৃহে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি মানবতী হইয়া কুঞ্জ হইতে দূরে অপেক্ষা করিতেছেন, কুঞ্জেও যাইতেছেন না, তখন ললিতা তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া কুঞ্জে যাওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। তখন ললিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, তিনি নিজেকেই অনুনয়-বিনয়-পরায়ণা ললিতা বলিয়া মনে করিলেন। এমন সময় ললিতাকে সম্মুখে দেখিয়াও প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ ললিতার স্বরূপ

গোপীগণ-সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৫
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি ॥ ২৬
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥ ২৭
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী—।
"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে' পড় রসায়ন শুনি ॥" ২৮
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ২৯

তথাহি (ভা. ১০।২৯।৪০)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ননু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যাহুঃ, তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘ-মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ কিঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য সৌভাগ্যমিতি যদ্ যতঃ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তদ্দ্যোতক-শব্দ-শ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনঃ ত্বদনুভবেনেতি ভাবঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।— নিজেকে অনুনয়-বিনয় পরায়ণা ললিতা মনে করায় ললিতাকেই শ্রীরাধা মনে করিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। সুতরাং শ্রীরাধার যে-ললিতা-ভাব, তাহা রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে-সখীভাব বা মঞ্জরীভাব, তাহাও ললিতমাধবোক্ত উদাহরণের ন্যায় রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, ইহাকে একটি স্বতন্ত্র ভাব বলিয়া মনে হয় না।

ভূষণধ্বনি—ভূষণের (অলঙ্কারাদির) শব্দ। **শ্রবণ**—কর্ণ, কান।

২৫। **বিহার**—বিলাসাদি। **হাস**—হাসি। **পরিহাস**—নর্ম্মোক্তি। **কণ্ঠধ্বনি**—কথাদির শব্দ। **উক্তি**—কথাবার্ত্তা, পরিহাসবাক্যাদি। **কণ্ঠধ্বনি উক্তি**—কণ্ঠধ্বনি ও উক্তি। তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনিই মধুর, সর্ব্বদা শুনিতে ইচ্ছা করে, আবার তাঁহাদের পরিহাস বাক্যাদিও অতি মধুর, মধুর কণ্ঠ-স্বরে যে মধুরতর পরিহাস বাক্যাদি উচ্চারিত হয়, তাহার মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। **কর্ণোল্লাস**—কর্ণের উল্লাস, কানের আনন্দাতিশয়।

২৬। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

২৭। **না পাইলুঁ**—পাইলাম না। **সেই অমৃতসম বাণী**—অমৃতের ন্যায় মধুর তাঁহাদের নর্ম্ম-পরিহাসময়ী কথা। **ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি**—ভূষণের শব্দ এবং মুরলীর শব্দ।

২৮। **ভাবাবেশে**—গোপীভাবের আবেশে।

কর্ণ তৃষ্ণায় মরে—স্বরূপ! আমার কর্ণ ভূষণের ও মুরলীধ্বনি শুনিবার তৃষ্ণায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

পড় রসায়ন—কর্ণ রসায়ন শ্লোক পড়, যে-শ্লোক শুনিলে কর্ণের তৃষ্ণা নিবারিত হইতে পারে, এমন কোনও শ্লোক পড়, আমি শুনি, কর্ণের তৃষ্ণা দূর করি। "পড় রসামৃত" পাঠও আছে। রসামৃত—লীলারসামৃত।

২৯। **প্রভুর ভাব জানিয়া**—যে-ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের যে-ভাব হইয়াছিল, প্রভুরও সেই ভাবের আবেশ হইয়াছিল।

ভাগবতের শ্লোক—পরবর্ত্তী "কাস্ত্র্যঙ্গ তে" ইত্যাদি শ্লোক।

মধুর করিয়া—সুর তান-যোগে, মধুর স্বরে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অঙ্গ (হে অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) কা স্ত্রী (কোন্ স্ত্রীলোক) তব

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

(তোমার) কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা (মধুর পদযুক্ত বেণুগানে মোহিত হইয়া) আর্য্যচরিতাৎ (নিজধর্ম্ম হইতে) ন চলেৎ (বিচলিত হয় না) ? যৎ (যেহেতু) গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ (গো, পক্ষী, বৃক্ষ ও বন্যজন্তুগণ পর্য্যন্ত) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রিভুবনের সৌভাগ্যস্বরূপ) ইদং চ রূপম্ (তোমার এই রূপ) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পুলকানি (পুলকসমূহ) অবিভ্রন্ (ধারণ করিয়াছে)।

অনুবাদ। হে অঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ)! ত্রিভুবনে এমন স্ত্রীলোক কে আছে, যে তোমার মধুর পদামৃতযুক্ত বেণু-গানে মোহিত হইয়া নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? (স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, পুরুজাতি) গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং বন্যজন্তুগণ পর্য্যন্ত (তোমার বেণুগান-শ্রবণে নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় এবং) ত্রিভুবন-সৌভাগ্য স্বরূপ তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকে। ৮

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজসুন্দরীগণ যখন বৃন্দাবন-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইলেন, তখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পতিসেবাদি করার নিমিত্ত—পতিসেবাদিই যে কুলরমণীদিগের প্রধান ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে গভীর রজনীতে পরপুরুষের নিকটে অবস্থিতি যে তাহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে, তদ্বিষয়ও—শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার কথা শুনিয়া ক্ষোভে, দুঃখে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে **অঙ্গ**—স্বীয় অঙ্গের তুল্য, কি তদপেক্ষাও প্রিয় হে শ্রীকৃষ্ণ। **ত্রিলোক্যাম্**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন ভুবনে কোন রমণী তোমার **কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা**—কল (মধুর ও অস্ফুট) পদরূপ অমৃত আছে যাহাতে সেই বেণুর গীতের দ্বারা সম্মোহিত (সম্যক্‌রূপে মোহিত) হইয়া **আর্য্যচরিতাৎ**—নিজধর্ম্ম, কুলধর্ম্মাদি হইতে, **ন চলেৎ**—বিচলিত না হয় ? অর্থাৎ তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া ত্রিভুবনের রমণীমাত্রেই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়—স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সাক্ষাৎ মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, সুতরাং আমরা যে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া এস্থলে তোমার নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বিস্ময়জনক বা অস্বাভাবিক কিছুই তো নাই ? আমাদের এরূপ মনে করার হেতু কি, তাহাও বলি শুন। আমরা তো রমণী—তোমার সজাতীয়া রমণী, সুতরাং তোমার বেণুনাদে মোহিত হওয়া একরূপ প্রায় স্বাভাবিক, কিন্তু বন্ধু, তোমার বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার এই **ত্রৈলোক্য-সৌভগম্**—ত্রিলোকের সৌভাগ্যস্বরূপ, ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌভাগ্যের উৎসস্বরূপ (বন্ধন শকবহেতু দুর্ভাগ্যের মূল নহে) অনির্ব্বচনীয় রূপ দেখিয়া **গো-দ্বিজদ্রুম-মৃগাঃ**—গো, দ্বিজ (পক্ষী) দ্রুম (বৃক্ষ) এবং মৃগসমূহও (বন্যজন্তুগণও) আনন্দাধিক্যে পুলকিত হইয়া থাকে, রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি স্থাবর জাতি, কোনওরূপ মাধুর্য্যানুভবের শক্তি তাদের নাই, সুতরাং মাধুর্য্যানুভবজনিত আনন্দ পুলকের সম্ভাবনাও তাদের নাই, বন্যপশু আদিরও তদ্রূপ অবস্থা। তোমার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তাহারাই যদি পুলকিত হইতে পারে—সুতরাং তাহাদের জাতিগত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব ? তোমার মাধুর্য্যের দ্যোতক তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া আমরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে তোমারই নিকটে থাকিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? আমাদের এরূপ আচরণ দেখিয়া অন্য স্ত্রীলোকগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে ভাবিতেছ ? কেহ উপহাস করিবে না, কারণ, তোমার বেণুধ্বনি শুনিলে ত্রিলোকীস্থ সকল স্ত্রীলোকেরই আমাদের দশা হইবে—উপহাস করিবার আর কেহ থাকিবে না। তোমার রূপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু বন্ধু, এই মুগ্ধত্ব তো গ্লানিজনক নয় ? ইহা তো অমঙ্গলজনক নয় ? দুর্ভাগ্য নয় ? ভোগ্যবস্তুর আনাবিল পরাকাষ্ঠা যাহা, তাহার আস্বাদনেই তো ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা, তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের চরম-সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি। ত্রিলোকে তোমার রূপের যে তুলনা নাই বঁধু! তোমার এই অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্যপানেই মাধুর্য্যাস্বাদন স্পৃহার চরমচরিতার্থতা—তাই তোমার রূপ **ত্রৈলোক্য-সৌভগম্**—ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌভাগ্যস্বরূপ, ইহাই ত্রিলোকবাসী জনগণের সৌন্দর্য্যাস্বাদন স্পৃহার চরম চরিতার্থতা দান করিতে সমর্থ।

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩০

যথারাগঃ—

হৈল গোপীভাবাবেশ কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। **শুনি**-শ্লোক শুনিয়া।

অর্থ করিতে লাগিলা-পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহের কৃত অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে।

৩১। "হৈল গোপীভাবাবেশ" হইতে "রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন" পর্য্যন্ত ত্রিপদীতে, কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুকৃত শ্লোকার্থের সূচনা করিতেছেন।

হৈল গোপীভাবাবেশ—প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলেন। যেই ভাবে গোপীগণ "কাস্ত্র্যঙ্গ তে"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

শারদীয় মহারাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ যখন বনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন পরিহাসপটু রাসকশেখর শ্রীকৃষ্ণ রসপুষ্টির অভিপ্রায়ে পরিহাস সহকারে "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি বাক্যে গোপীদিগের প্রতি কতকগুলি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাগুলি শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে। গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই শ্লোকগুলির দুই রকম অর্থ করিয়াছেন—এক রকম অর্থে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা, তাঁহাদিগের প্রতি গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ ইত্যাদি এবং অপর এক রকম অর্থে বিলাসাদির নিমিত্ত গোপীদিগের অঙ্গীকার প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ কিন্তু উপেক্ষা-অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন—'গোপীগণ, তোমরা কুলবধূ গৃহে ফিরিয়া যাও, গিয়া পতি-আদির সেবা কর, ইহাই কুলবতীদিগের ধর্ম্ম।' ইহার উত্তরে গোপীগণ রোষভরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি বেণুধ্বনি করিয়া আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলে কেন? ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়াও কুলধর্ম্মে থাকিতে পারে?"—এই মর্ম্মাত্মক "কাস্ত্র্যঙ্গ তে"-শ্লোকটী। এই শ্লোকটীর উচ্চারণ-সময়ে রাস-রজনীতে গোপীদিগের মনে যে-ভাব ছিল, প্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু মনে করিলেন, তিনি যেন রাসস্থলীতে উপস্থিত; শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।

কৈল রাসে পরবেশ-রাসে প্রবেশ করিলেন; প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া, যেন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন-কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন শুনিয়া, "স্বাগতং ভো মহাভাগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণী-শ্রীকৃষ্ণের মধুর ও হাস্যযুক্ত বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যের সহিত, মধুর বাক্যেই গোপীদিগের প্রতি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মধুর-হাস্যবাণীময় উপেক্ষা-বচন যেন প্রভু শুনিতেছেন বলিয়াই মনে করিলেন।

ত্যাগে তাহা সত্য মানি—কৃষ্ণের মধুর হাস্যবাণীকে গোপীদিগের ত্যাগবিষয়ে সত্য মনে করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অর্থ দুই রকম—ত্যাগ ও অঙ্গীকার, এই দুই রকম অর্থ হইলেও গোপীগণ ত্যাগবিষয়ক অর্থই গ্রহণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুনিপুণা দূতী যেমন নায়কের নিকট হইতে নায়িকার নিকটে যাইয়া নানাবিধ মনোরম বাক্যে নায়িকাকে ভুলাইয়া নায়কের নিকটে লইয়া আসে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনিও তদ্রূপ গোপীদিগের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া যেন কৃষ্ণের নিকটে টানিয়া লইয়া আসে। যে-সমস্ত যোগবিদ্যাবতী রমণী তাহাদের যোগমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিম্বা অন্য উপায়ে যাহারা অলৌকিকী শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের বশীকরণী শক্তিকে যেমন কেহ বাধা দিতে পারে না, কৃষ্ণের বেণুধ্বনির বশীকরণী শক্তিকেও তদ্রূপ কেহ বাধা দিতে পারে না, সকলকেই তাহার মোহিনী-শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী যদি দূতী হইয়া কোনও রমণীর নিকটে যায়, তাহা হইলে যেমন ঐ রমণীকে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, মধুর কথায় পারুক, কি অলৌকিক শক্তিবলে পারুক, যেমন সেই যোগিনী সেই রমণীকে বশীভূত করিয়াই থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণের বংশীধ্বনিও নিজের মধুরতায় এবং অলৌকিকী শক্তিতে রমণী-মাত্রকেই ভুলাইয়া কৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসে। সুতরাং গোপীদিগের স্বধর্ম-ত্যাগে গোপীদিগের দোষ নাই—দোষ কৃষ্ণের বংশীরই।

মহোৎকণ্ঠা—কৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা। **বাড়াইয়া**—বৃদ্ধি করিয়া। **আর্য্যপথ**—কুলধর্ম্ম, স্বামি-সেবা আদি। **করে সমর্পণ**—বেণুধ্বনি সমর্পণ করে।

"নাগর। কহ তুমি" হইতে "করে সমর্পণ" পর্য্যন্ত:—গোপীভাবে মহাপ্রভু কৃষ্ণকে ওলাহন দিয়া সদৈন্যবোধের সহিত বলিলেন—"নাগর। আমরা কুলত্যাগিনী হইয়া এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে তোমার নিকটে আসিয়াছি বলিয়া তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছ, গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদিতে মনোনিবেশ করার উপদেশ দিতেছ। কিন্তু নাগর। তুমি একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ দেখি, আমরা কি ইচ্ছা করিয়া কুলত্যাগ করিয়াছি? তোমার বেণুধ্বনিই তো আমাদিগকে কুলত্যাগ করাইয়াছে। তুমি বলিতে পার, বেণুধ্বনি শুনিয়া তোমরা ঘরের বাহির হইলে কেন? কিন্তু নাগর। বল দেখি, এই ত্রিজগতে এমন কোন্ যুবতী নারী আছে, তোমার বেণুধ্বনিতে যে নাকি আকৃষ্ট না হয়? যুবতী নারীর কথা ছাড়িয়া দেই, পুরুষ পর্য্যন্তও যে তোমার রূপে, তোমার বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীর নিকটে আমরা শুনিয়াছি, অরণ্যবাসী কয়েকজন তপঃপরায়ণ মুনিও নাকি তোমার রূপাদিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মানুষের কথাও ছাড়িয়া দেই—তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদি (গো-দ্বিজদ্রুমমৃগাঃ) পর্য্যন্তেরও তো গাত্রে রোমাঞ্চের উদয় হইয়া থাকে নাগর। এ তো গেল মর্ত্য জীবের কথা। পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণও নাকি তোমার বংশীধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়েন। নাগর। আমরা সাধারণ মানবী, তাতে আবার সরলা গোয়ালিনী, স্থাবর জঙ্গম এমন কি ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যখন তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া মোহিত হইয়া যায়েন, তখন আমাদের আর কথা কি নাগর। আমরা যে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? নাগর। তোমার বেণুধ্বনির অলৌকিকী শক্তি, কোন্ অবলা রমণীর এমন শক্তি আছে যে, বেণুধ্বনির এই অলৌকিক-শক্তির গতিরোধ করিবে? আমরা শুনিয়াছি, কোনও কোনও রমণী আছে, যাহারা যোগবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক-শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাদ্বারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাহারা করাইয়া লইতে পারে। আবার এমন রমণীও নাকি আছে, যাহারা বশীকরণ-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, তাহারা, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বশীভূত করিতে পারে। এইরূপ অলৌকিক যোগবল এবং বশীকরণ-বিদ্যায় দক্ষতা লইয়া যদি কোন রমণী কোনও নাগরের দূতীরূপে কোনও নায়িকার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ নায়িকার এমন কি শক্তি আছে যে, সেই দূতীর মনোমুগ্ধকর বাক্য এবং যোগবলের ও বশীকরণ-বিদ্যার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার না করিবে? তাহার সঙ্গে নাগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য না হইবে? নাগর! তোমার বেণুধ্বনিও যোগবলবতী এবং বশীকরণ-বিদ্যায় সুদক্ষা দূতীর মতই অলৌকিক-শক্তি ধারণ করিয়া থাকে, আমরা অবলা, সরলা গোয়ালিনী, আমরা কিরূপে তাহার শক্তিকে রোধ করিব? নিপুণা দূতী যেমন

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায়॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহার প্রভু-নাগরের গুণ-বর্ণনাদিদ্বারা সরলা নায়িকার মন ফিরাইয়া ফেলে, নাগরের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহার চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয়, পরে তাহাকে কুলত্যাগ করাইয়া আনিয়া নাগরের নিকটে অর্পণ করে, তোমার বেণুধ্বনিও আমাদের কর্ণবিবরদ্বারা মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, তাহার মধুরতা ও অলৌকিক শক্তিতে আমাদের চিত্ত হরণ করে, তোমার রূপ-গুণাদি উদ্দীপিত করিয়া তোমার সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত আমাদের চিত্তে এমন বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দেয় যে, আমরা আর স্থির থাকিতে পারি না—আমাদের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়—তখন দেহ, গেহ, স্বজন, আর্য্যপথ—সমস্তের কথাই আমরা ভুলিয়া যাই—তখন আমাদের সমগ্র চিত্তই তোমার রূপ-গুণাদিতে পরিপূর্ণ থাকে, হে নাগর! তোমার বেণুধ্বনি আমাদের এরূপ অবস্থা জন্মাইয়া, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করিয়া জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার নিকটে অর্পণ করে। তুমিই বল তো নাগর! এমতাবস্থায় আমরা কি করিব? কি করিতেই বা পারি? কিরূপে আমরা কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি? নাগর! কুলধর্ম্ম ত্যাগের জন্য আমাদিগকে দোষ দেওয়া বৃথা—দোষ তোমার বেণুধ্বনির, তুমিই ইহা বিচার করিয়া দেখিতে পার।"

৩৪। **ধর্ম্ম ছাড়ায়**—কুলধর্ম্মাদি ত্যাগ করায় (কৃষ্ণ)। **বেণুদ্বারে**—বেণুর সহায়তায়, বেণুধ্বনিদ্বারা। **হানে**—নিক্ষেপ করে। "হান" পাঠও আছে। **কটাক্ষ**—তেরছা চাহনি। **কাম-শরে**—কামবাণদ্বারা।

কটাক্ষ-কাম-শরে—কটাক্ষরূপ কামশর, কন্দর্পের শরে বিদ্ধ হইলে লোক যেমন কাম-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ দর্শন করিলেও রমণীকুল তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষাও অধিকতররূপে কাম জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। তাই কটাক্ষকে কাম-শর বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীদিগের এই কাম-জ্বালা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উৎকণ্ঠা-জনিত নহে, কামক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃষ্ণ-বল্লভাদিগের চিত্তেও ক্রীড়াবাসনার তীব্রতা প্রয়োজন। ভোক্তার তীব্র ক্ষুধা এবং ভোক্তাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত পরিবেশকের তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ভোজন-রসের সম্যক্ আস্বাদন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে, লীলা-শক্তির প্রবোচনাতেই কৃষ্ণ-বল্লভাদিগের চিত্তে ক্রীড়াবাসনার উদ্ভব হয়। এই ক্রীড়াবাসনা শ্রীকৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যমূলক বলিয়া ইহাও প্রেমই, কাম নহে। আর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভাদিগের যে রহোলীলা, প্রাকৃত কাম ক্রীড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তবিক তাহা কামক্রীড়া নহে। "সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম-নাম॥ ২।৮।১৭৪॥" কামক্রীড়ার সহিত বাহিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপীদিগের প্রেমকে কাম বলা হয়। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।—ভ র সিন্ধু। ১।২।১৪৩॥" **লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়**—কৃষ্ণ লজ্জা, ভয়াদি সমস্ত ত্যাগ করায়। **লজ্জা**—লোক-লজ্জা। **ভয়**—গুরুজনাদি হইতে ভয়।

এবে—এক্ষণে, আর্য্যপথ এবং লজ্জাভয়াদি ত্যাগ করাইবার পরে, এক্ষণে। **আমায় করি রোষ**—ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া ক্রোধ করিয়া। **কহি পতি-ত্যাগ দোষ**—আমি পতি-ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়া। **ধার্ম্মিক হঞা**—আমাকে ধর্ম্মাদি ত্যাগ করাইয়া এক্ষণে নিজে ধার্ম্মিক সাজিয়া। **ধর্ম্ম শিখায়**—কুলধর্ম্ম, সতী-ধর্ম্মাদি শিক্ষা দেয়। "ধর্ম্ম শিখাও" পাঠান্তরও আছে।

গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাত্মক কয়েকটী শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া। তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা। পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ অস্বর্গ্যময়শস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৯।২৪-২৬॥—"হে কল্যাণীগণ! অকপটচিত্তে স্বামীর সেবা এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনগণের অনুপোষণই স্ত্রীলোকদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পতি যদি অপাতকী হন, তাহা হইলে ইহলোকে [illegible]

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
এই সব শঠ-পরিপাটি। ছাড় এই সব কুটিনাটী ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরলোকে অভিলাষিণী স্ত্রীগণ—তাহাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, পতি যদি দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা ধনহীনও হয়, তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না, কুল-স্ত্রীগণের ঔপপত্য, স্বর্গহানিজনক, অযশস্কর, অচিরস্থায়িত্ব-হেতু অতি তুচ্ছ, দুঃখসাধ্য, ভয়াবহ ও নিন্দিত।"

"ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে" হইতে "ধর্ম্ম শিখায়" পর্য্যন্ত ত্রিপদী:—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কতক্ষণ ওলাহন দিয়া তাঁহার শঠতার কথা স্মরণপূর্ব্বক গূঢ় রোষভরে স্বগত ভাবে (অথবা, যেন পার্শ্ববর্ত্তিনী কোনও সখীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিজের উক্তির সাক্ষি স্বরূপা, অথবা মধ্যস্থা বিচারিকা স্বরূপে মনে করিয়াই যেন) গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বলিতে লাগিলেন—"শঠের চাতুরী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। উনি (কৃষ্ণ) বেণুধ্বনি করিয়া—যে বেণুধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী দূতীর ন্যায় ত্রৈলোক্যবাসিনী সমস্ত রমণীকেই জোর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে, সেই সর্ব্বনাশা বেণুর ধ্বনি করিয়া—আমাদের কুলধর্ম্ম ত্যাগ করাইলেন, আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া নিজের নিকটে আনিয়া, বিলোলকটাক্ষ-শরে আমাদিগের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন—কাম-জ্বালার তীব্র হলাহল আমাদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া আমাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিলেন—লোকলজ্জা ত্যাগ করাইলেন—গুরুজনাদির ভয় ত্যাগ করাইলেন। নিজে এত সব করিয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া—সমস্ত কুল-ললনাদিগের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এখন তিনি ধার্ম্মিক সাজিয়াছেন ॥ আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, আমাদিগকে দোষ দিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। আমরা পতি সবাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বলিয়া আমাদের উপরে দোষারোপ করিতেছেন, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়াই পতি-সেবাদি ত্যাগ করিয়াছি ॥ ধার্ম্মিক-চূড়ামণি সাজিয়া উনি এখন আমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছেন ॥ ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?"

"ছান" এবং "শিখাও" পাঠস্থলে, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—"শঠ! তোমার চাতুরী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। তুমি বেণুধ্বনি করিয়া—ইত্যাদি।"

৩৫। **অন্য কথা অন্য মন**—কথায় এক রকম, মনে আর এক রকম। **বাহিরে অন্য আচরণ**—আবার আচরণ অন্যরূপ। মনে, মুখে ও আচরণে, কোনওটার সঙ্গেই কোনটার মিল নাই। **শঠ**—ধূর্ত্ত, গোপনে অনিষ্টকারী ব্যক্তি। **পরিপাটী**—কৌশল, চালাকী। যাহারা শঠ, তাহারা মুখে এক রকম বলে, মনে আর এক রকম ভাবে, আবার কাজে আর এক রকম করে। **তুমি জান পরিহাস**—তুমি পরিহাস বলিয়া মনে কর, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাকে তুমি তোমার পরিহাস বাক্য বলিয়া মনে করিতে পার। **হয় নারীর সর্ব্বনাশ**—কিন্তু তাহাতে নারীর (আমাদের) সর্ব্বনাশ হয়, কারণ, তোমার দ্ব্যর্থবোধক বাক্যকে তুমি পরিহাসোক্তি বলিয়া মনে করিলেও, সরলা নারী তোমার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তোমার পরিহাসকেই, যথাশ্রুত অর্থে, ত্যাগ মনে করিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিয়া মনে করে। **কুটিনাটী**—কুটিলতা, মনে এক ভাব, কথায় বা কাজে অন্য ভাব।

"অন্য কথা অন্য কাজ" হইতে "এই সব কুটিনাটী" পর্য্যন্ত ত্রিপদী:—গোপীভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গূঢ় রোষভরে বলিলেন—"নাগর! তুমি একরকম কথা বল, মনে আর একরকম বিষয় ভাব, আবার কাজের বেলা অন্য আর একরকম কর, তোমার কথায়, কাজে ও চিন্তায় কোনটার সঙ্গেই কোনটার মিল দেখিতে পাই না। কিন্তু নাগর! এই সমস্ত তো সরল লোকের কাজ নহে? শঠতায় যাঁহারা অত্যন্ত দক্ষ, তাঁহাদেরই এইরূপ ব্যবহার। যদি বল, "আমার কথায় ও কাজে অমিল কোথায় দেখিলে তোমরা?" তাহাও দেখাইয়া দিতেছি। বস্ত্র-হরণের

বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃতসমান মিঠাবোলে, তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
অমৃতসমান ভূষণ শিঞ্জিত। কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দিন তুমিই না নাগর! গোপীগণকে বলিয়াছিলে, "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ—অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে ব্রজে গমন কর; আগামিনী রজনী-সমূহে আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে।" এই তো ছিল তোমার মুখের কথা। তারপর বংশীধ্বনি করিয়া আমাদিগকে গৃহত্যাগিনী করিয়া বনে আনিলে, আনিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছ; এই তো তোমার আচরণ। তোমার কথায় আর কাজে মিল কোথায় বল ত, শঠচূড়ামণি! আর তোমার মনের কথা তুমি জান, আমাদের মনে হয়, আমাদিগকে কুলত্যাগিনী করা, কলঙ্কিনী করাই তোমার মনের অভিপ্রায় ছিল। মনে, মুখে, কাজে তোমার কোথাও মিল নাই। বলি নাগর! আমাদের ন্যায় সরলা অবলার সঙ্গে এত শঠতা, এত কুটিলতার কি প্রয়োজন ছিল? এখন তুমি হয়তো বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কেবল পরিহাস করিয়াই বলিতেছ—তোমার কথার যথাশ্রুত অর্থেই ত্যাগ বা উপেক্ষা বুঝাইতেছে, বাস্তবিক আমাদিগকে ত্যাগ করার অভিপ্রায় তোমার নাই। কিন্তু নাগর। তোমার কথার গূঢ় অর্থে যদি পরিহাসই বুঝায়, তাহা আমরা—সরলা অবলা আমরা—কিরূপে বুঝিব? আমরা তোমার ধর্ম্মোপদেশের যথাশ্রুত অর্থ বুঝিয়াই নিজেদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেছি—তাই অসহ্য যাতনায় মৃতপ্রায় হইতেছি। নাগর। তোমার এ-সব কুটিলতা ত্যাগ কর, আমরা সরলা অবলা, আমাদের-সঙ্গে কুটিলতা করা তোমার শোভা পায় না নাগর।"

৩৬। **বেণুনাদ**—বেণু-ধ্বনি।

বেণুনাদ-অমৃত-ঘোলে—বেণুনাদ-রূপ অমৃত ঘোলে।

অমৃত-ঘোলে—অমৃত হইতে জাত ঘোল (মাঠা)। সাধারণতঃ দধি হইতেই ঘোল প্রস্তুত হয়, ঘোল অত্যন্ত স্নিগ্ধ, দেহের সন্তাপ-নাশক। কিন্তু অমৃত হইতে যদি ঘোল প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে সেই ঘোলে অমৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদও থাকিবে, আর তাহা দেহ ও মন উভয়েরই সন্তাপনাশক হইবে এবং সাধারণ দধি-জাত ঘোলের অপেক্ষা তাহা অধিকতর স্নিগ্ধও হইবে। বেণু-ধ্বনির মধুরতা এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় বেণুনাদকে অমৃতঘোল বলা হইয়াছে। বেণু-ধ্বনি অমৃতের ন্যায় মধুর, এই মধুরতার আরও একটি বিশেষত্ব আছে; স্বর্গবাসীরাই অমৃত পান করিয়া থাকে, ভোগে স্বর্গবাসীদের বিতৃষ্ণা জন্মে না—মর্ত্ত্যলোকে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে; বেণুনাদের যে মধুরতা, তাহা মর্ত্ত্যবাসীর আস্বাদ্য মধুরতার ন্যায় বহুক্ষণ আস্বাদনের পরে বিতৃষ্ণা জন্মায় না, ইহা স্বর্গবাসীদের আস্বাদ্য অমৃতের ন্যায় ভোগের তৃষ্ণা বরং বাড়াইয়া দেয়, বেণুধ্বনি যতই শুনা যায়, ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাই আস্বাদন-বিষয়ে বেণুনাদের সঙ্গে অমৃতের সাদৃশ্য আছে। তারপর সন্তাপ-হারকতার কথা। বস্ত্র-হরণের দিন "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ—আগামিনী রজনীসমূহে আমার সহিত তোমরা রমণ করিতে পাইবে" বলিয়া যে-শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃদয়ে একটা আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই গোপীগণ তাঁহার প্রতিশ্রুত রাত্রিসমূহের অপেক্ষা করিতেছিলেন; এই আশার ঘৃতাহুতি পাইয়া তাঁহাদের মিলনেচ্ছারূপ অগ্নি উৎকণ্ঠা-জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মিলনোৎকণ্ঠার তীব্রতাপে তাঁহাদের মন-প্রাণ বিশেষরূপে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। রাস-রজনীতে বেণুধ্বনিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান পাইয়া আশু মিলন নিশ্চিত জানিয়া তাঁহাদের সন্তাপ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছিল—নিদাঘ-তপ্ত পিপাসাতুর ব্যক্তির সন্তাপ যেমন ঘোলপানে প্রশমিত হয়। তাই বেণু-ধ্বনিকে ঘোলের তুল্য বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি অমৃত হইতে জাত ঘোলের ন্যায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় এবং দেহ-মনের সন্তাপ-নাশক।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মিঠা—মিষ্ট। **বোলে**—বচনে, কথায়। **অমৃত সমান মিঠা-বোলে**—অমৃতের ন্যায় মধুর বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের স্বর মধুর, নর্ম্ম-পরিহাসময় বলিয়া প্রতি কথা মধুর, প্রতি অক্ষরও মধুর। **ভূষণ-শিঞ্জিত**—অলঙ্কারের ধ্বনি, অঙ্গ-সঞ্চালনের সময়ে অলঙ্কারাদির যে মৃদুমধুর শব্দ হয়, তাহাকে শিঞ্জিত বলে। **অমৃত সমান ভূষণ-শিঞ্জিত**—কৃষ্ণের ভূষণ-ধ্বনিও অমৃতের ন্যায় মধুর। **তিন অমৃতে**—বেণুনাদরূপ অমৃত, বচনরূপ অমৃত এবং ভূষণ-ধ্বনিরূপ অমৃত, এই তিন অমৃতে। মধুর বেণুনাদে, মধুর বচনে এবং মধুর ভূষণ-ধ্বনিতে। **হরে কান**—কর্ণকে হরণ করে, অন্য শব্দ শুনিতে না দিয়া কানকে কেবল ঐ তিনটি শব্দ শুনিবার কাজেই নিয়োজিত করে। যিনি একবার শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহার ভূষণ-ধ্বনি শুনিয়াছেন, অন্য কোনও শব্দ শুনিবার জন্যই আর তাঁহার ইচ্ছা থাকে না, অন্য কোনও শব্দ তিনি শুনিতেও পায়েন না—কেবল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ঐ তিনটি শব্দ বা তাহাদের কোনও একটি শুনিবার নিমিত্তই তাহার উৎকণ্ঠা জন্মে এবং সর্ব্বদাই কানে যেন ঐ তিনটী বা তাহাদের কোনও একটীই তিনি শুনিতে পান। ঐ তিনটী শব্দ যেন তাঁহার কানের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে।

হরে মন হরে প্রাণ—ঐ তিন অমৃত মন ও প্রাণকে হরণ করে। যিনি একবার ঐ তিনটী শব্দ শুনিয়াছেন, তাঁহার মন-প্রাণ সর্ব্বদাই ঐ তিনটী শব্দেই ভরপুর হইয়া থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই তিনি আর মন প্রাণ নিয়োজিত করিতে পারেন না। **চিত**—চিত্ত, মন। **কেমনে নারী** ইত্যাদি—যাহার মন, প্রাণ, কান সমস্তই অপহৃত হইয়া যায়, সেই রমণী আর কিরূপে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে? তিনি কিরূপে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন?

"বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে' হইতে "ধরিবেক চিত' পর্য্যন্ত ত্রিপদী :—"নাগর! তোমার বেণুধ্বনি আমাদের দেহের এবং মনের সমস্ত সন্তাপ দূর করিয়া অমৃতোপম মধুরতায় আমাদের প্রাণ-মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গণকেই হরণ করিয়াছে, তোমার অমৃতমধুর কণ্ঠস্বর এবং নর্ম্মরস-সূচক বাক্যাদি এবং তোমার অমৃত-মধুর-ভূষণ-ধ্বনি—ইহারাও আমাদের প্রাণ-মন-আদি ইন্দ্রিয়গণকে হরণ করিয়াছে, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি এখন আর আমাদের বশে নাই, সমস্তই তোমার বেণু, কণ্ঠ ও ভূষণের ধ্বনিবিষয়ে নিয়োজিত। নাগর! তুমি যে আমাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতি-সেবাদি করিতে উপদেশ দিতেছ, তাহা আমরা কিরূপে করিব নাথ! পতি-আদির কথা যদি শুনিতে পাই, তাহা হইলেই তো তাঁহাদের আদেশানুসারে তাঁহাদের সেবা করিতে পারিব? কিন্তু নাথ, তাহা তো আমরা শুনিতে পাই না, পাইবও না, কারণ, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যে তোমার বেণুধ্বনি-আদি শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, আমাদের কর্ণ এখন আর তোমার বেণুধ্বনি, তোমার কণ্ঠধ্বনি, তোমার ভূষণ-ধ্বনিব্যতীত আর কিছুই যে শুনিতে পায় না। অন্য কাহারও কথা শুনিলেও মনে হয়, তোমার কণ্ঠস্বরই শুনা যাইতেছে, তাহার কথার স্বরূপ গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে-শব্দ হয়, তাহা শুনিলেও মনে হয়, যেন তোমার বেণুধ্বনিই শুনা যাইতেছে, কোনও অব্যক্ত মৃদু শব্দ শুনিলেও মনে হয়, তোমার ভূষণধ্বনিই শুনা যাইতেছে। নাথ! তোমার এই তিনটি ধ্বনি যেন আমাদের কানের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে, আমরা কিরূপে পতি-আদির আদেশ শুনিয়া তাহাদের সেবা করিব, নাথ! বলিতে পার, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেবা করিবে। তাহাও যে-নাগর, আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে মনের একাগ্রতার প্রয়োজন, কিন্তু নাগর! আমাদের মন তো আমাদের বশে নাই, তোমার ধ্বনিত্রয়েই মন নিবিষ্ট হইয়া আছে। আর অন্যান্য ইন্দ্রিয় তো মনেরই অনুগত, মন যেখানে, তাহারাও সেখানেই। কিরূপে আমরা পতি-সেবা করিব, নাগর! আমরা যে জোর করিয়া আমাদের চিত্তকে গৃহকর্ম্মাদিতে ধরিয়া রাখিব, সেই শক্তিও আমাদের নাই, নাথ! দেবীগণও তোমার বেণুধ্বনির অসাধারণ শক্তিকে রোধ করিতে পারে না, আমরা তো সাধারণ মানবী, কিরূপে আমরা তাহার প্রতিকূলে কাজ করিতে সমর্থ হইব?"

এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥ ৩৭

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—
নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যেকেন। হে সখি! স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি। স্বশব্দেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ? নদজ্জলদেতি। নদতো জলদস্য নিস্বন ইব নিস্বনঃ কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূত? শ্রবণকর্ষি কর্ণকর্ষি সদুত্তমং শিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ। ভূষণানান্ত শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরতএব সরসসূচকৈঃ। কিম্বা সনর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জ্ঞাতং অন্যেষাং বচনানি বা রসসূচকানি স্যুঃ কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষরাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জ্জাতানাং পদানাং বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলম্। কিম্বা সনর্ম্মরসসূচিকান্ ক্ষবতি শ্রবণকৃতাং হৃদয়ান্ন নির্যাতীত্যক্ষরপদানাং যা অর্থভঙ্গী সোক্তৌ যস্য। কিম্বা সৈবোক্তির্যস্য। যদ্বা, রসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা, সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ সমুদ্রঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ। পুনঃ রমাদিকানামুত্তমস্ত্রীণাং হৃদয়হারী বংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যস্য সঃ। যয়ন্ত মানুষ্যস্তত্রাপি যুবত্যঃ অর্ব্বাচীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ তস্য বাঞ্ছনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎকর্ত্তৃকমস্মচ্চিত্তাকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি। সদানন্দবিধায়িনী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পর্য্যন্তই প্রভুর উক্তি শেষ হইল। গ্রন্থকার নিজের কথায় প্রভুর চেষ্টা বর্ণনা করিতেছেন।

৩৭। **এত কহি ক্রোধাবেশে**—রোষের আবেশে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ বলিয়া (প্রভু)। **ভাবের তরঙ্গে ভাসে**—প্রভু গোপীভাবে যেন আপ্লুত হইলেন। **উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন**—শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত প্রভুর চিত্তে বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল। **রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী**—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা। পরবর্ত্তী "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইত্যাদি শ্লোক। **বাখানি**—ব্যাখ্যা করিয়া। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে প্রভুকৃত শ্লোকব্যাখ্যা উক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার শ্রুতিমধুর ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার বাক্য সপরিহাস মধুরাক্ষরযুক্ত এবং পদার্থভঙ্গিময়, যাঁহার বংশীধ্বনি রমাদি-বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারী, সেই মদন-মোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। ৩

নদজ্জলদনিস্বনঃ—নাদ (শব্দ) করিতেছে যে জলদ (মেঘ), তাহার নিস্বনের ন্যায় নিস্বন (শব্দ) যাঁহার, মেঘের শব্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ যাঁহার, সেই মদনমোহন। "নদন্নবঘনধ্বনিঃ"-এরূপ পাঠান্তরও আছে, অর্থ একই, নাদ করিতেছে এরূপ নবঘনের (নূতন মেঘের) ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি যাঁহার। **শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ**—শ্রবণকে (কর্ণকে) আকর্ষণ করে এরূপ সৎ (উত্তম) শিঞ্জিত (ভূষণধ্বনি) যাঁহার, যাঁহার ভূষণের সুমধুর ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে—শুনিবার নিমিত্ত কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়। "শ্রবণহারিসংশিঞ্জিতঃ" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ একই, শ্রবণকে হরণ (মুগ্ধ) করে, এরূপ সংশিঞ্জিত যাঁহার। **সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ**—নর্ম্মের (পরিহাসের) সহিত বর্ত্তমান যে-রস, সেই রসের সূচক (দ্যোতক) অক্ষরের (শব্দের বা পদের) এবং পদার্থের (পদের অর্থের) ভঙ্গী (কৌশল) যুক্ত উক্তি (বাক্য) যাঁহার, যাঁহার বাক্যের অর্থ, এমন কি শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্ম্মরসে পরিপূর্ণ,

অস্যার্থঃ ; যথারাগঃ—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি
যার গুণে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবে জগতের কাণে,
পুন কাণ বাহুড়ি না আয়॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহার উচ্চারিত সমস্ত বাক্যের মর্ম্মও সরস-নর্ম্মময়, শব্দ এবং অক্ষরগুলিও নর্ম্মরসের পরিচায়ক। "সনর্ম্মবচনামৃতৈঃ স্নপিতকামিনীমানসঃ"—এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, অর্থ—যাঁহার পরিহাসময় বচনরূপ অমৃতদ্বারা কামিনীদিগের মানস (মন) স্নপিত (রসনিষিক্ত) হয়, যাঁহার নর্ম্ম পরিহাসে সমুজ্জ্বল বাক্য শুনিলে কামিনীদিগের চিত্তে রসের হিল্লোল বহিতে থাকে। **রমাদিক-বরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ**—রমা (লক্ষ্মী) আদি বরাঙ্গনাদিগেরও (শ্রেষ্ঠ রমণীদিগেরও) হৃদয়কে (চিত্তকে) হরণ করিতে সমর্থ যাঁহার বংশীর (বাঁশীর) কল (মধুর ও অস্ফুটধ্বনি); আমাদের (গোপীদিগের) ন্যায় মনুষ্যজাতীয়া অর্ব্বাচীনা—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয়া সুতরাং সম্ভোগযোগ্যা—তরুণীদিগের কথা তো দূরে,—যাঁহার বাঁশরীর অস্ফুট-মধুর ধ্বনি শুনিলে লক্ষ্মী আদি বৈকুণ্ঠবাসিনীদের, স্বর্গস্থা দেবনারীদের চিত্তপর্য্যন্তও বিচলিত হইয়া পড়ে, সেই মদনমোহন স্বীয় শব্দদ্বারা আমার (শ্রীরাধার) কর্ণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

৩৮। এক্ষণে শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু "নদজ্জলদনিস্বনঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমতঃ "নদজ্জলদনিস্বনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি" ইত্যাদিদ্বারা।

কণ্ঠের গম্ভীর-ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের গম্ভীর-ধ্বনি। **নবঘন**—নূতন মেঘ। **নবঘন-ধ্বনি**—নূতন মেঘের শব্দ। **নবঘন-ধ্বনি জিনি**—নবঘন-ধ্বনিকেও জয় করে যে। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির গম্ভীরতা নূতন মেঘের ধ্বনির গম্ভীরতাকেও পরাজিত করে। **যার গুণে**—শ্রীকৃষ্ণের যে কণ্ঠধ্বনির গুণে। **কোকিল লাজায়**—কোকিলও লজ্জিত হয়। ইহাতে কৃষ্ণ কণ্ঠ ধ্বনির মধুরতা সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি নবমেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর এবং কোকিলের ধ্বনি অপেক্ষাও মধুর।

তার—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির। **শ্রুতি**—শ্রবণ, শুনা। **শ্রুতি-কণে**—যাহা শ্রুত হয়, তাহার কণিকায়। **তার এক শ্রুতি কণে**—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর যাহা শ্রুত হয় (শুনিতে পাওয়া যায়), তাহার এক কণিকায়। **ডুবে জগতের কাণে**—জগদ্বাসী সকলের কানই ডুবিয়া যায়। "ডুবে" শব্দের তাৎপর্য্য এই:—কোনও বস্তু জলে ডুবিয়া গেলে তাহার উপরে, নীচে, আশে-পাশে সর্ব্বত্রই যেমন জল থাকে, জলব্যতীত অন্য কোনও জিনিসের সহিতই যেমন তাহার স্পর্শ হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের—সমস্তের প্রয়োজন হয় না, তাহার—এই কণিকাতেই সমস্ত জগদ্বাসীর—দুএকজনের নয়, সকলেরই—কানের এমন অবস্থা জন্মাইতে পারে যে, তাঁহাদের কাহারও কানের সঙ্গেই আর অন্য শব্দের সংস্রব কখনও হইতে পারে না—তাঁহারা কেহই কোনও সময়েই আর অন্য কোনও শব্দ শুনিতে পায় না, সর্ব্বদাই তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-কণ্ঠের শব্দই শুনিতে পায়, যখন কৃষ্ণের কণ্ঠ-স্বরের সান্নিধ্যে থাকে, তখন তো শুনেই, যখন কৃষ্ণের নিকট থাকে না, কি কৃষ্ণ কথাদি বলেন না—তখনও যেন তাঁহাদের কানে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরই শ্রুত হইতে থাকে।

বাহুড়ি—ফিরিয়া। **না আয়**—আইসে না। **পুন কান** ইত্যাদি—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি হইতে জগদ্বাসীর কান আর ফিরিয়া আসে না। একবার যে ব্যক্তি কৃষ্ণের কণ্ঠ স্বর শুনিতে পায়, অন্য শব্দের প্রতি তাহার আর কোনও সময়েই অনুসন্ধান থাকে না—কৃষ্ণের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেও না।

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি" হইতে "বাহুড়ি না আয়" পর্য্যন্ত:—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বিশাখা-জ্ঞানে শ্রীরামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সখি! নূতন মেঘের যে-ধ্বনি, তাহার গম্ভীরতাই লোকের নিকটে

কৃষ্ণের সে শব্দগুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥ ৩৯
কহ সখি! কি করি উপায়?।

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪০

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আদর্শস্থানীয়, কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের গম্ভীরতার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ। আর—এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার শব্দের মধুরতার সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্বরের মধুরতার তুলনা হইতে পারে, কিন্তু সখি! কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মধুরতা দেখিয়া যেন কোকিলও লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকে। কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যও মধুরতার তুলনা কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরই, ইহার আর অন্য তুলনা নাই সখি! ইহার শক্তিও সখি অদ্ভুত। সরোবর বা নদীর কথা তো দূরে, একটা আস্ত সমুদ্রও বোধহয় সমস্ত জগদ্বাসীকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে না—পারিলেও কেহ কেহ হয়তো সাঁতার দিয়া সমুদ্র ছাড়িয়া তীরে উঠিতে পারে কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের সমস্তটার প্রয়োজন হয় না—তাহার এক ক্ষুদ্র কণিকাই সমস্ত জগদ্বাসীর কানকে এমন ভাবে ডুবাইয়া রাখিতে পারে যে, কাহারও কানই আর তাহাকে (স্বর-কণিকাকে) ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পারে না—চেষ্টা করিয়াও তীরের সন্ধান পাইবে না। সখি! একবার যাহার কানে কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের সামান্য একটুকুও প্রবেশ করে তাহার কানে আর অন্য শব্দের স্পর্শ হইতে পারে না সে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সর্ব্বদাই যেন কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরই শুনিতে পায়। হায় সখি! আমি কখন কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইব? উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ যে যায় সখি!

এস্থলে কেবল কণ্ঠের "ধ্বনির" মধুরতার কথাই বলা হইল, এই মধুর কণ্ঠধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহার মধুরতার কথা পরে বলা হইবে (৩।১৭।৪১ পয়ারে)।

৩৯। কহ সখি। ইত্যাদি—রায় রামানন্দকে বিশাখা সখী মনে করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিলেন—'সখি! কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি কৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব তাহা আমাকে বলিয়া দাও।'

শব্দগুণে—শব্দের গম্ভীরত্ব ও মাধুর্য্যগুণে। **মরি যায়**—কান মরিয়া যায়।

"সখি! আমাকে বলিয়া দাও কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি কৃষ্ণের সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব—যাহা নবমেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর যাহা কোকিলের স্বর অপেক্ষাও মধুর, এবং যাহার এক কণিকাই সমস্ত জগৎকে ডুবাইতে সমর্থ! সখি! কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনির গাম্ভীর্য্যে মধুরতায় এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতায় আমার কান যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে অন্য শব্দ আর আমার কান গ্রহণ করিতে অসমর্থ—কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার নিমিত্তই আমার কান উৎকণ্ঠিত—জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যসন্তপ্ত মরুভূমির মধ্যস্থলে উপস্থিত কোনও লোকের, জলপানের নিমিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠা হয়, জল না পাইলে পিপাসার তাড়নায় তাহার যেমন প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, সখি! কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিবার তীব্র উৎকণ্ঠায় আমার কানেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। বল সখি! আমি কি করিব?"

৪০। কণ্ঠধ্বনির কথা বলিয়া এক্ষণে শ্লোকস্থ 'শ্রবণকর্ষিসিঞ্চিতঃ" অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারাদির ধ্বনি-মধুরতা বর্ণনা করিতেছেন।

নূপুর কিঙ্কিণীধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের চরণের নূপুরের ধ্বনি এবং কটির কিঙ্কিণীর ধ্বনি। **কিঙ্কিণী**—মালার আকারে গ্রথিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ, ঘুঙ্গুর। **হংস-সারস জিনি**—হংস ও সারসকে পরাজিত করে যাহা। শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের এবং কিঙ্কিণীর মধুর-ধ্বনি, হংস এবং সারসের ধ্বনির মধুরতাকেও পরাজিত করে। **কঙ্কণ-ধ্বনি**—কঙ্কণের শব্দ। **কঙ্কণ**—এক রকম অলঙ্কার, ইহা হাতের মণিবন্ধে (হাতের তালুর ঊর্দ্ধদেশে) ব্যবহার করা হয়। **চটক**—এক রকম ক্ষুদ্র পাখী, চড়ুই, ইহার শব্দ অতি মধুর ও মৃদু। **লাজায়**—লজ্জিত করে।

সে শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত, স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কণ-ধ্বনির মৃদুতা ও মধুরতা দেখিয়া নিজের শব্দের মৃদুতার হেয়তা বুঝিতে পারিয়া চটক লজ্জিত হয়।

একবার যেই শুনে—কৃষ্ণের নূপুর, কিঙ্কিণী এবং কঙ্কণের ধ্বনি যে একবার শুনিতে পায়। **ব্যাপি রহে তার কানে**—ঐ ধ্বনি তাহার কানকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখে, সমস্ত কানকেই অধিকার করিয়া রাখে। **অন্য শব্দ** ইত্যাদি—নূপুরাদির ধ্বনিতে সমস্ত কান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া অন্য কোন শব্দই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, যেমন যে-জায়গায় একটী দালান আছে, ঠিক সেই জায়গায় আর একটী দালান থাকিতে পারে না।

"নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি" হইতে "সে কাণে না যায়" পর্য্যন্ত :—

"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারের ধ্বনির যে মধুরতা, তাহার তুলনা তো জগতে মিলে না, কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়াই বা তোমাকে তাহা বুঝাইব? হংস এবং সারসের ধ্বনি, নূপুর-কিঙ্কিণীর ধ্বনির মতনই মধুর বলিয়া লোকে বলে, কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের নূপুর-কিঙ্কিণীর-ধ্বনির নিকটে যে তাহা অতি তুচ্ছ। সখি! চটক-পাখার মৃদু মধুর ধ্বনিও কঙ্কণের-ধ্বনির মতনই মধুর বলিয়া তোমরা বল, কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের কঙ্কণের ধ্বনির সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? কৃষ্ণের কঙ্কণের ধ্বনি শুনিয়া চটক যে নিজের হেয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় নিতান্ত ছোট হইয়া যায় সখি। কিসের সঙ্গে কৃষ্ণের অলঙ্কারের ধ্বনির তুলনা দিব? যে-ভাগ্যবতী একবার মাত্র কৃষ্ণের অলঙ্কারের মধুর শব্দ শুনিতে পায়, ঐ শব্দ যেন তখন হইতে সর্ব্বদাই তাহার সমস্ত কান জুড়িয়া বসিয়া থাকে। সখি, কানে আর অন্য কোনও শব্দ প্রবেশ করিতে পারে না। সখি! কৃষ্ণের মধুর অলঙ্কার-ধ্বনি শুনিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত, বল সখি! কিরূপে আমি সেই শব্দ শুনিতে পাইব?"

৪১। এস্থলে, শ্লোকস্থ "সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ"-অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উচ্চারিত "বাক্যের" মধুরতার কথা বলিতেছেন।

শ্রীমুখ—শ্রীযুক্ত মুখ পরমশোভাযুক্ত মুখ। **ভাষিত**—কথা। **সে শ্রীমুখভাষিত**—শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম-শোভাযুক্ত মুখের কথা। **পরামৃত**—শ্রেষ্ঠ অমৃত, অপ্রাকৃত অমৃত। **অমৃত হৈতে পরামৃত**—স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ অমৃত, বহুগুণে বেশী আস্বাদ্য, মধুর। **স্মিতকর্পূর**—স্মিত (মন্দহাস)-রূপ কর্পূর। শ্রীকৃষ্ণের মৃদু-হাসিকে শুভ্র ও সুগন্ধি কর্পূরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **তাহাতে**—শ্রীমুখভাষিতরূপ পরামৃতের সঙ্গে।

অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে কর্পূরের সৌগন্ধে যেমন অমৃতের লোভনীয়তা বর্দ্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর কথার সঙ্গে তাঁহার মধুর মন্দহাসের যোগ থাকাতে ঐ কথার লোভনীয়তাও তদ্রূপ সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কর্পূরমিশ্রিত অমৃত যখন কোনও জায়গায় থাকে, যেখানে ইহা কেহ দেখিতে পায় না—তখনও ইহার সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইহার স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত লোকের লোভ জন্মে, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের মধুর মন্দহাসি দর্শন করিলেই তাঁহার মধুর কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্রজসুন্দরীদিগের লোভ জন্মে।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি—শব্দ-শক্তি ও অর্থ-শক্তি এই দুই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের শব্দের শক্তি ও অর্থের শক্তি। **নানা রস**—শৃঙ্গারাদি নানাবিধ রস। **করে ব্যক্তি**—প্রকাশ করে। **নানা রস করে ব্যক্তি**—শ্রীকৃষ্ণ যে-কথা বলেন, তাহার প্রত্যেক শব্দের এবং প্রতি-শব্দের অর্থের এমন শক্তি আছে যে, তাহাতে নানাবিধ রসের স্ফুরণ হয়। **প্রত্যক্ষরে**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতি অক্ষরে। **নর্ম্ম**—পরিহাস। **প্রত্যক্ষরে নর্ম্মবিভূষিত**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই নর্ম্ম-পরিহাস-পূর্ণ।

সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন, ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে। না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪২। সে অমৃতের এক কণ—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতের কণিকা বা অতি ক্ষুদ্র অংশ, একটি শব্দ বা একটী অক্ষর। **কর্ণ-চকোর-জীবন**—কর্ণরূপ চকোরের প্রাণ। চকোর এক রকম পাখীর নাম; চন্দ্রের সুধা (অমৃত) পান করিয়াই ইহা জীবন ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা দিয়া গোপীগণের কর্ণকে চকোরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, চন্দ্রের সুধা না পাইলে চকোরের যেমন প্রাণ রক্ষা হয় না, তদ্রূপ গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোরও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়াই জীবন ধারণ করে, তাহা না পাইলে কর্ণ-চকোরের আর প্রাণ বাঁচে না; তাহার এক কণা পাইলেও কর্ণচকোর জীবন ধারণ করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বাক্যব্যতীত গোপীগণ আর কাহারও বাক্য শুনিতেই ইচ্ছুক নহেন, আর কাহারও বাক্য শুনিবার নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত নহেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিতে না পাইলে তাঁহাদের কর্ণের যেন আর শ্রবণশক্তিই স্ফুরিত হয় না।

জীয়ে—জীবন ধারণ করে। **সেই আশে**—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতের এক কণা বা ও পাইবার আশায়।

ভাগ্যবশে—সৌভাগ্যবশতঃ। **অভাগ্যে**—দুর্ভাগ্যবশতঃ। **কভু পায়**—কখনও বা (বাক্যরূপ অমৃত) পাইয়া থাকে। **পিয়াসে**—পিপাসায়, উৎকণ্ঠায়।

গোপীদিগের কর্ণরূপ চকোর, সৌভাগ্যবশতঃ কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পায়, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও বা তাহা পায় না, যখন পায় না, তখন অমৃতের পিপাসায় কর্ণচকোরের প্রাণান্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে যে সময় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে পায়েন, সেই সময়েই তাঁহাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; আর যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে পায়েন না, তখন তাঁহাদের পরম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন; আর তখন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণান্তিক কষ্ট উপস্থিত হয়।

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের মধুরতার কথা বলা হইল।

"সে শ্রীমুখভাষিত" হইতে "মরয়ে পিয়াসে" পর্য্যন্ত।—সখি। শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষি অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় মুখের যে বাক্য, তাহার মধুরতার কথা আমি আর কি বলিব? লোকে বলে অমৃতই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বস্তু, অমৃত পান করিলে নাকি মানুষ অমর হয় সখি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের মধুরতার নিকটে অমৃতের মধুরতা অতি তুচ্ছ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিবার নিমিত্ত বরং স্বর্গের অমৃতও লালায়িত। সখি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতের তুলনা নাই—অমৃত যদি বাস্তবিক কিছুকে বলিতে হয়, তবে তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই; ইহাই পরামৃত। দেবতারা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন কিনা জানি না সখি। তাঁহারা কিছুদিনের জন্য অমর, পৌর্ণমাসীর নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা মানুষ অপেক্ষা বেশী দিন বাঁচেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নাকি চিরকালের জন্য অমর নহেন—দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদেরও নাকি স্বর্গ হইতে চ্যুতি ঘটে কিন্তু সখি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত যে একবার পান করিয়াছে, তার কি আর মরণ আছে? যদি মরণ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বিরহযন্ত্রণায় কতদিন পূর্ব্বেই তো আমাদের মৃত্যু ঘটিত? তাই মনে হয় সখি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মধুরতাতেই বল আর শক্তিতেই বল ইহা—অমৃতনিন্দি পরামৃত। শ্রীকৃষ্ণের কেবল কথারই এইরূপ ভাব; তার সঙ্গে তাঁহার মৃদুমধুর হাসির যখন যোগ হয়, তখন তাহার চমৎকারিতা বর্ণন করিবার ভাষা পাওয়া যায় না সখি। শুনিয়াছি অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে, কর্পূরের সৌগন্ধে অমৃতের লোভনীয়তা বাড়িয়া যায়; উন্মাদনা শক্তিও নাকি বাড়ে; কিন্তু সখি। শ্রীকৃষ্ণের মৃদুহাসিযুক্ত বাক্যের লোভনীয়তা ও উন্মাদনার নিকটে কর্পূর মিশ্রিত অমৃতও পরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিম্ব বিনিন্দিত ওষ্ঠাধরে যখন

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি, নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনিমূলে হয় দাসী,
জগন্নারীচিত্ত আউলায়। বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মধুর মৃদুহাসির ক্ষীণ তরঙ্গ খেলিয়া যায়, তখন তাহা দেখিয়া কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীমুখের মধুর কথা শুনিবার জন্য কাহার না চিত্ত চঞ্চল হয়? আবার সেই মন্দহাসিযুক্ত বাক্য শুনিলে—ত্রিলোকীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যে নাকি উন্মত্তের মত হইয়া না যায়? লোক ধর্ম্মে, কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া অনবরত তাঁহার বাক্যসুধা পান করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত না হয়? কেনই বা হইবে না সখি! জগতে অপর যাহারা রসিক বলিয়া খ্যাত, নর্ম্ম-পরিহাস পটু বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সমস্ত বাক্যটির অর্থ গ্রহণ করিলেই তাহাদের রসিকতার বা নর্ম্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথক্ পৃথক্ শব্দে রসিকতার বা নর্ম্ম-পটুতার পরিচয় বড় পাওয়া যায় না। কিন্তু সখি! শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাক্যের কথা তো দূরে, প্রত্যেক শব্দ, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরই রসিকতায় পরিপূর্ণ, নর্ম্ম পরিহাসে সমুজ্জ্বল, তাঁহার উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাতে নানাবিধ রসের অভিব্যক্তি তো দেখিতে পাওয়া যায়ই, অর্থ বাদ দিয়া কেবল শব্দগুলি শুনিলেও তাহাতে নানাবিধ রসের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়—এমনি চমৎকার চমৎকার শব্দ তিনি তাঁহার বাক্যে প্রয়োগ করেন। সখি! রসগোল্লা মুখে দিলে তাহাতে যে-রস আছে, তাহা তো বুঝা যায়ই, কিন্তু রসগোল্লা দেখিলেও বুঝা যায় যে তাহা রসে ভরপুর—শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতি শব্দ, প্রতি অক্ষরই তদ্রূপ রসে ভরপুর—অর্থ গ্রহণ করিলে তো তাহা বুঝা যায়ই, অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল শুনিয়া গেলেও তাহা বুঝা যায়। তবে কেন সখি তাহা শুনিয়া যুবতীগণ উন্মাদিত না হইবে? তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্য কেন তাহারা উৎকণ্ঠিতা না হইবে? সখি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার কর্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে—তাহার এক কণিকা পাইলেও এখন আমার কর্ণ কৃতার্থ হইতে পারে, সখি! চাঁদের সুধা পান করিয়াই নাকি চকোর জীবন ধারণ করে, সুধা না পাইলে চকোরের প্রাণরক্ষাই নাকি অসম্ভব হয়, সখি! আমার কর্ণের দশাও চকোরের মতনই হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপ অমৃতই আমার কর্ণরূপ চকোরের একমাত্র পানীয়, ইহাই তাহার জীবন রক্ষার মহৌষধি, এই অমৃতের এক কণিকা লাভের জন্যই কর্ণচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। সৌভাগ্যবশতঃ চকোর কখনও বা চাঁদের সুধা পায়, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও বা পায় না, না পাইলে পিপাসায় মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তবুও তার একটী পরম সৌভাগ্য যে, সে কখনও কখনও চাঁদের সুধা পায়, কিন্তু সখি! আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমি কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসুধা পান করিতে পাইলাম না—পান করিবার উৎকণ্ঠাতেই আমার জীবন কাটিয়া গেল—আর তো উৎকণ্ঠা সহ্য হয় না, সখি! আমার প্রাণ বুঝি আর তোমরা দেহে রাখিতে পারিলে না সখি! বল সখি! আমি কি উপায় করিব? কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অমৃত মধুর বাক্য-সুধা পান করিতে পারিব?"

৪৩। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা বলিতেছেন—শ্লোকস্থ "রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ" অংশের অর্থ করিয়া।

বেণুকলধ্বনি—বেণুর অস্ফুট মধুর শব্দ। **জগন্নারীচিত্ত**—জগতে যে সকল নারী (স্ত্রীলোক) আছে, তাহাদের সকলের চিত্ত (মন)। **আউলায়**—আলুলায়িত হইয়া যায়, শিথিল হইয়া পড়ে, বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, গৃহকর্ম্মাদি হইতে উঠিয়া আসিয়া বেণুবাদকের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়।

"আউলায়-শব্দে বেণুধ্বনির অত্যধিক মিষ্টত্ব এবং অত্যধিক কামোদ্দীপকত্ব, উভয়ই যেন ধ্বনিত হইতেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা একসঙ্গে মুখে দিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রমশঃ যেন দেহ শিথিল হইয়া যায়, আউলাইয়া যায়; ইহা অত্যধিক মিষ্টত্বেরই ফল। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণের ফলও ঐরূপ। ইহা এত মিষ্ট যে, চিত্ত যেন আউলাইয়া যায়, আর, বেণুধ্বনির কামোদ্দীপনেও চিত্ত আউলাইয়া যায়।

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলি শুনি, না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায়। তপ করে, তভু নাহি পায়॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নীবিবন্ধ—কটিবন্ধ, যে সূত্রদ্বারা ব্রজরমণীদিগের পরিধানের ঘাগরি কোমরে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা, অন্য রমণীদিগের পক্ষে বস্ত্রগ্রন্থি। **পড়ে খসি**—খুলিয়া যায়।

কন্দর্পোদ্রেকে রমণীদিগের নীবিবন্ধ প্রায়ই শিথিল হইয়া যায়, এস্থলে কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলে যে রমণীদিগের কন্দর্পের উদ্রেক হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। বেণুধ্বনি শুনিলে কন্দর্পের উদ্রেক রমণীদিগের নীবিবন্ধ খসিয়া যায়।

বিনিমূলে হয় দাসী—জগতের নারীগণ বিনামূল্যে শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া যায়। দাসীর কার্য্য সেবা, যাঁহার সেবা করা হয়, কেবলমাত্র তাঁহার প্রীতির জন্যই সেবা, এই সেবার প্রতিদান কিছুই যাহারা চাহে না, কিম্বা পূর্ব্বে সেব্যের নিকট হইতে কিছু পাইয়া তাহার প্রতিদানরূপেও যাহারা সেবা করে না, কেবল প্রাণের টানে সেব্য-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা যাহারা সেব্যকে সুখী করিতে চাহে, তাহারাই বিনামূল্যের (বিনা বেতনের) দাসী। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিনামূল্যের দাসী—'অশুল্কদাসিকাঃ।"

বাউলি—বাতুলী, উন্মাদিনী। **কৃষ্ণপাশে ধায়**—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতবেগে কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া যায়।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলে রমণীগণ এতই উতলা হইয়া পড়েন যে, অন্য কোনও বিষয়ের আর তাহাদের অনুসন্ধান থাকে না, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্তই উৎকণ্ঠায় তাহারা যেন উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া পড়েন, আর স্বজন-আর্য্যপথাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়েন, এই সেবার বিনিময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছুই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন না।

(রাস-রজনীতে ব্রজসুন্দরীদিগের এইরূপ অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

৪৪। **যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী**—যে লক্ষ্মীদেবী, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী, পতিব্রতা রমণীদিগের শিরোমণিসদৃশা। **তেঁহো**—সেই লক্ষ্মীদেবীও। **যে কাকলী শুনি**—বেণুর যে মৃদু মধুর-ধ্বনি শুনিয়া। **কৃষ্ণপাশে**—কৃষ্ণের নিকটে। **প্রত্যাশায়**—কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের আশায়।

অন্যের কথা তো দূরে, যে-লক্ষ্মীঠাকুরাণী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী এবং যিনি পতিব্রতা রমণীকুলের শিরোমণি-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া তিনিও কন্দর্পোদ্রেকে অস্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ—লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের সঙ্গ পায়েন না। **তৃষ্ণার তরঙ্গ**—কৃষ্ণসঙ্গলাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা (বলবতী বাসনা) তাহার তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাস। **বাঢ়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ**—কৃষ্ণসঙ্গলাভের বাসনা করিয়াও সঙ্গ না পাওয়াতে সঙ্গলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। **তপ করে**—কৃষ্ণসঙ্গলাভের নিমিত্ত লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১০।১৬।৩৬ শ্লোক। **তভু**—তপস্যা করিয়াও। **নাহি পায়**—পাইলেন না।

লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভাগবতীয় (১০।৪৭।৬০) শ্লোক ইহার প্রমাণ। কারণ, যে-ভাবে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তিনি সেই ভাবে ভজন করেন নাই। ব্রজগোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া অন্য কোনওরূপ ভজনেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না, লক্ষ্মী, গোপী আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়াই কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ২।৮।১৮৫-৬॥" "তভু নাহি পায়" এই কথার ধ্বনি বোধ হয় এই যে, "স্বয়ং লক্ষ্মী—যিনি দেবীকুলের শিরোমণি, তিনিও যখন তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই, তখন সামান্যা মানুষী গোয়ালিনী আমরা কোন্ গুণে তাহা পাইব ?'

"যেবা বেণুকলধ্বনি' হইতে "তভু নাহি পায়" পর্য্যন্ত।—সখি ! শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির মধুরতার কথা কি আর বলিব ? তাহার অনির্ব্বচনীয়া শক্তির কথাই বা কি বলিব ? যে-নারী একবার মাত্র তাহা শুনিতে পায়, তাহারই চিত্ত যেন আউলাইয়া যায়—গৃহকর্ম্মই বল, ধর্ম্মকর্ম্মই বল, কিছুতেই আর তাহার মন বসে না, এ কেবল দু' একজন নারীর কথা নয়, ত্রিজগতে যত রমণী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে সকলেরই এই অবস্থা জন্মে। এই বংশীধ্বনির আর একটী কাতর কথা আর কি বলিব ? বলিতেও লজ্জা হয়, না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে সকল রমণীরই নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে—তার আর স্থানাস্থান, সময়াসময় বিচার নাই, গুরুজনের সান্নিধ্যের অপেক্ষাও রাখে না। কন্দর্পজ্বালায় নারীকুল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের চরণে বিনামূল্যে দাসী হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে—এই উৎকণ্ঠার তাড়নায় উন্মাদিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া যায়। আমরা তো সামান্যা গোয়ালিনী, যে-জগতে কুলধর্ম্মাসক্ত লোকের অভাব নাই, সেই জগতেই আমাদের বাস—তাই আমাদের কথা ছাড়িয়া দেই, যিনি বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা রমণীগণের শিরোমণি, সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও নাকি শ্রীকৃষ্ণের মধুর বেণুধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণের সঙ্গলাভের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গ না পাইয়া তাঁহার সঙ্গ-লালসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে, কৃষ্ণসঙ্গ লাভের নিমিত্ত তিনি নাকি কঠোর তপস্যাও করিয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না, সখি ! লক্ষ্মী দেবীকুলের শিরোমণি, আর আমরা সামান্যা মানুষী, তাতে আবার গোয়ালিনী, লক্ষ্মীর রূপ, লক্ষ্মীর গুণ, অতুলনীয়, আমরা রূপহীনা গুণহীনা, সেই লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াও যদি কৃষ্ণসঙ্গ পাইলেন না—আমরা কিরূপে পাইব সখি।"

৪৫। **শব্দামৃত চারি**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দরূপ অমৃত, শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের ধ্বনি, তাঁহার নূপুর-কিঙ্কিণীর ধ্বনি, তাঁহার শ্রীমুখের কথা এবং তাঁহার বেণুধ্বনি—এই চারিটী শব্দের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। **ভাগ্য ভারি**—অত্যন্ত সৌভাগ্য। **সেই কর্ণ** ইত্যাদি—যাহার অত্যন্ত সৌভাগ্য আছে, সেই কর্ণই এই চারিটী অমৃত-মধুর শব্দ শুনিতে পায়। **কর্ণ**—কান। **ইহা**—এই চারিটী অমৃত মধুর শব্দ। **যেই নাহি শুনে**—যে-কান শুনিতে পায় না। **সে কান** ইত্যাদি—সেই কান না থাকাই ভাল ছিল, সেই কান থাকার কোনও সার্থকতাই নাই। কানের বাজে শব্দ শুনা, অপ্রীতিকর শব্দ শুনার জন্য কেহই কানকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। মধুর শব্দ শ্রবণেই কানের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দেই শব্দ-মধুরতার পরাকাষ্ঠা, সুতরাং এই চারিটী শব্দ যে-কান শুনিতে পায় না, তাহার অস্তিত্বের কোনও সার্থকতাই নাই। সেই কান থাকা না থাকা সমান।

কাণা কড়ি—ফুটা কড়ি, ছিদ্রযুক্ত কড়ি। আজকাল যেমন পয়সার চলন বেশী, পূর্ব্বে কড়ির এইরূপ চলন ছিল, কড়ি দিয়াই লোকে জিনিষপত্র কিনিত, কিন্তু যে-কড়িটির মধ্যে ছিদ্র থাকিত, তাহার (সেই কাণা কড়ির) বিনিময়ে কোন জিনিষ পাওয়া যাইত না, এইরূপ কাণা কড়ির কোনও মূল্য ছিল না—কাণা কড়ি থাকা না থাকা সমানই ছিল। তদ্রূপ, যাহার কান শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই চারিটী শব্দ শুনিতে পায়, তাহার কানও কাণা কড়ির মতনই মূল্যহীন, ইহা থাকা না থাকা সমান।

ইহা প্রভুর বিলাপোক্তি।

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন ॥
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতিস্মৃতি,
নানাভাবের হইল মিলন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৬। ঐছে—ঐরূপে, পূর্ব্বোক্তরূপ। **উদ্বেগ**—মনের অস্থিরতা। অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে মনের এইরূপ অস্থিরতা জন্মে। উদ্বেগে দীর্ঘ নিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্মাদির উদয় হয়। "উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥—উ নী পূ বা। ১৩।" **উদ্বেগ ভাব**—উদ্বেগের ভাব। **উঠিল উদ্বেগ-ভাব**—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু বিলাপ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজন চিত্তহর শব্দ চতুষ্টয়ের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল (উদ্বেগ ভাব)। **মনে**—প্রভুর মনে। **কাঁহো**—কোনও। **আলম্বন**—আশ্রয়। **কাঁহো আলম্বন**—কোনও আশ্রয়। **মনে কাঁহো নাহি আলম্বন**—প্রভুর মনে কোনও রূপ আশ্রয়ই নাই প্রভুর মন এতই অস্থির হইয়া উঠিল যে, কোনও একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিন্তাধারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। এখন এক রকম ভাব মনে আসে মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহা চলিয়া যায়, আবার আর এক রকম ভাব আসে, ইত্যাদিরূপে কোন একটী ভাবকে আশ্রয় করিয়াই মন স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কখনও বিষাদ, কখনও মতি, কখনও ধৃতি ইত্যাদি নানাভাব একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভুর মনে উদিত হইতেছে।

আলম্বনশূন্যতা— অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বশূন্যতা, (ভ র সিন্ধু, পশ্চিম। ২ লহরী। ৫১।) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিয়োগে এই অবস্থা হয়। **উদ্বেগ**—পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য। **বিষাদ**—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। "ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষন্নতা॥" এই বিষাদে ইষ্টপ্রাপ্তি আদির উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে। 'অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥"

বিষাদের সহিত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু যেন হয় ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! হায়! আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম না, অমৃতনিন্দী তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শুনিতে পাইলাম না (ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি)। স্বজন আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহারই সেবার জন্য বাহির হইলাম, কিন্তু পোড়া অদৃষ্টের গুণে সাধ মিটাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না দুদিন যাইতে না যাইতেই তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। আবার, যখন তিনি ব্রজে ছিলেন, তখনও সাধ মিটাইয়া কোনও দিনই তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই, বামতাদি প্রতিকূলতা বাধ সাধিল, প্রাতিকূল্য দেখিয়া তিনি এ হতভাগিনীকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন (প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি)। আমার দুরদৃষ্টবশতঃ আমার প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন আমি কর্ণের তৃষ্ণা মিটাইয়া তাঁহার সুমধুর নর্ম্মবাক্য শুনিতে পাইলাম না, নিঃসঙ্কোচে তাঁহার মুখকমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই, তাঁহার সুকোমল বিশাল বক্ষে গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া আমার বক্ষের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই, এখন এ-সকল কথা মনে উদিত হইয়া আমার চিত্তকে যেন বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে (শ্রীকৃষ্ণের প্রবাসরূপ বিপত্তি)। হায়! হায়! প্রাণবল্লভের চরণে আমি শত অপরাধে অপরাধিনী, তিনি যখন তাঁহার প্রেমের পসরা লইয়া আমার কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন, আমি তখন মান করিয়া বসিয়া আছি—কিছুতেই তাঁহার দিকে চাহিব না, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিব না,—এইরূপ ছিল তখন আমার দৃঢ় সঙ্কল্প, কাতর ভাবে গলবস্ত্র হইয়া তিনি কত অনুনয় বিনয় করিলেন—আমি কর্ণপাতও করিলাম না, তিনি আমার সাক্ষাতে প্রণত হইলেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া আমার পায়ে ধরিলেন। হতভাগিনী-আমি দৃক্‌পাতও করিলাম না। আমার প্রিয়সখীগণ আমাকে কত বুঝাইয়াছেন—আমি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদিগকে, আমার হিতার্থিনীদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। আমার এই সমস্ত স্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া এখন আমার মন যেন তুষানলে ভস্মীভূত হইতেছে (অপরাধাদি হইতে অনুতাপ)।"

এইরূপ চিন্তা করিয়াই হয়তো প্রভুর মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু উদ্বেগবশতঃ মনের স্থিরতা ছিল না বলিয়া প্রাপ্তির উপায়ও নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, তাই, প্রভু ভাবিলেন (পরবর্ত্তী ৩।১৭।৪৮-৪৯ ত্রিপদী) :—"হায়! হায়! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথা গেলে আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে পাইব? আমার তো মন স্থির নাই, তাই প্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করিতে পারিতেছি না। কে আমাকে উপায় বলিয়া দিবে? আমার প্রাণপ্রিয়-সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিব? না—তারাও কিছু বলিতে পারিবে না, কৃষ্ণ-বিরহে তাদের মনও আমারই মত অস্থির। তবে আমি কি করিব? হায় হায়! কৃষ্ণ বিহনে যে আমার প্রাণ যায়।"

মতি—বিচার-পূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণের নাম মতি। মতির্ব্বিচারোত্থমর্থ-নির্দ্ধারণম।

ক্ষণকাল পরেই বোধ হয় প্রভুর মন একটু স্থির হইল, মন স্থির হইতেই একটু চিন্তা করার সুযোগ পাইলেন, তখনই প্রভুর মনে নির্দ্ধারণাত্মিকা-মতি নামক ভাবের উদয় হইল, প্রভু বোধ হয় ভাবিলেন—'হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাঁহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়াইতো তাঁহার স্মৃতির নির্যাতনে আমাকে এত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। যদি তাঁকে ভুলিতে পারি, তাহা হইলে তো আর এ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। হাঁ, তাই করিতে হইবে। পিঙ্গলাও তো তাই করিয়াছিল—নাগর-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দিয়া বেশ সুখে কালযাপন করিতে পারিয়াছিল। আমিও তাই করিব। কৃষ্ণের সংস্পৃষ্ট কোনও কথাই আর ভাবিব না—তেমন কোনও কথাই আর কানে তুলিব না, সখিগণকেও বলিয়া দিব, তাহারা যেন কৃষ্ণের কথা আমার কাছে আর না বলে—তাহারা যেন সর্ব্বদা অন্য কথাই বলে, যাহা শুনিয়া অন্য বিষয়ে মন দিয়া আমি কৃষ্ণকে ভুলিতে পারি। (পরবর্ত্তী ৩।১৭।৫০-৫১ ত্রিপদী দ্রষ্টব্য)।"

ঔৎসুক্য—অভীষ্টবস্তুর দর্শনের এবং প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী স্পৃহাবশতঃ কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য বলে। "কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।—ভ র সিন্ধু-দক্ষিণ ৪।১৯॥" **ত্রাস**—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ের যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। "ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্‌ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ। —ভ. র সিন্ধু দক্ষিণ ৪।২৬॥" ত্রাস, শঙ্কা ও ভয়ে একটু পার্থক্য আছে। পূর্ব্বাপর-বিচারপূর্ব্বক মনে যে-ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম শঙ্কা, যখন অত্যন্ত ঘনীভূত হয় এবং পরিমাণেও অত্যন্ত বেশী হয়, তখন তাহাকে বলে ভয়। আর ত্রাসের আবির্ভাব হঠাৎ হয়, ইহা কোনও বিচারের অপেক্ষা রাখে না। "ত্রাসোহকস্মাদ্বিদ্যুদাদিভির্মনসঃ কম্পঃ, পূর্ব্বাপরবিচারোত্থা শঙ্কা, সৈবাতিসান্দ্রা বহুলা ভয়মিতি ত্রাস শঙ্কা ভয়ানাং ভেদঃ। আনন্দচন্দ্রিকা।" **ধৃতি**—পূর্ণতার জ্ঞান। দুঃখের অভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তিদ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে ধৃতি বলে, ধৃতি থাকিলে অপ্রাপ্ত-বস্তুর নিমিত্ত কিম্বা যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বস্তুর নিমিত্ত কোনওরূপ দুঃখ হয় না। "ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানদুঃখাভা-বোত্তমাপ্তিভিঃ। অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥—ভ র সিন্ধু, দক্ষিণ ৪।৭৫॥"

ধৃতি, ত্রাস ও ঔৎসুক্যের উদয়ে প্রভুর মনের অবস্থা বোধ হয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ৩।১৭।৫২-৫৪ ত্রিপদী-অবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত হইল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতে করিতেই দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত মনকে দখল করিয়া আছেন—অমনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেন তাঁহার চিত্তেই শুইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তে দেখিয়াই যেন তাঁহার সমস্ত তাপ দূর হইল, হৃদয় যেন আনন্দে ভরিয়া উঠিল (ধৃতি নামক ভাব)। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার এই ভাব দূর হইল। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কন্দর্পরূপেই—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিরূপেই দেখিতে পাইলেন, আরও দেখিলেন, এই অদ্ভুত কন্দর্প তাঁহার চিত্তে থাকিয়াই তাঁহাকে কন্দর্প-শরে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, অমনি শ্রীরাধার ভাবে

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি,　লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,　উন্মাদের সামর্থ্যে,　সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সেই ভাবে পঢ়ে সেই শ্লোক।　যেই অর্থ না জানে সব লোক ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ত্রাসের সঞ্চার হইল। "যে-কন্দর্প সমস্ত জগতকে নিজের শরজালে সংহার করে বলিয়া তার একটা নামও হইয়াছে 'মার', সে যখন আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার প্রতি শর-সন্ধান করিতেছে, তখন কি আর আমার নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?"—এইরূপ ভাবিয়াই তাঁহার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইল। এই ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় রূপ-লাবণ্য, তাঁহার সুন্দর বদন এবং সুন্দর বদনে সুমধুর মন্দহাস্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের নিমিত্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। এই ঔৎসুক্য ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অন্যান্য সঞ্চারি-ভাবসমূহকে পরাজিত করিয়া নিজেই প্রভুর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)।

স্মৃতি—যাহা পূর্ব্বে অনুভব করা হইয়াছে, এইরূপ প্রিয় এবং প্রিয়ব্যক্তির রূপ, গুণ, বেশ প্রভৃতির চিন্তনকে স্মৃতি বলে। "অনুভূত-প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।—উ নী পূর্ব্বরাগ॥ ২৩।"

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত প্রবল ঔৎসুক্যের উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ-লীলাদির কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে পড়িল (স্মৃতিনামক ভাব), মনে পড়িল তাঁহার নবজলধরশ্যামবপুর কথা, তাঁহার কটিতটে শোভিত পীত বসনের কথা, তাঁহার নর্ম্মপরিহাস পটুতা ও বৈদগ্ধ্যাদির কথা, তাঁহার রাসবিলাসের কথা।

নানাভাবের—পূর্ব্বোক্ত বিষাদাদি নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের। **হইল মিলন**—প্রভুর মনে ঐ সমস্ত ভাবের একত্রে উদয় হইল।

৪৭। **ভাব-শাবল্য**—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ। বহুভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া যদি প্রত্যেকেই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া নিজে প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভাব-শাবল্য হয়। ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **ভাব-শাবল্যে রাধার উক্তি**—শ্রীরাধিকার মনে যখন ভাব সমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ (শাবল্য) উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা। **লীলাশুক**—কবি বিল্বমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণের রসলীলাবর্ণনে শ্রীবৃন্দাবনের (অথবা শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা)শুকের তুল্য নিপুণতা ছিল বলিয়াই বোধহয় শ্রীবিল্বমঙ্গলকে লীলাশুক বলা হয়। **হৈল স্ফূর্ত্তি**—স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাব-শাবল্যের ফলে শ্রীরাধিকা যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহারই কৃপায় লীলাশুক-শ্রীবিল্বমঙ্গলের মনে তাহার স্ফুরণ হইয়াছিল, তাই তিনি তাহা পরবর্ত্তী কিমিহ কৃণুমঃ ইত্যাদি শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। **সেই ভাবে**—ভাব-শাবল্যের বশে শ্রীরাধিকা যে ভাবে "কিমিহ কৃণুমঃ' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই ভাবে (শ্রীমন্মহাপ্রভুও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ভাবশাবল্যের বশে ঐ "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকটিই পড়িলেন)। **পঢ়ে সেই শ্লোক**—সেই কিমিহ কৃণুমঃ শ্লোকটী পড়িলেন।

উন্মাদের সামর্থ্যে—প্রভুর দিব্যোন্মাদের প্রভাবে। **সেই শ্লোকের**—"কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকের। **শ্লোকটী বিল্বমঙ্গল** প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে আছে। **না জানে সব লোক**—সকল লোকে জানে না, প্রভু জানেন, কারণ, তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট, তাই শ্রীরাধার উক্তির অর্থ তিনি জানেন, আর যাঁহারা শ্রীরাধার বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা জানেন। এতদ্ব্যতীত আর কেহই জানেন না।

শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে প্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত, এই দিব্যোন্মাদের আবেশে, তিনি "কিমিহ কৃণুমঃ" শ্লোকের এরূপ গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন, যাহা সকল লোকে জানিত না। প্রভু প্রথমে শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, তারপর শ্লোকের অর্থ করিলেন। পরবর্ত্তী "এই কৃষ্ণের বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে প্রভুর কথিত শ্লোক-ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৭ ॥

যথারাগ ঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায় ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃতমিতি আশয়া তদাশয়া যৎকৃতং তৎকৃতমেব অন্যন্নকর্তব্যমিত্যর্থঃ। তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং কামং মত্বা সবৈক্লব্যমাহ অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তীতি কিম। মধুরেতি মধুরাদপি মধুরস্তাসৌ স্মেরমীষদ্ধাস্য স্তুদ্বিশিষ্ট আকার আকৃতির্যস্য স চেতি সঃ তস্মিন্। কৃপণা কৃপণা উৎকণ্ঠয়া অতিদীনা। লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। চক্রবর্তী। ৪

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। ইহ (এ-বিষয়ে) কিং (কি) কৃণুমঃ (করিব)? কস্য ব্রুমঃ (কাহাকেই বা বলিব)? আশয়া (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায়) কৃতং (যাহা করা হইয়াছে) কৃতং (তাহা তো করাই হইয়াছে, আর কিছু করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, তাহা বৃথা হইবে), অন্যাং (কৃষ্ণ-কথাব্যতীত অন্য) ধন্যাং (ধন্য—ভাল) কথাং (কথা) কথয়ত (বল), অহো (হায়! হায়!) হৃদয়ে (আমার হৃদয়ে) শয়ঃ (শয়ন করিয়া আছেন)। মধুর-মধুরস্মেরাকারে (মধুর মধুর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাঁহার আকার) মনোনয়নোৎসবে (যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক) কৃষ্ণে (সেই শ্রীকৃষ্ণে) কৃপণকৃপণা (উৎকণ্ঠানিমিত্ত অতিদীনা) তৃষ্ণা (তৃষ্ণা) চিরং বত (চিরকাল) লম্বতে (বর্দ্ধিত হইতেছে)।

অনুবাদ। আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বা বলিব? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা করাও বৃথা। কৃষ্ণ কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বল। হায়! হায়! যাঁহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, মধুর-মধুর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দ-দায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠা-নিমিত্ত অতি দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্দ্ধিত হইতেছে। ৪

পূর্ববর্তী ৪৬-৪৭ ত্রিপদীর টীকায় এই শ্লোক-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৪৮। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু "এই কৃষ্ণের বিরহে" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে "কিমিহ কৃণুমঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিয়া স্বীয় চিত্তের ভাব-শাবল্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম এই ত্রিপদীতে শ্লোকস্থ "কস্য ব্রুমঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই কৃষ্ণের—যাঁহার অমৃতমধুর কণ্ঠস্বরাদি শুনিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এই সেই কৃষ্ণের। **উদ্বেগ**—বিরহজনিত অস্থিরতা। **প্রাপ্ত্যুপায়**—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, কিরূপে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহা। **চিন্তন না যায়**—চিন্তা করা যায় না, মন অস্থির বলিয়া। মন স্থির না থাকিলে কোনও বিষয়েই চিন্তা করা যায় না, শ্রীকৃষ্ণবিরহে মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও আমি (রাধা ভাবাবিষ্ট প্রভু) কোনওরূপ চিন্তা করিতে পারিতেছি না।

প্রভু মনে করিতেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ক্লিষ্টা শ্রীরাধা, তাঁহার চারিপাশে তাঁহারই প্রাণ-প্রিয় সখীগণ বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন।

যেবা তুমি সখীগণ—তোমরা আমার যে-সখীগণ এখানে আছ, (আমার দুঃখে তোমাদের যথেষ্ট সমবেদনা থাকিলেও, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় তোমাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, কারণ, তোমরাও এই উপায়-সম্বন্ধে চিন্তা

হা হা সখি ! কি করি উপায় ? ॥
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ ধ্রু ॥ ৪৯

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল মতিভাবোদগম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ—॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিতে অসমর্থা।) **বিষাদে বাউল মন**—তোমাদের মনও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত বিষাদে বাউল (অস্থির, পাগলপ্রায়)। **বাউল**—বাতুল, হিতাহিত বিচারে অক্ষম। **পুছোঁ**—পুঁছি, জিজ্ঞাসা করি।

৪৯। হা হা সখি ইত্যাদি বাক্যে শ্লোকস্থ "কিমিহ কৃণুমঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কাহাঁ করোঁ—আমি কি করিব (কৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত) **কাহাঁ যাঙ**—কোথায় যাইব ? **কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ**—কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব ? **কৃষ্ণবিনু**—কৃষ্ণকে না পাইলে, কৃষ্ণের বিরহে।

"এই কৃষ্ণের বিরহে" হইতে "প্রাণ মোর যায়" পর্য্যন্ত—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—'আমার প্রাণ-প্রিয়-সখীগণ। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহাকে না পাইলে আর যেন প্রাণে বাঁচি না, কিন্তু কিরূপে যে তাঁহাকে পাইব, তাহাও আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া কোনও উপায় নির্দ্ধারণের সামর্থ্যও আমার নাই; কৃষ্ণবিরহে আমার মন এতই অস্থির যে, কোনও বিষয়েই আমি মন লাগাইতে পারিতেছি না, কোনও বিষয়েই স্থির চিত্তে কিছু ভাবিতে পারিতেছি না। তোমরা আমার মর্ম্মজ্ঞা সখী নিকটে আছ বটে, আমার দুঃখে তোমরাও অত্যন্ত দুঃখিতা, তোমাদেরও আমার সহিত যথেষ্ট সমবেদনা আছে, সন্দেহ নাই, সর্ব্বদাই তোমরা আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া থাক; কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে তোমরাও যে আমাকে কোনও উপদেশ দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণবিরহে তোমাদের অবস্থাও যে আমারই মতন—তোমাদের মনও আমার মনের মতনই অস্থির, কোনও বিষয়ে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম। হায় হায়! আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব? কার কাছে যাইব! কে আমাকে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারিবে? কৃষ্ণকে না পাইলে যে আমার প্রাণ বাঁচে না সখি!—এস্থলে উদ্বেগ ভাব বা আলম্বন-শূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে। এবং অভীষ্ট কৃষ্ণ প্রাপ্তির অভাবে বিষাদও প্রকাশ পাইতেছে।

এস্থলে উদ্বেগ ও বিষাদ এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (দুই বা বহুভাব একত্র মিলিত হইলে তাহাকে ভাব-সন্ধি বলে)।

৫০। শ্লোকের 'কৃতং কুতমাশয়া" অংশের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।

ক্ষণে মন স্থির হয়—অল্পক্ষণ পরেই উদ্বেগ ভাব চলিয়া গেল, প্রভুর মন একটু স্থির হইল। **তবে মনে বিচারয়**—মন একটু স্থির হইলে মনে মনে তিনি বিচার করিতে লাগিলেন (নিম্নোক্ত প্রকারে)। **মতিভাবোদগম** মতি-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয়। মতির লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণের নাম মতি। **বলিতে হৈল** ইত্যাদি—প্রভু মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে যাওয়াতেই তাঁহার চিত্তে আবার মতি-ভাবের উদয় হইল। ইহা গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

পিঙ্গলা—বিদেহ-নগরবাসিনী কোনও এক বারবনিতা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে পিঙ্গলার বিবরণ দেওয়া আছে। এই বারবনিতা, কামাসক্তপুরুষকে আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তম বেশভূষা করিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত। একদিন এমন হইল—তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায়; কিন্তু কেহই তাহার ফাঁদে পড়িল না। একজন চলিয়া যায়, পিঙ্গলা মনে করে, আর একজন আসিবে, কিন্তু

দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেহই আসিল না। এইরূপে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন কোনও পুরুষকে পাইল না, তখন তাহার মনে নির্বেদ উপস্থিত হইল, সে মনে মনে ভাবিল,—"কেন আমি পুরুষের আশায় আশায় এত কষ্ট ভোগ করিতেছি? পুরুষ আমাকে কি সুখ দিতে পারে? এই অস্থি-চর্ম্ম-মল-মূত্রপূর্ণ দেহের সুখই তো সুখ নহে? তুচ্ছ পুরুষের ভজনা ত্যাগ করিয়া অন্তরে নিত্য-রমমাণ শ্রীভগবানের ভজনা করাই তো আমার শ্রেয়ঃ? না—আজ হইতে আমার অভীষ্ট পুরুষ-প্রাপ্তির দুরাশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবাই করিব—ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ইহা স্থির করিয়া পিঙ্গলা নিরুদ্বেগ-চিত্তে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রাভিভূত হইল। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন:— "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥—আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্যই পরম সুখ, কেননা কান্ত প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীভা ১১৮।৪৪॥"

পিঙ্গলার বচন—কান্ত-প্রাপ্তির আশাত্যাগের কথা পিঙ্গলা বলিয়াছিল, কান্ত-প্রাপ্তির বৃথা আশায় কেবল উদ্বেগ এবং দুঃখই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং কান্ত-প্রাপ্তির দুরাশা ত্যাগ করাই ভাল—ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, আশা পোষণ করিলেই পরম দুঃখ ভোগ করিতে হয় আর আশা ত্যাগ করিলেই পরম সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি—পিঙ্গলা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহের স্মরণ। **করাইল**—জন্মাইল। স্মৃতি ইহার কর্ত্তা, স্মৃতি করাইল। **ভাব-মতি**—মতি নামক সঞ্চারী ভাব।

পিঙ্গলার বচন ভাবমতি—পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি প্রভুর মনে মতিভাব জন্মাইল (করাইল) পিঙ্গলার কথা মনে পড়িতেই প্রভুর মনে মতি নামক ভাবের উদয় হইল **তাতে**—মতি নামক ভাবের উদয় হওয়াতে **অর্থ নির্দ্ধারণ**—বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত অর্থ স্থির করা।

প্রভুর মন একটু স্থির হওয়ায় তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হইলেন এমন সময় শ্লোকস্থ 'কৃতং কৃতমাশয়া—(শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির) আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি, কিন্তু আর কিছু করিব না – এই অংশ মনে পড়াতেই পিঙ্গলার কথা মনে হইল। পিঙ্গলাও বলিয়াছিল, নাগর প্রাপ্তির আশায় যাহা করিয়াছি তাহা তো করিয়াই ফেলিয়াছি কিন্তু আর তাহা করিব না—আর নাগর প্রাপ্তির আশা করিব না, নাগরের কথাও ভাবিব না। পিঙ্গলার বচনের প্রমাণে প্রভু 'কৃতং কৃতমাশয়া' অংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। এই অর্থ নির্দ্ধারণে পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে তিনি যে ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার চিত্তস্থিত মতি নামক-ভাবের পরিচয় দিতেছে। ইহাও গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

৫১। পিঙ্গলার কথা স্মরণ করিয়া পিঙ্গলারই মতন বিচারপূর্ব্বক প্রভু নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতেছেন।

দেখি এই উপায়ে—কৃষ্ণবিরহ জনিত উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করার এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি। উপায়টী কি তাহা পরে বলিতেছেন।

কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেই। উদ্বেগ হইতে মনকে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। নাগর-প্রাপ্তির আশায় আশায় উৎকণ্ঠার সহিত বৃথা অপেক্ষা করিয়া পিঙ্গলাও বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল, পরে নাগরের আশা ত্যাগ করায় সেও মনে শান্তি পাইয়াছিল।

আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন—আশায় আশায় বসিয়া থাকিলে মনের উৎকণ্ঠা কেবল বাড়িয়াই যায়, অভীষ্ট বস্তু না পাইলে সেই উৎকণ্ঠা বিশেষ কষ্টদায়ক হয়, আশা ছাড়িয়া দিলে আর উৎকণ্ঠাও আসিতে পারে না,

কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে—।
যারে চাহি ছাড়িতে, সে-ই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং উৎকণ্ঠাজনিত কষ্টও মনকে ভোগ করিতে হয় না। তাই আশা ছাড়িয়া দেওয়াই সুখের কারণ হয়। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম।" এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি।

"দেখি এই উপায়" হইতে "হয় বিস্মরণ" পর্য্যন্ত—পিঙ্গলার কথা মনে হইতেই প্রভু মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন—"নাগরের অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নে পিঙ্গলাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরে, নাগরের আশা ছাড়িয়া দিয়া পিঙ্গলা মনে শান্তি পাইয়াছিল। আমার অবস্থাও কতকটা পিঙ্গলার মতনই, শ্রীকৃষ্ণের আশায় আশায় কতকাল অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, আমার আশারও নিবৃত্তি হইল না, বরং এই বৃথা-আশায় আমার উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগই ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে যে-যাতনা আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। পিঙ্গলার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আমার এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা ছাড়িয়া দেওয়া, তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেই মনে কিছু সুখ জন্মিতে পারে, অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিজনিত বিরহোদ্বেগ আর আমাকে নিপীড়িত করিতে পারিবে না, আশা-ত্যাগই পরম-সুখের নিদান। উঃ! যাঁহার জন্য স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া কুলত্যাগিনী হইলাম, সেই কৃষ্ণ নাকি আজ আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছেন। না, আর না, তাঁহার আশায় আশায় যাহা করিয়াছি, করিয়াছি (কৃতং কৃতমাশয়া), আর কিছুই করিব না, এমন অনুসন্ধানও আর কোনও কথাতেই আর থাকিব না। তাই বলি সখিগণ! তোমরা আমার নিকটে আর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও কথাই বলিও না, যাহা বলিয়াছ, বলিয়াছ। আর বলিও না, উহা আর আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, কারণ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা শুনিলেই কৃষ্ণের কথা মনে হইবে, তখনই চারিদিক্ হইতে বিরহ-দুঃখের শত শত উত্তপ্ত ধারা আসিয়া আমার হৃদয়কে নিষ্পেষিত ও দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তোমরা অন্য কথা বল—যাতে আমার মন কৃষ্ণ হইতে অন্যদিকে ফিরিতে পারে, যাতে কৃষ্ণকে ভুলিতে পারি—এমন সব অন্য কথা তোমরা এখন আমার নিকট বল। এরূপ কথাই এখন আমার বাঞ্ছনীয়, এরূপ কথাদ্বারাই কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা হইতে আমি অব্যাহতি পাইতে পারিব। এই সকল বাক্যে মতি-নামক সঞ্চারী-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। "ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য" ইত্যাদি বাক্যে অমর্ষ নামক সঞ্চারী ভাবের অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে (বঞ্চনা, অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ)। সম্ভবতঃ এস্থলে মতি ও অমর্ষের সন্ধি হইয়াছে।

ছাড়—ত্যাগ কর। **কৃষ্ণকথা**—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা। **অধন্য**—অবাঞ্ছনীয়, দুঃখদায়ক বলিয়া। **অন্য কথা**—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথাব্যতীত অন্য কথা। **ধন্য**—বাঞ্ছনীয়, দুঃখদায়ক নহে বলিয়া। **যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ**—যে অন্য কথায় মনোনিবেশ হইলে কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়া যায়।

বিস্মরণ—ভুলিয়া যাওয়া।

শ্লোকস্থ "কথয়ত কথামন্যাং ধন্যাম" অংশের অর্থ এই ত্রিপদী।

এই ত্রিপদীও প্রভুর উক্তি।

৫২। **কহিতেই হৈল স্মৃতি**—"ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য" ইত্যাদি কথা বলিতে বলিতেই (বলামাত্রই) রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে কৃষ্ণের স্মৃতি উদিত হইল, কৃষ্ণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। **চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি**—কৃষ্ণের কথা স্মরণ হইতেই প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল, কৃষ্ণকে যেন তিনি চিত্তের মধ্যেই দেখিতে পাইলেন। **সখীকে—কহে** ইত্যাদি—চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়াই তিনি বিস্মিত হইলেন, বিস্মিত হইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া (নিম্নলিখিত ভাবে) বলিতে লাগিলেন।

রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে। কহে—যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে, এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাঁহাকে ভুলিবার জন্য প্রভু এত চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহাই বিস্ময়ের হেতু।

এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে। শ্লোকস্থ "অহো হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিবার উপক্রমে এই ত্রিপদী বলিয়াছেন।

এক্ষণে শ্লোকস্থ "অহো হৃদয়েশয়ঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

যারে—যে-কৃষ্ণকে। **শুঞা**—শয়ন করিয়া। **কোন রীতে**—কোনও উপায়েই।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন—"কি আশ্চর্য্য! যাঁহাকে, এমন কি যাঁহার সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সেই কৃষ্ণই দেখিতেছি আমার চিত্তে যেন আসন পাতিয়া শুইয়া আছেন। তাঁর অন্য স্থানে নড়িবার যেন কোনও সম্ভাবনাই দেখিতেছি না, যেন আমার চিত্তেই তিনি স্থায়ী বাসস্থান করিয়া বসিয়াছেন॥ হায় হায়! আমি কি করিব? কোনও উপায়েই যে তাঁহাকে চিত্ত হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না।"

চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকার ত্রাস-নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হইয়াছে, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া ত্রাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ত্রাসের কারণ পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে।

ত্রাস জন্মিবার পূর্ব্বে বোধ হয় দীর্ঘবিরহের পরে চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনে অকস্মাৎ একটা আনন্দের ঝলক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এখন বোধ হয় তিনি গত দুঃখ কষ্টের কথা মুহূর্ত্তের জন্য সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কান্তের দর্শনে আনন্দস্রোতে ভাসিতেছিলেন (ধৃতি নামক সঞ্চারিভাব)। কিন্তু এই ভাব অতি অল্প সময়ের জন্যই ছিল, এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মধ্যেই রাধাপ্রেমের স্বভাববশতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প, অমনি ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাব তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিয়া বসিল। (পূর্ব্বে ধৃতি ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই এস্থলে এরূপ অনুমান করা হইল, আলোচ্য ত্রিপদী-সমূহের অন্য কোনও স্থলেই ধৃতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।)

৫৩। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু কৃষ্ণকে হৃদয়ে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অপসারিত করিতে পারিলেন না। রাধাপ্রেমের স্বরূপগত অপূর্ব্ব ধর্ম্মবশতঃ হঠাৎ তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—তাহাই এই ত্রিপদীতে বলা হইতেছে। এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি, প্রভুর উক্তি নহে।

রাধাভাবের—শ্রীরাধার প্রেমের, মাদনাখ্য মহাভাবের। **স্বভাব**—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম্ম। **আন**—অন্য প্রকার, রাধাপ্রেমের প্রকৃতি অন্যান্যের প্রেমের প্রকৃতি হইতে পৃথক, ইহাই রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি কি, তাহা বলিতেছেন। **কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান**—রাধাভাবের স্বভাব কৃষ্ণকে কাম-জ্ঞান করায়। রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ কাম (কন্দর্প) বলিয়া শ্রীরাধার মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নবীন মদন, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস, তিনি মন্মথ-মন্মথ। ইহাতেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের চরম-বিকাশ, কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরম বিকাশরূপ অপ্রাকৃত নবীন-মদনস্বরূপ সকলে অনুভব করিতে পারেন না—যাঁহারা পারেন, তাঁহারাও সকলে সমান ভাবে অনুভব করিতে পারেন না। ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ ১।৪।১৪৫॥" নিত্য নবায়মান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাধুর্য্য তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও, যাঁহার যতটুক প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্য মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাতেই প্রেমের চরম-বিকাশ, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থা। এ-জন্যই যখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার অপ্রাকৃত নবীন-মদন বলিয়া মনে হয়, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত নবীন-মদনরূপে শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই অনুভব করিতে পারেন না, ইহাতেই অপরের প্রেম অপেক্ষা রাধা-প্রেমের বৈশিষ্ট্য, এ-জন্যই বলা হইয়াছে, "রাধাপ্রেমের স্বভাব আন"।

কামজ্ঞানে—কন্দর্পজ্ঞানে, শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প বলিয়া মনে হওয়ায়। **ত্রাস**—ত্রাসনামক সঞ্চারী ভাব, অকস্মাৎ মনের কম্প।

শ্রীরাধা দেখিলেন, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ কোটি মন্মথ মদনরূপে তাহা। চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, আর অসংখ্য শর-জালে তাঁহার (শ্রীরাধার) চিত্তকে সর্ব্বদিকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। শর (কন্দর্প-শর)-নিক্ষেপ-কার্য্যে নিরত কন্দর্পরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই ত্রাসের সঞ্চার হইল। যিনি নিমেষের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, তাঁহাকে নিজের অতি সন্নিধানে হঠাৎ দর্শন করিলে কান্ অবলা নারীরই বা ত্রাস না জন্মে? বিশেষতঃ, এই কন্দর্প সমস্ত জগৎকেই নিজের শরে বিদ্ধ করিয়া সংহার করিয়া থাকেন—তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কন্দর্পের একটি নাম "মার"। নিজের শরজালে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত জগৎকে মারে (সংহার করে) বলিয়া কন্দর্পের নাম "মার" হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্প মনে করিয়া, তাঁহার "মার"-নামের কথা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উদিত হইল—তাতেই তাহার ত্রাস আরও বৃদ্ধি পাইল, "যে সমস্ত জগৎকেই সংহার করে (মারে), সে কি আমাকে রক্ষা করিবে?"—ইহাই প্রভুর মনের ভাব, ত্রাসের কারণ।

কহে—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন। এই "কহে" শব্দটী গ্রন্থকারের উক্তি। **যে জগত মারে**—যে-কন্দর্প জগৎকে (জগদ্বাসীকে) মারে (সংহার করে, শরবিদ্ধ করিয়া) **সে পশিল অন্তরে**—সে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। দূরে থাকিয়াই যাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, সে যদি একেবারে হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর পরিত্রাণের উপায় কি আছে—ইহাই ধ্বনি। **এই বৈরী**—এই শত্রু। শত্রুর ন্যায় বাণবিদ্ধ করে বলিয়া কন্দর্পকে শত্রু বলা হইল। কৃষ্ণপক্ষে অর্থ এইরূপ:—শ্রীকৃষ্ণ আমার সাথে শত্রুর মতনই ব্যবহার করিতেছেন, আমাদিগকে অনাথিনী করিয়া তিনি মথুরায় যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার বিরহানলে দগ্ধীভূত করিতেছেন, ইহা শত্রুর কাজই, মিত্রের কাজ নহে—কোনও মিত্র এমনভাবে কাহাকেও কষ্ট দেয় না। আবার, তাঁহার স্মৃতির নির্য্যাতন হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যখনই আমরা তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলাম, ঠিক তখনই তিনি আসিয়া চিত্ত দখল করিয়া বসিলেন—চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহার কন্দর্পতুল্য-রূপ দেখাইয়া কন্দর্পজ্বালায় আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে আরম্ভ করিলেন—ইহাও শত্রুর কাজই। বুঝা যাইতেছে, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে দুঃখ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য—তাই যখন তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার স্মৃতির নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম, তখনও হঠাৎ আসিয়া তিনি বাধ সাধিলেন—তাঁহাকে ভুলিতে দিলেন না, যে হৃদয়ে শুইয়া থাকে, তাহাকে কিরূপে ভুলা যায়? তাই মনে হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শত্রুই—বন্ধু নহেন।

না দেয় পাসরিতে—ভুলিতে দেয় না; হৃদয়ে শুইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে ভুলিতেও পারি না।

"যে জগতে মারে" হইতে প্রভুর উক্তি। এস্থলে ত্রাসের হেতু দেখাইতেছেন।

৫৪। **ঔৎসুক্য**—ঔৎসুক্য নামক সঞ্চারীভাব। **প্রাবীণ্য**—প্রাধান্য, প্রবলতা, বলবত্তা। "প্রাবীণ্যে" স্থলে "প্রাধান্যে" পাঠান্তরও আছে। **ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে**—ঔৎসুক্যের প্রবলতায়। ইহা "উদয় কৈল" ক্রিয়ার কর্ত্তা। **জিতি**—জয় করিয়া, পরাভূত করিয়া। **অন্য ভাবসৈন্য**—উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি সঞ্চারীভাব

ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে—॥ ৫৪

মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনোনেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রূপ সৈন্যগণকে। **উদয় কৈল**—উদয় করিল, স্থাপন করিল। **নিজরাজ্য**—ঔৎসুক্যের রাজ্য, ঔৎসুক্যের প্রভাব। **মনে**—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে।

এই ত্রিপদী গ্রন্থকারের উক্তি ইহার অন্বয় এইরূপ:—অন্য ভাব সৈন্যকে জয় করিয়া ঔৎসুক্যের প্রবীণ্য প্রভুর মনে নিজরাজ্য উদয় করিল।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে, উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ত্রাস প্রভৃতি নানাবিধ সঞ্চারী ভাবের উদয় হইয়াছিল, এক্ষণে নিজের চিত্তে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত আবার প্রবল ঔৎসুক্যের উদয় হইল এই উৎকণ্ঠা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, ক্ষণকাল বিলম্বও যেন আর সহ্য হয় না। এই ঔৎসুক্য-ভাব প্রবলতা ধারণ করিয়া উদ্বেগ বিষাদাদি অন্যান্য ভাবকে পরাজিত করিয়া প্রভুর মনে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসিল (ভাব-শাবল্য)। এক্ষণে প্রভুর মনে অন্য কোনও ভাব নাই, একমাত্র ঔৎসুক্যই সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে।

ঔৎসুক্যকে দেখিয়াই অন্যান্য ভাবসমূহ পলাইয়া যায় নাই, তাহারাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টাকে যুদ্ধের সঙ্গে এবং তাহাদিগকে যুদ্ধরত সৈন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া সর্ব্বাধিক শক্তিমত্তাবশত: ঔৎসুক্যকে বিজয়ী রাজার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

স্থূলকথা এই যে প্রভুর মনে যখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল তখনও, কখনও উদ্বেগ, কখনও বিষাদ, কখনও মতি, আবার কখনও বা ত্রাস আসিয়া মনে উদিত হইত, কিন্তু ঔৎসুক্য প্রাধান্য লাভ করায় অন্য সমস্ত ভাব অন্তর্হিত হইল কেবল ঔৎসুক্যমাত্র হৃদয়ে থাকিয়া গেল। ইহা ভাবশাবল্যের দৃষ্টান্ত।

মনে—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে। **লালস**—লালসা, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত বলবতী বাসনা। **না হয় আপন বশ**—মন (রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর) নিজের বশীভূত হয় না। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু চাহেন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে, কিন্তু তাঁহার মন চাহে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ করিতে। তাই প্রভুর মন প্রভুর বশীভূত নহে, অবাধ্য হইয়া উঠিল। **দুঃখে**—নিজের মন নিজের বশীভূত নহে বলিয়া দুঃখবশত। **মনে করেন ভর্ৎসনা**—প্রভু নিজের মনকে (অবাধ্য বলিয়া) ভর্ৎসনা (তিরস্কার) করিলেন।

প্রভু নিজের মনকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এই ত্রিপদীও গ্রন্থকারের উক্তি।

৫৫। এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি। এই ত্রিপদীতে প্রভু মনকে তিরস্কার করিতেছেন।

বাম—প্রতিকূল। **দীন**—দরিদ্র, কৃষ্ণধনে বঞ্চিত বলিয়া দুঃখিত। **জল বিনু যেন মীন**—জল না পাইলে মৎস্যের (মীনের) যে অবস্থা হয়, কৃষ্ণকে না পাইয়া মনেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। **মীন**—মৎস্য। **কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়**—জল না পাইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই যেমন মৎস্য মরিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে আমার মনও যেন তদ্রূপ অল্পক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যাইবে।

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—"আমার মন, আমার কথা মানে না—সে আমার প্রতিকূল আচরণ করিতেছে (বাম)। তাহার অবস্থা দেখিতেছি নিতান্ত শোচনীয় (দীন)। যেন জলহীন

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন, হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর। হা হা রাসবিলাস নাগর ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মীনের মতন। জল ছাড়া হইয়া মীন যেমন এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না, কৃষ্ণ ছাড়া হইয়া আমার মনও যে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। তাই সে আমার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। আমি চাই কৃষ্ণকে ভুলিতে, আর আমার মন চায় কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে—যে-কৃষ্ণ এত রকমে আমাকে এত কষ্ট দিতেছেন, সেই-কৃষ্ণের সঙ্গের নিমিত্ত আমার মনের বলবতী লালসা। ধিক আমার মনকে।”

“মধুর-মধুর-স্মেরাকারে” ইত্যাদি অবশিষ্টাংশের অর্থ করিতেছেন।

মধুর হাস্য বদনে—শ্রীকৃষ্ণের বদনে যে মধুর হাস্য তাহা। **মনোনেত্র-রসায়নে**—(যেই মধুর হাস্য) মন ও নয়নের তৃপ্তিদায়ক, যে-হাস্য, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মনের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয় হৃদয়ে অপরিসীম শান্তি উথলিয়া উঠে। **কৃষ্ণ-তৃষ্ণা**—কৃষ্ণকে পাওয়ার নিমিত্ত লালসা। **দ্বিগুণ বাঢ়ায়**—দ্বিগুণরূপে বর্দ্ধিত করে (হাস্য)।

এই ত্রিপদী প্রভুর উক্তি, ইহার অন্বয় এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণবদনের মনোনেত্র রসায়ন মধুর হাস্য কৃষ্ণ তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেয়।

প্রভু নিজের মনকে ধিক্কার দিয়া একবার বোধ হয় ভাবিলেন—কৃষ্ণসঙ্গের—নিমিত্ত মন এত উতলা হইল কেন? প্রভু তখনই বোধ হয়, চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের দিকেও একবার চাহিলেন, চাহিয়াই যেন অবাক্ হইয়া গেলেন—এত সুন্দর। তাই প্রভু মুখ ফুটাইয়া বলিলেন—“না মনকে কেন বৃথা তিরস্কার করিতেছি? অমন সুন্দর মুখখানা দেখিলে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য যে-লালসা জন্মে, তাহা দমন করিবার শক্তি তো মনের নাই—মনের কেন, বোধ হয় কাহারও এমন শক্তি নাই। অহো। শ্রীকৃষ্ণের কি সুন্দর মুখ। সেই সুন্দর মুখে আবার কি সুন্দর মধুর মন্দ হাসি। দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায় মনের তাপ গ্লানি সমস্তই নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যায় ঐ সুন্দর মধুর হাসিটুকু যেন মনে, নয়নে,—সর্ব্বাঙ্গে একটা মাদকতা মিশ্রিত স্নিগ্ধভাব ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। যে ইহা দেখিবে, কৃষ্ণ সঙ্গের নিমিত্ত তাহার লালসা আপনা আপনিই শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। কার সাধ্য, তখন আর তাঁহাকে ত্যাগ করার কথা মনে স্থান দিতে পারে?”

৫৬। শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাসির মাধুর্য্যের কথা বলিতে বলিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মিল, কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া বিষাদের সহিত আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন “হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন” ইত্যাদি।

প্রাণধন—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন। নিজের ধন সকলেই যত্ন করিয়া রক্ষা করে, কারণ ধনের দ্বারাই লোকের অভীষ্টবস্তু সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং ধনই সাধারণ লোকের প্রিয় বস্তু। আবার, ধন রক্ষা করিতে যত যত্নের প্রয়োজন, তদপেক্ষাও অধিক যত্নের সহিত লোকে প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়, প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেও লোক কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, প্রাণই সুখভোগের একমাত্র উপায়। সুতরাং ধন অপেক্ষাও প্রাণ অধিক প্রিয়। কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণা শ্রীরাধিকার নিকট নিজের প্রাণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তিনি নিজের প্রাণ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, প্রাণ তো দূরের কথা, যে-আর্য্যপথ রক্ষার নিমিত্ত কুলবতী রমণীগণ অম্লানবদনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সেই আর্য্যপথও অম্লান-বদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সমস্তই “প্রাণধন” শব্দের ধ্বনি।

পদ্মলোচন—পদ্মের ন্যায় লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন পদ্মের দলের ন্যায় দীর্ঘ, আকর্ণ-বিস্তৃত এবং অরুণাভ। পদ্মের সঙ্গে তুলিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নয়নের স্নিগ্ধতা, সন্তাপহারিতা এবং শুচিতাও সূচিত হইতেছে।

কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহাঁ যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লৈয়া॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"পদ্মলোচন"-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ! হে পদ্মলোচন। তোমার আকর্ণ বিস্তৃত অরুণিম নয়ন-যুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কবে আমি আমার নয়নের জ্বালা জুড়াইব? তুমিই বা তোমার প্রেম-মধুর দৃষ্টি-সুধাধারা কবে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে? আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিবে?"

দিব্য সদ্গুণ-সাগর—দিব্য সদ্গুণের সাগর-তুল্য যিনি। সাগরের জল যেমন অপরিমিত, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-সদ্গুণও তেমনি অপরিমিত, অনন্ত। দিব্ ধাতু হইতে দিব্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, দিব্‌ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, লীলা। দিব্যশব্দের অর্থ লীলা-বিলাসোচিত। শ্রীকৃষ্ণ বৈদগ্ধ্যাদি অনন্ত লীলাবিলাসোচিত গুণের আধার।

তত্ত্বের দিক দিয়া অর্থ করিলে, দিব্য শব্দের অর্থ চিন্ময়, অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত গুণ নাই বটে, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার তিনি।

দিব্যসদ্গুণ-সাগর-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ। নর্ম্ম-পরিহাস-পটুতাদি অনন্ত মধুর গুণের আধার তুমি। তোমার নর্ম্ম-পরিহাসে, তোমার লীলাবৈদগ্ধ্যাদিতে কবে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অমৃতাভিষিক্ত হইবে? তোমার বিলাস-বৈচিত্রীতে কবে তুমি আবার আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিবে?"

শ্যামসুন্দর-মনোরম নবঘন-শ্যাম বর্ণ যাঁহার। শৃঙ্গার-রসের নামও শ্যামরস, এই অর্থে শ্যাম-শব্দে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারকে, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিকেও বুঝাইতে পারে। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—হে কৃষ্ণ। তোমার দলিতাঞ্জন-চিক্কণ নবঘন-শ্যাম রূপের দর্শন আমার ভাগ্যে কবে হইবে? কবে আমি তোমার শৃঙ্গার রস-রাজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন-মনের তৃষ্ণা জুড়াইতে পারিব।

পীতাম্বরধর—পীতবর্ণ (হলদে বর্ণ) বস্ত্র (অম্বর) ধারণ করেন, যিনি। এই শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—"হে কৃষ্ণ! তোমার নবঘন-শ্যাম তনুতে তুমি যখন পীত বসন ধারণ কর, তখন মনে হয় যেন নবীন মেঘে স্থির বিজুরী ক্রীড়া করিতেছে, তোমার সেই মোহনরূপ আমি কবে দর্শন করিব?" আরও নিগূঢ় ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—"হে কৃষ্ণ। হে আমার প্রাণবল্লভ। তোমার পীত বসনের বর্ণের ন্যায় আমার এই গৌর অঙ্গদ্বারা কবে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার নবঘন-শ্যাম তনুকে আবৃত করিয়া রাখিব? কবে তোমার কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্যাম-অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশাইয়া অঙ্গের বিরহ-তাপ দূর করিব?

রাসবিলাস নাগর—রাসে বিলাস করেন যে নাগর (কান্ত)। ধ্বনি:—হে আমার প্রাণকান্ত। হে নাগর-শিরোমণি! আবার কবে আমি তোমার হাতে হাত রাখিয়া রাসস্থলীতে নৃত্য করিব? আবার কবে তুমি তাল ধরিবে, তোমার তালে তালে আমি নৃত্য করিব, এবং আমি তাল ধরিব, আমার তালে তালে তুমি নৃত্য করিবে? আবার কবে সমস্ত সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তুমি রাস-লীলা করিবে?

৫৭। **কাহাঁ গেলে**—হে নাগর। তোমার বিরহ-যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; কি উপায়ে যে তোমাকে পাইব, স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করার শক্তি আমার নাই। হে আমার হৃদয়েশ্বর! দয়া করিয়া তুমি বলিয়া দাও, কোথায় গেলে তোমায় পাইব? তুমি বলিয়া দাও, নাথ! আমি তোমার উপদেশমত তোমাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেই স্থানেই যাইব।

এত কহি চলিল ধাইয়া—পূর্ব্বোক্তরূপ বলিয়াই প্রভু উঠিয়া দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন, যেন কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত, অথবা যে-স্থানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে যাওয়ার নিমিত্তই দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন। "এত কহি" ইত্যাদি বাক্য গ্রন্থকারের উক্তি।

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৫৮
এইমত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদচেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥ ৫৯
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬০
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন ?।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৬১
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রভু ধাইয়া চলিতেই স্বরূপ-দামোদর উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কোলে করিয়া আনিলেন এবং প্রভুর নিজের বসিবার জায়গায় বসাইয়া দিলেন।

৫৮। অল্পক্ষণ পরেই প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, রাধা-ভাবের আবেশ প্রচ্ছন্ন হইল। তখন কোনও মধুর গান কীর্ত্তন করার নিমিত্ত প্রভু স্বরূপকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে স্বরূপ দামোদর বিদ্যাপতির পদাবলী এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে প্রভুর ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিলেন, শুনিয়া প্রভুর যেন কান জুড়াইয়া গেল।

"গীত গোবিন্দ" স্থলে "রায়ের নাটক' পাঠান্তরও আছে। রায়ের নাটক- রামানন্দরায়-রচিত জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক।

৫৮। **উন্মাদচেষ্টিত**—দিব্যোন্মাদের চেষ্টা (কায়িক অভিব্যক্তি)।

প্রলাপবচন দিব্যোন্মাদের বাচনিক অভিব্যক্তি, চিত্রজল্পাদি।

৬০। **সহস্রমুখে**—সহস্র মুখ যাঁহার তিনি, শ্রীঅনন্তদেব। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু এক এক দিনে মহাভাবের যে-সমস্ত বিকার প্রকট করেন, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া সহস্রমুখে বর্ণনা করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারেন না।

৬১। অনন্তদেব ঐশ্বরিক শক্তিতে সহস্রমুখে যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, সাধারণ জীব একমুখে তাহা কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তাই আমি (গ্রন্থকার) সেই লীলার সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র দেখাইলাম।

শাখাচন্দ্রন্যায়—বৃক্ষের শাখা প্রশাখা-পত্রাদির ভিতর দিয়া যখন চন্দ্র দেখা যায়, তখন সম্পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায় না, পত্রাদির ফাঁকে ফাঁকে অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশ দেখিয়াও, চন্দ্র কোন দিকে আছে, তাহা বলা যায় এবং চন্দ্রের স্বরূপ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। তদ্রূপ, কোনও বিষয়ের সম্যক্ বর্ণনা দিতে অক্ষম হইয়া যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দেন, তাহা হইলে ঐ আভাস হইতেই অনুভবশীল পাঠক, বর্ণনীয় বিষয়টীর কিঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইতে পারেন। ইহাকেই শাখাচন্দ্রন্যায়-দিগ্‌দর্শন দেওয়া বলে।

৬২। **ইহা**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-সম্বন্ধীয় ভাব বিকার।

অলৌকিক—যাহা লৌকিক-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা অপ্রাকৃত। **গূঢ়**—গোপনীয়, সর্ব্বসাধারণের অবিদিত। **চেষ্টা-জ্ঞান**—চেষ্টা সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যাদি সম্বন্ধে ধারণা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধীয় যে-সমস্ত কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহা যিনি শুনিবেন, তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা দূর হইবে এবং অলৌকিক রাধাপ্রেমের কিরূপ প্রভাব ও ঐ প্রেমের প্রভাবে দেহে ও মনে কিরূপ বিকারাদির অভিব্যক্তি হয়, সেই সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু ধারণা জন্মিবে।

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥ ৬৩

অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৩। মাধুর্য্য-মহিমা—মাধুর্য্য এবং মহিমা, অথবা মাধুর্য্যের মহিমা। যে-রাধা-প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, তাহার কি আর তুলনা আছে? এই প্রেমের মাধুর্য্যে অন্য সমস্ত মধুর বস্তুকে ভুলাইয়া দেয়, নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয় এবং ইহার এমনি প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত এই প্রেমের সম্যক্ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

রাধাপ্রেমের আরও একটী অদ্ভুত মহিমা এই যে, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণও ইহার বিক্রম সহ্য করিতে পারেন না, তাই গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াও এই রাধাপ্রেমের বিক্রমে কখনও বা কূর্ম্মাকার হইয়া গিয়াছিলেন, আবার কখনও বা তাঁহার অস্থিগ্রন্থি বিতস্তিপরিমাণ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই এই প্রেমের বিক্রম সহ্য করিতে পারেন না, ইহাই এই প্রেমের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জীবকে দেখাইয়া গেলেন।

সীমা—মাধুর্য্য মহিমার সীমা (অবধি)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক এই অলৌকিক প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সকলকেই এই প্রেমের মহিমার চরম অবধি দেখাইলেন।

৬৪। বদান্য—দাতা। **ঐছে**—এরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত দয়ালু তাঁহার মত দাতা প্রাকৃত লোকের মধ্যে থাকা তো সম্ভবই নয়, ভগবৎস্বরূপদের মধ্যেও নাই। জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি জীবকে যাহা দিয়া গেলেন, নিজের সেই অনর্পিতচরী ভক্তিসম্পত্তি ইতঃপূর্ব্বে আর কেনও ভগবৎস্বরূপই দেন নাই—এমন কি স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনও দেন নাই। শ্রীরাধার প্রেম যে কি অদ্ভুত বস্তু, তাহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্ জানিতেন না, সুতরাং ইহা যে কেহ কখনও জানিতে পারিবে, এমন কল্পনাও কেহ কখনও করিতে পারে নাই, কিন্তু পরমকৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই অতি নিগূঢ় প্রেম-মহিমা জীবকে যে কেবল জানাইয়া দিলেন তাহা নহে, নিজে তাহা আস্বাদন করিয়া, নিজের দেহে তাহার অপূর্ব্ব বিকারাদি দেখাইয়া দিয়াও সকলকে বিস্মিত করিলেন। কেবল ইহাই নহে, কিরূপে সেই প্রেমের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া জীব অসমোর্দ্ধ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে তাহাও তিনি জীবকে জানাইয়া গেলেন এবং নিজে আচরণ করিয়া ভজনের একটী উজ্জ্বলতম আদর্শও রাখিয়া গেলেন। তাই বলা হইয়াছে, তাঁহার দয়া অদ্ভুত, তাঁহার বদান্যতাও অদ্ভুত।

গৌরের করুণার ও বদান্যতার অসাধারণত্ব

জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচার ছিল শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের একটী উদ্দেশ্য। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সূত্রাকারে রাগমার্গের ভজনের উপদেশও দিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার করুণা, তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহাতে তাঁহার বদান্যতাও প্রকাশ পাইয়াছে, যেহেতু, ঐভাবে যাঁহারা তাঁহার ভজন করিবেন তাঁহারা যে তাঁহাকেই পাইবেন—তাহাও তিনি অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"মামেবৈষ্যসি।" নিজেকে পর্য্যন্ত যিনি দান করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহাকেই পাওয়ার উপায়ও যিনি বলিয়া দেন, তিনি বদান্য-শিরোমণি, একথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহাকে পাওয়া যে পরম-লোভনীয় বস্তু, তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। যে-বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা তিনি প্রকাশ করিলেন, তাহা যে পরম লোভনীয়, তাহা না জানাইলে লোক ভজনে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কিন্তু সেই লোভনীয় বস্তুটী কি? সেই আনন্দঘন, রসঘন বিগ্রহ, সেই অশেষ-রসামৃত-বারিধির সহিত একান্ত আপন-জনভাবে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রসের সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া, সেই সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ মধ্যে তাঁহারই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, বাহুতে বাহু জড়াইয়া, তাঁহার সহিত তন্ময়ভাবে খেলা করা—ইহাই লোভের বস্তু। ব্রজে তিনি সেই ভাবে তাঁহার পরিকর ভক্তদের সহিত মনোহারিণী খেলা খেলিয়াছেন, সেই খেলা খেলিয়াছেন অবশ্য নিভৃতে, গভীর নিশিথে, নির্জ্জন বনের মধ্যে। যাঁহাদের সহিত তিনি এই খেলা খেলিয়াছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ ব্যতীত এবং তিনি নিজে ব্যতীত এই খেলা অপর কেহ দেখে নাই। পরম লোভের বস্তুটী অপর কাহাকেও দেখাইয়া যান নাই, তবে ব্যাসরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় সশিষ্য মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষিদের সমক্ষে শ্রীশুকদেবের মুখে তাহা প্রচার করাইয়া জগদ্বাসী সকলে যাহাতে তাহা শুনিতে পাবে, তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন, যেন এই লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিয়া তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া প্রাপ্তির নিমিত্ত লোক "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" তন্মনা, তদ্ভক্ত এবং তদ্যাজী হইতে পারে। লোভের বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণ দেখান নাই, কেবল তাহার কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া গিয়াছেন, সেই উপায়ের আদর্শও স্থাপন করেন নাই। তথাপি লোভের বস্তুটীর কথা শুনাইয়া যাওয়া এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়ের কথা বলিয়া যাওয়াও তাঁহার অপার করুণা ও বদান্যতার পরিচায়ক।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐ অপার করুণার এবং অপার বদান্যতার চরমতম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে প্রেমলাভ হইলে সেই অশেষ রসামৃত বারিধির সহিত রসসমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া হইতে রসময়ী খেলা সম্ভব হইতে পারে, ব্রজেন্দ্র নন্দনরূপে তিনি সেই প্রেম প্রাপ্তির উপায়টীর কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন সেই প্রেম-সম্পত্তিটী দেন নাই কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রেম সম্পত্তিটীই তিনি আপামর সাধারণকে দিয়া গিয়াছেন। যত দিন তাঁহার লীলা প্রকটিত ছিল, তত দিন এই ভাবেই প্রেম প্রাপ্তির সৌভাগ্য সকলে লাভ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা গৌরস্বরূপের কৃপার এবং বদান্যতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহারা যাহাতে সেই শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণী শক্তিসম্পন্ন অপূর্ব্ব প্রেমলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পাবেন, নিজের উপদেশের দ্বারা এবং তাঁহার চরণানুগত গোস্বামিপাদগণের দ্বারা ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করাইয়া তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে নিজে আচরণ করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদবর্গের দ্বারা আচরণ করাইয়াও ভজনের আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি যাহা করেন নাই। ইহা তাঁহার কৃপার ও বদান্যতার আর এক বৈশিষ্ট্য।

যে লোভনীয় বস্তুর কথা শুনাইবার ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি করিয়া গিয়াছেন, সেই লোভনীয় বস্তুটী হইল বাস্তবিক—প্রেম, শুদ্ধপ্রেম। সেই প্রেম যে কত মধুর, তাহার প্রভাব যে কিরূপ অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তাহা তিনি প্রবিদৃশ্যমান ভাবে জগতের জীবকে দেখান নাই। গৌরস্বরূপে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার লীলাতে আনুষঙ্গিক ভাবে।

প্রেম বস্তুটী চক্ষুদ্বারা দেখিবার জিনিস নহে, হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলে বাহিরে অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হয় এই অশ্রু কম্পাদি দ্বারাই হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, মধুরত্ব ও প্রভাবের কথা জানা যায়, দেহের উত্তাপাদিদ্বারা যেমন জ্বরের অস্তিত্বের এবং প্রভাবের কথা জানা যায়, তদ্রূপ। প্রেম স্বতঃই পরম মধুর, "রতিরানন্দরূপৈব, যেহেতু, ইহা হ্লাদিনীর বৃত্তি। এই প্রেম যত গাঢ় হয়, তাহার মধুরত্বও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার প্রভাবও ততই তীব্র হইয়া উঠে—তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় অশ্রু কম্পাদির প্রকটতাদ্বারা। প্রভুর চিত্তে প্রেম যখন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার অশ্রু-কম্পাদি সুদ্দীপ্ত—সুষ্ঠুরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, পিচকারীর ধারার ন্যায় নয়নের ধারা প্রবাহিত হইত, সেই অবস্থায় যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার অশ্রুধারায় চারিদিকের লোকগণ এমনই সিক্ত হইতেন যে, দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন ডুব দিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পুলকের উদ্গমে রোমকূপসমূহ শিমুলের কাঁটা বা বড় বড় ব্রণের মত হইয়া উঠিত, তাহাতে আবার রক্তোদ্গমও হইত। বৈবর্ণ্যে প্রভুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কখনও মল্লিকা ফুলের মত সাদা, আবার কখনও বা জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। কম্পে প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র বেতসীলতার ন্যায় প্রভুর দেহ কম্পিত হইত, তখন দন্ত সকল খট খট শব্দ করিয়া উঠিত। তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি থাকিত না। কখনও বা প্রেমানন্দের আস্বাদনজনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া যেন সম্বিৎহারা হইয়া থাকিতেন। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন।" প্রেমোদ্ভূত নানাবিধ ভাব একসঙ্গে উদিত হইয়া প্রভুর দেহকে যেন সম্যক্‌রূপে বিমর্দ্দিত করিত, আবার কখনও বা প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-গ্রন্থি শিথিল করিয়া দেহকে অস্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত করিত, কখনও বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দেহের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া প্রভুকে কূর্ম্মাকৃতি করিয়া দিত। প্রেমের সমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত উন্মাদনা এ-সমস্ত ভাবেই প্রভুর দেহে প্রকটিত হইয়াছে—গোপনে নহে—বহুলোকের সাক্ষাতে। তাহাতেই প্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা লোক যেন সাক্ষাদ্ভাবেই জানিতে পারিয়াছে, প্রেমকে যেন পরিদৃশ্যমানভাবে দেখিতে পাইয়াছে, তাহার প্রতি লুব্ধ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। প্রভু এই ভাবেই প্রেমরূপ লোভনীয় বস্তুটীকে সাধারণের নয়নের গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এতাদৃশ মাধুর্য্যময় এবং প্রভাবশালী প্রেম হইল আরও একটী পরম লোভনীয় বস্তুর আস্বাদনের উপায় মাত্র। সেই পরম লোভনীয় বস্তুটী হইতেছে—রসিকেন্দ্র শিরোমণি মদনমোহনের মাধুর্য্য, যাহা "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" এবং যাহা "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর। শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহনরূপ দর্শনের সৌভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রকট দ্বাপর-লীলাতেও সাধারণকে দান করেন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া সেই মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়িরূপে আনন্দজনক এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় রূপ রায়রামানন্দাদির নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন—যাহার মাধুর্য্যের আস্বাদনজনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া রায় রামানন্দ—মদনমোহনরূপ দর্শনজনিত আনন্দের উন্মাদনা যিনি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই রায় রামানন্দও—আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরম করুণ প্রভু এই রূপটীর কথা কেবল শুনাইয়াই যায়েন নাই, পরিদৃশ্যমান ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের করুণার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার, এই মাধুর্য্যের সম্যক্ বিকাশ হইতেছে—রসস্বরূপ পরম ব্রহ্মের, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, কিন্তু এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন আবির্ভাবে তাহা পূর্ব্বে কেহ বিশেষ জানিত না, স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনও স্ফুটরূপে তাহা বলেন নাই। প্রেমের বিষয় প্রধান বিগ্রহেই এই মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, না কি আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহেই চরমতম বিকাশ, তাহা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট কথায় কোথাও বলেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং দেখাইয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেন প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ, তাঁহার মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ হইতেছে তাহার মদনমোহন রূপে। আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি হইয়াছেন প্রেমের আশ্রয়-প্রধান-বিগ্রহ, এই আশ্রয় প্রধান বিগ্রহের মাধুর্য্য, "রসরাজ-মহাভাব দুয়ে একরূপের' মাধুর্য্য—যে মদনমোহনরূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময়, অধিকতর আনন্দোন্মাদনাময়, গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দের নিকটে প্রভু তাহা জানাইয়াছেন। যশোদা নন্দন অপেক্ষা শচীনন্দনের কৃপার ইহাও একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

আবার, অর্জ্জুনের নিকটে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি বাক্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন, এইরূপ করিলে "মামেবৈষ্যসি—আমাকেই পাইবে। কিন্তু এই তাহাকে পাওয়ার গূঢ় তাৎপর্য্য কি, তাহা তিনি তখন খুলিয়া বলেন নাই, হয়তো বা ইহা সর্ব্বগুহ্যতম বস্তু" বলিয়াই, অথবা অর্জ্জুন দ্বারকা-পরিকর বলিয়া তাঁহার ভাব ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত বলিয়াই "আমাকেই পাইবে" বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম তাঁহার নিকটে স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত

সর্ব্বভাবে ভজ লোক ! চৈতন্যচরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৫
এই ত কহিল কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৬৬
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৬৭

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করেন নাই। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় প্রধান আবির্ভাব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকতর চমৎকারিত্বময় এবং অধিকতর মাধুর্য্যময় স্বীয় স্বরূপটী প্রকাশ করিয়া লঙ্গীতে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ভঙ্গীতে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া ভঙ্গীতে ইহাও জানাইলেন—অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশিত 'মামেবৈষ্যসি' বাক্যের গূঢ় রহস্য হইতেছে এই যে, আমার বিষয়-প্রধান-বিগ্রহের এবং আশ্রয় প্রধান বিগ্রহের, এই উভয় আবির্ভাবের মাধুর্য্যের আস্বাদনই পাইবে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" এই উভয় স্বরূপের মাধুর্য্যের যুগপৎ আস্বাদনেরও যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীশ্রীমদন-মোহনের কৃপায় ও প্রেরণায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা অতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন—"চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥ ২।২৫।২২৯॥" অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে আস্বাদনের আনন্দোন্মাদনা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগৌরলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার মিলনেও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দোন্মাদনার আবির্ভাব হয়। এই অপূর্ব্ব আনন্দোন্মাদনাময় মাধুর্য্য প্রাচুর্য্যের সন্ধান শ্রীমন্মহাপ্রভুই দিয়াছেন। ইহাও স্বয় ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দররূপের কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বদান্যতা সর্ব্বাতিশায়ী রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—তাঁহার প্রেমদানের দ্বারা, ভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়া যাহাকে তাহাকে অযাচিত ভাবে তিনি ব্রজপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। এমন করুণা এবং এমন বদান্যতা—অন্য স্বরূপের কথা তো দূরে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন রূপেও ভগবান প্রকাশ করেন নাই। মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি।

৬৫। **সর্ব্বভাবে**—সর্ব্বপ্রকারে, যথাবস্থিত দেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত দেহে, সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা।

অথবা, সর্ব্বভাবে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চারি ভাবের সকল ভাবেই। এই চারি ভাবের যে কোনও একভাবে যিনি ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা পাইতে অভিলাষী তাহাকেই তদনুকূলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিতে হইবে তাহা হইলেই, তিনি নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া, অভীষ্ট কৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

৬৬। **কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব**—রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কূর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিলেন সেই কথা।

৬৭। **এই লীলা**—কূর্ম্মাকার-ধারণ-লীলা। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্বামিচরণ কূর্ম্মাকার-লীলা-বর্ণনের উপাদান কোথায় পাইলেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অপ্রকট সময় পর্য্যন্ত নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যেই ছিলেন, স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবাও করিয়াছেন। নীলাচলের সমস্ত লীলাই তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং ঐ সকল-লীলায় প্রভুর সেবাও তিনি করিয়াছেন। কূর্ম্মাকার-লীলাও তিনি দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া স্বরচিত-গৌরাঙ্গ-স্তব কল্প-বৃক্ষ নামক গ্রন্থে তিনি এই লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন (নিম্নোদ্ধৃত অনুদ্‌ঘাট্য ইত্যাদি শ্লোকে)। কবিরাজ গোস্বামী দাস গোস্বামীর নিকট শুনিয়া এবং তাঁহার গৌরাঙ্গ-স্তবকল্প-বৃক্ষ দেখিয়া এই লীলা-বর্ণনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্বগ্রন্থে—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিজের রচিত গ্রন্থে, গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে। **গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ**—দাস গোস্বামীর স্বরচিত গ্রন্থের নাম।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব-
কল্পতরৌ,—(৫)—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥ ৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মা-
কারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপ-নাম
সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১৭॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভিত্তিত্রয়ং প্রাচীরত্রয়ং এতেন ত্রিকক্ষাবাটীয়ং তত্র তৃতীয়কক্ষায়াং প্রভোর্বাসস্থানং বায়ুাগমনার্থং তত্ত্বনাবৃত-মিত্যায়াতম্ এতেন "তিন দ্বারে কপাট প্রভু" ইত্যাদৌ দ্বারপদেন প্রাচীরদ্বারমিতি সর্ব্বং সুসঙ্গতম্ ভাবান্তরব্যাখ্যা তু ন সঙ্গতা। চক্রবর্ত্তী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৫। অন্বয়। দ্বারত্রয়ং (বহির্গমনের তিনটী দ্বার) অনুদ্‌ঘাট্য চ (উদ্‌ঘাটন না করিয়াই) অহো (অহো)। উরু উচ্চৈঃ (অতি উচ্চ) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়) বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক) কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে (কলিঙ্গদেশীয়-গাভীগণমধ্যে) নিপতিতঃ (নিপতিত) কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (দেহের সঙ্কোচের আবির্ভাবে) কমঠঃ ইব (কূর্ম্মের ন্যায়) বিরাজন (বিরাজিত) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। (সঙ্কীর্ত্তনাবসানে শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াও যিনি উৎকণ্ঠাবশতঃ গৃহমধ্যে থাকিতে না পারিয়া) তিনটী বহির্গমনদ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়াই অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গ-দেশীয় গাভীগণ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মহাবিরহে দেহের সঙ্কোচ আবির্ভূত হওয়ায় যিনি কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন॥ ৫

দ্বারত্রয়ং—গম্ভীরার তিনটী দ্বার, যেগুলি না খুলিলে গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাওয়া যায় না। **ভিত্তিত্রয়ং**—তিনটী প্রাচীর, ছাদের উপরের তিনটী প্রাচীর বা আলিসা (২।২।৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে—কলিঙ্গদেশীয় সুরভি (গাভী)-গণের মধ্যে, শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকটে কতকগুলি কলিঙ্গদেশীয় গাভী ছিল, প্রেমাবেশে প্রভু যাইয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়াছিলেন (৩।১৭।১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **কৃষ্ণোরুবিরহাৎ**—কৃষ্ণের (কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার) উরু (অত্যধিক) বিরহবশতঃ, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে। **তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ**—তনুর (দেহের) উদ্যৎ (আবির্ভূত) সঙ্কোচবশতঃ, হস্তপদাদির সঙ্কোচ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণবিরহই এইরূপ সঙ্কোচনের হেতু, এতদ্রূপ সঙ্কোচনবশতঃ) যিনি **কমঠঃ ইব**—কূর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিলেন, হস্তপদাদি দেহমধ্যে ঢুকিয়া যাওয়াতে যাঁহাকে তখন কূর্ম্মের মত দেখাইতেছিল, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।

কেহ কেহ "অনুদ্‌ঘাট্যদ্বারত্রয়ম্" ইত্যাদি বাক্যের এবং "তিনদ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে। ২।২।৭॥"-ইত্যাদি বাক্যের অন্যরূপ অর্থ করিতে প্রয়াস পায়েন। তাঁহাদের অর্থে প্রভুর এই লীলাটী আর বাস্তব লীলা থাকে না, ইহা হইয়া পড়ে একটী রূপকমাত্র। কিন্তু ইহা রূপক নহে, ইহা সত্য সত্য লীলাই। তাই অন্যরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"ভাবান্তরব্যাখ্যা তু ন সঙ্গতা—অন্যভাবের ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম ২।২।৭-পয়ারের টীকায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

অন্ত্য-লীলা

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ইহ সংসারে শচীসূনুঃ শচীনন্দনঃ নোঽস্মান্ অবতু রক্ষতু যঃ শরজ্জ্যোৎস্নায়াং রাত্রৌ সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য অবকলনয়া দৃষ্ট্যা জাতযমুনাভ্রমঃ ধাবন্ সন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব অস্মিন্ সিন্ধৌ নিমগ্নঃ সন্ অখিলাং রাত্রিং পয়সি জলে নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ স্বরূপাদিভিঃ। প্রাপ্তঃ চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

অন্ত্যলীলার এই অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জলকেলি-লীলার আবেশে প্রভুর সমুদ্র পতনাদিলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) শরজ্জ্যোৎস্নায়াং (শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে) সিন্ধোঃ (সমুদ্রের) অবকলনয়া (দর্শনে) জাতযমুনাভ্রমাৎ (যমুনার ভ্রম উৎপন্ন হওয়ায়) ধাবন্ (ধাবিত হইয়া) হরিবিরহতাপার্ণব ইব (কৃষ্ণবিরহতাপ সমুদ্রের ন্যায়) অস্মিন্ (এই মহাসমুদ্রে) নিমগ্নঃ (নিমগ্ন হইয়া) মূর্চ্ছালঃ (মূর্চ্ছিত অবস্থায়) অখিলাং রাত্রিং (সমস্ত রাত্রি) পয়সি (জলে) নিবসন্ (বাস করিয়া) প্রভাতে (প্রাতঃকালে) স্বৈঃ (স্বরূপাদি স্বীয় ভক্তগণ কর্তৃক) প্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) সঃ শচীসূনুঃ (সেই শচীনন্দন) ইহ (এই সংসারে) নঃ (আমাদিগকে) অবতু (রক্ষা করুন)।

অনুবাদ। শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে, সমুদ্র দেখিয়া যমুনা ভ্রমে ধাবিত হইয়া যিনি কৃষ্ণ-বিরহ-তাপ সমুদ্রের ন্যায় মহাসমুদ্রে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি সমুদ্রজলে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রভাতে (মাত্র) স্বরূপাদি স্বীয় ভক্তগণ কর্তৃক যিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন এই সংসারে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১

এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এই শ্লোকে। শরৎকালে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, শারদীয় রাত্রি দেখিয়া শারদীয় রাস রজনীর কথা গোপীভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উদিত হইল, তিনি সমুদ্রকেই যমুনা বলিয়া ভ্রম করিলেন এবং রাসাবসানে জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়া যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে পতিত হইলেন। ভাবাবিষ্ট প্রভু সমস্ত রাত্রি সমুদ্রেই ছিলেন, প্রাতঃকালে স্বীয় পার্ষদগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। রাত্রিদিনে—রাত্রিতে এবং দিনে, সর্ব্বদাই। **কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে**—কৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখের সমুদ্রে।

শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥ ৩
উদ্যানে-উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পঢ়িতে শুনিতে ॥ ৪
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৫
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥ ৬
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পঢ়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ ৭
এই মত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সভার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ষ শোক ॥ ৮
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ ৯
দ্বাদশবৎসরে যে-যে লীলা ক্ষণেক্ষণে।
অতি বাহুল্যভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে ॥ ১০
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১১
সহস্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় অন্ত ॥ ১২
কোটিযুগপর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তভু নাহি পায় শেষ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩। **শরৎকাল**—ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। **শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল**—শরৎকালের নির্ম্মল চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল (ঝলমল)। **রাত্রি সকল**—সকল রাত্রিতেই, প্রত্যেক রাত্রিতে।

৪। **গীত-শ্লোক**—গীত এবং শ্লোক। **পড়িতে শুনিতে**—কখনও বা প্রভু নিজেই শ্লোকাদি উচ্চারণ করেন, কখনও বা অন্য কেহ পড়েন, প্রভু শুনেন। কখনও প্রভু নিজে গান করেন, কখনও বা অন্যে গান করেন, প্রভু শুনেন।

৫। **করেন গান-নর্ত্তন**—গান করেন ও নৃত্য করেন। **ভাবাবেশে**—ব্রজভাবের আবেশে। **রাস-লীলানুকরণ**—রাসলীলার অনুকরণ (অভিনয়), রাসের ন্যায় নৃত্যগীতাদি করেন।

৬। **ভাবোন্মাদে**—রাধাভাবে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া। **ইতি উতি**—এদিক ওদিক নানাদিক। **গড়ি যায়**—গড়াগড়ি দেন।

৭। **পঢ়ে শুনে**—নিজে পড়েন বা অন্যের মুখে শুনেন। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রকারে। **তার অর্থ**—সেই শ্লোকের অর্থ।

৮। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে যত শ্লোক আছে, প্রভু ভাবাবেশে প্রত্যেক শ্লোকের অর্থই করিয়াছেন।

হর্ষ শোক—গোপীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও নৃত্যাদির কথা যে-সকল শ্লোকে আছে, সে-সকল শ্লোকের অর্থ করিবার সময় হর্ষ, আর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীদিগের ত্যাগের কথাদি যে-সকল শ্লোকে আছে, সে-সকল শ্লোকের অর্থ করিবার সময় শোক।

৯। **সে সব শ্লোকের অর্থ**—রাসলীলার শ্লোকের যে-সকল অর্থ প্রভু করিয়াছিলেন, তাহা। **সে-সব বিকার**—শ্লোকের অর্থ করার সময় প্রভুর দেহে যে-সমস্ত ভাব-বিকার প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা। **হয় অতি বিস্তার**—বাড়িয়া যায়।

১১। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে প্রত্যেক লীলা, প্রত্যেক প্রলাপ এবং প্রত্যেক ভাব-বিকার বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ সামান্য কিছু ধারণা করিতে পারিবেন।

১২-১৩। কেবল যে গ্রন্থ-বিস্তৃতির ভয়েই কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর সমস্ত লীলাদি বর্ণনা করেন নাই, তাহা নহে, তিনি বলিতেছেন, ঐ সকল লীলাবর্ণনে তাঁহার ক্ষমতাও নাই। কারণ, স্বয়ং অনন্তদেব তাঁহার

ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ॥ ১৪
ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥ ১৫
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ঐশী শক্তি লইয়াও এবং তাঁহার সহস্র বদনের সাহায্যেও প্রভুর একদিনের লীলা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না; আর লিখন-কৌশলে যিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সেই গণেশ দেবতা হইয়াও কোটিযুগ পর্য্যন্ত লিখিয়াও একদিনের লীলাকাহিনী শেষ করিতে পারেন না, সুতরাং গ্রন্থকারের ন্যায় ক্ষুদ্রজীব একমুখে ও দুই হাতে কিরূপে প্রভুর লীলা বর্ণন করিবেন? ইহা কবিরাজগোস্বামীর দৈন্যোক্তি, তিনি ভগবানের নিত্যপার্ষদ, চিচ্ছক্তির বিলাস, স্বরূপতঃ তিনি জীব নহেন, অনন্তদেব বা গণেশ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি কম নহে। তথাপি, প্রভুর লীলা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে যে তিনি অক্ষম, একথাও ঠিক, কারণ, প্রভুর লীলা অনন্ত, অবর্ণনীয়, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—তাঁহার লীলার মহিমাও অনন্ত, অবর্ণনীয়—কেহই ইহার অন্ত পাইতে পারেন না। অন্যের কথা তো দূরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার লীলা-মহিমার অন্ত পান না—ইহাই পরবর্ত্তী কয় পয়ারে বলিতেছেন।

১৪। ভক্তের প্রেম-বিকার দেখিলে কৃষ্ণও চমৎকৃত হইয়া যান, স্বয়ং কৃষ্ণ যে প্রেমবিকারের অন্ত পান না, অন্যে তাহা কিরূপে জানিবে?

কৃষ্ণের চমৎকার—সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত (বিস্মিত) হইয়া পড়েন, কারণ, এরূপ অদ্ভুত প্রেম-বিকারের কথা বোধহয় স্বয়ং কৃষ্ণও ধারণা করিতে পারেন না।

কৃষ্ণসেবার একমাত্র উপকরণ হইতেছে প্রেম, সুতরাং যাঁহার প্রেম আছে এবং সেই প্রেমের দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, তিনিই ভক্ত। শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম-অভিব্যক্তি, প্রেমদ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন, সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন মূল ভক্ততত্ত্ব। এই মূল-ভক্ততত্ত্ব-শ্রীরাধার প্রেম লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, সুতরাং ভক্তের প্রেম-বিকারের অন্ত যখন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পান না, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুতে মূল-ভক্ততত্ত্ব-শ্রীরাধার প্রেমের যে-সকল বিকার প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি স্বয়ংভগবানেরও নাই, অন্যের কথা তো দূরে। কারণ, ইহা স্বরূপতঃই অবর্ণনীয় ও অনন্ত। ইহাতে স্বয়ংভগবানের সর্ব্বজ্ঞতার বা সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় না, কারণ, যাহার অন্তই নাই, তাহার অন্ত নির্ণয় করিতে না পারিলে কাহারও অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। মানুষের শৃঙ্গ কেহ দেখিতে না পাইলে, তাহার দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়াছে বলা যায় না। কারণ, মানুষের শৃঙ্গ নাই-ই, যাহা নাই, তাহা না দেখিলে দৃষ্টিশক্তির অভাব বুঝায় না।

১৫-১৬। ভক্তপ্রেমের যত দশা ইত্যাদি দুই পয়ার।

ভক্তের প্রেম-বিকারের মহিমা যে কৃষ্ণ জানিতে পারেন না, তাহা দেখাইতেছেন এই কয় পয়ারে।

যত দশা—যত অবস্থা, যত স্তর। **যে গতি প্রকার**—যেরূপ গতির বৈচিত্র্য, অথবা যেরূপ গতি ও যেরূপ প্রকার (প্রকৃতি, স্বরূপ), যে-প্রকার স্বরূপ ও যে-প্রকার অভিব্যক্তি। **যত দুঃখ**—ভক্তপ্রেমের যত দুঃখ। **যত সুখ**—ভক্তপ্রেমের যত সুখ। **যতেক বিকার**—ভক্তপ্রেমের যত রকম বিকার। **সম্যক্ না পারে জানিতে**—সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, আংশিকমাত্র জানেন। প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে-সমস্ত স্তরের আশ্রয়, সে-সমস্ত স্তর-সম্বন্ধে সমস্তই তিনি জানেন। কিন্তু তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের বিষয়-মাত্র, আশ্রয় নহেন, সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রকৃতি তিনি সম্যক্ অবগত নহেন। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়, এই মাদনাখ্য-মহাভাবের বিক্রম, ইহাতে কি সুখ এবং কি দুঃখ, তাহা কেবল শ্রীরাধাই জানেন, আর কেহ জানে না। অথচ তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত লোভ জন্মে, এই লোভের

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঁই ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বশীভূত হইয়াও মাদনাখ্যমহাভাব আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি মূল-ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া গৌররূপে প্রকট হইলেন। এই প্রেমের সুখ-দুঃখের অনুভব যে শ্রীকৃষ্ণের নাই, তাঁহার লোভই তাহার প্রমাণ। যে বস্তু আস্বাদিত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত প্রবল লোভ জন্মিতে পারে না।

ভক্তভাব—মূল ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার ভাব। **তাহা আস্বাদিতে**—ভক্ত-প্রেম (মূল ভক্ততত্ত্ব শ্রীরাধার প্রেম) আস্বাদন করিতে।

ভক্ত-প্রেমের এমনি প্রভাব যে, ইহা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করাইয়া থাকে। রাধা-ভাবাবিষ্ট গৌরই ভক্তভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ।

১৭। এই পয়ারে প্রেমের আর একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটী হইতেছে প্রেমের অসাধারণ শক্তি—যে শক্তির প্রভাবে প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, ভক্তকে নাচায়, এবং প্রেমকেও নাচায়, আবার কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম—এই তিনকেও একত্রে নাচায়।

প্রেম একটী ভাববস্তু, ইহার আশ্রয় হইতেছে চিত্ত। এই ভাববস্তু যে-প্রেম, তাহার প্রভাবেই কৃষ্ণ, ভক্ত এবং প্রেম নৃত্য করে, কিন্তু যে প্রেম নিজে নৃত্য করে, তাহা বোধহয় ভাববস্তু নহে, কারণ কৃষ্ণ এবং ভক্তের ন্যায় ভাব-বস্তুর নৃত্য সম্ভব হয় না। যে-প্রেম নৃত্য করে, তাহা একটী মূর্ত্তবস্তু হওয়াই সম্ভব, তাহাই যদি হয়, তবে এই মূর্ত্ত প্রেমটী কি ?

সম্ভবতঃ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধাই মূর্ত্ত-প্রেম। যেহেতু, প্রথমতঃ ভাব-প্রেমের চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই মহাভাবই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ, শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং চিত্তাদি সমস্তই প্রেমের দ্বারা গঠিত, তাই চরিতামৃত বলিয়াছেন শ্রীরাধার—"কৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়-কায়। ১।৪।৬১॥" আবার, "প্রেমের স্বরূপ—দেহ প্রেম বিভাবিত। ২।২।১২৪॥" "আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি রিত্যাদি" শ্লোকে ব্রহ্মসংহিতাও এ কথাই বলিতেছেন। শ্রীরাধাকে মূর্ত্ত প্রেম বলিয়া মনে করা যায়, আবার ভাবরূপ প্রেমের চরম পরিণতিও শ্রীরাধাতেই।

আবার ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণসেবার প্রধান উপকরণ প্রেম (ভাব), যাঁহার এই প্রেম আছে এবং এই প্রেমের সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই ভক্ত-শব্দবাচ্য। এইরূপে, শ্রীরাধাই হইলেন মূল-ভক্ততত্ত্ব, কারণ, তাঁহাতেই প্রেমের চরম পরিণতির আশ্রয়। তাঁহার কায়ব্যূহরূপা সখীগণও ঐ কারণে ভক্ত পদবাচ্যা। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর মাত্রেই ভক্ত পদবাচ্য, কারণ, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুকূল প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। এতদ্ব্যতীত, প্রাকৃত প্রপঞ্চে যাঁহারা যথাবস্থিত দেহে থাকিয়া ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধভক্তগণ আছেন।

কৃষ্ণেরে নাচায়—প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, প্রেমের প্রভাবে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নৃত্য করেন। রাসাদি-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য প্রসিদ্ধ। চিত্ত যখন আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখনই নৃত্য প্রকাশ পায়। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, নির্ব্বিকার, অধিকন্তু তিনি স্বয়ংই আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে, তাঁহার চিত্তেও আনন্দ-বিকার সঞ্চারিত করিতে পারে, এমন শক্তি কার আছে ? একমাত্র প্রেমেরই এই শক্তি আছে, প্রেমের প্রভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আনন্দাতিশয্যে নৃত্য করিতে থাকেন।

ভক্তেরে নাচায়—শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃতজগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের নৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। আবার "এবং ব্রতঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ।—ভা. ১১।২।৪০॥"—ইত্যাদি শ্লোকে প্রাকৃত-জগতের ভক্তদের প্রেমানন্দ-নৃত্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপনে নাচয়ে—প্রেম নিজেও নিজের প্রভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। রাসাদি-লীলায় মূর্ত্ত প্রেমরূপা শ্রীরাধার নৃত্যাদি সর্ব্বজনবিদিত।

তিনে নাচে একঠাঁয়—কৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেম, এই তিনেই একস্থানে নৃত্য করেন। এস্থলে "ভক্ত" বলিতে বোধহয় কেবল "কৃষ্ণপরিকর"ই বুঝায়, কারণ, প্রাকৃত-জগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে, শ্রীকৃষ্ণ ও মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত একই স্থানে নৃত্য সম্ভব নহে।

প্রেমের প্রভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, মূর্ত্ত-প্রেমরূপা শ্রীরাধা এবং ভক্তরূপা শ্রীরাধার সহচরীগণ সকলেই একসঙ্গে রাসাদিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। আবার, এই তিনেরই সম্মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু—কারণ, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করাতে তিনি শ্রীরাধা এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি ভক্তও। এই শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত ও প্রেমের মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যাদি চিরপ্রসিদ্ধ।

"নাচায়' শব্দের "অঙ্গভঙ্গ্যাত্মক নৃত্যে প্রবৃত্ত করায়' অর্থ ধরিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। "নাচায়' শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে।

নাচায়—পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেমের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, ইহা ভক্তকে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত তো করেই, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া যেন পুতুলের মত নাচাইতে পারে।

কৃষ্ণকে নাচায়—প্রেম শ্রীকৃষ্ণকেও পরিচালিত করে। সমুদ্রের তরঙ্গে একখণ্ড তৃণ পতিত হইলে তাহা যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া যায়, তরঙ্গ তাহাকে যেদিকে নিয়া যায়, সেই দিকে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত তৃণ-খণ্ডের যেমন অন্য কোনও দিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত কৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ, প্রেমের তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে যেদিকে লইয়া যাইবে, শ্রীকৃষ্ণকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও অন্য দিকে যাওয়ার আর তাঁহার তখন শক্তি থাকে না তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও তিনি প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারেন না। এমনি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই বিভু-বস্তু হইয়াও তাঁহাকে ব্রজেশ্বরীর হাতে বন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে—সর্ব্বারাধ্য হইয়াও তাঁহাকে ব্রজরাজের পাদুকা মস্তকে বহন করিতে হইয়াছে, সুবলাদি রাখালগণকে নিজের স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই পূর্ণকাম হইয়াও, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তাঁহাকে যজ্ঞপত্নীদের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে হইয়াছে, সুদামাবিপ্রের চিপিটকের জন্য এবং বিদুর পত্নীর কদলী বল্কলের জন্য লালায়িত হইতে হইয়াছে, দ্রৌপদীর স্থালী হইতে এক টুকরা মাত্র শাক ভক্ষণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে হইয়াছে—সর্ব্বসেব্য হইয়াও তাহাকে অর্জ্জুনের রথের সারথ্য করিতে হইয়াছে, সত্যস্বরূপ হইয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মাশিবাদি কত চেষ্টা করিয়াও যাঁহার চরণসেবা পায়েন না, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া অতি দীনভাবে আভীর বালিকার পদপ্রান্তে করযোড়ে নিপতিত হইতে হইয়াছে। সমস্ত লোক-পালগণ যাঁহার পাদপীঠে মস্তক স্পর্শ করাইতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই গোপ-বালিকার কোটালগিরি করিতে হইয়াছে, তাঁহার চরণযুগল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া দিতে হইয়াছে, যাঁহার কৃপাকটাক্ষের নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত লালায়িত, প্রেমের প্রভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেয়াশিনী নাপিতানি প্রভৃতি ছদ্মবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আভীর-পল্লীর অবলা-বিশেষের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এতসব করিয়াছেন, তাহা অনিচ্ছা বা বিরক্তির সহিত নহে, পরন্তু বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিতই এ-সমস্ত কাজ করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শিষ্যকে গুরু যে-ভাবে পরিচালিত করে, শ্রীরাধার প্রেমও শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অতি গৌরবের সহিত নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৮।" শ্রীরাধিকার প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন:—"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে সদা করয়ে বিহ্বল॥ ১।৪।১০৬-৭॥"

ভক্তেরে নাচায়—শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গও, স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়, আপনা ভুলিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যায়েন প্রেমের অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহাদেরও আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রেমের এই মহিয়সী শক্তিতে, ব্রজসুন্দরীগণ—বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদি তো ত্যাগ করিয়াছিলেনই, অধিকন্তু যাহার রক্ষার নিমিত্ত কুলবতী রমণীগণ অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে,—সেই আর্য্যপথ পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে যখন তাঁহাদের প্রেমসমুদ্রে বান ডাকিল—তখন ঐ বানের মুখে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিষয়ক সাজসজ্জার পারিপাট্য জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাসিয়া গেল। তাই তাঁহারা নয়নের কাজল দিলেন চরণে, আর চরণের আলতা দিলেন নয়নে, গলার হার পরিলেন কোমরে, আর কোমরের ঘুন্টি পরিলেন গলায়। এই ভাবেই প্রেম তাঁহাদিগকে নাচাইয়াছিলেন।

আর প্রাকৃত জগতের সাধক ও সিদ্ধভক্তগণ, প্রেমের অদ্ভুত শক্তিতে, তাঁহাদের পদমর্য্যাদাদি ভুলিয়া দেশকাল-পাত্র ভুলিয়া লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া—কখনও বা হাসেন, কখনও বা কাদেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন—ঠিক যেন উন্মত্ত।

আপনে নাচয়ে—মূর্ত্তপ্রেমরূপ শ্রীরাধাও প্রেমের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রেমের প্রভাবে, রাজনন্দিনী এবং কুলবধূ হইয়াও তিনি লোক-ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম স্বজন আর্য্যপথাদি সমস্তই অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন—ঘরকে বাহির করিয়াছেন, বাহিরকে ঘর করিয়াছেন। প্রেমের অঙ্গুলি-হেলনে, লজ্জাশীলা কুলবধূ হইয়াও শ্বাশুড়ী-ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখ দিয়া কখনও বা রাখালের বেশে দূর বনপ্রান্তে, আবার কখনও বা চিকিৎসকের বেশে ব্রজরাজের গৃহেই উপস্থিত হইতেন, কখনও বা প্রাণবল্লভের অঙ্কে বসিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতি বোধে বিরহ বেদনায় অধীর হইতেছেন, আবার কখনও বা তরুণ তমালকেই শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর অন্তরাল হইলেই অসহ্য বিরহ যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আবার কখনও বা যুক্তকরে পদানত কৃষ্ণকেও অভিমানভরে কুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে সমাগত ও তাঁহারই নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত জানিয়াও গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন না, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালেও কুঞ্জে অভিসার করিয়া শয্যাদি রচনা করিতেছেন। এইভাবেই প্রেম মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধাকে নাচাইয়াছেন।

অথবা—প্রেম শব্দে মূর্ত্ত-প্রেম না ধরিয়া যদি অমূর্ত্ত-প্রেম বা ভাব-বস্তু-বিশেষকে ধরা যায়, তাহা হইলেও অর্থ হইতে পারে। প্রেম নিজে নাচে। নৃত্যে উত্থান পতন আছে, গতিভঙ্গী আছে, সমুদ্রের তরঙ্গেরও উত্থান-পতন আছে, গতিভঙ্গী আছে, সুতরাং তরঙ্গকে সমুদ্রের নৃত্য বলা যায়। প্রেমের বৈচিত্রীতেও উত্থান-পতন আছে, গতি-ভঙ্গী আছে, হর্ষ বিষাদ মিলন বিরহ প্রভৃতিই প্রেম হিল্লোলের উত্থান-পতন, আর বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি, মৃদুত্ব ও প্রখরত্বাদি প্রেমের গতি-ভঙ্গী, সুতরাং এইরূপে কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি ভাব, সঞ্চারিভাব, প্রেম বৈচিত্ত্যাদি সমস্ত প্রেম-বৈচিত্রীই প্রেমের নর্ত্তন-সূচক। এই সমস্তের হেতুও প্রেমই, প্রেমব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং প্রেম নিজেও নাচে, অর্থাৎ নিজের প্রভাবেই সমস্ত বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে।

এই প্রেমের আর একটী অদ্ভুত নৃত্য এই যে, ইহা মূর্ত্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার দেহকে যেন গলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনুর উপরে সর্ব্বতোভাবে লেপন করিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার চিত্তটীকেও গলাইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে লেপন

প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেইজন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥ ১৮

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমা-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন॥ ১৯

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তার পাইবেক অন্ত?॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥ ২১

জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥ ২২

এইমত রাসের শ্লোক সকলি পঢ়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিয়া দিয়াছে, শ্রীরাধার ভাবগুলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবগুলিকেও লেপন করিয়া দিয়াছে। তাই রূপে, মনে এবং ভাবে শ্রীরাধা হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণ নূতন এক স্বরূপে গৌর-রূপে আবির্ভূত হইলেন। এই গৌর রূপ রাধাপ্রেমের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

তিনে নাচে একঠাঁয়—একই ব্রজধামে প্রেম পুতুলের ন্যায় (পূর্ব্বোক্তরূপে) কৃষ্ণকে নাচাইতেছে, ভক্তকে (পরিকরবর্গকে) নাচাইতেছে, মূর্ত্ত-প্রেম শ্রীরাধাকে নাচাইতেছে (অথবা, অমূর্ত্ত বা ভাবরূপ প্রেম নিজেই নিজের প্রভাবে নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতেছে)। অথবা, রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তিনিই কৃষ্ণ ও ভক্তের মিলিত বিগ্রহ, অথবা তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং মূল-ভক্ত-তত্ত্ব-শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ। তাঁহাতে শ্রীরাধার প্রেমও আছে, এই প্রেম নিজের প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণ ও মূল-ভক্ত-তত্ত্বের মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে পুতুলের ন্যায় নাচাইতেছে এবং নিজেও ঐ বিগ্রহেই (একঠাঁয়) নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতেছে (যেমন ব্রজে শ্রীরাধার দেহে করিত)।

১৮। যদি কেহ প্রেমের বিকার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার চেষ্টা—বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টার ন্যায়—বাতুলের চেষ্টা মাত্র। প্রেমের বিকার বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে।

১৯। তথাপি জীব প্রেম-বিকার বর্ণন করিতে চেষ্টা করে, তাহা প্রেম-বিকার বর্ণনের চেষ্টা নহে, কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের একটী কণিকা-স্পর্শ করিয়া আত্ম-শোধনের চেষ্টা মাত্র—যেমন, বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াও সমুদ্র-জলের কণিকামাত্র আহরণ করিতে পারে, সমুদ্রের সমস্ত জলকে আহরণ করিতে পারে না, সমস্ত জলের কথা তো দূরে, এক কণিকার অতিরিক্ত কিছুই আহরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ, যাঁহারা প্রেমের বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা প্রেমের সম্যক্ বর্ণনা দিতে পারেন না—সামান্য অংশের বর্ণনাও দিতে পারেন না, কেবল প্রেম-সমুদ্রের এক কণিকা মাত্র স্পর্শ করেন—এই এক কণিকারও বর্ণনা কিন্তু দিতে পারেন না।

২০। জীব ছার—তুচ্ছ জীব। **কাঁহা**—কিরূপে, কোথায়।

২১। যাহা করে আস্বাদন—যে-প্রেম আস্বাদন করেন। **স্বরূপাদিগণ**—স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই জানেন, অপর কেহ তাহা জানে না।

২৩। জলকেলির শ্লোক—শ্রীমদ্ভাগবতের যে-শ্লোকে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা আছে, তাহা; পশ্চাদুদ্ধৃত "তাভির্যুতঃ" ইত্যাদি শ্লোক। **পঢ়িতে লাগিলা**—প্রভু পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তথাহি (ভা. ১০।৩৩।২২)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অথ জলকেলিমাহ তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সংমর্দ্দিতা যা স্রক্, তস্যাঃ অত তাসাং কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তি যে অলয় স্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকং আবিশৎ। ভিন্নসেতু র্বিদারিততবপ্রঃ। স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ২। অন্বয়। গজীভিঃ (করিণীগণের সহিত) ইভরাট্ ইব (করিরাজের ন্যায়—ভিন্নসেতু বা বিদারিততট করিরাজ যেমন নদীতট বিদারণহেতু পরিশ্রান্ত হইয়া করিণীগণের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গদ্বারা সম্মর্দ্দিত পুষ্পমালার) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (এবং তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত পুষ্পমালার সম্বন্ধী—পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপতিদিগের ন্যায় গানপরায়ণ ভ্রমরকুল কর্ত্তৃক) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃত হইয়া) শ্রান্তঃ (পরিশ্রান্ত—জনগণ-মনোরম-গোপাল-লীলানুসরণে ক্লান্ত) ভিন্নসেতুঃ (এবং অতীত-লোকবেদমর্য্যাদ) সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) তাভিঃ (সেই গোপাঙ্গনাগণের সহিত) যুতঃ (যুক্ত হইয়া—তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া) শ্রমং (শ্রান্তি) অপোহিতুং (দূর করিবার উদ্দেশ্যে) বাঃ (জলে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ। বিদারিত-তট (নদীতটকে যে বিদারিত করিয়াছে এরূপ) করিরাজ যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশ্রান্তা করিণীগণের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ, গোপাঙ্গনাগণের অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা সম্মর্দ্দিত, সুতরাং তাঁহাদের কুচ-কুঙ্কুম রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট এবং গন্ধর্ব্ব পতি-সদৃশ গান-পরায়ণ ভ্রমরগণ-কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া—(জনমনোরম- গোপাল-লীলানুসরণে) পরিশ্রান্ত অতীত-লোক-বেদ-মর্য্যাদ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। ২

শারদীয় মহারাসে রাসনৃত্যাদিতে যে শ্রম জন্মিয়াছিল, জলকেলিদ্বারা সেই শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

হস্তিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া নদীতট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পরিশ্রান্ত হইলে নদীজলে বিহার করিয়া সেই শ্রান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে **গজীভিঃ**—করিণী বা হস্তিনীগণের সহিত, হস্তিনীগণে পরিবৃত হইয়া **ইভরাট্ ইব**—ইভ (হস্তী) গণের রাজার ন্যায়—করিরাজ যেমন নদীজলে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ **শ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত, জনগণ-মনোহর-রাসনৃত্যাদিরূপ গোপাললীলার অনুষ্ঠানে ক্লান্ত হইয়া **ভিন্নসেতুঃ**—(হস্তিপক্ষে, ভিন্ন-বিদারিত হইয়াছে সেতু বা তট যৎকর্ত্তৃক, যৎকর্ত্তৃক নদীতট বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই হস্তী, কৃষ্ণপক্ষে) অতীত-লোক-বেদমর্য্যাদ, যিনি লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদার অতীত, যিনি লোকধর্ম্মের ও বেদধর্ম্মের অতীত, (ভিন্ন বা অতিক্রান্ত হইয়াছে সেতু বা লোক বেদ-মর্য্যাদা যৎকর্ত্তৃক। লোকধর্ম্ম এবং বেদধর্ম্মই জীবের পক্ষে ইহকাল ও পরকালের সংযোজক সেতুতুল্য, লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্মের পালন-জনিত ধর্ম্মাদিই জীবের পরকাল নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে, পরকালে যথাযোগ্যস্থানে তাহাকে পাঠাইয়া দেয়, তাই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মকে ইহকালের সহিত পরকালের সংযোজক সেতু বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ জীব নহেন—তিনি নিত্য অনাদি বস্তু; সুতরাং ইহকাল বা পরকাল তাঁহার-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না—ইহ-পরকালের সংযোজক-সেতুরূপ লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্মের মর্য্যাদা-পালনের কথাও তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তিনি এ-সমস্তের অতীত, বেদধর্ম্মের ও লোকধর্ম্মের

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে-ভ্রমিতে।
এক টোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥ ২৪

চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অতীত) **সঃ**—সেই শ্রীকৃষ্ণ, রাসবিলাসী-শ্রীকৃষ্ণ **তাভিঃ**—সেই গোপাঙ্গনাদের দ্বারা **যুতঃ**—পরিবৃত হইয়া **বাঃ**—জলে, যমুনার জলে **আবিশৎ**—প্রবেশ করিলেন, জলে নামিলেন। কি জন্য? **শ্রমং অপোহিতুং**—শ্রম দূর করার নিমিত্ত, রাসনৃত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের যে পরিশ্রম হইয়াছিল, জলকেলি-আদি দ্বারা তাহা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। কি রকম ভাবে প্রবেশ করিলেন? **গন্ধর্ব্বপালিভিঃ**—গন্ধর্ব্বপ (গন্ধর্ব্বপতি শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বগণ) তুল্য অলি (ভ্রমরগণ) কর্ত্তৃক **অনুদ্রুতঃ**—অনুসৃত হইয়া। ব্রজতরুণীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার জলে অবতরণ করিতেছিলেন, ভ্রমরগণ তখন তাঁহাদের পাছে পাছে ধাবিত হইতেছিল। এই ধাবমান ভ্রমরগণের মৃদুমধুর গুন গুন শব্দ গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠদিগের গানের ন্যায় মধুর ও শ্রুতিসুখকর ছিল। কিন্তু ভ্রমরগণ কোথা হইতে সেস্থানে আসিয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের গলায় যে পুষ্পমালা ছিল, সেই পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমরগণ সেই স্থানে আসিয়াছিল। কিরূপ ছিল সেই পুষ্পমালা? **অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ**—(ব্রজতরুণীদিগের) অঙ্গের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের) সঙ্গদ্বারা ঘৃষ্ট (সম্মর্দ্দিত) যে স্রক (পুষ্পমালা) তাহার, রাসনৃত্যাদিতে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় আলিঙ্গনাদিকালে কৃষ্ণবক্ষঃস্থ পুষ্পমালা বিশেষরূপে সম্মর্দ্দিত হইয়াছিল, এইরূপে সম্মর্দ্দিত মালার গন্ধে ভ্রমরগণ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মালা আর কিরূপ ছিল? **কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ**—ব্রজতরুণীদিগের কুচস্থিত কুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত, তরুণীদিগের কুচযুগলে যে কুঙ্কুম-প্রলেপ ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থ পুষ্পমালায় সংলগ্ন হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সেই পুষ্পমালা রঞ্জিত হইয়াছিল। এইরূপে রঞ্জিত ও সম্মর্দ্দিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমর-সমূহ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

২৪। **এইমত**—রাসলীলার শ্লোক ও গীত পড়িতে পড়িতে ও শুনিতে শুনিতে এবং ভাবাবেশে কখনও বা গান ও নৃত্য করিতে করিতে।

প্রভু যখন প্রেমাবেশে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন উদ্যানকেই তিনি বৃন্দাবন মনে করিয়াছিলেন। ইহা দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ।

এক টোটা হইতে—এক বাগান হইতে; যে উদ্যানে তখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই উদ্যান হইতে। কোন কোন গ্রন্থে "আই টোটা" পাঠান্তর আছে। একটী উদ্যানের নাম আই টোটা। 'আই' বলিতে "যুঁই" ফুলকে বুঝায়, "টোটা" অর্থ উদ্যান। আই টোটা—যুঁই ফুলের বাগান।

সমুদ্র দেখে আচম্বিতে—প্রভু হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। উদ্যানটী সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল, প্রেমাবেশে প্রভু এতক্ষণ সমুদ্রকে লক্ষ্য করেন নাই। সমুদ্র দেখিয়াই প্রভুর যমুনা-জ্ঞান হইল।

২৫। **চন্দ্রকান্ত্যে**—চন্দ্রের কান্তিতে, জ্যোৎস্নায়।

সমুদ্রের তরঙ্গের উপরে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পতিত হওয়ায় উচ্ছলিত তরঙ্গসমূহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন যমুনার জল চন্দ্রকিরণে ঝলমল করিতেছে।

সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গ দেখিয়াই প্রভু মনে করিলেন—এই যমুনা (উদ্ঘূর্ণা)। অমনি রাধাভাবের আবেশে দৌড়িয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

অলক্ষিতে—অন্যের অলক্ষিতে, প্রভু কোন্ সময় অকস্মাৎ জলে ঝাঁপ দিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইলেন না, তরঙ্গের শব্দে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দও ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই তাহাও কেহ শুনিতে পাইল না। সুতরাং প্রভু যে সমুদ্রে পড়িয়াছেন, ইহা কেহ জানিতেও পারিল না, এরূপ সন্দেহও কেহ করিতে পারিল না।

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৬
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৭
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ককাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥ ২৮
কোণার্কের দিগে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ ২৯
'যমুনাতে জলকেলি গোপীগণসঙ্গে।
কৃষ্ণ করে'—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩০
ইহাঁ স্বরূপাদি গণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাহাঁ গেলা প্রভু ?' কহে চমকিত হঞা ॥ ৩১
মনোবেগে গেলা প্রভু, লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা—॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সিন্ধু-জলে—সমুদ্রের জলে।

২৭। **পড়িতে হৈল মূর্চ্ছা**—সমুদ্রে পড়া মাত্রই প্রভু ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইলেন।

কিছুই না জানে—মূর্চ্ছিত হওয়ায় তিনি কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা প্রভু জানিতে পারিলেন না, এদিকে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কখনও বা তিনি ডুবিতেছেন, কখনও বা ভাসিয়া উঠিতেছেন।

পরবর্ত্তী "কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন (৩।১৮।৭৭)" ইত্যাদি প্রভুর প্রলাপোক্তি হইতে মনে হয়, প্রভু যখন সমুদ্রকেই যমুনা মনে করিলেন, তখনই প্রভু মনে করিলেন, এই যমুনার তীরেই বৃন্দাবন, সুতরাং বৃন্দাবন অতি নিকটেই, দৌড়াইয়া সেখানে গেলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। ইহা ভাবিয়াই প্রভু রাধাভাবের আবেশে দৌড়াইয়া চলিলেন, ক্ষণ-মধ্যেই নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন, প্রভুর কিন্তু বাহ্যানুসন্ধান নাই, তিনি যে সমুদ্রে পড়িয়াছেন, ইহা তিনি জানেন না, ভাবের আবেশে তিনি মনে করিয়াছেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই গিয়াছেন। ইহাও উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

২৮। **তরঙ্গে বহিয়া**—তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **যেন শুষ্ক কাষ্ঠ**—শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন তরঙ্গের মুখে ভাসিয়া যায়, প্রভুও তেমনি ভাসিয়া চলিলেন, তিনি সাঁতারও দিলেন না, তীরে উঠিবার জন্যও কোন চেষ্টা করিলেন না। তাঁর তখন বাহ্যজ্ঞানই ছিল না। **চৈতন্যের নাট**—চৈতন্যের লীলা।

সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও প্রভু কেন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অসাড় অবস্থায় ভাসিয়া যাইতেছেন, তাহা কে বলিবে? ইহাও মাদনাখ্য-মহাভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব। প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গেই যেন প্রভু ভাসিয়া যাইতেছেন।

২৯। **কোণার্ক**—পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থান-বিশেষ, ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

৩০। প্রভুকে যে-তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, প্রভুর সে জ্ঞান নাই, তিনি নিজের ভাবেই তন্ময় হইয়া আছেন। তিনি মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনায় জলকেলি করিতেছেন, আর তিনি তীরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন—এই দর্শনানন্দেই প্রভু বিভোর। পরবর্ত্তী প্রলাপ-বাক্য হইতে প্রভুর মনের এই ভাব জানা গিয়াছে।

৩১। **ইহাঁ**—এই স্থানে, এই দিকে; প্রভু যে-উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই-উদ্যানে।

স্বরূপাদিগণ—স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর পার্ষদগণ, যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। **কাহাঁ গেলা প্রভু**—প্রভু কোথায় গেলেন। **চমকিত হঞা**—হঠাৎ প্রভুকে না দেখিয়া এবং কোনও দিকে প্রভুকে যাইতে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

৩২। **মনোবেগে**—মনের গতির ন্যায় অতি দ্রুতবেগে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে মনের কোনও সময় লাগে না—ইচ্ছামাত্রেই শত সহস্র যোজন দূরস্থিত স্থানেও মন উপস্থিত হইতে পারে। মন যেমন দ্রুতগতিতে

জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা ? ।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ? ॥ ৩৩
গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে ?
চটক-পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে ? ॥ ৩৪
এত বলি সভে বুলে প্রভুরে চাহিয়া ।
সমুদ্রের তীরে আইলা কথোজন লঞা ॥ ৩৫
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল ।
'অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু' নিশ্চয় করিল ॥ ৩৬
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনু মনে নাহি আন ॥ ৩৭

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে (৪)—
অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যায়, প্রভুও তেমান দ্রুতগতিতে উদ্যান হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাই কেহই তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই।

লখিতে নারিলা—স্বরূপদামোদরাদি তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, লক্ষ্য করার অবকাশ পান নাই। কাহারও মন হঠাৎ একস্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গেলে যেমন সঙ্গীয় লোকগণ তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না—তদ্রূপ। **সংশয় করিতে লাগিলা**—সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন প্রভু কোথায় গেলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ (বা অনুমান) করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী তুই পয়ারে তাহাদের সন্দেহ বা অনুমান বিবৃত হইয়াছে।

৩৩। প্রভুকে না দেখিয়া স্বরূপদামোদরাদি এইরূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। প্রভু কি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত মন্দিরে গেলেন ? না কি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অন্য কানও উদ্যানে গিয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন ?

৩৪। প্রভু কি গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলেন ? না কি নরেন্দ্র সরোবরে গেলেন ? তিনি কি চটক পর্ব্বতের দিকেই গেলেন ? না কি কোণার্কের দিকেই গেলেন ? হঠাৎ কোথায় গেলেন প্রভু ?

৩৫। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **চাহিয়া**—অন্বেষণ করিয়া। **কথোজন লঞা**—কয়েক জনকে লইয়া কয়েক জন অন্য দিকে গেলেন। "কোথাও না পায়।" এইরূপ পাঠান্তরও আছে, অনেক জায়গা ঘুরিয়া কোথাও প্রভুকে না পাইয়া শেষকালে কয়েক জন সমুদ্রের তীরে তীরে প্রভুকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

৩৬। অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল, তথাপি প্রভুকে পাওয়া গেল না, তাই সকলে অনুমান করিলেন যে, "এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রভু আর দূরে কোথায় যাইবেন ? থাকিলে এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যাইত—প্রভু আর নাই প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন—লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।'

৩৭। **অনিষ্ট**—অমঙ্গল।

অনিষ্ট আশঙ্কা ইত্যাদি—বন্ধু হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, বন্ধুর অমঙ্গলের আশঙ্কাই সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগে, বন্ধুর মঙ্গলের চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকে বলিয়া, তাহার পাশে পাশে—"এই বুঝি অমঙ্গল হইল এই বুঝি অমঙ্গল হইল"—এইরূপ একটী আশঙ্কাও সর্ব্বদা থাকে। তাই, প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ কোথায়ও প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন—প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে। ৩

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ৩৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

আকর-গ্রন্থে "সিণেহো পাবসঙ্কী" এবং "সিণেহো পাবমাসঙ্কদি" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাকৃতভাষা, সংস্কৃতে এইরূপ হইবে :—"স্নেহঃ পাপশঙ্কী" এবং "স্নেহঃ পাপম্ আশঙ্কতে" ,—স্নেহ (প্রীতি) পাপ (অমঙ্গল) আশঙ্কা করিয়া থাকে, বন্ধুহৃদয়ের যে প্রীতি, তাহা সর্ব্বদাই যেন বন্ধুর অমঙ্গল হইবে বলিয়াই আশঙ্কা (ভয়) করে।

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্ব্বত দিকে কথোজন গেলা॥ ৩৮
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধু তীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ॥ ৩৯
বিষাদে বিহ্বল সভে—নাহিক চেতন।
প্রভু-প্রেমে করি বুলে প্রভুর অন্বেষণ॥ ৪০
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায়, বোলে 'হরি হরি'॥ ৪১
জালিযার চেষ্টা দেখি সভার চমৎকার।
স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার—॥ ৪২
কহ জালিক এইদিগে দেখিলে একজন ?।
তোমার এদশা কেনে, কহত কারণ ?॥ ৪৩
জালিয়া কহে—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃতক মোর জালে আইল॥ ৪৪
'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥ ৪৫
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

৩৮। **যুকতি**—যুক্তি, পরামর্শ।

চিরাইয়া পর্ব্বত—সমুদ্র নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতের নাম। কোনও কোনও গ্রন্থে "চটক পর্ব্বত" পাঠ আছে।

৩৯। **পূর্ব্বদিশায়**—পূর্ব্বদিকে।

স্বরূপ—স্বরূপ-দামোদর।

সিন্ধু-তীরে-নীরে—সিন্ধুর তীরে ও নীরে (জলে), সমুদ্রের তীরে এবং সমুদ্রের জলেও প্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়, জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রভুকে দেখা যায় কিনা, জ্যোৎস্নারাত্রি ছিল, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৪০। প্রভুর বিরহে তাঁহারা বিষাদে অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের যেন আর চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি, কেবল প্রভুর প্রতি তাঁহাদের অগাধ প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা প্রভুকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

৪১। **জালিয়া**—যাহারা জাল ফেলিয়া বিক্রয়ের জন্য মাছ ধরে।

হাসে কান্দে ইত্যাদি—জালিয়া আপনা আপনিই উন্মত্তের ন্যায় কখনও বা হাসিতেছে, কখনও বা কাঁদিতেছে, কখনও বা নাচিতেছে, আবার কখনও বা গান গাহিতেছে, সর্ব্বদাই "হরি হরি" শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। এ-সমস্তই প্রেমের বিকার।

৪২। **চেষ্টা**—আচরণ, হাসি-কান্নাদি।

সভার চমৎকার—সকলেই বিস্মিত হইলেন, জালিয়ার ন্যায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই সমস্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।

৪৩। জালিয়ার প্রেম-বিকার দেখিয়াই বোধ হয়, স্বরূপ দামোদর অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই জালিয়া নিশ্চয়ই প্রভুর দর্শন পাইয়াছে, নতুবা ইহার মধ্যে এরূপ প্রেমের বিকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাই তিনি জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আসিবার পথে কোনও লোককে কি তুমি দেখিয়াছ ? তোমার এইরূপ অবস্থা কেন ?"

৪৪। **মনুষ্য না দেখিল**—আমি কোনও লোককে পথে দেখি নাই। **মৃতক**—মৃত দেহ।

৪৬। জালিয়া বলিল—"আমার এ অবস্থা কেন, তা বলি ঠাকুর, শুনুন। আমি জাল বাহিতেছিলাম ; খুব বড় একটা কি যেন আসিয়া জালে পড়িল ; মনে করিলাম, খুব বড় একটা মাছ, তাই আহ্লাদের সহিত যত্ন করিয়া জাল

ভয়ে কম্প হৈল মোর—নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী, রোম উঠিল সকল ॥ ৪৭
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ ৪৮
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
একেক হাথ পাদ তার তিন তিন হাথ ॥ ৪৯
অস্থিসন্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥ ৫০
মড়া-রূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন।
কভু 'গোঁ গোঁ' করে, কভু রহে অচেতন ॥ ৫১
সাক্ষাৎ দেখিছোঁ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর কৈছে 'জীবে' স্ত্রী-পুত ॥ ৫২
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৩
একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূতপ্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ-স্মরণে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা

তুলিলাম, ও হরি! দেখি যে ওটা মাছ নয়, মস্ত একটা মরা দেহ। দেখিয়াই আমার ভয় হইল—পাছে মরার ভূত আমাকে পাইয়া বসে। জাল হইতে মরাটাকে খসাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় মরাটাকে আমি কিরূপে জানি ছুঁইয়া ফেলিলাম, যেই ছোঁয়া, অমনি মরার ভূত আমাকে পাইয়া বসিল—যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গেল।"

৪৭। ভূত হৃদয়ে প্রবেশ করার ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল, আর স্পষ্ট করিয়া কোনও কথা উচ্চারণ করিতে পারি না, আর শরীরের রোমগুলি সব খাড়া হইয়া গেল।

(জালিয়ার দেহে প্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার উদিত হইয়াছে, কম্প, অশ্রু, গদ্গদবাক্য এবং রোমাঞ্চ।)

৪৮। ঠাকুর! ঐ কি রকম ভূত! ব্রহ্মদৈত্যই হবে, না কি আরও কোনও ভয়ানক ভূতই হবে। এমন আশ্চর্য্য ভূতের কথা তো আর শুনি নাই—এ যে দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বসে?

৪৯। জালিয়া মৃতদেহের বর্ণনা দিতে লাগিল:—"ঠাকুর! ঐ মরাটা কি অদ্ভুত! শরীরটা তার খুব লম্বা, পাঁচ সাত হাত হইবে, আর এক এক হাত, কি এক এক পা—তিন তিন হাত লম্বা হইবে।'

৫০। আর তার, হাতপায়ের অস্থির জোড়াগুলি সব আলগা হইয়া গিয়াছে, চামের সঙ্গে নড়িয়া চড়িয়া কেবল ঝুলিতেছে (নড়বড়ে)। ঠাকুর! তাহাকে দেখিলে দেহে যেন আর প্রাণ থাকে না।

ধড়ে—দেহে।

৫১। আরও অদ্ভুত কথা শুনুন ঠাকুর। ঐ মরাটা চোখ উপরের দিকে তুলিয়া (উত্তান-নয়ন) রহিয়াছে, আবার সময় সময় "গোঁ গোঁ" শব্দও করে, সময় সময় অচেতন হইয়াও থাকে।

উত্তান-নয়ন—ঊর্দ্ধ নেত্র।

৫২। ঠাকুর! সাক্ষাতে আমাকে দেখিয়াই তো বুঝিতে পারিতেছেন (অথবা, আমি প্রত্যক্ষই দেখিতেছি) আমাকে ঐ ভূতে পাইয়াছে। হায় হায় ঠাকুর! আমি তো বুঝি আর বাঁচিব না। ঠাকুর! আমি যদি মরি, তাহা হইলে আমার স্ত্রী-পুত্র কিরূপে বাঁচিবে? কে তাহাদের লালন পালন করিবে ঠাকুর? **দেখিছোঁ**—দেখিতেছি; অথবা দেখিতেছেন। **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ।

৫৩। **ওঝা**—ভূতের চিকিৎসক। **যাইছোঁ**—যাইতেছি।

৫৪। জালিয়া বলিল—"আমি সর্ব্বদাই রাত্রিকালে একাকী নির্জ্জন স্থানে মাছ ধরিয়া বেড়াই, ভূতপ্রেতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমি নৃসিংহের নাম স্মরণ করি, এই নৃসিংহের নামের প্রভাবে কোনও দিনই ভূত-প্রেত আমার কাছে আসে নাই।

এই ভূত 'নৃসিংহ'-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে ॥ ৫৫
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সভারে ॥ ৫৬
এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী—॥ ৫৭
'আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।'
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে ॥ ৫৮
তিন চাপড় মারি কহে -'ভূত পলাইল'।
'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল ॥ ৫৯
একে প্রেম, আরে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল, সেই কিছু হৈল ধীর ॥ ৬০
স্বরূপ কহে—যারে তুমি কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৬১
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাঞাছ আপনার জালে ॥ ৬২
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
ভূতপ্রেতজ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ ৬৩
এবে ভয় গেল তোমার—মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠাঞাছ—দেখাহ আমারে ॥ ৬৪
জালিয়া কহে, প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছোঁ বারবার।
তেঁহো নহে, এই অতি বিকৃত-আকার ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৫। কি আশ্চর্য্য, নৃসিংহ-নাম শুনিলে অন্য ভূত সব পলাইয়া যায়, কিন্তু এই অদ্ভুত ভূত যেন দ্বিগুণ বলে চাপিয়া ধরে। এই ভূতের আকৃতি দেখিলেও ভয় হয়, চাপিয়া ধরিলে আর বাঁচি কিরূপে?

৫৭। **সব তত্ত্ব জানি**—সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া। জালিয়ার বর্ণনা হইতে স্বরূপদামোদর বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভুই তাহার জালে উঠিয়াছেন।

৫৮। স্বরূপদামোদর বুঝিলেন, জালিয়াকে ভূতে পায় নাই, প্রভুর স্পর্শে তাহার প্রেমোদয় হইয়াছে, তাতেই জালিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে, পরে প্রভুর দেহ দেখিয়া সে চিনিতে পারে নাই, তাই মরাদেহ জ্ঞানে তাহার ভয় হইয়াছে। তাহাকে স্থির করিতে না পারিলে প্রভু এখন কোথায় আছেন, জানা যাইবে না। তাই জালিয়ার ভয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক কৌশল করিলেন, বলিলেন—"তুমি তো ওঝার নিকটে যাইতেছ? থাক, আর যাইতে হইবে না, আমিও একজন বড় ওঝা, আমি ভূত ছাড়াইতে জানি। এই তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিতেছি, দাঁড়াও।" ইহা বলিয়াই, মুখে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্রের মতন কিছু একটা বলিয়া জালিয়ার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, তারপর তিনটী চাপড় মারিয়া বলিলেন—"এবার ভূত পলাইয়া গিয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি স্থির হও।" তাঁহার কথায় বিশ্বাস হওয়ায় জালিয়াও স্থির হইল।

মন্ত্র পড়ি—স্বরূপ অবশ্য ভূত-ঝাড়ার মন্ত্র পড়েন নাই, জালিয়ার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত মন্ত্র পড়ার মত আচরণ করিলেন।

৫৯। **তিন চাপড়**—ভূত ঝাড়ার সময় ওঝারা চাপড় মারে, তাই জালিয়ার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনিও চাপড় মারিলেন।

৬০। প্রেমেও লোক অস্থির হয়, ভয়েও অস্থির হয়, জালিকের দুই রকম অস্থিরতাই ছিল। এখন স্বরূপ-দামোদরের কৌশলে ভয়টুকু গেল, সুতরাং ভয়জনিত অস্থিরতাও গেল। তাই সে কিছু স্থির হইল, অবশ্য সম্পূর্ণরূপে স্থির হয় নাই, এখনও প্রেমের অস্থিরতা ছিল।

৬১। স্বরূপদামোদর জালিয়াকে বলিলেন যে, সে যাহা দেখিয়াছে, তাহা প্রভুরই দেহ, প্রভুর স্পর্শেই তাহার প্রেমোদয় হইয়াছে, তাহাকে ভূতে পায় নাই। কিন্তু এ কথায় জালিয়ার বিশ্বাস হইল না, জালিয়া বলিল—"না ঠাকুর, এ প্রভুর দেহ নহে, প্রভুকে আমি কতবার দেখিয়াছি, আমি তাঁহাকে চিনি, আমি যে-দেহ পাইয়াছি, ইহার আকার অতি বিকৃত—প্রভুর আকার এরূপ নহে।"

স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে—হয় অতি দীর্ঘাকার॥ ৬৬
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সভা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল॥ ৬৭
ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায।
জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায॥ ৬৮
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম্ম নটকায।
দূর পথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায॥ ৬৯
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥ ৭০
সভে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥ ৭১
কথোক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিলা।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিলা॥ ৭২
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।
অর্দ্ধবাহ্যে ইতি-উতি করে দরশনে॥ ৭৩
তিন দশায মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল—।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৬৬। স্বরূপ বলিলেন—"হাঁ, ইহাই প্রভুর দেহ। মাঝে মাঝে প্রভুর দেহে প্রেম-বিকার দেখা দেয়, তখন সমস্ত অস্থির জোড়া আলগা হইয়া যায়, আকার অত্যন্ত লম্বা হইয়া যায়। এই অবস্থাতেই প্রভুকে তুমি পাইয়াছ।"

৬৮। কায়—শরীর। **শ্বেততনু** শুভ্রদেহ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে থাকাতে প্রভুর দেহ সাদা হইয়া গিয়াছে।

৬৯। প্রভুর শরীর অত্যন্ত লম্বা হইয়া গিয়াছে, তাতে আবার একেবারেই শিথিল, অস্থি-গ্রন্থি শিথিল হওয়ায় হাতপাগুলি চামের সঙ্গে ঝুলিতেছে, এমতাবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাসায় আনাও অসম্ভব, বাসস্থানও ঐ স্থান হইতে অনেক দূরে।

৭০। **আর্দ্র কৌপীন**—ভিজা কৌপীন।

বালুকা ঝাড়িয়া প্রভুর দেহের বালুকা ঝাড়িয়া।

৭১। প্রভুকে বহির্ব্বাসে শোয়াইয়া, তাঁহাকে বাহ্যদশা পাওয়াইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া উচ্চস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আর প্রভুর কানের কাছে মুখ নিয়াও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

৭৩। **উঠিতেই** ইত্যাদি—উঠামাত্রই প্রভুর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

অর্দ্ধবাহ্য—পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৭৪। অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা এবং অর্দ্ধবাহ্যদশা, এই তিন দশার কোনও না কোনও এক দশাতেই প্রভু সর্ব্বদা থাকেন, কখনও বা অন্তর্দ্দশায়, কখনও বা বাহ্যদশায়, আবার কখনও বা অর্দ্ধবাহ্যদশায়।

অন্তর্দ্দশা—অন্তর্দ্দশায় একেবারেই বহিঃস্মৃতি থাকে না, বাহিরের বিষয়ের, কি নিজের দেহের কোনও অনুসন্ধান বা স্মৃতিই থাকে না। এই দশায় প্রভু রাধাভাবে নিজেকে শ্রীরাধা (কখনও বা উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃ অন্য কোনও গোপী) মনে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন বলিয়া মনে করেন।

বাহ্যদশায়—সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান থাকে, নিজের দেহের কি বাসস্থানাদির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে।

অর্দ্ধবাহ্যদশা—পরবর্ত্তী পয়ারে অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইহাতে অন্তর্দ্দশাও কিছু থাকে, বাহ্যদশাও কিছু থাকে, ইহা আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থার ন্যায়। কোনও বিষয়ে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যদি কেহ আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগ্রত অবস্থায় আসে, তখনও তাহার স্বপ্নের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে না, তখনও সে মনে করে, স্বপ্নই দেখিতেছে, আবার বাহির হইতে জাগ্রত কেহ তাহাকে ডাকিলেও সেই ডাক শুনিতে পায়, কিন্তু অপর কেহ যে তাহাকে ডাকিতেছে, ইহা বুঝিতে পারে না; মনে করে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের কেহই তাহাকে ডাকিতেছে;

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ ৭৫
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে ॥ ৭৬
'কালিন্দী' দেখিয়া আমি গেলাঙ্ বৃন্দাবন।
দেখি—জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭৭
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥ ৭৮
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥ ৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইভাবে সময় সময় তাঁহাকে বাহিরের লোকের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেও দেখা যায়, কিন্তু সে মনে করে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেই উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছে। অর্দ্ধবাহ্যদশাও এইরূপ। সামান্য একটু বাহ্যজ্ঞান হয়, তাতে বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পায়, কিন্তু মনে হয়, যেন ঐ কথা অন্তর্দ্দশায় দৃষ্ট ব্যক্তিদের কেহই বলিতেছেন, তাই ঐ সময়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর অন্তর্দ্দশায় দৃষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। অর্দ্ধবাহ্যদশায়, অন্তর্দ্দশার ভাগই বেশী, বাহ্যদশার ভাগ অতি সামান্য—কেবল বাহিরের শব্দ কানে প্রবেশ করা এবং সেই শব্দানুযায়ী কথা বলা—ইত্যাদি বাহ্যদশার পরিচায়ক কাজ। কোনও কোনও সময় বাহিরের লোককে দেখেও, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারে না, একজন লোকের অস্তিত্ব মাত্র বুঝিতে পারে, এবং তাহাকে অন্তর্দ্দশায় পরিচিত কোনও লোক বলিয়াই মনে করে।

৭৫। এই পয়ারে অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘোর—নিবিড়তা।

৭৬। অর্দ্ধবাহ্যদশায় মনের ভাবগুলি বাহিরের কথায় অনেক সময় ব্যক্ত হইয়া যায়, তখন ঐ কথাগুলিকে প্রলাপ বলে।

আকাশে কহেন—কাহারও প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যেন আকাশের নিকটেই প্রভু বলিতে লাগিলেন।

৭৭-৭৮। **কালিন্দী**—যমুনা।

প্রভু যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এইক্ষণে ভাবাবেশে বলিতেছেন—"যমুনা দেখিয়া আমি বৃন্দাবনে গেলাম, গিয়া দেখি যে, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে লইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন যমুনার জলে মহারঙ্গে জলকেলি করিতেছেন।"

৭৯। **তীরে রহি**—যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া।

সখীগণ সঙ্গে—যে-সমস্ত সখী জলকেলিতে যোগ দেওয়ার নিমিত্ত যমুনায় নামেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে। ইঁহারা সকলেই বোধ হয় সেবাপরা মঞ্জরী। ললিতাদি কৃষ্ণকান্তা-সখীগণ সকলেই জলকেলির নিমিত্ত যমুনায় নামিয়াছেন, ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সেবাপরা মঞ্জরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ্যা নহেন, মঞ্জরীগণ তাহা ইচ্ছাও করেন না, এবং তদ্রূপ আশঙ্কার কারণ থাকিলে তাঁহারা তখন একাকিনী শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যায়েন না। সখী-শব্দে মঞ্জরীকেও বুঝায়। "শ্রীরূপ-মঞ্জরী-সখী"—ঠাকুর মশায়ের উক্তি।

এক সখী ইত্যাদি—তীরস্থিতা মঞ্জরীগণের মধ্যে একজন অপর সকলকে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গ দেখাইতেছেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে জলকেলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এই পয়ারে দেখা যাইতেছে, ভাবাবিষ্ট প্রভু তীরে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি দেখিতেছেন; আর পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহ হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় জলকেলি করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝা যায় যে, এই সময়ে প্রভু রাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন নাই, পরন্তু মঞ্জরীর ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছেন, তাই মঞ্জরীদের সঙ্গে তীরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। রাধাভাবই প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী ভাব, এস্থলে উদ্ঘূর্ণাবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিজেকে মঞ্জরীজ্ঞান করিতেছেন। ৩।১৪।১০২ এবং ৩।১৪।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাসলীলা-রহস্য। এই পরিচ্ছেদেরই ৩-৭ পয়ার হইতে জানা যায়, শারদ জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল রাত্রি দেখিয়া প্রভুর রাসলীলার আবেশ হইয়াছিল এবং "রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে-শুনিতে" পার্ষদবৃন্দের সহিত তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। "এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা। শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৩।১৮।২৩ ॥" জলকেলির যে "তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুম্" ইত্যাদি (শ্রী ভা ১০।৩৩।২২) শ্লোকটী প্রভু পড়িলেন, তাহাও রাসলীলার অন্তর্ভুক্ত একটী শ্লোক। রাসনৃত্য জনিত শ্রান্তি দূর করার জন্য ব্রজ-ললনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে বিহার করিয়াছিলেন এবং জলকেলির পরেও আবার যমুনার তীরবর্ত্তী উপবনে গোপীদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন সুতরাং এই জলকেলিও রাসলীলার অঙ্গীভূত। এই জলকেলির ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় প্রভু প্রলাপে যে জলকেলির বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অঙ্গীভূত জলকেলিই।

যাহা হউক, নিম্নের ত্রিপদীসমূহে বর্ণিত জলকেলি এবং রাসকেলিও সাধারণ লোকের নিকটে প্রাকৃত কামক্রীড়া বা তত্তুল্য কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকার বহু স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে—ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির সহিত কয়েকটী বাহিরের লক্ষণে কামক্রীড়ার কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা কামক্রীড়া নহে, পরন্তু ইহা তাঁহাদের কামগন্ধহীন সুনির্ম্মল প্রেমেরই অপূর্ব্ব বৈচিত্রীময় অভিব্যক্তি বিশেষ। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে ভুক্তিবাসনার বীজ বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব না হইবে—ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে এবং শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভের চেষ্টা আমরা করিতে পারি। রাসাদি-লীলার বর্ণনা, পাঠ বা শ্রবণ করার পূর্ব্বে তদ্রূপ একটা ধারণা লাভের চেষ্টা করাও সঙ্গত। নচেৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়ারই আশঙ্কা। তাই, মহাপ্রভুর প্রলাপোক্ত জলকেলির বর্ণনাত্মক পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহের আলোচনার পূর্ব্বে রাসলীলার রহস্য সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলাকথার বক্তা কে, শ্রোতা কে এবং এই লীলাকথা কে, বা কাহারা আস্বাদন করিয়াছেন। তারপর, বিবেচনা করা যাইবে—ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের বিকাশ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়া কে ইহার স্তব-স্তুতি করিয়াছেন। ইঁহাদের স্বরূপ বা মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে—কামক্রীড়া-কথার প্রসঙ্গে ইঁহাদের কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে, রাসলীলা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে **রাসলীলাদির বক্তা** হইতেছেন শ্রীশুকদেব—ব্যাসতনয় শুকদেব। বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতে করিতে ভগবচ্চরণ সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া ব্যাসদেব আনন্দসাগরে নিমগ্ন, এই অবস্থায় কোনও প্রেমপ্লুতচিত্ত ভক্তের মুখে লীলাকথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বাসনা জন্মিল এবং তদনুসারে তদ্রূপ একটী পুত্রলাভ করার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছাই শুকদেবের জন্মের মূল। আবার ইহাও শুনা যায়—যজ্ঞকাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতেই শুকদেবের উদ্ভব, ইহাতেও বুঝা যায়—ইন্দ্রিয় সুখার্থ যৌনসম্বন্ধ হইতে শুকদেবের উদ্ভব হয় নাই। যাহা হউক, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা হইতে যাঁহার জন্ম নহে, যাঁহার পিতাও লীলাকথার বক্তা পরমতপস্বী শ্রীব্যাসদেব, তাঁহার চিত্তে কামকথা বর্ণনার প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নহে, স্বাভাবিকও নহে। অন্যত্র কথিত আছে—শুকদেব দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছিলেন, মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হইলে মায়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে—এই আশঙ্কাতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন নাই। পরে, তাঁহাকে স্বীয় একান্ত ভক্ত জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে অভয় দিলেন যে, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তখনই তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাৎপর্য্য এই যে গর্ভাবস্থা হইতেই শ্রীশুকদেব মায়ামুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় গৃহত্যাগ করিলেন—তিনি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ নহেন, যে উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার কখনও বাহ্যানুসন্ধান ছিল না, স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানও ছিল না; তাই জলকেলিরতা গন্ধর্ব্ব বধূগণও উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়াও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। ঈদৃশ শুকদেব হইলেন রাসলীলাদির বক্তা।

আর **মুখ্য শ্রোতা** ছিলেন—মহারাজ পরীক্ষিত—ব্রহ্মশাপে সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক দংশনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া পারলৌকিক মঙ্গলের অভিপ্রায়ে হরিকথা শ্রবণের বলবতী লালসার সহিত যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিত ছিলেন,—ব্যাস পরাশরাদি শতসহস্র দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি আদি যাঁহাকে হরিকথা শুনাইবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন রাসলীলা কথার শ্রোতা। এই অবস্থায় পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার আগ্রহ হওয়া সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও নহে। আর লীলাকথা শ্রবণের নিমিত্ত ব্যাসদেবের প্রমুখ্য ঋষিবৃন্দের বলবতী উৎকণ্ঠা হইতে যাঁহার জন্ম, যিনি গর্ভাবস্থা হইতেই মায়ামুক্ত যাঁহার দর্শনে পরীক্ষিতের সভায় উপস্থিত ব্যাস পরাশরাদি সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি আদিও যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই পরমহংসপ্রবর শুকদেব গোস্বামী ছিলেন, এই রাসলীলা কথার বক্তা তাঁহার পক্ষেও পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার বর্ণনা সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও মনে করা যায় না।

তাহার পর শারদীয়ার্চা নামক উল্লিখিত **প্রলাপাদির আস্বাদকের কথা।** বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ হইলেও এবং তাঁহার পরিকরবর্গ তাঁহার নিত্যপার্ষদ হইলেও—সুতরাং তাঁহাদের কেহই সাধারণ জীব না হইলেও—জীব শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই জীবের ন্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাই আলোচনার সৌকর্য্যার্থ আমরাও তাঁহাদিগকে এস্থলে তদ্রূপ—ভক্তভাবাপন্ন জীব বলিয়া মনে করিব। এইরূপ মনে করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের নিমিত্ত কিশোরী ভার্য্যা বৃদ্ধা জননী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্য গৌরব সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠাদি তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্তর্ধানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনও সময়েই সন্ন্যাসের নিয়ম তিনি বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজের আচরণদ্বারা জগৎকে আচরণ এবং সন্ন্যাসের মর্য্যাদা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নিজেও কখনও গ্রাম্যকথা বলেন নাই বা শুনেন নাই অনুগত ভক্তদের প্রতিও সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন—'গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্যকথা না শুনিবে।' এইরূপ অবস্থায়, তিনি যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়া বর্ণনা করিবেন—ইহা কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করিতে পারেন না। আরও একটী কথা। রাসক্রীড়াদি সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—প্রলাপের সময়, যে সময়ে তাঁহার বাহ্যস্মৃতিই ছিল না। লোকের মধ্যে দেখা যায়—স্বপ্নাবস্থায় বা রোগের বিকারে লোকের যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখনও কেহ কেহ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান যখন থাকে, তখন নানাবিধ বিবেচনা করিয়া লোক সংযত হইতে চেষ্টা করে, স্বপ্নাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় প্রলাপকালে চেষ্টাকৃত সংযম সম্ভব নহে—তখন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে এস্থলে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমান করিতে পারিবেন না যে, তাঁহার মধ্যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার প্রতি একটা প্রবণতা অন্তর্নিহিত ছিল এবং প্রলাপোক্তির ব্যপদেশে তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, রঘুনাথদাস-গোস্বামী আদির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। স্বরূপ দামোদর আজন্ম ব্রহ্মচারী। রায়-রামানন্দসম্বন্ধে প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—রামানন্দ গৃহস্থ হইলেও ষড়বর্গের বশীভূত নহেন। পিতা জোর করিয়া বিবাহ দিয়া থাকিলেও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্ত্রীর প্রতি রঘুনাথের কোনও আকর্ষণ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত তাঁহারা বিষয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রলাপোক্তিতে যদি কামক্রীড়ার গন্ধমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সমস্ত উক্তির আস্বাদনও করিতে পারিতেন না এবং প্রভুর সঙ্গেও অধিক দিন তাঁহারা থাকিতে পারিতেন না।

তারপর এক বিশিষ্ট **অনুভব-কর্ত্তার** কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীদিগের অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্ধব সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন "বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ শ্রীভা ১০।৪৬।১॥—উদ্ধব ছিলেন—যদুরাজের মন্ত্রী, বিভিন্ন ভাবাপন্ন যদুবংশীয় সকল লোকেরই সম্মত মন্ত্রী (অর্থাৎ, উদ্ধবের বচন ও আচরণ সকলেরই আদৃত হইত)। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দয়িত—অতিশয় কৃপার পাত্র এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা। আবার তিনি ছিলেন বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য, স্বয়ং বৃহস্পতির নিকটেই উদ্ধব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং নীতিশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্রে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন পরম অভিজ্ঞ। (এ সমস্ত গুণের হেতু এই যে) উদ্ধব ছিলেন বুদ্ধিসত্তম—অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কুশাগ্র সূক্ষ্মবুদ্ধি।" হরিবংশ বলেন—উদ্ধব ছিলেন বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-পুত্র। স্বীয় বিরহে আর্ত্ত ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত (আনুষঙ্গিক ভাবে উদ্ধবের সমক্ষে ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রকটনের উদ্দেশ্যে) শ্রীকৃষ্ণ একদিন উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন। উদ্ধব পরম ভাগবত হইলেও তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধপ্রেমের গাঢ়তম রসের মহাসমুদ্রের অতল-তলদেশেই লুক্কায়িত আছে, তাহার কোনও খবর উদ্ধব রাখিতেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে আসিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং প্রেমবিহ্বল-চিত্তে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আচরণের কথা—রাসাদি লীলার কথা অসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমবশ্যতার কথা শুনিয়া উদ্ধব মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। তিনি কয়েকমাস ব্রজে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা শুনাইয়া ব্রজবাসীদিগের—বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের—পরমানন্দ বিধান করিলেন, নিজেও পরমানন্দ অনুভব করিলেন। ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত গোপীজনবল্লভের লীলাকথার প্রভাবে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের জন্য উদ্ধবের চিত্তে প্রবল লোভ জন্মিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—"এই গোপবধূদিগের জন্মই সার্থক, অখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দে ইঁহাদের যে আরূঢ় মহাভাব, তাহা মুমুক্ষুগণও কামনা করেন, মুক্তগণও কামনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী আমরাও কামনা করিয়া থাকি। "এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮॥ উচ্চকণ্ঠে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন—'নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ। রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ শ্রীভা ১০।৪৭।৬০। —রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বাহুদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া এই ব্রজসুন্দরীগণ যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও তাহা পায়েন নাই, পদ্মগন্ধী ও পদ্মকান্তি স্বর্গাঙ্গনাগণও তাহা পায়েন নাই, অন্য রমণীর কথা আর কি বক্তব্য।' এইরূপে ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের প্রশংসা করিতে করিতে সেই জাতীয় প্রেমপ্রাপ্তির জন্য উদ্ধবের এতই লোভ জন্মিল যে, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রজসুন্দরীদিগের পদরজের কৃপাব্যতীত এই প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রচুর পরিমাণ পদরজের দ্বারা যদি দিনের পর দিন সম্যকরূপে অভিষিক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে, কিন্তু এইরূপে অভিষিক্ত হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্যাদি জঙ্গমরূপে ব্রজে জন্ম হইলে এই সৌভাগ্য হইতে পারে না—চরণ-রেণুদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না। স্থাবর যদি হওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না—ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথে চলিয়া যাইবেন, উচ্চ বৃক্ষের অঙ্গে বা মস্তকে তাঁহাদের চরণ স্পর্শ হইবে না, বাতাসও পথ হইতে তাঁহাদের পদরজঃ বহন করিয়া বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে লেপিয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু যদি লতা-গুল্মাদি হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রেমবিহ্বলচিত্তে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানহারা হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথ ছাড়িয়া উপ-পথেও সময় সময় যাইবেন, তখন তাঁহাদের চরণস্পর্শের সৌভাগ্য হইতে পারে, পথ দিয়া গেলেও পথ হইতে তাঁহাদের পদরেণু বহন করিয়া পবন লতাগুল্মাদির সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিতে পারে—সেই রেণু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বদাই অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্য পথাদি পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—যে মুকুন্দ-পদবী শ্রুতিগণও অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্বত্যাগ করিয়া সেই মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের চরণরেণু লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একটী লতা, বা গুল্ম বা ঔষধি হইয়া যদি আমি জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম॥ শ্রীভা ১০।৪৭।৬১॥" যাঁহাদের পদরেণু লাভের নিমিত্ত উদ্ধব এত ব্যাকুল তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন—"যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম॥ শ্রীভা ১০।৪৭।৬২॥—স্বয় লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি আপ্তকামক ভক্তগণ এবং পূর্ণকাম যোগেশ্বরগণও যাঁহাকে না পাইয়া কেবল মনে মনেই যাঁহার অর্চ্চনা করেন এ সকল ব্রজসুন্দরীগণ রাসগোষ্ঠীতে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্ব স্ব স্তনোপরি বিন্যস্ত এবং আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন।" এ সমস্ত আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য বলিয়া উদ্ধব মনে করিলেন তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে মহামহিমময়ী ব্রজসুন্দরীদিগের চরণরেণু লাভের আশা দুঃসাহসের পরিচায়ক মাত্র দূর হইতে তাঁহাদের চরণরেণুর প্রতি নমস্কার জানানোই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই সগদগদ কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম॥ শ্রীভা ১০।৪৭।৬৩॥—যাঁহাদের হরিকথা-গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাগণের পাদরেণুকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি।"

শ্রীউদ্ধব যাঁহাদের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের এত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাঁহাদের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য পরমার্ত্তিবশতঃ তিনি বৃন্দাবনে লতাগুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলেও নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কামভাব থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

কোনও কথার বক্তা, শ্রোতা, আস্বাদক এবং স্তাবকের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের দ্বারাই সেই কথার বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে-কথার বক্তা হইলেন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ-সন্তান" জন্মের পূর্ব্ব হইতে সংসার-বিরক্ত এবং রাজর্ষি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণের বন্দনীয় শ্রীশুকদেব গোস্বামী, যে-কথার শ্রোতা হইলেন সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির পরম-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে অবধারিত মৃত্যু গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিৎ মহারাজ, যে-কথার আস্বাদক হইলেন—যিনি জীবনে কখনও স্ত্রী-শব্দটীও উচ্চারণ করেন নাই, সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং যে-কথার স্তাবক হইলেন বিচারজ্ঞ, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী এবং পরম-ভাগবত শ্রীউদ্ধব, সেই রাসাদি-লীলার কথা যে কামক্রীড়ার কথা, এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাসাদিলীলার রহস্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কয়েকটী বাহিরের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কামক্রীড়া বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন—কেবল বাহিরের লক্ষণদ্বারাই বস্তুর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঠাকুরদাদা তাঁহার স্নেহের পাত্র শিশু-নাতিনীকেও আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকেন, স্নেহময় পিতাও শিশুকন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, শিশু-কন্যারাও অনুরূপভাবেই প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাকে।* এই আচরণের সহিতও কামক্রীড়ার কিছু সাম্য আছে, কিন্তু ইহা কামক্রীড়া নহে। শুকদেব, পরীক্ষিৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীউদ্ধবাদি যে-কথার আলাপনে ও আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন, সে-কথার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এবং সে-কথার স্বরূপ জানিবার জন্য যদি ভাগ্যবশতঃ কাহারও আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।

উপরে রাসাদি-লীলা-কথার বক্তা শ্রোতাদির বিষয় বলা হইল—কেবল বিষয়টীর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। এইভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই বিষয়টীর তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতে পারে।

কোনও বস্তুর পরিচয় জানা যায় তাহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা। যে-বস্তু স্বরূপতঃ—তত্ত্বতঃ—যাহা, যে উপাদানাদিতে গঠিত, তাহাই তাহার স্বরূপ লক্ষণ। আর বাহিরে তাহার যে কার্য্য বা প্রভাব দেখা যায়, তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। বস্তুর তটস্থ লক্ষণই সাধারণতঃ প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এস্থলে রসাদি-লীলার তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা হইবে।

রাসাদি লীলার তটস্থ লক্ষণ—রাসলীলা-ব্যাখ্যানে টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কয়েকটী তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেই তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প কন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতি গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥—ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত জয় করাতে (স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চাঞ্চল্য সম্পাদনে সমর্থ হওয়াতে) যাহার দর্প অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কন্দর্পেরও দর্পহারী, গোপীগণের দ্বারা রাসমণ্ডলে মণ্ডিত, শ্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।' ইহাদ্বারা জানা গেল—গোপীদিগের সহিত রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের (কামদেবের) দর্পকেই বিনষ্ট করিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন— তস্মাৎ রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম বিজয়-খ্যাপনায় ইতি তত্ত্বম্।—কাম বিজয়-খ্যাপনার্থই রাসলীলা। তাঁহার এই উক্তির হেতুরূপে তিনি রাসলীলা-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এই কয়টী বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন:—(ক) যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে সান্নিধ্যে রাখিয়াই রাসলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়ার সান্নিধ্যে নহে, (খ) আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন, যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা কামবাসনা থাকিতে পারে না। (গ) সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ—শ্রীকৃষ্ণ মন্মথেরও (কামদেবেরও) মনোমথনকারী, যিনি কামদেবের মনকেও মথিত করিতে সমর্থ, তিনি কামদেবের দ্বারা বিজিত হইয়া কামক্রীড়া করিতে পারেন না, (ঘ) আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ— স্মরতসম্বন্ধি-ভাবসমূহকে যিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হয়েন নাই। (ঙ) ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যাদি হইতে বুঝা যায়, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল, সুতরাং যদ্দ্বারা ব্রহ্মাদিদেবগণের স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারেন নাই।

স্বামিপাদ আরও লিখিয়াছেন—কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি—রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে শৃঙ্গার-কথা বিবৃত হইয়া থাকিলেও শৃঙ্গার-কথার ব্যপদেশে প্রবৃত্তির কথা না বলিয়া নিবৃত্তির (কাম-নিবৃত্তির) কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে, রাসপঞ্চাধ্যায়ী নিবৃত্তিপরা, প্রবৃত্তিপরা নহে।

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীধরস্বামীর এ-সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—রাসলীলা-কথাতে চিত্তে প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনা জাগে না, নিবৃত্তি জাগে, ভোগবাসনা তিরোহিত হয়, ইহাতে কাম বর্দ্ধিত হয় না, বরং দূরীভূতই হয়। ইহা রাসলীলা-কথার মাহাত্ম্য বা প্রভাব—তটস্থ-লক্ষণ।

রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও উক্তরূপ তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের সংরক্ষক, এবং যিনি আপ্তকাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজ-রমণীদের সঙ্গে এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করিলেন? ইহাতে তাঁহার কোন অভিপ্রায় ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদের প্রতি, সাধক ভক্তদের প্রতি এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই লীলাতে তাঁহার সেবার সৌভাগ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ইহাই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। আর, এই লীলার কথা শ্রবণ করিয়া সাধক ভক্তগণ যেন পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন, এবং অন্যান্যও যেন লীলামাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারেন, ইহাই অন্যান্যের প্রতি অনুগ্রহ। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা ১০।৩৩।৩৬॥" রাসলীলা-কথার শ্রবণের ফলেই যে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে, জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন। ইহা যদি কামক্রীড়ার কথাই হইবে, তাহা হইলে কাম-কথার শ্রবণে ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের কামবাসনাই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহা দূরীভূত হইতে পারে না, তাহাতে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—রাসলীলার কথা শ্রবণে জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। ইহা লীলা-কথার স্বরূপগত ধর্ম্ম। রাসলীলা যে কামক্রীড়া নহে, শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

রাসলীলা বর্ণনের উপসংহারে শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছেন—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক-শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার কথা যিনি শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা বর্ণন করিবেন বা শ্রবণ করিবেন, তিনি অগ্রে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবেন, তাহার পরে শীঘ্রই তাঁহার হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হইবে।" এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই ইহা শুনে কহে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ ৩।৫।৪৩-৪৫॥" এ-সকল উক্তি হইতেও রাসলীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের তটস্থলক্ষণ বা প্রভাব জানা যায়—ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে পরাভক্তি লাভ হয়, হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হয়, মায়িক গুণজাত চিত্তক্ষোভাদিও তিরোহিত হইয়া যায়।

উল্লিখিত তটস্থ-লক্ষণের বা রাসলীলা কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবের কথা শুনিলে মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—যাহা স্থূলদৃষ্টিতে কামক্রীড়া বলিয়া মনে হয়, তাহার এরূপ প্রভাব কিরূপে সম্ভব? তবে কি ইহা বাস্তবিক কামক্রীড়া নয়? তাহাই যদি না হয়, তবে ইহা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে রাসলীলার স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হয়। স্বরূপ জানিতে হইলে ইহার স্বরূপ-লক্ষণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কি সেই স্বরূপ লক্ষণ?

রাসলীলার স্বরূপ-লক্ষণ—রাসলীলার স্বরূপ-লক্ষণ জানিতে হইলে—যাঁহাদের দ্বারা এই লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বরূপ জানা দরকার, অর্থাৎ রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের, এবং রাসলীলাবিহারিণী গোপসুন্দরীগণের স্বরূপ জানা দরকার, তারপরে, রাস-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও জানা দরকার।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রথমে রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণের কথাই বিবেচনা করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন—মায়াবদ্ধ জীবও নহেন, মায়ামুক্ত জীবও নহেন। তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব, পরমেশ্বর, মায়ার অধীশ্বর, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তাঁহাকে "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" এবং "পবিত্রমাক্ষরঃ বলিয়াছেন। রাসলীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছেন। রাসলীলার প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটীতেই তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে—"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" ইত্যাদি। আর রাসলীলার সর্ব্বশেষ শ্লোকেও রাসলীলার নায়ককে "বিষ্ণু"—সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। মধ্যেও অনেক স্থলে তাঁহাকে "ব্রহ্ম', "আত্মারামঃ', "আপ্তকাম' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এক এক গোপীর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের এক এক মূর্ত্তিতে নৃত্যাদিদ্বারাও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং রাসলীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যে জীব নহেন, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন বলিয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পক্ষে তাঁহাকে বা তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করার কথা তো দূরে, তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হওয়াও সম্ভব নয়। 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ শ্রীভা. ২।৫।১৩॥' বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কেবল মায়াবদ্ধ জীবকেই পরিচালিত করে, তাহার চিত্তে স্বসুখ বাসনারূপ কাম জন্মায় (৩।৫।৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই মায়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মসুখ বাসনা বা কাম থাক সম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ শক্তির সহায়তায়। স্বরূপ শক্তির অপরাপর নাম—পরাশক্তি, চিচ্ছক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, শুদ্ধ-সত্ত্ব ইত্যাদি। স্বরূপ শক্তির একমাত্র ধর্ম্মই হইল নানাভাব এবং নানারূপে তাঁহার শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতি বিধান করা। এই স্বরূপ শক্তি তত্ত্বরূপে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত এবং মূর্ত্তরূপে তাঁহার ধাম পরিকরাদিরূপে লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে। যোগমায়াও স্বরূপশক্তির এক বিলাস-বিশেষ। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি। ২।১।৮৫॥" স্বরূপ শক্তি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা এবং স্বরূপ-শক্তির সমস্ত বিলাস বা বৃত্তিও তাঁহারই আশ্রিত। সুতরাং যোগমায়াও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা। তাঁহার আশ্রিতা এই যোগমায়াকে তাঁহার নিকটে (উপ) রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাস করিতে মনন করিয়াছিলেন। 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।১॥" এস্থলে স্পষ্টই বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি যোগমায়ার নিকটে রাখিয়াই রাসলীলার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে সঙ্গে রাখিয়া নহে। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ন্যায় যোগমায়াও মুগ্ধত্ব জন্মাইতে পারে সত্য, কিন্তু এই দুই মায়াশক্তির মুগ্ধত্ব জন্মাইবার স্থান এক নহে। বহিরঙ্গা মায়া মুগ্ধত্ব জন্মায়—ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবের, আর যোগমায়া মুগ্ধত্ব জন্মায়—ভগবদুন্মুখ জীবের, ভগবৎ পরিকরদের এবং এমন কি স্বয়ং ভগবানেরও—লীলারস পুষ্টির জন্যই, সুতরাং ভগবৎ প্রীতিবিধানের জন্যই যোগমায়া ইহা করিয়া থাকে। আবার যোগমায়ার অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তিও আছে, রাসলীলায় অনেক অঘটন ঘটনাও ঘটাইবার প্রয়োজন আছে। তাই, নানা ভাবে লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত এবং প্রয়োজনীয় অঘটন ব্যাপার ঘটাইবার নিমিত্ত রাসবিহারেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আশ্রিতা যোগমায়াকে নিকটে রাখিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাসনা (বা কাম) নাই। তাঁহার আছে একটীমাত্র বাসনা বা একটীমাত্র ব্রত, ইহা হইতেছে তাঁহার ভক্তচিত্ত বিনোদন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যাহা কিছু করেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভক্তচিত্ত-বিনোদন, তাঁহার ভক্তকে সুখী করা। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিনি আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়। তাঁহার আনন্দময়ত্ব বা আনন্দ-স্বরূপত্ব বশতঃই আনন্দ তাঁহার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত, এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তিনি উপভোগও করেন, কিন্তু এই উপভোগের পশ্চাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা নাই, ইহা তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম। এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উপভোগের জন্য তাঁহার সঙ্গে কোনও বাহিরের উপকরণও আবশ্যক হয় না, তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ স্বতঃই বিবিধ বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া থাকে। এজন্যই তাঁহাকে আত্মারাম বলে আত্মাতে (নিজেতেই, নিজের দ্বারাই) যিনি রমিত হন (আনন্দ উপভোগ করেন), তিনিই আত্মারাম। এইরূপ আত্মারাম হইয়াও তিনি যে গোপসুন্দরীদের সঙ্গে বিহার করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল ভক্তচিত্ত-বিনোদন, তাঁহাতে প্রৌঢ়প্রীতিবতী ব্রজসুন্দরীদিগের আনন্দ-বিধান। তাই বলা হইয়াছে—আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ (আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন)।

তারপর ব্রজসুন্দরীদের কথা। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, সুতরাং তাঁহারাও বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবের অতীত। মায়াজনিত স্বসুখ-বাসনা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। শ্রীরাধিকা হইলেন—স্বরূপ-শক্তির (বা হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির) মূর্ত্ত বিগ্রহ ও স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥ প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥ ২।৮।১২২-২৬॥" আবার "রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা॥ ২।৮।১৬৯॥" শ্রীরাধার দেহেন্দ্রিয়াদি প্রেমদ্বারা গঠিত, তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহ। সখীগণ তাঁহারই প্রকার বিশেষ বলিয়া তাঁহারাও প্রেমঘন-বিগ্রহ। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাঃ।" তাঁহাদের চিত্তের প্রতিরসও হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তি-বিশেষ। তাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তি হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তি এবং সেই স্বরূপ শক্তিদ্বারাই চালিত। স্বরূপ শক্তির গতি কেবলই শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকে। তাই তাঁহাদের চিত্তে যে কোনও বাসনাই জাগে, তাহা কেবল কৃষ্ণসুখেরই বাসনা, তাঁহাদের নিজের সুখের বা নিজের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কোনও বাসনাই নাই। স্বরূপ-শক্তি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাসনা জাগায় না। এজন্যই ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম কাম-গন্ধ-লেশ-শূন্য। ব্রজসুন্দরীদের কথা দূরে, স্বরূপ শক্তির কৃপায় যাঁহাদের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল সাধকের চিত্তেও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক কামবাসনা জাগে না। শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ শ্রীভা. ১০।২২।২৬॥" অপর কোনও ব্রজপরিকরদের মধ্যেও স্বসুখ-বাসনা নাই। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তাহা নাই। ব্রজে স্বসুখ-বাসনাটীরই আত্যন্তিক অভাব।

যে-প্রকারেই হউক, কৃষ্ণসুখই ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র কাম্য। তাই তাঁহারা বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য পাগলিনীর মত হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, কোনও কুলকামিনী যদি কুলত্যাগ করিয়া পর-পুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই রমণী এবং সেই পুরুষ উভয়েই নিন্দিত হয়, তাহাদের মিলন হয় নিন্দনীয়, যেহেতু, তাহাদের উভয়ের মধ্যেই থাকে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাসনা। কিন্তু বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়াও ব্রজসুন্দরীগণ যে-শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই মিলনকে—যিনি ধর্ম্মসংস্থাপক এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষক এবং যিনি নিজেই বলিয়াছেন—"অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।২৬॥—ঔপপত্য সর্ব্বত্রই জুগুপ্সিত"—সেই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলনকে নিরবদ্য—অনিন্দনীয়—বলিয়াছেন, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সাধুনা॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥"-ইত্যাদি বাক্যে। এই মিলনকে কেবল যে নিরবদ্য বলিয়াছেন, তাহাই নহে, ইহাকে তিনি "সাধুকৃত্যও" বলিয়াছেন, অসাধু বলেন নাই, "যামাভজন্" বাক্যে তাহার হেতুর কথাও বলিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন—নিজেদের সুখের জন্য নয়, তাঁহারই সেবার জন্য, তাঁহারই প্রীতিবিধানের জন্য। ব্রজসুন্দরীদের এই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ এতই প্রীতি লাভ করিয়াছেন যে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—ইহার প্রতিদান দিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ, তাই তিনি নিজ মুখেই তাঁহাদের নিকটে তাঁহার চিরঋণিত্বের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ-সকল কথা বলিতেন না। যেহেতু, শাস্ত্র হইতে জানা যায়—দ্বারকা-মহিষীদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম যখন স্বসুখ-বাসনাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইত, তখন ষোল হাজার মহিষী তাঁহাদের সমবেত হাব-ভাবাদির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এক চুল মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেন না। "চার্ব্বজকোশবদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ। সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ॥ স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি ভ্রূমণ্ডল-প্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ। পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ শ্রীভা ১০।৬১।৩-৪॥"

এস্থলে একটী কথা বলা দরকার। মুকুন্দমহিষীবৃন্দও জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহারাও শ্রীরাধারই প্রকাশরূপ। সুতরাং তাঁহারাও স্বরূপ শক্তি—বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাদিগকেও স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের সম্ভোগতৃষ্ণা বা স্বসুখ-বাসনা বহিরঙ্গা মায়াজনিত নহে, ইহাও স্বরূপশক্তিরই একটী গতিভঙ্গী। এইরূপ সম্ভোগ-তৃষ্ণাও সর্ব্বদা তাঁহাদের চিত্তে জাগে না, কচিৎ কোনও সময়েই জাগে। উজ্জ্বলনীলমণির "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা ইত্যাদি (স্থায়িভাব। ৩৫)" শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যদা ইত্যনেন সর্ব্বদা তু নিসর্গোত্থরতেঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা নাস্তীতি।" আবার "পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা। ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥"-এই (উ নী স্থায়িভাব। ৩৩) শ্লোকের টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—ক্বচিদিতি পদেন ইয়ং সম্ভোগতৃষ্ণাখ্যা বর্ত্তিন্নী সর্ব্বদা সমুদেতীত্যর্থঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী আরও লিখিয়াছেন—সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের সম্ভোগতৃষ্ণাও দুই রকমের, এক হইল—তাঁহাদের স্বাভাবিক (স্বরূপসিদ্ধ) প্রেমের অনুভাব (বহিলক্ষণ) রূপা, ইহা তাঁহাদের কৃষ্ণরতি হইতে পৃথক নহে, ইহা কৃষ্ণরতির সহিত তন্ময়তাপ্রাপ্ত (কৃষ্ণসুখই ইহার তাৎপর্য্য)। আর এক রকম হইল—সম্ভোগতৃষ্ণা হইতে উত্থিত যে-কৃষ্ণরতি, তাহার অনুভাবরূপা, ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে পৃথক বলিয়াই প্রতীত হয় (ভাসতে)। "তাসাং তদনন্তরং চ সম্ভোগতৃষ্ণা দ্বিধাভূতা-বাস্তবতঃ নিসর্গোত্থরত্যনুভাবরূপা সম্ভোগতৃষ্ণোত্থরত্যনুভাবরূপা চ। প্রথমা রতেঃ পৃথক্তয়া নৈব তিষ্ঠতি তৎকারণত্বেন তন্ময়ত্বেনৈব প্রতীতেঃ। দ্বিতীয়া রতেঃ পৃথক্তয়ৈব ভাসতে সম্ভোগতৃষ্ণায়া আদিকারণত্বেন তন্ময়ত্বেনৈব প্রতীত্যৌচিত্যাৎ॥" তিনি "ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা"-শব্দের অর্থে আরও লিখিয়াছেন—"ক্বচিৎ কদাচিদেব ভেদিতা স্বতঃ সকাশাদ্দ্বিধীকৃত্য স্থাপিতা সম্ভোগতৃষ্ণা যয়া সা সর্ব্বদা তু রত্যা তাদাত্ম্যং প্রাপ্তা এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।"—সেই সম্ভোগতৃষ্ণাও সর্ব্বদা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা। সুতরাং ইহা স্বরূপত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণরতি হইতে পৃথক একটা বস্তু নহে, পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। নদীর তরঙ্গের কোনও অংশও কচিৎ কখনও নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও তাহা নদীরই অংশ, আবার কখনও বা তরঙ্গের কোনও অংশের বিপরীত দিকেও গতি হইয়া থাকে, বিপরীত দিকে গতি হইলেও তাহা তরঙ্গেরই গতি—তরঙ্গেরই গতিভঙ্গীর বৈচিত্রী। তদ্রূপ সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছাও তাঁহাদের কৃষ্ণরতিরই গতিভঙ্গী বিশেষ, ইহা বহিরঙ্গা মায়ার খেলা নহে। মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি সান্দ্রা হইলেও ব্রজসুন্দরীদিগের সমর্থা রতির মত সান্দ্রা নহে; তাই ইহা সময় সময় সম্ভোগতৃষ্ণাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়। ব্রজসুন্দরীদের সমর্থা রতি সান্দ্রতমা (গাঢ়তমা) বলিয়া ইহা কখনও স্বসুখ-বাসনাদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় না। **ইহাই মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছার রহস্য।**

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এক্ষণে দেখিতে হইবে—রাস জিনিসটি কি?

রাসের স্বরূপ—রাস হইতেছে একটী ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ার লক্ষণ এই। "নটৈ গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥—এক এক জন নর্ত্তক এক এক জন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন, এই অবস্থায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে বলে রাস। "তত্রারভত গোবিন্দো"-ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকায় তোষণীকার-ধৃত প্রমাণ। আবার উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেন—"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ।—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষকে রাস বলে।" এইরূপ মণ্ডলীবন্ধনে বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য, বা বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য লৌকিক জগতেও হইতে পারে। স্বর্গেও হইতে পারে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী আছেন, সেই ধামেও মহিষীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নৃত্য করিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্র হইতে জানা যায়—রাসঃ স্যান্ন নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি। রাসক্রীড়া স্বর্গেও হয় না, জগতের কথা তো দূরে।' আবার 'রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো'—ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৩৩।৩ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা বলেন—"স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসম্ভবঃ সূচিতঃ।—স্বর্গাদিতেও এই উৎসবের অসদ্ভাব (অভাব), এস্থলে "স্বর্গাদৌ"-এর অন্তর্গত "আদি" শব্দে ব্রজব্যতীত অন্য ভগবদ্ধামাদিকেই বুঝাইতেছে। বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য সর্ব্বত্রই সম্ভব, অথচ বলা হইতেছে—জগতে স্বর্গে বা অন্য কোনও ভগবদ্ধামেও রাসক্রীড়া সম্ভব নহে। ইহাতেই বুঝা যায়—কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকে সংজ্ঞা অনুসারে রাস বলা গেলেও ইহা বাস্তব রাস নহে। বাস্তব রাস মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য বটে, কিন্তু এই মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের মধ্যে অপর কোনও একটা বিশেষ বস্তু থাকিলেই তাহা "বাস্তব রাস" নামে অভিহিত হইতে পারে, সেই বিশেষ বস্তুটীই যেন রাসের প্রাণবস্তু। কিন্তু কি সেই বিশেষ বস্তু? রস-শব্দ হইতে রাস-শব্দ নিষ্পন্ন, রসের সহিত রাসের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ থাকিবে। কিন্তু উপরে রাসনৃত্যের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে রসবাচক কোনও শব্দ নাই, রসের সহিত সম্বন্ধহীন মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকে কিরূপে রাস বলা যায়? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"রসানাং সমূহঃ রাসঃ।—রসের সমূহ বা রসসমুদায়ই রাস।" ইহাতে বুঝা যায়, যে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য উপলক্ষ্যে যদি বহু রসের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে তাদৃশ নৃত্যকে রাস বলা যায়। জগতে বা স্বর্গে এইরূপ রসোদগারী নৃত্য অসম্ভব নয়, তথাপি শাস্ত্র বলেন—জগতে বা স্বর্গে রাসনৃত্য সম্ভব নয়। কিন্তু শাস্ত্র একথা বলেন কেন? তাহার হেতু বোধ হয় এই—জগতে বা স্বর্গে যে রসসমূহ উৎসারিত হইতে পারে, তাহার যোগে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যকে রাস বলা হয় না। জগতে বা স্বর্গে যে-রসসমূহ উৎসারিত হইতে পারে, তাহা হইবে প্রাকৃত রস। জগতের বা স্বর্গের রসোদগারী নৃত্যকেও যখন রাস বলা হয় না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃত রসোদগারী নৃত্য রাসনৃত্য নহে। তবে কি রকম রসের উদগারী নৃত্যকে রাস বলা হয়? বৈষ্ণবতোষণীকারের উক্তি হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—'রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ।' পূর্ব্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুরূপ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরমরসকদম্বময় হয় তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বলা হইবে। কদম্ব শব্দের অর্থ সমূহ। ঐরূপ নৃত্য যদি সমস্ত 'পরম রস' উৎসারিত হয়, তবেই তাহা হইবে রাস। তাহা হইলে এই পরমরসসমূহই হইল রাসক্রীড়ার প্রাণ বস্তু, ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যমাত্রকেই রাস বলা যাইবে না।

কিন্তু "পরম রস" কি? পরম বস্তুর সহিত যে-রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরম রস। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরম-বস্তু, সুতরাং তাঁহার সহিত, অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে-রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু, বা তাঁহার প্রকাশসমূহ বা স্বরূপসমূহ, হইতেছেন চিন্ময় বস্তু, চিন্ময় বস্তুব্যতীত অপর কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার বা তাঁহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পারে না, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত, তাহা জড় বা প্রাকৃত হইতে পারে না। সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরম রস।

কিন্তু এই যে চিন্ময় অপ্রাকৃত পরম রসের কথা বলা হইল ইহা হইতেছে রসের জাতি হিসাবে পরম-রস, জড় প্রাকৃত রস হইতে জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম রস। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—এই গীতাবাক্যেও জড়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে পরা বা শ্রেষ্ঠা (জাতিতে শ্রেষ্ঠা) বলা হইয়াছে যেহেতু জীবশক্তি চিদ্রূপা। সুতরাং জাতি হিসাবে চিন্ময় রসমাত্রই পরম রস। কিন্তু কেবল জাতি হিসাবে পরম রসকে সর্ব্বতোভাবে পরম রস বলা সঙ্গত হইবে না। জাতি হিসাবে যাহা পরম রস, তাহা যদি রস হিসাবেও—আস্বাদন চমৎকারিত্বের দিক দিয়াও—পরম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় তাহা হইলেই তাহা হইবে সর্ব্বতোভাবে বাস্তবরূপে পরম রস।

এখন দেখিতে হইবে—যাহা সর্ব্বতোভাবে পরম রস তাহার অস্তিত্ব কোথায়?

চিন্ময় রস কেবলমাত্র চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসও চিন্ময় সুতরাং জাতি হিসাবে তাহাও পরম-রস, কিন্তু তাহা রস হিসাবে পরম রস নয়। একথা বলার হেতু এই যে—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের অধিকারিণী হইয়াও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসান্বিতা হইয়া উৎকট তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্বের বা আস্বাদন চমৎকারিত্বের দিক দিয়া ব্রজ-রসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজরসের পরম উৎস হইতেছে—মহাভাব কিন্তু এই মহাভাব দ্বারকা মহিষীদিগের পক্ষেও একান্ত দুর্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতি-দুর্লভঃ।" ইহা হইতে জানা গেল—দ্বারকা মহিষীদের সংশ্রবে যে রস উৎসারিত হয় তাহা অপেক্ষা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয়; এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, রসও ততই গাঢ় হইবে, তাহার আস্বাদন চমৎকারিত্বময় হইবে এবং সেই রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রেমের যে সব বিবর্ত্ত বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে দ্বারকা মহিষীগণের পক্ষেও তাহা পরম দুর্লভ সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবাখ্য প্রেমই গাঢ়তম এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাও হইবে পরম আস্বাদ্যতম এবং তাহার আস্বাদনে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্ব্বাতিশায়িনী। "ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাম্ ইত্যাদি বাক্যে স্বয় শ্রীকৃষ্ণই ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব—অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধত্ব—স্বীকার করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদিগের, এমন কি দ্বারকার মহিষীদিগের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ঋণিত্বের কথা বলেন নাই। এ সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—রস হিসাবে—আস্বাদন-চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তিত্বে—ব্রজের কান্তারসই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং পরম রস। আবার, ইহা চিন্ময় (চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ) বলিয়া জাতি হিসাবেও ইহা পরম রস। জাতি হিসাবে এবং রস হিসাবেও পরম-রস বলিয়া ব্রজের কান্তারস বা মধুর রসই হইল সর্ব্বতোভাবে পরম রস।

ব্রজের দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বলিয়া দ্বারকার দাস্য সখ্য বাৎসল্য অপেক্ষা রসত্বের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ, তথাপি ব্রজের দাস্য সখ্য বাৎসল্যরসকে সর্ব্বতোভাবে পরম রস বলা যায় না, যেহেতু, দাস্যাদি রতি সম্বন্ধানুগা বলিয়া তাহাদের বিকাশ অপ্রতিহত নহে, সুতরাং দাস্যাদি রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এবং কৃষ্ণবশীকারিত্বও সর্ব্বাতিশায়ী নহে। কান্তাভাবে শান্ত, দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য রতিও বিরাজমান, সুতরাং শান্তাদি সমস্ত রসের স্বাদ এবং গুণ কান্তাভাবেও বিদ্যমান, তাই গুণাধিক্যে এবং স্বাদাধিক্যে কান্তাভাবেরই সর্ব্বোৎকর্ষ। কান্তাভাবে শান্ত-দাস্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেও কান্তাভাবই অঙ্গী, অন্যান্য ভাব তাহার অঙ্গ—অঙ্গরূপে শান্ত-দাস্যাদি ভাব কান্তাভাবেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং কান্তারস যখন উৎসারিত হয়, তখন শান্ত-দাস্যাদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সমস্ত রসই কান্তারসের পুষ্টিকারক অঙ্গ হিসাবে উৎসারিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ পরম-রসসমূহই উল্লসিত হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে কান্তারসই পরম-রস হইলেও তাহার পরম-রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে। শ্রীরাধাতে প্রেমের যে-স্তর বিকশিত, তাহাতেই প্রেমের সমস্ত গুণের, স্বাদবৈচিত্রীর এবং প্রভাবের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। এই স্তরের নাম মাদন। মাদনই প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। মাদনই স্বয়ং-প্রেম, প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন হইতেছে সকলের অংশী। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, স্বয়ং-প্রেম মাদনেও প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী অবস্থিত। তাই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব-গুণ-স্বাদাদির সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, তাই মাদনকে বলে সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেম, ইহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥" মহাভাব হইল সকল ধামের সকল স্তরের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পর), আর মাদন হইল অপর ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (পরাৎপরঃ)। ইহাই আনন্দদায়িকা হ্লাদিনী শক্তির (হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ শক্তির) সার বা ঘনীভূত-তম অবস্থা, সুতরাং গুণে, স্বাদাধিক্যে এবং মাহাত্ম্যে মাদন হইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট শান্ত-দাস্যাদি পাঁচটি মুখ্যরস এবং হাস্যাদ্ভুত-বীর করুণাদি সাতটী গৌণরস এবং অপরাপর গোপসুন্দরীদের মধ্যে যে সমস্ত রসবৈচিত্রী বিরাজিত, মাদনের অভ্যুদয়ে তৎসমস্তই উল্লসিত বা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে শ্রীরাধার মাদন যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমবৈচিত্রীও উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় এবং অসমোর্দ্ধ আস্বাদন চমৎকারিত্বময় রসবন্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তখন শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সাতটী গৌ। রসও কান্তারসের অঙ্গ হিসাবে যথাযথভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া মূলরসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। তখনই সেই লীলা হইয়া থাকে "পরম রস কদম্বময়ী।

কিন্তু এই পরম-রস কদম্বময় লীলারসের মূল উৎস হইলেন মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে, অন্য শতকোটী গোপী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপ "পরম-রস-কদম্বময় রস উচ্ছ্বসিত হইতে পারে না। তাই, বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শতকোটি গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাস বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনাই অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীরাধাব্যতীত অন্য শতকোটি গোপীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তির প্রভাবে শতকোটিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেন, তাহা নৃত্য হইত বটে, কিন্তু তাহা পরম রস কদম্বময় রাস হইত না। এইজন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয়—রাসলীলার ঈশ্বরী—প্রাণবস্তু হইলেন মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-কদম্বময়ী রাসলীলার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ পরম রস কদম্বের উৎস নহেন, অন্য কোনও গোপীও নহেন। তাই, শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপী যেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাসী মাত্র—শ্রীরাধা যখন পরম-রস-কদম্বময় রাস রসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বন্যায় উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া বিহার করিতে পারেন। এই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা অন্য কোন ধামে নাই বলিয়াই ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর যে-মণ্ডলীবন্ধন-নৃত্যেতে উল্লিখিতরূপ পরম-রস-সমূহ উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাই রাস। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে, পরম-রস-কদম্বময় রাস-রসের উচ্ছ্বাসের নিমিত্ত প্রয়োজন—মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের এবং বিশেষরূপে মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধিকার উপস্থিতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও উপস্থিতি। ইঁহাদের কাহারও অভাব হইলেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আর রাস হইবে না। প্রীতির বিষয় এবং প্রীতির আশ্রয় এই উভয়ের মিলনেই প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী ভাবের সহিত যুক্ত হইলেই কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়। বিভাব হইল আবার দুই রকমের—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবও আবার দুই রকমের—বিষয় আলম্বন ও আশ্রয় আলম্বন। কান্তারসের বিষয় আলম্বন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় আলম্বন হইলেন কৃষ্ণকান্তা গোপ-সুন্দরীগণ, সুতরাং এই উভয়ের একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিতিব্যতীত রসই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পরম-রস-কদম্বময় রাসরসের বিকাশই হয়—বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য-প্রসঙ্গে। তাই বহু কৃষ্ণকান্তার উপস্থিতি প্রয়োজন। ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য কান্তা, তখন অন্য কোনও নর্ত্তকের সঙ্গে তাঁহাদের নৃত্য হইবে রসাভাস-দোষে দুষ্ট, তাই, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নর্ত্তক হইয়াও যত গোপী তত রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়া বহু নর্ত্তকের অভাব দূর করিয়াছেন। এই বহুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে।

যে-যে-উপাদান না হইলে যে-বস্তুটী হইতে পারে না, সেই সেই উপাদানকে বলে ঐ বস্তুটীর সামগ্রী। উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের বিদ্যমানতাব্যতীত মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যরূপ রাসক্রীড়া সম্ভব হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীগণই হইলেন **রাসক্রীড়ার সামগ্রী।** "তত্রারভত গোবিন্দো রাস ক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥"—এই (শ্রীভা ১০।৩৩।২) শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-তোষিণীকারও লিখিয়াছেন—'গোবিন্দ ইতি শ্রীগোকুলেন্দ্রতয়া নিজাশেষৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশেষ-প্রকটনেন পরম পুরুষোত্তমতা স্ত্রীরত্নৈরিতি তাসাঞ্চ সর্ব্বস্ত্রীবর্গ শ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা। রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপীতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা।" —স্বীয় অশেষ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের প্রকটনদ্বারা যিনি পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ এবং সর্ব্ব-রমণী-কুল-মুকুটমণি স্ত্রীরত্ন-স্বরূপা প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ—ইঁহারাই হইলেন রাসক্রীড়ায় **পরম সামগ্রী।** পরম-রস-কদম্বময় রাস-রসের সামগ্রীও হইবে পরম সামগ্রী।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণ-কারণ, সকলের আদি, ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, পরম-ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহা হইতেই অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়া তিনিই পরম-তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পরম-পুরুষোত্তম। আবার মাধুর্য্যের বিকাশেও তিনি সর্ব্বোত্তম। তাঁহার মাধুর্য্য—'কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" আবার তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।" তিনি "পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" এবং তাঁহার মাধুর্য্য 'আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" আবার, তাঁহার মাধুর্য্যের এমনি প্রভাব যে, তাঁহার পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল—মাধুর্য্যের দিক্ দিয়াও ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই পরম-পুরুষোত্তম। সর্ব্ব-বিষয়েই তিনি পরম-পুরুষোত্তম—রাসক্রীড়ার একটী পরম সামগ্রী।

আর, ব্রজসুন্দরীগণও পরম-রমণীরত্ন। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, প্রেমে, কলা-বিলাসে, বৈদগ্ধীতে, সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী সেবাতে তাঁহাদের সমানও কেহ নাই, তাঁহাদের অধিকও কেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা হইলেন—সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, সমস্তের পরাঠাকুরাণী, নায়িকা-শিরোমণি। তিনি আবার পুরের মহিষীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও অংশিনী, ব্রজসুন্দরীগণও তাঁহারই কায়ব্যূহরূপা। সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই শ্রীরাধিকা এবং ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন সর্ব্বোত্তমা রমণী—পরম-রমণীরত্ন—রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাসক্রীড়ার আর একটী সামগ্রী হইল শ্রীরাধাপ্রমুখ-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম—যাহার প্রবলবন্যা তাঁহাদের বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন ও আর্য্যপথাদিকে, এমন কি কুলধর্ম্ম-রক্ষার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশকেও স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছের ন্যায় বহুদূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাহা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকেও—আত্মারাম বলিয়া যাঁহার আনন্দ উপভোগের জন্য বাহিরের কোনও উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না, সেই আত্মারাম এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণকেও—পরম-পুরুষোত্তমকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এই প্রেম বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে, দ্বারকা মহিষীগণের পক্ষেও একান্ত সুদুর্লভ। ইহাও রাসক্রীড়ার একটী পরম সামগ্রী, এই প্রেমের অভাবে রাসক্রীড়াই সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত আলোচনায় **রাসক্রীড়ার** যে লক্ষণ জানা গেল, তাহা হইতেছে ইহার **স্বরূপ-লক্ষণ।** বস্তুর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়—স্বরূপলক্ষণে এবং তটস্থ লক্ষণে।

এক্ষণে **রাসক্রীড়ার তটস্থ-লক্ষণ** বিবেচিত হইতেছে। তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—প্রভাব। রাস হইল যখন পরম-রস-কদম্বময়, তখন সেই পরম রস কদম্বময় রাসরসের আস্বাদনের যে-ফল, তাহাই হইবে তাহার তটস্থ লক্ষণ। এই রাস-রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাঁহার একটী উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলা আছে, প্রত্যেক লীলাই তাঁহার মনোহারিণী, কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার চিত্তের অবস্থা যে কিরূপ হইয়া যায় তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥" রাসলীলার ন্যায় অন্য কোনও লীলাই শ্রীকৃষ্ণের এত মনোহারিণী নয়। তাই রাসলীলাই সর্ব্ব-লীলা-মুকুটমণি।

রাসক্রীড়ার স্বরূপ-লক্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, এই রাসক্রীড়ার পরম সামগ্রী হইলেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ। ইঁহাদের কাহারও মধ্যেই যে স্বসুখ-বাসনা নাই এবং থাকিতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণ চাহেন ব্রজসুন্দরীদিগের সুখ। রাসলীলাতেও এই ভাব। 'রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥—ইত্যাদি (শ্রীভা ১০।৩৩।৩) শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকাও তাহাই বলেন—"রাসমহোৎসবোঽয়ং পরস্পরসুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ।—পরস্পরের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাস-মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন।

আর, রাসক্রীড়ার তটস্থ লক্ষণ হইতে জানা গেল—রাস রসের বন্যায় উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন জনিত উন্মাদনায় রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হয় তাহার কথা তো দূরে, রাসলীলার কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলেও তাঁহার চিত্তের যে অবস্থা হয়, তিনি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাহা তাঁহার নিকটেও অনির্ব্বচনীয়। ইহাতেও রাসক্রীড়ায় স্বসুখ-বাসনা (কাম) গন্ধহীনতাই, প্রমাণিত হইতেছে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকান্তাদিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা উদিত হইলে তাহা যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, দ্বারকা-মহিষীদের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই তাহা দেখা গিয়াছে। গোপীগণের কামগন্ধহীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল, রাসলীলাতে কামক্রীড়ার কয়েকটী বাহ্যিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা কামক্রীড়া নহে, স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত নহে, এই ক্রীড়ার কোনও স্তরেও কাহারও মধ্যে স্বসুখ বাসনা জাগ্রত হয় নাই। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বারমাত্র, কাহারও লক্ষ্য নহে।

স্বসুখ-বাসনা হইতেই স্বসুখ-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং স্বসুখ-বাসনাই হইল প্রবৃত্তির মূল। স্বসুখ-বাসনা-হীনতাই নিবৃত্তি। রাসলীলাতে কাহারও স্বসুখ-বাসনা নাই বলিয়াই শ্রীধরস্বামিপাদ রাসলীলাকে

যথারাগঃ—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ ৮০

সখি হে। দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন এবং রাসলীলা-বর্ণনাত্মিকা রাসপঞ্চাধ্যায়ীকেও নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন। "নিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।" তাঁহার টীকাতে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।

কেবল রাসলীলা কেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলাতেই কাম-গন্ধ-লেশ পর্য্যন্ত নাই। অন্য পরিকরদের সহিত যে লীলা, তাহাও কাম-গন্ধ-লেশ-শূন্য।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তবৃত্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা চালিত হইয়া কেবল নিজের দিকেই যায়, তাই স্বসুখ-বাসনার গন্ধ-লেশ-শূন্য কোনও বস্তুর ধারণা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, এ-জন্য ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাকে মায়াবদ্ধ জীব কামক্রীড়া বলিয়াই মনে করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতামাত্রই সূচিত হয়।

আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে রাসাদি লীলার কাম-গন্ধশূন্যতার ধারণা করা শক্ত হইলেও উহা যে কামগন্ধশূন্য, তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করা উচিত, যেহেতু, উহা শাস্ত্রবাক্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি আমরা দেখিতে না পাইলেও শাস্ত্রোক্তিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। বেদান্তও তাহাই বলেন—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥" কোন্ কার্য্য করণীয়, কোন্ কার্য্য অকরণীয়—শাস্ত্রবাক্যদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, শাস্ত্রবিরোধী বিচারের দ্বারা নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা না থাকলে শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন ভজনেও অগ্রসর হওয়া যায় না। এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত রাসাদি লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনে পরাভক্তি লাভ এবং হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

৮০। ভাবাবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা দিতেছেন।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে—যে সকল পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার। **সমর্পিয়া সখী-করে**—সেবাপরা মঞ্জরীদিগের হাতে দিয়া। **সূক্ষ্ম**—খুব সরু, মিহি। **শুক্ল**—সাদা, শুভ্র। গৃহ হইতে যে কাপড় পরিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই কাপড় ছাড়িয়া মিহি সাদা জমিনের কাপড় পরিয়া জলে নামিলেন। ছাড়া কাপড় এবং অলঙ্কারাদি সেবাপরা মঞ্জরীদের নিকটে রাখিয়া গেলেন।

ব্রজগোপীগণ সর্ব্বদা যে কাপড় পরেন, তাহা বহুমূল্য, ঐ কাপড় পরিয়া তাঁহারা স্নান করেন না, স্নানের সময় সাধারণতঃ মিহি সাদা জমিনের কাপড়ই পরেন, তাই জলকেলির পূর্ব্বে তাঁহারা কাপড় বদলাইলেন। অলঙ্কারাদি পরিয়া জলকেলি করার অসুবিধা আছে বলিয়া এবং কেলি সময়ে কোন কোন অলঙ্কার জলের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, সেই অলঙ্কার তীরে রাখিয়া গেলেন।

কৃষ্ণ লঞা ইত্যাদি—কান্তাগণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জলে অবগাহন করিলেন। **কৈল জলাবগাহন**—জলে অবগাহন করিলেন (কৃষ্ণ), কৃষ্ণ জলে নামিলেন। **জলকেলি রচিল সুঠাম**—সুন্দর জলকেলি রচনা করিলেন (কৃষ্ণ), শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণকে লইয়া জলে নামিয়া বিচিত্র বিধানে জলকেলি আরম্ভ করিলেন।

৮১। **সখি হে** ইত্যাদি—একজন মঞ্জরী অপর মঞ্জরীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"সখীগণ, তোমরা দেখ,

আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল-ফেলা-ফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাসার। সভে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দেখ, কৃষ্ণের জলকেলির তামাসা দেখ।" **মত্ত**—উন্মত্ত। **করিবর**—হস্তি-প্রধান। **করী**—হস্তী। **কর**—হাত। **পুষ্কর**—হাতীর শুঁড়। **কর-পুষ্কর**—হস্তরূপ শুণ্ড। **করিণী**—হস্তিনী, স্ত্রীজাতীয় হাতী।

এই ত্রিপদীতে কৃষ্ণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে মত্ত হস্তীর সঙ্গে, কৃষ্ণের হাতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে। আর গোপীগণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হস্তিনীগণের সঙ্গে। আর তাঁহাদের হাতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে হস্তিনীগণের শুড়ের সঙ্গে। মত্তহস্তী হস্তিনীগণের সঙ্গে জলে নামিয়া যেমন যেমন শুড়ে শুঁড়ে খেলা করে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের সঙ্গে জলে নামিয়া হাতে হাতে খেলা করিতেছেন।

৮২। ভাবাবিষ্ট প্রভু নিজের ভাবে আবার জলকেলি-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতেছেন।

আরম্ভিল জলকেলি—কান্তাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি আরম্ভ করিলেন। কিরূপ জলকেলি করিতেছেন, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছেন। **অন্যোন্যে**—পরস্পরে, একপক্ষ অপর পক্ষকে। **অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি**—একে অন্যের গায়ে জল ফেলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের গায় জল দিতেছেন (হাতে) আবার গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গায় জল দিতেছেন (হাতে)। "ফেলাফেলি' স্থলে "পেলাপেলি" পাঠান্তরও আছে, অর্থ একই। **হুড়াহুড়ি বর্ষে**—হুড় হুড় করিয়া অনর্গল বর্ষণ করে। **জলাসার**—জলের আসার, ধারাসম্পাতের নাম আসার (অমরকোষ)। তাহা হইলে ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে জলপাতনের নাম জলাসার।

হুড়াহুড়ি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপর এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে, এত প্রবলবেগে এবং এত তাড়াতাড়ি এত বেশী জল ফেলিতেছেন যে, মনে হইতেছে যেন জলের অনর্গল ধারা বর্ষিত হইতেছে আর, এই জলবর্ষণের দরুণ অনবরত একটা হুড় হুড় শব্দও উত্থিত হইতেছে।

অথবা, হুড়াহুড়ি জলাসার বর্ষে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছুড়ান এক পক্ষের জল অন্য পক্ষের জলের সঙ্গে যেন হুড়াহুড়ি (ধাক্কাধাক্কি) করিতেছে, উভয় পক্ষের ছিটান জল মধ্যপথে মিলিত হইতেছে।

"জলাসার" স্থলে 'জলধার" পাঠান্তরও আছে। জলাধার—জলের ধারা।

সভে জয় পরাজয়—সকলেরই জয় হইতেছে, আবার সকলেরই পরাজয় হইতেছে। প্রত্যেক পক্ষই এমন প্রবলবেগে জল নিক্ষেপ করিতেছে যে, কাহারও জয় কিম্বা পরাজয় নিশ্চিতরূপে ঠিক করা যায় না। যদি বলা যায়, কৃষ্ণেরই জয় হইয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, গোপীদিগেরও জয় হইয়াছে, কারণ গোপীগণ কৃষ্ণ-অপেক্ষা কম জল নিক্ষেপ করেন নাই। আবার যদি বলা যায়, কৃষ্ণেরই পরাজয় হইয়াছে, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, গোপীদিগেরও পরাজয় হইয়াছে, কারণ কৃষ্ণ গোপীগণ অপেক্ষা কম জল নিক্ষেপ করেন নাই। এইরূপে, জয় বলিলেও সকলেরই জয়, পরাজয় বলিলেও সকলেরই পরাজয়।

নাহি কিছু নিশ্চয়—কাহার জয় হইল, কাহার পরাজয় হইল, ইহা নিশ্চিত বলা যায় না, কারণ জলযুদ্ধ-কৌশলে কোন পক্ষই অপর পক্ষ অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে।

জলযুদ্ধ বাঢ়িল অপার—কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছে না, অথচ প্রত্যেক পক্ষই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টিত, তাই প্রত্যেক পক্ষই তুমুল বেগে জল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জলযুদ্ধ অপরিসীমরূপে বাড়িয়া গেল।

মত্ত করিবর শুণ্ডদ্বারা যেমন করিণীগণের উপর জল বর্ষণ করে এবং করিণীগণও যেমন শুণ্ডদ্বারা করিবরের উপর জল বর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণও তদ্রূপ হস্তদ্বারা পরস্পরের উপর জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বর্ষে স্থির তড়িদগণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন, সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে। সে অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৩। এই ত্রিপদীতে জলযুদ্ধের প্রকার বলিতেছেন।

বর্ষে—জল বর্ষণ করে। **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ, বিজুরী। এ স্থলে গোপীদিগের তড়িৎ বলা হইয়াছে। গোপীদিগের বর্ণ তড়িতের বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর বলিয়াই গোপীদিগকে তড়িৎ বলা হইয়াছে। **স্থির তড়িদ্‌গণ**—অচঞ্চল বিদ্যুৎ। স্বভাবতঃই বিদ্যুৎ চঞ্চল, কিন্তু তড়িদ্বর্ণা গোপীদিগের বর্ণ চঞ্চল নহে, পরন্তু স্থির। এজন্য গোপীদিগকে স্থির তড়িৎ বলা হইয়াছে। **বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ**—গোপীগণরূপ স্থির বিদ্যুৎ জল বর্ষণ করিতেছে (কৃষ্ণরূপ নব মেঘের উপরে)। **সিঞ্চে**—সেচন করে (তড়িদগণ), জলবর্ষণের দ্বারা ভিজাইয়া দেয়। **শ্যাম নবঘন**—শ্যাম (কৃষ্ণ)-রূপ নূতন মেঘকে। কৃষ্ণের বর্ণ নূতন মেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যাম বা নীল। শ্যামবর্ণ কৃষ্ণকে নূতন মেঘ বলা হইয়াছে।

বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ সিঞ্চে শ্যাম নবঘন—স্থির তড়িদ্‌গণ জল বর্ষণ করে এবং (তাহারা) শ্যাম নবঘনকে সেচন করে। স্থির বিদ্যুৎরূপা গোপীগণ জলবর্ষণ করিয়া নবঘনরূপ শ্যামসুন্দরকে পরিষিক্ত করিয়া (সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া) দিতেছেন।

[শ্যাম নবঘন জল সিঞ্চে (সেচন করে) এইরূপ অর্থ করিলে, পরবর্ত্তী "ঘন বর্ষে তড়িত উপরে" এই বাক্যের সহিত একার্থবোধক হইয়া যায়, তাহাতে দিরুক্তি দোষ জন্মে, বিশেষত তাহাতে "স্থির তড়িদগণ' কাহার উপর জল বর্ষণ করে, তাহাও বুঝা যায় না।]

ঘন—মেঘ, নূতন মেঘ। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই ঘন বলা হইয়াছে। **তড়িত-উপরে**—তড়িদ্বর্ণা গোপীগণের উপরে। **ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে**—আবার কৃষ্ণরূপ মেঘও গোপীরূপ তড়িতের উপর জল বর্ষণ করিতেছে।

স্থূল কথা এই। গোপীগণ জল বর্ষণ করিয়া কৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ জল বর্ষণ করিয়া গোপীগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মেঘই জল বর্ষণ করিয়া থাকে, তড়িৎ কখনও জল বর্ষণ করে না, অথচ এই ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে যে, তড়িদগণ জল বর্ষণ করে। ইহাতে অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার হইয়াছে।

সখীগণের নয়ন—তীরস্থিত সখী (সেবাপরা মঞ্জরী)-গণের চক্ষু। **তৃষিত চাতকগণ**—তীরস্থিত সখীগণের নয়নকে তৃষিত চাতক বলা হইয়াছে। চাতক শব্দের সার্থকতা এই যে, চাতক যেমন পিপাসায় মরিয়া গেলেও মেঘের জলব্যতীত কখনও অন্য জল পান করে না, এই সেবাপরা মঞ্জরীগণের নয়নও শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রঙ্গব্যতীত কোনও সময়েই অন্য কোনও রঙ্গ দেখে না। তৃষিত শব্দের সার্থকতা এই যে, তৃষিত চাতক মেঘের জল পাইলে যেমন অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাহা পান করে, সেবাপরা মঞ্জরীগণও তদ্রূপ অত্যন্ত ব্যগ্রতা এবং তন্ময়তার সহিতই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন, এবং লীলারঙ্গ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের উৎকণ্ঠাও সর্ব্বদাই থাকে, একবার দেখিলেও তাঁহাদের এই উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হয় না, বরং উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে।

সে অমৃত—জলকেলির রঙ্গরূপ অমৃত।

সেবাপরা মঞ্জরীগণ তীরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সহিত কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥ ৮৪

সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পদে নিকট গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৪। **জলাজলি**—পরস্পরের প্রতি জল নিক্ষেপ করিয়া। "জলাঞ্জলি" পাঠান্তরও আছে, **অর্থ**—জলের অঞ্জলি, অঞ্জলি ভরিয়া পরস্পরকে জল দিয়া। **তবে**—তারপরে, জলাজলি যুদ্ধের পরে। **করাকরি**—হাতে হাতে; শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অঙ্গে হাত দিতে চাহেন, গোপীগণ হাতের দ্বারা তাঁহাকে বাধা দেন, এইরূপ হাতাহাতি যুদ্ধ। **তার পাছে**—হাতাহাতি যুদ্ধের পরে। **মুখামুখি**—মুখে মুখে, পরস্পরের মুখে মুখ লাগাইয়া, চুম্বনাদিদ্বারা।

হৃদাহৃদি—হৃদয়ে হৃদয়ে বুকে বুকে। আলিঙ্গনাদিদ্বারা। **রদারদি**—দাঁতে দাঁতে, অধর-দংশনাদিদ্বারা। **রদ**—দন্ত। কোনও কোনও গ্রন্থে "বদাবদি" পাঠ আছে, **অর্থ**—বচনে বচনে, কথায় কথায়, পরস্পরের সহিত আলাপাদিদ্বারা। **নখানখি**—নখে নখে, সম্ভোগবিশেষে নখাঘাতদ্বারা।

৮৫। **সহস্র কর**—হাজার হাজার হাতে, গোপিকারা সহস্র হস্তে শ্রীকৃষ্ণের উপরে জল নিক্ষেপ করেন। বহুসহস্র গোপী-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছিলেন। অথবা, গোপীগণ এত প্রচুর পরিমাণে ও এত দ্রুত গতিতে জল সেচন করিতেছিলেন যে, মনে হইতেছিল যেন সহস্র হস্তে জলসেচন করা হইতেছিল।

অথবা, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ সহস্র হস্তে পরস্পরের প্রতি জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাই দুইহস্তে এত প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতেছিলেন যে দেখিলে মনে হইত, যেন সহস্র হস্তে জল নিক্ষেপ করা হইতেছিল (অতিশয়োক্তি অলঙ্কার)।

সহস্র নেত্রে গোপী দেখে—তীরস্থ সহস্র সহস্র গোপীগণ সহস্র সহস্র নয়নে জলকেলি রঙ্গ দেখিতেছিলেন।

অথবা, গোপীগণ সহস্রনেত্রে দেখে, অর্থাৎ জলকেলি-রত সহস্র সহস্র গোপী জলকেলির সঙ্গে সঙ্গে আবার জলকেলি-রঙ্গও দেখিতেছিলেন এবং জলকেলি-রত শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম মাধুর্য্যও দেখিতেছিলেন।

অথবা, (শ্রীকৃষ্ণ) সহস্রনেত্রে গোপীকে দেখেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন সহস্রনেত্র হইয়াই সহস্র সহস্র গোপীর জলকেলি-রঙ্গ এবং জলকেলিকালে তাঁহাদের অঙ্গের মাধুর্য্য-তরঙ্গ দেখিতেছিলেন। সহস্র সহস্র গোপীর প্রত্যেককেই শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছিলেন, তাই তাঁহার দর্শন-শক্তিকে সহস্রনেত্রের দর্শন-শক্তির ন্যায় বলা হইয়াছে। অঘটন ঘটন-পটিয়সী লীলা-সহায়-কারিণী যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়েই সহস্র সহস্র গোপীর অঙ্গ-মাধুর্য্য ও জলকেলি-রঙ্গ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সহস্র পদে নিকট গমনে—কখনও বা সহস্র সহস্র গোপী অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতেছেন, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণই যেন সহস্র পাদেই সহস্র দিকে অগ্রসর হইয়া সহস্র গোপীর নিকট যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এত তাড়াতাড়ি একজনকে ছাড়িয়া অপরের নিকট যাইতেছেন যে, মনে হয় যেন যুগপৎই সকলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। (অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার)।

কোনও কোনও গ্রন্থে "সহস্র পদে" স্থলে "সহস্রপাদ" পাঠ আছে, সহস্রপাদ—সূর্য্য।

সহস্রপাদ নিকট গমনে—এত জোরে জল নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, জল অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যেন সূর্য্যের নিকটেই যাইতেছিল।

সহস্র মুখ চুম্বনে—গোপীদিগের সহস্র সহস্র মুখ শ্রীকৃষ্ণ-মুখে চুম্বন দিতেছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণও যেন সহস্র মুখ হইয়াই প্রত্যেক গোপীকে চুম্বন করিতেছিলেন। **বপু**—শরীর। **সঙ্গমে**—আলিঙ্গনাদিতে। **সহস্র বপু**

কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে,
ছাড়িল তাহাঁ যাহাঁ অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৬
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সভার বস্ত্র করিল হরণে

যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥ ৮৭
পদ্মিনীলতা সখীচয়ে, কৈল কারো সহায়ে,
তরঙ্গহস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহো মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সঙ্গমে—গোপীদিগের সহস্র সহস্র দেহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি করিতেছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণও যেন সহস্র দেহ হইয়াই প্রত্যেক গোপীকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। **গোপী-নর্ম্ম**—গোপীদিগের নর্ম্মবাক্য। **গোপী-নর্ম্ম** ইত্যাদি—সহস্র সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের কানে নর্ম্ম-বাক্য বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও যেন সহস্র-কর্ণ হইয়াই তাঁহাদের প্রত্যেকের নর্ম্ম-বাক্য শুনিতেছেন।

অথবা, "গোপী নর্ম্ম" একশব্দ না ধরিয়া দুইটী পৃথক্ শব্দ ধরিলে এইরূপ অর্থ হয়—সহস্র গোপী (শ্রীকৃষ্ণের) নর্ম্ম শুনে ; অর্থাৎ সহস্র সহস্র গোপীর প্রত্যেকের কানেই শ্রীকৃষ্ণ নর্ম্মবাক্য বলিতেছেন, আর প্রত্যেকেই তাহা শুনিতেছেন।

রাসনৃত্য-কালে যেমন হইয়াছিল, তেমনি জলকেলি সময়েও লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে এক এক গোপীর সঙ্গে জলকেলি-রঙ্গে বিলসিত হইয়াছিলেন।

৮৬। **কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে**—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলপূর্ব্বক লইয়া। শ্রীরাধার যেন যাইতে ইচ্ছা নাই, শ্রীকৃষ্ণ জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কোথায় লইয়া গেলেন, তাহা পরবর্ত্তী পদে বলা হইয়াছে। **কণ্ঠদঘ্ন জলে**—কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যায়, এমন জলে, আকণ্ঠ-জলে ; একগলা জলে। **অগাধ পানী**—পায়ে মাটী ছোঁয়া যায় না এমন জলে।

শ্রীরাধা যাইতে চাহেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে ধরিয়া লইয়া একগলা জলে গেলেন ; তারপরে, শ্রীরাধাকে এমন জলে নিয়া ছাড়িয়া দিলেন, যেখানে পায়ে মাটী পাওয়া যায় না। **তেঁহো**—শ্রীরাধা। **গজ**—হাতী। **গজোৎখাতে**—হস্তীদ্বারা উৎপাটিতা। **কমলিনী**—পদ্মিনী।

ঐ অগাধ জলে মাটীতে দাঁড়াইতে না পারিয়া ভয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন ; মত্তহস্তী কোনও পদ্মকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে তাহা যেমন জলের উপরে শোভা পায়, শ্রীরাধারও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। শ্রীরাধার বর্ণের সঙ্গে স্বর্ণপদ্মের বর্ণের সাদৃশ্য আছে, ইহাও এই উপমাদ্বারা সূচিত হইতেছে।

৮৭। যতজন গোপী জলকেলি করিতেছিলেন, যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে ততরূপে প্রকট করিলেন। ২।৮।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যমুনা জল নির্ম্মল**—যমুনার জল অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া উহার তলদেশের জিনিস পর্য্যন্ত জলের ভিতর দিয়া দেখা যায়। **অঙ্গ**—গোপীদিগের অঙ্গ। **করে দরশন**—গোপীদিগের অঙ্গ দর্শন করেন।

৮৮। **পদ্মিনীলতা সখীচয়ে**—পদ্মিনী-লতারূপ সখীসমূহ। যে-লতায় পদ্ম জন্মে, তাহাকে পদ্মিনীলতা বলে ; পদ্মিনীলতার অগ্রভাগে গোল বড় পাতা থাকে, তাহা জলের উপর ভাসিতে থাকে। পদ্মিনীলতা গোপীদিগের লজ্জা-নিবারণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া তাহাকে গোপীদিগের সখী বলা হইয়াছে। সহায়কারিণী সঙ্গিনীই সখী।

কৈল—করিল (পদ্মিনীলতাসখীচয়)। **কারো সহায়ে**—কোনও গোপীর সাহায্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপী-দিগের বস্ত্র হরণ করিয়া নিলেন, তখন পদ্মিনীলতা-সমূহ সখীর ন্যায় কোনও কোনও গোপীর লজ্জানিবারণের সহায়তা করিয়াছিল। কিরূপে সহায়তা করিল, তাহা বলিতেছেন "তরঙ্গহস্তে" ইত্যাদি বাক্যে। **তরঙ্গহস্তে**—জলের তরঙ্গ (ঢেউ) রূপ হস্তদ্বারা। **পত্র**—পদ্মের পাতা। **সমর্পিল**—দিল (গোপীকে)। জলের তরঙ্গকে পদ্মিনীলতার

কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে, হেমাব্জবনে গেলা লুকাইতে। আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে, পদ্মে মুখে নারি চিহ্নিতে ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হস্ত বলা হইয়াছে, কারণ, হাত দিয়া যেমন মানুষ অপরকে কোনও জিনিস অগ্রসর করিয়া দেয়, পদ্মিনীলতাও তদ্রূপ তরঙ্গের সাহায্যে গোপীদিগকে নিজের পত্র (পাতা) অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে তরঙ্গদ্বারা হাতের কাজ সিদ্ধ হওয়ায় তরঙ্গকে পদ্মিনীলতার হাত বলা হইয়াছে।

স্থূলকথা এই যে, জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনীলতার পাতা এদিক ওদিক ভাসিয়া যাইতেছিল, এইরূপে ঢেউয়ের আঘাতে যখন কোনও পদ্মপত্র কোনও গোপীর নিকটে আসিল, তখন সেই পত্র ছিঁড়িয়া লইয়া সেই গোপী নিজের লজ্জা নিবারণ করিলেন (বক্ষঃস্থল ও অধোদেহ আচ্ছাদন করিলেন)। এইরূপে পদ্মপত্র যোগাইয়া পদ্মিনীলতা গোপীদিগের সহায়তা করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে সখী বলা হইয়াছে।

"তরঙ্গ হস্তে" স্থলে "তার হস্তে" পাঠান্তরও আছে।

তার হস্তে—গোপীর-হস্তে (পদ্মিনীলতা নিজের পত্র দিল)।

কেহো—কোনও কোনও গোপী। **মুক্তকেশপাশ**—আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশ (চুল) সমূহকে। **আগে**—দেহের সম্মুখভাগে। **অধোবাস**—শরীরের নিম্নার্দ্ধ আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র।

কোনও কোনও গোপী সুদীর্ঘ আলুলায়িত কেশসমূহদ্বারা দেহের সম্মুখভাগের নিম্নার্দ্ধ আচ্ছাদিত করিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন।

স্বহস্তে—নিজের হস্তদ্বারা। **কঞ্চুলী**—কাঁচুলী, বক্ষঃস্থলের আচ্ছাদন-বস্ত্র বিশেষ। **স্বহস্তে** ইত্যাদি—নিজ নিজ হস্তদ্বারাই স্তনদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কাঁচুলীর কাজ সারিলেন।

"স্বহস্তে"-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "স্বস্তিকে" পাঠ আছে এক রকম মুদ্রার নাম স্বস্তিক। দক্ষিণ করাঙ্গুলির অগ্রভাগ বাম বগলে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ করতলদ্বারা বাম স্তন এবং বাম করাঙ্গুলির অগ্রভাগ দক্ষিণ বগলে প্রবেশ করাইয়া বাম করতলদ্বারা দক্ষিণ স্তন আচ্ছাদন করিয়া বাহুর উপর বাহু রাখিলেই স্বস্তিক মুদ্রা হয়। গোপীগণ এইরূপ স্বস্তিকমুদ্রাদ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন করিয়া কাঁচুলীর কাজ সারিলেন।

যাঁহারা পদ্মপত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিলেন, আর যাঁহারা তাহা পান নাই, তাঁহারা নিজেদের সুদীর্ঘ কেশ এবং হস্তদ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিলেন।

৮৯। কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে—শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রণয়কলহ করিতেছিলেন। **হেমাব্জবনে**—স্বর্ণপদ্মের বনে, যে স্থলে বহু পরিমাণ স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়-কলহে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এই অন্য-মনস্কতার সুযোগে গোপীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে সরিয়া গিয়া স্বর্ণপদ্মের বনে পলাইয়া রহিলেন। স্বর্ণপদ্মের বনে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, গোপীদিগের মুখের বর্ণ এবং শোভা স্বর্ণপদ্মের মতনই, তাই প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের মধ্যে লুকাইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের অস্তিত্ব ঠিক করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের মুখকেও স্বর্ণপদ্ম বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইবেন।

আকণ্ঠ কণ্ঠ পর্য্যন্ত। **বপু**—দেহ, শরীর। **পৈশে**—প্রবেশ করে। **চিহ্নিতে**—ঠিক করিতে। **নারি**—পারি না। "না পারি" পাঠও আছে।

স্বর্ণপদ্মবনে যাইয়া গোপীগণ তাঁহাদের দেহের কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিলেন, সুতরাং পদ্ম-লতা ও পদ্ম-পত্রের অন্তরালে কণ্ঠের নিম্নভাগ আর দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না। প্রত্যেকেরই কেবল মুখখানা মাত্র জলের উপর ভাসিতে লাগিল। তখন প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম ও গোপীমুখ, দেখিতে ঠিক এক রকমই হইল, কোন্‌টী পদ্ম, আর কোন্‌টী মুখ, তাহা স্থির করা যাইত না। মুখের উপরে চক্ষু দুইটী বোধহয় পদ্মের উপর ভ্রমর বলিয়াই মনে হইতেছিল।

এথা কৃষ্ণ রাধাসনে,　　কৈল যে আছিল মনে,
　　গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি,　　জানিঞা সখীর স্থিতি,
　　সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥ ৯০

যত হেমাব্জ জলে ভাসে,　　তত নীলাব্জ তার পাশে,
　　আসি-আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে,　　যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
　　কৌতুক দেখে তীরে সখীগণ॥ ৯১

চক্রবাক-মণ্ডল,　　পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
　　জলে হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল,　　পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
　　চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥ ৯২

উঠিল বহু রক্তোৎপল,　　পৃথক্-পৃথক্ যুগল,
　　পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে,　　উৎপল চাহে রাখিতে,
　　চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯০। কৈল যে আছিল মনে—অভীষ্ট লীলা করিলেন। **অন্বেষিতে**—অনুসন্ধান করিতে, খোঁজ করিতে। **সূক্ষ্মমতি**—সূক্ষ্মবুদ্ধি। **জানিঞা সখীর স্থিতি**—সখীগণ কোথায় আছেন, তাহা স্বীয় সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে জানিতে পারিয়া।

শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন সখীগণকে অন্বেষণ করিতে গেলেন, তখন শ্রীরাধা সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা স্বর্ণপদ্মবনেই লুকাইয়াছেন, তখন তিনিও সে-স্থানে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

৯১। হেমাব্জ—স্বর্ণপদ্ম, এখানে স্বর্ণপদ্ম সদৃশ গোপীমুখ।

নীলাব্জ—নীলপদ্ম, এখানে নীলপদ্মসদৃশ কৃষ্ণমুখ। **তার পাশে**—হেমাব্জের পার্শ্বে।

স্বর্ণপদ্মসদৃশ যতগুলি গোপীমুখ জলে ভাসিতেছিল, নীলপদ্মসদৃশ ঠিক ততগুলি কৃষ্ণমুখও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্তিতে এক এক গোপীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২।৮।৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে—নীলপদ্ম সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের মুখ, স্বর্ণপদ্ম সদৃশ গোপীমুখের সহিত সংলগ্ন হইল। **প্রত্যেকে**—এক নীলাব্জের সহিত এক হেমাব্জের। **তীরে সখীগণ**—যাঁহারা তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সেই সেবাপরা মঞ্জরীগণ।

৯২। চক্রবাক—একরকম পাখী, ইহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। তাই চক্রবাকের সহিত স্তনযুগলের উপমা দেওয়া হইয়াছে। **চক্রবাক-মণ্ডল**—চক্রবাক সদৃশ গোপীস্তনমণ্ডল। সুগোল বলিয়া মণ্ডল বলা হইয়াছে। **পৃথক্ পৃথক্ যুগল**—চক্রবাকসদৃশ প্রতি স্তনদ্বয় পৃথক পৃথক্ স্থানে (পৃথক পৃথক্ গোপী বক্ষে) অবস্থিত। **জলে হৈতে** ইত্যাদি—গোপীগণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন ছিলেন, এখন তাঁহাদের বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত জলের উপরে উঠিল।

পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে পদ্মমণ্ডল বলা হইয়াছে, পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল যে-শ্রীকৃষ্ণের হস্তযুগল, তাহাও জলের উপরে উঠিল। **পৃথক্ পৃথক্ যুগল**—পদ্মসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হস্তদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে (প্রতি গোপী-পার্শ্বে) অবস্থিত। **চক্রবাকে**—চক্রবাক সদৃশ গোপী স্তনযুগলকে। **কৈল আচ্ছাদন**—পদ্মমণ্ডল-যুগল চক্রবাকমণ্ডল যুগলকে আচ্ছাদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীবক্ষে হস্তার্পণ করিলেন।

৯৩। উঠিল—জলের উপরে উঠিল। **রক্তোৎপল**—গোপীদিগের হস্ত। করতল রক্তবর্ণ (লাল) বলিয়া হস্তকে রক্তোৎপল (রক্তকুমুদ, লাল সাঁপলা) বলা হইয়াছে। **পদ্মগণের**—শ্রীকৃষ্ণহস্তের। **করে নিবারণ**—বাধা দেয় (রক্তোৎপল)।

রক্তোৎপল-সদৃশ পৃথক্ পৃথক্ গোপীহস্তযুগল জল হইতে উত্থিত হইয়া পদ্মসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের করযুগলকে বাধা দিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বক্ষে হাত দিতে চাহেন, গোপীগণ নিজ হাতে তাহাতে বাধা দেন।

পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয় ।
ইহাঁ দুঁহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥ ৯৪

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রকে লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার ।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পদ্ম—শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম। **লুঠি নিতে**—স্তনরূপ চক্রবাককে লুঠিয়া লইতে। **উৎপল**—গোপীর হস্তরূপ উৎপল। **রাখিতে**—স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করিতে। **দোঁহার**—পদ্ম ও উৎপলের, শ্রীকৃষ্ণহস্তের ও গোপীহস্তের। **রণ**—যুদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম চক্রবাকযুগলকে লুঠিয়া নিতে উদ্যত, গোপীদিগের হস্তরূপ উৎপল চক্রবাকযুগলকে রক্ষা করিতে উদ্যত, চক্রবাকের নিমিত্তই উভয়ের এই হাতে-হাতে যুদ্ধ।

৯৪। পদ্মোৎপল অচেতন—পদ্ম এবং উৎপল অচেতন পদার্থ, সুতরাং তাহারা কোনও বস্তু লুঠিয়া নিতে পারে না, রক্ষা করিতেও পারে না। **চক্রবাক সচেতন**—চক্রবাক এক রকম পক্ষী, সুতরাং ইহা অচেতন নহে, সচেতন বস্তু। তাই কোনও অচেতন বস্তু যে ইহাকে লুঠিয়া লইয়া যাইবে বা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা সম্ভব নহে। **চক্রবাকে পদ্ম আচ্ছাদয়**—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অচেতন পদ্ম নিজে নিজেই আসিয়া সচেতন চক্রবাককে আচ্ছাদন করিতেছে। (এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার)। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্মদ্বারা গোপীদিগের স্তনরূপ চক্রবাকের আচ্ছাদনের কথাই বলা হইতেছে।

উপমান পদ্ম, উৎপল এবং চক্রবাকের স্বাভাবিক বাচ্যবস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় হয়; কারণ অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাককে আচ্ছাদন করে আর অচেতন উৎপল তাহাকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ পদ্ম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিচালিত হইয়াই স্তনরূপ চক্রবাককে আচ্ছাদন করিয়াছে—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্ভবতঃ দিব্যোন্মাদবশতঃই মহাপ্রভু পদ্ম ও চক্রবাকের স্বাভাবিক বাচ্য বস্তুসমূহের প্রতি এস্থলে বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছেন, অথবা ইহা তাঁহার গোপীভাবসুলভ অদ্ভুত বাক্‌চাতুর্য্য।

এই ত্রিপদীতে অচেতন ও সচেতন শব্দদ্বয়ের ধ্বনি হইতে বুঝা যায়, গোপীস্তন-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের হস্তের এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শে গোপীদের হস্তের স্তম্ভনাত্মক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের হস্ত (পদ্ম) এবং গোপিকার হস্ত (উৎপল) অচেতন (অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যসাধনে অক্ষম) হইয়া গিয়াছিল। আর গোপীগণ স্ব স্ব স্তনদেশে শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিলেন; এই স্পর্শসুখানুভবটী স্তনেতেই আরোপিত করিয়া যেন স্তনই অনুভবশীল সচেতন বস্তুর মতন স্পর্শের অনুভব করিতেছে—এইরূপ মনে করিয়া স্তনকে (চক্রবাককে) সচেতন বলা হইয়াছে।

ইহাঁ—এই স্থানে কৃষ্ণের রাজ্যে। **দুঁহার**—পদ্ম ও চক্রবাকের। **উল্টা স্থিতি**—বিপরীত অবস্থান। স্বভাবতঃ পদ্মের উপরেই চক্রবাক বসে, চক্রবাকের উপরে পদ্ম কখনও থাকে না, কিন্তু এখানে চক্রবাকের (স্তনের) উপরে পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত)—ইহাই উল্টা স্থিতি।

ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি—স্থিতি যেমন উল্টা, ধর্ম্মও তেমনি উল্টা; স্বভাবতঃ পদ্মের উপরে বসিয়া চক্রবাকই পদ্মের রস পান করে কিন্তু এস্থলে চক্রবাকের (স্তনের) উপরে বসিয়া পদ্মই (শ্রীকৃষ্ণের হস্তই) চক্রবাকের রস (স্তনের স্পর্শসুখ) আস্বাদন (অনুভব) করিতেছে। ইহাই ধর্ম্মের (স্বভাবের) বৈপরীত্য।

ঐছে—ঐরূপ, ধর্ম্মের বৈপরীত্যরূপ। **ন্যায়**—নীতি, নিয়ম। **কৃষ্ণের রাজ্যে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের রাজ্যের নিয়মই এইরূপ উল্টা। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, গোপিকার পুরুষবেশধারণ ইত্যাদি অনেক উল্টা রীতি কৃষ্ণের রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

৯৫। আরও একটী অদ্ভুত নিয়মের কথা বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মিত্রের মিত্র　লুঠে আসি—ইহার **অন্বয়** এই :—পদ্ম, (নিজের) মিত্রের মিত্র এবং (নিজের) সহবাসী চক্রকে (চক্রবাককে) লুঠে।

মিত্রের—পদ্মের মিত্র যে সূর্য্য, তাহার সূর্য্যের। মিত্র শব্দের এক অর্থও হয় সূর্য্য। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম বিকশিত হয়, এজন্য সূর্য্যকে পদ্মের মিত্র বলে। **মিত্রের মিত্র**—সূর্য্যের মিত্র চক্রবাক।

যতক্ষণ সূর্য্য আকাশে থাকে (দিবাভাগে), ততক্ষণই চক্রবাক ইতস্ততঃ বিচরণ করে, সূর্য্যাস্ত হইলে চক্রবাক নিজ বাসায় চলিয়া যায়, আর বাহিরে থাকে না। তাই চক্রবাককে সূর্য্যের মিত্র বলা হইল।

পদ্মের মিত্র হইল সূর্য্য, আর সূর্য্যের মিত্র হইল চক্রবাক, সুতরাং চক্রবাক হইল পদ্মের মিত্রের মিত্র, তাই চক্রবাক পদ্মের মিত্র।

সহবাসী—যাহারা একত্রে বাস করে। পদ্ম ও চক্রবাক উভয়েই একত্র একই সময়ে দিনে জলে বাস করে, সুতরাং চক্রবাক হইল পদ্মের সহবাসী।

চক্রে—চক্রবাককে।

চক্রবাক হইল পদ্মের মিত্রের মিত্র সুতরাং পদ্মেরও মিত্র আবার পদ্ম ও চক্রবাক একসঙ্গেই জলে বাস করে (সহবাসী) এই হিসাবেও চক্রবাক পদ্মের মিত্র। এই অবস্থায় চক্রবাককে রক্ষা করাই পদ্মের পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া, পদ্ম আসিয়া চক্রবাককে লুঠিয়া লইতে চাহিতেছে, কি আশ্চর্য্য (বিরোধাভাস অলঙ্কার)।

কৃষ্ণের রাজ্যে ইত্যাদি—কৃষ্ণের রাজ্যে এইরূপই অদ্ভুত আচরণ।

"অপরিচিত শত্রুর মিত্র" ইত্যাদির অন্বয় :—উৎপল, নিজের অপরিচিত (চক্রবাককে) এবং নিজের শত্রুর মিত্রকে (চক্রবাককে) রক্ষা করে (রাখে), ইহা বড়ই বিচিত্র।

অপরিচিত—চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হইয়াছে। উৎপল রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়, আর চক্রবাক বিচরণ করে দিনে, সুতরাং চক্রবাকের সঙ্গে উৎপলের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাই চক্রবাককে উৎপলের অপরিচিত বলা হইয়াছে। **শত্রুর মিত্র**—চক্রবাক হইল উৎপলের শত্রুর মিত্র, সুতরাং নিজেরও শত্রু। সূর্য্যোদয় হইলেই উৎপল মুদ্রিত হয়, যেন মরিয়া যায়, তাই সূর্য্যকে উৎপলের শত্রু বলা হয়। আর সূর্য্যের মিত্র যে চক্রবাক, তাহা পূর্ব্বার্দ্ধের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। সুতরাং চক্রবাক হইল উৎপলের শত্রুর মিত্র। **এ বড় চিত্র**—ইহা বড়ই বিচিত্র অত্যন্ত অদ্ভুত।

চক্রবাক একে তো উৎপলের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাতে আবার শত্রুর মিত্র, সুতরাং শত্রুতুল্য, এই অবস্থায় উৎপল যে চক্রবাককে রক্ষা করিবে, ইহা কোনও মতেই সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষ্ণের রাজ্যে দেখিতেছি, উৎপলই (গোপীদের হস্ত) চক্রবাককে (গোপীদিগের স্তনকে) রক্ষা করিতেছে। ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। (বিরোধাভাস অলঙ্কার।)

বিরোধ-অলঙ্কার—যে স্থলে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু বিরোধের ন্যায় মনে হয়, সে-স্থলে বিরোধ অলঙ্কার হয়। বিরোধঃ স বিরোধাভঃ বিরোধাভ ইতি ন বস্তুতো বিরোধঃ বিরোধইব ভাসত ইত্যর্থঃ॥ ইতি অলঙ্কার কৌস্তুভঃ ৮।২৬॥

পূর্ব্বোক্ত "মিত্রের মিত্র সহবাসী" ও "অপরিচিত শত্রুর মিত্র" ইত্যাদি ত্রিপদীতে বিরোধ অলঙ্কার হইয়াছে। যথাশ্রুত অর্থে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ, সাধারণতঃ মিত্রকে মিত্র আক্রমণ করে না, শত্রুকেও কেহ রক্ষা করে না। কিন্তু বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই, কারণ, গোপীদিগের স্তনকেই শ্রীকৃষ্ণ-হস্ত আক্রমণ করিয়াছে, গোপীদিগের নিজহস্তই তাঁহাদের নিজ স্তনকে রক্ষা করিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক।

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার পরকাশ
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্রকর্ণ-যুগ জুড়াইল ॥ ৯৬
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।

গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ৯৭
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দির কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৯৬। **অতিশয়োক্তি**—যে স্থলে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, কেবল উপমানেরই উল্লেখ থাকে এবং সেই উপমানদ্বারাই উপমেয় নির্ণয় করিতে হয়, সেই স্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। "নিগীর্ণস্তোপমানেনোপমেয়স্ত নিরূপণম্। যৎস্যাদতিশয়োক্তিঃ সা॥—অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ ৮।৩৫॥ পূর্ব্বোক্ত "ত হেমাব্জ" ইত্যাদি ত্রিপদীতে, হেমাব্জের সঙ্গ গোপীমুখের এবং নীলাব্জের সঙ্গ কৃষ্ণমুখের উপমা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং গোপীমুখ ও কৃষ্ণমুখ হইল উপমেয় এবং যথাক্রমে হেমাব্জ ও নীলাব্জ হইল তাহাদের উপমান। উক্ত ত্রিপদীসমূহে উপমেয়ের (গোপীমুখ ও কৃষ্ণমুখের) উল্লেখ নাই, কেবল উপমানের (হেমাব্জ ও নীলাব্জের) উল্লেখ আছে। এই হেমাব্জ হইতে গোপীমুখের এবং নীলাব্জ হইতে কৃষ্ণমুখের প্রতীতি করিতে হইবে। তাই উক্ত ত্রিপদীসমূহে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। "বর্ষে তড়িদ্গণ' ইত্যাদি ত্রিপদীতেও অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

দুই অলঙ্কার পরকাশ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জলকেলি লীলায়, অতিশয়োক্তি ও বিরোধ—এই দুইটী অলঙ্কারকে সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন।

যাহা—যে দুই অলঙ্কারের প্রকটদৃশ্য। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলিতে যে দুইটী অলঙ্কার প্রকটিত হইয়াছে তাহা, স্থূলতঃ, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত জলকেলিরঙ্গ (আস্বাদন করিয়া আমার মন আনন্দিত হইল)।

করি আস্বাদন—প্রকট অলঙ্কার দুইটী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া। **নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল**—জলকেলি দর্শনে আমার নয়ন যুগল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের নর্ম্ম পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার কর্ণযুগল শীতল হইল।

"কর্ণ যুগ" স্থানে "কর্ণযুগ্ম" পাঠান্তরও আছে।

৯৭। **ঐছে**—ঐরূপ, পূর্ব্ববর্ণিত রূপ। **চিত্রক্রীড়া**—বিচিত্র ক্রীড়া অদ্ভুত জলকেলি। **তীরে**—যমুনা হইতে উঠিয়া তীরে আসিলেন। **গন্ধতৈল**—সুগন্ধি তৈল। **আমলকী উদ্বর্ত্তন**—একরকম গাত্রমার্জ্জন, ইহা আমলকী বাটিয়া তৈয়ার করিতে হয়। শরীরের ময়লা দূর করার জন্য ইহা গাত্রে মার্জ্জন করা হয়। **তীরে সখিগণ**—তীরস্থিতা সেবাপরা মঞ্জরীগণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাদি যমুনা হইতে উঠিয়া তীরে আসিলে সেবাপরা মঞ্জরীগণ তাঁহাদের দেহে সুগন্ধি তৈল এবং আমলকীর উদ্বর্ত্তন মর্দ্দন করিয়া দিলেন।

৯৮। তৈলাদি মর্দ্দনের পরে তাঁহারা সকলে আবার স্নান করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিলেন, তারপর যমুনাতীরস্থ রত্নমন্দিরে গেলেন।

শুষ্কবস্ত্র—জলকেলির পূর্ব্বে যে-সকল "পট্টবস্ত্র অলঙ্কার" সেবাপরা মঞ্জরীদিগের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন, স্নানান্তে তাহাই আবার পরিধান করিলেন। **বৃন্দা**—বৃন্দানাম্নী বনদেবী, ইনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সহায়কারিণী। **সম্ভার**—সংগ্রহ। **বৃন্দাকৃত সম্ভার**—বৃন্দাদেবীকৃত সম্ভার, বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাগোবিন্দের নিমিত্ত যে-সমস্ত গন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। **গন্ধপুষ্প অলঙ্কার**—নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য, সুন্দর ও সুগন্ধি পুষ্প, পত্রপুষ্পাদি-রচিত নানাবিধ অলঙ্কার, এ-সমস্তই বৃন্দাকৃত সম্ভার। **বন্যবেশ করিল রচন**—বৃন্দাদেবীর

বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যতজন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল ॥ ৯৯
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালী ভরি,
রত্নমন্দির-পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০০

এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানাজাতি,
কলা কোলি বিবিধপ্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥ ১০১
খরমুজা খিরিণী তাল, কেশর পানীফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোনদেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সবপ্রাপ্তি,
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত ? ॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সংগৃহীত গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কারাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ বন্যবেশে সজ্জিত হইলেন। বনজাত গন্ধপুষ্প এবং বনজাত পুষ্পপত্রাদির অলঙ্কার দ্বারা বেশ রচনা করা হইয়াছে বলিয়া বন্যবেশ বলা হইয়াছে।

৯৯-১০০। এই ত্রিপদীতে বৃন্দাবনের তরুলতাদির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। বৃন্দাবনের প্রত্যেক ফলের গাছেই বারমাস সমান ভাবে ফল ধরে, প্রত্যেক ফুলের গাছেই বারমাস সমানভাবে ফুল ধরে, সুতরাং কোনও সময়েই কোনও ফলের বা ফুলের অভাব হয় না। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, কারণ, অন্যত্র কোনও বৃক্ষই বারমাস ফল বা ফুল দেখা যায় না। বৃন্দাবনের তরুলতাদি স্বরূপতঃ কৃষ্ণলীলার সহায়ক চিদ্বস্তুবিশেষ।

দেবীগণ—বৃন্দাদেবীর কিঙ্করী বনদেবীগণ। **কুঞ্জদাসী**—যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসকুঞ্জাদির সেবা করেন, বৃন্দার নির্দ্দেশমত কুঞ্জাদি সাজাইয়া রাখেন, সেই সমস্ত বনদেবীগণ।

উত্তম সংস্কার করি—কুঞ্জদাসী বনদেবীগণ বন হইতে ফল পাড়িয়া আনিয়া সুন্দর ও পবিত্রার পরিচ্ছন্নরূপ ভোজনের উপযোগী খণ্ডাদি করিয়া বড় বড় থালিতে ভরিয়া রত্নমন্দিরের পিণ্ডার উপরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

ভক্ষণের ক্রম—যে বস্তুর পর যে-বস্তু খাইতে হইবে, ঠিক সেই বস্তুর পর সেই বস্তু যথাক্রমে রাখিয়াছেন।

আগে আসন—থালির সম্মুখভাগে বসিবার নিমিত্ত আসনও পাতিয়া রাখিয়াছেন।

১০১। এক্ষণে কয় ত্রিপদীতে বনজাত দ্রব্যের বিবরণ দিতেছেন।

এক নারিকেল ইত্যাদি—নানা রকমের নারিকেল, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট, বিভিন্ন রকমের নারিকেল, অথবা, ডাব, দোরোখা, ঝুনা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার নারিকেল। **এক আম্র** ইত্যাদি—বিভিন্ন জাতীয় আম, নানারকম স্বাদবিশিষ্ট, নানারকম বর্ণের, আশযুক্ত, আঁশহীন, কাঁচ, পাকা, গালা ইত্যাদি। **কলা**—কদলী, রম্ভা। **কোলি**—কুল, বদরি। **বিবিধপ্রকার**—নানা রকমের কলা, নানারকমের কুল। **পনস**—কাঁঠাল। **খর্জ্জুর**—খেজুর। **নারঙ্গ**—লেবু-জাতীয় একরকম ফল। **জাম**—কালজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি। **সমতারা**—একরকম ফল, মিষ্টিও লাগে, একটু একটু টকও লাগে, **দ্রাক্ষা**—আঙ্গুর। **মেওয়া**—পেস্তা প্রভৃতি।

১০২। খিরিণী—একরকম শশা (টীপন দ্র)। **তাল**—সম্ভবতঃ কচিতালের শাঁস। **কেশর**—কেশুর। **পানীফল**—জলজ শিঙ্গারা। **মৃণাল**—পদ্মের মৃণাল। **বিল্ব**—বেল। **পিলু**—এক রকম ফল, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। **কোনদেশে কারো খ্যাতি**—এক এক দেশ এক এক ফলের জন্য বিখ্যাত, সকল ফল এক দেশে জন্মে না। **কিন্তু বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি**—বৃন্দাবনে সকল দেশের সকল ফলই বারমাস পাওয়া যায়। **সহস্র জাতি**—হাজার হাজার জাতীয় ফল।

গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপূপী অমৃত-পদ্ম চিনি।
খণ্ড-খিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ ১০৩

ভক্ষ্যের পরিপাটি দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৪

কেহো করে বীজন, কেহো পাদ-সংবাহন,
কেহো করায় তাম্বূলভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৫

হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৩। ফলের কথা বলিয়া এক্ষণে মিষ্টান্নাদির কথা বলিতেছেন। গঙ্গাজল, অমৃতকেলি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্নের (মিঠাইয়ের) নাম।

এই সমস্ত মিষ্টান্ন বনজাত নহে, শ্রীরাধা নিজগৃহে এই সমস্ত তৈয়ার করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেবাপরা মঞ্জরীগণের দ্বারা।

১০৪। দোঁহে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ভোজনের পরে তাঁহারা উভয়ে মন্দিরে যাইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

১০৫। উভয়ে শয়ন করিলে পর সখীগণের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগকে বীজন করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাদের পাদসংবাহন (পা টিপিয়া দেওয়া) করিতে লাগিলেন, আবার কেহ বা তাম্বূল ভক্ষণ করাইতে (রাধাকৃষ্ণকে পান খাওয়াইতে) লাগিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে সখীগণ নিজ নিজ স্থানে যাইয়া শয়ন করিলেন।

দেখি আমার ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন সখীদিগের সেবা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রা দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

১০৬। হেনকালে—যখন আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের নিদ্রা দেখিয়া সুখ অনুভব করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে। **তুমি সব**—তোমরা সকলে। স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। **ইহাঁ**—এই স্থানে, বৃন্দাবন হইতে। এই ত্রিপদী হইতে বুঝা যায়, এখন প্রভুর অন্তর্দশার ঘোর (যাহা অর্দ্ধবাহ্যদশায় ছিল, তাহার) অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, বাহ্যদশার ভাবটাও কিছু বেশী হইয়াছে। তাই পার্শ্বস্থ লোকদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ বাহ্য হয় নাই—পার্শ্বে লোক আছে, ইহাই বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু এই লোক কে, তাহা এখনও চিনিতে পারেন নাই।

কাহাঁ যমুনা ইত্যাদি—বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দর্শনের সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় প্রভু অত্যন্ত খেদ করিয়া বলিতেছেন—"হায়! হায়! আমি যাহা এতক্ষণ পরম সুখে দেখিতেছিলাম, সে-যমুনা কোথায়? সেই বৃন্দাবন কোথায়? সেই কৃষ্ণ কোথায়? সেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণই বা কোথায়? কেন তোমরা আমাকে তাঁহাদের দর্শনানন্দ হইতে বঞ্চিত করিলে?"

কেহ কেহ বলেন, এই জলকেলি-সম্বন্ধীয় প্রলাপটি চিত্রজল্পের অন্তর্গত সুজল্পের দৃষ্টান্ত। আমাদের তাহা মনে হয় না, কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না (৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষভাগ দ্রষ্টব্য) ইহাতে সুজল্পের বিশেষ লক্ষণও (গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চপলতা, উৎকণ্ঠা ও সরলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় জিজ্ঞাসা) নাই। কেহ কেহ বলেন, "কাহাঁ যমুনা বৃন্দাবন" ইত্যাদি বাক্যে "সোৎকণ্ঠ সরলভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা" আছে,

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিল—॥ ১০৭
ইহাঁ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥ ১০৮
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রতরঙ্গে ভাসি এতদূর আইলা॥ ১০৯
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥ ১১০
সব রাত্রি তোমারে সভে বেড়াই অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলুঁ আসিয়া॥ ১১১
তুমি মূর্চ্ছা ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সভে মনে পাই পীড়া॥ ১১২
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহা যে শুনিল॥ ১১৩
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাঙ—বৃন্দাবনে।
দেখি—কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥ ১১৪
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল—হেন লয় মনে॥ ১১৫
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥ ১১৬
এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে—পায় চৈতন্যচরণ॥ ১১৭
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যা'র আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১৮

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্র-পতনং নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাই ইহা সুজল্প। কিন্তু সুজল্প হইতে হইলে সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ তো থাকিবেই, চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণও থাকা চাই, চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ না থাকিলে কেবল সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ থাকিলেও সুজল্প হইবে না। এই প্রলাপে চিত্রজল্পের লক্ষণ নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুজল্পের বিশেষ লক্ষণ আছে বলিয়াও মনে হয় না। 'কাহাঁ যমুনা" বৃন্দাবনাদি প্রভুর আক্ষেপোক্তি, সরলতা ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জিজ্ঞাসা নহে। এই প্রলাপটী দিব্যোন্মাদের বাচনিক অভিব্যক্তির বৈচিত্রী বিশেষ। (৩।১৪। ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।)

১০৭। এতেক কহিতে—"কাহাঁ যমুনা" ইত্যাদি বলিতে বলিতে। **কেবল বাহ্য**—সম্পূর্ণ বাহ্যদশা। **স্বরূপ গোসাঞিকে দেখি**—কেবল বাহ্য হইতেই পার্শ্বস্থ স্বরূপ-দামোদরকে চিনিতে পারিলেন।

১০৮। ইহাঁ—এই স্থানে, সমুদ্রতীরে।

১০৯। "যমুনার ভ্রমে" হইতে স্বরূপ দামোদরের উক্তি, প্রভুর প্রতি।

১১৩। এই পর্য্যন্ত স্বরূপ দামোদরের উক্তি শেষ।

১১৪। স্বপ্ন দেখিলাঙ—প্রভু গোপীভাবের আবেশে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা এখন স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইতেছে।

কৃষ্ণ রাস করে ইত্যাদি—প্রলাপে এই রাসের কথা বলেন নাই। সম্ভবতঃ সমুদ্রে পতনের পূর্ব্বে যে ভাবাবেশে প্রভু বনে বনে ঘুরিতেছিলেন, তখনই রাস দর্শন করিয়াছিলেন; তারপর সমুদ্রে পড়িয়া জলকেলি আদি প্রলাপ-বর্ণিত লীলা দর্শন করিয়াছেন।

১১৫। জলক্রীড়া—রাসের পরে জলকেলি, তারপর বন্য ভোজন করিয়াছেন।

প্রভু যাহা দেখিয়াছেন, তাহা তিনি বাস্তবিকই দেখিয়াছেন, এ সমস্ত সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল নহে।

১১৬। রূপগোসাঞি—স্বরূপগোস্বামী।

অন্ত্য-লীলা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে॥ ২

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥ ৩

প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে—॥ ৪

"নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মাতৃভক্তশিরোমণিং মাতৃভক্তানাং শিরোভূষণং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। মধূদ্যানে বৈশাখীপূর্ণিমায়াং জগন্নাথবল্লভনাম-কৃত্রিমবনে ললাস বিহৃতবান্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্য-লীলার এই ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি এবং দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভুর দিব্যনৃত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্ত-শিরোমণি) তং কৃষ্ণচৈতন্যং (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি) মুখসংঘর্ষী (ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণকারী) যঃ (যিনি) প্রলপ্য (প্রলাপ করিয়া) মধূদ্যানে (বসন্তকালে বনে) ললাস (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। আমি সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রকে বন্দনা করি, যিনি ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রলাপ করিয়া বসন্তকালে বনে বিহার করিয়াছিলেন। ১

মাতৃভক্তশিরোমণিম্—মাতৃভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **মধূদ্যানে**—মধুকালে (বসন্তকালে—বৈশাখীপূর্ণিমায়) উদ্যানে (জগন্নাথবল্লভ নামক কৃত্রিম উপবনে)।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। **উন্মাদ প্রলাপ**—দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রলাপ।

৪। **বিচ্ছেদ-দুঃখিতা**—পুত্রবিচ্ছেদ-দুঃখিতা (শচীমাতা)। **জননী**—শচীমাতাকে। **আশ্বাসিতে—প্রভুর** বার্ত্তা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে।

৫। ছয় পয়ারে, শচীমাতার নিকট জগদানন্দ পণ্ডিতকে কি কি বলিতে হইবে, প্রভু তাহা উপদেশ করিতেছেন।

কহিহ তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৬
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৭
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ ৮
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার ॥ ৯
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥" ১০
গোপলীলায় পাযে যেই প্রসাদ বসনে।
মাতাকে পাঠায়ে তাহা পুরীর বচনে ॥ ১১
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায আর ভক্তগণে ॥ ১২
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয়ে শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৩
জগদানন্দ নদীয়া গিযা মাতাবে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকলি কহিলা ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"পণ্ডিত, তুমি নদীয়ায় যাও, যাইয়া মাকে আমাব নমস্কাব জানাইবে, আমাব নামে (আমাব প্রতিনিধিরূপে) তুমি মায়ের পাদপদ্ম ধরিয়া নমস্কাব করিবে।"

৬। "মাকে বলিও, তিনি আমাকে নিত্যই স্মবণ করেন, তাহা আমি জানিতে পারি, আমিও নিত্যই যাইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিয়া থাকি।" আবির্ভাবে প্রভু নদীয়াতে নিত্য মায়েব চরণ বন্দন করিতেন।

৭। "আবও বলিও, যেদিন তিনি আমাকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা করেন, আমিও সেইদিন যাইয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য খাইয়া থাকি।" এস্থলেও প্রভু আবির্ভাবেই যাইতেন।

৮। আব বলিও, "মায়েব সেবা ছাড়িয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমাব পক্ষে পাগলের কাজই হইয়াছে। ধর্ম্মেব নিমিত্ত আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমি আমাব ধর্ম্ম নষ্টই করিয়াছি, কারণ, মাতৃসেবা ছাড়িয়া কেহ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না।"

বাতুল—বাউল, পাগল, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য।

৯। "মায়ের চরণে আমাব প্রার্থনা জানাইও, তিনি যেন তাঁহার এই অবোধ ছেলেব অপরাধ—মাতৃসেবা-ত্যাগজনিত অপবাধ—ক্ষমা করেন। যদিও আমি সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার চরণ হইতে দূরে রহিয়াছি, তথাপি আমি তাঁহারই অধীন, যেহেতু আমি তাঁহার পুত্র, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই, তিনি যেন কৃপা করিয়া নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।"

১০। "আমি মায়ের অধীন বলিয়াই, মায়েব আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি, মায়ের আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না, তাই যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে পারি না।"

১১। **গোপলীলায়**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উপলক্ষ্যে প্রভু গোপবেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাদি করিতেন। প্রভুর এই লীলাকেই এস্থলে গোপলীলা বলা হইয়াছে। **প্রসাদ বসনে**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীবস্ত্র। অথবা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র। গোপবেশে নৃত্য-উপলক্ষ্যে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র দিতেন। **পুরীর বচনে**—শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর আদেশে। গোপলীলায় প্রতি বৎসরই প্রভু মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাইতেন, শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীর আদেশে প্রতি বৎসরই তাহা প্রভু মাতার নিকটে পাঠাইতেন।

১২। গোপলীলায় প্রাপ্ত মহাপ্রসাদব্যতীত, আরও উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া, মাতার জন্য এবং গৌড়ের ভক্তগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠাইতেন।

আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥ ১৫
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ ১৬
তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে, কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৭
"প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥ ১৮
বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ১৯
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১৫। আচার্য্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য প্রভৃতি। **প্রসাদ দিয়া**- মহাপ্রভুর প্রেরিত মহাপ্রসাদ দিয়া। **মাতা ঠাঞি**—শচীমাতার নিকটে। **আজ্ঞা**—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি।

জগদানন্দ একমাস নদীয়ায় রহিলেন, তারপর নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার জন্য শচীমাতার আদেশ লইলেন।

১৬। আচার্য্যের ঠাঞি—অদ্বৈত আচার্য্যের নিকটে। **আজ্ঞা মাগিল**—নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। **সন্দেশ**—বার্ত্তা, সংবাদ।

মহাপ্রভুর নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে একটা সংবাদ বলিলেন। এই সংবাদটী একটা তর্জ্জার আকারে বলা হইয়াছিল।

১৭। তর্জ্জা প্রহেলী—তর্জ্জা ও প্রহেলী প্রায় একার্থবোধক শব্দ। এস্থলে বোধ হয়, "তর্জ্জা"-শব্দ "ভঙ্গীযুক্ত বাক্য"-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তর্জ্জা প্রহেলী—ভঙ্গীযুক্ত-বাক্যময়ী প্রহেলিকা।

প্রহেলী—প্রহেলিকা, হেঁয়ালী, যাহাতে উদ্দিষ্ট অর্থ-গোপনের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হয় যে, তাহাদের যথাশ্রুত অর্থ এক রকম হয়, আর আসল অর্থ অন্যরূপ হয়, তাহাকে প্রহেলিকা বলে। "ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যেতে সা প্রহেলিকা।"

ঠারে ঠোরে—ইঙ্গিতে।

প্রভুর নিমিত্ত আচার্য্য যে সংবাদটী পাঠাইলেন, তাহা প্রহেলিকার (হেঁয়ালীর) আকারে ইঙ্গিতে পাঠাইলেন, সুতরাং তাহা জগদানন্দ বুঝিতে পারিলেন না, অন্য কেহও বুঝিতে পারিল না, একমাত্র প্রভুই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

পরবর্ত্তী "বাউলকে কহিয়" ইত্যাদি দুই পয়ারে প্রহেলিকা (বা তর্জ্জাটী) ব্যক্ত হইয়াছে।

১৮। আচার্য্য জগদানন্দকে বলিলেন—"প্রভুকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানাইবে, আর তাঁর চরণে আমার একটী নিবেদন আছে, তাহাও জানাইবে।" এই নিবেদনটী পরবর্ত্তী দুই পয়ারে তর্জ্জায় বলা হইয়াছে।

১৯-২০। "বাউলকে কহিয়" হইতে "ইহা কহিয়াছে বাউল" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে আচার্য্যের তর্জ্জা। **তর্জ্জার** যথাশ্রুত অর্থ (বা অন্বয়) এইরূপ:—"জগদানন্দ! বাউলকে বলিও, লোক বাউল হইল। বাউলকে বলিও, হাটে চাউল বিকায় না। বাউলকে বলিও, কাজে আউল নাই। বাউলকে কহিও, ইহা বাউলে কহিয়াছে।" মোটামোটী সংবাদটী হইল এই যে—"লোকে বাউল হইয়াছে, হাটে আর চাউল বিকায় না, কাজেও আর আউল নাই।"

এই তর্জ্জার গূঢ় অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য।

বাউলকে—বাতুলকে, উন্মত্তকে, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

লোকে হইল বাউল—সমস্ত লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে।

হাটে না বিকায় চাউল—প্রত্যেক লোকের ঘরেই যখন যথেষ্ট চাউল থাকে, সুতরাং যখন কাহারও আর চাউলের অভাব থাকে না, তখনই হাটে চাউল বিক্রয় হয় না. চাউলের দোকানদারকে অনর্থক চাউল লইয়া

এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা ॥ ২১

তর্জ্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন করিলা ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

হাটে বসিয়া থাকিতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউলের দোকানদার ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতাদি। হাটের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা যাকে তাকে প্রেমরূপ-চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সকল লোকেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে, বাকী আর কেউ নাই, তাই, এখন গ্রাহক অভাবে প্রেমের হাটে আর প্রেমরূপ চাউল বিক্রয় হয় না, দোকানদারদিগকে অনর্থক বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রেমকে চাউল বলার হেতু এই যে, চাউল যেমন লোকের দেহ ধারণের এবং দেহপুষ্টির একমাত্র উপকরণ, তদ্রূপ প্রেমও জীবের স্বরূপে স্থিতির এবং স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য করিবার পক্ষে একমাত্র উপকরণ ও সহায়।

আউল—আকুল, আকুলতা, ব্যস্ততা।

পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় অনেক স্থলে শব্দের মধ্যবর্ত্তী "ক্" লোপ পাইতে দেখা যায়। এখনও অনেক স্থলে "দোকান"কে "দোয়ান", "শিকড"কে "শিয়ড", "বকম"কে "র-অম—এ কি র-অম কথা", "নিকাল"কে "নিয়াল—গরুটা নিয়াল (বাহির কর)" ইত্যাদি বলিতে শুনা যায়। সম্ভবতঃ, এই ভাবেই "আকুল" শব্দ "আউলে" পরিণত হইয়াছে।

কাজে নাহিক আউল—কাজে আর ব্যস্ততা নাই। হাটে কেহই চাউল কিনিতে আসে না বলিয়া চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকানদারদেরও আর ব্যস্ততা নাই, তাহাদিগকে চুপ চাপ করিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়। গূঢ়ার্থ এই যে, সকল লোকই প্রেমোন্মত্ত হওয়ায় প্রেম বিতরণ কার্য্যের আর প্রয়োজন নাই, তাই, যাহাদের উপর প্রেম বিতরণের ভার ছিল, তাহাদের আর কার্য্য ব্যস্ততা নাই, সকলেই চুপ চাপ বসিয়া আছে।

তর্জ্জার গূঢ় অর্থ বোধ হয় এই যে:—প্রভু, কলিহত জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দেওয়ার নিমিত্তই তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তুমিও কৃপা করিয়া আসিয়াছ, আসিয়া নির্ব্বিচারে, যাকে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছ, এখন সকলেই প্রেম পাইয়াছে, সকলেই প্রেমোন্মত্ত, কৃষ্ণপ্রেম পায় নাই—এমন লোক এখন আর একজনও নাই, সুতরাং প্রেম-বিতরণেরও আর কোনও প্রয়োজন নাই।

বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আরও বলিলেন, "জগদানন্দ। তুমি সেই বাউলকে (প্রেমোন্মত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) বলিও যে, বাউল (প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত আচার্য্য) ইহা (এই তর্জ্জা) বলিয়াছে।"

২১। এত শুনি—তর্জ্জা শুনিয়া।

হাসিতে লাগিলা—প্রহেলী শুনিয়া, তাহার গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া এবং যথাশ্রুত অর্থ হাস্যজনক বলিয়া জগদানন্দ হাসিলেন।

প্রভুকে কহিলা—আচার্য্যের তর্জ্জা প্রভুকে বলিলেন।

২২। ঈষৎ হাসিলা—একটু হাসিলেন। "কাজের সময় ডাকা, আর কাজ সারিয়া গেলেই তাড়াইয়া দেওয়া"—তর্জ্জা শুনিয়া এইরূপ একটা কথা মনে পড়িতেই বোধহয় প্রভু একটু হাসিলেন। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্য্যই প্রভুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, এখন, তর্জ্জায় প্রভুকে জানাইলেন—"জগতের কল্যাণ হইয়া গিয়াছে, কল্যাণজনক কোনও কাজই আর বাকী নাই।" ইহাদ্বারা ভঙ্গীতে জানাইলেন যে, "প্রভু, তোমার আর প্রকট থাকার কোনও দরকার নাই, অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে তুমি এখন অন্তর্দ্ধান করিতে পার।"

তাঁর যেই আজ্ঞা—তর্জ্জা শুনিয়া, আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রভু একটু হাসিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা, তথাস্তু; আচার্য্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক", ইহা বলিয়াই প্রভু চুপ করিয়া রহিলেন।

জানিঞাহো স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে পুছিল—।
এই ত তর্জ্জার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ ২৩
প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৪
উপাসনা-লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ ২৫
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন ? ॥ ২৬
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ ২৭
শুনিযা বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মৌন করিল—চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত-আচার্য্য যে তাঁহাকে অন্তর্দ্ধান কবার ইঙ্গিতই দিয়াছেন, ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে সকলেরই মনে কষ্ট হইবে, তাই প্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন।

২৩। স্বরূপ-দামোদর তর্জ্জার অভিপ্রায় বুঝিতে পরিয়াছিলেন, তথাপি—বোধহয় নিজের মনের সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা নিজে যাহা বুঝিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদ্বিপরীত কিছু শুনিবার লোভেই প্রভুকে তর্জ্জার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৪। স্বরূপদামোদরের জিজ্ঞাসায় প্রভু তর্জ্জার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না, প্রভুও অন্য কথার ব্যপদেশে ইঙ্গিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য। **পূজক প্রবল**—শক্তিশালী পূজক। **আগম-শাস্ত্রের** ইত্যাদি—আগম-শাস্ত্রে পূজার যে-সমস্ত বিধানাদি আছে, অদ্বৈত-আচার্য্য সে-সমস্ত বিধানে বিশেষ অভিজ্ঞ। **কুশল**—অভিজ্ঞ।

২৫। আগমের বিধান এই যে, পূজার নিমিত্ত দেবতাকে আহ্বান করিতে হয়, যতক্ষণ পূজা হয়, ততক্ষণ দেবতাকে পূজাস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় এবং পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জ্জন (বিদায়) দিতে হয়।

উপাসনা-লাগি—পূজার উদ্দেশ্যে। **আবাহন**—আহ্বান। **করে নিরোধন**—দেবতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, অন্যত্র যাইতে দেয় না।

২৬। **পূজা নির্ব্বাহ** ইত্যাদি—পূজা শেষ হইয়া গেলে দেবতাকে বিসর্জ্জন দেয়।

ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন যে, "জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের নিমিত্ত আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, যতক্ষণ প্রেম-প্রচার-কার্য্য চলিতেছিল, ততক্ষণ আমাকে রাখিয়াছেন, এখন, প্রেম-প্রচারের আর প্রয়োজন নাই, তাই আমাকে বিদায় দিতেছেন।"

তর্জ্জার না জানি অর্থ—সকলের নিকটে যেন তর্জ্জার গূঢ় অভিপ্রায়টী প্রকাশ না পায়, তাই প্রভু বলিলেন, "তর্জ্জার অর্থ আমি জানি না।"

কিবা তাঁর মন—অদ্বৈত আচার্য্যের অভিপ্রায় কি, তাহাও জানি না।

২৭। প্রভু যে-তর্জ্জার অর্থ বুঝেন নাই, সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রভু বলিলেন—"আচার্য্য মহাযোগেশ্বর, তিনি নিজেও তর্জ্জা প্রস্তুত করিতে জানেন, সকল তর্জ্জার অর্থও তিনি জানেন, (তর্জ্জাতে সমর্থ)। তর্জ্জার অর্থ বুঝিবার শক্তি আমার নাই।"

২৮। **বিস্মিত**—আচার্য্য এমন তর্জ্জা করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহার অর্থ প্রভুও বুঝিতে পারেন না; যিনি কত কত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, সেই প্রভুও এই তর্জ্জার অর্থ বুঝিলেন না, ইহা জানিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

বিমন—মনে দুঃখিত, বিষণ্ণ। স্বরূপ গোসাঞি তর্জ্জার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন, তাই প্রভুর লীলা-সম্বরণের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন।

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ ২৯
উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢে অনুক্ষণে ॥ ৩০
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদলক্ষণ ॥ ৩১
রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজসখীজন ॥ ৩২
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পঢ়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৩

তথাহি ললিতমাধবে (৩।২৫)—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ বিধিম্ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে সখি হে বিশাখে। নন্দকুলচন্দ্রমা নন্দনন্দনঃ ক কুত্র দর্শয় ইতি শেষঃ। শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিতঃ ক কুত্র। মন্দ্রমুরলীরবঃ গভীরবংশীধ্বনিঃ ক কুত্র। নু ভো হে সখি। সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ইন্দ্রনীলমণিকান্তিঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৯। সেই দিন হৈতে—যে-দিন আচার্য্যের তর্জ্জা পাইলেন, সেই দিন হইতে।

আর দশা—অন্যরূপ অবস্থা। এ পর্য্যন্ত অবতারের আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য জীব-উদ্ধার কার্য্যের অনুরোধে সময় সময় প্রভুর বাহ্যদশার উদয় হইত, কিন্তু যে-দিন তর্জ্জা পাইলেন, সেই দিন প্রভু বুঝিলেন যে, জীব-উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাই সেই দিন হইতে প্রভু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য—ব্রজলীলার আস্বাদন কার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে চিত্ত-নিয়োগ করিলেন। ইহাই বাহ্যদৃষ্টিতে প্রভুর অবস্থান্তর।

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা ইত্যাদি—সেই দিন হইতে, রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

৩০। উন্মাদ প্রলাপ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদের আচরণ এবং প্রলাপ। **রাধাভাবাবেশে**—কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা, প্রতিক্ষণে।

৩১। আচম্বিতে ইত্যাদি—শ্রীরাধাভাবের আবেশে হঠাৎ প্রভুর মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে চড়িয়া মথুরায় গমন করিতেছেন।

উদ্‌ঘূর্ণা ইত্যাদি—দিব্যোন্মাদের ফলে প্রভু উদ্‌ঘূর্ণাদশা প্রাপ্ত হইলেন (কৃষ্ণবিচ্ছেদে)। ৩।১৪।১৪ পয়ারের টীকায় উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রেম-বৈবশ্যের কায়িক অভিব্যক্তিই উদ্‌ঘূর্ণা।

৩২। দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দকে তাঁহার সখী মনে করিয়া তাঁহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই সমস্ত উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

স্বরূপে পুছয়ে—স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক নন্দকুলচন্দ্রমা" ইত্যাদি পশ্চাদুক্ত শ্লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

৩৩। পূর্ব্বে—ব্রজলীলায়। **যেন**— যেরূপে।

সেই শ্লোক—"ক নন্দকুলচন্দ্রমা" ইত্যাদি যে শ্লোক ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক।

প্রভু প্রথমতঃ ঐ শ্লোকটি পড়িলেন, তারপর প্রলাপচ্ছলে তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন। ইহা শ্রীরূপ-গোস্বামীর ললিতমাধবের শ্লোক, শ্রীরূপ যখন নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে তাঁহার রচিত ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটক শুনাইয়াছিলেন তখনই বোধহয় প্রভু এই শ্লোকটী মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

যথারাগ :—

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কৈল জগৎ উজোর। কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ক কুত্র। রাসরসতাণ্ডবী রাসরসনর্ত্তনশীলঃ ক কুত্র। জীবরক্ষৌষধিঃ প্রাণরক্ষণায় মুখ্যৌষধিঃ কুত্র। নিধিঃ অমূল্যরত্নং মম সুহৃত্তমঃ স ক কুত্র। বত হন্ত হা বিধিং ধিক্। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিতেছেন—হে সখি! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায়? শিখি-পুচ্ছ-ভূষণ (শ্রীকৃষ্ণ) কোথায়? যিনি গম্ভীর মুরলীধ্বনি করেন, তিনি কোথায়? ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় কান্তি যাঁহার, তিনি কোথায়? রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায়? হে সখি! আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায়? হায়! হায়! আমার সুহৃত্তম—আমার অমূল্যবস্তু কোথায়? (এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ উৎপাদন করিল) হায়! সেই বিধিকে ধিক্। ২

(অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে পর বিরহ-জ্বালা-বিহ্বলা শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বিশাখার প্রতি বলিয়াছিলেন)

নন্দকুলচন্দ্রমাঃ—নন্দের (শ্রীনন্দমহারাজের) কুলের (বংশের) চন্দ্রমা (চন্দ্রসদৃশ), চন্দ্র উদিত হইলে যেমন আকাশের অন্ধকার দূরীভূত হয়, সমগ্র আকাশ নির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবেও নন্দবংশের সমস্ত শোক-দুঃখ তিরোহিত হইয়াছে, সুখের হিল্লোলে তাহা ভাসমান হইয়া আছে। নন্দবংশের মুখোজ্জলকারী। **শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ**—শিখীর (ময়ূরের) চন্দ্রিকাই (পুচ্ছই—চন্দ্রের ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট ময়ূরপুচ্ছই) অলঙ্কৃতি (অলঙ্কার) যাঁহার, ময়ূরপুচ্ছভূষিত। **মন্দ্রমুরলীরবঃ**—মন্দ্র (গম্ভীর) মুরলীর রব যাঁহার, যাঁহার মধুর-মুরলীধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর। **সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ**—সুরেন্দ্রনীলের (ইন্দ্রনীলমণির) দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার, যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর। **রাসরসতাণ্ডবী**—রাসরসে নর্ত্তনশীল, রাস-রসের উল্লাসে যিনি নৃত্য করিয়া থাকেন। **জীবরক্ষৌষধিঃ**—জীবের (জীবনের, প্রাণের) রক্ষাবিষয়ে ঔষধি যিনি, যিনি প্রাণরক্ষাবিষয়ে মহৌষধিতুল্য, প্রাণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাঁহার দর্শনে প্রাণরক্ষা হইতে পারে। **নিধিঃ**—অমূল্যবস্তু যিনি আমার পক্ষে অমূল্যরত্ন, আমার একমাত্র গৌরবের সম্পত্তিতুল্য, যাঁহার অভাবে আমার জীবনের কোনও মূল্য—কোনই সার্থকতা থাকে না। **সুহৃত্তমঃ**—প্রিয়তম, বন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ। **ধিক্ বিধিম্**—যে-বিধাতা আমার এইরূপ দুর্দ্দশার বিধান করিয়াছেন, যাঁহার বিধানে আমার এতাদৃশ সুহৃত্তমও আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, সেই বিধাতাকে ধিক্।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে বিবৃত হইয়াছে।

৩৪। কৃষ্ণবিরহখিন্না শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রলাপ করিতে করিতে প্রভু শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। প্রথমে "ক নন্দকুলচন্দ্রমা" অংশের অর্থ করিতেছেন (নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়?)। চন্দ্রমা-শব্দের অর্থ চন্দ্র, চন্দ্রের আবির্ভাব ক্ষীর-সমুদ্রে, চন্দ্র সমস্ত জগৎকে আলো দান করে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রও কোনও এক ক্ষীর-সমুদ্র-বিশেষে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনিও সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে জগতের দুঃখ-দৈন্যাদি অন্তর্হিত হওয়ায় সকলের চিত্ত আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইয়া প্রফুল্লতা ধারণ করিয়াছে)—তাহাই প্রথম ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ব্রজেন্দ্র—ব্রজরাজ শ্রীনন্দ মহারাজা। **দুগ্ধ-সিন্ধু**—দুগ্ধের সমুদ্র। **ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু**—শ্রীনন্দ-মহারাজের বংশরূপ দুগ্ধের সমুদ্র। শ্রীনন্দের কুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা দেওয়ায় নন্দকুলকে দুগ্ধসিন্ধুর সঙ্গে তুলিত করা হইয়াছে, যেহেতু, দুগ্ধসিন্ধুতেই চন্দ্রের আবির্ভাব হয়। **তাঁহে**—সেই ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে। **পূর্ণ ইন্দু**—পূর্ণচন্দ্র, যাঁহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকেন, এইরূপ চন্দ্র। কৃষ্ণই এইরূপ চন্দ্র। **জন্মি**—জন্মিয়া, আবির্ভূত হইয়া (ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধুতে।

উজোর—উজ্জ্বল, আলোকিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করায় সকলেরই বিষাদ-দৈন্যাদি দূরীভূত হইয়াছে, সকলের চিত্ত এবং বদনই আনন্দের স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে)।

যাঁহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, যিনি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকেন—শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই পূর্ণচন্দ্র শ্রীনন্দকুলরূপ দুগ্ধ সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় লাবণ্য ও প্রীতির জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়া সমুজ্জ্বল করিয়াছেন।

চন্দ্রের আর একটী গুণ এই যে, চন্দ্র অমৃত দান করে, সেই অমৃত পান করিয়া চকোর জীবন ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণটী আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন।

কান্ত্যমৃত—শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (কমনীয় অঙ্গজ্যোতি, লাবণ্য)-রূপ অমৃত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিই তাঁহার (নন্দকুলচন্দ্রমার) অমৃত। **পিয়া**—পান করিয়া। **জীয়ে**—জীবন ধারণ করে। **ব্রজজনের নয়নচকোর**—ব্রজবাসীদিগের নয়ন-রূপ চকোর। **চকোর**—এক রকম পক্ষী, চন্দ্রের সুধা পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

চন্দ্রের সুধা পান করিয়া যেমন চকোর পক্ষী জীবন ধারণ করে, এই শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণচন্দ্রের অঙ্গ-কান্তিরূপ সুধা সর্ব্বদা পান করিয়াও ব্রজবাসীদিগের নয়নরূপ চকোর জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

চকোরের সঙ্গে নয়নের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চকোর যেমন চন্দ্রের সুধাব্যতীত অপর কিছুই পান করিয়া বাঁচিতে পারে না, তাই অপর কিছু পান করিতেও চাহে না—তদ্রূপ, ব্রজবাসীদিগের নয়নও শ্রীকৃষ্ণের রূপ-ব্যতীত অন্য কিছু দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই অন্য কিছু দেখিতেও ইচ্ছা করে না। আবার চন্দ্রের সুধা যেমন চকোরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, চকোরকে উত্তরোত্তর আরও বেশী সুধা পান করিবার শক্তি দেয়, তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন করিলেও, তাহা উত্তরোত্তর আরও বেশী করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ব্রজবাসীদের নয়নের বলবতী পিপাসা জন্মে।

"জীয়ে"-শব্দের সার্থকতা এইরূপ। কেবল প্রাণধারণ করিলেই প্রকৃতরূপে বাঁচিয়া থাকা বলা যায় না, প্রাণ-ধারণের সার্থকতাতেই প্রকৃত জীবন (বাঁচা) যে-লোক সর্ব্বদাই নিদ্রা ও আলস্যে কাল কাটায়, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই, তাহার জীবনে ও মৃত্যুতে কোনও পার্থক্য নাই—তাহার জীবনও মৃত্যুতুল্যই। এইরূপে নয়নের সার্থকতাতেই নয়নের জীবন। কিন্তু নয়নের সার্থকতা কিসে হয়? দেখিবার নিমিত্তই নয়ন, চিত্তের তৃপ্তিদায়ক সুন্দর বস্তুর দর্শনেই নয়নের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণরূপেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনেই নয়নের সার্থকতারও পরাকাষ্ঠা, যে-নয়ন শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিতে পায়, সেই নয়নকেই জীবিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণরূপ-ব্যতীত অন্য কোনও রূপ দেখিলে ব্রজবাসীরা তৃপ্তি পান না, তাঁহাদের নয়নের সার্থকতা হইতেছে বলিয়াও মনে করেন না; তাই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি দেখিয়াই তাঁহাদের নয়ন জীবিত থাকে।

"পিয়ে" শব্দেরও বোধহয় একটা ধ্বনি আছে। ব্রজবাসীদিগের নয়ন শ্রীকৃষ্ণের কান্তি-সুধা নিরন্তর পান করে। তরল বস্তুই পান করা যায়; কঠিন বস্তু পান করা যায় না, ভোজন করা যায়। পানীয় তরল বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে পান করা যায়; কিন্তু কঠিন ভোজ্য বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোজন করা চলে না, প্রতি দুই গ্রাসের মধ্যে ব্যবধান থাকে। ত্রিপদীর "পিয়ে" শব্দে বোধহয় পানের নিরবচ্ছিন্নতা ধ্বনিত হইতেছে। ব্রজবাসীদিগের নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিবার নিমিত্ত লালায়িত, তাই ব্রজবাসিগণ নয়নের পলক-নির্ম্মাতা বিধাতাকে [illegible]

সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন ॥
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ ৩৫

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,
নিজকরামৃত দিয়া দান ।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তিরস্কার করিয়াছেন—কেন তিনি চক্ষুর পলক দিলেন ? পলক না দিলে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে পারিতেন ।

৩৫ । অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণরূপের উল্লেখ করাতে সেই রূপ দর্শনের নিমিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিল, তাই পার্শ্ববর্ত্তী স্বরূপ দামোদরকে নিজের (রাধার) সখী মনে করিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তিনি বলিলেন—"সখি হে ।" ইত্যাদি ।

৩৬ । কুমুদিনী (সাপলা) দিবাভাগে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, কুমুদিনীসমূহ দিবাভাগে যেন সূর্য্যের উত্তাপেই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, চন্দ্র রাত্রিকালে নিজের কিরণরূপ অমৃতদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করে, প্রস্ফুটিত করে । ইহা চন্দ্রের একটী বিশেষ গুণ । শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্রেরও যে এই গুণ আছে, তাহাই এই ত্রিপদীতে দেখাইতেছেন । এই ত্রিপদীতে কুমুদিনীর সঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণের, সূর্য্যতাপের সঙ্গে তাঁহাদের কন্দর্পপীড়ার এবং চন্দ্রকিরণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শের তুলনা করা হইয়াছে । যেমন কুমুদিনীগণ সূর্য্যতাপে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে চন্দ্র নিজের কিরণদ্বারা তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করে, তদ্রূপ ব্রজরমণীগণ কন্দর্পপীড়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজের হস্তস্পর্শদ্বারা তাঁহাদের কন্দর্পপীড়া দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন ।

কাম—কন্দর্প । ১।৭।২৫ শ্লোক এবং ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । **অর্ক**—সূর্য্য । **তপ্ত**—তাপিত ।

কামার্ক—কন্দর্পরূপ সূর্য্য । সূর্য্যের উত্তাপে যেমন কুমুদিনীগণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ব্রজদেবীগণও কন্দর্প পীড়ায় বিশীর্ণ হইয়া যান । তাই কন্দর্পকে সূর্য্যসদৃশ বলা হইয়াছে ।

কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী—কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত ব্রজরমণীরূপ কুমুদিনী ।

ব্রজের রমণী ইত্যাদি—ব্রজরমণীগণ কন্দর্পরূপ সূর্য্যের তাপে তাপিত কুমুদিনীতুল্য । কুমুদিনীগণ যেমন সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়, ব্রজরমণীগণও তদ্রূপ কন্দর্প পীড়ায় (কন্দর্প-জ্বালায়) জর্জ্জরিত হয়েন ।

নিজ করামৃত—নিজের কররূপ অমৃত, চন্দ্রপক্ষে কর শব্দের অর্থ কিরণ, কৃষ্ণ-পক্ষে কর-শব্দের অর্থ হস্ত বা হস্তস্পর্শ । চন্দ্র যেমন নিজের কিরণরূপ অমৃতদ্বারা ম্রিয়মাণা কুমুদিনীকে প্রফুল্ল করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি নিজের হস্তস্পর্শ-দ্বারা কন্দর্পজ্বালায় জর্জ্জরিতা ব্রজরমণীকে প্রফুল্ল করেন ।

প্রফুল্লিত—কুমুদিনী পক্ষে প্রস্ফুটিত, আর ব্রজরমণী পক্ষে আনন্দোৎফুল্ল । **কাহাঁ**—কোথায় । **চন্দ্র সেই**—সেই কৃষ্ণরূপ চন্দ্র । এ-পর্য্যন্ত "ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ" অংশের অর্থ গেল ।

"ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু" হইতে "রাখ মোর প্রাণ" পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণবিরহখিন্না শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরকে নিজের সখী মনে করিয়া মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের সহিত বলিলেন,—"সখি ! নন্দকুলচন্দ্র আমার সেই কৃষ্ণ কোথায় ? সখি ! আমার প্রাণবল্লভ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তো সত্য সত্যই চন্দ্রতুল্য, চন্দ্রের সমস্ত গুণই তো তাঁহাতে আছে, না-না-সখি ! চন্দ্র অপেক্ষা অনেক গুণ তাঁতে আছে । এই আকাশের চন্দ্রের তো হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে, কলঙ্ক আছে, কিন্তু সখি ! আমার কৃষ্ণশশী যে অকলঙ্ক, তাঁর হ্রাসবৃদ্ধি নাই সখি ! তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ—আর এই আকাশের চন্দ্র জগৎকে আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল করে বটে, কিন্তু গুহার মধ্যে তাহার কিরণ তো প্রবেশ করিতে পারে না, সখি ! কিন্তু আমার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দহাসিরূপ জ্যোৎস্না জগদ্বাসী জীবের চিত্তগুহার বিষাদরূপ অন্ধকার পর্য্যন্ত দূরীভূত করিয়া সকলের চিত্ত ও মুখমণ্ডলকে অপূর্ব্ব আনন্দ-ধারায় পরিষিক্ত করিয়া দেয় । সখি ! চকোর যেমন

কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান, নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি, নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু ॥ ৩৭

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে, কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা ।
নারীর মন পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়, তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চন্দ্রের সুধা পান করিয়া জীবন ধারণ করে, ব্রজবাসীদিগের নয়ন-চকোরও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গকান্তিরূপ অমৃত পান করিয়াই কৃতার্থতা লাভ করে। তাহা দেখিতে না পাইয়া আমার নয়ন কিরূপে বাঁচিতে পারে সখি। সখি, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার আমার প্রাণবল্লভের রূপ, তাঁহার বদনমণ্ডল লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান কবে সখি, আমি নির্নিমেষ-নয়নে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহা দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিব। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কোথায় সখি, আমার প্রাণকৃষ্ণ ? সখি, একবার আমায় তাঁকে দেখা। নিমেষ-পরিমিত কালও যাঁহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণ ফাটিয়া যায়, এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি, সখি। তাঁহার অদর্শনে আমার জীবন গেল সখি। তোকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, শীঘ্র তাঁকে একবার দেখা, নতুবা আমি বাঁচিব না সখি। কন্দর্পের অকরুণ অত্যাচারও যে আর সহ্য হয় না সখি! তীক্ষ্ণ-শরজালে বিদ্ধ করিয়া আমার হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছে। আবার মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের জ্বালা অপেক্ষাও অধিকতর জ্বালা দিয়া আমাকে দগ্ধীভূত করিতেছে। কি করিব সখি। এই বিপদ হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে—সেই নন্দকুল চন্দ্রব্যতীত ? প্রখর-সূর্য্যকর তপ্ত কুমুদিনীর প্রফুল্লতাবিধান চন্দ্রব্যতীত আর কে করিতে পারে সখি। আর কার করামৃতস্পর্শে কুমুদিনী পুনর্জীবিত হইতে পারে ? তাই মিনতি করিয়া বলি সখি, একবার সেই নন্দকুল চন্দ্রমাকে দেখা, দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর সখি।"

৩৭। এক্ষণে "ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

কাহাঁ—কোথায়। **ঠান**—স্থান, স্থিতি। **চূড়ার ঠান**—চূড়ার স্থান, যাঁহার মস্তকে চূড়ার স্থান, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **কাহাঁ সে চূড়ার ঠান**—যাঁহার মস্তকে চূড়া শোভা পায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? **শিখিপিঞ্ছ**—ময়ূরের পুচ্ছ। **উড়ান**—উড্ডীনতা। **শিখি পিঞ্ছের উড়ান**—চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের উড্ডীনতা। "শিখিপিঞ্ছের উড়ান" কিরূপ তাহা বলিতেছেন—**"নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু"**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনুর উপরিভাগে চূড়াস্থিত ময়ূর পুচ্ছ যখন উড়িতে থাকে, তখন মনে হয় যেন নূতন মেঘের মধ্যে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সঙ্গে নবমেঘের বর্ণের সাদৃশ্য আছে, আর ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণের সঙ্গেও ময়ূর-পুচ্ছের বিবিধ বর্ণের সাদৃশ্য আছে, এজন্য এই উপমা।

শ্রীকৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা দিয়া ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। মেঘের অন্যান্য লক্ষণও যে শ্রীকৃষ্ণে আছে, তাহাও দেখাইতেছেন।

মেঘে তড়িৎ থাকে, শ্রীকৃষ্ণরূপ-মেঘেও তড়িৎ আছে, শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনই তড়িত্তুল্য (বর্ণসাম্যে)। মেঘের নীচে দিয়া অনেক সময় শুভ্রবক-পংক্তিকে মালার আকারে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়, তখন মনে হয় যেন মেঘের দেহেই শুভ্র মালা দুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মুক্তামালাও শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে তদ্রূপ শোভা পায়।

পীতাম্বর—পীতবর্ণ বস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণের পরিধানের। **তড়িদ্দ্যুতি**—তড়িতের (বিদ্যুতের) দ্যুতি (জ্যোতি)। শ্রীকৃষ্ণের পরিধানবস্ত্রের বর্ণ বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায় পীত। তাই বর্ণসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনকে তড়িদ্দ্যুতি বলা হইয়াছে। **মুক্তামালা**—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ মুক্তার মালা। **বকপাঁতি**—বকের পংক্তি (শ্রেণী), মেঘের কোলে মালার আকারে সজ্জিত শ্বেত বকশ্রেণী। **নবাম্বুদ**—নূতন মেঘ। **শ্যামতনু**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহ বর্ণের মাধুর্য্যে নূতন মেঘকেও পরাজিত করে।

৩৮। **নয়নে লাগে**—দৃষ্টিগোচর হয় (শ্রীকৃষ্ণের শ্যামতনু)। "নয়নে"-স্থলে "হৃদয়ে"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণতনু—কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণরূপ। **আম্র-আঠা**—আমগাছের আঠা। আমগাছের আঠা যেখানে একবার লাগে, কিছুতেই সেখান হইতে তাহাকে সহজে উঠান যায় না, কৃষ্ণের রূপও একবার যদি নয়নের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয় হইতে দূর করা যায় না। এজন্য ক্রিয়াসাম্যে, কৃষ্ণতনুকে (কৃষ্ণরূপকে) আম্র-আঠার তুল্য বলা হইয়াছে।

পৈশে—প্রবেশ করে (কৃষ্ণতনু)। **যত্নে নাহি বাহিরায়**—(কৃষ্ণতনুকে নারীর মন হইতে) বাহির করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেও বাহির (দূর) করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণরূপ (কৃষ্ণতনু) যদি নারীর মনে একবার প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেইখানেই তাহা থাকিয়া যাইবে, অনেক যত্ন করিলেও শ্রীকৃষ্ণরূপকে নারীর মন হইতে দূর করা সম্ভব হয় না। এজন্যই কৃষ্ণতনুকে সেয়াকুলের কাঁটার তুল্য বলা হইয়াছে।

সেয়াকুল—একরকম কাঁটা গাছ। ইহার কাঁটা সহজেই লোকের শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু বাহির করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সহজে বাহির হইতে চায় না। ইহার গায়ে বোধহয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, যাহার মুখ বিপরীত দিকে, গাছের গোড়ার দিকে।

কাঁটার সঙ্গে কৃষ্ণরূপের তুলনা দেওয়ার আরও তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে, কাঁটা যেমন শরীরের মধ্যে থাকিয়া যন্ত্রণা দেয়, শ্রীকৃষ্ণরূপও মনের মধ্যে থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া কণ্টকবৎ যন্ত্রণা দেয়।

এ-পর্য্যন্ত "ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ" অংশের অর্থ গেল।

"কাহাঁ সে চূড়ার ঠাম" হইতে "সেয়াকুলের কাঁটা" পর্য্যন্ত :—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—"সখি! শিখিপিঞ্ছ-মৌলী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? শ্যামসুন্দরের মস্তকস্থিত চূড়ার উপরে যখন নীল পীত লোহিতাদি নানাবর্ণ-খচিত শিখিপুচ্ছ উড়িতে থাকে, তখন বন্ধুর সেই শ্যামজ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে শিখিপুচ্ছের কতই না অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে! ঠিক যেন নবমেঘে নানাবর্ণ-খচিত ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে! সখি, আমার শ্যামসুন্দরকে দেখিলে বাস্তবিকই নবীন মেঘ বলিয়াই মনে হয়, মেঘ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু মেঘের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার অঙ্গের শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধতায় এবং উজ্জ্বলতায় নবীন মেঘকেও যে পরাজিত করিয়া দেয় সখি! আকাশে নূতন মেঘের উদয় হইলে, মালার আকারে সারি বাঁধিয়া সাদা সাদা বকগুলি যখন উড়িয়া যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তখন যে শোভা হয়, শুভ্র মুক্তাহার শোভিত—শ্যামসুন্দরের ইন্দ্রনীলমণি কবাটতুল্য সুবিশাল বক্ষের শোভার নিকটে তাহা অতি তুচ্ছ সখি! বন্ধুর আমার পীতবসনের বর্ণ বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায় বটে, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও বন্ধুর পীতবসনের অপূর্ব্বতা আছে সখি! বিদ্যুৎ তো চঞ্চল, শ্যামসুন্দরের পীতবসন অচঞ্চল, স্থির, বিদ্যুৎ মেঘকে জড়াইয়া থাকিতে পারে না, মেঘের কোলে একটু হাসিয়া আবার মেঘের কোলেই লুক্কায়িত হয়, কিন্তু শ্যামসুন্দরের পীতবসন শ্যামসুন্দরকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, আর শ্যামসুন্দরের শ্যাম অঙ্গকেও অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, সৌদামিনীঘেরা নবীন-মেঘ যদি দেখিতে সাধ হয়, তবে একবার পীতাম্বর ধর শ্যামসুন্দরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর সখি, দেখিবে কি অপূর্ব্ব রূপ! একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারিবে না—ভুলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিবে না। এই অপরূপ শ্যামরূপ, একবার যিনি দেখিয়াছেন, অমনি তাঁর নয়নের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া লাগিয়াছে, মরম হইতে আর এই রূপকে কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না সখি! এ যেন আমের আঠার মতনই হৃদয়ে লাগিয়া থাকে সখি! সেয়াকুলের কাঁটা যেমন সহজেই লোকের দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু একবার প্রবেশ করিলে যেমন কিছুতেই সহজে তাহাকে বাহির করা যায় না—কৃষ্ণরূপও তদ্রূপ সখি! কৃষ্ণরূপ দৃষ্টিমাত্রেই নারীর চিত্তে আসন পাতিয়া বসে, কিছুতেই আর তাহাকে হৃদয় হইতে বাহির করা যায় না সখি!"

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি,
যেই কান্তি জগত মাতায়। জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৯। এক্ষণে "ক মু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

এই ত্রিপদীতে, পূর্ব্ব ত্রিপদী-উক্ত "কৃষ্ণতনুর" আরও অপূর্ব্ব আকর্ষণের কথা বলিতেছেন।

"জিনিয়া তমালদ্যুতি" ইত্যাদি ত্রিপদীর অন্বয়—ইন্দ্রনীলমণিসম যে (অনির্ব্বচনীয়) কান্তি তমালদ্যুতিকেও পরাজিত করে এবং যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি জগৎকে মত্ত করে, তাহাতে (তাতে) শৃঙ্গার রস ছানিয়া, তাতে (তাহার সঙ্গে, কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে) চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানিয়াই (মিশাইয়াই) বোধ হয় (জানি) বিধি তাহাকে (তায়, কৃষ্ণতনুকে) নির্ম্মাণ করিল।

জিনিয়া তমালদ্যুতি—তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করে যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি। **ইন্দ্রনীলসম কান্তি**—ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় কোন এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি। **যেই কান্তি**—যে অনির্ব্বচনীয় কান্তি বা অঙ্গদ্যুতি। **জগত মাতায়**—আনন্দ কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া সমস্ত জগদ্বাসীকে আনন্দোন্মত্ত করে।

শৃঙ্গাররস—মধুর রস, যাহা জগতের নারীবৃন্দকে উন্মত্ত করে। **তাতে**—সেই কান্তিতে। **ছানি**—ছাঁকিয়া। **শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি**—ইন্দ্র-নীলমণির কান্তির তুল্য যেই কান্তি তরুণ তমালের কান্তিকেও মনোরমতায় পরাজিত করে, এবং যে-কান্তি সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া থাকে, সেই অপূর্ব্ব কান্তিতে সর্ব্বচিত্তোন্মাদক শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া। এইরূপে ছাঁকার ফলে শৃঙ্গাররস ইন্দ্রনীলমণির কান্তির সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় এবং পরে অপর কোনও বস্তুর সঙ্গে ইহাকে মিলাইবারও সুবিধা হয়। অধিকন্তু উক্ত কান্তির মাদকতার সঙ্গে শৃঙ্গার রসের মাদকতা মিশ্রিত হইয়া একটী অনির্ব্বচনীয় মাদকতাও উৎপন্ন হয়।

"শৃঙ্গাররস তাতে ছানি" স্থলে 'শৃঙ্গার রস সার ছানি" পাঠান্তরও আছে। অর্থ—শৃঙ্গার রসের সারকে (শ্রীরাধিকা ও ব্রজদেবীগণের সঙ্গে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ যে-রস আস্বাদন করেন, তাহাতে) উক্ত কান্তিতে ছাঁকিয়া।

তাতে—তাহাতে, তাহার সঙ্গে, সর্ব্বচিত্তোন্মাদিকা কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার রসের সঙ্গে। **চন্দ্রজ্যোৎস্না**—চন্দ্রের জ্যোৎস্না। চন্দ্র জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, অন্ধকার দূরীকরণত্ব, চিত্তের উল্লাস জনকত্ব এবং সন্তাপ-হারিত্ব সর্ব্বজন বিদিত। **সানি**—মিলাইয়া, মিশ্রিত করিয়া। **তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি**—ইন্দ্রনীলমণির কান্তিতে ছাঁকা শৃঙ্গার-রসের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশ্রিত করিয়া। এই মিশ্রণের ফল, অনির্ব্বচনীয় কান্তির ও শৃঙ্গার-রসের মাদকতার সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, চিত্তের উল্লাসজনকত্ব এবং বিরহ সন্তাপহারিত্ব মিশ্রিত হইয়াছে। **জানি**—যেন, বোধ হয়। **বিধি**—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা। **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিল। **তায়**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে। পূর্ব্ব ত্রিপদী-উক্ত কৃষ্ণতনু।

"জিনিয়া তমালদ্যুতি" হইতে "বিধি নিরমিল তায়" পর্য্যন্ত :—শ্রীকৃষ্ণতনুর অনির্ব্বচনীয় আকর্ষকত্বের কথা বলিতে বলিতে প্রভু আরও বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণতনুর অদ্ভুত আকর্ষণ ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার নাই, শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল-অঙ্গ কান্তির তুলনাও জগতে পাওয়া যায় না, তরুণ তমালের স্নিগ্ধ শ্যামল-কান্তিও ইহার নিকটে পরাভূত, শ্রীকৃষ্ণের কান্তির সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণির কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রনীলমণির কান্তি তো নহে, কারণ, ইন্দ্রনীলমণির কান্তি খুব মনোরম হইলেও সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করার মত মাদকতা তাহাতে নাই, আমার প্রাণবল্লভের অঙ্গকান্তি কিন্তু নিজের অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে সমস্ত জগৎকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া দেয়। ইহার আরও একটী অদ্ভুত শক্তি এই যে, যে-নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের এই শ্যামলকান্তি দর্শন করিবেন—সাধ্বী সতী বলিয়া তাঁহার যতই খ্যাতি থাকুক না কেন—তিনি তৎক্ষণাৎই স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্ত উৎসুকা হইয়া পড়িবেন। আর সখি! স্নিগ্ধতায়, চাকচিক্যে,

কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি, উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উল্লাস-জনকত্বে এবং সন্তাপ-হারিত্বে শ্রীকৃষ্ণকান্তির সঙ্গে চন্দ্রজ্যোৎস্নারও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সখি! এই স্নিগ্ধতাদি গুণ চন্দ্রজ্যোৎস্না অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকান্তিতে যে কোটি কোটি গুণে অধিক, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। তাতে আমার মনে হয়, সখি! বিধাতার ভাণ্ডারে বুঝি সর্ব্বচিত্তের আনন্দোন্মত্ততা-জনক এমন একটি অনির্ব্বচনীয়া কান্তি ছিল—যাহার সঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি-কান্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে এবং যাহা তরুণ তমালের কান্তিকেও পরাজিত করিয়া থাকে। এই অনির্ব্বচনীয় কান্তিতে, শৃঙ্গার-রসকে ছাঁকিয়া, তাহার সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশাইয়া বোধহয় বিধাতা এই অপরূপ কৃষ্ণতনু নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন, সখি।"

৪০। এক্ষণে "ক মন্দ্রমুরলীরবঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, দুই ত্রিপদীতে।

কাহাঁ—কোথায়। **নবাভ্র**—নূতন মেঘ। **গর্জ্জিত**—গর্জ্জন, ডাক। **নবাভ্র-গর্জ্জিত জিনি**—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, মধুরতায় ও গাম্ভীর্য্যে নূতন মেঘের-ধ্বনিকেও পরাজিত করে। **জগদাকর্ষে**—ইত্যাদি—যাহার (যে-মুরলীধ্বনির) শ্রবণে (শ্রবণ করিলে) সমস্ত জগৎ আকৃষ্ট হয়।

উঠি ধায় ব্রজজন—যে মুরলীধ্বনি শুনিলে ব্রজবাসিগণ তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়। **তৃষিত চাতকগণ**—ব্রজজনরূপ তৃষিত চাতক। মেঘের গর্জ্জন শুনিলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা জানিয়া বৃষ্টিধারা পান করিবার নিমিত্ত পিপাসার্ত্ত চাতক যেমন ধাবিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলেও কৃষ্ণবিরহ কাতর এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠান্বিত (তৃষিত) ব্রজবাসিগণ সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়েন।

পিয়ে—পান করে (ব্রজ জন)। **কান্ত্যমৃত-ধার**—শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত, কান্ত্যমৃত। কান্ত্যমৃতরূপ ধারা কান্ত্যমৃতধার। চাতক পক্ষী মেঘের বারিধারা পান করিয়া থাকে, তাই, চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ায়, বারিধারার সহিত শ্রীকৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

চাতকের সঙ্গে ব্রজজনের তুলনা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, চাতক যেমন মেঘের জল-ব্যতীত অপর কিছুই পান করে না, ব্রজবাসিগণও শ্রীকৃষ্ণের কান্তি (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ)-ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করিয়া তৃপ্তি পায়েন না।

তৃষিত-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মেঘের অভাব হইলে চাতক যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া যায়, সুতরাং মেঘের আগমনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গোচারণাদির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র গমন করিলে, ব্রজবাসিগণও তাঁহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে অমৃত (কান্ত্যমৃত) বলার সার্থকতা এই যে, অমৃত সিঞ্চিত হইলে যেমন মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণসঞ্চার হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণকান্তি দর্শন করিলেও, তাঁহার বিরহে মৃতপ্রায় ব্রজবাসিগণের দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়।

"কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি" হইতে "কান্ত্যমৃতধার" পর্য্যন্ত :—"হায় সখি! কোথায় এখন আর শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীধ্বনি—যাহার মধুরতা এবং গাম্ভীর্য্যের নিকটে নবমেঘের গর্জ্জনও পরাভূত। ওঃ! কি অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি ছিল সেই মুরলীধ্বনির। সমস্ত জগৎকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া আসিত! আর ব্রজজনের কথা কি আর বলিব সখি! তোমরা তো সমস্তই জান। মেঘের অভাবে চাতক যেমন পিপাসায়

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
সখি ! মোর তেঁহো সুহৃত্তম । বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ছট্ফট্ করিতে থাকে, মেঘোদয়ের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে—গোচারণাদির ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসিগণের দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরতায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের প্রাণ যেন তখন ছট্ফট্ করিতে থাকিত। আবার নূতন মেঘের গর্জ্জন শুনিলে জলপ্রাপ্তির আশায় তৃষিত চাতক যেমন ঐ গর্জ্জনকে লক্ষ্য করিয়াই মেঘের পানে ছুটিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সম্ভাবনায়, উৎকণ্ঠিত ব্রজবাসিগণ বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেই যেন তাঁহাদের মৃতপ্রায় দেহে পুনর্জ্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইত—জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন-সময়ে মরুভূমিতে ভ্রমণরত পিপাসার্ত্ত পথিক যেরূপ উৎকণ্ঠার সহিত অকস্মাৎপ্রাপ্ত জল পান করিতে থাকে, তাঁহারাও তদ্রূপ ঔৎসুক্যের সহিত অপলক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। সখি! শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে—তৃষিত চাতকের ন্যায়, মরুভূমিতে ভ্রমণরত পথিকের ন্যায়—শ্রীকৃষ্ণরূপ সুধার পিপাসায় আমারও প্রাণ ছট্ফট্ করিতেছে—সখি। প্রাণবল্লভের কান্ত্যমৃত পানের সৌভাগ্য আমার কখন হইবে? কখন আমি সেই মদনমোহনের মোহন-মুরলীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইব।"

৪১। **কলা**—নৃত্যগীতাদি। **নিধি**—আশ্রয়। **কলানিধি**—নৃত্যগীতাদির আশ্রয়, নৃত্যগীতাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ যিনি, রাসরসতাণ্ডবী। **মোর সেই কলানিধি**—সখি। যিনি নৃত্য গীতাদি-নিপুণতার আশ্রয়ীভূত রাসরসতাণ্ডবী আমার সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? ইহা শ্লোকস্থ "ক রাস রসতাণ্ডবী" অংশের অর্থ।

প্রাণরক্ষা-মহৌষধি—যিনি আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি-তুল্য। শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার প্রাণ বহির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলে প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই, তাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে মহোপকারক ঔষধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-পীড়ায়, শ্রীকৃষ্ণরূপই একমাত্র ফলদায়ক ঔষধ। ইহা "ক সখি জীবরক্ষৌষধি" অংশের অর্থ।

সখি! মোর তেহোঁ সুহৃত্তম—সখি। সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিনি এখন কোথায় সখি। ইহা শ্লোকস্থ "স মে সুহৃত্তমঃ ক" অংশের অর্থ।

কোনও কোনও গ্রন্থে মূল শ্লোকের "সুহৃত্তম ক বত" স্থানে "সুহৃত্তম ক তব পাঠ দিয়া এই ত্রিপদীতে "মোর তেঁহো সুহৃত্তম" স্থলে "তোর তেঁহ সুহৃত্তম" পাঠ দেওয়া হইয়াছে। "তোর তেঁহ" পাঠস্থলে অর্থ বোধ হয় এইরূপ হইবে—"সখি। সেই শ্রীকৃষ্ণ তোর সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই, তুই বোধহয় জানিস্ তিনি কোথায় আছেন, সখি! আমায় একবার বলিয়া দে, তিনি কোথায় আছেন।"

এই অংশের মর্ম্ম:—"সখি! নৃত্যগীতবিশারদ আমার সেই রাসরসতাণ্ডবী প্রাণবল্লভ কোথায়? তাঁহার বিরহে আমার যে প্রাণ যায়, সখি। একবার তাঁকে দেখা সখি। দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচা সখি। তাঁকে না দেখিলে আমি আর বাঁচিতে পারি না সখি। তিনিই আমার জীবনরক্ষার একমাত্র মহৌষধি। সখি! তোরা তো জানিস্ তাঁর মত সুহৃৎ আমার আর কেহই নাই—তাঁহার বিরহে আমার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তা কি তিনি জানিতে পারেন না, সখি! তবে কেন তিনি এখনও আমাকে দেখা না দিয়া দূরে বসিয়া আছেন? কেন একবার আসিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন না?"

দেহ—আমার শরীর। **জীয়ে**—জীবিত থাকে। **তাঁহা বিনে**—সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত। **দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে**—"যিনি আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধি, তাঁহাকে না পাইয়াও আমার এই দেহ জীবিত আছে!

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক। পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কি আশ্চর্য্য!" ইহা শ্লোকস্থ "নির্ঘিন্ন" অংশের অর্থ। **ধিক্ এই জীবনে**—"আমার এই জীবনেও ধিক্ সখি!" ইহা শ্লোকস্থ "বত হন্ত" অংশের অর্থ। **বিধি করে এত বিড়ম্বন**—"বিধাতা আমার সঙ্গে এত প্রতারণা করেন। শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে এমন ভাবেই বিধাতা সৃষ্টি করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত আমার জীবন-ধারণই অসম্ভব, এই অবস্থায়, বিধাতা যদি শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলেই বুঝিতাম, বিধাতা আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করিতেছেন, অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া বিধাতা যদি আমাকে বাঁচিতে না দিতেন, তাহা হইলেও তাঁর সরলতা বুঝা যাইত। কিন্তু আমার জীবন রক্ষার যিনি একমাত্র মহৌষধ, তাঁহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া, এবং তাঁহাকে সরাইয়া নিয়াও আমাকে জীবিত রাখা—আমি বাঁচিতে ইচ্ছা না করিলেও আমাকে বাঁচাইয়া রাখা—এ সমস্ত বিধাতার সরল ব্যবহারের পরিচায়ক নহে, বুঝিতেছি, আমাকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত করাই বিধাতার অভিপ্রায়। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি তাঁর সৃষ্টজীব, আমার সঙ্গে তাঁহার এইরূপ প্রতারণা কি সঙ্গত? ধিক বিধিকে।" ইহা শ্লোকস্থ "দিগ্ বিধিং" অংশের অর্থ।

৪২। **জীতে**—জীবিত থাকিতে, বাঁচিতে। **জীয়ায়**—বাঁচাইয়া রাখে। **যে জন জীতে** ইত্যাদি—যে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না, বিধি তাকে বাঁচাইয়া রাখে কেন? ইহাকে বিধাতার বিড়ম্বনাব্যতীত আর কি বলা যায়।

এই পর্য্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর উক্তি। **বিধি প্রতি**—বিধাতার প্রতি। **উঠে ক্রোধ শোক**—বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর ক্রোধ এবং কৃষ্ণ-বিরহে শোক। নিজের প্রতি বিধাতার বিড়ম্বনার কথা ভাবিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বিধাতার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জনিত শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইলেন।

"বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধশোক" ইহা গ্রন্থকারের উক্তি।

বিধিরে করে ভর্ৎসন—বিধাতা তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন বলিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। বিধাতাকে কিরূপ তিরস্কার করিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোক এবং তৎপরবর্ত্তী ত্রিপদী সমূহে কথিত হইয়াছে।

ওলাহন—প্রণয় মূলক মৃদুভর্ৎসন। **কৃষ্ণে দেয় ওলাহন**—"যিনি আমার প্রাণবল্লভ, যিনি কতকাল আমার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা করিলেন? স্বজন আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি যাঁকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত, সেই কৃষ্ণ নিজ হাতে আমাকে মারিতে উদ্যত?"—ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ত্রিপদী সমূহে ওলাহনের কথাগুলি দেওয়া আছে।

পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক—নিম্নোদ্ধৃত "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকটী পড়িয়া প্রলাপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ওলাহন দিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলেন "ব্রজেন্দ্র-কুল দুগ্ধ সিন্ধু" ইত্যাদি প্রলাপটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত পরিজল্পের দৃষ্টান্ত। আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ নাই। (৩।১৫।২১ ত্রিপদীর টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।) আবার ইহাতে পরিজল্পের বিশেষ লক্ষণও নাই, পরিজল্পে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির প্রতিপাদন এবং শ্রীরাধার নিজের বিচক্ষণতার প্রকাশ থাকে (উ. নী স্থা ১৪২)। উক্ত প্রলাপে এ-সমস্ত কিছু নাই—আছে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির স্মরণে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা এবং তাঁহার বিরহেও শ্রীরাধা বাঁচিয়া রহিয়াছেন বলিয়া নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার। এই প্রলাপে দিব্যোন্মাদের ভ্রামাভা-বৈচিত্রীও দেখা যায় না। ইহা মোহনাখ্য ভাবের অপর একটা বৈচিত্রী বলিয়াই মনে হয়।

তথাহি (ভা ১০।৩৯।১৯)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥ ৩॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যেবমাক্রোশন্ত্য আহুঃ অহো ইতি। মৈত্র্যা হিতাচরণেন প্রণয়েন স্নেহেন চ। অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তভোগানপি বিযুনঙ্ক্ষি বিযোজয়সি তস্মাত্তাবদ্দয়া বালিশোঽপিত্বম্ ইত্যাহুঃ অপার্থকমিতি। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৩। অন্বয়। অহো (অহো কি আশ্চর্য্য)! বিধাতঃ (হে বিধাতঃ)! তব (তোমার) ক্বচিৎ (কোথাও) দয়া ন (দয়া নাই) [যতঃ] (যেহেতু) মৈত্র্যা (মৈত্রীদ্বারা) প্রণয়েন (প্রণয়দ্বারা) দেহিনঃ (দেহীদিগকে, জীবদিগকে) সংযোজ্য (সংযুক্ত করিয়া) অকৃতার্থান্ তান্ (তাহারা কৃতার্থ না হইতেই, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তাহাদিগকে) বিযুনঙ্ক্ষি (বিযুক্ত কর তুমি) তে (তোমার) বিচেষ্টিতম্ (চেষ্টা, কার্য্য) অর্ভকচেষ্টিতম্ (বালকের চেষ্টার ন্যায়) অপার্থকম্ (অর্থশূন্য)।

অনুবাদ। গোপীগণ বলিলেন—অহো কি আশ্চর্য্য! হে বিধাতঃ! কোথাও তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই, যেহেতু মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা জীবগণকে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ না হইতেই তুমি তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। বুঝিলাম, তোমার চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য। ৩

অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য। ব্রজসুন্দরীগণ তাহা জানিতে পারিলেন, জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতাকেই দোষী মনে করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

হে বিধাতঃ! কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র দয়াও তোমার নাই; তাহার প্রমাণ দিতেছি, শুন। মৈত্রীদ্বারা বা প্রণয়দ্বারা তুমি লোকদিগকে একত্রিত (মিলিত) কর। তোমার এই আচরণকে হয়তো তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়াই তুমি মনে করিবে, যেহেতু তুমি বলিবে—তাহাদিগকে মিলিত করিয়া মিলনসুখ উপভোগের সুযোগ তুমি তাহাদের করিয়া দিলে। কিন্তু কার্য্যের শেষটা দেখিয়াই উদ্দেশ্যের বা প্রবর্ত্তক বাসনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। তোমার কার্য্যের শেষটা দেখিলে প্রেম-মৈত্রীদ্বারা লোকের একত্রীকরণকেও তোমার দয়ার কার্য্য বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, দেখা যাইতেছে—লোকদিগকে প্রেম-মৈত্রীদ্বারা একত্রিত করিয়াও, তাহাদিগকে মিলনসুখ উপভোগ করার সুযোগ দিয়াও—তুমি তাহাদিগকে মিলনসুখ ভোগ করিতে দাও না; সুখভোগের আরম্ভেই, তাহাদের ভোগবাসনা পূর্ণ না হইতেই **অকৃতার্থান্ তান্**—তাহারা অকৃতার্থ থাকিতেই, সুখভোগে তাহাদের কৃতার্থতা—সার্থকতা লাভ করার পূর্ব্বেই তুমি তাহাদিগকে **বিযুনঙ্ক্ষি**—বিযুক্ত কর, পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লও। ইহা কি তোমার দয়ার কাজ? পিপাসাতুর লোকের হাতে জলপাত্র দিয়া, যখনই সে তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইয়াছে, তখনই তাহার হাত হইতে জলপাত্র কাড়িয়া নেওয়া কি দয়ার কাজ? ইহা অপেক্ষা নির্ম্মমতা আর কি হইতে পারে? কৃষ্ণের সহিত তুমি আমাদের মিলন ঘটাইয়াছ, কিন্তু কয়দিনের জন্য? সবেমাত্র আমরা মিলনানন্দ উপভোগ করিবার উদ্যোগ করিতেছি—তখনই তুমি অক্রূরকে পাঠাইয়া আমাদের সান্নিধ্য হইতে কৃষ্ণকে দূরে সরাইয়া নিতেছ? বিধি! পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে তুমি জান না। বালক যেমন যখন যাহা মনে আসে, তাহাই তখন করিয়া থাকে—ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করে না, তোমার অবস্থাও তদ্রূপ। বালকের কার্য্যের যেমন কোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ থাকে না, তোমার কার্য্যও তদ্রূপ, তোমার **বিচেষ্টিতং**—চেষ্টা, কার্য্য **অর্ভক-**

অস্যার্থঃ যথারাগ :—

না জানিস প্রেম-ধর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চেষ্টিতম্—অর্ভকের (বালকের, শিশুর) চেষ্টার ন্যায় **অপার্থক**—অপগত হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহা হইতে, উদ্দেশ্যহীন, অর্থশূন্য। **অহো**—কি আশ্চর্য্য! তুমি বিধাতা, জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা অথচ তোমার এরূপ আচরণ! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

পরবর্ত্তী ত্রিপদা-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৪৩। এই ত্রিপদীসমূহে "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর যখন ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই গোপীগণ "অহো বিধাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিধাতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গোপীদিগের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই ভাবের আবেশেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটী পড়িয়া প্রলাপে তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছিলেন। উক্ত শ্লোক-কথনকালে গোপীদিগের ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহের—শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে চলিয়া গেলে তাঁহাদের যে দুঃখ হইবে, সেই ভাবী দুঃখের আশঙ্কার ভাব; কিন্তু পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহ হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন পরে গোপীদের বা শ্রীরাধার মনে যে-ভাব জন্মিয়াছিল, তখন শ্রীরাধা যে ভাবের বশীভূত হইয়া বিধাতাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবের আবেশেই উক্ত শ্লোকোক্ত কথায় প্রভু বিধাতাকে তিরস্কার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অক্রূরের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন নিশ্চিত জানিয়া কৃষ্ণবিরহকে নিশ্চিত মনে করিয়া ভাবী বিরহকেই বর্ত্তমানতুল্য জ্ঞান করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু এরূপ বলিয়াছেন।

"বিচেষ্টিতং অর্ভকচেষ্টিতং যথা" এই অংশের অর্থ করিতেছেন "না জানিস" ইত্যাদি বাক্যে।

না জানিস্—বিধি তুই জানিস না। বিধাতার নিজের কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া ক্রোধবশতঃ বিধাতার প্রতি তুচ্ছার্থবোধক "জানিস"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **প্রেম-ধর্ম্ম**—প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব। **ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম**—বিধি, অজ্ঞতাবশতঃ তুই তোর পরিশ্রমকে ব্যর্থ করিতেছিস। তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিস না, অথচ প্রেমিক যুগলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিধানও করিতেছিস; কিন্তু তোর অজ্ঞতাবশতঃ তোর বিহিত বিধান প্রেমিক-যুগলের প্রেমের প্রতিকূলই হইতেছে; তাতে, প্রেমিক যুগলের আচরণের বিধান-প্রণয়নে তুই যে পরিশ্রম করিয়াছিস, তাহা সম্যক্রূপে ব্যর্থই (নিষ্ফল) হইতেছে।

তোর চেষ্টা বালক-সমান—বিধি, তোর চেষ্টা অজ্ঞ বালকের চেষ্টার তুল্যই নিরর্থক হইতেছে। কিরূপে ঘর তৈয়ার করিতে হয়, বালক তাহা জানে না। না জানিলেও, বালক নিজের খেয়ালমত খেলার ঘর তৈয়ার করে এবং তাহাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অজ্ঞতাবশতঃ তাহার কোনও কার্য্যই তাহার ঘর রক্ষার অনুকূল হয় না, ফলতঃ তাহার ঘরখানা পড়িয়াই যায়, বাসের উপযোগী হয় না। সুতরাং বালকের সমস্ত পরিশ্রমও বৃথা হইয়া যায়। বিধাতঃ, প্রেমিক যুগলের পরিচালনার্থ বিধান-প্রণয়নে তোর পরিশ্রমও বালকের গৃহ-রক্ষণে পরিশ্রমের ন্যায়ই ব্যর্থ।

তোর যদি লাগ পাইয়ে—যদি তোকে (বিধিকে) আমার নিকটে পাইতাম। **তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে**—তাহা হইলে তোকে আমি রীতিমত শিক্ষা দিয়া দিতাম (উপযুক্ত শাস্তি দিতাম)। **এমন যেন না করিস্ বিধান**—যাতে তুই আর কখনও প্রেমিক যুগলের নিমিত্ত এইরূপ অদ্ভুত বিধান না করিস্। তোকে এমন শাস্তি দিতাম, যাহার ভয়ে তুই ভবিষ্যতে আর এমন গর্হিত কর্ম্ম করিতিস্ না। **বিধান**—ব্যবস্থা, যাতে প্রেমিক-যুগল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, এমন অকরুণ বিধান।

অরে বিধি ! তোঁ বড় নিঠুর ।
অন্যোন্যদুর্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর ? ॥ ধ্রু ॥ ৪৪

অরে বিধি ! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলি আমার ।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"না জানিস্" হইতে "করিস বিধান" পর্য্যন্ত :—বিধাতার কার্য্য-কলাপে রুষ্ট হইয়া শ্রীরাধার ভাবে মহাপ্রভু বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন :—"বিধি ! তোর ধৃষ্টতা দেখিয়া ক্রোধে শরীর যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। যে যে-বিষয়ের বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবে, সে-বিষয়ে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত দরকার। তুই প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিস্ না, অথচ, তোর এতবড় ধৃষ্টতা যে, তুই প্রেমিক-যুগলের পরিচালনের নিমিত্ত—প্রেমিক-যুগল পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তদ্বিষয়ক—বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছিস্ ॥ তোর এই অজ্ঞতামূলক-ধৃষ্টতার ফল হইতেছে এই যে, তোর বিধি ব্যবস্থা সমস্তই প্রেমের প্রতিকূল হইতেছে। প্রেমিক-যুগলকে যদি প্রেমের অনুকূল অবস্থায়—একই সঙ্গে—রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিতিস, তাহা হইলেই বিধি-প্রণয়নের পরিশ্রম তোর সার্থক হইত। কিন্তু তোর ব্যবস্থার ফলে প্রেমিক-যুগল পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপারসীম দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে—প্রেমের প্রতিকূল অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া কখনও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে না—সে প্রাণত্যাগ করিতেই উৎকণ্ঠিত হয়—ইহাই প্রেমের অনুকূল অবস্থা। কিন্তু তোর উল্টা বিধির ফলে কান্তকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও কান্তাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ধিক্ তোর বিধিরে, আর ধিক্ বিধি তোকে। গৃহনির্ম্মাণের এবং গৃহরক্ষার কৌশলে অনভিজ্ঞ বালকের চেষ্টায় যেমন তাহার নির্ম্মিত গৃহ কখনও বাসের উপযোগী এবং স্থায়ী হইতে পারে না, সুতরাং বালকের অজ্ঞতার ফলে, গৃহ-রক্ষাব্যাপারে তাহার সমস্ত চেষ্টাই যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, প্রেমিক প্রেমিকার পরিচালনার্থ বিধি-প্রণয়নে—প্রেমের গূঢ়তত্ত্বে সম্যক্‌রূপে অনভিজ্ঞ তোর চেষ্টাও তদ্রূপ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। যদি তোকে আমি কখনও একবার আমার নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে তোকে এমন শিক্ষা (উপযুক্ত শাস্তি) দিতাম যে, ভবিষ্যতে তুই আর কখনও প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এমন অদ্ভুত বিধি প্রণয়ন করিতে সাহস করিতিস্ না।"

৪৪। **তোঁ**—তুমি, তুই। **নিঠুর**—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। **অরে বিধি! তোঁ বড় নিঠুর**—রে বিধি! তুই অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ইহা "অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া" অংশের অর্থ। **অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন**—যাঁহারা পরস্পরের পক্ষে দুর্ল্লভ, এমন দুইজনকে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুর্ল্লভ, আবার শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার পক্ষে দুর্ল্লভ, যেহেতু, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরনারী। এই অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন" বলা হয়। **দুর্ল্লভ**—সহজে যাহা লাভ করা যায় না। প্রেম-ব্যতীত অন্য উপায়ে দুর্ল্লভ। **প্রেমে করাঞা সম্মিলন**—প্রেমের দ্বারা অন্যোন্য দুর্ল্লভজনকে সম্মিলিত করিয়া। **অকৃতার্থান্**—অপূর্ণবাসন'। তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গ-বাসনা পূর্ণ না হইতেই। **কেনে করিস্ দূর**—প্রেমের প্রভাবে সম্মিলিত অন্যোন্য-দুর্ল্লভজনকে কেন পরস্পরের নিকট হইতে দূর (বিচ্ছিন্ন) করিস্ ?

"বিধি ! তুই যে কেবল অজ্ঞ এবং ধৃষ্ট, তাহাই নহে, তুই নিতান্ত নিষ্ঠুরও, তোর প্রাণে দয়া-মায়া নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে প্রেমব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যাঁহাদের পরস্পরের সহিত সম্মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নাই, এমন দুইজনকে প্রেমের দ্বারা সম্মিলিত করিয়া—পরস্পরের সঙ্গে তাঁহাদের অভীষ্ট সম্ভোগাদি শেষ না হইতেই তুই তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলি কেন ? এমন নিষ্ঠুর তুই ?"

"অন্যোন্যদুর্ল্লভ" ইত্যাদি "সংযোজ্য মৈত্র্যা·········বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং" অংশের অর্থ।

৪৫। প্রেমের দ্বারা তাঁহাদের সংযোগ করিয়া কিরূপে বিধি আবার তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

'অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ, তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,
ইহা যদি কহ দুরাচার। অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অকরুণ—করুণাশূন্য, নিষ্ঠুর। **কৃষ্ণানন**—শ্রীকৃষ্ণের মুখ। **নেত্র-মন লোভাইলি আমার**—আমার নয়নের ও মনের লোভ জন্মাইলি। শ্রীকৃষ্ণের বদনমাধুর্য্য দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের এবং তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত আমার মনের লোভ জন্মাইলি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার প্রেম জন্মাইলি—যেই প্রেমের দ্বারা তুই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার মিলন করাইলি। এস্থলে, পূর্ব্বত্রিপদী-প্রোক্ত "প্রেমে করাঞা সম্মিলন" অংশ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

এক্ষণে কিরূপে "অকৃতার্থ প্রেমিক যুগলকে বিচ্ছিন্ন" করিয়া বিধাতা নিজের নিষ্ঠুরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে।

ক্ষণেক করিতে পান—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পরে তাঁহার বদন-চন্দ্রের সুধা অল্পক্ষণ মাত্র পান করার পরেই, ইচ্ছামত তাঁহার বদনসুধা (বা সঙ্গসুধা) পান করার পূর্ব্বেই। **কাড়ি নিলি অন্য স্থান**—বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আমার নিকট হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলি। **দত্ত-অপহার**—কোনও বস্তু একবার দিয়া পুনরায় তাহা কাড়িয়া নেওয়াকে দত্ত অপহার বলে। ইহা একটি পাপ। **পাপ কৈলে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে তুই একবার আমাকে দিলি, দিয়াই আবার অল্পক্ষণ পরে কাড়িয়া নিলি। ইহাতে যে তোর কেবল নিষ্ঠুরতা হইয়াছে, তাহাই নহে, দত্তাপহার জনিত পাপও তোর হইয়াছে। তুই নিষ্ঠুর, তুই পাপী।

"অরে বিধি" হইতে "দত্ত অপহার" পর্য্যন্ত:—রে নিষ্ঠুর বিধি! আমি তো পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও দেখি নাই, তুই মধ্যস্থ না হইলে কখনও দেখিতাম কিনা, তাও বলিতে পারি না। তুই তোর সেচ্ছা বিধানের বলে, আমাকে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যমণ্ডিত মুখখানা দেখাইলি—দেখাইয়া, সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যপূর্ণ মুখখানা আবার দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়নের লোভ জন্মাইলি—তাঁহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত আমার মনে বলবতী বাসনা জন্মাইলি, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার এবং আমার প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম জন্মাইলি, প্রেম জন্মাইয়া সেই প্রেমের প্রভাবে আমাদিগকে সম্মিলিত করিলি। আমাদের পরস্পরের সহিত দেখা না করাইলে, আমাদের প্রাণে পরস্পরের প্রতি তুই প্রেম না জন্মাইলে, আমাদের মিলনই অসম্ভব হইত, পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছাও হয়ত আমাদের মনে জাগিত না। প্রেম জন্মাইয়া তুই আমাদিগকে মিলিত করিলি। ভাবিয়াছিলাম, মিলনানন্দেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইবে; কিন্তু রে অকরুণ বিধি, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আমরা সবে মাত্র পরস্পরের সঙ্গসুখ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি,—এমন সময়—যখন পর্য্যন্ত, আমি যথেষ্টরূপে আমার প্রাণবল্লভের পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিতে পারি নাই, নির্ভয়ে তদীয় মুখ-কমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করিতে পারি নাই, আমাকর্তৃক তাঁহার বিশাল বক্ষ ও গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই—তখনই—আমাদের আশা না পূরিতেই—তুই তোর নিষ্ঠুর হস্তে আমার প্রাণবল্লভকে বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিয়া বহুদূরে সরাইয়া দিলি। কেনই বা দিলি। আবার, দিয়া কেনই বা নিলি? দেওয়া জিনিস কাড়িয়া নিলি, বিধি, তোর যে দত্তাপহরণজনিত পাপ হইল রে। দারুণ বিধি! তুই যে কেবল নিষ্ঠুর, তাহাই নহে, তুই মহাপাপীও বটিস্।

৪৬। "অক্রূর করে" হইতে "ঐছে ব্যবহার" পর্য্যন্ত ত্রিপদীর অন্বয়:—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বিধাতাকে বলিলেন, "রে দুরাচার! তুই যদি বলিস্—অক্রূর তোমার (কথিত) দোষ করিয়াছে, তুমি আমায় রোষ করিতেছ কেন?—তবে আমি বলি শুন্—তুঁই অক্রূরের মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্, অন্য কাহারও এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না।"

আপনার কর্ম্মদোষ,　　তোরে কিবা করি রোষ,　　যে আমার প্রাণনাথ,　　একত্র রহি যাব সাথ,
তোয মোয সম্বন্ধ বিদূর।　　　　সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অক্রূর করে তোমার দোষ—রাধে। আমি (বিধাতা) নির্দ্দয় বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে যে দোষ দিতেছ, সেই দোষ তো বাস্তবিক আমি করি নাই অক্রূরই সেই দোষ করিয়াছেন, অক্রূরই নির্দ্দয়ের ন্যায় তোমার নিকট হইতে তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আমি নেই নাই।

আমায় কেনে কর রোষ—রাধে। তুমি আমাকে দোষী মনে করিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইতেছ কেন?

"অক্রূর করে　　রোষ"—ইহা বিধাতার উক্তি বলিয়া শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিয়া লইতেছেন।

ইহা—অক্রূর করে ইত্যাদি।

দুরাচার—দুষ্ট আচার যাহার নির্দ্দয় ও দন্তাপহারী ইহা বিধাতার প্রতি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রোষোক্তি।

তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি—রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন,—বিধি। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি ঠিক অক্রূরের আকৃতির মতনই কিন্তু তিনি অক্রূর নহেন অক্রূর নির্দ্দয় হইতে পারেন না তাঁহার (অক্রূর—অ-নির্দ্দয়—কৃপালু) নামই তাহা সূচিত করিতেছে। তুইই অক্রূরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নিয়াছিস্। **অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার**—এইরূপ নির্দ্দয় আচরণ অপরের হইতে পারে না, ইহা তোরই আচরণ।

'রে দুরাচার বিধি। তুই হয়তো বলিবি যে, তুই কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া যাস নাই অক্রূরই লইয়া গিয়াছেন। তোর মতন দুরাচার প্রাণীর পক্ষে, নিজে দোষ করিয়া সেই দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব—অস্বাভাবিক—নহে। অক্রূর তোর মতন নির্দ্দয় নহেন, অক্রূরের নাম শুনিলেই বুঝা যায় তিনি ক্রূর (নিষ্ঠুর) নহেন। আর বিধি, তোর নাম শুনিলেই বুঝা যায়, তোর শরীরে মায়া-মমতা নাই—তুই শাস্ত্র বিধান অনুসারে কাজ করিবি, তাতে অপরের প্রাণান্তক কষ্ট হইলেও সেই কষ্ট তোকে তোর বিধান হইতে একটুও বিচলিত করিবে না—কাহারও অবস্থা দেখিয়া তোর চিত্ত বিচলিত হইলে তোর বিধানের মর্য্যাদাই যে তুই রক্ষা করিতে পারিবি না—স্বয়ং বিধানকর্ত্তা হইয়া তুই কিরূপে তোর বিধান লঙ্ঘন করিবি? তাতেই তোকে মায়ামমতায় উপেক্ষা করিয়া নির্দ্দয় হইতে হয়। নির্দ্দয়তাশূন্য অক্রূরের কথা তো দূরে, অপর কাহারও পক্ষেও এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার সম্ভব নহে কারণ, অপর কেহই তোর মত বিধাতা নহে। আমাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া যায়েন নাই তবে হাঁ, যিনি লইয়া গিয়াছেন, তাঁর আকৃতিও ঠিক অক্রূরের আকৃতির মতনই এবং তিনি অক্রূর বলিয়া নিজের পরিচয়ও দিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তথাপি তিনি বাস্তবিক অক্রূর নহেন—অক্রূর এমন ক্রূর হইতে পারেন না। প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের জন্য তুই যে অদ্ভুত প্রেম প্রতিকূল বিধান করিয়াছিলি, সেই অদ্ভুত বিধানের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে তুইই অক্রূরের রূপ ধরিয়া আসিয়া আমাদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিস্, নিজের নির্দ্দোষতা খ্যাপনের নিমিত্তই তুই অক্রূরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিস।"

৪৭। উপরোক্তভাবে বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বোধহয় ক্ষণকাল একটু চিন্তা করিলেন, চিন্তার ফলে তৎক্ষণাৎই আবার বলিলেন—"না বিধি। আমি বোধহয় বৃথাই তোর উপর রুষ্ট হইয়াছি, অনর্থকই তোকে তিরস্কার করিতেছি। তুই হইলি বিধি—জীবের কর্ম্মফল অনুসারে তাহার সুখ দুঃখের বিধান করাই তোর কর্ত্তব্য, আমি নিশ্চয়ই ইহজন্মে কি পূর্ব্বজন্মে এমন কোন কর্ম্ম করিয়া থাকিব, যাহার ফলে আমাকে এই বন্ধু-বিরহ-জনিত প্রাণান্তক কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, আমার কর্ম্মদোষেই তুই আমার জন্য

সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন-হাথে মারে, তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিস, তাতে তোরই বা কি দোষ? তুই তোর কর্ত্তব্যই করিয়াছিস্। আমার দুঃখ দেখিয়া আমার প্রতি করুণা দেখাইবার শক্তিও তোর নাই, তাতে তোর কর্ত্তব্যের অবহেলা হইত, তুই যে বিধি। আর বিধাতা না হইলেও আমার প্রতি করুণা দেখাইবার হেতুও বোধহয় তোর কিছু নাই; কারণ, তোর সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধতো নাই; যাদের মধ্যে কোনওরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাদের মধ্যেই একজনের দুঃখে আর একজনের মনে করুণার উদ্রেক হইতে দেখা যায়, কিন্তু তোর সঙ্গে আমার এরূপ কোনও সম্বন্ধতো নাই। তোর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাহা অত্যন্ত দূর সম্বন্ধ—তুই কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, আর আমি কর্ম্মফলভোগী জীব, এত দূরবর্ত্তী সম্পর্ক যাদের মধ্যে, তাদের মধ্যে একজনের দুঃখে অপরের মনে করুণার উদয় হওয়া সম্ভব নহে।"

তোয় মোয়—তোতে (বিধাতাতে) আর আমাতে, তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে। "তোর আমার" এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

সম্বন্ধ—সম্পর্ক।

বিদূর—বিশেষরূপে দূরবর্ত্তী, ঘনিষ্ঠ নহে যাহা। তুই (বিধাতা) কর্ম্মফলদাতা, আর আমি কর্ম্মফলভোক্তা, ইহাই আমার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ, ইহা ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ নহে। যাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, সর্ব্বদাই তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয়, তাহার ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে, একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ জন্মে। কিন্তু বিধাতার সঙ্গে জীবের এরূপ কোনও সম্বন্ধই নাই। (লীলারস পুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীরাধিকাদি নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই নর-লীলার আবেশে নিজেদিগকে জীব বলিয়া মনে করিতেছেন। তাই শ্রীরাধিকা নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণকৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার, সখি তোর এ ব্যর্থ বচন। জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল, ততদিন জীবে কোনজন॥ শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত, এই বাক্য কহনা বিচারি। ২।২।২২-২৩॥")। **যে আমার প্রাণ-নাথ**—যে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ। **একত্র রহি যার সাথ**—যাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করি। **নিঠুর**—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়।

"শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভ, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে আমি একত্র অবস্থান করি, সর্ব্বদা আমরা পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান করি, নর্ম্মালাপে আমরা এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া যাই যে, অন্য বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানই থাকে না, কত সময় যে কাটিয়া গেল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না—আমার মরম তিনি জানেন, তাঁর মরম আমি জানি; কিসে আমার দুঃখ হয়, তাহা তিনি জানেন, কিসে তাঁহার দুঃখ হয়, তাহাও আমি জানি। তিনি কখনও আমাকে দুঃখ দেন নাই—দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁর থাকিতে পারে না—এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে আমার। কিন্তু সেই কৃষ্ণই যদি এত নিষ্ঠুরতা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে—বিধি, তুই—তোর সঙ্গে ত আমার এমন কোনও সম্বন্ধ নাই—তুই যে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইবি, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?"

এই ত্রিপদী হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন আরম্ভ হইয়াছে।

৪৮। "সব তেজি" ইত্যাদি ত্রিপদীতে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা দেখাইতেছেন।

সব তেজি—সমস্ত ত্যাজিয়া, স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। **ভজি যারে**—যাঁহাকে (যে কৃষ্ণকে) ভজি, (সেবা করি)। যাঁহাকে সুখী করার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি। **আপন-হাথে**—নিজহাতে। **মারে**—প্রাণবধ করে। **নারীবধে** ইত্যাদি—স্ত্রীলোককে বধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের ভয় শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৪৯

এইমত গৌররায়, বিষাদে করে 'হায় হায়',
হাহা কৃষ্ণ। তুমি গেলা কতি?।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাই। **তাঁর লাগি**—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) জন্য। তাঁহার বিরহে। **উলটি না চাহে**—ফিরিয়াও চাহে না। **হরি**—শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়—অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গ করিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার এত কালের এত প্রণয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যেই চক্ষুর নিমিষেই ইচ্ছামাত্রেই সেই প্রণয়ের কথা ভুলিয়া গেলেন—যেন তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধই নাই বা কোনও দিন ছিলও না, এমন ভাবেই তিনি চলিয়া গেলেন।

এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি উলাহন বাক্য।

'সর্ব্বেন্দ্রিয় হইতে 'ভাঙ্গিল প্রণয়' পর্য্যন্ত—শ্রীকৃষ্ণের সুখের উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছি—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন আর্য্যপথ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি কুলবধূ রাজার নন্দিনী—কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া দেহ মন প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি নিজের দেহ ও মনকে তাঁর ক্রীড়া-পুত্তলি করিয়াছি—তাঁর প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে। যাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক কুলবতীদিগের আর হইতে পারে না, অম্লানবদনে আমি তাহাই মাথায় লইয়াছি ঘর ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি—কেবলমাত্র তাঁকে সুখী করার নিমিত্ত। কিন্তু হায়! তিনি কি করিলেন? তিনি এখন নিজ হাতেই আমাকে বধ করিলেন তিনি জানেন—তিনিই আমার জীবাতু তিনি জানেন—তাঁহার বিরহে আমার প্রাণধারণ অসম্ভব। কিন্তু এসব জানিয়াও তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—দোষিতেছি, নারীবধেরও তাঁহার ভয় নাই। তাঁর জন্য আমি প্রাণে মরিতেছি—হা প্রাণবল্লভ বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণ ফাটাইতেছি—তিনি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না! হায় হায়! যে প্রণয় তিনি আমাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন নয়নের পলকেই তিনি সেই প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন তিনি আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪৯। আবার অন্যরকম চিন্তা করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু বলিলেন—না না কৃষ্ণের প্রতি কেন রুষ্ট হইতেছি তার কোনও দোষ নাই—দোষ আমার অদৃষ্টের হয়ত আমি কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছি, সেই পাপের ফল এখন আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণের কোনও দোষ নাই—তিনি তো আমার প্রেমের অধীনই ছিলেন—ইহা রাস-রজনীতে তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি নিজ ইচ্ছা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না, আমার প্রবল দুর্ভাগ্যই আমার প্রতি তাঁহাকে উদাসীন করিয়াছে, আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। আমার প্রতি আমার প্রাণবল্লভের যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল অল্প দুর্ভাগ্য তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে—তাঁহার অনুরাগ অপেক্ষাও আমার বলবত্তর দুর্ভাগ্য আমা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ ত্রিপদীর টীকায় "বিদুর" শব্দের ব্যাখ্যার শেষভাগে বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ দ্রষ্টব্য)।

৫০। এই মত—পূর্ব্বোক্তরূপ। **বিষাদে**—৩।১৭।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **কতি**—কোথায়। বিষাদে প্রভু "হায় হায়" করিতে লাগিলেন আর কেবল বলিতে লাগিলেন—'হা হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে?" **গোপীভাব হৃদয়ে**—প্রভুর চিত্তে গোপীভাবের আবেশ। **তার বাক্য বিলপয়ে**—বিলাপ করিয়া প্রভু তার (গোপীর) বাক্যই (কথাই) বলিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি—অক্রূরের রথে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার বিরহ-বিধুরা গোপীগণ "গোবিন্দ দামোদর-মাধব" ইত্যাদি বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। গোপী ভাবাবিষ্ট প্রভুও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের উচ্চারিত 'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি" বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। "গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি," শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশুকোক্ত একটী শ্লোকের অংশ:—"এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসা। বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর-মাধবেতি॥ ১০।৩৯।৩১॥" অক্রূরের রথে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন দেখিয়া, নিজেদের বিরহ দুঃখের হেতুভূতরূপে প্রথমে বিধাতাকে, তারপর শ্রীকৃষ্ণকে, তারপর নিজেদের অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে ব্রজগোপীগণ যখন মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত গমনোদ্যতা হইলেন, তখন গুর্ব্বাদি-বশতঃ গমনে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র রোদন করিতেই লাগিলেন, ইহাই উল্লেখ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"এইরূপ বলিতে বলিতে বিরহে অত্যন্ত বিবশহৃদয় ও স্বাভাবিক প্রেমরস-ময়ত্বে প্রসিদ্ধ গোপীগণ, প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্তচিত্তা হইয়া লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব' এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।"

গোপী ভাবাবিষ্ট প্রভুর মুখে **গোবিন্দ**-শব্দের ধ্বনি বোধহয় এইরূপ:—"তুমি গোকুলের ইন্দ্র, তোমার অভাবে এই গোকুল ক্ষণকালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে, অতএব হে গোবিন্দ! তুমি মথুরায় যাইও না।" অথবা গো (গাভী)-সমূহকে পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! ব্রজের এই লক্ষ লক্ষ ধেনু তোমারই মুখ চাহিয়া জীবিত থাকে তোমাকে না দেখিলে তাহারা নিজেদের বৎস-সমূহকেও দুগ্ধ দান করে না, একগ্রাস তৃণ পর্যন্তও মুখে দেয় না, তাহা তুমি জান, তুমি চলিয়া গেলে তোমাগত-প্রাণ ধেনুকুলের কি অবস্থা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। এই ধেনুদিগের কথা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও—মথুরায় যাইও না।" অথবা, গো (ইন্দ্রিয়) সমূহকে পালন (তৃপ্তিদান) করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! তুমি তোমার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপলাবণ্য দেখাইয়া আমাদের নয়নকে, তোমার সুমধুর নর্ম্মপরিহাসাদি শ্রবণ করাইয়া আমাদের কর্ণকে, মৃগমদ নীলোৎপল বিনিন্দিত তোমার সুমধুর অঙ্গ-গন্ধদ্বারা আমাদের নাসিকাকে, তোমার অধরামৃতদ্বারা আমাদের জিহ্বাকে, তোমার কোটীচন্দ্র সুশীতল অঙ্গ স্পর্শদ্বারা আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়কে এবং তোমার সঙ্গ-সুখদ্বারা আমাদের মনকে—এইরূপে তুমি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তুদ্বারা তৃপ্তিদান করিয়া পালন করিয়াছ তোমার বিরহে এই সকল ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ) এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারিণী গোপীগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।" অথবা, ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। "হে গোবিন্দ! তুমি তো চলিলে, আমাদের মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, নচেৎ তাহারা (তাহাদের অধিকারিণীগণ) জীবিত থাকিবে না।"

দামোদর-শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রজেশ্বরী রজ্জু (দাম) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর দেশে বন্ধন করিয়াছিলেন (দামবন্ধন-লীলা)। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম হইয়াছে "দামোদর"। এই দামোদর-শব্দ উচ্চারণ করিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেশ্বরীর স্নেহের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। "হে দামোদর! যে-ব্রজেশ্বরী তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার স্নেহের কথা একবার স্মরণ কর, অথবা, যাঁহার স্নেহরজ্জুতে তুমি বদ্ধ হইয়াছিলে, তাহার কথা একবার স্মরণ কর। তোমার বিরহে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না।"

মাধব-শব্দের-তাৎপর্য্য। মা অর্থ লক্ষ্মী, ধব-অর্থ পতি। মা-ধব—লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীও যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। হে মাধব! তোমার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে, তোমার বিলাস বৈদগ্ধীতে মুগ্ধা হইয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও নাকি তোমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন, এবং তিনিই নাকি একটী স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষোদেশে বিরাজিত আছেন। বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াও, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও লক্ষ্মী যাঁহার বৈদগ্ধ্যাদি গুণের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—সামান্য গ্রাম্য-গোয়ালিনী আমরা কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিব? লক্ষ্মী দেবী, তাঁর শক্তি অতুলনীয়া, তিনিও তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিতে

তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫১
এইমত বিলপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥ ৫২
প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৩
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥ ৫৪
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৫
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পাবেন না, তাই বেণুরূপে নিরন্তর তোমার সঙ্গ করিতেছেন। আমরা মানবী হইয়া কিরূপে তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিব? আমরা মানবী, আমাদের এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্দ্বারা বেণ্বাদিরূপে নিজেদিগকে রূপান্তরিত করিয়া তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। এই অবস্থায়, তোমার বিরহে আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, আমাদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। অথবা, মা-অর্থ না ধব—পতি। মাধব—পতি নহ, হে মাধব। তুমি আমাদের পতি বা স্বামী নহ, যদি স্বামী হইতে, তাহা হইলে আমাদের উপর তোমার স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকিত, আমরা তখন তোমার নিজস্ব হইতাম, সুতরাং তখন তুমি আমাদিগকে বধ করিলেও তোমার বিশেষ কিছু দোষ হইত না, তোমার বস্তু, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আমাদের পতি নহ—তুমি আমাদের সখা, তোমার সম্বন্ধে আমরা পরবস্তু, পরের বস্তু বিনষ্ট করায় তোমার কোনও অধিকার নাই—ইহা ভাবিয়া তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।

৫১। **করে আশ্বাসন**—প্রভুকে আশ্বস্ত করেন। **সঙ্গম-গীত**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-বিষয়ক গীত। এইরূপ গীত শুনিতে শুনিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু ক্রমশঃ মনে করিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এইরূপ মনে হইলেই তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা দূরীভূত হইত, চিত্ত স্থির হইত।

৫৩। প্রভুকে শয়ন করাইয়া রায় রামানন্দ নিজগৃহে গেলে পরে স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ গম্ভীরার দরজার সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিলেন।

৫৪। রাধা-প্রেমের আবেশে প্রভুর চিত্ত উদ্বেলিত, তিনি গম্ভীরার মধ্যে বসিয়া বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং এই ভাবেই জাগরণ করিতে লাগিলেন, ঘুমাইলেন না।

৫৫। **বিরহে ব্যাকুল**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল (অস্থির)। **উদ্বেগ**—মনের অস্থিরতা। ৩।১৭।৪৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। উদ্বেগভাবের উদয়ে প্রভু অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং উপবেশন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা" স্থলে "প্রভু উদ্বেগে উঠিলা" পাঠান্তরও আছে।

ভিত্তি—প্রাচীর, দেওয়াল। **গম্ভীরার ভিত্ত্যে**—গম্ভীরানামক প্রকোষ্ঠের ভিত্তিতে। "ভিত্ত্যে" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "ভিতরে" পাঠ আছে। কিন্তু দাসগোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু গ্রন্থেও "ভিত্তি" পাঠ দেখা যায়। **ঘষিতে লাগিলা**—ঘর্ষণ করিতে (ঘষিতে) আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া গম্ভীরার প্রাচীরে বা দেওয়ালে নিজের মুখ ঘষিতে লাগিলেন। কেন প্রভু মুখ ঘষিতেছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী "দ্বার চাহি বুলি" ইত্যাদি বাক্যেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৫৬। **গণ্ডে**—গালে। **রক্তধার**—রক্তের ধারা। ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণের ফলে প্রভুর মুখে, গালে ও নাকের অনেক স্থানে খুব বেশী রকম ক্ষত হইয়া গেল। ঐ সকল ক্ষতস্থান হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল, কিন্তু ভাবাবেশে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ছিল না বলিয়া তিনি ঐ ক্ষত বা রক্তধারা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥ ৫৭
দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ ॥ ৫৮
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
'কাহা কৈলে এই তুমি ?' স্বরূপ পুছিল ? ॥ ৫৯
প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬০
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥ ৬১
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে করে যে বোলে সব উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬২
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আরদিনে ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৭। এইরূপে সমস্ত রাত্রিই প্রভু ক্রমাগত মুখ-ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, শেষকালে উদ্বেগে গোঁ গোঁ শব্দ করিতেও লাগিলেন। কতক্ষণ পরে, প্রভুর গোঁ গোঁ শব্দ স্বরূপ দামোদর শুনিতে পাইলেন।

৫৮। দীপ জ্বালি—প্রদীপ জ্বালিয়া।

গোঁ গোঁ-শব্দ শুনিয়া স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রদীপ হাতে গম্ভীরার মধ্যে গেলেন, প্রদীপের আলোকে প্রভুর মুখে ক্ষত ও রক্তধারা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

৫৯। তখন তাঁহারা প্রভুকে ধরিয়া প্রভুর বিছানায় আনিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিলেন, তারপর প্রভু স্থির হইলে, স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, তুমি কি করিয়াছ? কিরূপে তোমার মুখে ক্ষত হইল?"

৬০-৬১। প্রভু কহে ইত্যাদি দুই পয়ার:—স্বরূপের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন (প্রভুর এখন কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল)—"স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, উদ্বেগে আর ঘরে থাকিতে পারিতেছিলাম না। মনে করিয়াছিলাম, বাহিরে যাইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিব, তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিলাম। বাহির হওয়ার দ্বার ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে দ্বার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু দ্বার পাইলাম না, বাহিরেও যাইতে পারিলাম না, গাত্রের মধ্যে চারিদিকের দেওয়ালের সঙ্গে মুখের ঘষা লাগিয়া মুখ ক্ষত হইয়াছে ও ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে।"

কৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বোধহয় মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে অভিসার করিয়া আসিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় তিনি কোনও নিকুঞ্জে বসিয়া আছেন; কৃষ্ণ আসিতেছেন না বলিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া মনে করিলেন, কুঞ্জের বাহির হইয়া অন্বেষণ করিলেই কৃষ্ণকে পাইবেন, তাই বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্থলে গম্ভীরাকে নিকুঞ্জমন্দির মনে করা এবং কৃষ্ণকে বৃন্দাবনস্থিত মনে করিয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা (প্রেম বৈবশ্য চেষ্টিত)—উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

৬২। উন্মাদ-দশায়—রাধাভাবে দিব্যোন্মাদের অবস্থায়। **উন্মাদ-দশায়-প্রভুর** ইত্যাদি—প্রভু প্রায় সর্ব্বদাই দিব্যোন্মাদের অবস্থায় থাকেন বলিয়া তাঁহার মন কখনও স্থির থাকে না, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি থাকে না বলিয়া দেহানুসন্ধানাদিও থাকে না। **যে করে**—প্রভু যাহা যাহা করেন। **যে বোলে**—প্রভু যাহা যাহা বলেন। **সব উন্মাদ-লক্ষণ**—প্রভু যাহা যাহা করেন এবং যাহা যাহা বলেন, তৎসমস্তেই দিব্যোন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহা করেন, তাহা প্রেম বৈবশ্যজনিত উদ্ঘূর্ণা এবং যাহা বলেন, তাহা চিত্রজল্পাদি।

৬৩। স্বরূপ-গোসাঞি ভাবিলেন—প্রভুর তো বাহ্যজ্ঞানই থাকে না, তাই দেহস্মৃতিও থাকে না। এক দিন তো গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসিয়া নাকে মুখে ক্ষত করিয়া ফেলিলেন, আবার কোন্ দিন কি করিয়া বসেন, তাহারই বা ঠিক কি? এই সমস্ত ভাবিয়া, প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার আচরণে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কষ্টের আশঙ্কা করিয়া স্বরূপ

সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল ।
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৪
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।
প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ ॥ ৬৫
'প্রভুপাদোপধান' বলি তার নাম হৈল ।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি সকল ভক্তকে একত্র করিয়া, প্রভুর দেহের রক্ষার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শ করিলেন।

৬৪। পরামর্শ করিয়া সকলে স্থির করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গে সর্ব্বদা একজন প্রহরী থাকার দরকার, তিনি যেন সর্ব্বদা প্রভুর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং প্রভুর দেহের কষ্ট হইতে পারে, এমন সব আচরণের যেন বাধা দেন। সকলে স্থির করিলেন—রাত্রিতে প্রভু যখন শয়ন করিবেন, তখন শঙ্কর পণ্ডিতও প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরার মধ্যে শয়ন করিবেন, কিন্তু প্রভু এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কিনা, তাহাও সন্দেহ, তাই সকলে মিলিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। তদবধি শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরায় শয়ন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর গৌরববুদ্ধিহীন শুদ্ধা কেবলাপ্রীতি, একথা প্রভু নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন (২।১২।১৩ শ্লোক)। এজন্যই বোধহয় স্বরূপ দামোদরাদি প্রভুর সঙ্গে শুইবার জন্য অন্য কাহাকেও নির্ব্বাচিত না করিয়া শঙ্কর পণ্ডিতকেই নির্ব্বাচিত করিলেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—ইঁহাকে সঙ্গে রাখিতে প্রভুর মনে কোনও রূপ সঙ্কোচ হইবে না। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা বলেন—"যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা। স শ্রীভদ্রাখ্য গৌরাঙ্গপ্রিয় শঙ্করপণ্ডিত ॥ ৫৭ ॥"—ব্রজলীলায় যিনি শ্রীভদ্রা নামী সখী ছিলেন এবং যাঁহার বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যাইতেন, তিনিই এক্ষণে শঙ্কর পণ্ডিত। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বলীলাতেও শঙ্কর পণ্ডিত সম্বন্ধে প্রভুর কোনও সঙ্কোচ ছিল না, সুতরাং এই লীলাতেও সঙ্কোচ থাকার হেতু নাই। দুই লীলাতে পরিকরাদের দেহভেদ থাকিলেও ভাবের ভেদ নাই, যেহেতু, তাঁহাদের ভাব নিত্যসিদ্ধ।

প্রভুরে সাধিল—শঙ্কর পণ্ডিতকে রাত্রিতে গম্ভীরায় স্থান দেওয়ার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে সম্মত করাইলেন।

৬৫। সেই দিন হইতে প্রভু যখন গম্ভীরায় শয়ন করেন, তখন শঙ্কর-পণ্ডিতও প্রভুর চরণতলে আড়ভাবে শুইয়া থাকেন, প্রভু তাঁহার দেহের উপরে চরণ রাখিয়া শুইতেন—যেমন বালিশের উপরে লোকে পা রাখিয়া ঘুমায়।

৬৬। পাদোপধান—পাদ+উপধান (বালিশ), পা রাখিবার বালিশ, পা-বালিশ। **প্রভু-পাদোপধান**—প্রভুর পা-বালিশ। যখন হইতে শঙ্কর-পণ্ডিত প্রভুর চরণতলে শয়ন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও তাঁহার দেহের উপর চরণ রাখিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই শঙ্কর-পণ্ডিতকে সকলে প্রভুর পাদোপধান (পা-বালিশ) বলিতেন। **তার নাম**—শঙ্কর-পণ্ডিতের নাম। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরলীলা বর্ণন সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে বিদুরকেও শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান (পা-বালিশ) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তদ্রূপ এক্ষণেও প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ শঙ্কর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর পাদোপধান বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বিদুরকে যে কৃষ্ণের পাদোপধান বলা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পশ্চাদুক্ত "ইতি ব্রুবাণং" ইত্যাদি শ্লোক।

"বিদুরে" স্থলে "উদ্ধবে" পাঠান্তরও আছে, কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, প্রমাণরূপে উদ্ধৃত শ্লোকে বিদুরের নামই দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ধবের নাম তাহাতে নাই।

তথাহি (ভা ৩।১৩।৫)—
ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৪ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন।
ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ ৬৭

উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কান্থা তাহারে ওঢ়ায় ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সহস্র-শীর্ষা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। তমভ্যচষ্ট অভ্যভাষত প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। ভগবৎ কথায়াং (ভগবৎ-কথায়) প্রণীয়মানঃ (প্রবর্ত্ত্যমান) প্রহৃষ্টরোমা (**পুলকিতগাত্র**) মুনিঃ (মৈত্রেয় মুনি) ইতি ব্রুবাণং (এই কথা যিনি বলিয়াছিলেন, সেই) বিনীতং (বিনীত) সহস্রশীর্ষচরণোপধানং (শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধানস্বরূপ) বিদুরং (বিদুরকে) অভ্যচষ্ট (বলিলেন)।

অনুবাদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান-স্বরূপ বিদুর বিনীত ভাবে এই প্রশ্ন করিলে, ভগবৎ কথায় প্রবর্ত্ত্যমান মৈত্রেয় মুনি পুলকিত গাত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৪

মহামুনি মৈত্রেয় যখন হরিদ্বারে ছিলেন, তখন মহাত্মা বিদুর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন বিদুরের প্রশ্নে পরমপ্রীত হইয়া মৈত্রেয় মুনি ভগবৎ কথা কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বায়ম্ভুব মনুর কথা উঠিয়া পড়িল এই স্বায়ম্ভুব-মনুসম্বন্ধেও বিদুর জিজ্ঞাসু হইলে মৈত্রেয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই সূচনা করা হইয়াছে এই শ্লোকে।

মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর **অভ্যচষ্ট**—বলিলেন (মৈত্রেয় যাহা বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১৩।৫-আদি শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে)। মৈত্রেয় কিরূপ ছিলেন তাহা বলিতেছেন—মৈত্রেয় ভগবৎ কথায় **প্রণীয়মানঃ**—প্রবর্ত্ত্যমান ছিলেন, হরিদ্বারে যাইয়া বিদুর ভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করাতেই মৈত্রেয় তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, সুতরাং বিদুরকর্তৃকই তিনি ভগবৎ কথায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাই বলা হইয়াছে বিদুরকর্তৃক প্রণীয়মানঃ (প্রবর্ত্ত্যমান) মৈত্রেয় ভগবৎ-কথা বলিতে বলিতেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে **প্রহৃষ্টরোমঃ**—পুলকিত-গাত্র হইলেন তাঁহার দেহে রোমাঞ্চের উদয় হইল এত অবস্থায় তিনি বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিদুর কিরূপ ছিলেন? **ইতি ব্রুবাণং**—এই কথা—স্বায়ম্ভুব মুনিসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসু এবং **সহস্রশীর্ষশ্চরণোপধানম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান সদৃশ বিদুর। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদুরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন বিদুরের শঙ্কানিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি সহস্রশীর্ষ-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন। "সহস্রশীর্ষা বিদুরশঙ্কানিবর্ত্ত্যর্থং তদগৃহে ধৃতসহস্রশীর্ষবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চরণয়োরুপধানমুপবর্হরূপং মহাভাবতে বিদুরগৃহে ভোজনে ভগবাংস্তদুৎসঙ্গে চরণৌ নিধায় সুষ্বাপেতি প্রসিদ্ধেঃ। চক্রবর্ত্তিটীকা।" তাই এস্থলে বিদুরের প্রসঙ্গে সহস্রশীর্ষা বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। বিদুর ছিলেন এই সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের উপধান (বালিশ) বিদুরের গৃহে ভোজনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্রোড়েই চরণযুগল রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন, তাই বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান (পা বালিশ) বলা হয়।

৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৭। ঘুমাঞা পড়েন—প্রভু যখন ঘুমাইয়া পড়েন, তখন। **তৈছে**—ঐরূপে, পা বালিশরূপে। **করেন শয়ন**—শঙ্কর শয়ন করেন।

৬৮। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত দেহে, খালি গায়ে। **আপন কান্থা**—প্রভুর নিজের গায়ের কাঁথা। **তাহারে ওঢ়ায়**—ওড়নির (চাদরের) মত তাহার (শঙ্করের) গায়ে দেন।

নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৬৯
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭০
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭১

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তব
কল্পতরৌ (৬)—
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপান্মন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স্বকীয়স্য নিজস্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য প্রাণেন্দ্রিয়াদিতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য বিরহাৎ অদর্শনাৎ উন্মাদাৎ মহাভাবাত্যুদয়াৎ সততং প্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ভিত্তৌ প্রাচীরে শশ্বন্নিরন্তরং বদনবিধুঘর্ষেণ মুখচন্দ্রঘর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি উন্মত্তীকরোতি। শ্লোকমালা। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

খালি গায়ে শঙ্কর ঘুমাইয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া ভক্তবৎসল প্রভু উঠিয়া নিজের গায়ের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে চাদরের মত করিয়া বিছাইয়া দিতেন—শঙ্করের শীতনিবারণের নিমিত্ত।

"ওড়ায়" স্থানে "জড়ায়" পাঠান্তরও আছে।

জড়ায়—গায়ে জড়াইয়া দেন।

৬৯। **শীঘ্রচেতন**—শীঘ্রই যাঁহার চেতন হয়, শীঘ্রই যিনি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন। **নিরন্তর ঘুমায়** ইত্যাদি—নিরন্তর (সর্ব্বদাই) এইরূপ হয় যে, শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়েন বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার ঘুম হইতে জাগিয়া উঠেন, তিনি কখনও সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটান না। **বসি পাদ চাপি** ইত্যাদি—ঘুম হইতে শীঘ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া বসিয়া প্রভুর পাদ-সংবাহন করিয়া (পা চাপিয়া) রাত্রি জাগরণ করেন (শঙ্কর)। **পাদ চাপি**—গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত এবং শীঘ্র ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত শঙ্কর আস্তে আস্তে প্রভুর পা চাপিতেন।

৭০। **তার ভয়ে**—শঙ্করপণ্ডিতের ভয়ে, পাছে শঙ্কর বাধা দেন বা কিছু বলেন। **ভিত্ত্যে**—ভিত্তিতে। **মুখাব্জ**—প্রভুর মুখ কমল, প্রভুর কমলের ন্যায় সুকোমল বদন।

৭১। রঘুনাথদাস-গোস্বামী স্বরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরুগ্রন্থে প্রভুর মুখ সংঘর্ষণ লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তদবলম্বনেই কবিরাজগোস্বামী এই লীলা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর রচিত শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। স্বকীয়স্য (স্বীয়) প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠের) বিরহাৎ (বিরহে) উন্মাদাৎ (উন্মত্ত হইয়া) সততং (সর্ব্বদা) প্রলাপান্ অতিকুর্ব্বন্ (যিনি অতিশয় প্রলাপ করিতেন) বিকলধীঃ (এবং বিকলবুদ্ধিবশতঃ) ভিত্তৌ (ভিত্তিতে) বদনবিধুঘর্ষেণ (মুখচন্দ্রের ঘর্ষণহেতু) ক্ষতোত্থং রুধিরং (ক্ষত হইতে নির্গত রুধির) শশ্বৎ (নিরন্তর) দধৎ (যিনি ধারণ করিতেন, সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (উন্মত্ত বা ব্যাকুল করিতেছেন)।

অনুবাদ। যিনি স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠের (বৃন্দাবনের) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন, এবং উন্মাদ-জনিত বিকল-বুদ্ধিবশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ হেতু যাঁহার মুখক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছেন। ৫

প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য—প্রাণার্ব্বুদের (কোটি কোটি প্রাণের) সদৃশ প্রিয় যে গোষ্ঠ (বৃন্দাবন), তাহার। লোকের নিকটে নিজের প্রাণ যতটুকু প্রিয়, তাহা অপেক্ষা কোটি কোটিগুণে প্রিয় ছিল গোষ্ঠ বা বৃন্দাবন—প্রভুর নিকটে,

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে, কভু ডুবে ভাসে ॥ ৭২
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসীদিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৩
জগন্নাথবল্লভনাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৪
প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক সারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৭৫
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিখায় নর্ত্তন ॥ ৭৬
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৭৭
ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্তপ্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্ ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেই বৃন্দাবনের বিরহে—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে **উন্মাদাৎ**— বিরহজনিত দিব্যোন্মাদবশতঃ প্রভু সর্ব্বদাই নানাবিধরূপে প্রলাপ করিতেন এবং ঐ দিব্যোন্মাদবশতঃ তাহার বুদ্ধিও যেন বিকলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তিনি গম্ভীরার **ভিত্তৌ**—ভিত্তিতে, প্রাচীরে, দেয়ালে স্বীয় মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করিতেন (৩।১৯।৫৫ পয়ার), তাহার ফলে মুখে ক্ষত হইত এই ক্ষত হইতে সর্ব্বদা রক্তস্রাব হইত (৩।১৯।৫৬ পয়ার)।

৫৫-৫৭ পয়ারোক্ত লীলার প্রমাণ এই শ্লোক।

৭২। কভু ডুবে—প্রভু কখনও কখনও প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া যান বা প্রেমাবেশে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।

ভাসে—কভু ভাসেন (প্রভু) প্রভু কখনও কখনও বা প্রেমসিন্ধুতে ভাসিয়া উঠেন অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সকল সময়েই প্রেমসিন্ধুর মধ্যে থাকেন—সকল সময়েই বাহ্যপ্রেমের আবেশ থাকে।

৭৩। এক কালে—এক সময়ে। **পৌর্ণমাসীদিনে**—পূর্ণিমায়।

৭৪-৭৫। চারি পয়ারে জগন্নাথবল্লভ-নামক উদ্যানের বর্ণনা দিতেছেন।

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে মণ্ডিত হইয়া আছে। **যেন বৃন্দাবন**- দেখিতে বৃন্দাবনের মতই মনে হয়। বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতাই সর্ব্বদা পুষ্পিত থাকে। **পিক**—কোকিল। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর।

উদ্যানে শুক, সারী, কোকিলাদি পক্ষিগণ মধুরকণ্ঠে শব্দ করিতেছে, আর ভ্রমরও মধুর গুঞ্জন করিতেছে।

৭৬। পুষ্পগন্ধ লঞা ইত্যাদি—প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ হইতে সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া মলয়পবন প্রবাহিত হইতেছে। **মলয়-পবন**—দক্ষিণদিক্‌স্থিত মলয়নামক চন্দনবৃক্ষবহুল পর্ব্বত হইতে আগত বায়ু, ইহা সুখস্পর্শ। **গুরু হঞা**—মলয়পবন গুরু হইয়া (যেন গুরু রূপে)। **তরুলতা**—তরু (বৃক্ষ) ও লতাকে। **শিখায়**—শিক্ষা দেয় (মলয় পবন)। **নর্ত্তন**—নৃত্য। **গুরু হঞা** ইত্যাদি—উদ্যানে মলয়পবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে উদ্যানস্থ সমস্ত বৃক্ষলতাই একটু একটু দুলিতেছে মনে হইতেছে যেন, বৃক্ষলতা নৃত্য অভ্যাস করিতেছে—মলয়পবনই যেন নৃত্যশিক্ষার গুরু হইয়া তাহাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছে।

৭৭। পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায়—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায়। **পরম উজ্জ্বল**—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সমস্ত উদ্যান অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। **তরুলতা জ্যোৎস্নায়** ইত্যাদি—পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষলতা ঝলমল করিতেছে।

৭৮। ছয়ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয় ঋতু। **যাহাঁ**—যে-স্থানে, যে-উদ্যানে। **বসন্ত-প্রধান**—বসন্তই প্রধান যাহাদের (যে ছয় ঋতুর)।

এই পয়ারের অন্বয়:—যাহাঁ (যে উদ্যানে) বসন্ত প্রধান ছয় ঋতুকে দেখিয়া গৌর ভগবান্ আনন্দিত হইলেন।

'ললিত-লবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজ-গণ লৈয়া॥ ৭৯
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥ ৮০
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥ ৮১
আগে পাইলা কৃষ্ণ, তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ৮২
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবান্ গৌরসুন্দরের অলৌকিক প্রভাবে, সেই রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে ছয় ঋতুই যুগপৎ বিরাজিত ছিল, কিন্তু ছয় ঋতু বিরাজিত থাকিলেও বসন্ত ঋতুই সকলের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুতেও বসন্তের প্রভাবই লক্ষিত হইয়াছিল।

এই পয়ারে গৌরের বিশেষণরূপে “ভগবান” শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে সাধারণতঃ একই স্থানে একই সময়ে ছয়ঋতুর অবস্থান সম্ভব নয়, আবার এক ঋতুর মধ্যে অন্য ঋতুর প্রভাব লক্ষিত হওয়াও সম্ভব নয়। শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তার প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে, ছয়ঋতুই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবার নিমিত্ত যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে।

৭৯। ললিত-লবঙ্গলতা-পদ—ইহা শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রথম সর্গের একটী গীতের প্রথম পদ। পদটী বসন্তরাস সম্বন্ধে। নিম্নে উক্ত গীতটীর ধ্রুব উদ্ধৃত হইল—“ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীরে মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে। বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥—যে-স্থানে ললিত-লবঙ্গ-লতার আলিঙ্গন-সম্বন্ধে কোমল মলয়-সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে মধুকর সমূহ মধুর গুঞ্জন করিতেছে এবং কোকিলগণ কূজন করিতেছে, সেই কুঞ্জকুটীরে—বিরহিজনের দুঃখপ্রদ-সরস-বসন্ত সময়ে—শ্রীহরি যুবতিজনের সহিত নৃত্য বিহার করিতেছেন।’

গাওয়াইয়া—গান করাইয়া (স্বরূপদামোদরাদি দ্বারা), প্রভুর আদেশে স্বরূপদামোদরাদি ললিত-লবঙ্গ-লতা পদ কীর্ত্তন করিলেন। আর প্রভু তাহা শুনিতে শুনিতে স্বীয় পার্ষদ-ভক্তগণের সঙ্গে উদ্যান মধ্যে নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু “ললিত-লবঙ্গ-লতা” পদ শুনিয়া বসন্তরাসের ভাবেই বোধহয় আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ভাবে নিজেকে শ্রীরাধা এবং সঙ্গীয় ভক্তগণকে সখীমণ্ডলী মনে করিয়া এবং জগন্নাথবল্লভ উদ্যানকে বৃন্দাবন মনে করিয়াই বোধহয় নৃত্য করিতেছিলেন। ইহা উদ্ঘূর্ণার লক্ষণ।

৮০। প্রতিবৃক্ষবল্লী—প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লতা। **ঐছে**—ঐরূপে, নিজগণ লইয়া। **অশোকের তলে**—অশোক গাছের নীচে। প্রভু নিজগণকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক গাছের এবং প্রত্যেক লতার নীচে নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি অশোক গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন।

৮১। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মহাপ্রভু দৌড়িয়া দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখের দিকে চাহিয়াই প্রভুকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না।

আগে দেখি—সম্মুখের দিকে চাহিয়া। **অন্তর্দ্ধান হৈলা**—অন্তর্হিত হইলেন, আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

৮২। কৃষ্ণকে সাক্ষাতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু পাইয়াও পুনরায় তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণায় প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুগন্ধে সমস্ত উদ্যান ভরপুর হইয়াছিল, ঐ গন্ধ প্রভুর নাসিকায় প্রবেশ করিতেই প্রভু হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৪

কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পঢ়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৮৫

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬)—
কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

স কৃষ্ণো মম নাসাস্পৃহা' তনোতি স্বসৌরভেনেতি শেষঃ। কুরঙ্গমদো মৃগমদস্তজ্জিদ্বপুষঃ পরিমলোর্ম্মিভিঃ আকৃষ্টাঃ অঙ্গনা উত্তমা নায্যো যেন সঃ। স্বকীয়াঙ্গরূপ-নলিনাষ্টকে পাদদ্বয়-করদ্বয় নেত্রদ্বয়-নাভিমুখরূপাষ্টকমলেষু শশিঃ কর্পূরঃ তদ্যুতাব্জস্য গন্ধং প্রথয়তি বিস্তারয়তি যঃ সঃ। মদঃ কস্তূরীচ ইন্দুঃ কর্পূরশ্চ বরচন্দনঞ্চ অগুরুঃ কৃষ্ণাগুরুশ্চ এতৈঃ কৃতাভিঃ সুগান্ধবিশিষ্ট চর্চ্চাভিরঙ্গলেপকৈরর্চ্চিতো লিপ্তঃ। মদানন্দবিধায়িনী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৪। ক্ষণপরেই বোধ হয় প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ, প্রভুর নাসিকায় নিরন্তরই সেই অপূর্ব্ব গন্ধ প্রবেশ করিতেছে, সেই চিত্তোন্মাদক-গন্ধ আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলেন।

পৈশে—প্রবেশ করে। **কৃষ্ণ-পরিমল**—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। **পাগল**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের লোভে উন্মত্তের মত হইলেন।

৮৫। কৃষ্ণ-গন্ধ-লুব্ধ—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিত। **সেই শ্লোক**—যে-শ্লোকে শ্রীরাধা নিজ সখীর নিকটে নিজের কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ-লুব্ধতার কথা বলিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত "কুরঙ্গ-মদজিদ্বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া শ্রীরাধা যে শ্লোকে নিজ সখীর নিকট নিজের মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধলুব্ধ হইয়া সেই শ্লোকই উচ্চারণ করিলেন এবং পরে প্রলাপে তাহার অর্থ করিলেন।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি! মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোর্ম্মিদ্বারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মে (নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, বরচন্দন এবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা স্বীয় অঙ্গ চর্চ্চিত করেন, সেই মদন-মোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। ৬

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ—কুরঙ্গমদকে (মৃগমদকে, কস্তুরীকে) জয় করে, সুগন্ধে পরাভূত করে, এমন যে বপুঃপরিমল (বপুর বা দেহের পরিমল বা সুগন্ধ), তাহার ঊর্ম্মি (তরঙ্গ)-দ্বারা আকৃষ্ট হয় অঙ্গনাগণ যৎকর্ত্তৃক, যাঁহার অঙ্গগন্ধের তুলনায় কস্তুরীর সুগন্ধও নগণ্য, সেই কৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গগন্ধের তরঙ্গদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনেন, তাঁহার অঙ্গগন্ধে প্রলুব্ধ হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ঊর্ম্মি শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, জলের তরঙ্গ যেমন একটার পর আর একটা আসিয়া তীরকে বা জলমধ্যস্থ কোনও লোককে অনবরত আঘাত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও বায়ুর তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া প্রতিক্ষণেই নাসিকাকে স্পর্শ করে—বায়ুর তরঙ্গ তো নয়, যেন অঙ্গগন্ধই তরঙ্গাকারে প্রতিক্ষণে ভাসিয়া আসিতেছে।

যথারাগ :—

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল,　তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে,　করে সর্ব্ব-আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে—স্বক (স্বকীয়) অঙ্গরূপ (পদদ্বয়, করদ্বয়, নয়নদ্বয় নাভি ও মুখ এই আটটী অঙ্গরূপ) নলিনাষ্টকে আটটী পদ্মে **শশিযুতাজ্জগন্ধপ্রথঃ**—শশি (কর্পূর) যুক্ত অজের (পদ্মের) গন্ধ প্রথিত বা বিস্তারিত করেন যিনি। শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, দুই হস্ত, দুই নয়ন, নাভি ও মুখ—এই আটটী অঙ্গকে আটটী পদ্ম বলা হইয়াছে—পদ্মের ন্যায় সুন্দর, স্নিগ্ধ, কোমল এবং সুগন্ধি বলিয়া, পদ্মের গন্ধের সহিত কর্পূরের গন্ধ মিশ্রিত হইলে যে-একটী স্নিগ্ধ মধুর গন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের উক্ত আটটী অঙ্গ হইতেও সর্ব্বদা তদ্রূপ মনোরম গন্ধ প্রসারিত হইতে থাকে।

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চাচর্চ্চিতঃ—মদ (মৃগমদ বা কস্তুরী), ইন্দু (কর্পূর), বরচন্দন (উৎকৃষ্ট চন্দন) ও অগুরু (কৃষ্ণাগুরু) এ-সমস্ত দ্বারা সুগন্ধি (সুগন্ধবিশিষ্ট) যে-চর্চা (অঙ্গলেপ), তদ্দ্বারা যিনি (যাঁহার অঙ্গ) চর্চ্চিত (অনুলিপ্ত) হয়, সেই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ একটী অতিসুগন্ধি অঙ্গলেপদ্বারা লিপ্ত, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন ও কৃষ্ণাগুরুদ্বারা সেই অনুলেপকে সুগন্ধি করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

৮৬। ত্রিপদী-সমূহে "কুরঙ্গ মদ-জিদ্বপুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের মহাপ্রভু কৃত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে।

প্রথমে "কুরঙ্গ-মদ-জিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন 'কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল" ইত্যাদি ত্রিপদী সমূহে।

কস্তুরী—মৃগনাভি। **নীলোৎপল**—নীলপদ্ম। **কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল**—কস্তুরীদ্বারা আবৃত নীলপদ্ম। কস্তুরী ও নীলপদ্ম, ইহাদের প্রত্যেকের সুগন্ধই অত্যন্ত মনোরম উভয়ের মিশ্রণে যে-অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। "কস্তুরীলিপ্ত" স্থলে "কস্তুরিকা" পাঠান্তরও আছে। **তার**—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের। **পরিমল**—গন্ধ। **তাহা জিনি**—কস্তুরী-লিপ্ত নীলোৎপলের গন্ধকেও পরাজিত করিয়া। **ব্যাপে**—ব্যাপ্ত হয় (কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ)। **আঁখি**—চক্ষু। **নারীগণের আঁখি করে অন্ধ**—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়, তাঁহাদের চক্ষুর শক্তি যেন নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ এতই মনোহর যে, সেই গন্ধ যখন নারীগণের নাসায় প্রবেশ করে, তখন ঐ গন্ধ আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়—নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ মনোবৃত্তির যে-অংশ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাও যেন আসিয়া নাসিকার বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় নারীগণ তন্ময়ভাবে নিমীলিত-নয়নে কেবল গন্ধই অনুভব করিতে থাকেন। গন্ধ-আস্বাদনের নিমিত্ত চক্ষু নিমীলিত (অন্ধের ন্যায়) হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ নারীগণের চক্ষুকে অন্ধ করে।

রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু পার্শ্ববর্ত্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী মনে করিয়া বলিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের মনোহারিত্বের কথা আর কি বলিব! কিসের সঙ্গেই বা তাহার তুলনা দিয়া বুঝাইব! কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের তুলনা কৃষ্ণাঙ্গগন্ধই—ইহার আর অন্য তুলনা জগতে নাই। সখি! আমাদের পরিচিত অন্য যত সুগন্ধি বস্তু আছে, তাদের মধ্যে কস্তুরী এবং নীলোৎপলই সুগন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের নিকটে ইহারা অতি তুচ্ছ! ইহাদের প্রত্যেকের কথা তো দূরে, নীলোৎপলের উপরে সর্ব্বতোভাবে কস্তুরী লেপিয়া দিলে—কস্তুরী ও নীলোৎপলের মিলিত সুগন্ধে—যে-একটী পরম মধুর অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের নিকটে তাহাও পরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের এই অনির্ব্বচনীয় অঙ্গগন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া যেন চতুর্দ্দশ-ভুবনকে ভরপুর করিয়া থাকে, আর সকলের

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশে ধরি লঞা যায় ॥ ধ্রু ॥ ৮৭

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৮৮

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর বসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করিতে থাকে। সখি! এই গন্ধ নারীগণের উপর একটী অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীদের নাসিকায় প্রবেশ করিলে তাহার মনোহারিত্বে তাঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে তাঁহারা পরম আগ্রহে নয়ন নিমীলিত করিয়া যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকেই নাসিকায় কেন্দ্রীভূত করিয়া তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আস্বাদন করিতে থাকেন।”

৮৭। সখি হে রাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু পার্শ্ববর্ত্তী রায়-রামানন্দাদিকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

মাতায়—মত্ত করে। **পৈশে** প্রবেশ করিয়া। **সর্ব্বকাল তাহা বৈসে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সর্ব্বদাই নারীর নাসায় বসিয়া থাকে; যে নারী একবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন, সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মনে হয় যে, ঐ পরম রমণীয় গন্ধ সর্ব্বদাই তিনি অনুভব করিতেছেন। **কৃষ্ণ পাশে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ নারীর নাসায় প্রবেশ করিয়া যেন নাকে দড়ি দিয়াই সেই নারীকে কৃষ্ণের নিকটে ধরিয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ যে নারী একবার কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন তিনি আর কৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া না যাইয়া থাকিতে পারেন না।

‘সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তাহার মনোহারিতায় জগৎকে যেন মত্ত করিয়া ফেলে। ইহা নারীর নাসিকায় প্রবেশ করিয়া যেন নাসিকার মধ্যেই বাসা করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকে, আর যেন নাকে দড়ি দিয়া নারীকে কৃষ্ণের নিকট টানিয়া লইয়া যায়।’

৮৮। এক্ষণে শ্লোকস্থ ‘স্বাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ’ অংশের অর্থ করিতেছেন, “নেত্র নাভি ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

নেত্র—চক্ষু। **করযুগ**—দুইটী হাত।

অষ্টপদ্ম—আটটী পদ্ম শ্রীকৃষ্ণের দুইটী চক্ষু দুইটী পদ্ম, নাভি একটী পদ্ম, বদন (মুখ) একটী পদ্ম, দুইটী হাত দুইটী পদ্ম এবং দুই চরণ দুই পদ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মোট এই আটটী পদ্ম। পদ্মের ন্যায় সুন্দর স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি বলিয়া এই আটটী অঙ্গকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

কর্পূরলিপ্ত—কর্পূর চূর্ণদ্বারা মণ্ডিত। **কমল**—পদ্ম। **পরিমল**—সুগন্ধ। **অষ্টপদ্ম-সঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটী অঙ্গরূপ পদ্মে।

কমলকে কর্পূরদ্বারা লেপন করিলে ঐ পদ্মের যেরূপ সুগন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নেত্রাদি আটটী অঙ্গেও সেইরূপ অপূর্ব্ব সুগন্ধ আছে।

৮৯। এক্ষণে শ্লোকস্থ “মদেন্দুবরচন্দনাগুরু-সুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন—“হেমকীলিত চন্দন” ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

হেম—স্বর্ণ। **কীলিত**—প্রোথিত, বদ্ধ।

হেমকীলিত চন্দন—সোনার হাতল-যুক্ত চন্দন। চন্দন অত্যন্ত শীতল, ঘষিবার সময় হাতে ধরিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে, তাতে ঘষিবার পক্ষে একটু অসুবিধা হয়। তাই চন্দনের যে-স্থান ধরিয়া চন্দন-ঘষা হয়, সেই

হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ ॥
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্থান যদি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হয়, তবে ঘষিবার সময় চন্দনে হাত লাগে না, সোনাতেই হাত লাগে। এইরূপ সোনার হাতলযুক্ত চন্দনকে হেমকীলিত চন্দন বলে।

"হেমকীলিত চন্দন" স্থলে 'হিমকলিত চন্দন' পাঠও দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ হইবে—হিমের (কর্পূরের) সহিত কলিত (মিশ্রিত) চন্দন, কর্পূর মিশ্রিত চন্দন। কিন্তু এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলে একটী সমস্যা জাগে এই ত্রিপদীরই শেষার্দ্ধে লিখিত "কর্পূরসনে চর্চ্চা" বাক্য লইয়া। এই পাঠান্তর অনুসারে সমগ্র ত্রিপদীটির অর্থ হইবে এই:—কর্পূর মিশ্রিত চন্দন ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী ও কর্পূরের সঙ্গে রচিত যে অঙ্গচর্চ্চা (অঙ্গ-লেপন), তাহা পূর্ব্ব অঙ্গগন্ধের সঙ্গে মিলিয়া ইত্যাদি। কর্পূর মিশ্রিত' চন্দনের সঙ্গে আবার 'কর্পূর মিশ্রিত' করার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিরুক্তি বলিয়া ইহা সমীচীন মনে হয় না।

তাহে—ঘৃষ্ট চন্দনে। **কর্পূরসনে**—কর্পূরের সঙ্গে। **চর্চ্চা**—লেপন (কর্পূরমিশ্রিত ঘৃষ্ট চন্দনের)। **অঙ্গে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে (কর্পূরমিশ্রিত চন্দন চর্চ্চা)। **পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ**—চন্দনচর্চ্চার পূর্ব্বে শ্রীঅঙ্গের যে স্বাভাবিক গন্ধ ছিল, তাহা। **ডাকা**—ডাকাইত। **কৈল চুরি**—মনকে চুরি করিল।

সুশীতল এবং সুগন্ধি চন্দনের সঙ্গে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী ও কর্পূরাদি পরমসুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লেপন করা হয়; ইহাদের প্রত্যেকটী বস্তুই মনোরম গন্ধযুক্ত; ইহাদের মিলনে যে একটী অপূর্ব্ব সুগন্ধের উৎপত্তি হয়, তাহা একমাত্র অনুভবের বস্তু, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। আবার শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অঙ্গগন্ধের সহিত ইহার মিলনে যে একটী অনির্ব্বচনীয় সুগন্ধের উদ্ভব হয়, তাহা যে কি বস্তু, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? তবে তাহার একটী অসাধারণ শক্তির কথা বলিতে পারি—ডাকাইতেরা দ্বার ভাঙ্গিয়া লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সাক্ষাতেই গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়, গৃহস্থ কিছুতেই তাহাতে বাধা দিতে পারে না; তদ্রূপ চন্দন অগুরু কস্তুরী ও কুঙ্কুম কর্পূর যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও কুলবতী রমণীদের নাসিকারূপ দ্বার দিয়া—গৃহধর্ম্মের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া—তাঁহাদের চিত্তকুটীরে প্রবেশ করে এবং সেই স্থান হইতে, তাঁহাদের চক্ষুর সাক্ষাতেই তাঁহাদের লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, শীল, সংযম—এক কথায় তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যায়; তাঁহারা কোনরূপেই তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন না।

"মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে 'কামদেবের মন কৈল চুরি' এইরূপ পাঠও আছে। ইহার অর্থ—যে কামদেব জগতের সকলের মনকেই চুরি করে, সেই কামদেবের মনকে অপর কেহ চুরি করিতে সমর্থ নহে, চন্দনাগুরুকুঙ্কুম কস্তুরী কর্পূর চর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সেই কামদেবের মনকেও চুরি করে, এতই তার প্রভাব।

আবার, "মিলি ডাক দিয়া করে চুরি" এবং 'মেলি তাকে যেন কৈল চুরি' এরূপ পাঠান্তরও আছে, অর্থ সহজবোধ্য।

৯০। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ যে রমণীকুলের লজ্জা-ধর্ম্মাদি চুরি করিয়া লইয়া যায়, তাহার নিদর্শন দেখাইতেছেন—"হরে নারীর" ইত্যাদি ত্রিপদীতে।

হরে নারীর তনুমন—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ রমণীকুলের দেহ এবং মন হরণ করে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ একবার যে রমণীর নাসিকায় প্রবেশ করে, সেই রমণী মনপ্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে বাধ্য হন, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়। পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিঙো পিঙো' তভু করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাসা করে ঘূর্ণন—নাসিকাকে বিঘূর্ণিত করিয়া দেয় (অঙ্গগন্ধ), নাসিকাকে অন্য সকল গন্ধের দিক্ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া কেবল নিজের (কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের) দিকেই ফিরাইয়া রাখে। ভাবার্থ এই যে, যে-রমণী একবার কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আস্বাদ পান, তাঁহার নাসিকায় আর অন্য গন্ধ প্রবেশ করিতে পারে না, তিনি সর্ব্বদাই নিজের নাসায় কেবল শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধই অনুভব করিয়া থাকেন।

খসায় নীবী—কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ রমণীদিগের নীবী (কটিবন্ধ) খসাইয়া দেয়, কন্দর্পোদ্রেকে তাঁহাদের নীবীবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। **ছুটায় কেশবন্ধ**—কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ রমণীদিগের কেশের (চুলের) বন্ধন ছুটাইয়া দেয়, ইহাও কন্দর্পোদ্রেকের লক্ষণ। **বাউরী**—পাগলিনী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা ও অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্যা। **হেন ডাকাতি**—এইরূপ ডাকাইতের ভাবাপন্ন। "হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ" স্থানে "হেন কৃষ্ণের ডাকাতিয়া গন্ধ" পাঠও আছে।

"কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের আচরণ দুর্দ্দান্ত ডাকাইতের আচরণের তুল্য—তুল্য বলি কেন, ডাকাইতের আচরণ অপেক্ষাও ভীষণতর। ডাকাইত কেবল গৃহের দ্রব্যসামগ্রীই লইয়া যায়, গৃহ নেয় না. কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধরূপ অদ্ভুত ডাকাইত, রমণীকুলের লজ্জাধর্ম্মাদি সম্পত্তিও চুরি করে এবং লজ্জাধর্ম্মাদির আশ্রয়ীভূত (গৃহস্বরূপ) দেহটীকেও হরণ করিয়া নিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অর্পণ করে। লজ্জা এবং আর্য্যপথ—এই দুইটীই হইল রমণীর প্রধান সম্পত্তি, কুলবতী রমণীগণ এই দুইটি সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডাদিতে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। এই দুইটিই যদি রমণী হারান, তাহা হইলে তাঁহার আর কি থাকে সখি? ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের হস্তে রমণীদের এই অবস্থাই ঘটিয়াছে—তাঁহারা সর্ব্বস্বহারা হইয়াছেন। ডাকাইত যেমন গৃহের জিনিষপত্র উলটপালট করিয়া রাখিয়া যায়, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধও রমণীদের নাসিকায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নাসিকাকে অন্য সকল দিক হইতে ঘুরাইয়া কেবল নিজের দিকেই ফিরাইয়া রাখে—অন্য কোনও গন্ধকেই আর তাঁহাদের নাসায় প্রবেশ করিতে দেয় না। কেবল কি ইহাই সখি। কেবল ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে তো গুরুজনের সাক্ষাতে লজ্জাহানির সম্ভাবনা থাকিত না, নাসিকায় কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ অনুভবের কথা কেহ জানিতে পারিত না। কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধটি রমণীদিগের নিকটে আসে বোধ হয় সেই তনুহীন কন্দর্পটীকে সঙ্গে করিয়া, অঙ্গগন্ধের অন্তরালেই বোধহয় সেই তনুহীন দেবতাটী আত্মগোপন করিয়া থাকে। তখন দুইজনে মিলিয়া নানারূপে কুলবতীদিগকে বিড়ম্বিত করিতে থাকে—গুরুজনের সাক্ষাতে তাঁহাদের কেশবন্ধন নীবীবন্ধন খসাইয়া দেয়—তাঁহাদিগকে পাগলিনী করিয়া দেয়, তখন তাঁহাদের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না, অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না—একমাত্র সেই গন্ধের আধার শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই তাঁহাদের মনে একমাত্র অনুসন্ধান জাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহারা পাগলিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণেই দেহ মন প্রাণ অর্পণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। এইরূপ অদ্ভুত এই অদ্ভুত ডাকাইতের আচরণ।"

৯১। সেই গন্ধের—শ্রীকৃষ্ণের সেই অঙ্গগন্ধের। **বশ**—বশীভূত। **পিয়া**—পান করিয়া। **পিঙো**—পান করিব। **তভু**—পেট ভরিয়া পান করিয়াও। কৃষ্ণপ্রেমের একটি বিশেষত্ব এই যে, অভীষ্ট বস্তুকে পাইলেও পাওয়ার পিপাসা মিটে না, বরং এই পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর। ১।৪।১৩০॥"

"শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বোধ হয় কোনও মোহিনী-বিদ্যা জানে—তাই রমণীদিগের নাসিকাকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া ফেলে, এজন্যই বোধহয় তাঁহাদের নাসিকা সর্বদাই ঐ অপরূপ গন্ধ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত;

মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়। বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কিন্তু উৎকণ্ঠিত হইলেও নাসিকা সকল সময়ে ইচ্ছামাত্রেই সেই গন্ধ পায় না—কখনও পায়, আবার কখনও পায় না। যখন পায়, তখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যথেষ্ট পরিমাণেই তাহা আস্বাদন করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যথেষ্ট পরিমাণে আস্বাদন করিয়া ও তাহার আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—বরং যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, তাই সর্ব্বদাই কেবল—"পিঙো পিঙো" রব তার মুখে। গন্ধ পাইলেও নাসিকার তৃষ্ণার শান্তি নাই, কিন্তু যদি না পায়, তখন তো নাসা যেন তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়াই মরিয়া যায়—তখনকার প্রাণান্তক কষ্ট অবর্ণনীয় সখি।"

৯২। এক্ষণে শ্লোকস্থ "স মে মদনমোহনঃ" ইত্যাদি শেষ চরণের অর্থ করিতেছেন।

মদনমোহন—রূপ-গুণাদির অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে স্বয়ং মদনকে পর্য্যন্ত মোহিত করেন যিনি তিনি মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। **নাট**—নৃত্য, চাতুর্য্য, কৌশল। রমণীদিগকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল। **পসারি**—প্রসারিত করিয়া, বিস্তৃত করিয়া। **গন্ধের হাট**—যে-হাটে (বাজারে) গন্ধ বিক্রয় হয়। **জগন্নারী গ্রাহক**—জগতের রমণী-সমূহরূপ-গ্রাহক। **লোভায়**—প্রলুব্ধ করে।

"মদনমোহনের নাট" ইত্যাদি ত্রিপদীর অন্বয়—মদনমোহনের নাট গন্ধের হাট প্রসারিত করিয়া জগন্নারীরূপ গ্রাহকগণকে প্রলুব্ধ করে।

"মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নারী ধরার এক কৌশল করিয়াছেন, তিনি একটা হাট বসাইয়াছেন, সেই হাটে তাঁহার অঙ্গগন্ধ বিক্রয় হয়, সেই গন্ধের প্রলোভন দেখাইয়া, জগতে যত রমণী আছেন, সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন—তাঁহারা গন্ধ কিনিবার জন্য গ্রাহকরূপে ঐ হাটে আসেন। যাঁহার রূপে, গুণে, গন্ধে, কৌশলে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া যায়, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বিক্রেতা। একে তো সেই গন্ধের লোভ, তাতে আবার দোকানদারের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় রূপদর্শনের লোভ তার উপর আবার, ঐ গন্ধ সাধারণের নিকটে বিক্রয় করিবার জন্য দোকানদার তাহা প্রকাশ্য বাজারে উপস্থিত করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন॥ এই অবস্থায় কোন্ রমণী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইবেন সখি! তাই লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া লোভের প্রবল আকর্ষণে রমণীকুল ঐ হাটের দিকে ধাবিত হইতেছেন।"

যদি কেহ বলেন, কুলবতী রমণীগণ ঐ গন্ধের হাটে আসেন কেন? উত্তর—যাঁর গন্ধে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মোহিত হয়, তাঁর গন্ধের লোভ সংবরণ করার শক্তি সাধারণ রমণীগণের কিরূপে থাকিবে? তাই তাঁহারা লজ্জাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া গন্ধের জন্য হাটে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাই বোধ হয় এই ত্রিপদীতে মদনমোহন-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা।

হাট-শব্দের তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, রমণীগণ লজ্জাবশতঃ সাধারণতঃ হাটে আসেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের এমনি লোভনীয়তা যে, তাঁহারা লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়াও ঐ গন্ধের হাটে আসিয়া উপস্থিত হন। হাট-শব্দে গন্ধের প্রাচুর্য্যও সূচিত হইতেছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "গন্ধের হাট" স্থানে "চান্দের হাট" পাঠ আছে। এস্থলে বোধ হয় গন্ধকেই চন্দ্র বলা হইয়াছে—চন্দ্রের স্নিগ্ধত্ব ও তাপহারিত্বের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের স্নিগ্ধত্ব ও সন্তাপহারিত্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া।

অথবা, সমস্ত ত্রিপদীর অন্যরূপ অর্থও বোধ হয় হইতে পারে:—মদনমোহনের নাট, পসারি চাঁদের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।

নাট—নাটমন্দির। **পসারি**—দোকানদার।

এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি, যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মদনমোহন-শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ নাটমন্দিরে হাট বসিয়াছে; বহুসংখ্যক চন্দ্র তাহাতে দোকান পাতিয়াছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ বিক্রয় করে।

কিন্তু দোকানদার-চন্দ্রসমূহ কি? মধ্যলীলার ২১শ পরিচ্ছেদে কামগায়ত্রীর অর্থপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সাড়ে চব্বিশটী চন্দ্র আছে—তাঁহার মুখ একচন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থ চন্দনবিন্দু এক চন্দ্র, দশটী কর-নখ দশচন্দ্র এবং দশটী পদনখ দশচন্দ্র—এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই সমস্ত চন্দ্রগণই গন্ধের দোকান পাতিয়া বসিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ নাটমন্দিরে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মুখ, গণ্ড, ললাট, নখ—প্রত্যেকের গন্ধই পরম লোভনীয়।

নাটমন্দির সাধারণতঃই চিত্তাকর্ষকরূপে সুসজ্জিত থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দেহের চিত্তাকর্ষকতা অতুলনীয়, তাহাতে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়। এইরূপ পরম রমণীয় দেহকে গন্ধের হাট (বাজারের স্থান) বলাতে, কেবল মাত্র হাটেরই পরম-লোভনীয়তা সূচিত হইতেছে। তারপর দোকানদার-চন্দ্রগণের প্রত্যেকের লোভনীয়তাও অতুলনীয়, সকলের সমবেত লোভনীয়তার কথা তো দূরে। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধের লোভনীয়তা। এতগুলি লোভনীয় বস্তু যেখানে, সেখানে যাওয়ার লোভ কোনও রমণীই সম্বরণ করিতে সমর্থা নহেন—তাই লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া সকলে ঐ হাটের দিকে ধাবিত হন।

রমণীদিগের লোভের আরও একটী হেতু বলিতেছেন—গন্ধ বিনামূল্যে বিক্রয় হয়, যে-হাটে যায়, তাহাকেই দেওয়া হয়, কোনওরূপ মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, একবার হাটে যাইতে পারিলেই হয়।

কোনও বস্তুর নিমিত্ত লোভ জন্মিলেও হাতে যদি পয়সা না থাকে, তাহা হইলে কেহ বাজারে যাইতে ইচ্ছা করে না, কারণ, বাজারে গেলেও লোভনীয় বস্তুটা কিনিতে পারিবে না। কিন্তু যখন জানা যায় যে, কোনও মূল্যই লাগিবে না, একবার হাটে যাইতে পারিলেই বস্তুটী পাওয়া যাইবে, তখন হাটে যাওয়ার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারে না।

গন্ধ দিয়া করে অন্ধ- পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। (টী প দ্র)

ঘর যাইতে পথ নাহি পায়—চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া যায় বলিয়া পথ দেখিতে পায় না।

ঐ হাটে গেলেই বিনামূল্যে গন্ধ পাওয়া যায়। রমণীগণ এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পায়, তখন ঐ গন্ধের প্রভাবে তাঁহাদের চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়াই লুপ্ত হইয়া যায়, তাঁহারা যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়েন; গৃহের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, কুলধর্ম্মাদির কথা—কোনও বিষয়েই আর তখন তাঁহাদের কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না।

৯৩। এইমত ইত্যাদি, **অন্বয়**—এইমত, (কৃষ্ণের অঙ্গ) গন্ধে (প্রভুর) মন চুরি করিল, (তখন) গৌরহরি ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধাইতে লাগিলেন।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর। **ভৃঙ্গপ্রায়**—ভ্রমরের মত। **ইতিউতি**—এদিক্ ওদিক্, ইতস্ততঃ। **ভৃঙ্গপ্রায় ইতিউতি ধায়**—অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সময় হইতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ পাইতেছিলেন, সেই গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া তিনি দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর যেমন ফুলের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আকৃষ্টচিত্ত রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও তেমনি গন্ধের উৎস শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়, এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ৯৪

মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্ত্যে মুখসংঘর্ষণ, কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে, কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভৃঙ্গের সঙ্গে প্রভুর তুলনা দেওয়ার আরও সার্থকতা বোধ হয় এই যে, উড়িয়া যাইবার সময় ভ্রমর যেমন গুন্ গুন্ শব্দ করে, ছুটাছুটি করিবার সময়েই বোধ হয় প্রভুও উপরোক্ত প্রলাপ-বাক্য-সমূহ বলিয়াছিলেন।

বৃক্ষ-লতা-পাশে—উদ্যানস্থিত বৃক্ষ-লতার নিকটে।

কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে—সেখানে হয় তো কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন এই আশায়।

প্রভু কৃষ্ণাঙ্গগন্ধে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উদ্যানের বৃক্ষ-লতার নিকটে ছুটিয়া যান—মনে করেন, সেখানে গেলেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পান না—কেবল কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ মাত্র অনুভব করেন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষ-লতার নিকটে যাওয়া উদ্‌ঘূর্ণার লক্ষণ।

৯৪। **স্বরূপ রামানন্দ গায়**—স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ প্রভুর ভাবানুকূল ললিত-লবঙ্গ-লতাদি পদ-কীর্ত্তন করেন।

প্রভু নাচে সুখ পায়—স্বরূপ-রামানন্দের গীত শুনিতে শুনিতে গীতের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নৃত্য করেন এবং নৃত্যকালে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অনুভব করিয়া অন্তরে সুখও পান।

এই মত ইত্যাদি—স্বরূপাদির গীত ও প্রভুর নৃত্যাদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল।

প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দ নানা উপায়ে প্রভুকে বাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন।

"স্বরূপ রামানন্দ রায়" স্থলে "স্বরূপ রামানন্দ গায়" পাঠও আছে। অর্থ—স্বরূপ রামানন্দ কীর্ত্তনাদি করিয়া নানা উপায়ে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি করাইলেন।

৯৫। এই পরিচ্ছেদে, প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রকটন, দিব্যোন্মাদে প্রলাপবাক্য, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ-স্ফূর্ত্তিতে প্রভুর দিব্য নৃত্য—এই চারিটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই এই ত্রিপদীতে গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী জানাইতেছেন।

মাতৃভক্তি—প্রভুর মাতৃভক্তি। নানাবিধ সংবাদাদি লইয়া জগদানন্দ পণ্ডিতকে নদীয়ায় প্রেরণ ব্যাপার।

প্রলপন—দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ। **ভিত্ত্যে মুখ-সংঘর্ষণ** -শ্রীকৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্তিতে উদ্বেগবশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টায় দেওয়ালে মুখ-ঘর্ষণ। **এই চারিলীলা ভেদ**—মাতৃভক্তি, প্রলপন, মুখ-সংঘর্ষণ ও দিব্যনৃত্য এই চারিটী লীলা। **কৃষ্ণদাস**—গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামী। **রূপগোসাঞির ভৃত্য** - রসতত্ত্বাদি-বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু তাই তাঁহার ভৃত্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর মন্ত্রগুরু-প্রসঙ্গ—জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত বলেন, এই ত্রিপদীর অন্তর্গত "কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য"-বাক্যে গোস্বামী জানাইতেছেন যে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি বলিলেন, (ক) শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার উপসংহারেও কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ চরণাঞ্জালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥—শ্রীরূপগোস্বামীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চরণপদ্মের ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস-কর্তৃক কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদানাম্নী এই টীকা বর্ণিত হইল।" এবং (খ) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ ॥ শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ ॥ এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ-সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥" তিনি বলেন—১৭শ পয়ারে কবিরাজ প্রতিজ্ঞা (প্রস্তাব) করিতেছেন, তিনি তাঁহার মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন। তার পরেই ১৮শ এবং ১৯শ পয়ারে শিক্ষাগুরুরূপে যে ছয় জনের নাম বলিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রেই শ্রীরূপের নাম বলিয়াছেন। মন্ত্রগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণের কথা বলার প্রস্তাব করিয়া মন্ত্রগুরুর কথা কিছু বলিয়াই শিক্ষাগুরুগণের কথা বলিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। প্রথমে মন্ত্রগুরুর কথাই বলিবেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে তিনি যখন শ্রীরূপগোস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু।

উল্লিখিত যুক্তির উত্তরে যাহা বলা যায়, তাহা এই :—(১) শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী নিজেকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে শ্রীপাদরূপকে তাঁহার প্রভু বলিয়াই পরিচয় দিলেন। ইহাতেই যদি শ্রীপাদরূপকে তাঁহার দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারই অনুরূপ উক্তি অনুসারে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও তাঁহার দীক্ষাগুরু বলা চলে, যেহেতু কবিরাজ নিজেই লিখিয়াছেন—"সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১।১০।১০১ ॥"—তিনি আরও লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ১।১।২২ ॥" এই পয়ারোক্তি অনুসারে শ্রীমন্নিত্যানন্দকেও কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলা চলে। 'দাস' এবং "প্রভু" শব্দদ্বারাই যদি দীক্ষাগুরু নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতে মনে করিতে হয়—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীপাদরূপ এবং শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই কবিরাজ-গোস্বামীর মন্ত্রগুরু। কিন্তু দীক্ষাগুরু একাধিক হয় না। সুতরাং "কৃষ্ণদাস রূপগোস্বামীর ভৃত্য"—কেবল এই উক্তিদ্বারাই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, কবিরাজগোস্বামী শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকার উপসংহার-বাক্য হইতেও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদরূপগোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু। রসতত্ত্বাদি বিষয়ে শ্রীপাদরূপ যোগ্য পাত্র' ছিলেন বলিয়া রস-শাস্ত্র প্রচারের উপযোগিনী শক্তিও যে মহাপ্রভু তাঁহাতে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন—এ কথা স্বয়ং মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন (৩।১।৮০)। শ্রীপাদরূপের নিকট এবং শ্রীপাদরূপের কৃপায় কবিরাজগোস্বামী রস-বিষয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন (১।৫।১৮১) তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কর্ণামৃতের টীকা সারঙ্গরঙ্গদা" লিখিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর চরণ-রূপ পদ্ম হইতে ভ্রমররূপে তিনি যে মধু আহরণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার সারঙ্গরঙ্গদা টীকায় বিতরণ করিয়াছেন—"শ্রীরূপচরণাম্ভোজ-ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। সারঙ্গরঙ্গদা ॥" বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপও হইতে পারে। সুতরাং এই বাক্যের দ্বারাও সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—তিনি শ্রীপাদরূপের মন্ত্রশিষ্য।

(৩) উপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে যে-কয়টী পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত এস্থলে তৎ-সংশ্লিষ্ট সব কয়টি পয়ার উদ্ধৃত হইতেছে। "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫ ॥ এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬ ॥ তথাহি—বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্। মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ ॥ শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার। তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১ ॥ নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২ ॥ গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি। তাঁসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ ॥ সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার। এই ছয় তেঁহো যৈছে—কবি সে বিচার ॥ ২৫ ॥"

এই কয় পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি" ইত্যাদি পয়ারেই কবিরাজগোস্বামীর মূল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষ "সাবরণে প্রভুরে" ইত্যাদি পয়ার হইতেও তাহা বুঝা যাইতেছে। "কৃষ্ণ, গুরু" ইত্যাদি ছয় বস্তু রূপে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিহার করেন, তাহা প্রতিপন্ন করাই কবিরাজগোস্বামীর উদ্দেশ্য—ইহাই মূল প্রতিজ্ঞা। তাহা প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন—"এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ-বন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১।১।১৬ ॥" ইহা বলিয়াই "বন্দে গুরূনিত্যাদি" শ্লোকটী বলিলেন, এই শ্লোকের মধ্যে এই ছয় তত্ত্বের উল্লেখ ও এই ছয় তত্ত্বের উদ্দেশ্যে নমস্কার আছে। এই শ্লোকের উল্লেখেই ছয় তত্ত্বের চরণ বন্দনা করা হইল। শ্লোকের পরবর্ত্তী আট (১৭-২৪) পয়ারে শ্লোকেরই অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, অনুবাদের মধ্যে কে কোন্ তত্ত্ব, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। "মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১।১।১৭ ॥"—এই পয়ারটী প্রতিজ্ঞা-বাক্য নহে, ইহা হইতেছে শ্লোকস্থ "গুরূন্ বন্দে" বাক্যের অনুবাদ। শ্লোকের "গুরূন -শব্দটী বহুবচনান্ত, গুরুগণ। "গুরূন—গুরুগণ"-শব্দে কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, অনুবাদে তাহাই তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।' তার পরে শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই ছয়জন তাঁহার শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করিলেন না অথচ এই ছয় গোস্বামীই যে তাঁহার শ্লোকের "গুরূন'-শব্দের লক্ষ্য—"মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ' যে এই ছয় গোস্বামীর নামের দ্বারাই প্রকাশ করিলেন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই ছয় জনের একজনকে কেবলমাত্র "দীক্ষাগুরু মনে করিলে শিক্ষাগুরু হইয়া পড়েন পাঁচজন, অথচ তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষাগুরু ছয়জন। ইহার সমাধান এই যে—এই ছয় শিক্ষাগুরুর মধ্যেই একজন তাঁহার দীক্ষাগুরুও। কিন্তু তিনি কে, কবিরাজ এস্থলে তাহা বলেন নাই। শ্রীরূপের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই শ্রীরূপকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নাম সর্ব্বাগ্রে লিখিত হয়।

উল্লিখিত ভক্ত বৈষ্ণব-মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার কথিত প্রমাণগুলি হইতে তাহা তিনি অনুমানমাত্রই করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দেখাইতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর দুইটী উক্তি হইতেই জানা যায়—শ্রীরঘুনাথ তাঁহার দীক্ষাগুরু, শ্রীরূপ নহেন। উক্তি দুইটী এই:—'শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।৮৮ ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ৩।২০।১৩৬ ॥" প্রথম পয়ারের "শ্রীগুরু" কি শ্রীরঘুনাথের বিশেষণ, না কি শ্রীজীবের বিশেষণ, তাহা হয়তো নিশ্চিতরূপে স্থির করা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারে 'শ্রীগুরু" শব্দ "শ্রীরঘুনাথের" পূর্ব্বে লিখিত হওয়ায় সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। "গুরু"-শব্দে সাধারণতঃ দীক্ষাগুরুকেই বুঝায়।

কিন্তু কোন্ রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজের দীক্ষাগুরু? রঘুনাথ ভট্ট? না কি রঘুনাথ দাস?

কবিরাজ-পরিবারের ভক্তদের অনেকগুলি গুরুপ্রণালিকা দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। এ-সমস্ত গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা যায়—শ্রীরূপগোস্বামীর শিষ্য শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস-গোস্বামী, তাঁহার শিষ্য শ্রীরূপ কবিরাজ-গোস্বামী। ইহার পরে ভিন্ন ভিন্ন

এই মতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ৯৬
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা—দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার ॥ ৯৭
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ৯৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।৪।১২)—
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৭

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গুরুপ্রণালিকাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। এই গুরুপ্রণালিকা হইতে জানা গেল—শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। এই গুরুপ্রণালিকাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না। উক্ত ভক্ত বৈষ্ণব মহোদয়ও উহার কৃত্রিমতাসম্বন্ধে কোনও প্রমাণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

আবার কবিরাজ গোস্বামীর নিজের রচিত "শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্টগোস্বাম্যষ্টকম্" নামক অষ্টকে তিনি স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু, এবং তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া শ্রীল ভট্টগোস্বামী তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে শ্রীল রূপগোস্বামীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন—শ্রীল কবিরাজ তাহাও ঐ অষ্টকে লিখিয়াছেন। "মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং বর যো দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্রূপপদারবিন্দমতুলং মামর্পিতং স্বাশ্রয়ম্। নিত্যানন্দকৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোঽভবং তং শ্রীমদ্রঘুনাথভট্টমনিশং প্রেম্ণা ভজে সাগ্রহম্ ॥ যং কোঽপি প্রণয়েদিদং মম গুরোঃ প্রীত্যাষ্টকং প্রত্যহং শ্রীরূপং স্বপদারবিন্দমতুলং দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ। তস্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবদ্বন্দ্বস্য সেবামৃতং সমগ্রং যচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নাত্র প্রতো ভো নমঃ ॥" শ্রীল রূপগোস্বামী হইলেন শ্রীল কবিরাজের পরম গুরু, তাঁহার গুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরম গুরুর চরণেই অর্পণ করিয়াছেন। ইহা হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝা যায়—কবিরাজ কেন বলিয়াছেন "কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য" এবং 'শ্রীরূপচরণাশ্রিত-কৃষ্ণদাসেন।"

উপরে উদ্ধৃত অষ্টকশ্লোকের অন্তর্গত 'নিত্যানন্দকৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য' ইত্যাদি বাক্য হইতেই বুঝা যায়, এই অষ্টকটী কবিরাজ গোস্বামীরই লিখিত। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তিভঙ্গী কবিরাজ গোস্বামীরই নিজস্ব। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১৭৮-৮০, ১৮২, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ২০৫, ২০৮ প্রভৃতি পয়ার হইতেই তাহা জানা যায়।

৯৭। দিব্যশক্তি—অচিন্ত্যশক্তি।

তর্কের গোচর নহে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত চিন্ময়ী লীলা; ইহা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না। এজন্য ইহা মানুষের সাধারণ যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

৯৮। পণ্ডিতেহো ইত্যাদি—কেবল পাণ্ডিত্যের বলে কেহই কৃষ্ণপ্রেমিকের আচরণ বুঝিতে সমর্থ নহে।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৩।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৯। মহাপ্রভুর প্রলাপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, বা যে-সকল ভাব প্রকটিত হইয়াছে, কিম্বা মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে—সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে—তবে তাহা অলৌকিক। লৌকিক জগতে যে তথাকথিত প্রেম দেখা যায়, তাহার প্রভাবে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উহা স্বাভাবিক, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহের পোষণ করিবে না—এ-সমস্ত ধ্রুবসত্য, ইহাই বিশ্বাস করিবে।

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥ ১০০
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ ১০১
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ ১০২
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুখ ॥ ১০৩
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১০৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-
প্রলাপমুখসম্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম
ঊনবিংশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০০। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণ এবং প্রলাপ যে সত্য—শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতায় উল্লিখিত শ্রীরাধার প্রলাপবচনই তাহার প্রমাণ। ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার এইরূপ চেষ্টা ও প্রলাপবচনের উল্লেখ আছে।

ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪৭শ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোককে ভ্রমরগীতা বলে। উদ্ধবের আগমনে একটী ভ্রমরকে শ্রীকৃষ্ণদূত মনে করিয়া দিব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধা প্রলাপ করিয়াছিলেন, ভ্রমরগীতায় "মধুপ কিতববন্ধো" ইত্যাদি দশটী শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১০১। **মহীষীর গীত**—দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তিনী থাকিয়াও প্রেমবৈচিত্ত্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তিতে যে-সকল প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৯০ম অধ্যায়ে "কুররি বিলপসি" ইত্যাদি দশটী শ্লোকে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

দশমের শেষে—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে (৯০ম অধ্যায়ে)।

১০২। উক্ত প্রলাপাদির মর্ম্ম পণ্ডিত লোকও বুঝিতে পারে না, তাই পণ্ডিত লোকেরও তাহাতে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের ও তাঁহাদের দাসানুদাসের কৃপা হইয়াছে, তিনিই উহা বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে তাঁহার অচল বিশ্বাসও জন্মিবে। স্থূলতঃ, গৌরভক্তের কৃপাব্যতীত এ সকল প্রলাপের মর্ম্ম বুঝা যায় না।

১০৩। **আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। **কুতর্কাদি দুঃখ**—শাস্ত্রবিগর্হিত তর্কদ্বারা যে-দুঃখ জন্মে।

১০৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছেন। ইহা নিত্যই নূতন, যতবারই শুনা যাউক না কেন, কখনও পুনরায় শুনিতে অনিচ্ছা হইবে না, সর্ব্বদাই মনে হইবে, যেন, এইমাত্র ইহা প্রথমবার শুনিতেছি। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থরূপেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বিরাজমান। প্রভুর মাধুর্য্যও যেমন নিত্য নূতন, তাঁহার লীলাকথার মাধুর্য্যও তেমনি নিত্যনূতন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহার্ত্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার স্বরূপের যে বৈচিত্র্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে এস্থলে দু'একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর

স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীরাধা যে-ভাবে আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে আস্বাদনের—জন্যই ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা লালসা। মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম—আশ্রয়জাতীয় প্রেম। যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন। প্রেমের পূর্ণতম বিকাশের নাম হইল মাদন—মাদনাখ্য

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

মহাভাব, ইহা কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাঁর লালসা। মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত নিবিড়তম ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায় বলিতে গেলে—"তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্" হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দুয়ে একরূপ" হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কথায়, "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথায় "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" হইতে হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার স্বরূপগত ভাব—তিনি স্বরূপে মাদনের আশ্রয়। তাঁহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উচ্ছ্বাসও ততই আধিক্য ধারণ করিবে। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন। আবার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন আবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হইবে। এজন্যই ২।৮।১৫৬ পয়ারের টীকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহাই গৌরের স্বরূপ, যেহেতু, এই বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের সর্ব্বাতিশয়ী বিকাশ।

কিন্তু মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত প্রলাপোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সমস্তই দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর শ্রীমুখ হইতে উৎসারিত প্রলাপ। এ-সমস্ত প্রলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্ভের মূর্ত্ত বিগ্রহই বলা যায়, কেহ কেহ তাহা বলিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রভুর এই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহকে তাঁহার স্বরূপের বিগ্রহ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিবিড়তম মিলন এবং মাদনই প্রভুর স্বরূপগত ভাব। বিরহে মাদনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। মোহন প্রভুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব নহে। অবশ্য যে-মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন স্বয়ং-প্রেম বলিয়া সেই মাদন মাদনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তথাপি কিন্তু মোদন এবং মাদন এক নহে, মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ মাদন হইল সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী, মোদন কিন্তু তাহা নহে, মোহনও তাহা নহে। তাই মোহন-সম্ভূত দিব্যোন্মাদের বিগ্রহকে মাদন-সম্ভূত প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের বিগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেই দিব্যোন্মাদ এবং তজ্জনিত প্রলাপাদির অভ্যুদয় হয়। তখন তাঁহার মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া কারণ, মিলনেই মাদনের উল্লাস। "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য-ভাবের আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও তাঁহার স্বরূপগত-মুখ্যভাব মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া। মোহন যেমন মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপগত সর্ব্বপ্রধান ভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেরও তাহা স্বরূপগত সর্ব্বপ্রধান ভাব নহে।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি যে-গানটী রায়-রামানন্দ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল, তাহার "ন সো রমণ ন হাম রমণী। দুহু মন মনোভাব পেশল জানি।" ইত্যাদি অংশেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচিত হইয়াছে (মিলনেই ইহা সম্ভব), পরবর্ত্তী "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি অংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিরহের কথাই বলা হইয়াছে, এই অংশে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হয় নাই। যেহেতু বিরহে বিলাসই, সম্ভব নয়। উক্ত গানে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথাতে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমতম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া তাহার পরে তাঁহার বিরহের কথা বলা হইয়াছে প্রেমবিলাস বিবর্তেই শ্রীরাধা-প্রেম মহিমার পরাকাষ্ঠা, বিরহে নহে, তথাপি বিরহও তাঁহার প্রেম মহিমার যে-এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দিব্যোন্মাদও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এক অপূর্ব্ব ভাববৈচিত্রী, বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বিগ্রহ গৌরের এক অপূর্ব্ব প্রকাশ—ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলিত স্বরূপ, তখন তাঁহাতে বিরহের ভাব কিরূপে উদিত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নয়, প্রেম বৈচিত্ত্যের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যেও বিরহের ভাব উদিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনুভব করিতেছেন, দিব্যোন্মাদে প্রেমের যে মহিমা অভিব্যক্ত হয়, তাহার আস্বাদন না করিলে তাঁহার রাধাপ্রেম-মহিমা জানার বাসনাই যে অন্ততঃ আংশিকভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা জানিবার বাসনা, শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বা। নানা ভাবে প্রভুর এই বাসনাটী পূর্ণ হইয়াছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যতত্ত্ব আলোচনার ব্যপদেশে প্রভু রায়ের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই প্রকাশ করাইয়াছেন ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রী উদ্‌ঘাটিত করাইয়া প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতে মহিমার এক বৈচিত্রী জানিবার বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে এই সাধ্য তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে যে প্রেমবিলাস-বিবর্তের কথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস মাধুর্য্যের চরমতম পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য ব্রজলীলায় তাঁহার যে এক অপূর্ণ বাসনা ছিল, তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা মাধুর্য্য আস্বাদনের একটী বৈচিত্রী মাত্র। অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসলীলার স্বপ্নদর্শনে "ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ ৩।১৪।১৬॥" স্বরূপের দর্শনে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। আবার জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু যখন 'জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। ৩।১৫।৬॥" এবং এই দর্শন মাত্রেই যখন "একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥ ৩।১৫।৭॥", তখনও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর আস্বাদন পাইয়াছেন অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদোক্ত "সুকৃতিলভ্য ফেলালব"-প্রাপ্তিতে প্রেমের আশ্রয়রূপে প্রভু শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্য্যও আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসান্তে জলকেলির দর্শনেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বলিতে কেবল রূপ মাধুর্য্যই বুঝায় না, শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলা আদির সকল রকম মাধুর্য্য বৈচিত্রীই বুঝায়। এই সমস্ত শ্রীরাধিকা যে-ভাবে আস্বাদন করেন, সেই ভাবে আস্বাদনের জন্যই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহরূপে প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—তিনি প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই, দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী লীলামাত্র বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন "আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পাণি॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥ ৩।২০।৮১-২॥" কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত এবং অবর্ণিত বহু লীলাতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবলমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবেই সম্ভব। এই মাদনের সহায়তাতেই প্রভু এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং এই আস্বাদনের ব্যপদেশে স্বীয় মাধুর্য্যের স্বরূপ এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে-সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখের স্বরূপও অবগত হইয়াছেন। এইরূপে "অনয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"-এই বাসনাত্রয়েরও পরিপূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেমন মাদনঘন-বিগ্রহা, তদ্রূপ এই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আস্বাদনেও "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরও মাদনঘন-বিগ্রহ। এই আস্বাদনেই গৌরের নিজস্ব স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসলীলা, জলকেলি-আদির দর্শনের সময়ে প্রভু দূরে থাকিয়াই এ-সকল লীলা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দূরে থাকিয়া দর্শন করিলেও--সুতরাং দর্শন-কালে প্রভু অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইলেও—প্রভুতে তখনও মাদনের আবির্ভাবই ছিল, যেহেতু, মাদন হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাব। ৩।১৪।১৬-১৭ পয়ারের টীকায় "অন্য গোপীভাবে প্রভুর বৈশিষ্ট্য"-অংশ দ্রষ্টব্য।

তারপর দিব্যোন্মাদের কথা। মোহনের অভ্যুদয়েই দিব্যোন্মাদ হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন ভাব প্রকাশ পায়। "দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যস্তে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোয়মুদঞ্চতি ॥ উ. নী. স্থা. ১৩২ ॥" সুতরাং দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধারই ভাবের আবেশ, শ্রীরাধার ভাবের আবেশ বলিয়া ইহাও প্রভুর স্বরূপগত ভাবেরই আবেশ, স্বরূপগত ভাবের আবেশ হইলেও ইহা স্বরূপগত মুখ্য ভাবের—মাদনের—আবেশ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত রাধাভাবের একটী বৈচিত্রী।

দিব্যোন্মাদে অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলেও অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্যও আছে। "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ২।২।৪৪ ॥ পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ বিদগ্ধমাধব। ২।৩০ ॥" তাই, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশেও প্রভু মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবল যে মিলনে হয়, তাহা নহে; বিরহেও মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধার সুখের স্বরূপ জানিবার জন্যই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বাসনা; দুঃখের স্বরূপ জানিবার জন্য তো তাঁহার বাসনা জাগে নাই; তবে, বিষজ্বালাময় দিব্যোন্মাদের আবেশ প্রভুর কেন হইল?

ইহার উত্তর বোধহয়, এইরূপ। প্রথমতঃ, দুঃখই সুখকে মহীয়ান্ করিয়া তোলে। অম্ল যেমন মিষ্টবস্তুর মাধুর্য্যকে চমৎকারিতা দান করে, তদ্রূপ। তাই নিত্য-সম্ভোগময় মাদনেও বিরহের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। বিশেষতঃ, বিরহযন্ত্রণা প্রেমজনিত-আভ্যন্তরিক আনন্দকে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুষমা দান করে, তাহা না জানিলে সেই সুখের স্বরূপও সম্যক্ জানা যায় না। দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশে প্রভু যে উৎকট-দুঃখাবৃত পরমানন্দের অনুভব করিয়াছেন, শ্রীরাধাসুখের স্বরূপ জানিবার পক্ষে তাহাও অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার পক্ষেও দিব্যোন্মাদের প্রয়োজন আছে। রাধাপ্রেমের একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে। রাসলীলা, জলকেলি-আদির স্ফুরণে সেই বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আশ্রয়ের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, দিব্যোন্মাদাদিতেই তাহা জানা যায়। প্রেমের আশ্রয়ের উপরে এই প্রেমের কিরূপ বিষময় জ্বালা, দিব্যোন্মাদেই তাহা জানা যায়; ইহা না জানিলেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাজ্ঞান অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দিব্যোন্মাদের প্রয়োজনীয়তা।

রাধাপ্রেমের প্রভাবের আর একটী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে—প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দীর্ঘীকরণে এবং প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-করণে। প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু রাধাপ্রেমের প্রভাবের নিকটে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার গর্ব্বও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় (৩।১৪।৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে দেখা গেল—দিব্যোন্মাদে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা, এবং রাধাপ্রেমের মহিমা অনুভবের বাসনা পূর্ত্তির আনুকূল্য হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ইহা প্রভুর মুখ্য স্বরূপগত ভাব নহে; ইহার হেতু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাবের বিরোধীও নহে, একদেশমাত্র।

অন্ত্য-লীলা

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহবিহ্বলে ॥ ২

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনার সনে।
রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥ ৩

নানা ভাবে উঠে প্রভুর—হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ ৪

সেই-সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

প্রেমেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং প্রলাপাদিকং ভাগ্যবদ্ভিঃ সাধুভিঃ কর্তৃভূতৈঃ নিষেব্যতে শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং লপিতম? প্রেমোদ্ভাবিতং প্রেমোৎপ্রভূতং হর্ষং আনন্দং ঈর্ষ্যা গুণেষু দোষারোপণং উদ্বেগং ইতস্ততো ধাবনং দৈন্যং দীনতা আর্ত্তিং মনঃপীড়া এতৈঃ মিশ্রিতম। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বরচিত-শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের অর্থাস্বাদন এবং তৎ-প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন ও প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক। ১। অন্বয়। প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তি মিশ্রিতং (প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত) গৌরচন্দ্রস্য (শ্রীগৌরাঙ্গের) লপিতং (প্রলাপ বাক্য) ভাগ্যবদ্ভিঃ (ভাগ্যবান জনগণকর্ত্তৃকই) নিষেব্যতে (শ্রুত হইয়া থাকে)।

অনুবাদ। প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ-বাক্য ভাগ্যবান্‌-জনগণই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ১

পরবর্ত্তী ৫ ও ৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। রসগীত—ব্রজরস সম্বন্ধীয় গীত। **শ্লোক**—ব্রজরসসম্বন্ধীয় শ্লোক।

৪। হর্ষ—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে বা লাভে চিত্তের যে-প্রসন্নতা জন্মে তাহার নাম হর্ষ "অভীষ্টেক্ষণলাভাদি-জাতা চেতঃ প্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাৎ ॥—ভ. র. সি দ. ৪।৭৮ ॥" **শোক**—ইষ্টবিয়োগের অনুচিন্তনকে শোক বলে। **রোষ**—ক্রোধ। **দৈন্য**—২।২।৩২ টীকা দ্রষ্টব্য। **উদ্বেগ**—৩।১৭।৪৬ টীকা দ্রষ্টব্য। **আর্ত্তি**—কাতরতা। **উৎকণ্ঠা**—ইষ্টলাভে কালক্ষেপের অসহিষ্ণুতা। **সন্তোষ**—তৃপ্তি।

৫। সেই-সেই ভাবে—হর্ষ-শোকাদির ভাবে। **নিজ শ্লোক**—প্রভুর স্বরচিত শ্লোক। শিক্ষাষ্টকাদি। **দুই বন্ধু**—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ।

কোনদিনে কোনভাবে শ্লোকপাঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥ ৬

হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ-শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রেমোন্মাদিত হর্ষ-ঈর্ষ্যাদির বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে যে প্রলাপবাক্য বলিয়াছেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে, বর্ত্তমান পয়ারেও বলা হইল, সেই সেই (হর্ষ ঈর্ষ্যাদি) ভাবের বশেই তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টক-শ্লোকাদি পাঠ করিলেন।

৭। **হর্ষে**—হর্ষ ভাবের উদয়ে। **কলৌ**—কলিযুগে। **পরম উপায়**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

হর্ষভাবের উদয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরকে বলিলেন, কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। (পরবর্ত্তী "কৃষ্ণবর্ণং" শ্লোক ইহার প্রমাণ।)

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। এই প্রকরণের প্রথমেই বলা হইয়াছে, "এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। রজনী-দিবস কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাধা ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়াছিলেন। এই বিরহের অবস্থায় হর্ষ ভাবের উদয় কিরূপে সম্ভব হয়? আবার, নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পড়িলেও বুঝা যায় যে তিনি ভক্তভাবেই ঐ সকল কথা বলিয়াছেন—কারণ, "সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। আমার দুর্দৈব নাম নাহি অনুরাগ," 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥'—ইত্যাদি বাক্য ভক্ত-ভাবের বাক্য বলিয়াই মনে হয়। অথচ এই সমস্ত বাক্যকেই প্রারম্ভ শ্লোকে "লপিতং গৌরচন্দ্রস্য—গৌরচন্দ্রের প্রলাপ বা বিলাপ" বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় এই সমস্ত বাক্য প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থাতেই স্ফুরিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে দিব্যোন্মাদে ভক্তভাব কিরূপে সম্ভব হয়? আমাদের মনে হয় উদ্ঘূর্ণাবশতঃই প্রভুর এই ভক্ত-ভাব। উদ্ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীরাধা যেমন সময় সময় নিজেকে ললিতাদি মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও যেমন জলকেলি-আদির প্রলাপে নিজেকে সেবা পরা-মঞ্জরীরূপে মনে করিয়াছেন, এস্থলেও তদ্রূপ উদ্ঘূর্ণাবশতঃ রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু নিজেকে ভক্ত মনে করিতেছেন। বিরহ স্ফুরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুল হইয়া প্রভু হয়তো মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার যেন কখনই শ্রীকৃষ্ণ সেবার সৌভাগ্য হয় নাই, (ইহা গাঢ় অনুরাগের লক্ষণ) ইহার সঙ্গে সঙ্গেই, কিভাবে সেই সেবা পাইতে পারেন—তদ্বিষয়েই সম্ভবতঃ প্রভুর চিত্তবৃত্তি নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহার ফলেই সম্ভবতঃ ভক্তভাবের স্ফুরণ।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নরলীলাপরায়ণ বলিয়া লীলানুরোধে সময় সময় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য শক্তি সকল সময়েই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। উদ্ঘূর্ণাজনিত ভক্তভাবে প্রভু যখন কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি তাঁহার চিত্তে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের কথা স্ফুরিত করিয়া দিল। আনন্দ-স্বরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যাদির স্ফুরণেই বোধহয় প্রভুর হর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল। এই হর্ষের আবেশে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু কিসের উপায়? ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়, আমরা যখন কোনও বিপদে পতিত হই, তখন সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য উপায়ের অনুসন্ধান করি। বিপদে পতিত না হইলেও, কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলে, তাহা পাওয়ার জন্যও উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকি। অথবা, যদি বিপদেও পতিত হই এবং সেই বিপন্ন অবস্থাতেই যদি কোনও লোভনীয় বস্তুর কথা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুনি, তাহা হইলে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের এবং সেই লোভনীয় বস্তুটী প্রাপ্তির জন্যও উপায়ের অনুসন্ধান করা হয়। কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার, বা কোন্ লোভনীয় বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথা কলির জীবকে প্রভু জানাইতেছেন ?

প্রভু কলির জীবের জন্য উপায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন ; এক জন দুই জনের জন্য নয় ; সমস্ত কলিজীবের জন্য —"কলৌ"-শব্দ হইতেই তাহা ধ্বনিত হইতেছে। কলির সমস্ত জীব কোন্ এক সাধারণ বিপদে পড়িয়াছে বা কোন্ এক সাধারণ লোভনীয় বস্তুর জন্য লুব্ধ হইয়াছে ? সাধারণ লোক ইহার কোনওটাই জানে না। এই মাত্র জানে যে—সংসারে আমাদের দুঃখ-দৈন্য আছে, জরা-ব্যাধি আছে, শোক-তাপ আছে ও জন্ম-মৃত্যু আছে ; আর আছে—সুখের বাসনা। সুখের জন্য নানাবিধ চেষ্টা আমরা করিয়া থাকি এবং মাঝে মাঝে কিছু সুখ পাইয়াও থাকি। প্রভু ইঙ্গিতে জানাইতেছেন—জীব, সংসারে তোমার দুঃখ-দৈন্য, জরা-ব্যাধি, কি বৈষয়িক বিপদ আদির পশ্চাতে একটি মহাবিপদ আছে ; সেইটি হইতেছে ভগবদ্‌বহির্মুখতাবশতঃ তোমার মায়াবন্ধন। এই সংসারে তোমার যত কিছু দুঃখ-দৈন্যাদি বিপদ, সমস্তই সেই মায়াবন্ধন হইতে উদ্ভূত। এই মায়াবন্ধনই সমস্ত সংসারী জীবের এক সাধারণ বিপদ। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। আর, সুখের কথা যদি বল, তাহাও বলি শুন। সুখের জন্য বাসনা জীবমাত্রেরই আছে। সুখ-বাসনার তাড়নাতেই জীব যত কিছু কার্য্য করিয়া থাকে। জীব মনে করে, সে মাঝে মাঝে সুখ পায়। কিন্তু যে-সুখের জন্য তাহার চিরন্তনী বাসনা, তাহা সে-সুখ নয় ; অভীষ্ট সুখ নয় বলিয়াই যাহা পায়, তাহাতে তাহার সুখের জন্য দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটির অবসান হয় না, দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না ; জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম; জন্ম হইলেই আধি-ব্যাধি লাগিয়াই আছে। রস-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুর জন্যই বাস্তবিক জীবের চিরন্তনী বাসনা। যে-পর্য্যন্ত সেই রস-স্বরূপ বস্তুটিকে পাওয়া না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত সুখের জন্য তাহার ছুটাছুটিও বন্ধ হইবে না, তাহার জন্মমৃত্যুর অবসানও হইবে না। সেই রস-স্বরূপকে পাইলেই সুখের জন্য সমস্ত ছুটাছুটি বন্ধ হইবে, তখনই জীব বাস্তব সুখে সুখী হইতে পারিবে—আনন্দী হইতে পারিবে (১।১।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি এ-কথাই বলেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এই রস-স্বরূপ বস্তুকে পাইয়া আনন্দী হওয়ারও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

কিন্তু যে-রসস্বরূপ বস্তুটীকে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সেই বস্তুটী কী ? এবং তাহাকে কিরূপ ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে ?

শ্রুতি যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, আনন্দ বলিয়াছেন, তাঁহাকেই রসও বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ।" সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই পরম-আস্বাদ্য রস এবং পরম-আস্বাদক রস বা রসিক ও (ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ" দ্রষ্টব্য)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকেই "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" বলা হইয়াছে। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ ; আবার তিনিই "সুখরূপ হঞা করে সুখ-আস্বাদন।" এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন "অশেষ-রসামৃত-বারিধি", তিনি মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য, তাঁহার মাধুর্য্যদ্বারা তিনি "পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥", তিনি "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর॥" আবার তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল—ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তাই তিনি বলিয়াছেন—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ইনিই রস-স্বরূপ, রস-আস্বাদক ; আবার রসের আস্বাদন করাইয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে এই রস-স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। "**রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী**॥—রসংহি লব্ধ্বা এব আনন্দী ভবতি।" "হি" এবং "এব" এই দুইটী হইল নিশ্চয়াত্মক অব্যয়। "রসং হি"—এই রস-স্বরূপকেই পাইলে, অন্য কাহাকেও পাইলে নহে ; ইহাই "রসং হি"-অংশের "হি" শব্দের তাৎপর্য্য। এই রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্ম-প্রকট করিয়া আছেন ; তাঁহাতে অনন্ত-রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান ;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এ-সমস্ত রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই হইলেন অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও তাঁহারই এক বৈচিত্রী বা স্বরূপ (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম। গীতা)। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের বা অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কোনও এক স্বরূপের প্রাপ্তিতেও জীব আনন্দী হইতে পারে বটে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে মায়াবন্ধনজনিত তাহার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জীব এমন আনন্দী হইতে পারিবে না, যাহাতে আনন্দের জন্য তাহার ছুটাছুটির সম্ভাবনা আত্যন্তিক ভাবে তিরোহিত হইতে পারে। এ-কথা বলার হেতু এই। "মুক্তা অপি এনং উপাসত ইতি।" এই শ্রুতিবাক্য, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" শ্রীভা ১০।৮৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত নৃসিংহতাপনীয় শঙ্কর-ভাষ্যের এই বাক্য, "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম।"-এই ব্রহ্মসূত্র (৪।১।১২, গোবিন্দভাষ্য)-বাক্য হইতে জানা যায়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবেরও ভগবদ্-ভজনের প্রবৃত্তি হয়, ব্রহ্মানন্দের অনুভবেও জীব চরমা-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আবার সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা পরব্যোমস্থিত বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, অধিকতর সুখের আশায় তাঁহাদের অন্যত্র ছুটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও ছুটিয়া যাওয়ার বাসনা যেন আত্যন্তিক ভাবে দূরীভূত হয় না, কারণ, তাঁহারা যে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের পার্ষদ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য তাঁহাদের বাসনা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥ দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৮৯।৫৮ শ্লোক॥ যদবাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপ-ইত্যাদি শ্রীভা ১০।১৬।৩৬॥"-এসকল শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অপর-স্বরূপের সেবার জন্য কোনও লোভের কথা শুনা যায় না। এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের রূপ ধারণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মন যায় না (১।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, সুখের জন্য তাহার সমস্ত ছুটাছুটির বাসনারও আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে। ইহাই "হি"-অব্যয়ের তাৎপর্য্য।

আর "লব্ধ্বা এব"-এস্থলে "এব"-অব্যয়ের তাৎপর্য্য এই যে—সেই রসস্বরূপকে "পাইয়াই" জীব (অয়ং) আনন্দী হইতে পারে। "আনন্দী ভবতি" বাক্যের আলোচনা করিলেই "লব্ধ্বা এব—পাইয়াই"-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে, রস-স্বরূপকে কি ভাবে পাইলে জীব আনন্দী হইতে পারে, তাহাও বুঝা যাইবে। তাই, 'আনন্দী ভবতি'-বাক্যের অর্থালোচনা করা যাইতেছে।

"আনন্দী ভবতি"—ইহা একটী শব্দও হইতে পারে, দুইটী (আনন্দী এবং ভবতি এই দুইটী) শব্দও হইতে পারে। একটি কি দুইটী শব্দ তাহা দেখা যাউক।

একটী শব্দ হইলে সমস্ত "আনন্দীভবতি"-শব্দটীই হইবে ক্রিয়াপদ—আনন্দীভূ-ধাতুর প্রথম পুরুষের বর্ত্তমান-কালে একবচনন্ত ক্রিয়াপদ। 'অয়ং—জীবঃ' হইবে ইহার কর্ত্তা। 'কৃভ্বস্তিযোগে অভূত-তদ্ভাবে চিঃ'-ব্যাকরণের এই সূত্র অনুসারে, ভূ-ধাতুর যোগে আনন্দ-শব্দের উত্তর "চি' প্রত্যয় করিয়া "আনন্দীভূ"-ধাতু হইয়াছে, তাহা হইতেই "আনন্দীভবতি।" অভূত-তদ্ভাবের অর্থ এই:—অভূতের (যাহা ছিল না) তদ্ভাব (তাহা হওয়া)। যাহা পূর্ব্বে শুক্ল ছিল না তাহা যদি পরে শুক্ল হয়, তাহা হইলে বলা হয়—শুক্লীভবতি। গোচরীভূত-শব্দের অর্থ এই যে—যাহা পূর্ব্বে গোচরে ছিল না, তাহা এখন গোচরে আসিয়াছে। এইরূপে—"আনন্দীভবতি"-শব্দের অর্থ হইবে—যাহা পূর্ব্বে 'আনন্দ' ছিল না, তাহা এখন "আনন্দ" হইয়াছে (তাহা এখন "আনন্দী" হইয়াছে, এইরূপ অর্থ হইবে না, যেহেতু, চি-প্রত্যয়ের অর্থ ইহা নহে)। তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে এইরূপ:—(অয়ং) জীব পূর্ব্বে আনন্দ ছিল না, রস-স্বরূপকে পাইয়া জীব "আনন্দ" হয়। রসও যাহা আনন্দও তাহা, ব্রহ্মও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহা। তাহা হইলে "আনন্দীভবতি"কে একটি শব্দ ধরিয়া শ্রুতিবাক্যটীর যে-অর্থ পাওয়া গেল, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই—রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া জীব আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হয়। কিন্তু ব্রহ্ম হইলেন বিভুচিৎ, আর ভক্তি শাস্ত্রানুসারে জীব হইল অণুচিৎ—ইহাই জীবের স্বরূপ (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অণু-চিৎ জীব কখনও বিভু-চিৎ ব্রহ্ম হইতে পারে না, যেহেতু, কোনও বস্তুরই স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, পরিমাণেরও ব্যতিক্রম হয় না। "অস্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ।"—এই (২।২।৩৬) বেদান্ত-সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। "উভয়নিত্যত্বাৎ"—আত্মা এবং তাহার পরিমাণ এতদুভয়ই নিত্য বলিয়া "অস্ত্যাবস্থিতেঃ"—মোক্ষাবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মার, "অবিশেষঃ"—বিশেষত্ব (পরিমাণ বিষয়েও বিশেষত্ব) কিছু নাই, মোক্ষ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে জড়দেহে অবস্থানকালে জীবাত্মার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পরেও তাহার সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীব কখনও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এইরূপে দেখা গেল, 'আনন্দীভবতি"কে একটিমাত্র শব্দরূপে গ্রহণ করিলে ভক্তিশাস্ত্রানুসারে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের কোনও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

মায়াবাদীদের মতে অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা, দেখা যাউক। মায়াবাদীদের মতে জীব হইল স্বরূপে ব্রহ্ম—আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম আনন্দ। ইহাই যখন জীবের স্বরূপ, তখন রস স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করার পূর্ব্বেও জীব আনন্দ, পরেও আনন্দ জীব স্বরূপে কখনও আনন্দব্যতীত অপর কিছুই নহে সুতরাং রস স্বরূপকে লাভ করার পূর্ব্বে জীব যে আনন্দ ছিল না তাহা নহে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে "অভূত-তদভাব" হইতে পারে না—জীব পূর্ব্বে আনন্দ ছিল না, রসস্বরূপকে পাইয়া আনন্দ হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। এইরূপে "অভূত-তদভাবের" স্থানই যখন নাই তখন 'অভূত-তদভাবার্থে চি"-প্রত্যয়ও হইতে পারে না, 'আনন্দীভবতি '-একটিমাত্র শব্দও হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—জীব-ব্রহ্মের একত্ব বাদী মায়াবাদীদের মতেও 'আনন্দীভবতি"কে একটি মাত্র শব্দ মনে করিলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের কোনও অর্থ সঙ্গতি থাকে না।

তাই 'আনন্দী ভবতি" একটি শব্দ নহে। "আনন্দী" এবং 'ভবতি" এই দুইটি শব্দ ধরিলে কি অর্থ হয়, দেখা যাউক।

আনন্দী ভবতি (হয়)—অর্থ, "আনন্দী" হয়। "কিন্তু আনন্দী"-শব্দের অর্থ কি? আনন্দ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয় করিয়া আনন্দী-শব্দ নিষ্পন্ন হয়, যেমন, ধন-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন প্রত্যয় করিয়া 'ধনী"-শব্দ হয়, তদ্রূপ। অস্ত্যর্থের (অর্থাৎ অস্তি-অর্থের) তাৎপর্য্য হইল, আছে যাহার। যাঁহার ধন আছে, তিনি ধনী। আছে"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—যাঁহার ধন আছে, ধনের যিনি মালিক, ধনে যাঁহার মমত্ব (ধন আমারই-এই বুদ্ধি) আছে, নিজের ইচ্ছামত ধন ব্যবহার করার অধিকার যাঁহার আছে, তিনিই ধনী। যিনি লক্ষ লক্ষ, কি কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেন, অথচ তাহার একটি পয়সাও খরচ করার অধিকার যাঁহার নাই, তাঁহাকে ধনী বলে না, যেহেতু, ধনেতে তাঁহার মমত্ব নাই। ধনের মালিক তিনি নহেন। তদ্রূপ আনন্দে বা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার মমত্ববুদ্ধি আছে এই আনন্দ-স্বরূপ বা রসস্বরূপ ব্রহ্ম "আমারই", এইরূপ মদীয়তাময় ভাব যাঁহার আছে, তিনিই আনন্দী। "আনন্দ-স্বরূপ আমার"-এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তে, "আমি আনন্দস্বরূপের"-এইরূপ তদীয়তাময় ভাব যাঁহার আছে, তাঁহাকেও আনন্দী বলা যায় না। যিনি আনন্দকে নিতান্ত আপনার করিয়া পায়েন, তিনিই আনন্দী। শ্রুতিবাক্যের 'লব্ধ্বা এব''-এর তাৎপর্য্য এই—যে-ভাবে পাইলে নিতান্ত আপন করিয়া পাওয়া যায়, রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, তখনই আনন্দ লাভের জন্য তাহার সমস্ত ছুটাছুটির অবসান হয়। ভক্তচিত্ত-বিনোদনই যাঁহার ব্রত, সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং রসিকেন্দ্র-শিরোমণি, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখনই তাঁহাকে (সেই জীবকে) স্বীয় লীলায় সেবা দিয়া পরমানন্দ-সাগরে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করিয়া কৃতার্থ করেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া সাধক মহা বৈকুণ্ঠে বা বিষ্ণুলোকেও পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়। লিঙ্গপুরাণে দৃষ্ট হয়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিতেছেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ ভ বি. ১১।২১৯-ধৃত প্রমাণ॥—গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাস-প্রক্ষেপ-কালে, কি বাক্য-পূরণে, কি হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দ্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি হরির স্বরূপতা (ব্রহ্মত্ব বা মুক্তি) লাভ করেন; আর, ভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি নামকীর্ত্তন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।" নারদীয়পুরাণে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণং শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্। অশ্নাতি সুরয়া পক্বং মরণে হরিমুচ্চরন্। অভক্ষ্যাগম্যাযাজ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্। প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥ হ. ভ বি.। ১১।২২০-ধৃত প্রমাণ॥—ব্রাহ্মণও যদি রজস্বলা শ্বপচীতেও গমন করেন, কিম্বা যদি সুরাদ্বারা পাচিত অন্নও ভোজন করেন, তথাপি যদি তিনি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অগম্যা-গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" বৃহন্নারদীয়-পুরাণে দৃষ্ট হয়, বলিমহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিতেছেন—"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥ হ ভ বি ১১।২২১-ধৃত প্রমাণ।—যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষর দুইটী বর্ত্তমান, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।"

এইরূপে দেখা গেল সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত, কেবল মাত্র নামকীর্ত্তনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি হইল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তু এ-সমস্তই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল বা পরম ফল হইতেছে—প্রেম, ভগবদ্বিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং নামকীর্ত্তন-কারীর বশীভূত হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গাদি-সুখভোগ বা পঞ্চবিধা মুক্তিও ভগবানই দিয়া থাকেন, নামকীর্ত্তনের ফলে তিনি প্রীতি লাভ করেন এবং প্রীতি লাভ করিয়াই নাম-কীর্ত্তনকারীকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দিয়া থাকেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"—এই গীতাবাক্যানুসারে। কিন্তু যে-প্রীতির বশে তিনি এ-সমস্ত ফল দিয়া থাকেন, তাহা—নামের মুখ্যফল যে ভগবৎ-প্রেম, সেই প্রেম হইতে ভগবানের চিত্তে উদ্বুদ্ধ প্রীতি নহে। ফলকামী বা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকামী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য কিছু চাহেন—কেহ চাহেন স্বর্গাদি-সুখ, কেহ চাহেন মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং তাহার পরে সাযুজ্য বা সালোক্যাদি। এ-সকল দিলেই ভগবান্ যেন সাধকের নিকট হইতে "ছুটি" পাইয়া যায়েন, দেনা-পাওনা যেন একরকম শোধ বাদ হইয়া যায়। এই ভাবে কেবল ভুক্তি-মুক্তি যাঁহারা চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভুক্তি মুক্তি দিয়া থাকেন; এবং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই সাধক নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করেন, মনে করেন—ভগবানের নিকট যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি, আর আমার প্রার্থনার কিছু নাই। এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা, ভগবান তাঁহাদিগকে নামের মুখ্যফল যে-প্রেম, তাহা দেন না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখেন লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥ তত্রত্য টীকা দ্রষ্টব্য॥" প্রেম-শব্দের অর্থই হইল—শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা। সুতরাং যাঁহারা এই প্রেম চাহেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না, এমন কি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও তাঁহারা চাহেন না। ভগবান্ যদি তাঁহাদিগকে পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহেন, তাহাও তাঁহারা গ্রহণ করেন না, যেহেতু, তাঁহারা চাহেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবা, তাহার বিনিময়েও তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাহেন না। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বম-প্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা. ৩।২৯।১৩॥" এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের নিজের জন্য দেওয়ার কিছুই ভগবানের পক্ষে থাকে না। সুতরাং ভগবানের পক্ষে তাঁহার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"-বাক্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের নিজেদের জন্য কিছু দেওয়া তো সম্ভবই নয়, আবার তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা দিতে গেলে ভগবানের নিজেরই কিছু পাওয়া হইয়া যায়—তাঁহাদের রত স্বীয় সুখ হেতুক সেবন। এইরূপ সাধকদের সাধনে তুষ্ট হইয়া ভগবান যদি তাঁহাদের সাক্ষাতে উপনীত হইয়া বলেন— কি চাও, বল, যাহা চাও তাহাই দিব। সালোক্যাদি মুক্তি চাহিলে তাহাও দিব।' তাহা হইলে ভক্ত সাধকগণের প্রত্যেকেই বলিবেন— 'প্রভু আমি সালোক্যাদি কোনওরূপ মুক্তি চাই না। আমি চাই তোমার চরণ, কৃপা করিয়া চরণ সেবা দিলেই আমি কৃতার্থ হইব।" পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প ভগবানকে 'তথাস্তু' না বলিয়া উপায় নাই, ভক্তকে স্বীয় চরণ দান করিতেই হয়। ইহাতেই তিনি নিজে আটকা পড়িয়া গেলেন, সেই সাধক-ভক্তের নিকট হইতে তাঁহার আর চলিয়া যাওয়ার—ছুটী পাওয়ার উপায় থাকে না। যাঁর চরণই আটকা পড়িয়া গেল, তিনি আর চলিয়া যাইবেন কিরূপে? "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" সেই সাধকদের প্রেমবশ্যতা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের হৃদয়েই পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনি আর তাঁহাদের নিকট হইতে "ছুটী" পাইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রীতিরজ্জুদ্বারা তাঁহাদের চিত্তে চিরকালের জন্যই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং এইরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই তিনিও পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই প্রেমের **ভগবৎ বশীকরণী শক্তি।** সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান পরম স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান যে প্রেমের নিকটে এই ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেম যে সাধন ভজনের সর্ব্ববিধ ফলের মধ্যে মুখ্যতম ফল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি না চাহিয়া কেবলমাত্র এই জাতীয় প্রেম লাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে তাঁহারা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণী শক্তিসম্পন্ন প্রেমই লাভ করিতে পারেন। ইহাই নামের মুখ্যফল।

আদি পুরাণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন, গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥ হ ভ বি ১১।২৩ -ধৃত প্রমাণ।—হে অর্জ্জুন যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাদের দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি। যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন করিয়া থাকেন, জনার্দ্দন আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই ক্রীত—বশীভূত হইয়া থাকি। অপর কাহারও ক্রীত হই না। আবার মহাভারত হইতে জানা যায়, বিষম বিপদে পতিত হইয়া কৃষ্ণা—দ্রৌপদী—গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া উচ্চস্বরে আর্ত্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদী হইতে বহুদূরে—দ্বারকায় অবস্থিত, তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান তাঁহার হৃদয়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিহ্বলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-- ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥ হ ভ বি ১১।২৩ ধৃত মহাভারত বচন॥—কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমাকে আর্ত্তকণ্ঠে "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন, তাঁহার এই গোবিন্দ ডাকই আমার প্রবৃদ্ধ—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। তাৎপর্য্য এই যে—আর্ত্তকণ্ঠে আমার 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণা আমাকে চিরকালের জন্য অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমার প্রেম বশ্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।

উক্ত আলোচনায় পুরাণেতিহাসের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। ভগবন্নামের ঐরূপ মাহাত্ম্যের কথা শ্রুতিও বলেন। তাহাই দেখান হইতেছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রুতি বলেন, প্রণবই ব্রহ্ম। "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ১৮॥" সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥" এই প্রণব-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত-স্বরূপ রূপে আত্মপ্রকটিত অবস্থায় আছেন। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি। গোপাল-তাপনীশ্রুতি॥" গুণ-কর্ম্মানুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরও বহু নাম আছে এবং তাঁহার অনন্ত-স্বরূপ-সমূহেরও বহু নাম আছে। তাই গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮।১৫॥" প্রণব যেমন তাঁহার স্বরূপ, প্রণব আবার তাঁহার বাচকও—নামও। পাতঞ্জলই একথা বলিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ। ২৭॥" প্রণব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যেমন বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ, তদ্রূপ তাঁহার বাচক-প্রণবের বিভিন্ন প্রকাশও হইতেছে তাঁহার বিভিন্ন নাম। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণেতেই অবস্থিত (একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ, বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্), তদ্রূপ তাঁহার এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের নামও তাঁহার বাচক প্রণবের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার বাচক-প্রণবের উল্লেখে তাঁহার অনন্ত নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়াই নাম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যগুলি বিবেচিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ বলেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১।২।১৬॥—এই প্রণবের (নামের) অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন।" তাৎপর্য্য হইল এই—কি ইহকালের সুখ, কি পরকালের স্বর্গাদিসুখ, কি সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি কি প্রেম, এ-সমস্তের মধ্যে যিনি যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাই পাইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কঠোপনিষৎ নামাশ্রয়ে প্রেম-প্রাপ্তির কথা এবং তদ্দ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থলাভের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭॥—এই প্রণব বা নামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ এবং পরম অবলম্বনীয় বস্তু। এই নামরূপ পরম অবলম্বনীয় বস্তুকে জানিলে জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইতে পারে।" কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত ব্রহ্মলোকই বা কি এবং ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হওয়ার তাৎপর্য্যই বা কি?

কঠোপনিষৎ পরব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ ১।২।১৬॥" সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিতেও এস্থলে সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক বা ধামের—ব্রজধামের—কথাই বলা হইয়াছে—ঋগ্বেদের 'যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ"-বাক্যেও যে ব্রজধামের কথাই বলা হইয়াছে।

নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজধামে মহীয়ান হইতে পারে। কিরূপে?

কোনও বস্তুর স্বরূপগত-ধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশেই সেই বস্তু সম্যক্‌রূপে মহীয়ান হইতে পারে। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে যে-অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হইল তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ঐ শিখাটি দ্বারা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যায়, আবার গ্রামকে গ্রামও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ডকে দগ্ধ করা অপেক্ষা গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়াতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্নিশিখার স্বরূপগত ধর্ম্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নিশিখা বেশী মহীয়ান্ হইয়া থাকে। জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই হইল তাহার স্বরূপগত বাসনা। তাহার এই স্বরূপগত-বাসনা যখন অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সেই সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যখন সেবারূপ বাসনা সম্যক্‌রূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, তখনই বলা যায়—সেই জীব মহীয়ান হইয়াছে। সাযুজ্যমুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান থাকে বলিয়া সেব্য-সেবকত্বের ভাবই স্ফুরিত হয় না, সেবা-বাসনা-স্ফুরণ তো দূরে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক ভাব স্ফুরিত হয় বটে; কিন্তু ভক্তের চিত্তে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজধামে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, পরিকর ভক্তগণ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের আপনজন বলিয়া মনে করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁহাদের সেবাবাসনাকে বিকাশের পথে বাধা দিতে পারে না। নামের কৃপায় সাধক এইরূপে পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তখন তাঁহার সেবাবাসনাও সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং সেই বাসনাও সেবায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যক্‌রূপে মহীয়ান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমলাভ করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন কঠোপনিষদের "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে" বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

নামের মাহাত্ম্যের কথা বেদও বলিয়া গিয়াছেন। "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি। ১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো! তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্) তস্মাৎ অস্য (নাম্নঃ) আ (ঈষদপি) জানন্তঃ (ন তু সম্যক্ উচ্চারণমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি) বিবক্তন (ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ) সুমতিং (তদ্বিষয়াং বিদ্যাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ)। যত ওঁ তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃসিদ্ধম্) ইতি। শ্রুতির অর্থ এই—হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যক্ না জানিয়াও, সামান্যমাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল সেই অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলে তাহার ফলে আমরা তদ্বিষয়িণী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু তাহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ। ১।১৭।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, সকল সাধনের সাধ্য-বস্তু উপায় নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিহিত আছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম উপায় বলার ইহা একটী হেতু।

(খ) উক্ত (ক) আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল, বিভিন্ন সাধন-পন্থায় যে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সাধনেও অভীষ্টানুযায়ী সে সমস্ত বিভিন্ন ফলও পাওয়া যায়। সুতরাং সমস্ত সাধনের ফলের উপরেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের **ব্যাপ্তি** আছে। ইহাও নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম **উপায়** বলার একটী হেতু।

(গ) উল্লিখিত (ক) আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—**বিভিন্ন** প্রকারের সাধনে যত রকম বিভিন্ন ফল পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভগবদ্বিষয়ক প্রেম হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল; সুতরাং ইহা হইল নাম-সঙ্কীর্ত্তনের পরমতম ফল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে এই পরমতম ফল প্রেম পাওয়া যায় বলিয়াও ইহাকে "পরম উপায়" বলা হইয়াছে।

(ঘ) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের **শক্তির বৈশিষ্ট্যও** ইহাকে পরম উপায় বলার আর একটি হেতু। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি যত রকমের সাধন-পন্থা আছে, ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তাহাদের কোনও পন্থাই স্ব-স্ব ফল দান করিতে পারে না। ইহাতেই কর্ম্ম-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শক্তি-বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি-মার্গের জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া সাধকগণ যদি সেই সেই মার্গের লভ্য ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল ভক্তি-অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফল পাইতে পারেন। ইহাও কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তি-সাধনের শক্তির এক বৈশিষ্ট্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আবার 'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ শ্রীভা ১১।১৪।২০॥ —এই প্রমাণ হইতেও জ্ঞান যোগাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ সামর্থ্যে ভক্তির উৎকর্ষের কথা জানা যায়।

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন। ৩।৪।৬৪-৬৫॥ যত রকম সাধন-পন্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ভক্তি-পন্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সাধন-ভক্তির মধ্যে আবার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ যেহেতু, এই নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধকের অভিপ্রায় অনুরূপ বিভিন্ন সাধন পন্থার ফল তো পাওয়া যায়ই, সাধকের ইচ্ছানুরূপভাবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণ প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে আবার নাম সঙ্কীর্ত্তন হইল শ্রেষ্ঠ যেহেতু কেবলমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সকল রকমের সাধন পন্থার ফল পাওয়া যাইতে পারে (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন। ১।৮।২৬॥' আবার 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ ২।১৫।১০৮॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে ১২৪-৮০ শ্লোকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ১৪৪-৭৮ শ্লোকে নাম সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাম সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের হেতুরূপে উক্তগ্রন্থ বলেন :—(১) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে শীঘ্রই প্রেম সম্পত্তির উদয় হয় যাহার ফলে সুখে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন লাভ হইতে পারে। 'তয়াশু তাদৃশী প্রেম-সম্পদুৎপাদয়িষ্যতে। যয়া সুখং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্। বৃ ভা ২।৩।১৪৫॥ (২) স্মরণ মননই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু জীবের চঞ্চল চিত্তে স্মরণ মনন সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না। স্মরণ মনন সিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে সংযত করা দরকার। কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন। কারণ বাগিন্দ্রিয়ই (জিহ্বাই) হইল সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক (এই পয়ারের "নাম সঙ্কীর্ত্তন" শব্দের ব্যাখ্যার পরের আলোচনা দ্রষ্টব্য) বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। বাহ্যান্তরাশেষহৃষীকচালকং বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা। চিত্তং স্থিরং সদ্ ভগবৎ স্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিং ফলম্॥ বৃ ভা ২।৩।১৪৯॥ কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন যেহেতু, নাম সঙ্কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে সঙ্গে সঙ্গে চিত্তমধ্যে বিহার করিয়াও চিত্তকে সংযত করে আবার বাহ্যধ্বনি শ্রবণে শ্রোতাকেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। এইরূপে নাম সঙ্কীর্ত্তনই হইল অন্তরঙ্গ সাধন ভক্তি শ্রেষ্ঠ স্মরণমননের আনুকূল্য বিধায়ক। প্রেমোহন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্। একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তিং স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥ ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানামধিপে বিলোলে। ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা॥ মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥ বৃ ভা ২।৩।১৪৬-৪৮ (৩) নাম সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জনত্বের বা একাকিত্বের অপেক্ষা রাখে না। "একাকিত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিদ্ধ্যতি। সঙ্কীর্ত্তনে বিবিক্তেঽপি বহুনাং সঙ্গতোঽপি চ॥ বৃ ভা ২।৩।১৫৭॥ এবং (৪) নামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া থাকে। "একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ বৃ ভা ২।৩।১৬২॥ ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রমাণ সমূহদ্বারা নাম সঙ্কীর্ত্তনের শক্তির পরম বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল।

(ঙ) নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা রাখে না। "এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়। নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। —৫।৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥ ২।১৫।১০৮-১০॥

(চ) নাম যে কেবল দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদিরই অপেক্ষা রাখে না, তাহা নয়, **দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাও রাখে না।** যে-কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে-কোনও অবস্থায় নাম-কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যাহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞানবৈরাগ্য বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্য-শূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি শ্রীবিষ্ণুর নামমাত্র জপ করিতে থাকে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভ সদ্গতি লাভ করিতে পারে। 'অনন্যগতয়োমর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি-বর্জ্জিতাঃ॥ সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণো র্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥ হ ভ বি ১১।২০১ ধৃত পদ্মবচন॥"

স্ত্রীলোক শূদ্র চণ্ডাল এমন কি অন্য কোনও পাপ যোনি জাত লোকও যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও বন্দনীয়। স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥ হ ভ বি ১১।২০১ ধৃত শ্রীনারায়ণব্যূহস্তব বচন॥'

নাম সঙ্কীর্ত্তন বিষয়ে স্থানের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করারও প্রয়োজন নাই, সময় সম্বন্ধেও কোনও বিচারের প্রয়োজন নাই উচ্ছিষ্টমুখে নাম গ্রহণেও নিষেধ নাই। "ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামি লুব্ধক॥ হ ভ বি ১১।২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মবচন॥"

অশৌচ অবস্থাতেও নাম কীর্ত্তনের বাধা নাই। ভগবানের নাম পরম পাবন সমস্ত অশুচিকে শুচি করে, অপবিত্রকে পবিত্র করে। সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই নাম কীর্ত্তনীয়। চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ ভ বি ১১।২০৩ ধৃত স্কান্দ-পাদ্ম বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন॥' আবার "ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে॥ হ ভ বি ১১।২০ ধৃত বৈশ্বানরসংহিতা বচন॥

নাম স্বতন্ত্র বলিয়াই কোনওরূপ বিধি নিষেধের অধীন নহেন। "নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ ভ বি ১১।২০৪ ধৃত স্কান্দবচন।

চলাফেরা করার সময়ে দাঁড়াইয়া থাকা বা বসিয়া থাকার সময়ে বিছানায় শুইয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলার সময়ে বাক্য পূরণে, কি হেলায় শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ বা কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থতা লাভ করা যায়। "ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ। হ ভ বি ১১।২১৯ ধৃত লিঙ্গপুরাণবচন॥' শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ৩।২০।১৪।

অন্য কোনও সাধনাঙ্গের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই এজন্যও নাম সঙ্কীর্ত্তনকে পরম উপায় বলা যায়।

(ছ) নামের **অসাধারণ কৃপা**—নাম শব্দের মুখ্যার্থ বিবেচনা করিলে নামের কৃপার কথা জানা যায়। নম-ধাতু হইতে নাম শব্দ নিষ্পন্ন। নম-ধাতুর অর্থ নামানো— নামাইয়া আনা। নময়তি ইতি নাম। যাহা নামাইয়া আনে তাহা নাম। ভগবানের নাম নামাইয়া আনেন। কাহাকে কোথা হইতে নামান? দুই জনকে নামান— নাম কীর্ত্তনকারীকে এবং নামী ভগবানকে। দেহেতে আবেশ দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে বলিয়া জীবমাত্রেরই কোনও না কোনও একটী বিষয়ে অভিমান আছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেহাবেশ-জনিত অভিমান হৃদয়ে থাকে, সে-পর্য্যন্ত ভগবানের কোনওরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। 'অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন॥ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়॥ নাম স্বীয় প্রভাবে নামকীর্ত্তনকারীকে অভিমানরূপ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখর হইতে নামাইয়া আনেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহার অভিমান দূর করিয়া তাহার চিত্তকে বিশুদ্ধ করেন। আর নাম এমনই শক্তি-সম্পন্ন যে, ভগবানকেও নাম-গ্রহণকারীর নিকটে নামাইয়া নিয়া আসেন, নাম-গ্রহণকারীকে ভগবানের দর্শন দেওয়ান, ভগবানের চিত্তে কৃপা উদ্বুদ্ধ করিয়া নাম-গ্রহণকারীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন। ধ্রুব পদ্ম-পলাশ লোচনকে কাতর প্রাণে ডাকিয়াছিলেন, এই ডাকার ফলে পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরি ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

অন্য এক ব্যাপারেও নামের অসাধারণ কৃপার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। নাম অপ্রাকৃত বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে গ্রহণীয় নহেন, কিন্তু যে-লোক নাম কীর্ত্তনাদির ইচ্ছা করেন, নাম কৃপা করিয়া তাঁহার জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ র সি ১।২।১০৯॥" (২।১৭।৮-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নামী শ্রীভগবানকে কেহ দর্শন করিতে চাহিলেই ভগবান্ তাহাকে দর্শন দেন না। ইহাই নামী হইতে নামের কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

নাম স্বপ্রকাশ বলিয়া যে-কোনও লোকের জিহ্বাদিতেই আত্ম প্রকাশ করিতে পারেন—সেই লোক কীর্ত্তনাদির ইচ্ছা করিলেও পারেন, না করিলেও পারেন। কোনও কোনও ভাগ্যবানের নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। এত কৃপা নামের। এইরূপ কৃপা অন্য কোনও সাধনাঙ্গের দেখা যায় না।

নামের কৃপার আর একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্‌ও অবতীর্ণ হয়েন তাঁহার নামও অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু যথাসময়ে ভগবান অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাম কিন্তু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন না জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পরেও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নাম জগতে থাকিয়া যায়েন।

নামের কৃপার আর একটী দৃষ্টান্ত হইতেছে—**অপরাধ খণ্ডনে।** নামাপরাধ থাকিলে নামকীর্ত্তনকারী প্রেমও লাভ করিতে পারে না, মুক্তিও পাইতে পারে না (২।২২।৬৩ পয়ারের টীকায় নামাপরাধের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। ঐকান্তিক ভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নাম কৃপা করিয়া নামাপরাধ খণ্ডন করিয়া দেন। 'জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম। অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ হ ভ বি ১১।২৮৭৮॥'

শাস্ত্রবিহিত আচরণের অকরণে, কিম্বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণের করণে যে অশেষবিধ পাপ হইয়া থাকে, যে-কোনও ভাবে নাম উচ্চারণ করিলেই তৎ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিহিতাকরণ নিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূলন-রূপ-মাহাত্ম্যং লিখিতং তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব। হ ভ বি ১১।১৭৯ টীকায় শ্রীপাদসনাতন।" কিন্তু ভগবানে বা ভগবন্নামে যে অপরাধ, তাহার খণ্ডন যে-কোনওরূপ নামোচ্চারণেই সহজে হয় না। তজ্জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এ-সম্বন্ধে বিষ্ণুযামল বলেন—শ্রীভগবানই বলিয়াছেন— মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটিস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ। হ ভ বি ১১।১৭৯॥"

(জ) নাম ও নামী অভিন্ন। শ্রুতিই একথা বলেন। 'ওম ইতি ব্রহ্ম।—প্রণব হইল ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়। ১।৮॥" পূর্ব্বে (ক আলোচনায়) বলা হইয়াছে—প্রণব ব্রহ্মের বাচক, নাম। তাহা হইলে তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে জানা গেল, ব্রহ্মের বাচক নামই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদও বলেন—'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম।—এই নামের অক্ষরই (বা নামই) ব্রহ্ম। ১।২।১৬॥"

শ্রুতির এই বাক্যকে পুরাণ আরও বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—' নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ভ র সি ১।১।১০৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥ (২।১৭।৫-শ্লোকের টীকাদিতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।'

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।—একই সচ্চিদানন্দরসাদি তত্ত্ব—নাম ও নামী এই দুইরূপে আবির্ভূত।"

উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—নাম ও নামী ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নাম ও নামী উভয়েই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ উভয়েই সর্ব্বাভীষ্ট দায়ক অপূর্ব্ব চিন্তামণিতুল্য, উভয়েই কৃষ্ণ—সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, উভয়েই চিদানন্দ-রস-বিগ্রহ, উভয়েই পূর্ণ (স্বরূপে, শক্তিতে এবং মাধুর্য্যাদিতে নিত্য পূর্ণ), উভয়েই শুদ্ধ—মায়ার স্পর্শশূন্য এবং উভয়েই নিত্যমুক্ত—নিত্য স্বতন্ত্র, বিধি-নিষেধের নিত্য অতীত, প্রকৃতিরও নিত্য অতীত, প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতিদ্বারা নিত্য অস্পৃষ্ট (এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা ১।১১।২৯॥)।

নাম ও নামীর অভিন্নতাবশতঃ নামী ভগবানের যেমন অসাধারণ মাহাত্ম্য, তাঁহার নামেরও তদ্রূপ মাহাত্ম্য। অপর কোনও সাধনাঙ্গের সহিত নামীর এরূপ অভিন্নতা নাই, সুতরাং নামের ন্যায় প্রভাব অপর কোনও সাধনাঙ্গেরই নাই। এজন্যই নাম সংকীর্ত্তনকে পরম উপায় বলা হইয়াছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে ভগবান (ব্রহ্ম) এবং তাঁহার নাম—এতদুভয়ই অভিন্ন। কোনও প্রাকৃত বস্তু এবং তাহার নাম কিন্তু অভিন্ন নহে। প্রাকৃত বস্তুর নাম হইল সেই বস্তুর একটী চিহ্নমাত্র—যদ্দ্বারা তাহাকে চেনা যায়। মিশ্রী হইল এক জাতীয় মিষ্ট বস্তুর নাম মিশ্রী বস্তুটী মিষ্ট, কিন্তু তাহার নাম মিষ্ট নহে, 'মিশ্রী মিশ্রী" বলিলে জিহ্বায় মিষ্টত্বের অনুভব হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম তাঁহার স্বরূপের ন্যায়ই পরম-মধুর (৩।২০।৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ঝ) নামাক্ষর অপ্রাকৃত চিন্ময়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নাম হইলেন অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু, নামীরই ন্যায় পূর্ণ এবং নিত্যশুদ্ধ বলিয়া নাম—অপূর্ণ এবং অশুদ্ধ জড় বা প্রাকৃত বস্তু নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ। ২।১৭।১৩০॥' এইরূপে নাম চিন্ময় বস্তু বলিয়া নামের অক্ষর সমূহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

প্রাকৃত অক্ষরে ভগবানের নাম লিখিত হইলে আমরা মনে করিতে পারি—ঐ অক্ষরগুলিও প্রাকৃত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাকৃত ভক্ষ্য পেয় আদি ভগবানে অর্পিত হইলে যেমন চিন্ময় হইয়া যায় (৩।১৬।১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) প্রাকৃত দারুপাষাণাদিদ্বারা নির্ম্মিত ভগবদ্ বিগ্রহ ভগবান অধিষ্ঠিত হইলে যেমন সেই বিগ্রহ চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ প্রাকৃত অক্ষরদ্বারা লিখিত ভগবন্নামও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায় যেহেতু, সেই অক্ষরে সচ্চিদানন্দ রসস্বরূপ নামের আবির্ভাব হয়।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাকে যেমন বহির্ম্মুখ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাকৃত মানুষ বলিয়াই মনে করে (অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা। ৯।১১॥), তদ্রূপ নামের তত্ত্ব না জানিয়া আমরাও নামের অক্ষরকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম এবং নামের অক্ষরও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ। তাই শ্রুতিও নামাক্ষরকে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম।"

(ঞ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত নামও চিন্ময়। প্রাকৃত জিহ্বায় যে-নাম উচ্চারিত হয়, তাহাও অপ্রাকৃত, চিন্ময় প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বলিয়াই তাহা প্রাকৃত শব্দ হইয়া যায় না। নামীরই ন্যায় নাম পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত বলিয়া জিহ্বার প্রাকৃতত্ব তাহাকে আবৃত করিতে পারে না, তাহার চিন্ময় স্বরূপেরও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। বস্তুতঃ জিহ্বার নিজের শক্তিতে, কিম্বা যাহার জিহ্বা, তাহার শক্তিতে, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর॥" নাম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু বলিয়া—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণীয় হইতে পারে না, যে-ব্যক্তি নামকীর্ত্তনাদির জন্য ইচ্ছুক হয়, নামাদি কৃপা করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বয়ংই তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়েন।" নাম স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেই তাঁহার জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকাশ করেন, আবির্ভূত হয়েন। জিহ্বার কর্তৃত্ব কিছু নাই, কর্তৃত্ব স্বপ্রকাশ নামের, নামের কৃপার। অপবিত্র আস্তাকুড়ে যদি আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আগুন অপবিত্র হয় না, বরং তাহা আস্তাকুড়কেই পবিত্র করে, কারণ, পাবকত্ব আগুনের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ চিন্ময়ত্ব হইল নামের স্বরূপগত ধর্ম্ম, প্রাকৃত জিহ্বার স্পর্শে তাহা নষ্ট হইতে পারে না। নাম জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে বরং ক্রমশঃ জিহ্বার প্রাকৃতত্বই ঘুচাইয়া দেন। ভস্মস্তূপে মহামণি পতিত হইলে তাহা ভস্মে পরিণত হয় না, তাহার মূল্যও কমিয়া যায় না। মৃত্যুকালে অজামিল "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকেই ডাকিয়াছিলেন—তাঁহার প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা। তথাপি সেই "নারায়ণ"-নামই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত (প্রকৃত-প্রস্তাবে—প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত) নাম যদি প্রাকৃত শব্দই হইয়া যাইত, তাহা হইলে অজামিলের অশেষ পাপরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না, তাঁহার পক্ষে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিও সম্ভব হইত না। সূর্য্যের আলোক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহা আলোকই থাকে, অন্ধকারে পরিণত হয় না।

এইরূপে, প্রাকৃত কর্ণে যে নাম শুনা যায় প্রাকৃত মনে যে-নামের স্মরণ করা যায়, প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা যে-নামাক্ষর দর্শন করা যায়, প্রাকৃত হস্তে যে নাম লিখিত হয় সেই নামও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

(ট) নামাভাস। নাম সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়েই অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া, নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া, নামাভাসেও সর্ব্ব পাপ দূরীভূত হইতে পারে, মুক্তি লাভ হইতে পারে। অজামিলই তাহার সাক্ষী। বস্তুতঃ নাম ও নামাভাস স্বরূপতঃ একই অভিন্ন বস্তু, তাহা যখন নামীকে প্রকাশ করে তখন তাহাকে বলা হয় নাম, আর যখন নামব্যতীত অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলা হয় নামাভাস। অন্য বস্তুকে প্রকাশ করিলেও নামের শক্তি বিনষ্ট হয় না। 'যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ ৩।৩।৫৪॥" একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, ঘনীভূত কিরণই সূর্য্য। প্রত্যূষে সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ দৃষ্টিগোচর হয়। রাত্রির অন্ধকারে বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হইত না প্রত্যূষে বৃক্ষাদি যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি—সূর্য্যের কিরণই বৃক্ষাদিকে দৃষ্টির গোচরীভূত করিয়াছে, কিরণ এস্থলে বৃক্ষাদিকে প্রকাশিত করিয়াছে সূর্য্যকে প্রকাশিত করে নাই, এজন্যই "তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে"-ইত্যাদি (৩।৩।৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য) শ্লোকে এ কিরণকে সূর্য্যের আভাস বলা হইয়াছে। অজামিলের উচ্চারিত (প্রকৃত প্রস্তাবে—অজামিলের জিহ্বায় আবির্ভূত) "নারায়ণ" শব্দটী "নারায়ণ"কে প্রকাশ করে নাই, নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অজামিলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই, প্রকাশ করিয়াছে তাহার পুত্রকে, পুত্রের প্রতিই তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই ইহা "নাম" না হইয়া "নামাভাস" হইয়াছে। কিন্তু নামাভাস হইলেও তদ্দ্বারা নামের শক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু, এই নামাভাসেই অজামিল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইহাও নামের এক অসাধারণ মহিমা।

(ঠ) নাম পূর্ণতা বিধায়ক। নামীরই ন্যায় নাম পূর্ণ বলিয়া তাহার আর পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজন নাই; সুতরাং নামের পূর্ণতা-সাধনের জন্যও অন্য কিছুর সাহচর্য্যের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। কিন্তু নাম অন্য অনুষ্ঠানের পূর্ণতা বিধান করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন মন্ত্রে স্বর-ভ্রংশাদিদ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপর্য্যয়াদিদ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশুদ্ধি-আদি দ্বারা ও দক্ষিণাদিদ্বারা যে ছিদ্র বা অঙ্গহানি ঘটে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই তৎসমস্ত নিশ্ছিদ্র হইতে পারে। "মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সঙ্কীর্ত্তনং তব॥ শ্রীভা ৮।২৩।১৬॥" স্কন্দপুরাণও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বলেন—তপস্যা, যজ্ঞ এবং অন্যান্য ক্রিয়াও ভগবানের স্মরণ এবং নামোচ্চারণেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। "যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম॥ হ ভ বি ১১।১৮১-ধৃত স্কান্দবচন॥" এমন কি, নববিধা ভক্তিও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ ২।১৫।১০৮॥"

(ড) সর্ব্ব-বেদ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। "ঋগ্‌বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম॥ হ ভ বি ১১।১৮১॥—যিনি 'হরি' এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করেন, সেই উচ্চারণেই তাঁহার ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধীত হইয়া যায়।" স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন—"মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ হ ভ বি ১১।১৮২ ধৃত স্কান্দবচন॥—বৎস! তুমি ঋক্, যজু ও সামবেদ পাঠ করিও না। শ্রীহরির 'গোবিন্দ' এই নামই গানযোগ্য; তুমি নিত্য সেই 'গোবিন্দ'-নাম গান কর।" পদ্মপুরাণও বলেন—"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম। হ ভ বি ১১।১৮৩-ধৃতবচন॥—বিষ্ণুর এক একটী নামও সমস্ত বেদ হইতে অধিক (মাহাত্ম্যযুক্ত)।"

(ঢ) সর্ব্বতীর্থ হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। স্কন্দপুরাণ বলেন—'কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা। জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম॥ হ ভ বি ১১।১৮৪ ধৃতবচন।—যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষর দুইটী বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্রেই বা কি প্রয়োজন? কাশী বা পুষ্করেই বা কি প্রয়োজন?" বামনপুরাণ বলেন—"তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটি শতানি চ। তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ হ ভ বি ১১।১৮৪ ধৃতবচন॥ শতকোটি তীর্থই বল, আর সহস্রকোটি তীর্থই বল, বিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনেই লোক সে সমুদয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে।" বিশ্বামিত্র সংহিতা বলেন—"বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ। কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ॥ হ ভ বি ১১।১৮৪-ধৃতবচন॥—বহু প্রকার ও বহু সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থসকল শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনের কোটি অংশের এক অংশের তুল্যও নহে।"

(ণ) সমস্ত সৎকর্ম্ম হইতেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। লঘুভাগবত বলেন—"গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ। হ ভ বি ১১।১৮৬ ধৃতবচন॥ সূর্য্যগ্রহণসময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সুবর্ণদান—এ-সমস্ত শ্রীগোবিন্দনাম-কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।" বৌধায়ন-সংহিতাও বলেন—"ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি। ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম॥ হ ভ বি ১১।১৮৭-ধৃতবচন॥—বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা সংসার-বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে, একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ। (ইষ্টাপূর্ত্ত॥ অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ বাপীকূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ অত্রিসংহিতা। ৪৩-৪৪॥—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদসমূহের আজ্ঞাপালন, আতিথ্য ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান—এই সমস্তকে ইষ্ট বলে। বাপী, কূপ, তড়াগাদি জলাশয়ের উৎসর্গ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদির উৎসর্গ—এই সমস্তকে পূর্ত্ত কহে)।

(ত) নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা। দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুদিগের সেবায় সর্ব্ব-পাপ-হারিণী যে সমস্ত মঙ্গলময়ী শক্তি আছে, রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞে, তত্ত্বজ্ঞানে এবং অধ্যাত্মবস্তুতে যে সমস্ত শক্তি আছে—তৎসমস্তকে শ্রীহরি স্বীয় নামসমূহেই স্থাপিত করিয়াছেন। "দান ব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ হ ভ বি ১১।১৯৬-ধৃত স্কান্দবচন॥" সূর্য্য যেমন তমোরাশিকে বিদূরিত করে, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামের যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধও ভয়ানক পাপরাশিকে বিদূরিত করিয়া থাকে। "বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ। সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ॥ হ. ভ বি ১১।১৯৬-ধৃত স্কান্দবচন॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(থ) নামের ভগবৎ প্রীতিদায়কত্ব। ভগবন্নাম শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। স্খলাপায়ী বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি নিয়ত ভগবানের নামকীর্তন করে, তাহা হইলেও ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, সে-ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। "বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা। মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ হ. ভ বি. ১১।২২৯-ধৃত বারাহ-বচন॥" বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন—নাম সঙ্কীর্তনের অত্যন্ত অভ্যাসবশতঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিদ্বারা পীড়িত অবস্থাতেও বিবশতাবশতঃ যদি নামসঙ্কীর্তন করা হয়, তাহা হইলেও ভগবান কেশব প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। "নামসঙ্কীর্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু। যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥ হ ভ বি ১১।২৩০ ধৃত-বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচন॥" পরবর্তী ধ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(দ) নামের ভগবদ্-বশীকারিত্ব। নামের ভগবদ-বশীকারিণী শক্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (ক-অনুচ্ছেদ। পরবর্তী ধ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ধ) নাম স্বতঃই পরম-পুরুষার্থ। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর ন্যায় নামও রসস্বরূপ, পরম মধুর। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতেই যেমন জীবের পরম-পুরুষার্থতা, তদ্রূপ নামের প্রাপ্তিতেই (অর্থাৎ নামের রসস্বরূপত্বের বা মাধুর্য্যের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই) জীবের পরম-পুরুষার্থতা। নাম কেবল উপায়ই নহে, উপেয়ও বটে।

নাম মধুর হইতেও মধুর, সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গল—নাম হইতেই সমস্ত মঙ্গলের আবির্ভাব নাম সচ্চিদানন্দ রসস্বরূপ, নামই হইতেছেন সকল নিগম (উপনিষৎ)-রূপ কল্পলতিকার শ্রেষ্ঠতুৎকৃষ্ট ফল। 'মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল-নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয় হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ হ ভ বি ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ড বচন।" শ্রদ্ধা বা হেলার সহিতও যদি শ্রীকৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে নরমাত্রই উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। তার আগে ব্রহ্মানন্দ খাতোদক সম। ১।৭।৯৩॥" পরবর্তী "চেতোদর্পণমার্জ্জনম" শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

চিন্ময় রসস্বরূপ নামের মাধুর্য্য ভগবানেরও লোভনীয়, তাই নাম সঙ্কীর্ত্তন তিনি পরমাত্তৃপ্তি লাভ করেন এবং কীর্ত্তনকারীর বশ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন (পূর্ববর্তী থ ও দ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ন) নাম সর্বমহাপ্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশাব্দাদিব্যাপী প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কেবল পাপই নষ্ট হয় কিন্তু সংস্কার নষ্ট হয় না। নাম সমস্ত পাপের মূলোৎপাটন করিয়া থাকে। তাই নামকীর্ত্তনের ফলে বর্তমান এবং অতীত পাপ তো নষ্ট হয়ই, ভবিষ্যতের পাপও বিনষ্ট হয়। 'বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥ হ ভ বি ১১।১৫৬॥" অগ্নি যেমন সর্ব্ব-প্রকার ধাতুর মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামেও সকল প্রকার পাপ বিনষ্ট ও নিঃশেষে সংশোধিত হইয়া থাকে। যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম। মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ॥ হ ভ বি ১১।১৪১॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন— দ্বাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি নতু সংস্কারস্তর্বশিষ্যতে ইদং তু অশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং নাশকম। ন চ অন্যেন নিঃশেষপাপক্ষয়ং স্যাৎ॥ অন্য কিছুতেই নিঃশেষরূপে পাপক্ষয় হয় না।" একবার মাত্র গোবিন্দ-নাম কীর্তন করিলে দেহী যে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে, পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ এবং তপ্তকৃচ্ছ্রসমূহের অনুষ্ঠানেও তাদৃশী শুদ্ধিলাভ হয় না। "পরাক-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্। কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥ হ ভ বি, ১১।১৬৪-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন॥"

(প) নাম পরমধর্ম্ম। ভগবন্নাম গ্রহণাদিপূর্ব্বক ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই জীবের পরম ধর্ম্ম। "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ শ্রীভা ৬।৩।২২॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উল্লিখিত কারণ-সমূহবশতঃই নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে **পরম-উপায়** বলা হইয়াছে। শ্রুতিও নামকে পরম উপায় বলিয়াছেন। "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ ১।২।১৭ ॥—নামই হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন (বা উপায়) এবং নামই পরম উপায়। এই নামকে জানিতে পারিলেই (নামের মহিমাদির অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিলেই) জীব রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমসেবা লাভ করিয়া মহীয়ান্ হইতে পারে।"

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে ব্রহ্মের বাচক নামের আশ্রয় গ্রহণই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রশস্ততম।"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় তাঁহার নিকটে যাওয়ায় (অয়নায়) আর অন্য নিশ্চিত পন্থা নাই।" নাম ও নামী যখন অভিন্ন, তখন ইহাও বলা যায়—নামকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় এবং নামীর চরণ-সান্নিধ্যেও উপনীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও নিশ্চিত পন্থা নাই। সুতরাং নামই পরম উপায়।

অথবা, ব্রহ্মকে জানার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল ভক্তি। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥ গীতা ॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। শ্রীভাগবত ॥" আবার, ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নাম সঙ্কীর্ত্তনই হইল পরম উপায়।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—ভগবন্নামের সঙ্কীর্ত্তন। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" শ্রীভা ১১।৫।৮ শ্লো কর টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভি র্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম- বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলাদির কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে।' আবার "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম। ইত্যাদি শ্রীভা ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকাতেও শ্রীজীব লিখিয়াছেন নাম কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত। 'নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম।" (টী প দ্র)

সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের আর একটী অর্থও হইতে পারে—সম্যক্ কীর্ত্তন। সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন। উচ্চ ভাষণই কীর্ত্তন। উচ্চস্বরে নামের সম্যক্ উচ্চারণই কীর্ত্তন। এই পয়ারে এইরূপ অর্থও প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে যেহেতু বহুলোক মিলিত হইয়া একত্রে নাম-কীর্ত্তনের সুযোগ সকল সময়ে না হইতেও পারে। এই পয়ারের বিবৃতিরূপে প্রভুও বলিয়াছেন—'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩।২০।১৪ ॥" খাইতে শুইতে যথা তথা" বহুলোক মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়। আবার শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন—ব্রজংস্তিষ্ঠন স্বপন্নশ্নন শ্বসন বাক্যপ্রপূরণে। নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম। কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ১১।২১৯ ॥" এস্থলে চলা-ফেরা করার সময়ে, শয়নের সময়ে, ভোজনের সময়ে, শ্বাসগ্রহণের সময়েও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তন বহু-লোকের মিলিত নাম সঙ্কীর্ত্তন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, উচ্চস্বরে উচ্চারণই এস্থলে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণরূপ কীর্ত্তনে অপরের সেবা করাও হয়, স্থাবর-জঙ্গমাদি সেই নাম শুনিয়া ধন্য হইতে পারে—ইহাই নাম-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে তাহাদের সেবা। অধিকন্তু উচ্চস্বরে উচ্চারিত নাম উচ্চারণকারীর নিজের কর্ণেও প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, জিহ্বাকেও সংযত করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতও এ-কথাই বলেন। "মন্নামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ ॥ ২।৩।১৪৮ ॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। বেণাপোলের জঙ্গলে নির্জ্জন কুটীরে তিনি একাকীই নাম কীর্ত্তন করিতেন। এই কীর্ত্তনকেও সঙ্কীর্ত্তন বলা হইয়াছে, রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যাকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥ ৩৩।১১৩॥" এইরূপ কীর্ত্তনকে আবার "কীর্ত্তনও" বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল॥ ৩।৩।১২২॥" শান্তিপুরে গঙ্গাতীরের নির্জ্জন গোঁফাতে বসিয়া একাকী হরিদাস ঠাকুর যে উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন, তাহাকেও সঙ্কীর্ত্তনই বলা হইয়াছে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত মায়াদেবীকে তিনি বলিয়াছেন—"সংখ্যানাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্তে॥ ৩।৩।২২৭॥" ইহাকে আবার কীর্ত্তনও বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥ ৩।৩।২২৮॥" হরিদাসের নির্য্যানের প্রাক্‌কালে গোবিন্দ যখন মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন, তখন তিনি "দেখে—হরিদাস করি আছে শয়ন। মন্দ মন্দ করিতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ৩।১১।১৬॥" এস্থলে "মন্দ মন্দ"-শব্দে মনে হয়, হরিদাস ঠাকুর উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন না, তবে স্পষ্টভাবে (সম্যক্‌রূপে) উচ্চারণ করিতেছিলেন; তথাপি ইহাকে "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও উচ্চস্বরে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর বিরচিত স্তবমালা হইতে তাহা জানা যায়। "হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনঃ"-ইত্যাদি। ইহার টীকায় বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।" এই টীকা হইতে বুঝা যায়—প্রভু ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তারকব্রহ্ম নামই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভু সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন করিতেন।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—নামের সুস্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে, অন্ততঃ নিজের শ্রুতিগোচর হয় এমন ভাবে, শ্রীহরি-নামের একাকী কীর্ত্তনও সঙ্কীর্ত্তন নামে অভিহিত। মহাপ্রভু যখন কলির সকল জীবের জন্যই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন কেবল যে বহুলোকের একত্রে মিলিত ভাবের সঙ্কীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আদির ন্যায় একাকী কীর্ত্তনের উপদেশ দেন নাই, তাহা মনে হয় না। বহুলোক একত্রিত হইয়াও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবে, একাকীও করিবে—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। একাকীও উচ্চস্বরে—অন্ততঃ নিজের কানেও শুনা যায়, এই ভাবে—নামকীর্ত্তন করিলে নামের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাহাতে নিজের কীর্ত্তিত নামই শুনা যায়, অন্য শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিবার সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়। অবশ্য মনোযোগ-বিহীন নাম-কীর্ত্তনও পাপাদি দূরীভূত করিতে পারে, মুক্তিও দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রেম লাভের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, সেই ভাবে নামকীর্ত্তনের উপদেশই প্রভু দিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—নামকীর্ত্তন উচ্চস্বরে করাই প্রশস্ত, "নামকীর্ত্তনঞ্চেদ-মুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" ইহা হইতে বুঝা যায়—অনুচ্চ-স্বরে নামকীর্ত্তনের বিধানও আছে, (যদিও তাহা শ্রীজীবের মতে প্রশস্ত নহে)। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে নামকীর্ত্তনের ভূয়সী প্রশংসার পরে "নাম-জপের" এবং "নাম-স্মরণের" মাহাত্ম্যও দৃষ্ট হয়। "অথ শ্রীভগবন্নামজপস্য স্মরণস্য চ। শ্রবণস্যাপি মহাত্ম্যমীষদ্‌ভেদাদ্বিলিখ্যতে॥ হ.ভ.বি.১১।২৪৭॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এবং নাম্নাং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদি-মাহাত্ম্য-লিখনমপি প্রতিজানীতে অথেতি। ইষদ্‌ভেদাৎ কীর্ত্তনেন সহ জপাদেরল্পভেদাৎ হেতোঃ বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্য বাচিকোপাংশুমানসিকভেদেন ত্রিবিধজপস্য মধ্যে ঈষদোষ্ঠচালনেন শনৈরুচ্চারণরূপোপাংশুজপোঽত্র গ্রাহ্যঃ, বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ মানসিকস্য চ স্মরণাত্মকত্বাৎ। কচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জ্ঞেয়ম্।" মূল শ্লোক এবং টীকার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য লিখিয়া এক্ষণে নাম জপের, নাম-স্মরণের এবং নাম-শ্রবণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। কীর্ত্তন হইতে জপাদির অল্প কিছু ভেদ আছে। পরে (দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে) যে বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক, এই তিন রকম জপের কথা লিখিত হইবে, তন্মধ্যে কেবল উপাংশু জপই এস্থলে গ্রহণীয়, (এই মূল শ্লোকে জপ-শব্দে বাচিক এবং মানসিক জপকে বুঝাইবে না) যেহেতু, বাচিক-জপ কীর্ত্তনের অন্তর্গত এবং মানসিক জপ স্মরণাত্মক। কোনও কোনও স্থলে আস্তে আস্তে নামের ঈষৎ উচ্চারণকে স্মরণ বলা হয়।

পুরশ্চরণ-প্রকরণে মন্ত্রের যে তিন রকম জপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের পরিচয় এইরূপ। যে-জপে, উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত) নামক স্বরযোগ স্পষ্টবিকৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ (হ. ভ. বি ১৭।৭৩)। যে-জপে মন্ত্রটী ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠ কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং মন্ত্রটী-কেবল নিজেরই শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বলে উপাংশু জপ। (হ ভ বি. ১৭।৭৪)। আর নিজ-বুদ্ধিযোগে মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরের এবং একপদ হইতে অন্য পদের যে-চিন্তন এবং তাহার অর্থের যে-চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বলে মানসিক জপ (হ ভ বি ১৭।৭৫)। মানস-জপ ধ্যানেরই (বা স্মরণেরই) তুল্য (হ. ভ বি. ১৭।৭৬)। বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ শতগুণে এবং মানস-জপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। "উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ। সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ॥ হ ভ বি. ১৭।৭৬॥"-টীকা, "উপাংশুজপযুক্তস্য জপঃ শতগুণঃ স্যাদবাচিক জপাৎ শতগুণো ভবেদিত্যর্থঃ॥" বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপের যে-অধিক মাহাত্ম্যের কথা এস্থলে লিখিত হইয়াছে, তাহা দীক্ষা-মন্ত্রের পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত যে-দীক্ষা মন্ত্রের জপ, তৎসম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে ভগবন্নামের যে-জপের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর মতে তাহা হইতেছে—নামের উপাংশু জপ, ওষ্ঠের ঈষৎ-চালনা পূর্ব্বক, নিজের শ্রুতিগোচর হয়, এমনভাবে, ধীরে ধীরে নামের কীর্ত্তন, অবশ্য ইহা উচ্চকীর্ত্তন নহে। নাম-কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী উচ্চকীর্ত্তনেরই সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়—উপাংশুকীর্ত্তন হইতেও উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ততর। পুরশ্চরণ-প্রকরণে যে-বাচিক-জপ (উচ্চ কীর্ত্তন) অপেক্ষা উপাংশু জপের অধিক মাহাত্ম্যের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে—কেবল পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত দীক্ষামন্ত্রজপের সম্বন্ধে, নামজপের সম্বন্ধেও তাহার প্রয়োগ করিতে গেলে শ্রীজীবের উক্তির সহিত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উক্তির সহিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরের আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ ভগবন্নাম-জপের মাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে উচ্চকীর্ত্তন অপেক্ষা উপাংশু-জপের মাহাত্ম্য যে অধিক, একথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় না।

উচ্চ নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যাধিক্যের হেতুও আছে। দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় ভগবন্নাম বিষয়েও হয়তো মানস জপ বা স্মরণের সমধিক মাহাত্ম্য থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহার চিত্ত স্থির হয় নাই, তাঁহার পক্ষে মানস-জপ সহজ-সাধ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে (ঘ-অনুচ্ছেদে) বৃহদ্ভাগবতামৃতের যে-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায়, নামের বাচিক-জপের (উচ্চ কীর্ত্তনের) অভ্যাসেই মানস-জপ (বা স্মরণ) সুগম হইতে পারে। চঞ্চল-চিত্ত লোক মানস-জপ আরম্ভ করিলে মন কখন যে কোথায় ছুটিয়া যায়, তাহাও সহসা টের পাওয়া যায় না। বাহিরের অন্য কথা বা অন্য শব্দও কর্ণে প্রবেশ করিয়া মনকে অন্যদিকে লইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু উচ্চস্বরে যদি নাম-কীর্ত্তন (বাচিক জপ) করা যায়, কর্ণে অন্য শব্দ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, করিলেও মন যে অন্যত্র ছুটিয়া যাইতেছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে টের পাওয়া যায়, তখনই মনকে সংযত করা সম্ভব হইতে পারে। এ সমস্ত কারণেই শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" (পরবর্ত্তী "বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক" শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

বিষয়-মলিন-চিত্ত জীবের মন নামে বসিতে চায় না; তজ্জন্য তীব্র অভ্যাসের প্রয়োজন। মন না বসিলেও প্রত্যহ কিছুকাল নাম কীর্ত্তনের অভ্যাস করা আবশ্যক। এই অভ্যাসটীকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এজন্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

প্রত্যেকদিনই নির্দিষ্ট সংখ্যক নামের কীর্ত্তন প্রশস্ত। এজন্য শ্রীহরি-নামের মালা আদিতে সংখ্যা রাখিয়া নাম-কীর্ত্তন করার বিধি। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর ব্রতরূপে সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ না করিলে সকল দিন নাম-গ্রহণ হইয়া উঠে না। নাম-গ্রহণে প্রথমতঃ আনন্দ না পাইলেও সংখ্যা-নাম প্রত্যহ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ শৈথিল্য আসিবে, ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ক্রমশঃ নামের কৃপাতেই চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন নামের মাধুর্য্য অনুভূত হইবে, পিত্তদুষ্ট জিহ্বায় মিশ্রীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়, পিত্তদোষ দূর করিবার ঔষধও মিশ্রীই। ঔষধ-রূপে মিশ্রী খাইতে খাইতে যখন পিত্তদোষ কাটিয়া যাইবে, তখন মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব হইবে।

মিশ্রী মিষ্ট বটে, কিন্তু যাহার পিত্তদোষ নাই, সে-ব্যক্তিও যদি জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপরে এক টুকরা মিশ্রী রাখে, তাহা হইলে মিশ্রীর মিষ্টত্ব বুঝা যাইবে না, জিহ্বার সঙ্গে মিশ্রীর সংযোগ না হইলে মিষ্টত্বের অনুভব হইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়েও মায়ামলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ আছে, তাই পরম-মধুর শ্রীকৃষ্ণনাম ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেও তাহার মাধুর্য্যের অনুভব হয় না। এই আবরণ দূর করার উপায়ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনই, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মায়ামলিনতারূপ কলাপাতা অপসারিত হইলেই নামরূপ মিশ্রীর মাধুর্য্য অনুভূত হইবে। রোগ দূর করার জন্য রোগীকে যেমন জোর করিয়াও ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তদ্রূপ ভবরোগ দূর করার জন্যও নামরূপ ঔষধ সেবন করা একান্ত আবশ্যক। ২।২২।৭৪-পয়ারের টীকায় "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" দ্রষ্টব্য।

প্রত্যহ নিয়মিত-সংখ্যক নাম-কীর্ত্তনের পরেও নাম করা যায়। এই অতিরিক্ত নামও সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক করিতে পারিলেই ভাল। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"-এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—সংখ্যানাম-গ্রহণের পরে অসংখ্যাত নামকীর্ত্তনও অবৈধ নহে, যেহেতু, খাওয়ার সময়ে এবং যেখানে সেখানে সংখ্যা রাখিয়া নামকীর্ত্তন সম্ভব নয়।

নাম-মন্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ ১।৭।৭২॥" সর্ব্বমন্ত্র সার বলিয়া শ্রীভগবন্নাম হইল "মহামন্ত্র।" শ্রীমন্মহাপ্রভু স্পষ্ট কথাতেও কৃষ্ণনামকে "মহামন্ত্র" বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। ১।৭।৮০।" স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনেক নাম তাঁহার প্রত্যেকটী নামই মহামন্ত্র, সকল নামেরই সমান প্রভাব (৩।২০।১৫-পয়ারের টীকায় "সকল নামের সমান মাহাত্ম্য"-শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কেবল কোনও একটী বিশেষ নাম, বা কোনও বিশেষ নাম-সমূহই যে মহামন্ত্র তাহা নহে, এরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কোথাও বলেন নাই। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী যেমন মহান্ বস্তু বা ব্রহ্ম, নামও তদ্রূপ মহদ্ বস্তু বা ব্রহ্ম।

দীক্ষা-মন্ত্রাদি সাধারণতঃ অন্যের শ্রুতিগোচর ভাবে উচ্চারণের নিয়ম নাই কিন্তু নামরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তনই প্রশস্ত বলিয়া গোস্বামিপাদগণ বলিয়া গিয়াছেন, অন্য মন্ত্র অপেক্ষা নামরূপ মহামন্ত্রের ইহাই এক বৈশিষ্ট্য। অপরাপর বৈশিষ্ট্যও আছে। অন্য মন্ত্রে দীক্ষার প্রয়োজন, পুরশ্চরণের প্রয়োজন, কিন্তু শ্রীনাম 'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। ২।১৫।১০৯॥' দীক্ষা-মন্ত্রের জপ স্থান-আসনাদির এবং শৌচাশৌচ-বিচারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, নামরূপ মহামন্ত্রের কীর্ত্তনাদিতে তদ্রূপ কোনও কিছু নাই। এইরূপ আরও বৈশিষ্ট্য আছে। "মহামন্ত্র" বলিয়াই শ্রীনামের এ-সকল বৈশিষ্ট্য, নামীরই ন্যায় শ্রীনাম পরম-স্বতন্ত্র তাই নাম কোনওরূপ বিধি-নিষেধের অধীন নহেন।

কোনও বিশেষ নামের বা বিশেষ নাম-সমূহেরই উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ত, কোনও বিশেষ নামের বা নাম-সমূহের উচ্চকীর্ত্তন প্রশস্ত নহে—এইরূপ কোনও কথাও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন নাই।

বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক এবং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী মহোদয় তাঁহার "সাধন-কুসুমাঞ্জলি"-গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

'অগ্নি র্বৈ বাগ্‌ভূত্বা প্রাবিশৎ এই একটী শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, জীবের মনুষ্যাদি দেহে যে বাগিন্দ্রিয়টী আছে তাহা অগ্নিই। এই বাক্‌রূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্নিরই অংশ। আমাদের বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগ্‌বিশৃঙ্খলায় অর্থাৎ অপরিমিত বাক্‌চালনায় শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়, মন যত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রাণের গতি অসমান ও অস্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খলা হয়, তত দুর্ব্বল, বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অন্য কাহারও চালনায় সহজে হয় না। আবার এই অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি রহিত হইয়া স্বাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়। বাচিক জপদ্বারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টিলাভ করিয়া প্রাণশক্তিকেই বর্দ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগসাধনের মধ্যে প্রথমেই "যম"-নামক সাধনে মৌনাবলম্বনটী বিহিত হইয়াছে। মৌনাবলম্বনে প্রাণাগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। * *। কিন্তু শুদ্ধ মৌনব্রত হইতেও বাচিক জপ অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর। শুদ্ধ মৌনব্রতে কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্নি বর্দ্ধিত হইলেও উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইতে পারে না। এইজন্য যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার মধ্যে 'নিয়ম' নামক সাধনের মধ্যে 'স্বাধ্যায়' এবং জপের দ্বারা পরিমিত বাগিন্দ্রিয় চালনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়। জপই প্রাণাগ্নির পুষ্টিকর আহার্য্য। * * অসদুচ্চারিত জপের দ্বারা প্রাণাগ্নিতে যথাযোগ্য পরিমিত আহুতি দানের কার্য্য হইতে থাকায় সেই প্রাণাগ্নি নাশ পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হয়, সাধকের প্রাণাগ্নিও তেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হইয়া উঠিতে থাকে। (৮৬ ৮৭ পৃঃ)।

প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে ব্যাপিয়া আছে। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ঘ্রাণ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি ব্যাপারাদি এক প্রাণেরই অধীন। 'প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি'—এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই। বাচিক জপ দ্বারা প্রাণাগ্নিরই সংযম হয় ফলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের স্থিতি ব্যাপারাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়া সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থির হয় এবং প্রাণের অনুগতই হয়। ৮৭ পৃ।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে ব্যাপিয়া আছে বাগিন্দ্রিয়ও সেই প্রাণাগ্নিরই অংশ আবার বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি (তেজ বা শক্তি) সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি অসংযত ও বিশৃঙ্খল হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও তদ্রূপ হইবে যেহেতু এক প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া আছে এই অগ্নির প্রধান ক্রিয়াস্থল বাগিন্দ্রিয় হইতে এই অগ্নি যে রূপ লইয়া বিকশিত হইবে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেও তদনুরূপ ভাবেই প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করিবে। এজন্য বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নিকেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থিত অগ্নির পরিচালক এবং তজ্জন্য বাগিন্দ্রিয়কেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায়। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা গেল—বাচিক জপের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে সুতরাং এ বাচিক জপের দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও সংযত হইতে পারে। বাচিক জপ বা নাম-কীর্ত্তনই তাহার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কলৌ—কলিকালে। কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে পরম উপায়। প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যত্রেতাদি যুগে কি নাম সঙ্কীর্ত্তন পরম উপায় নয়? উত্তরে বলা যায়—নাম ও নামীর অভিন্নতা যখন নিত্য, তখন নামের মাহাত্ম্যও নিত্য সকল যুগেই নাম পরম উপায়। তথাপি কলিযুগে যে-নামকে পরম উপায় বলা হইয়াছে, তাহা

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কেবলমাত্র নামের মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টি করিয়াই নয়, কলি জীবের অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়াও। কলির জীব হীনশক্তি, অল্পায়ুঃ, তাহার দেহাবেশও অত্যন্ত গাঢ় এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-লালসাও অত্যন্ত বলবতী, সংযমেরও অত্যন্ত অভাব। সত্যত্রেতাদি যুগের জীবের অবস্থা কলিজীবের অবস্থা হইতে উন্নততর। কলিজীবের ভবরোগ যেমন অত্যন্ত সাংঘাতিক, তাহার প্রতীকারের জন্য তেমনি অমোঘ ঔষধেরই প্রয়োজন। নাম সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে এই অমোঘ ঔষধ। হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, যে-কোনও রূপে নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই যখন ভবরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তখন নামই হইতেছে অসংযত চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত দুর্ব্বল কলিজীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট ঔষধ। অন্য সাধনে একটু চিত্তসংযমের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অন্যসাধন নামসঙ্কীর্ত্তনের মত শক্তিশালীও নহে। তাই তাহা কলিজীবের পক্ষে সহজসাধ্যও নহে। অপর অনেক সাধনে বিধি-নিষেধের অপেক্ষাও আছে কিন্তু কেবল ভবরোগ হইতে মুক্তি লাভের জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোনও বিধি নিষেধেরও অপেক্ষা নাই। কলিজীবের বহির্ম্মুখতা অত্যন্ত নিবিড়, বিধি-নিষেধের কথাতেই তাহার ভয় পাওয়ার কথা। তাহার পক্ষে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। কোনও কোনও কলিজীব ভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে চায় না। তাহাদের পক্ষেও নাম সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে অমোঘ উপায়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" কলির অনেক দোষ আছে সত্য কিন্তু একটী মহাগুণও আছে, তাহা হইতেছে এই যে—শ্রীহরিনামকীর্ত্তন করিয়াই জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমধামে যাইতে পারে। "কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ শ্রীভা ১২।৩।৫১ ॥" এই গুণেতে চতুর্যুগের মধ্যে কলিযুগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গুণগ্রাহিগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ শ্রীভা ১১।৫।৩৬ ॥" কলিযুগে কেবলমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনেই সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।

কলিযুগের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যের হেতু হইতেছে এই যে, কলিকালে ভগবান্ নিজেই নাম প্রচার করিয়া থাকেন (২।৯।১৮ শ্লোকের টীকায় "নাম সঙ্কীর্ত্তন" এ বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তনের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার ॥ ১।১৭।১৯ ॥"

৮। **যজ্ঞ**—যজ্ ধাতু হইতে যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন, যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা (বা দেবার্চ্চনে দান করা) এবং সঙ্গ করা, যজ্ দেবার্চ্চাদান সঙ্গকৃতৌ, সংজ্ঞা কৃতিঃ সঙ্গরতি (শব্দকল্পদ্রুম)। যজ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নঙ্ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে যজ্ঞ শব্দের অর্থ হইল—পূজাকরণ বা সঙ্গ-করণ।

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ—নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা পূজাকরণ, নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ উপচারদ্বারা ইষ্টদেবতার (প্রীত্যর্থ) পূজাকরণ। অথবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গ-করণ সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন করণ। অথবা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ (যজন), নাম-সঙ্কীর্ত্তনই যজ্ঞ (যজন বা পূজা)। **কৃষ্ণ-আরাধন**—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা।

কলিযুগে শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রবিহিত। সর্ব্বদা শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন এবং প্রীত হইয়া সাধকের সমস্ত অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন এবং প্রেম দিয়া স্বীয় চরণ-সেবা দান করেন।

সুমেধা—সুবুদ্ধি ব্যক্তি।

সেই ত সুমেধা—যিনি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারীকে সুমেধা (সুবুদ্ধি) বলা হইয়াছে। ইহার ধ্বনি এই যে, যাহারা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা সুমেধা নহে—পরন্তু কুমেধা

তথাহি (ভা ১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥ ৯

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (২২)—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

চেত ইতি। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং কৃষ্ণগোবিন্দেতিনামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎকর্ষং বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনম্? চেতোদর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপদর্পণস্য মলাপকর্ষণম। পুনঃ কীদৃশম? ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম সংসাররূপবনাগ্নিনাশনম্। পুনঃ কীদৃশম? শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম মঙ্গলরূপ-কৌমুদী-জ্যোৎস্নাবিস্তারিতশীলম। পুনঃ কীদৃশম্? বিদ্যা-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

(কুবুদ্ধি)। আদির ৩য় পরিচ্ছেদেও এ কথা বলা হইয়াছে :—"সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে—সেই ধন্য॥ সে-ই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার॥ ১।৩।৬২-৬৩॥"

সেই ত ইত্যাদি—যিনি নাম সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পায়েন। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত "কৃষ্ণবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান কলির উপাস্যের স্বরূপ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সেই উপাস্য হইতেছেন—"কৃষ্ণবর্ণ-ত্বিষাকৃষ্ণ-সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ", মহাভাব-স্বরূপিণী গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গ আলিঙ্গিত গোপেন্দ্র নন্দন স্বরূপ, শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর। আর, তাঁহার উপাসনার প্রধান এবং মুখ্য অঙ্গ হইতেছে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই শ্লোকে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপাসনার দ্বারাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং মদনমোহন-রূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনাও যিনি সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই রায়-রামানন্দ যে মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সেই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

ইহাও সূচিত হইতেছে যে—নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরও অত্যন্ত লোভনীয়, তিনি ইহাতে পরমা তৃপ্তি লাভ করেন, যেহেতু নাম সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে তাঁহার উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। ইহাদ্বারা শ্রীনামের পরম-মাধুর্য্যই ধ্বনিত হইতেছে। ৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৯। সর্ব্বানর্থ—সকল প্রকার অনর্থ। অনর্থসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ২।২৩।৬ টীকায় দ্রষ্টব্য। **সর্ব্বানর্থনাশ**—সর্ব্ববিধ অনর্থের নাশ। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সকল প্রকার অনর্থ দূরীভূত হয়। **সর্ব্বশুভোদয়**—সকল প্রকার মঙ্গলের (শুভের) উদয় হয় যাহা হইতে। ইহা কৃষ্ণপ্রেমের বিশেষণ। **সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেম**—সকল প্রকার মঙ্গলের উদয় হয় যাহা হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের পর্য্যবসান, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলেই এই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, তাই কৃষ্ণপ্রেমকে সর্ব্বশুভোদয় (সমস্ত মঙ্গলের নিদান) বলা হইয়াছে। **উল্লাস**—বিকাশ, সম্যক্ অভিব্যক্তি। **কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস**—সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত কৃষ্ণপ্রেমের অভিব্যক্তি। **সর্ব্ব-শুভোদয়** ইত্যাদি—জীবের সর্ব্ববিধ-মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই পর্য্যবসিত, যে-প্রেমের দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিজের সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত অভিব্যক্ত হয়। নাম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলমঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।"

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

বধূজীবনম্ বিদ্যারূপা বধূ তস্যাঃ প্রাণম্। পুনঃ কীদৃশম্? আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম আনন্দরূপসমুদ্রস্য বৃদ্ধিকরণম। পুনঃ কীদৃশম্? প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সকলরসাস্বাদনকারণম। পুনঃ কীদৃশম্? সর্ব্বাত্মস্নপনম্ মন আদীন্দ্রিয়-গণতৃপ্তিজনকশীলম্। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অনুবাদ। যাহা চিত্তরূপ-দর্পণকে মার্জ্জিত করে (যাহা দ্বারা চিত্তের দুর্ব্বাসনাসমূহ দূরীভূত হয়), যাহা সংসার-তাপ-রূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে যাহা মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে (সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের উৎকর্ষ সাধন করে), যাহা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণ-স্বরূপ (যাহাদ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান, অথবা ভক্তি, হৃদয় স্ফুরিত এবং রক্ষিত হয়), যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন —সকল রসেরই আস্বাদন পাওয়া যায়, এবং যাহা সর্ব্বাত্ম-তৃপ্তিজনক—(মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি বিধায়ক)—সেই শ্রীকৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন। ৩

চেতোদর্পণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকটী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরচিত, ইহাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের (ক) চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জ্জিত করে, (খ) সংসাররূপ মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে, (গ) জীবের মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, (ঘ) ইহা বিদ্যাবধূর জীবন সদৃশ, (ঙ) ইহা আনন্দরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে (উচ্ছলিত করে), (চ) ইহার-প্রতিপদেই পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়, (ছ) ইহা মন-আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্গের তৃপ্তিজনক। সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই কয়টী বিষয়-সম্বন্ধে একটু আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

(ক) চেতোদর্পণ মার্জ্জনং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনতুল্য। জীবের চিত্তকে দর্পণ (আয়না বা আরসি) বলা হইয়াছে দর্পণে যদি ধূলা বালি-আদি ময়লা পড়ে, তাহা হইলে বস্ত্রাদি দ্বারা মাজিয়া তাহা দূর করিয়া দর্পণকে পরিষ্কার করা হয় এইরূপে পরিষ্কারক বস্ত্রাদিকে বলে মার্জ্জন (যাহাদ্বারা মার্জ্জিত করা হয়)। জীবের চিত্তরূপ দর্পণে ময়লা পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ত্তনরূপ বস্ত্রাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্তকে মার্জ্জিত করিলে চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হইবে—ইহাই "চেতোদর্পণ-মার্জ্জন" শব্দের মর্ম্ম।

দর্পণের সঙ্গে চিত্তের তুলনা দেওয়ার সার্থকতা কি? দর্পণ যদি পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে তাহার সম্মুখভাগে নিকটে যে বস্তুটী থাকে, দর্পণের মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, ঐ বস্তুটী যদি সর্ব্বদাই দর্পণের সম্মুখে ও নিকটে থাকে, তাহা হইলে দর্পণের মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। কিন্তু দর্পণে যদি প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে, তাহা হইলে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না; বস্ত্রাদিদ্বারা ময়লা দূর করিতে থাকিলে, যতই ময়লা দূরীভূত হইবে, ততই সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে, ময়লা যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে, তখন প্রতিবিম্বও সম্যক্‌রূপে স্পষ্ট হইবে।

দর্পণের সঙ্গে জীবের চিত্ত তুলিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে—দর্পণের ন্যায় চিত্তেরও প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে, চিত্তেও নিকটস্থ বস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু চিত্তের নিকটস্থ বস্তু কি? তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম উভয়ই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—এই বিভুত্বাদি নিত্য, সুতরাং সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বদাই সকলের নিকটতম বস্তু, জীবের চিত্তরূপ দর্পণ যদি নির্ম্মল থাকে, তাহা হইলে সেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম—(সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাদিও) সর্ব্বদাই প্রতিফলিত হইবে—স্ফুরিত হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, নির্ম্মল চিত্তে সন্নিহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণধাম যেমন প্রতিফলিত হইতে পারে,তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী প্রাকৃত বস্তু-আদিও তো প্রতিফলিত হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণাদি বিভু-বস্তু সর্ব্বত্রই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছেন—সুতরাং চিত্তের অতি নিকটতম প্রদেশেও আছেন ; কোনও প্রাকৃত বস্তুই চিত্তের তত নিকটে যাইতে পারে না।—প্রাকৃতবস্তু এবং চিত্তের মধ্যস্থলে থাকিবেন শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু ; প্রাকৃতবস্তু থাকিবে শ্রীকৃষ্ণাদির পশ্চাদ্ভাগে ; দর্পণে সম্মুখস্থ বস্তুই প্রতিফলিত হয়, পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তু প্রতিফলিত হয় না—সম্মুখে দর্পণ রাখিলে পৃষ্ঠদেশ দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তুই নির্ম্মল চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইবে—প্রাকৃতবস্তু প্রতিফলিত হইবে না। আবার শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রতিবিম্বই সমস্ত দর্পণ জুড়িয়া থাকিবে—অন্যবস্তুর প্রতিবিম্বের স্থানই থাকিবে না। এই গেল নির্ম্মল চিত্তের অবস্থা। কিন্তু চিত্ত যদি নির্ম্মল—স্বচ্ছ—না হয়, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণাদি বিভুবস্তু প্রতিফলিত হইবে না।

জীবস্বরূপে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাহার চিত্তও স্বরূপে শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নির্ম্মল—কৃষ্ণবিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রহণের যোগ্য—নির্ম্মল দর্পণের তুল্য। কিন্তু যাহারা মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া আছে—মায়িক-উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে ; তাই তাহাদের চিত্ত মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছে—ভগবদ্‌ বিষয়ক বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে অযোগ্য হইয়াছে। এই মায়িক-মলিনতা দূরীভূত হইলে চিত্ত আবার স্বরূপে অবস্থিত হইবে—নির্ম্মল-দর্পণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বস্তু তখনই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। চিত্তের এই মলিনতাকে দূর করিবার উপায় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মায়া-মলিনতা অন্তর্হিত হইবে—যেমন, বস্ত্রাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিতে করিতে দর্পণের ধূলাবালিরূপ মলিনতা দূরীভূত হয়।

(খ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সংসার-মহাদাবানলকে নির্ব্বাপিত করে। জীবের ত্রিতাপ-জ্বালাই তাহার সংসারজ্বালা ; ইহাকেই মহাদাবাগ্নি বলা হইয়াছে। দাবাগ্নি—বনাগ্নি, বনের আগুন ; বনে আগুন লাগিলে তাহাতে সমস্ত বন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়াও জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; তাই ত্রিতাপজ্বালারূপ সংসার-দুঃখকে দাবাগ্নি বলা হইয়াছে। সংসারজ্বালাকে দাবানলের সঙ্গে তুলিত করার সার্থকতা আছে ; প্রথমতঃ, বনে যে-আগুন লাগে, তাহা সাধারণতঃ বাহির হইতে কেহ ধরাইয়া দেয় না ; বনমধ্যস্থ বৃক্ষসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে বনের মধ্যেই ইহার উৎপত্তি। জীবের সংসারজ্বালাও তদ্রূপ ; বাহিরের কোনও বস্তুই এই জ্বালার হেতু নহে—দুর্ব্বাসনাসমূহের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের মধ্যেই ইহার জন্ম। দুর্ব্বাসনার প্রেরণায় আমরা যে-সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, বা পূর্ব্বজন্মে করিয়া আসিয়াছি, তাহারই ফল আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা। এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, অপর কেহ দায়ী নহে। অনেক সময় আমরা মনে করি, অমুকের জন্য আমার এই বিপদটী ঘটিল ; এইরূপ মনে করাও ভ্রান্তি। বিপদ আমাদের কর্ম্মার্জ্জিত ফল, আমাদিগকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে ; যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ফল আসিয়াছে, সে সেই ফলের বাহক মাত্র। বাজারে ফল কিনিয়া রাখিয়া আমি যদি দোকানীকে বলি—কুলিদ্বারা ফলগুলি পাঠাইয়া দিবে, কুলি যদি সেই ফল নিয়া আসে, আর তাহা যদি বিস্বাদ হয়, তজ্জন্য কুলি দায়ী নয়, দায়ী আমিই। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমার বিপদ আসে, সেও আমার উপার্জ্জিত কর্ম্মফলই বহন করিয়া আনে, নূতন কিছু আনে না ; আমার দুঃখের জন্য তাহাকে দায়ী করিয়া তাহার প্রতি অসদাচরণ করিলে আমার পক্ষে আবার একটী নূতন কর্ম্মই করা হইবে, সেই নূতন কর্ম্মের ফলও আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমাদের কর্ম্মফল অনুসারেই আমাদের জন্ম হয় ; যে-স্থানে, যেরূপ মাতাপিতার গৃহে, যেরূপ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে, যেরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে, জন্ম হইলে আমাদের কর্ম্মফল ভোগের সুবিধা হইতে পারে, আমরা সেইরূপ স্থানে এবং সেইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যাদের মধ্যে জন্মি, তাহারা ও আমরা পরস্পরের কর্ম্মফল ভোগের পক্ষে পরস্পরের সহায়, পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মফলের বাহক। দ্বিতীয়তঃ দাবানল যখন জ্বলিতে থাকে, বন বা বনস্থ বৃক্ষাদি আগুন হইতে দূরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সরিয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না—একস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল দগ্ধ হইতেই থাকে। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব ত্রিতাপ-জ্বালায় কেবল জ্বলিতেই থাকে—মায়িক সুখভোগের আশা-রজ্জুদ্বারা নিজেকে সংসারের সঙ্গে এমনভাবেই বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সে ঐ ত্রিতাপজ্বালা হইতে দূরে পলাইয়া যাইয়া (কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া) আত্মরক্ষা করিতে পারে না। "সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥ শ্রীলঠাকুর মহাশয়।" তৃতীয়তঃ দাবানলে দগ্ধ হইয়া বন নিজের অস্তিত্বই যেন হারাইয়া ফেলে—বনের কোনও চিহ্নই আর তখন তাহাতে দেখা যায় না। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থাও তদ্রূপ—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত কর্তব্য কিন্তু সংসারের আবর্তে পড়িয়া কৃষ্ণসেবার কথাই জীবের চিত্তে উদিত হয় না—তাহার কৃষ্ণদাসত্বের কোন চিহ্নই থাকে না।

যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু সময় পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তাহা হইলে দাবানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে। তদ্রূপ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিলে জীবের সংসার-তাপ দূরীভূত হইতে পারে।

সংসারকে মহাদাবানল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা বাতাসে নিভিতে পারে, কিন্তু দাবানল বাতাসে নিভিতে পারে না; প্রচুর বৃষ্টিপাতে নিভিতে পারে, কিন্তু মহাদাবানল বোধহয় প্রচুর বৃষ্টিপাতেও সহসা নিভিতে পারে না। জীবের সংসার-দুঃখও লোকের সান্ত্বনাবাক্য, প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর উপভোগাদিতে বা ঔষধাদিতে দূরীভূত হইতে পারে না—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই তাহাকে দূরীভূত করিতে সমর্থ।

(গ) শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং—শ্রেয়ঃ অর্থ মঙ্গল, কৈরব অর্থ কুমুদ, চন্দ্রিকা অর্থ জ্যোৎস্না। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্না-বিতরণতুল্য। জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে যেমন কুমুদ বিকশিত হয়, ইহাই কবির বক্তব্য। জ্যোৎস্নার স্পর্শে কুমুদ যেমন বিকশিত হইয়া স্নিগ্ধ শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণসেবোন্মুখতারূপ মঙ্গল বিকশিত হইতে থাকে। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের চিত্তের সংসারবাসনা দূরীভূত হইতে থাকে এবং কৃষ্ণসেবার বাসনা উন্মেষিত হইতে থাকে।

অনেক সময় আমরা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলকেই শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) মনে করি; বাস্তবিক তাহা মঙ্গল নয়, তাহা আমাদের প্রেয় (ইন্দ্রিয়সুখের তৃপ্তিসাধক বস্তু) মাত্র। ইহা আমাদের সংসারবন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া দুঃখকেই পরিবর্দ্ধিত করে। বিশেষতঃ, এই প্রেয় যাহাকে আমরা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি, তাহা—চিরস্থায়ীও নয়। বাস্তব শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল বলা যায় সেই বস্তুকেই, যাহা ধ্বংসহীন, যাহার পরিণামেও দুঃখ নাই, যাহা পাইলে সুখের জন্য ছুটাছুটির আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণচরণসেবাই একমাত্র সেই শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা লাভের জন্য প্রয়োজন—জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই জ্ঞানের স্ফুরণ। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানের বিকাশ এবং সেবাবাসনার বিকাশ। সম্বন্ধজ্ঞান ও সেবাবাসনা বিকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথম দরকার কৃষ্ণোন্মুখতা। এই কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশই আমাদের শ্রেয়ঃরূপ কুমুদের বিকাশের প্রথম স্তর। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই তাহা সম্ভব হইতে পারে এবং নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই পরবর্ত্তী স্তরগুলিও ক্রমশঃ বিকশিত হইতে পারে।

(ঘ) বিদ্যাবধূজীবনং—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ। যাহা ব্যতীত কেহ বাঁচিতে পারে না, তাহাই তাহার জীবন বা প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত বিদ্যাবধূ বাঁচিতে পারে না; তাই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে বিদ্যাবধূর জীবন বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবধূ কি? বিদ্যারূপ বধূ—বিদ্যাকে বধূর সঙ্গে বিদ্যার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা কি? যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বিদ্যা। আবার যে বস্তুটী জানিলে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না, সেই বস্তুটী জানা যায় যদ্দ্বারা, তাহাতেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে আর কিছুই জানার বাকী থাকে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ), সুতরাং ভক্তিই হইল শ্রেষ্ঠা বিদ্যা, তাই শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ ২।৮।১৯৭॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিদ্যা বধূজীবন শব্দে কৃষ্ণভক্তিকেই "বিদ্যা" বলা হইয়াছে, এই বিদ্যাকে আবার বধূ বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—কৃষ্ণভক্তি, বধূরই ন্যায়—কামল স্বভাবা, স্নিগ্ধ, সেবা-পরায়ণা, মধুর-স্বভাবা ও সদাহাস্যময়ী বা প্রসন্না এবং আত্মগোপন-চেষ্টিতা, অর্থাৎ যাঁহা চিত্তে ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া আবির্ভূত হয়েন, তাঁহারও ঐরূপ প্রকৃতিই হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন এই বধূপ্রকৃতি কৃষ্ণভক্তির জীবনতুল্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হইতে পারে না, উন্মেষিত হওয়ার পরেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনব্যতীত ভক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভক্তির উন্মেষের নিমিত্ত এবং তাহার রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ত্তন প্রয়োজনীয়। ২।১।১৩৩-৩৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—নাম উপায়ও বটে উপেয়ও বটে, নাম স্বয়ই পরম পুরুষার্থ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।২০।৭ পয়ারের টীকায় ধ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নাম স্বয় নামীর ন্যায় পরম আস্বাদ্য পরম মধুর। আলোচ্য শ্লোকের বিদ্যাবধূজীবনম্ অংশ পর্য্যন্ত নামসঙ্কীর্ত্তনের উপায়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের সংস্কারাদি-ভাবাদি দূরীভূত হয় এবং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়। মায়ামলিনতাই কলাপাতার ন্যায় আমাদের জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে আবৃত হইয়া আছে বলিয়া পরমমধুর নামের সঙ্গ জিহ্বাদির স্পর্শ হইতে পারে না। নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সেই মলিনতারূপ কলাপাতার আবরণ দূরীভূত হইলেই জিহ্বাদির সঙ্গে নামের স্পর্শ হইতে পারে, তখনই নাম মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এই নামমাধুর্য্যের আস্বাদন কিরূপ অপূর্ব্ব, তাহাই শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে। এইরূপে শেষার্দ্ধ নামসঙ্কীর্ত্তনের উপেয়ত্বের বা পরম পুরুষার্থতার প্রতিপাদক। এক্ষণে শেষার্দ্ধের শব্দগুলিই আলোচিত হইতেছে।

(ঙ) **আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং**—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আনন্দ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবক্ষে যেমন তরঙ্গের উদয় হয়, [illegible] তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ নানা বৈচিত্রী ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে নদী যেমন সর্ব্বদা জলে পূর্ণ থাকে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তের হৃদয়ও তদ্রূপ আনন্দ-লহরীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

(চ) **প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং**—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রত্যেক পদেই পূর্ণামৃতের (সকল রসের) আস্বাদন [illegible] যে নাম কীর্ত্তিত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেই সকল রসের আস্বাদন [illegible] ইহার কারণ এই যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনও আনন্দ স্বরূপ। "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥ [illegible] তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ-স্বরূপ॥ ২৫॥

[illegible] নামীর ন্যায় নামও পূর্ণ। 'পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥" পূর্ণ [illegible] সম্পূর্ণ বস্তুটী লইয়া গেলেও সম্পূর্ণ বস্তুটীই অবশিষ্ট থাকে। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" পূর্ণ বস্তু অসীম, সর্ব্বব্যাপক, তাহার কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। তথাপি যদি কোনও অংশ কল্পনা করা যায়, তাহাতেও পূর্ণবস্তুর ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত, তাহার মাধুর্য্যাদি পূর্ণতমরূপেই তাহার অংশেও প্রত্যেক বস্তুতেও বিদ্যমান থাকে, ইহাই পূর্ণবস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম। এইরূপ পূর্ণ-বস্তু আছে মাত্র একটী—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনাম। তাই সম্পূর্ণ নামের আস্বাদনে যে পূর্ণ মাধুর্য্যের অনুভব হয়, নামের এক অংশে, নামের একটি পদে, এমন কি একটী অক্ষরেও—সেই পূর্ণ মাধুর্য্যের পূর্ণ আস্বাদন পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু "জগন্নাথ" বলিতে যাইয়া প্রেমাবেশ-বশতঃ পূর্ণ নামটী উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, কেবল "জজ গগ" মাত্র বলিয়াছিলেন, এই একটী বা দুইটী অক্ষরের আস্বাদনেই তিনি "জগন্নাথ"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই সম্পূর্ণ নামটার পূর্ণতম মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌" বাক্যে এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে।

নামের মাধুর্য্য এমনই চিত্তহারী যে, একবার উচ্চারণ করিলে জিহ্বা যেন তাহা আর ছাড়িতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখি তারে।" এই নাম স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসা জাগাইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই যখন এই পরম মধুর নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হয়, তখন অসংখ্য জিহ্বা পাওয়ার জন্য লালসা জাগায়, যখন কর্ণে আবির্ভূত হয়, তখন অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার ইচ্ছাকে বলবতী করে এবং যখন এই নাম হৃদয়-চত্বরে নৃত্য করিতে থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই স্তম্ভিত হইয়া যায়। একথাই শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী নান্দীমুখীর নিকটে বলিয়াছেন—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে। কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্‌॥ চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্‌। নো জানে কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃতা কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ (৩।১।১১ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)।

(ছ) সর্ব্বাত্ম-স্নপনং—সর্ব্ব (সকল) আত্মার (দেহের, মনের—দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের) পক্ষে স্নপন (যাহাদ্বারা স্নান করা যায়, তাহার) তুল্য। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যকিরণে মস্তকোপরি অনাবৃত রাখিয়া কেহ যদি কেহ বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ ময়দানের উপর দিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত পদব্রজে চলিয়া আসে, তখন তাহার দেহের ভিতর বাহির যেন জ্বলিয়া যাইতে থাকে। তখন যদি সে ব্যক্তি শীতল জলে ডুব দিয়া স্নান করে এবং শীতল পানীয় পান করে, তাহা হইলেও তাহার জ্বালা সম্যক্‌ দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের পরম স্নিগ্ধ ও অমৃত-নিন্দি সুমধুর রস—অনাদিকাল হইতে সংসারমরুভূমিতে ভ্রমণশীল ত্রিতাপজ্বালা দগ্ধ জীবের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় দেহের অতি সূক্ষ্মতম অংশকেও পরিনিষিক্ত করিয়া তাহার পরম স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কৃপা করিয়া যখন বাগিন্দ্রিয় জিহ্বায় আত্মপ্রকট করে, তখন জিহ্বা আনন্দরসে আপ্লুত হয়। ঐ সঙ্কীর্ত্তন আবার চিত্তে বিহার করিয়া চিত্তকেও আনন্দরসে সংপ্লাবিত করে—চিত্তে যেন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে, এই তরঙ্গ চিত্ত হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও সমস্ত দেহে সংক্রামিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। কেবল চিত্ত কেন, নামরূপ অমৃত যে কোনও একটী ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইলেই স্বীয় মধুর রসধারায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়া দেয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এবং দেহের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া সমস্তকে সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত ও পরিসিঞ্চিত করিয়া দেয়। 'একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ বৃ ভা ২।৩।১৮॥ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইল সর্ব্বাত্ম-স্নপনক।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির সঙ্কীর্ত্তন। পূর্ব্ব পয়ারসমূহে নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা উল্লিখিত থাকায়, এবং নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধেই এই চেতোদর্পণ-শ্লোকটী উল্লিখিত হওয়ায়, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই বোধ হয় লক্ষিত হইয়াছে উক্ত শ্লোকের টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নামোচ্চারণ।

এই শ্লোকে জগতের জীবের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী আশীর্ব্বাদও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত আছে বলিয়া মনে হয়। "শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে।" সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যদি জগতে সর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হয়—জগতের সকল লোক যদি সঙ্কীর্ত্তন করে, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে যদি তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয়, যদি তাহাদের বিশুদ্ধ চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাদের চিত্তে যদি আনন্দসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, যদি নামের প্রতি পদে, প্রতি অক্ষরে তাহারা পূর্ণ আনন্দের আস্বাদন পাইতে পারে, যদি

সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্‌গম ॥ ১০
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥ ১১
উঠিল বিষাদ দৈন্য পঢ়ে আপন শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাহাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—দেহের প্রতি অণু পরমাণু নামামৃতরসে সম্যক্‌রূপে পরিসিঞ্চিত হয়—তাহা হইলেই বলা যায়, নাম সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছে। তাহা হইলেই জগতের জীব নাম সঙ্কীর্ত্তনের জয়কীর্ত্তনে মুখর হইতে পারে। তাহাই যেন হয়—ইহাই যেন জগতের জীবের প্রতি প্রভুর প্রচ্ছন্ন আশীর্ব্বাদ।

১০। এইক্ষণে "চেতোদর্পণ"-শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তন-হৈতে—শ্রীকৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে।

পাপ-সংসার-নাশন—পাপনাশন এবং সংসারনাশন। নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সর্ব্ববিধ পাপ দূরীভূত হয় এবং সংসারবন্ধন, ত্রিতাপ জ্বালাদি সংসার দুঃখ দূরীভূত হয়।

পাপ সংসার-নাশন শব্দে "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণের" মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

চিত্ত-শুদ্ধি—নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের মায়ামলিনতা দূরীভূত হয়, চিত্তের দুর্ব্বাসনাদি অন্তর্হিত হয়। ইহা "চেতোদর্পণ মার্জ্জন"-শব্দের তাৎপর্য্য।

সর্ব্বভক্তি সাধন-উদ্‌গম—সর্ব্ববিধ-ভক্তিসাধনের উদ্‌গম বা উদয়। এস্থলে সর্ব্বভক্তি সাধনের উদ্‌গমের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিসাধনের ফলের উদ্‌গমের কথা বলা হয় নাই। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ভক্তিমার্গে যে যে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান আবশ্যক, নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সে সমস্তই চিত্তে স্ফুরিত হয় এবং নামসঙ্কীর্ত্তনই সাধকের দ্বারা সে-সমস্ত অনুষ্ঠান করাইয়া লয়। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হয় এবং স্বতঃই নববিধা ভক্তির এবং লীলাস্মরণাদির অনুষ্ঠান করিতে সাধকের প্রবৃত্তি জাগে সাধক তখন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত সে সমস্তের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। তাহার ফলে "কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ৩।২০।১১ ॥" হইয়া থাকে।

গুরুদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণব্যতীতই যাঁহারা নামকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তেও "সর্ব্বসাধন ভক্তির উদ্‌গম" হইয়া থাকে, তখন তাঁহারা দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বকই নববিধা ভক্তির এবং লীলাস্মরণাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে সাধনভক্তির প্রসঙ্গ-কথনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথমেই "গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা"র কথা বলিয়াছেন।

১১। **কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম**—নাম সঙ্কীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং"-শব্দের তাৎপর্য্য।

প্রেমামৃতাস্বাদন—নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমরূপ অমৃতের মাধুর্য্য আস্বাদিত হয়। "পূর্ণামৃতাস্বাদনং"-শব্দের তাৎপর্য্য।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়।

সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন—শ্রীকৃষ্ণসেবায় কীর্ত্তনকারী আনন্দরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েন। "সর্ব্বাত্মস্নপনং"-শব্দের মর্ম্ম।

১২। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে হইল, নামে তাঁহার অনুরাগ নাই, তাই তিনি নামের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা মনে হইতেই প্রভুর মনে দৈন্য ও বিষাদের উদয় হইল, দৈন্য ও বিষাদে অভিভূত হইয়া প্রভু "নাম্নামকারি" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক।

আপন শ্লোক—স্বরচিত "নাম্নামকারি" শ্লোক। **যার অর্থ**—যে-শ্লোকের অর্থ।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩১)—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ৪॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥ ১৩

খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অকারি ভগবতা ত্বয়া কর্ত্তৃভূতেনেতি শেষঃ। ইহ নাম্নি। চক্রবর্ত্তী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৪। অন্বয়। নাম্নাং (ভগবন্নাম-সমূহের) বহুধা (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি বহু প্রকারে) অকারি (প্রচার করিয়াছেন), তত্র (তাহাতে— সেই নামে) নিজসর্ব্বশক্তিঃ (নিজের সমস্ত শক্তি) অর্পিতা (অর্পিত হইয়াছে), স্মরণে (সেই নামের স্মরণ-বিষয়েও) কালঃ (সময়—সময়সম্বন্ধীয় কোনওরূপ) ন নিয়মিতঃ (নিয়মও করেন নাই), ভগবন্ (হে ভগবন্)। তব (তোমার) এতাদৃশী (এরূপই) কৃপা (কৃপা), মম অপি (আমারও) ঈদৃশং (এইরূপ) দুর্দ্দৈবং (দুর্দ্দৈব যে), ইহ (এই নামে) অনুরাগঃ (অনুরাগ) ন অজনি (জন্মিল না)।

অনুবাদ। ভগবান্ (মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি) বহু প্রকারে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছেন, সেই নামের স্মরণ বিষয়ে সময়সম্বন্ধীয় কোনও নিয়মও নাই হে ভগবন্! এইরূপই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না। ৪

পরবর্ত্তী চারি পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

১৩। এক্ষণে চারি পয়ারে "নাম্নামকারি"-শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

অনেক লোকের ইত্যাদি—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি তাই তাহাদের ইচ্ছাও ভিন্ন ভিন্ন—অনেক প্রকার **কৃপাতে**—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ। **করিল অনেক নামের প্রচার**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক নাম—মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরি, পুতনারি ইত্যাদি অনেক নাম—প্রচার করিলেন।

জগতে সকল লোকের রুচি বা বাসনা সমান নহে, এক এক জন এক এক বিষয় কামনা করেন, ভগবানের একই নামে সকলের রুচিও হয় না—এক এক জন এক এক নামে প্রীতি পায়েন। তাই তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ নিজের অনেক রকম নাম প্রকট করিয়াছেন—যেন যাঁহার যে নাম ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি মুক্তি কামনা করেন, তিনি হয়ত মুকুন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে ভালবাসেন, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার ইচ্ছা করেন, তিনি হয়ত গোবিন্দ নামেই সমধিক আনন্দ পায়েন, যিনি বিঘ্নাদি হইতে উদ্ধার কামনা করেন, তিনি হয়ত পুতনারি নামেই উল্লাস পায়েন, ইত্যাদি কারণে প্রত্যেকেই স্বস্ব অভিরুচি অনুসারে যেন ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে পারেন, তাই ভগবান্ মুকুন্দ-গোবিন্দ-আদি নিজের বহু নাম প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মহিমা। তথাপি যাঁহার যে নামে অভিরুচি, যাঁহার যে নামে প্রীতি, সেই নামের কীর্ত্তনেই তাঁহার অধিক আনন্দ, সুতরাং সেই নামের কীর্ত্তনই তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক। শ্রীমদ্ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ" ইত্যাদি বাক্যেও "স্বপ্রিয়নাম—নিজের প্রিয় যে-নাম, সেই নাম"-কীর্ত্তনের কথা জানা যায়। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও তাহাই বলেন। "সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥ ১১।১৩৪॥" বৃহদ্ভাগবতামৃতও তাহাই বলেন। "সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ। তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥ ২।৩।১৬০॥"

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নাম্নামকারি বহুধা" অংশের অর্থ করা হইয়াছে।

১৪। ভগবান্ এমনি দয়ালু যে, যেন যে-কোনও লোক, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও অবস্থাতেই স্বীয় অভীষ্ট

সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন, তাই তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও নিয়মের অপেক্ষাই রাখেন নাই—খাইতে বসিয়া, শুইতে যাইয়া, কি শুইয়া শুইয়া, পবিত্র স্থানে হউক, কি অপবিত্র স্থানেই হউক—যে কোনও স্থানেই হউক না কেন, কিম্বা যে-কোনও সময়েই হউক না কেন—শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে—পরমকরুণ ভগবান্ এরূপ নিয়মই করিয়াছেন।

খাইতে শুইতে—খাওয়ার সময়ে, কি শোওয়ার সময়ে, বা অন্য কোনও কাজ করার সময়েও নাম করা যায়। স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা। যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।২০॥ —খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, কথা বলিতেও যাঁহারা হরিনাম বলেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার।" **যথা-তথা**—যেখানে সেখানে, নাম গ্রহণে স্থানের পবিত্রতার কোনও অপেক্ষাই নাই। **কাল-দেশ-নিয়ম নাহি**—নাম-গ্রহণসম্বন্ধে দেশকালের বিচার নাই, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়েই নাম গ্রহণ করা যায়। উচ্ছিষ্ট মুখে, কি উচ্ছিষ্টময় স্থানেও নাম করা যায়। "ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥ হ ভ বি ১১।২০২ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন।" আরও "ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ ভ বি ১১।২০৪॥ —নাম স্বতন্ত্র (কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন), দেশ, কাল, অবস্থা ও শুদ্ধি আদির অপেক্ষা রাখেন না, নাম সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।" **সর্ব্বসিদ্ধি হয়**—সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ"-অংশের অর্থ করা হইয়াছে

১৫। সর্ব্বশক্তি—ভগবানের নিজের সমস্ত শক্তি। ভগবান্ নিজের বহু প্রকার নাম প্রকট করিয়া সেই সকল নামে নিজের সমস্ত শক্তিই অর্পণ করিয়াছেন, প্রত্যেক নামকেই ভগবানের ন্যায় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থগমন, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের শক্তিই শ্রীভগবান্ স্বীয় নামের শক্তির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। "দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ —হ ভ বি. ১১।১৯৬ ধৃত স্কন্দপুরাণবচন।"

ইহা "নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" অংশের অর্থ। শ্লোকস্থ "এতাদৃশী তব কৃপা" ইত্যাদি শেষ দুই চরণের অর্থ করিতেছেন—"আমার দুর্দ্দৈব" ইত্যাদি বাক্যে।

আমার দুর্দ্দৈব ইত্যাদি—প্রভু দৈন্য করিয়া বলিতেছেন—"ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় ও রুচি জানিয়া প্রত্যেকেরই রুচি ও অভিপ্রায় অনুরূপ স্বীয় বহুবিধ নাম পরমকরুণ ভগবান্ প্রকটিত করিয়াছেন, এই সমস্ত নামে আবার নিজের সমস্ত শক্তিও তিনি অর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার যে-কোনও নামই তাঁহারই ন্যায় অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন, আবার এ সমস্ত নামগ্রহণের নিমিত্ত দেশ কালাদির কোনওরূপ অপেক্ষাও তিনি রাখেন নাই—যে-কোনও লোক, যে-কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে তাঁহার যে-কোনও নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা জীবের প্রতি ভগবানের করুণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু ভগবানের এত কৃপা সত্ত্বেও—এত সুযোগ তিনি করিয়া দিলেও, আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, ভগবানের নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না—আমি নাম করিতে পারিলাম না—নামের ফল হইতেও বঞ্চিত হইলাম।"

নামে অনুরাগ—নামে প্রীতি; নামকীর্ত্তনের জন্য উৎকণ্ঠা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীকৃষ্ণরতি গাঢ়ত্ব লাভ করিতে করিতে প্রেম, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। এই প্রেম-স্নেহাদি হইল কৃষ্ণরতির স্থায়ী ভাব। সাধক দেহে জীবের প্রেম পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার অধিক হয় না। সুতরাং স্থায়ীভাব অনুরাগের কথা তো দূর, স্নেহ-মানাদিও সাধক-দেহে দুর্লভ। তাই, **সাধক-দেহে অনুরাগ**—বলিতে ভজন বিষয়ে উৎকণ্ঠাকেই বুঝায়, স্থায়ীভাব অনুরাগকে বুঝায় না। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ॥ ৩১॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই করিয়াছেন—"অনুরাগৌঘ রাগানুগীয় ভজনোৎকণ্ঠা, ন তু অনুরাগ স্থায়িনং সাধকদেহে অনুরাগোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ॥ —সাধকদেহে স্থায়ীভাব অনুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া এই শ্লোকে অনুরাগৌঘ-শব্দে রাগানুগীয়-ভজন-বিষয়ে উৎকণ্ঠাই সূচিত হইয়াছে।"

সকল নামের সমান মাহাত্ম্যসম্বন্ধে আলোচনা

"নাম্নামকারি ইত্যাদি শ্লোক, ৩।২০।১৩ এবং ৩।২০।১৫ পয়ার হইতে জানা যায়—ভগবানের অনেক নাম এবং সকল নামেই ভগবান্ তাঁহার সমস্ত শক্তি দান করিয়াছেন। সুতরাং সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মাহাত্ম্য—ইহাই বুঝা যায়। আবার কোনও কোনও শাস্ত্র-প্রমাণে কোনও কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্‌বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র হইতে জানা যায়—এক রামনাম সহস্র নামের তুল্য। "রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৭২।৩৩৫॥ (১।৭।৫ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা গেল—ভগবানের অন্যান্য সহস্র নাম কীর্ত্তনের যে মাহাত্ম্য একবার রামনাম কীর্ত্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। আবার, লঘুভাগবতামৃত (৫।৩৫৪) ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন হইতে জানা যায়, তিনবার সহস্র নাম কীর্ত্তনের (অর্থাৎ তিন বার রাম-নাম কীর্ত্তনের) যে-মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণনামের একবার কীর্ত্তনেরই সেই মাহাত্ম্য। "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ (১।৭।৬ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। আবার, অন্য প্রমাণে জানা যায়—রাম নামে কেবল মুক্তি পাওয়া যায়, কৃষ্ণনামে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়, (৩।৩।২৪৪ টীকায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়, সকল ভগবন্নামের সমান মহিমা নয়। ইহার সমাধান কি? শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"শ্রীভগবন্নাম্নাং সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥ ১১।২৫৭॥ —সমস্ত ভগবন্নামের সমান মহিমা হইলেও ভগবৎস্বরূপসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত্ব আছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিৎ নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষো ভবতি। ননু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বেষ্বপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যেবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্ত্বয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি। এতচ্চ শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্। * *। পূর্ব্বং বহুবিধ-কামাপহৃতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষ মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।" এই টীকার সারমর্ম্ম এইরূপঃ—রাম নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ (অবতার) আছেন, তাঁহারা সকলেই ভগবান্, সুতরাং ভগবান্-হিসাবে শ্রীরামনৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই সমান। কিন্তু সকলে ভগবান্ হিসাবে সমান হইলেও, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই প্রমাণ অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষত্ব আছে—তিনি স্বয়ংভগবান্, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব, অপর ভগবৎস্বরূপসমূহের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন। তদ্রূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম—ভগবানের নাম হিসাবে এই সকল নামই সমান; এই সকল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল স্বয়ংভগবানের নাম; রাম-নৃসিংহাদি নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু স্বয়ং-ভগবানের নাম নহে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিশেষত্ব।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইলেন অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিত। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি। শ্রুতি। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥" তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ। "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ॥" শক্তি-বিকাশের পার্থক্যানুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিসমূহের এক রকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহদেবে আর এক রকম বিকাশ; শ্রীনারায়ণে আর এক রকম বিকাশ; ইত্যাদি। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তিরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। অন্যান্য স্বরূপে শক্তি-সমূহের আংশিক বিকাশ, তাই অন্যান্য স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয়।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া রাম-নাম এবং রাম-স্বরূপও অভিন্ন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার রাম-নামেরও সেই মহিমা। এইরূপে যে-কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার নামেরও সেই মহিমা। স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নামেও সর্ব্বনাম মহিমার পূর্ণতম বিকাশ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামও স্বয়ংনাম। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেমন অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই যেমন অপর সকলের পূজা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নাম অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। একথাই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে। "পূর্ব্বং বহুবিধ কামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। —সকাম ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কামনা, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্ম্যের কথা (কোন্ নামের কীর্ত্তনে কোন্ কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহা) লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বফল-সিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণনামের) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ, অপর ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের ইহাই ভেদ।" সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব।

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" এই প্রমাণ বলে ভগবানের অনন্ত স্বরূপ থাকাসত্ত্বেও যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও স্বরূপ প্রেম দান করিতে পারেন না—ভগবত্ত্বাহিসাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপ সমান হইলেও ইহা যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের একটী বৈশিষ্ট্য—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন বলিয়া ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত নাম থাকিলেও এবং সেই সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেম দিতে পারেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণনামের একটী বৈশিষ্ট্য। ৩।৩।২৪৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

একটী উদাহরণের সাহায্যে সমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বস্তুটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কোনও কলেজে কয়েকজন অধ্যাপক আছেন, একজন অধ্যক্ষও আছেন, অধ্যক্ষও একজন অধ্যাপক। অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহারা সকলেই সমান; এই সমানের মধ্যে অবশ্য অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে—এক একজন এক এক বিষয়ের অধ্যাপক; সকলে একই বিষয়ের অধ্যাপক নহেন। আবার সকলের মধ্যে অধ্যক্ষের একটী বিশেষত্ব আছে—তিনি অধ্যাপক তো বটেনই, আবার অধ্যক্ষও। অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের পরিচালনে এবং অধ্যাপকদের পরিচালনেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাঁহার এই বিশেষত্ব হইল সমানের মধ্যে বিশেষত্ব। তদ্রূপ, সকল

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়! ॥ ১৬
তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২)—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৫
উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবন্নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর সমাধান।

"নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়'—এই বাক্যে সাধন-ভজনের সর্ব্ববিধ ফলের মধ্যে "পরম ফল—প্রেম" লাভের উপায়-সম্বন্ধেই প্রভু বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যেহেতু, তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—প্রেমদানের জন্য এবং প্রেমদানের উপায় জানাইবার জন্য। "চেতোদর্পণ"-শ্লোকের "বিদ্যাবধূজীবনম্" "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্" এবং "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম"-ইত্যাদি শব্দেও প্রেমই সূচিত হইতেছে। পরবর্ত্তী "তৃণাদপি সুনীচেন", "ন ধনং ন জনম্', "অয়ি নন্দতনুজ", "নয়নং গলদশ্রুধারয়া' ইত্যাদি শ্লোক হইতেও প্রেমই যে প্রভুর লক্ষ্য, তাহা জানা যায়। কিন্তু প্রেম দিতে পারেন—একমাত্র স্বয় ভগবান্ এবং তাঁহার নাম। সুতরাং প্রভু যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নামের সঙ্কীর্ত্তন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ৩।২০।১৩ পয়ারে "কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।"-বাক্যে এবং "নাম্নামকারি" ইত্যাদি শ্লোকে যে অনেক নামের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অনেক নাম এবং ৩।২০।১৫ পয়ারে যে "সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।" বাক্যেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-সূচক অনেক নামের মধ্যেই "শ্রীকৃষ্ণ"-নামের সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহাই যেন প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণস্য নামৈকম্'-অংশের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি—শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি একটি নামও।" ইহাতে বুঝা যায় পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নামের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য (প্রেম দাতৃত্বাদি) কেবল যে "শ্রীকৃষ্ণ এই নামটিতেই আছে, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সম্বন্ধি প্রত্যেক নামেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন নানা লীলার ব্যপদেশে তাঁহার যে নানা নাম প্রকটিত হইয়াছিল, সে-সমস্তই হইতেছে—কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি নাম, যেমন—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব, গিরিধারী, নন্দ-নন্দন, যশোদা-নন্দন ইত্যাদি। এই সমস্ত নামের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, প্রত্যেকটীতেই শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মাধুর্য্যাদি, প্রেম-দায়কত্বাদি—সঞ্চারিত আছে। এ-সমস্ত নামের যে কোনও একটীর কীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ, এমন কি কৃষ্ণ-প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইতে পারে।

১৬। নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির অপেক্ষা না থাকিলেও এবং হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম-গ্রহণেও নামের ফল মোক্ষাদি পাওয়া গেলেও, নামের মুখ্যফল প্রেম পাইতে হইলে নাম-গ্রহণ-কালে চিত্তের একটী অবস্থার প্রয়োজন, চিত্তের এই অবস্থাটীর কথা—কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইতে পারে তাহা—পরবর্ত্তী "তৃণাদপি" শ্লোকে বলিতেছেন। এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত—ইহা শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক।

শ্লো। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭। এক্ষণে পাঁচ পয়ারে "তৃণাদপি'-শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। প্রথমে "তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া নাম করিতে হইবে"—এই অংশের অর্থ করিতেছেন, "উত্তম হঞা" ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধে। **উত্তম হঞা**—ধনে, জনে, কুলে, মানে, বিদ্যায়, ভক্তিতে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও। **তৃণাধম**—তুচ্ছ তৃণ অপেক্ষাও হেয়।

বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ ১৮

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা হেয় মনে করিবেন।

"তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে, গৃহাদি-নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও অনেক উপকার করিতেছে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে, কিন্তু আমাদ্বারা কাহারও কোনও উপকারই সাধিত হইতেছে না, ভগবৎসেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছে না—সুতরাং আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেহই নাই"-ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিবেন। অবশ্য এ-সব কথা কেবল মুখে বলিলেই চলিবে না—যে-পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে এইরূপ ভাবের অনুভূতি না হয়, সে-পর্য্যন্ত মনে প্রাণে তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় বলিয়া অনুভব না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব সিদ্ধ হইবে না।

"দুই প্রকারে" ইত্যাদি সার্দ্ধ দুই পয়ারে "তরোরিব-সহিষ্ণুনা—তরুর মতন সহিষ্ণু হইয়া" অংশের অর্থ করিতেছেন। নাম-গ্রহণকারী তরুর মত সহিষ্ণু হইবেন—তরুর সহিষ্ণুতা দুই রকমের, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দেখান হইয়াছে।

১৮। অন্যকৃত দুঃখ সহ্য করার এবং প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাই বৃক্ষের দুই রকম সহিষ্ণুতা।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ ইত্যাদি—কোনও ব্যক্তি যদি বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলে তাহা হইলেও বৃক্ষ তাহাকে কিছু বলে না, কোনওরূপ আপত্তিও জানায় না, দুঃখও প্রকাশ করে না, এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা। যিনি নামের ফল পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে, অপর কেহ যদি তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্ট করে এমন কি তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতেও আসে, তথাপি তিনি তাহাকে কিছু বলিবেন না তাহার কার্য্যে কোন রূপ বাধাও দিবেন না, মনে মনেও অনিষ্টকারীর প্রতি রুষ্ট হইবেন না, কোনওরূপ বিচলিতও হইবেন না। চেতোদর্পণ-শ্লোকে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনম্"-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শুখাইয়া মৈলে ইত্যাদি—বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষ যদি শুকাইয়া মরিয়াও যায়, তাহা হইলেও বৃক্ষ কাহারও নিকটে জল চাহে না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলাভাবকষ্ট সহ্য করে—এতই বৃক্ষের সহিষ্ণুতা, নামের মুখ্য ফল পাইতে হইলে সাধককেও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে হইবে—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—যে-কোনও দুঃখ বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, সাধক অবিচলিত চিত্তে অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিবেন, দুঃখ বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না—সমস্তই নিজের কৃতকর্ম্মের ফল মনে করিয়া অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিবেন।

শ্রীল হরিদাসঠাকুর এইরূপ সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, বাইশবাজারে তাঁহাকে বেত্রদ্বারা সর্বাঙ্গে প্রহার করা হইল—তিনি কাহারও উপর রুষ্ট হইলেন না, কাহারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না, অম্লানবদনে সমস্তই সহ্য করিলেন, আর মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৯। বৃক্ষের আরও গুণের কথা বলিতেছেন।

যেই যে মাগয়ে—বৃক্ষের নিকটে যে যাহা চায়।

দেয় আপন ধন—তাহাকেই বৃক্ষ নিজের যাহা আছে—পত্র, ডাল, ফল, ফুল যাহা আছে, তাহাই দেয়।

বৃক্ষের নিকটে পত্র-পুষ্পাদি যে যাহা চায়, বৃক্ষ তাহাকেই তাহা দেয়, কাহাকেও বঞ্চিত করে না, এমন কি যে বৃক্ষের ডাল কাটে, এমন কি মূলও কাটে তাহাকেও ফল, ফুল, পত্র, শাখা—সমস্তই দেয়; তাহাকে শত্রুজ্ঞানে

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বঞ্চিত করে না; নাম-সাধককেও এইরূপ বদান্য হইতে হইবে—যে যাহা চাহিবে, নিজের শক্তি-অনুরূপ তাহাকেই তাহা দিবেন; এমন কি, যে-ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করে, সেও যদি কিছু চাহে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহাকেও নিজের শক্তি-অনুরূপ প্রার্থিত-বস্তু দিবেন।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি—যাহাতে ঘর্মের উদ্গম হয় এমন রৌদ্র বা গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টি।

ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে ইত্যাদি—বৃক্ষ নিজে রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছে বা অতি বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইতেছে, এমন সময়ও যদি কেহ তাহার ছায়ায় বসিয়া তাপ নিবারণ করিতে চাহে বা তাহার তলে বসিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তথাপি বৃক্ষ তাহাকে ছায়া বা আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে, নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও বৃক্ষ জীবের উপকার করে। নাম-সাধককেও এরূপ হইতে হইবে, নিজে না খাইয়াও অন্নার্থীকে অন্ন দিতে হইবে, নিজে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও সাধ্যমত প্রার্থীর সুবিধা করিয়া দিতে হইবে—প্রার্থী যদি নিজের প্রতি শত্রুতাচরণও করে, তাহা হইলেও তাহাকে বঞ্চিত করিবে না, যে লোক বৃক্ষের ডাল কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়।

এ-পর্য্যন্ত "তরোরিব সহিষ্ণুনা"-অংশের অর্থ গেল।

২০। এই পয়ারে "অমানিনা মানদেন" — নিজে কোনওরূপ সম্মান লাভের আশা না করিয়া অপর সকলকে সম্মান দিয়া) অংশের অর্থ করিতেছেন।

উত্তম হঞা—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম হইয়াও। **নিরভিমান**—অভিমানশূন্য। **উত্তম হঞা বৈষ্ণব** ইত্যাদি—ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং ভক্তিতে সর্ব্বোত্তম হইলেও বৈষ্ণবের মনে যেন ধনমানাদির অভিমান বা গর্ব্ব না থাকে, "আমি ধনী, আমি ভক্ত" ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি যেন কাহারও নিকটেই সম্মান-প্রাপ্তির আশা না করেন—মনে মনেও না। তাহা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্ট এমন কেহও যদি তাঁহার প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞা দেখায়, তাহা হইলেও তিনি যেন একটুও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়েন।

জীবে সম্মান দিবে—জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবে। **কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান**—কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন যাহাতে। কৃষ্ণের অবস্থান।

জীবে সম্মান ইত্যাদি—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, ইহা মনে করিয়া বৈষ্ণব, জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান দেখাইবেন—কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না, এমন কি ইতর জন্তুকেও না। "অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ শ্রীভা ৬।৭।১৩॥" প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সুতরাং প্রত্যেক জীবই ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য, সুতরাং ভক্তের সম্মানের যোগ্য। শ্রীমন্দির সংস্কারবিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও যেমন ভক্তের নিকটে সম্মানার্হ, কোনও জীব সামাজিক দৃষ্টিতে নীচ হইলেও ভক্তের নিকটে নমস্য, কারণ, তাহার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ আছেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥—চৈ. ভা. অন্ত্য। ৩। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্। শ্রীভা. ১১।২৯।১৬॥ টীকা—অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ॥ স্বামী॥ শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ॥ শ্রীজীব॥—অন্তর্য্যামী-ঈশ্বরদৃষ্টিতে—সকলের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—চণ্ডাল, কুক্কুর, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ শ্রীভা. ৩।২৯।৩৪॥ টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ॥ স্বামী॥ জীবকলয়া অন্তর্য্যামিতয়া ইত্যর্থঃ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ২১

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রীজীব ॥—অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বর ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা (আন্তরিক ভাবে) বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত জীবকেই প্রণাম করিবে।"।

২১। **এইমত হঞা**—পূর্ব্বোক্তরূপ হইয়া। নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করিয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজে সম্মানের আশা না করিয়া এবং সর্ব্বজীবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া সকলকে সম্মান করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন।

এস্থলে, যে ভাবে হরিনাম গ্রহণ করিলে প্রেম জন্মিতে পারে বলা হইল, সেই ভাবটী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজলভ্য নহে, ইহাও সাধন সাপেক্ষ, এই ভাবটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং শ্রীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে প্রাণে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—নিরন্তর শ্রীনাম গ্রহণ করিলে—নামেরই কৃপায় সাধকের চিত্তে "তৃণাদপি" শ্লোকানুরূপ ভাব জন্মিতে পারে, তখনই নামগ্রহণের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতে পারে তৎপূর্ব্বে নহে।

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,—'এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন। হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ১৮।২ ২৬॥

যাঁহার নাম-অপরাধ আছে, শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহারও নামাপরাধ দূরীভূত হইতে পারে। অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে।

যাঁহার বৈষ্ণব-অপরাধ নাই, একবার কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় কিন্তু যাঁহার অপরাধ আছে, বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রেমোদয় হয় না। ইহাতেও অপরাধী ব্যক্তির হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। যাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে জানা থাকিলে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিলেই অপরাধ দূরীভূত হইবে। আর কোথায় অপরাধ হইয়াছে, তাহা যদি জানা না থাকে তবে একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মানুসারে নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলেই শ্রীনামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, অপরাধ দূরীভূত হইলেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা জন্মিবে।

যাঁহার কোনও অপরাধ নাই "তৃণাদপি'-শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার সহজেই জন্মিয়া থাকে। অপরাধীর পক্ষে ইহা সময়-সাপেক্ষ।

যতক্ষণ দেহেতে আবেশ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বিদ্যা কুল, ধন সম্পত্তি-আদির অভিমান থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে কোনওরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ তৃণ অপেক্ষা সুনীচও হইতে পারে না, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুও হইতে পারে না, মান সম্মানের আশাও ত্যাগ করিতে পারে না, সকল জীবকে সম্মানও দিতেও পারে না এবং অপরাধের বীজও ততক্ষণ তাহার মধ্যে থাকিবে। তৃণাদপি শ্লোকে প্রভু যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে—অভিমান অর্থাৎ দেহাবেশ ত্যাগ।

২২। **কহিতে কহিতে**—তৃণাদপি শ্লোকের অর্থ বলিতে বলিতে। দৈন্য ও বিষাদের সহিতই প্রভু তৃণাদপি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, উহার অর্থ করিতে করিতে, প্রেমের স্বভাববশতঃ তাঁহার মনে হইল,—তৃণাদপি শ্লোকানুরূপ চিত্তের অবস্থা তাঁহার নাই, তাই যে-ভাবে নাম গ্রহণ করিলে প্রেমের উদয় হইতে পারে, সেইভাবে তিনি নাম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাই তাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয়ও হইতেছে না। তাঁহার চিত্তে প্রেমের

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥ ২৩

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৫)—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৬

ধন জন নাহি মাগোঁ—কবিতা সুন্দরী ।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ন ধনমিতি । হে জগদীশ ! হে জগন্নাথ ! ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী হেতুরহিতা শুদ্ধা ইত্যর্থঃ ভক্তিঃ ভবতাৎ ভবত্বিত্যর্থঃ । ধনং স্বর্ণরত্নাদিকং জনং পরিচারকাদিকং সুন্দরীং অপ্সরাসদৃশী ভার্য্যাদিকং কবিতাং কাব্যরচনাশক্তিং ন কাময়ে ন যাচেঽহং ইত্যর্থঃ । শ্লোকমালা । ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অভাব মনে করিয়া ভক্তভাবাবিষ্ট প্রভুর দৈন্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল । তাই প্রভু নিম্নোক্ত "ন ধনং ন জনং' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন ।

শুদ্ধভক্তি—নির্গুণা ভক্তি, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী ভক্তি । যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই চিত্তে থাকে না । এই ভক্তির সাধন-জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল অনুশীলনময় । "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ । আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—ভ. র. সি. ।" শুদ্ধা ভক্তিই প্রেম ।

২৩ । প্রভুর চিত্তে যে বাস্তবিকই শুদ্ধাভক্তি বা প্রেম ছিল না, তাহা নহে, পরন্তু প্রেমের একটী স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে প্রেম আছে, তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন—তাঁহার চিত্তে প্রেম তো দূরের কথা, প্রেমের গন্ধমাত্রও নাই । তাই, প্রেমময় তনু হইয়াও প্রভু প্রেমের অভাব অনুভব করিতেছেন ।

প্রেমের স্বভাব—প্রেমের প্রকৃতি, প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্ম । **যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ**—যাঁহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে, যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে । **সে ই মানে**—যাঁহার চিত্তে প্রেম আছে, তিনিই প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ মনে করেন যে । **কৃষ্ণে মোর** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের লেশমাত্রও আমার নাই ।

প্রেমের-অভাব-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়াই প্রেমের একটী স্বরূপগত ধর্ম্ম । তাই, শ্রীরাধার ভাবে প্রভু বলিয়াছেন —"দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট -প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ পায় ।"

শ্লো । ৬ । অন্বয় । জগদীশ (হে জগদীশ) ! ধনং ন (ধনও না) জনং ন (জনও না) সুন্দরীং কবিতাং বা ন (সুন্দরী পত্নী—বা সালঙ্কারা কবিতাও না) কাময়ে (যাচ্ঞা করি), ঈশ্বরে ত্বয়ি (ঈশ্বর তোমাতে) মম (আমার) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) অহৈতুকী (অহৈতুকী) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবতাৎ (থাকুক) ।

অনুবাদ । হে জগদীশ ! আমি তোমার চরণে ধন যাচ্ঞা করি না, জন যাচ্ঞা করি না, (সুন্দরী পত্নী, অথবা) সালঙ্কারা কবিতাও যাচ্ঞা করি না, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে—ঈশ্বর-তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে । ৬

২৪ । এই পয়ারে "ন ধনং ন জনং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন । "ন ধনং ন জনং"-শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত ; ইহা শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক ।

ধনজন নাহি মাগোঁ—হে জগদীশ ! তোমার চরণে আমি ধন কিম্বা জন মাগি না (প্রার্থনা করি না) । **কবিতা সুন্দরী**—সুন্দরী কবিতা, সালঙ্কারা কবিতা, লোকের চিত্তমুগ্ধকারিণী কবিত্ব-শক্তিও প্রার্থনা করি না ।

অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তিদান। আপনাকে করে সংসার-জীব অভিমান ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অথবা কবিতা এবং সুন্দরী কবিত্বশক্তি এবং সুন্দরী স্ত্রীও প্রার্থনা করি না। কবিতাস্থলে "কবিত্ব" পাঠান্তরও আছে। **শুদ্ধভক্তি** ইত্যাদি—হে কৃষ্ণ। কৃপা করিয়া তুমি আমাকে শুদ্ধভক্তি দাও, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি।

"হে জগদীশ। তুমি ইচ্ছা করিলে, যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই দিতে পার। কিন্তু প্রভু, আমি তোমার চরণে অপর কিছু চাহি না—চাহি কেবল শুদ্ধাভক্তি। আমি তোমার চরণে ধনরত্নাদি প্রার্থনা করি না, (কারণ, ধনমদে মত্ত হইয়া জীব তোমার সম্বন্ধে যেন অন্ধ হইয়া যায়, তোমার কথা ভুলিয়াই যায়), পুত্র কন্যা পরিচারকাদিও প্রার্থনা করি না (কারণ পুত্রকন্যাদি মিথ্যাবস্তুতে অভিনিবেশ জন্মিলে সত্যবস্তু তোমা হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইতে হইবে), মনোরম কাব্যরচনা শক্তিও (নানা ভাবময় কাব্য রচনা শক্তিও অথবা সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব-শক্তিও) আমি চাহি না (তাতে বৃথা গর্ব ও বৃথা আবেশ মাত্র জন্মে)—অন্য কিছুই আমি চাহি না, চাহি কেবল শুদ্ধাভক্তি, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কৃপা করিয়া তাই কর, যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার চরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'

শ্লোকস্থ "মম জন্মনি জন্মনি-অংশ হইতে বুঝা যায় শুদ্ধভক্ত জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনাও ভগবচ্চরণে করেন না। শ্রীপ্রহ্লাদও শ্রীনৃসিংহদেবের চরণে এইরূপ প্রার্থনাই করিয়াছিলেন:—'নাথ। জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥—বি পু। ১২।১৮॥'—হে প্রভো। আমার কর্মফল অনুসারে আমাকে তো সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে, কিন্তু যখন যে যোনিতেই জন্মি না কেন হে অচ্যুত। সর্বদা তোমার চরণে যেন আমার অচ্যুতা ভক্তি থাকে।

জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রার্থনায় স্বসুখবাসনা বা নিজের দুঃখনিবৃত্তির বাসনা আছে, ইহা শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। ধন জন কবিতাদির প্রার্থনায়ও স্বীয় ভোগসুখই লক্ষ্য থাকে তাই ইহাও শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। শুদ্ধাভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনাব্যতীত অপর কিছুই থাকে না। শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনায় যদি নিজের সুখ বা দুঃখনিবৃত্তির অভিলাষ থাকে, তবে সেই শ্রীকৃষ্ণসেবার কামনাও শুদ্ধাভক্তির প্রতিকূল। যে-পর্যন্ত চিত্তে ভুক্তিমুক্তির স্পৃহা থাকিবে সে পর্যন্ত শুদ্ধাভক্তি জন্মিতে পারে না। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ র সি ১।২।১৫ ॥'

২৫। শুদ্ধাভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতে প্রভুর চিত্তে দৈন্যভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল—উদ্ঘূর্ণাবশতঃ ভক্তভাবে তিনি মনে করিলেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীব, জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—কিন্তু তাহা ভুলিয়া, কৃষ্ণকে ভুলিয়া তিনি মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া বিষম সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্যের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করিলেন (নিম্নোদ্ধৃত "অয়ি নন্দ-তনুজ"-শ্লোক)। **পুন মাগে**—প্রভু পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। **দাস্যভক্তি**—যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবকরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, তাহা। **দাস্যভক্তি দান**—শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তিদান প্রার্থনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাকে যেন দাস্যভক্তি দেন, ইহাই প্রার্থনা করিলেন। **আপনাকে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে। **সংসার-জীব অভিমান**—প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব বলিয়া মনে করিলেন। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবকে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভুর কৃপাশক্তি তাঁহাতে এইরূপ অভিমান প্রকটিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রভু সংসারী জীব নহেন—তিনি জীবই নহেন, তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্।

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৭১)—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৭

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥ ২৬

কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অয়ীতি। অয়ি কাতরে হে নন্দতনুজ নন্দাত্মজ। তব কিঙ্করং বিষমে ভবাম্বুধৌ অপার-সংসার-সমুদ্রে পতিতং মজ্জিতং মাং কৃপয়া করণভূতয়া পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং নিজপাদপদ্মাশ্রিত-রেণুতুল্যং বিচিন্তয় নিজদাসং কুরু ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৭। অন্বয়। অয়ি নন্দতনুজ (হে নন্দনন্দন)। বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম সংসার-সমুদ্রে) পতিতং (পতিত) কিঙ্করং (তোমার কিঙ্কর) মাং (আমাকে) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) তব (তোমার) পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং (পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য) বিচিন্তয় (বিবেচনা কর)।

অনুবাদ। অয়ি নন্দতনুজ। বিষম সংসার-সমুদ্রে নিপতিত, তোমার কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিতুল্য বিবেচনা কর। ৭

২৬। এক্ষণে দুই পয়ারে "অয়ি নন্দতনুজ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। এই শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত, ইহা শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক। **তোমার নিত্যদাস**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। **তোমা পাসরিয়া**—শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া। **পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে**—আমি (প্রভু) সংসার-সমুদ্রে পড়িয়াছি। **মায়াবদ্ধ হঞা**—মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করায়, মায়াকর্তৃক সংসারে আবদ্ধ হইয়া।

"হে কৃষ্ণ। আমি জীব, তাই স্বরূপতঃ আমি তোমার নিত্যদাস, তোমার সেবা করাই আমার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য, কিন্তু অনাদিকাল হইতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক সুখভোগের জন্য লুব্ধ হইয়াছি, তাই মায়াবদ্ধ হইয়া আমি সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়াছি।"

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাই মায়া তাহাকে সংসার-দুঃখ দিতেছে। 'জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। ২।২০।১০১। কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ ২।২০।১০৪' প্রভু নিজেকে মায়াবদ্ধ সংসারী জীব মনে করিয়া নিজের সম্বন্ধে একরূপ কথা বলিতেছেন।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "অয়ি নন্দতনুজ" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

২৭। প্রভু বলিলেন—"হে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমারই দাস, দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, প্রভো। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার সেবক করিয়া লও, যেন সর্ব্বদাই, তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিয়া, তোমার চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি— তাহাই দয়া করিয়া কর প্রভো।

পদধূলিসম—চরণধূলির মতন, ইহা "পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশম্"-অংশের অর্থ। যদস্থিত ধূলি যেমন পদ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না, তদ্রূপ আমিও যেমন সর্ব্বদা তোমার চরণের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, কখনও যেন তোমার চরণ-ছাড়া না হই। **তোমার সেবক**—আমি স্বরূপতঃ তোমারই দাস। **করোঁ তোমার সেবন**—তোমার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া তোমার সেবা করিব।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "কৃপয়া তব" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদগম।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্তন ॥ ২৮

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৯৪)—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥

প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

নয়নমিতি। হে প্রভো কদা কস্মিনকালে তব নামগ্রহণে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি নামোচ্চারণে গলদশ্রুধারয়া নিচিতং যুক্তং নয়নং ভবিষ্যতি, গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা নিচিতং বদনং ভবিষ্যতি, পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ ভবিষ্যতি। শ্লোকমালা। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

২৮। কৃষ্ণসেবার প্রার্থনা করিয়াই প্রভুর বোধ হয় মনে হইল যে, প্রেমগদ্গদকণ্ঠে শ্রীনামসঙ্কীর্তন করিতে না পারিলে তো শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে না তাই তিনি অত্যন্ত দৈন্য ও উৎকণ্ঠার সহিত সপ্রেম-নাম সঙ্কীর্তনের সৌভাগ্য প্রার্থনা ("নয়নং গলদশ্রু-ইত্যাদি শ্লোকে) করিলেন। এখনও প্রভুর সংসারি জীব-অভিমান রহিয়াছে।

উৎকণ্ঠা—সপ্রেম নাম সঙ্কীর্তনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা। **দৈন্য**—সপ্রেম নামসঙ্কীর্তনের সৌভাগ্য হইতে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলিয়া দৈন্য। **কৃষ্ণ-ঠাঁই**—কৃষ্ণের নিকটে। **সপ্রেম-নাম-সঙ্কীর্তন**—প্রেমের সহিত নামসঙ্কীর্তন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। কদা (কখন—কোন সময়ে) তব (তোমার) নামগ্রহণে (নাম গ্রহণ করিতে) নয়নং (নয়ন) গলদশ্রুধারয়া (বিগলিত অশ্রুধারায় ব্যাপ্ত হইবে) বদনং (বদন) গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা (গদ্গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে) বপুঃ (দেহ) পুলকৈঃ (পুলকদ্বারা) নিচিতং (পরিব্যাপ্ত) ভবিষ্যতি (হইবে)।

অনুবাদ। হে ভগবান! এমন দিন আমার কখন আসিবে যখন তোমার নাম গ্রহণ করিতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হইবে, বদন গদ্গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে সমস্ত দেহ পুলকদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে? ৮

ভক্তভাবে প্রভু প্রার্থনা করিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! এমন সৌভাগ্য আমার কখন হইবে যে, তোমার নাম কীর্তন করিতে করিতে আমার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইবে, আমার কণ্ঠস্বর গদ্গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে এবং আমার দেহ পুলকাবলীতে পরিব্যাপ্ত হইবে? অর্থাৎ নামগ্রহণ করিতে করিতে কখন আমার দেহে রোমাঞ্চ-অশ্রু আদি সাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হইবে? এ সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রেমোদয়ের লক্ষণ তাই এই শ্লোকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই এবং সেই প্রেমভরে শ্রীনামকীর্তনের সৌভাগ্যই প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া বুঝা যায়।

নয়নং গলদশ্রু-শ্লোকটীও প্রভুর স্বরচিত এবং শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক

২৯। প্রেমধন বিনু—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ ধনব্যতীত।

ব্যর্থ—বৃথা, সার্থকতাশূন্য।

প্রেমধন বিনু ব্যর্থ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবনের সার্থকতা, কিন্তু প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও সম্ভব নহে, সুতরাং যাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম নাই, তাহার জীবনই ব্যর্থ, তাহার জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই, কারণ, সে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত, আর তাহার মত দরিদ্রও কেহ নাই, কারণ, যার প্রেম নাই, সুতরাং যাহার কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য নাই—তাহার কিছুই নাই। আর যাঁর প্রেম আছে, তাঁর সমস্তই আছে—কারণ, তাঁর কৃষ্ণ আছেন। তিনি প্রেমধনে ধনী,—সমস্তের আশ্রয় এবং নিদান যে শ্রীকৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণধনে তিনি ধনী।

দাস করি ইত্যাদি—দাস (ভৃত্য) প্রভুর সেবা করে, প্রভু তাহাকে বেতন (মাহিনা) দেন। ভক্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! হে আমার প্রভো! তুমি আমাকে তোমার দাস (ভৃত্য) করিয়া, তোমার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সেবায় নিয়োজিত কর, আমার প্রাপ্য বেতনরূপে আমাকে তোমাতে প্রেম দান করিও, তোমাতে প্রেমব্যতীত অন্য কোনও বেতন আমি চাহি না।'

এ-স্থলে "বেতন" চাওয়াতে স্বার্থানুসন্ধান সূচিত হয় নাই, কারণ বেতনরূপে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমই প্রার্থনা করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমের তাৎপর্য্য, কৃষ্ণসুখার্থে কৃষ্ণসেবা—নিজের সুখলাভ নহে। "বেতন" স্থলে 'বর্ত্তন" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ একই।

প্রেমদাতা কে? আজকাল কেহ কেহ বলিতে চাহেন—কোনও লোক যেমন পদ্মের (উপলক্ষণে মধু বহনকারী অন্যান্য ফুলের) নিকট হইতে মধু আহরণ করিতে পারে না, পদ্ম যেমন কোনও লোককে মধু দেয় না, মধুকরকর্ত্তৃক আহরিত মধুই লোকে পাইতে পারে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট হইতেও কেহ প্রেম লাভ করিতে পারে না, ভগবান কাহাকেও প্রেম দেন না, ভক্তের নিকটেই প্রেম পাওয়া যায়। এই উক্তি কতটুকু বিচারসহ, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

(ক) আলোচ্য পয়ারে ভক্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই প্রেমধন প্রার্থনা করিলেন। "দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।" শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও প্রেম নাই দেন, অথবা তিনি যদি প্রেম দিতে না-ই পারেন, কেহ যদি তাঁহার নিকটে প্রেম না-ই পায়, তাহা হইলে প্রভুর এই প্রার্থনাই নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রভু নিরর্থক বাক্য বলেন নাই।

(খ) শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণকে প্রেম দান করিতে পারেন। 'সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—'সন্তু অবতার বহু কমলনাভের। কৃষ্ণ বিনা অন্য নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥১।৩।২০।' তিনি আরও বলিয়াছেন 'চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥১।৩।১২॥' ইহাতেও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। কেবল তাহাই নহে, তিনি কোনও সময়ে—বহুকাল পূর্ব্বে প্রেম দিয়াছেনও।

উদ্ধবাদিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥" এই শ্লোক। হে ব্রহ্মন্, আমি কোনও সময় কলিতে (ক্বচিৎ কলৌ) শ্রীকৃষ্ণ হরিভক্তি (প্রেম) দিয়া থাকেন। কেবল ভক্তিশাস্ত্র শুনাইবার কথা এই শ্লোকে বলা হয় নাই, হরিভক্তি দানের কথাই বলা হইয়াছে। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি।

এ সমস্ত প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়াও থাকেন।

(গ) ব্রজপ্রেম দান করার নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয় স্বরূপ তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন। 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।', এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া আপামর সাধারণকে প্রেম দিয়াছেনও, ঝারিখণ্ড পথে স্থাবর জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্তও তিনি প্রেম দিয়াছেন।

(ঘ) প্রেমবস্তুটী হইল শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ। "হ্লাদিনীর সার প্রেম।" হ্লাদিনী হইল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত। জীবে এই হ্লাদিনী শক্তি নাই (১।৪।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইলেন প্রেমের মূল উৎস, মূল আধার। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ স্বরূপ যে প্রেম দিতে পারেন না, তাহার হেতুও আছে। যাঁহার অধিকারে যে বস্তু থাকে, তিনি সেই বস্তুই দিতে পারেন, যাঁহার অধিকারে যে বস্তু নাই, তিনি সেই বস্তু দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপগণের ধাম হইল পরব্যোমে (বা বৈকুণ্ঠে)। পরব্যোম হইল ঐশ্বর্য্য প্রধান ধাম, এই ধামে ঐশ্বর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য, সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেম পরব্যোমে থাকিতে পারে না। এজন্যই পরব্যোমের কোনও ভগবৎ স্বরূপই— এমন কি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন না। যেহেতু এই জাতীয় প্রেম তাহাদের অধিকারে নাই। দ্বারকা মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যের ভাব আছে, তত্রত্য পরিকরগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম নাই, তাহাদের প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত, সুতরাং দ্বারকা বা মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ব বুদ্ধিময় বিশুদ্ধ প্রেমের স্থান একমাত্র স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল ব্রজধাম। সুতরাং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই ব্রজপ্রেম বা বিশুদ্ধ প্রেম দিতে পারেন অপর কোনও ভগবৎ স্বরূপ তাহা পারেন না। এই পয়ারে এবং অন্যত্রও 'প্রেম' বলিতে ব্রজপ্রেম বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময় এবং কামগন্ধলেশশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমই সূচিত হইয়াছে। ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

(ঙ) প্রকটলীলাতে সাক্ষাদ্‌ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ যোগ্য ভক্তকে প্রেম দিয়া থাকেন, গৌরস্বরূপে সাধন ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়াও নির্ব্বিচারে তিনি প্রেম দিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদগণের দ্বারাও দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু লীলার অন্তর্দ্ধানে সাধারণতঃ ভজনের সহায়তাতেই এই প্রেম পাওয়া যায়। সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয়॥ ২।১৯।১৫১ এই প্রেম হইল নিত্যসিদ্ধ বস্তু, সাধনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে প্রেমের আবির্ভাব হয়। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ ২।২২।৫৭। কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা। ভ র সি ১।২।২ কিন্তু শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে প্রেম কোথা হইতে আসে? আসে শ্রীকৃষ্ণ হইতে। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তিরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। 'তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫। ২।২২।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এইরূপে দেখা গেল সাধক ভক্তের চিত্ত কোনও এক বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে প্রেম লাভ করেন তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আসে এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই প্রেম দিয়া থাকেন।

(চ) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন— কৃষ্ণরতি (বা ভাব, যাহা প্রেমরূপে পরিণত হয় তাহা) প্রাথমিক-সৎসঙ্গজাত মহাভাগ্য সাধকগণ দুই প্রকারে লাভ করেন এক সাধনে অভিনিবেশ হইতে, আর কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ (প্রসাদ) হইতে। তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশ হইতেই প্রায় সকলে এই রতি বা ভাব লাভ করেন, কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতি অতি বিরল। সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ তদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বিধাভিজায়তে। আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ॥ ভ র সি ১।৩।৫॥" এ স্থলে প্রথমে সাধনাভিনিবেশের কথা বলিয়া তাহার পরে কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তের কৃপার কথা বলায় ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, সাধনাভিনিবেশ ব্যতীতও কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে কৃষ্ণরতি লাভ হইতে পারে— ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তের সাক্ষাদ্ ভাবে অনুগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুগ্রহ সাধারণতঃ প্রকট লীলাতেই সম্ভব। অপ্রকটে যে তাহা একেবারেই সম্ভব নয়, তাহা নহে, কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের সেই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, তাই ইহাকে "বিরলোদয়" বলা হইয়াছে। যাঁহার সাধনে অভিনিবেশ নাই, তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং সাধারণ-ভাবে তাঁহার পক্ষে প্রেমলাভের সম্ভাবনাও নাই। তথাপি, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা উদ্‌বুদ্ধ হইলে স্বীয় অচিন্ত্য-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শক্তির প্রভাবে তাঁহার চিত্তকেও শুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেম দিতে পারেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল সাধনাভিনিবেশের অপেক্ষা না রাখিয়া চিত্তশুদ্ধি করণ বিষয়ে বিশেষ কৃপা, ইহা প্রেমদান বিষয়ে বিশেষ কৃপা নহে, যেহেতু, ভুক্তি মুক্তি বাসনাহীন বিশুদ্ধ চিত্ত জীবকে প্রেম দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্যাকুল। 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব॥' তিনি আপনা হইতেই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষকে সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন—তাহা যেন বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়ে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকিতে পারে (প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫)।

তারপর কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ। কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহজাত রতিকেও বিরলোদয় বলা হইয়াছে। তাহার হেতুও বোধ হয় উল্লিখিত রূপই। প্রকট লীলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের দ্বারা অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণ করাইয়াছেন, এই প্রেম বিতরণে সাধন ভজনের অপেক্ষা রাখা হয় নাই। ইহা মহাপ্রভুর প্রকট লীলার বৈশিষ্ট্য। তখন ইহা বিরলোদয় ছিল না। কিন্তু পরের লীলার অন্তর্দ্ধানের পরে ইহা হইয়া যায় 'বিরলোদয়'। যাহা হউক, কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহে সাধনাভিনিবেশহীন লোকও যে প্রেম লাভ করেন তাহা কিভাবে সম্ভব? কোনও কৃষ্ণভক্ত যদি কোনও ভাগ্যবানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁর প্রেমপ্রাপ্তি কামনা করেন তাহা হইলে ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান সেই ভাগ্যবানকে প্রেম দিয়া সেই কৃষ্ণভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কোনও কৃষ্ণভক্ত এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবান তাহা অপূর্ণ রাখেন না, যেহেতু ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার একটী ব্রত। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ—ইহা তাঁহার শ্রীমুখোক্তি। বাসুদেব দত্ত জগতের সমস্ত জীবের পাপের ভার গ্রহণ করিয়া নরক ভোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাদের উদ্ধারের জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—বাসুদেব, তুমি যখন সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনা করিয়াছ, পরম কৃপালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবকেই উদ্ধার করিবেন, তোমাকে নরক ভোগ করিতে হইবে না।' এস্থলে সমস্ত জীবের প্রতি বাসুদেবের কৃপা হইল—তাঁহাদের উদ্ধারের ইচ্ছা। উদ্ধার করিবেন—শ্রীকৃষ্ণ। বাসুদেবের কৃপা হইল জীবগণের উদ্ধারের পরম্পরাগত হেতুমাত্র, কারণ উদ্ধারের শক্তি না থাকায় বাসুদেব নিজে জীবদিগকে উদ্ধার করেন নাই, তদ্রূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীগোস্বামী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া (মাধবেন্দ্র) পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥ ১৮।২৭॥ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহের ফলে সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর ॥ ১৮।৩০॥ ঈশ্বরপুরীর প্রেম লাভের হেতু—ইহাতে হইল তাঁহার প্রতি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্য শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন— আমারে কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দাসেরে। জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে। ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে ॥ তখন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন —'প্রভু, সর্ব্বদাতা তুমি। তুমি আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥ প্রভু আজ্ঞা করিলে ভাণ্ডারী দিতে পারে। এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥ কায় মন বচনে মোর এই কথা। এতুঙ্গে প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥ শ্রীচৈ ভা অন্ত্য, ৯ম অধ্যায়॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন— ভক্তির ভাণ্ডারী॥ শ্রীমদদ্বৈত প্রভু বলিলেন—'আমি যদি ভাণ্ডারীই হই, ভাণ্ডারের প্রভু (মালিক) কিন্তু তুমি, তুমি আদেশ করিলে আমি ভাণ্ডারের দ্রব্য বিতরণ করিতে পারি।' বাস্তবিক মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই অখণ্ড প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ বা ভাণ্ডার। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াই রাই কানু মিলিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রেমের ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি "পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া" স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন এবং যত্র তত্র এই প্রেম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বিতরণের জন্য স্বীয় পরিকরবৃন্দকে আদেশ দিয়াছেন। 'একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব। একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥ ১।৯।৩২॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ ১।৯।৩৪॥ প্রেম ভাণ্ডারের মালিক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদিকে তাঁহার ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করিয়া প্রেম বিতরণের আদেশ করিলেন। এজন্যই তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে 'ভক্তির ভাণ্ডারী' বলিলেন। ভাণ্ডার কোথায় থাকে? ভাণ্ডারে যে দ্রব্য থাকে, তাহার মালিকের গৃহেই ভাণ্ডার থাকে, ভাণ্ডারী সেই দ্রব্যের রক্ষকমাত্র, ভাণ্ডারীর গৃহে ভাণ্ডার থাকে না। মালিকের আদেশ পাইলেই ভাণ্ডারী ভাণ্ডারের দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত পারেন না। যিনি মালিক, বাস্তবিক তিনিই দাতা। কাহাকেও ভাণ্ডারের দ্রব্য পাওয়াইবার নিমিত্ত যদি ভাণ্ডারীর ইচ্ছা হয়, তবে ভাণ্ডারী মালিকের নিকটে তাহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাহার অভিলষিত ব্যক্তিকে দ্রব্য দেওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে পারেন। এতদতিরিক্ত ভাণ্ডারীর কোনও ক্ষমতা থাকে না। তাই প্রভুর কথার উত্তরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন প্রভু, তুমিই সর্ব্বদাতা, আমি দাতা নই, আমি ভাণ্ডারীমাত্র, তুমি আদেশ করিলেই আমি দিতে পারি। কিন্তু প্রভু তো পূর্ব্বেই আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন— অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহারে। তথাপি শ্রীঅদ্বৈত নিজে প্রেম দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া বলিলেন— কায়মনবচনে মোর এই কথা। এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা। ভঙ্গীতে তিনি জানাইলেন প্রেমভক্তি দানের বাস্তবিক অধিকার আমার নাই, রূপ-সনাতনের প্রেমভক্তি হউক এই ইচ্ছামাত্র আমি করিতে পারি, ইহাতেই আমার অধিকার। প্রভু কায়মনোবাক্যে সেই ইচ্ছাই আমি তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি। প্রভুর আদেশ পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন না আচ্ছা প্রভু তুমি যখন আদেশ করিয়াছ তখন আমি এই দুইজনকে প্রেমভক্তি দিলাম, বা দিতেছি।' ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যই সম্ভবতঃ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছেন— অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহারে। ভক্তমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে প্রভু সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রেম দেওয়ার শক্তি কৃষ্ণ বিনে। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ৩।৭।১২ কাহারও প্রেমপ্রাপ্তির জন্য ভক্তের ইচ্ছা দ্বারা শক্তি তাহে আবির্ভূত হয়, তাহা না হইলে সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বশক্তি প্রকাশ হয় না। ভক্তের চিত্তে রয় শক্তি সঞ্চারিত হয়

শ্রীকৃষ্ণকৃপায় যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাঁহার চিত্তে প্রেম আছে কি না, তিনিও মনে করেন না। তাঁহার অবস্থা শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বীয় প্রলাপোক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ সেহো মোর নাহি কৃষ্ণপায়॥ সুতরাং প্রেমের অধিকারী কৃষ্ণভক্তও কখনও কাহাকেও বলেন না— আমি তোমাকে প্রেম দিব। যে ভাগ্যবানের প্রতি তিনি প্রসন্ন হন তাঁহার প্রেম প্রাপ্তির অভিপ্রায়মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাহাকে প্রেমদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনাও জানাইতে পারেন। এইরূপ ইচ্ছা বা প্রার্থনাই সেই ভাগ্যবানের প্রতি কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ (অনুগ্রহ)। শুদ্ধপ্রেমিক ভক্তের এই ইচ্ছা বা প্রার্থনা ভক্তবৎসল ভগবান পূর্ণ করেন। সুতরাং মূল প্রেমদাতা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তের প্রার্থনাতে প্রেমদানের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভক্তের অনুগ্রহ-পাত্র ভাগ্যবান জীবের চিত্ত বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাহাকে প্রেমদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণভক্তের এইরূপ অনুগ্রহ জনিত কৃষ্ণরতিকেও 'বিরলোদয়' বলার হেতু বোধ হয় এইরূপ। শুদ্ধ প্রেমবান কৃষ্ণভক্তই জগতে অতি বিরল। কোটিজ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥ ২।১৯।১৩১॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ শ্রীভা. ৬।১৪।৫॥"

আর, সাধনাভিনিবেশ হইতে যে কৃষ্ণরতি লাভ হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই। সাধনাভিনিবেশ বশতঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, এই প্রেমও আসে প্রেমের মূল ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রেমের একমাত্র অধিকারী ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেম দিতে পারেন না।

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলপন ॥ ৩০

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২৮)—
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে। ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যুগায়িতমিতি। হে সখি বিশাখে গোবিন্দবিরহেণ হেতুভূতেন মে মম নিমেষেণ ত্রুটিনববাসেন যুগায়িত তদ্বদাচরিত চক্ষুষা নেত্রদ্বয়েন প্রাবৃষায়িতং [illegible] নিমেষবদাচরিত সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িত তদ্বদাচরতি স্ম অতএব মৎপ্রাণনাথং দর্শয়িত্বা প্রাণ রক্ষ ইতি ভাব। শ্লোকমালা। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে কেহ প্রেম পায় না শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও প্রেম দেন না এই উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা উক্তরূপ [illegible] যে [illegible] দিয়া থাকেন [illegible] দৃষ্টান্তই তাহাদের উক্তির অসারতা খ্যাপন করিয়া থাকে। পদ্ম [illegible] মধু দেয় অপর কোনও জীবকেই দেয় না। [illegible] কারণ এই যে মধু আহরণের সামর্থ্য মধুপ [illegible] আছে [illegible] তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণরূপ পদ্ম হইতে মধু গ্রহণের সামর্থ্য কেবলমাত্র ভক্তরূপ মধুকরেরই আছে [illegible] কারণও [illegible] ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজের মধুপ। ভক্তও জীবই, শ্রীকৃষ্ণ যদি [illegible] প্রেম না দেন [illegible] কোনও জীবস্বরূপেই হ্লাদিনী শক্তি নাই [illegible] স্বরূপশক্তিকৃপাব্যতীত [illegible] প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন না [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রেম দিতেও পারেন না [illegible] স্বরূপশক্তি ধারণ করেন। [illegible] ভক্তের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রেম [illegible]

৩০। [illegible] চলিয়া গেল ভক্তভাব অন্তর্হিত হইল, [illegible] প্রভুর চিত্তে উদ্বেগ, বিষাদ দৈন্যাদি [illegible] যুগায়িত নিমেষেণ ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন। [illegible] শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোক। **রসান্তরাবেশে**—অন্যরসে [illegible] **বিয়োগ-স্ফুরণ**—শ্রীকৃষ্ণ বিরহের স্ফুরণ। **উদ্বেগ বিষাদ** [illegible] টীকা [illegible]। **প্রলপন**—প্রলাপ।

শ্লো। ৯। অন্বয়। গোবিন্দবিরহেণ (গোবিন্দবিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ (নিমেষকাল) যুগায়িতং (এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে) চক্ষুষা (চক্ষু) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষার মতন হইয়াছে) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) শূন্যায়িতং (শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা বলিলেন—গোবিন্দ বিরহে আমার এক নিমেষ কাল এক যুগের মতন দীর্ঘ হইয়াছে আমার চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে (সর্ব্বদা প্রবল বেগে অশ্রুধারা বর্ষিতেছে) সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ৯

কৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজেকে শ্রীরাধা এবং রায় রামানন্দকে বিশাখা মনে করিয়া বলিলেন—সখি বিশাখে! শ্রীকৃষ্ণবিরহে এক নিমেষ পরিমিত সময়ও যেন আমার নিকটে এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে—দুঃখের সময় যে আর কাটে না সখি! কতকাল আর আমি এই অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিব? আর দেখ সখি, আমার নয়ন হইতে যেন বর্ষার ধারা প্রবাহিত হইতেছে—তথাপি সখি! বিরহানল তো নির্ব্বাপিত হইতেছে না, আর কতকাল সখি! প্রাণবল্লভের বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইব? সখি! প্রাণবল্লভের অভাবে সমস্ত জগৎ যেন আমি শূন্য দেখিতেছি। এভাবে কিরূপে প্রাণধারণ করিব সখি! শীঘ্র আমার প্রাণনাথকে দেখাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর সখি!"

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥ ৩১
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ ৩২
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখীসব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ক্ষণ-কল্পতার উদাহরণ।

৩১। এক্ষণে "যুগায়িতং"-শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

উদ্বেগ -প্রাণের অস্থিরতা। **ক্ষণ**—ক্ষণমাত্র সময়, অতি অল্প সময়। **যুগসম**—একযুগের তুল্য দীর্ঘ। **উদ্বেগে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণবিরহ জনিত উদ্বেগে সময় যেন আর যায় না, অতি অল্প সময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ মনে হইতেছে। ইহা 'যুগায়িতং নিমেষেণ' অংশের অর্থ।

বর্ষার মেঘ প্রায় ইত্যাদি—নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় অশ্রু দান করিতেছে, বর্ষার ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু বর্ষিত হইতেছে। ইহা 'চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং'-অংশের অর্থ।

৩২। **গোবিন্দ-বিরহে**—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা (গোবিন্দ) শ্রীকৃষ্ণের বিরহে।

শূন্য হৈল ত্রিভুবন ত্রিভুবনই শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। কোথাও এমন কোন জনপ্রাণী আছে বলিয়া মনে হয় না, যাহার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়া শান্তি পাইতে পারি। কৃষ্ণ না থাকায় মনে হইতেছে যেন কোথায়ও কেহ নাই—সব শূন্য, প্রাণ শূন্য, মন শূন্য, দিগ্‌দিগন্ত শূন্য প্রাণ কেবল হাহাকার করিতেছে।

এই পয়ারার্দ্ধ "শূন্যায়িতং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ।

তুষানলে—তুষের আগুনে। তুষের আগুনের শিখা থাকে না, জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে না—দেখিলে আগুন আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ তীব্র তাপ—তীব্র জ্বালা, তুষের আগুনে যাহা ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। উপরে ছাই থাকে, ভিতরে তীব্র তাপ। বিরহ-জ্বালাও এইরূপ—বাহিরে বেশী কিছু দেখা যায় না, ভিতরে হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

তুষানলে ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহের আগুন তুষানলের ন্যায় আমার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহাতে আমার দেহ, মন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, কিন্তু হায়! তথাপি প্রাণ যাইতেছে না, প্রাণ যদি বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলেও এই অসহ্য জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম।

"যেন" স্থলে 'মন' বা দেহ" পাঠান্তর আছে।

৩৩। এক সময়ে শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীরাধার নিকটেও আসেন না, শ্রীরাধার কোনও সখি তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার বিরহ কাতরতার কথা জ্ঞাপন করিলেও তাহা শুনিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইয়াছেন, এমন কোনও ভাবও দেখান না, শ্রীরাধার সখীদের নিকটে শ্রীরাধার কোনও সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন না, শ্রীরাধার বিরহে নিজেও যে খুব কাতর হইয়াছেন, এমন কোনও লক্ষণও প্রকাশ করেন না। এদিকে শ্রীরাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সান্ত্বনা বিধানের উদ্দেশ্যে সখীগণ তাঁহাকে বলিলেন—"রাধে! শ্রীকৃষ্ণ যেমন তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তুমিও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাও—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কোনওরূপ কাতরতা প্রকাশ করিও না, তাঁহার নিকটে কোনও দূতীকেও পাঠাইও না, শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন বলিয়া তোমার যেন কিছুই হয় নাই, এমন ভাব প্রকাশ কর। এইরূপ করিলেই দেখিবে—কৃষ্ণ আর না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।" সখীগণের এইরূপ উপদেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার চিত্তে প্রেমের সঞ্চারি ভাবসমূহ উদিত হইল—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয় ইত্যাদি ভাবসমূহ যেন একই সময়ে তাঁহার চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, এই সমস্ত ভাবের আবেশে শ্রীরাধার মন অস্থির হইয়া পড়িল।

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৩৪
ঈর্ষ্যা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥ ৩৫
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পঢ়িল ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এইরূপ অবস্থায় তিনি সখীদিগের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' ইত্যাদি শ্লোকে সে সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। একদিন রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইল। মনে করিলেন, তাঁহার সখীগণও যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। এই কথা মনে হওয়াতেই শ্রীরাধার পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্যোতক আশ্লিষ্য বা পাদরতাং শ্লোকটী প্রভুর মনে উদিত হয়। তখন প্রভু সেই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন এবং উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে শ্রীরাধার প্রলাপ বাক্যের স্ফূরণ হইল, প্রভু শ্লোকটীর অর্থ করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ উদাসীন হৈল" ইত্যাদি পাঁচ পয়ারে উল্লিখিত বিষয়টী ব্যক্ত করিয়া আশ্লিষ্য বা পাদরতাং শ্লোকটীর অবতারণা করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ উদাসীন হৈল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি ঔদাসীন্য (নির্লিপ্ততা) দেখাইতে লাগিলেন।

করিতে পরীক্ষণ—শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত; শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন।

সখীসব কহে—কৃষ্ণের ঔদাসীন্যে শ্রীরাধার কাতরতা দেখিয়া শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন।

কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ—রাধে, কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা (ঔদাসীন্য) প্রদর্শন কর।

৩৪। **এতেক চিন্তিতে**—সখীগণের উপদেশের কথা (শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করার উপদেশ) চিন্তা করিতে করিতে। **নির্ম্মল হৃদয়**—যে হৃদয়ে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য ব্যতীত আর কিছু নাই। **স্বাভাবিক প্রেমা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার স্বভাবসিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) প্রেম। **স্বভাব**—প্রকৃতি, স্বরূপগত ধর্ম্ম।

সখীগণের উপদেশ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্ম প্রকাশ করিল—শ্রীরাধার হৃদয়ে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয় যখন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃই সমস্ত ভাব আসিয়া পরস্পর শ্রীরাধার চিত্তে উদিত হইল।

৩৫। প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রীরাধার হৃদয়ে কি কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিতেছেন।

ঈর্ষ্যা—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া হয়তো অন্য রমণীর সঙ্গে বিলাস করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবিয়া ঈর্ষার উদয় হইল।

উৎকণ্ঠা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা। 'শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সঙ্গ করিলেও তিনি আমারই "প্রাণনাথ"' ইত্যাদি ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিত হইলেন।

দৈন্য—তাঁহারই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন ভাবিয়া শ্রীরাধার চিত্তে দৈন্যের উদয় হইল।

প্রৌঢ়ি—অধ্যবসায়, প্রগলভতা (শব্দকল্পদ্রুম)।

প্রৌঢ়ি বিনয়—প্রগলভতাময় বিনয়, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা প্রগলভতার সহিত বিনয় বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন, অনর্গল বহুবিধ বিনয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। অথবা অধ্যবসায়ময় বিনয়, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা পুনঃ পুনঃ বিনয় বাক্য বলিতে লাগিলেন, যেন তিনি ফিরিয়া আসেন।

একঠাঞি—একই স্থানে, যুগপৎ। ঈর্ষ্যাদি সমস্ত ভাবই একই সময়ে শ্রীরাধার চিত্তে উদিত হইল।

৩৬। **এত ভাবে**—ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয়াদি ভাবে। **সখীগণ আগে**—সখীগণের সাক্ষাতে,

সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল ॥ ৩৭

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩৪১)—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ১০ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

আশ্লিষ্যেতি। হে সখি বিশাখে। স প্রাণনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পাদরতাং পাদদাসিকাং মাং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু বা, অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং মৃত্যুতুল্য-পীড়িতাং করোতু বা, লম্পটঃ বহুবল্লভঃ স যথা তথা মাং হিত্বা অন্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহারং বিদধাতু করোতু বা, তু তথাপি স এব শ্রীকৃষ্ণ এব মৎ মম প্রাণনাথঃ ন অপরঃ। শ্লোকমালা। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তাঁহাদের উপদেশের উত্তরে। **প্রৌঢ়ি শ্লোক**—প্রগল্‌ভতাময় শ্লোক, যে শ্লোকে শ্রীরাধার প্রগলভতা প্রকাশ পাইয়াছে। **প্রগল্‌ভতা** -নিঃসঙ্কোচে মনের সমস্ত কথা প্রকাশ।

ঈর্ষাদি নানা ভাব যুগপৎ শ্রীরাধার মনে উদিত হওয়ায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হইল, তিনি প্রগলভার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে সখীগণের নিকটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন।

"প্রৌঢ়ি-শ্লোক" শব্দে নিম্নোদ্ধৃত "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকেই শ্রীরাধা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত, ইহা শিক্ষাষ্টকের অষ্টম বা শেষ শ্লোক। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে শ্রীরাধার উক্ত শ্লোকটী স্ফুরিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে এই শ্লোকটী কেহ জানিত না বলিয়াই বোধহয় এই শ্লোকটী মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ। অথবা, শ্রীরাধার মুখেই যখন এই শ্লোকটীর সর্ব্বপ্রথম স্ফুরণ, তখন এই শ্লোকটীকে শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর রচিত বলিলে কোনও দোষ হয় না।

৩৭। সেই ভাবে—শ্রীরাধা যে ভাবে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে, প্রগলভতার সহিত। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু মনে করিলেন যেন তাঁহার সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন, তখন, শ্রীরাধা যেরূপে সখীগণের উপদেশের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন, প্রভুও সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার উক্ত "আশ্লিষ্য" ইত্যাদি শ্লোকটী প্রগলভতার সহিত উচ্চারণ করিলেন।

সেই শ্লোক—শ্রীরাধার উক্ত "আশ্লিষ্য' ইত্যাদি শ্লোক। **উচ্চারিল**—প্রভু উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন। **তদ্রূপ আপনে হইল**—শ্লোক উচ্চারণ করা মাত্রেই প্রভুও ঈর্ষ্যাদি-ভাবাকুলচিত্তা শ্রীরাধার ভাবে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইলেন। **আপনে**—প্রভু নিজে।

শ্লো। ১০। অন্বয়। সঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণ) পাদরতাং মাং (পদদাসী আমাকে) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) পিনষ্টু (বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন) বা (অথবা) অদর্শনাৎ (দর্শন না দিয়া) মর্ম্মাহতাং (আমাকে মর্ম্মাহতই) করোতু (করুন), বা (অথবা) সঃ (সেই) লম্পট (বহুবল্লভ) যথা তথা (যেখানে সেখানে) বিদধাতু (বিহারই করুন), তু (তথাপি) স এব (তিনিই) মৎপ্রাণনাথঃ (আমার প্রাণনাথ) ন অপরঃ (অপর কেহ নহেন)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা কহিলেন—হে সখি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত (আত্মসাৎ) ই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে সেখানে (যে কোনও অন্য রমণীর সহিত) বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, প্রাণনাথ-ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ১০

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে করিয়ে, তার নাহি পাই পার॥ ৩৮

যথারাগঃ—
আমি কৃষ্ণপদ-দাসী,　তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন,　জারেন আমার তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৩৮। **এই শ্লোকের**—"আশ্লিষ্য বা পদরতাং" শ্লোকের।

অতি অর্থের বিস্তার—শ্লোকটীর সম্যক্ অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

তার নাহি পাই পার—শ্লোকটীর অর্থের (তার) পার পাই না। শ্লোকটীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার (গ্রন্থকারের) নাই।

গ্রন্থকার দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটীর যে বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সম্যক্রূপে তাহা বিবৃত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, তাই তিনি অতি সংক্ষেপে (আমি কৃষ্ণপদ-দাসী ইত্যাদি ত্রিপদী সমূহে) তাহা জানাইতেছেন।

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে এই পয়ারটী দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলগ্রন্থে যদি এই পয়ারটী না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, "আমি কৃষ্ণপদদাসী"-ইত্যাদি ত্রিপদীতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রভুকৃত শ্লোকব্যাখ্যা। আর এই পয়ারটী থাকিলে বুঝিতে হইবে, "আমি কৃষ্ণপদ-দাসী"-ইত্যাদি ত্রিপদীতে প্রভুকৃত ব্যাখ্যার দিগ্দর্শন মাত্র দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী "পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ॥ ৫৩॥"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, পরবর্ত্তী উক্তিগুলি মহাপ্রভুরই উক্তি।

৩৯। এক্ষণে আশ্লিষ্য বা পাদরতা" শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে।

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী—শ্রীরাধার ভাবাবিষ্ট প্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণের দাসী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহাই করুন না কেন, সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখ-বিধানই আমার কর্ত্তব্য।" **তেঁহো**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ।

রস-সুখ-রাশি—রসের রাশি ও সুখের রাশি, রসসমূহ ও সুখসমূহ। **রসরাশি**—শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"; তাই শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসই তিনি। রস-স্বরূপে তিনি আস্বাদ্য, আবার রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ অর্থে, তিনি রসের আস্বাদক, রসিক; রস-আস্বাদকের যত রকম বৈচিত্রী আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত, তিনি রসিক-শেখর। **সুখরাশি**—শ্রীকৃষ্ণ সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তিনি আনন্দঘনবিগ্রহ, মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, তাঁহার দেহ ঘনীভূত আনন্দদ্বারা গঠিত, আনন্দব্যতীত তাঁহাতে আর কিছুই নাই।

আলিঙ্গিয়া—আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া। **করে আত্মসাথ**—অঙ্গীকার করেন; দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার দেহের সঙ্গে আমার দেহকে নিষ্পেষিত করেন। ইহা শ্লোকস্থ "আশ্লিষ্য" শব্দের অর্থ।

কিবা—আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎই করুন, অথবা। **না দেন দরশন**—দর্শন না দেন, আলিঙ্গন করা তো দূরে থাকুক, যদি তিনি আমার সাক্ষাতেও না আসেন। **জারেন**—দুঃখে জর্জ্জরিত করেন (দর্শন না দিয়া)। "জারেন আমার তনুমন" স্থলে "জ্বালেন আমার মন" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। জ্বালেন—জ্বালাইয়া দেন, দগ্ধ করেন। **আমার তনুমন**—আমার (শ্রীরাধার) তনু (দেহ) ও মনকে (দুঃখে জর্জ্জরিত করেন)।

"কিবা না দেন দরশন" ইত্যাদি শ্লোকস্থ "অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা" অংশের অর্থ।

তবু—দর্শন না দিয়া আমার দেহ-মনকে দুঃখে জর্জ্জরিত করিলেও। **তেঁহো মোর প্রাণনাথ**—তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণবল্লভই; তথাপি তিনি আমার আপন জনই, তিনি আমার অপর নহেন। ইহা শ্লোকস্থ "মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব" অংশের অর্থ।

"আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" হইতে "মোর প্রাণনাথ" পর্য্যন্ত:—শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দাদিকে

সখি হে। শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ধ্রু॥ ৪০

ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সভারে দেন পীড়া আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বীয় সখী মনে করিয়া বলিতেছেন—"সখি। কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের নিমিত্ত তোমরা আমাকে উপদেশ দিতেছ, কিন্তু সখি। আমি কিরূপে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইব? আমি যে তাঁর চরণ-সেবার দাসী, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার সেবা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই আমার কর্ত্তব্য, আমার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি কিরূপে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারি? সখি। আমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া যদি তিনি আনন্দ পায়েন, তবে আমারও তাতেই সুখ—তাঁর সুখ-বিধানই যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। সখি। শ্রীকৃষ্ণতো রস-স্বরূপ, তিনি যে আনন্দস্বরূপ। তিনি যাহাই করুন না কেন, তাতেই কেবল আনন্দ এবং রসের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই ধারায় সকলকেই পরিপ্লুত করিয়া দেয় সখি। তিনি রসিক শেখর, রস এবং আনন্দ আস্বাদনই তাঁর কার্য্য, রস এবং আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে—তাঁহার রসাস্বাদনের বৈচিত্রী-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি যখন যে-কার্য্যই করুন না কেন, সেই কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিয়া তাঁহাকে সুখী করার চেষ্টা করাই তাঁর দাসীর কর্ত্তব্য—তাহাতেই তাঁর দাসীর আনন্দ, তাহাতেই তার তৃপ্তি, সেই মূর্ত্তিমান্ আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার দাসীর আনন্দ। সখি। তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আর আমি তাঁহার দাসী। তিনি যদি তাঁহার এই দাসীকে দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিত করিয়া আনন্দ পায়েন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থা, আর তাহা না করিয়া, আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দূরে সরিয়া যায়েন—একবারও যদি আমার চক্ষুর সাক্ষাতে না আসেন এবং তাতেই যদি তিনি সুখ পায়েন, তাহাতে তাঁহার অদর্শন দুঃখে আমার দেহ মন জর্জ্জরিত হইলেও তিনি আমার প্রাণবল্লভই, তখনও তাঁহাকে আমার দুঃখদাতা বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না, তাঁর সুখই যে তাঁর এই দাসীর একমাত্র লক্ষ্য সখি। আমার সুখ তো আমি চাই না সখি।"

এ-স্থলে মতি-ভাব-সূচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

৪০। **সখি হে**—রাধাভাবে রায়রামানন্দাদিকে স্বীয় সখী মনে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন "সখি হে।"

মনের নিশ্চয়—আমার মনের নিশ্চিত ধারণা। **অনুরাগ করে**—আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি প্রকাশ করেন। **দুঃখ দিয়া মারে**—তাঁহার অদর্শন দুঃখ দিয়া আমাকে প্রাণান্তক যাতনা দেন। **প্রাণেশ**—প্রাণনাথ। **অন্য নয়**—শ্রীকৃষ্ণ আমার "পর" নহেন। "মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ" অংশের অর্থ।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন:—"সখি। আমার মনের যে নিশ্চিত ধারণা—যাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি, তাহা বলি শুন। শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনাদিদ্বারা আমার প্রতি প্রীতিই প্রকাশ করুন, কিম্বা, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া মরণান্তক দুঃখই দান করুন—তিনিই যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আমার নিতান্ত আপনার লোক, তিনি কোনও সময়েই আমার পর নহেন। যখন তিনি আমার নিকটে থাকিবেন, তখনই যে তিনি আমার বন্ধু, নিতান্ত আপন-জন হইবেন—আর যখন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তখনই যে তিনি আমার পর হইবেন, তা নয় সখি। সকল সময়েই তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আপনজন।"

৪১। তাঁহার মনের ভাব আরও বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

ছাড়ি অন্য নারীগণ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণকে ত্যাগ করিয়া।

মোর বশ তনু-মন—তাঁর তনু-মনকে আমার বশীভূত করিয়া, আমার ইচ্ছানুসারে তাঁহার তনু (দেহ) এবং মনদ্বারা আমার প্রীতিবিধান করিয়া। সর্ব্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনা মনে রাখিয়া (তাঁহার মনকে

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণ সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আমার বশে রাখিয়া) এবং তাহার দেহদ্বারা আমার অভিপ্রায়ানুরূপ ক্রীড়াদি করিয়া (তাঁহার দেহকে আমার বশে রাখিয়া)।

মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া—তাঁহার সঙ্গলাভরূপ সৌভাগ্য আমাকে দান করিয়া। **তা-সভারে**—তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণকে। **দেন পীড়া**—মনঃকষ্ট দেন। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়া করায় তাঁহাদের মনঃকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। **সেই নারীগণে দেখাইয়া**—তাঁহার পরিত্যক্তা প্রেয়সীগণের চক্ষুর সাক্ষাতেই।

পূর্ব্ব ত্রিপদীতে উক্ত 'কিবা করে অনুরাগ'—এই বাক্যের উদাহরণ দিলেন, এই ত্রিপদীতে।

৪২। **কিবা**—অথবা। অন্য প্রেয়সীগণের চক্ষুর সাক্ষাতে আমার সঙ্গেই ক্রীড়া করেন, কিম্বা।

তেঁহো লম্পট—সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ। যে বহু রমণী সম্ভোগ করে তাহাকে লম্পট বলে।

শঠ—যে সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, কিন্তু পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য্য করে, এবং নিগূঢ় অপরাধ করে, তাহাকে শঠ বলে। "প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্। নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥—উ নী না. ২৯।"

ধৃষ্ট—অন্য যুবতীর ভোগচিহ্ন সকল স্বীয় দেহে স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইলেও যে নায়ক স্বীয় প্রেয়সীর সাক্ষাতে নির্ভয়তার সহিত মিথ্যাবচনে দক্ষতা প্রকাশ করিয়া দোষ ক্ষালন করিতে প্রয়াস পায়, তাহাকে ধৃষ্ট বলে। "অভিব্যক্তান্যতরুণী ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ। মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥ উ নী না ৩১।

সকপট—কপটতার সহিত বর্ত্তমান, কপট। যাহার মুখে এক রকম কথা, মনে আর এক রকম ভাব, তাহাকে কপট বলে। **অন্য নারীগণ করি সাথ**—অন্য রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া। **মোরে দিতে মনঃপীড়া**—আমার মনে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

মোর আগে করে ক্রীড়া—আমার সাক্ষাতেই সেই সকল রমণীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন।

এই ত্রিপদীতে পূর্ব্বোক্ত 'কিবা দুঃখ দিয়া মারে' বাক্যের উদাহরণ দিতেছেন।

"ছাড়ি অন্য নারীগণ" হইতে "মোর প্রাণনাথ" পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে পারেন এবং কিরূপেই বা দুঃখ দিয়া তাহাকে মারিতে পারেন তাহা প্রকাশ করিয়া বর্ণিতেছেন। সখি! বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রেয়সীই আছেন, তাহা তোমরা জানই। কিন্তু অন্য সকল প্রেয়সীর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষাতে, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়াই যদি তিনি আমার সঙ্গে ক্রীড়া করেন—সর্ব্বতোভাবে আমার প্রীতিবিধানের বাসনাই মনে পোষণ করেন এবং আলিঙ্গন চুম্বনাদিদ্বারা দেহেও সর্ব্বতোভাবে আমারই অভীষ্ট সিদ্ধ করেন—এই ভাবে তিনি আমার সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকট করিলেও তিনি আমার যেমনি প্রাণবল্লভ—আমার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া, আমার প্রতি শঠতা, ধৃষ্টতা, কপটতা দেখাইয়া, যদি আমারই সাক্ষাতে, আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়াই তিনি তাঁহার অন্য প্রেয়সীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া আমার মনে দুঃখ দিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলেও তিনি আমার তেমনি প্রাণবল্লভই, তাহাতে আমার প্রাণের উপরে, আমার প্রীতির উপরে তাঁহার দাবী একটুও কমিবে না। সখি! আমি জানি, তিনি লম্পট—বহু রমণীতে আসক্ত, আমি জানি, তিনি শঠ—আমার সাক্ষাতে আমাকেই তাঁহার জীবাতু বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু আমার অসাক্ষাতে অন্য রমণীতেই প্রাণ মন অর্পণ করেন, আমি জানি, তিনি ধৃষ্ট—অন্য রমণীর কুঞ্জে নিশাযাপন করিয়া, তাহার চরণের অলক্তক চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া নিশিশেষে আমার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং মিথ্যা কথায় দক্ষতা প্রকাশ করিয়া ঐ অলক্তক-চিহ্নকে গৈরিক-

না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৪৩

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুখী ?।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাথে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী॥ ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাগ বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন, সমস্তই জানি সখি। কিন্তু তথাপি আমার দেহ মন প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না সখি। তিনি যে আমার প্রাণবল্লভ সখি।

এ স্থলে, লম্পট শঠ ধৃষ্ট ইত্যাদি শব্দে ঈর্ষ্যাভাব সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ভাববন্ধন আছে, ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও তাহা ধ্বংস হয় না ইহাই 'মোরে দিতে মনপীড়া' ইত্যাদি ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে। ইহাই প্রেমের লক্ষণ। সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ। উ নী স্থা ৪৬।

৪৩। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুঃখ দেন তখনও কেন তাঁহাকে প্রাণবল্লভ বলিতেছেন তাহার হেতু দেখাইতেছেন।

না গণি আপন দুঃখ নিজের দুঃখের কথা আমি ভাবি না। নিজের সুখ বা দুঃখাভাব আমার অনুসন্ধানের বিষয় নহে। **সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ** আমি একমাত্র শ্রীনাথের (তাঁর) সুখই বাঞ্ছা করি। **তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য**—তাঁর সুখ বিধানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত, আমার এই দেহও তাঁহার সুখের নিমিত্তই।

মোরে যদি ইত্যাদি—আমাকে দুঃখ দিলে যদি তাঁর অত্যন্ত সুখ হয় তবে তাঁহার প্রদত্ত সেই দুঃখও আমার পক্ষে পরমসুখ কারণ তাতে তিনি সুখী হয়েন, তাঁর সুখেই আমার সুখ। **সুখবর্য্য** সুখশ্রেষ্ঠ পরমসুখ।

সখি। তিনি যখন আমাকে দুঃখ দেন তখনও তিনি আমার প্রাণবল্লভ কেন বলি শুন। আমি তো কখনই আমার নিজের সুখ চাই না সখি। আমি কখনও এমন আশা করি নাই যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সুখী করুন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দুঃখ না দেন। আমি চাই কেবল তাঁর সুখ আমার দেহ, মন, প্রাণ—আমার সমস্ত চেষ্টা—একমাত্র তাঁর সুখ বিধানের নিমিত্তই উৎসর্গীকৃত। আমাকে দুঃখ দিলে যদি তিনি সুখী হয়েন, তবে তিনি আমাকে দুঃখ দিউন, ইহাই আমি চাই, আমার দুঃখ যদি তাঁহার সুখের হেতু হয় তবে সেই দুঃখ আমার দুঃখ নয়, পরমসুখ বলিয়াই সেই দুঃখকে আমি অম্লানবদনে বরণ করিয়া লইব সখি। তাঁর সুখই যখন আমার প্রাণের সাধ, তখন তাঁহার সুখের হেতুভূত দুঃখ যখন তিনি আমাকে দেন তখন তিনি আমার প্রাণের কামনাই পূর্ণ করেন, তাই তখনও তিনি আমার প্রাণনাথ। প্রাণনাথব্যতীত প্রাণের কামনা আর কে পূর্ণ করিতে পারে সখি।

এ স্থলে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম প্রদর্শিত হইতেছে।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রেয়সী সঙ্গেও যে স্বরূপতঃ শ্রীরাধার দুঃখ হয় না, তাহা বলিতেছেন। **যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীকে বাঞ্ছা করেন সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। **যার রূপে সতৃষ্ণ**—যে রমণীর রূপসুধা পান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত। **তারে না পাঞা** ইত্যাদি—সেই রমণীকে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুঃখী হয়েন কেন? সেই নারীর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের থাকিবে কেন? আমি সেই নারীকে আনিয়া কৃষ্ণকে দিয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব।

সেই নারী যদি কৃষ্ণের নিকটে আসিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাকে আনিবেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন।

মুঞি তার পায়ে ইত্যাদি—সেই রমণী যদি কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে অনিচ্ছুক হয়, তবে আমি তাহার নিকটে

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥ ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যাইয়া, তাহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিব, অনুনয় বিনয় তাহাকে সম্মত করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া কৃষ্ণের কাছে লইয়া যাইব এবং তাহার সঙ্গে কৃষ্ণের ক্রীড়া করাইয়া কৃষ্ণকে সুখী করিব।

"সখি! কৃষ্ণ যদি কোনও রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত লালসান্বিত হয়েন, আর যদি সেই রমণী কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রাণে কতই না দুঃখ হয়। আমার প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃখ আমার প্রাণ কিরূপে সহ্য করিতে পারে সখি! আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে কেন এই দুঃখ সহ্য করিতে দিব। সেই রমণীকে আনিয়া আমি কৃষ্ণের দুঃখ দূর করিব। আমি সেই রমণীর গৃহে যাইয়া তাহাকে অনুনয় বিনয় করিব, তাহার পায়ে পড়িয়া তাহাকে সম্মত করাইব—তারপর আমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া আনিয়া আমার প্রাণবল্লভের হাতে অর্পণ করিব, তাহার সঙ্গে আমার প্রাণবল্লভের ক্রীড়া করাইয়া আমার প্রাণবল্লভকে সুখী করিব—আমার প্রাণের গূঢ়তম সাধ পূরাইব।'

শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত ব্রজগোপীদিগের যে কতদূর ব্যাকুলতা, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বাহ্যিক সম্ভোগাদির প্রাধান্য নহে, প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণ সুখের নিমিত্ত ব্যাকুলতার, বাহ্যিক আচরণ, সেই ব্যাকুলতার একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

৪৫। প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত যদি কৃষ্ণের অভিপ্রেত রমণীর পায়ে ধরিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে সম্মত করাইতে শ্রীরাধা প্রস্তুত হয়েন এবং নিজে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলেই নিজে কৃতার্থ হইলেন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীর কুঞ্জে গমনাদির জন্য শ্রীরাধা মান করিতেন কেন? শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন ভর্ৎসনাদি বা করিতেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ' ইত্যাদি ত্রিপদীতে—কান্তাকৃত তাড়ন ভর্ৎসনে, এবং মানে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন বলিয়াই শ্রীরাধা এসমস্ত করিতেন।

রোষ—প্রণয় রোষ, রোষাভাস। রোষ অর্থ ক্রোধ, অনিষ্টসাধনই রোষের তাৎপর্য, যেমন শত্রুর প্রতি রুষ্ট হইয়া লোক তাহার অনিষ্ট করে, তাহাকে বধ পর্যন্ত করে। কিন্তু শিশু পুত্রের প্রতি স্নেহময়ী জননীর, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর যে রোষ সময় সময় দেখা যায়, শিশুর বা প্রণয়ীর অনিষ্ট সাধন বা মনঃকষ্ট উৎপাদন সেই রোষের উদ্দেশ্য নহে—শিশুর মঙ্গল বিধান, বা প্রণয়ীর সুখোৎপাদন বা সুখোৎপাদনের হেতু উদ্ভাবনই এইরূপ রোষের উদ্দেশ্য, স্নেহ বা প্রণয়ই এইরূপ রোষের ভিত্তি, কিন্তু শত্রুর প্রতি যে রোষ, হিংসাই তাহার ভিত্তি, হিংসামূলক রোষই বাস্তবিক রোষ, আর স্নেহমূলক বা প্রণয়মূলক রোষকে রোষ না বলিয়া রোষাভাস বলাই সঙ্গত—ইহা দেখিতে রোষের ন্যায় দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক রোষ নহে, ইহার উদ্দেশ্য রোষের বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের যে রোষ, তাহাও প্রণয়রোষ, রোষাভাস।

সাধারণ রোষ ও প্রণয়-রোষে পার্থক্য এই যে, সুখভোগে বিঘ্ন জন্মিলে বিঘ্নকারীর উপরে জন্মে রোষ, আর প্রিয়ব্যক্তি নিজে যদি এমন কোনও কার্য্য করেন, যাহাতে তাহার নিজের দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপরে জন্মে প্রণয় রোষ। রোষের মূলে আত্ম সুখানুসন্ধান, প্রণয় রোষের মূলে, প্রিয় সুখানুসন্ধান।

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ—কৃষ্ণকান্তা কোনও গোপী যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করেন। **কৃষ্ণ পায় সন্তোষ**—কান্তার প্রণয়-রোষ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। যাহাদের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহ বা প্রণয়ের বন্ধন আছে, এইরূপ নিতান্ত আপনজনব্যতীত অন্য কেহ প্রণয়-রোষ দেখাইতে পারে না, মদীয়তাময় ভাবের—নিতান্ত আপনা-আপনি ভাবের—অভিব্যক্তি-বিশেষই প্রণয়-রোষ, তাই ইহা আস্বাদ্য—সন্তোষজনক, কারণ,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

মদীয়তাময় ভাবের যে কোনও অভিব্যক্তিই লোকের সন্তুষ্টির কারণ হয় (১।৪।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে কার্য্যে কৃষ্ণের দুঃখের আশঙ্কা আছে, এমন কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণ করেন, তাহা হইলেই শ্রীরাধিকাদি মানবতী হইয়া তাঁহার প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর কুঞ্জে গেলে শ্রীরাধিকাদি অনেক সময়ে রুষ্টা হয়েন; কারণ, তাহাতে কৃষ্ণের দুঃখের সম্ভাবনা আছে বলিয়া শ্রীরাধিকাদি মনে করেন। অন্য রমণী হয়তো শ্রীকৃষ্ণের মরম বুঝিয়া সেবা করিতে পারিবে না—হয়তো শ্রীকৃষ্ণের কুসুম-কোমল অঙ্গে কঙ্কণের দাগ বসাইয়া দিবে—তাতে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, এইরূপ অমর্ম্মজ্ঞা রমণীদের নিকটে কৃষ্ণ কেন কষ্ট ভোগ করিতে যায়েন—ইহা ভাবিয়াই শ্রীরাধিকাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-রোষ। ইহার উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণসুখ বাসনা হইতে, তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-পোষক। যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের আশঙ্কা থাকে না, সে-স্থলে শ্রীরাধা নিজেই কৌশল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্য রমণীর নিকটে পাঠাইয়া দেন—যেমন নিজের সখীদের নিকটে। "যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥ নানাছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায়॥ ২।৮।১৭১-২॥" আবার প্রেমের স্বভাব-সিদ্ধ কুটিলগতিবশতঃ বিনা কারণেও অনেক সময় শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, প্রণয়ের বৈচিত্রী হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে। ইহাও মদীয়তাময় ভাব প্রকাশক।

সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে—অন্য রমণীর নিকটে গিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধা মানভরে শ্রীকৃষ্ণকে যখন তিরস্কার (ভর্ৎসনা) করেন, কিম্বা নিজের কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া (তাড়ন) দেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুখ পায়েন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদ স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩॥"

যথাযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যতটুকু মান করা যোগ্য।

মান—পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক নায়িকার মনোগত যে ভাবটি তাহাদের অভীষ্ট আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির বাধা জন্মায়, উপযুক্ত বিভাবাদির সংযোগে সেই ভাবটীকে মান বলে। "দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।— উ. নী. মান। ৩১।"

যথাযোগ্য করে মান—যতটুকু মান করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইতে পারে, ততটুকু মান, করেন। মানের অবস্থায় শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুনয়-বিনয়াদি করিতে থাকেন, তখন শ্রীরাধা নানাভাবে মিলনের বাধা দেন, যখন বুঝেন যে আর বেশী বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে, তখন তিনি মান ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন।

ছাড়ে মান অলপ সাধনে—শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করিলেই (সাধিলেই) শ্রীরাধা মান ছাড়িয়া দেন। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, শ্রীকৃষ্ণকান্তা শ্রীরাধার এই মানের ভাব তাঁহার হৃদয়োত্থিত নহে, ইহা একটা অভিনয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা অভিনয় নহে, অভিনয় কপটতাময়, তাহা সুখপোষক হয় না। মান একটী হৃদয়োত্থিত ভাব, নচেৎ ইহাতে সঞ্চারিভাবের উদ্গম অসম্ভব হইত। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার হৃদয় হইতেই, কৃষ্ণসুখ-পোষণের নিমিত্ত এই মানের ভাব উদ্গত হয়। ইহার মূলেই যখন শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বাসনা বিদ্যমান, তখন, শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় ও কাতরাদি দর্শনে তাঁহার দুঃখের আশঙ্কা, মর্ম্মব্যথার আশঙ্কা করিয়া মানবতী শ্রীরাধা অল্পতেই মান ছাড়িয়া দেন।

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ" হইতে "অলপ সাধনে" পর্য্যন্ত :—

"সখি! তোমরা হয়তো বলিতে পার যে, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত অন্য নারীর হাতে পায়ে ধরিয়াও তাহাকে আনিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম করাইয়া যখন কৃষ্ণকে সুখী করিতে আমি প্রস্তুত, তখন কৃষ্ণ অন্য কুঞ্জাদিতে গমন করিলে আমি মান করি কেন? তাঁর তাড়ন-ভর্ৎসনই বা করি কেন? কেন করি তা শুন সখি!

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজসুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তোমরা ত জান, রসিক-শেখর কৃষ্ণের কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার উপর রুষ্টা হইয়া তাঁকে তিরস্কার করে, বা কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ অতিশয় সুখী হয়েন, তাই তাঁর প্রেয়সীরা কারণে বা অকারণে **তাঁহার উপর মান করিয়া থাকেন, কৃষ্ণও** তাঁতে অত্যন্ত সুখ পায়েন, মান করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-**বিনয় করিলেই আবার মান** ছাড়িয়া দেন—নচেৎ শ্রীকৃষ্ণের কোমল প্রাণে যে ব্যথা লাগিবে সখি! নিজের সুখের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কৃষ্ণকান্তাগণ কৃষ্ণের উপর মান করেন না – তাঁরা মান করেন, কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত এবং মান ছাড়িয়াও দেন কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত।"

৪৬। পূর্ব্ব ত্রিপদীতে "ছাড়ে মান অলপ সাধনে" বাক্যে সূচিত হইতেছে যে, কৃষ্ণকান্তাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রোষ দেখান, তাহা গাঢ় রোষ নহে—অতি পাতলা রোষ, রোষের আভাস মাত্র, তাই অল্পতেই ইহা দূরীভূত হয়। বাস্তবিক যাহারা কৃষ্ণের সুখ চাহে, তাহারা কখনও কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু যাহারা নিজের সুখ কামনা করে, তাহারা কৃষ্ণের মরম বুঝিতে পারে না—তাহারাই কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। এক্ষণে একথাই বলিতেছেন।

জীয়ে কেন—কেন জীবন ধারণ করে? কেন বাঁচিয়া থাকে?

কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে—কিরূপ ব্যবহারে কৃষ্ণের প্রাণে দুঃখ জন্মিবে, ইহা যে জানে। কান্তাকৃত গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণে কষ্ট পাইবেন, ইহা যে জানে।

তবু—কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানিয়াও।

গাঢ় রোষ—যে রোষ সহজে দূর হয় না। গাঢ়শব্দের অর্থ গুরু, ঘন। গায়ে যদি মাটী লাগে, তাহা হইলে জলে ধুইয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয়। গায়ের মাটী যদি খুব গাঢ় (ঘন এবং গুরু) তাহা হইলে ঐ মাটী ধুইয়া ফেলিতে অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্টও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গায়ের মাটী যদি খুব পাতলা হয়, অতি সহজেই তাহা দূর করা যায়। ২।১ বার ধুইয়া ফেলিলেই চলে। রোষ সম্বন্ধেও তদ্রূপ, যদি খুব সামান্য মাত্র রোষ হয়, তাহা হইলে দু'একটা অনুনয়-বিনয়ের কথাতে, দু' এক ফোঁটা চোখের জলেই তাহা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু খুব বেশী গাঢ় রোষ হইলে সহজে তাহা দূর হয় না—তাহা দূর করিবার নিমিত্ত প্রণয়ী নায়ককে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

নিজসুখে মানে কাজ—নিজের সুখকেই কাজ (প্রধান কার্য্য বলিয়া) মানে (মনে করে)। যে-রমণী কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করে, সে তাহার নিজের সুখকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে, কৃষ্ণ তাহাকে যতই সাধাসাধি করিতে থাকেন, ততই তাহার চিত্তে আনন্দ জন্মিতে থাকে, তাই, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সে তাহার রোষকে রক্ষা করিয়া থাকে, যেন কৃষ্ণও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সাধাসাধি করিয়া তাহাকে সুখ দিতে পারেন। কিন্তু এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সাধাসাধিতে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রেয়সীর অপ্রিয়ভাজন হইয়া থাকাতে কৃষ্ণের প্রাণে যে কত কষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি সেই হতভাগ্য রমণীর লক্ষ্যই থাকে না। নিজের সুখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

অথবা, নিজসুখে মানে কাজ—নিজসুখের নিমিত্তই মানে (মান-বিষয়ে)) তাহার কাজ (প্রবৃত্তি); কৃষ্ণকৃত অনুনয়-বিনয়াদি লাভ করিয়া নিজের প্রাণে সুখ-অনুভব করার আশাতেই সেই রমণী মান করে; কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে মান করে না।

পড়ু তার শিরে বাজ—সেই রমণীর মাথায় বজ্র পড়ুক (বজ্রপাত হইয়া অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হউক)। যে রমণী কৃষ্ণের সুখ চাহে না, কেবল নিজের সুখের নিমিত্তই কৃষ্ণকে কষ্ট দেয়, তার মথায় বজ্রপাত হউক।

যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুঞি তার ঘরে যাঞা তারে সেবোঁ দাসী হঞা তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

"সখি। যে-নারী কৃষ্ণের মরম জানে, কিসে কৃষ্ণের সুখ হয়, কিসে কৃষ্ণের দুঃখ হয়, ইহা যে জানে—সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে যে, কান্তার গাঢ় রোষে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণে অত্যন্ত দুঃখ পায়েন। ইহা জানিয়াও যে-নারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ দেখায়—সে কৃষ্ণের সুখ চাহে না, নিজের সুখই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। তাহার রোষ দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অনুনয়-বিনয় করিবেন- তাই সে রোষ করে, কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়ে তার প্রাণে সুখ জন্মে—তাই শীঘ্র সে তাহার রোষ ছাড়ে না—রোষ ছাড়িলেই যে অনুনয় বিনয় বন্ধ হইবে তাহার সুখের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে। এমন স্বসুখ তৎপরা নারী কেন জীবিত থাকে? জীবিত থাকিয়া কেন কৃষ্ণকে কষ্ট দেওয়ার হেতু হয়? এইরূপ রমণী যত শীঘ্র মরে ততই মঙ্গল—কৃষ্ণের দুঃখ-সম্ভাবনা ততই কমিয়া যাইবে, এমন হতভাগা রমণীর মাথায় বজ্রাঘাত হয় না কেন? এমন রমণী শীঘ্র মরিয়া যাউক, যাতে কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধি হইবে। আমি চাই, একমাত্র কৃষ্ণের সুখ, ইহাব্যতীত অপর কিছুই আমার কাম্য নহে।"

কোনও কোনও গ্রন্থে 'মর্ম্মব্যথা" স্থানে, "মর্ম্ম নাহি" পাঠ আছে। অর্থ--যে নারী কৃষ্ণের মরম জানে না। যে কৃষ্ণের মরম জানে, তার পক্ষেই কৃষ্ণের প্রতি প্রণয় রোষ প্রকাশ করা সাজে কারণ, সে বুঝিতে পারে, কতটুকু রোষে কৃষ্ণের সুখোৎপত্তি হইতে হইতে পারে। কিন্তু যে কৃষ্ণের মরম জানে না—তার পক্ষে প্রণয়রোষ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে, আত্মসুখসর্ব্বস্বা নারী কৃষ্ণের মর্ম্ম না জানিয়াও কৃষ্ণের প্রতি রোষ করিয়া থাকে।

"নিজ সুখে মানে কাজ" স্থানে 'নিজ সুখে মানে লাভ' পাঠান্তরও আছে, অর্থ—নিজের সুখকেই লাভ মনে করে।

"তার শিরে" স্থলে "তার মুণ্ডে" পাঠান্তরও আছে। মুণ্ডে—মাথায়।

৪৭। শ্রীরাধা যে কেবল কৃষ্ণসুখই চাহেন, আর কিছুই চাহেন না, তাহা আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। শ্রীরাধিকার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না কোনও গোপীও যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধন হয়, তাহা হইলে সেই গোপীও শ্রীরাধিকার প্রাণসমা প্রিয়া।

"যে গোপী মোর" হইতে সুখের উল্লাস" পর্য্যন্ত :—'সখি। কোনও গোপী যদি আমাকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষুতেও দেখে, কিন্তু আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়েন, তাহার সঙ্গে সঙ্গমাদি ইচ্ছা করেন, সেই গোপীও যদি আমার প্রাণবল্লভের অভীষ্ট সঙ্গমাদিদ্বারা তাহার সন্তোষ বিধান করে—তাহা হইলে সখি। আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা হইলেও সেই গোপীকে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া আমি মনে করিব, সে যে, আমার প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন। কি দিয়ে আমি তার ঋণ শোধ করিব সখি। সেই গোপীর ঘরে যাইয়া তার দাসী হইয়া যদি তার সেবা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সুখী হইতে পারি।" এ-স্থলে সেবার জন্য উৎকণ্ঠা, দৈন্য ও বিনয় প্রকাশ পাইতেছে।

প্রাণবল্লভের সুখ-সাধন কোনও বস্তু, ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অপ্রিয় হওয়ার হেতু থাকিলেও, শুদ্ধ-প্রেমবতী শ্রীরাধিকার অপ্রিয় হয় না, পরন্তু পরম-প্রীতির বস্তুই হইয়া থাকে। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের এইরূপই স্বভাব। যেখানে প্রেম, সেখানে ব্যক্তিগত বিষয়ের চিন্তার অবকাশ নাই, কারণ, সেখানে ব্যক্তিত্বই থাকে না, প্রেমের বন্যায় সেখানে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, এই ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াই প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়।

কুষ্ঠিবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি, পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৪৮। পূর্ব্বোক্ত ত্রিপদীতে যাহা বলা হইয়াছে, কুষ্ঠিবিপ্রের রমণীর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

কুষ্ঠিবিপ্রের উপাখ্যানটী এইরূপ। অত্যন্ত দরিদ্র এক বিপ্র ছিলেন, তাঁর ছিল সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। তাঁর এক পত্নী ছিলেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধ্বী, পতিগতপ্রাণা, পতির সুখ বিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। কিন্তু তাঁর পাতিব্রত্যও বিপ্রের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না। একটী সুন্দরী বেশ্যার রূপে বিপ্র মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু একে নিতান্ত দরিদ্র, তাতে আবার ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া বিপ্র অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন, বেশ্যাটিকে নয়ন ভরিয়া একবার দেখিতে পাইলেও যেন তাঁর প্রাণ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা ছিল না—কারণ, বিপ্র নিজে অচল। তাই বিপ্র যেন জীয়ন্তে মরিয়া রহিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহার মনোদুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া ঐ দুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অর্থ নাই—যদ্দ্বারা তিনি বেশ্যাটীকে বশীভূত করিতে পারেন। পতি-সুখ-সর্ব্বস্বা সেই বিপ্রপত্নী তখন ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়ের কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নিজেই দাসীর ন্যায় ঐ বেশ্যাটীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেবাদ্বারা তিনি বেশ্যাকে সন্তুষ্ট করিলেন, পরে বেশ্যাটী তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বামীকে দেখা দিতে সম্মত হইল—কিন্তু তাহাও বেশ্যার নিজ গৃহে, সে বিপ্রের গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। বিপ্রপত্নী উল্লাসের সহিত স্বামীকে আনিতে গেলেন। বিপ্রের কিন্তু চলিবার শক্তি নাই, তাই বিপ্রপত্নী রাত্রিকালে নিজের স্বামীকে বহন করিয়া বেশ্যার গৃহে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মার্কণ্ডেয় মুনি শূলের উপর বসিয়া তপস্যা করিতেছেন, তপস্যায় তিনি সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় কুষ্ঠিবিপ্রের স্পর্শে মুনির সমাধিভঙ্গ হয়—ক্রোধে মুনি শাপ দিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলেই বিপ্রের যেন মৃত্যু হয়। শাপ শুনিয়া পতিব্রতা বিপ্রপত্নী প্রমাদ গণিলেন—মুনিবর তাঁহারই বৈধব্যের ব্যবস্থা করিলেন, সূর্য্যোদয় হইলেই তিনি বিধবা হইবেন, মুনির শাপ ব্যর্থ হইতে পারে না। নিজের বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা ভাবিয়াই যে বিপ্রপত্নীর দুঃখ তাহা নহে, অতৃপ্তবাসনা লইয়া স্বামী মরিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি দুঃখিত। যাহাতে বিপ্রের সহসা মৃত্যু না হইতে পারে, তাহার উপায় বিধানের জন্যই তখন বিপ্রপত্নীও বলিলেন “আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে এই রাত্রি প্রভাত হইবে না। সতীর বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না—সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইয়া গেল, সূর্য্য যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল, রাত্রি প্রভাত হইল না। সূর্য্যোদয় না হওয়াতে পৃথিবীতে নানা অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব এই তিনজনই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিপ্রপত্নীকে বুঝাইয়া বলিলেন তিনি যেন সূর্য্যোদয়ে সম্মতি দেন, সূর্য্যোদয় হইলে মুনির শাপে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে বটে, কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাঁহার স্বামীকে আবার বাঁচাইয়া দিবেন। তাঁহাদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বিপ্রপত্নী সূর্য্যোদয়ে সম্মতি দিলেন, রাত্রি প্রভাত হইল, বিপ্র একবার মরিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবের কৃপায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন—কিন্তু কুষ্ঠময় দেহে নহে, তাঁহার রোগ দূর হইয়াছিল, বিপ্র সুন্দর দেহ পাইয়াছিলেন, আর ব্রহ্মাদির দর্শনের প্রভাবে তাঁহার বেশ্যাসক্তিও দূরীভূত হইয়াছিল।

কুষ্ঠি—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। **রমণী**—পত্নী। **কুষ্ঠিবিপ্রের রমণী**—গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পত্নী। **পতিব্রতা-শিরোমণি**—পতিব্রতা রমণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেননা, পতির সুখের নিমিত্ত নিজে তিনি বেশ্যার সেবা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। **পতি লাগি**—পতির সুখের নিমিত্ত। **কৈল বেশ্যার সেবা**—সেবা-শুশ্রূষাদ্বারা বেশ্যাকে সন্তুষ্টা

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোরপ্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখি করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৪৯

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী' অভিমান॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিলেন। বিপ্রপত্নীর অর্থ ছিল না, যদ্দ্বারা তিনি স্বামীর অভিপ্রায়-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশ্যাকে বশীভূত করিতে পারেন। তাই তিনি সেবাদ্বারা তাহাকে বশীভূত করার চেষ্টা করিলেন।

স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি—সূর্য্যের গতিকে স্তম্ভিত করিলেন, সূর্য্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না, যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল। "আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে রাত্রি প্রভাত হইবে না"—বিপ্রপত্নীর এই বাক্যের ফলে সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইল, সূর্য্যোদয় হইতে পারিল না, রাত্রিও প্রভাত হইল না।

জিয়াইল মৃতপতি—মার্কণ্ড-মুনির শাপে রাত্রি প্রভাত হইলেই বিপ্রপত্নীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কৃপায় মৃত বিপ্র বাঁচিয়া উঠিলেন।

মুখ্য তিন দেবা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন দেবতাকে। **তুষ্ট কৈলে** ইত্যাদি—পতিব্রতা বিপ্রপত্নী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে তুষ্ট করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে বিপ্রপত্নী সূর্য্যোদয়ের অনুমতি দিয়াছিলেন, তাতে তাঁহারা তুষ্ট হইয়াছেন, বিশেষতঃ বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য দেখিয়া তাঁহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার তাঁহার মৃতপতিকে বাঁচাইলেন, তাঁহার ঘৃণিত রোগ দূর করিয়া তাঁহাকে সুন্দর দেহ দিলেন এবং তাঁহার বেশ্যাসক্তি দূর করিয়া দিলেন।

৪৯। কৃষ্ণ মোর জীবন ইত্যাদি—"সখি! কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণব্যতীত আমি বাঁচিতে পারি না, কৃষ্ণ আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ধন সখি! কৃষ্ণ আমার প্রাণেরও প্রাণ। এই কৃষ্ণকে—আমার হৃদয়ের হৃদয় কৃষ্ণকে—হৃদয়ে ধরিয়া সেবা করিয়া যেন সুখী করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য কর্ম—ইহাই আমার ধ্যান, ইহাই আমার জপতপ—সমস্ত।" এস্থলে "উৎকণ্ঠা" প্রকাশ পাইতেছে।

এই মোর সদা রহে ধ্যান—কিসে কৃষ্ণকে সুখী করতে পারিব, ইহাই আমি সর্ব্বদা চিন্তা করি।

৫০। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরাধা কৃষ্ণসুখব্যতীত আর কিছুই যদি কামনা না, করেন, নিজের সুখ যদি তিনি একটুও না চাহেন, তবে তিনি নিজ দেহ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন কেন? নিজ দেহকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সামগ্রী করিলেন কেন? শ্রীকৃষ্ণের কেবল সেবা করিয়াই তো তৃপ্ত হইতে পারিতেন? আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমাদি করেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "মোর সুখ সেবনে" ইত্যাদি।

মোর সুখ সেবনে- শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারিলেই আমার (শ্রীরাধার) সুখ, সঙ্গমে আমার নিজের কোনও বাসনা নাই। এস্থলে "সেবন"-শব্দে রতি-ক্রীড়াত্মক সঙ্গমব্যতীত অন্য উপায়ে (পাদসেবাদিদ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের উপায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে

কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে—কিন্তু আমার সহিত সঙ্গম (রতিক্রীড়া) করিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন। কৃষ্ণের সুখে যেমন শ্রীরাধার সুখ, তেমনি শ্রীরাধার সুখেই কৃষ্ণের সুখ, শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও স্ব-সুখবাসনা নাই, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই শ্রীকৃষ্ণের ব্রত। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমেচ্ছার মূলে রহিয়াছে শ্রীরাধার সুখবিধান, শ্রীকৃষ্ণের নিজের সুখ-বিধান নহে।

অতএব দেহ দেও দান—সঙ্গমে আমার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণ যখন আমার সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন, আমার সহিত সঙ্গম করিতে পারিলেই যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সুখী মনে করেন, তখন তাঁহার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সুখ-সাধন আমার এই দেহকে আমি তাঁহার চরণে অর্পণ করি—তাঁহার ক্রীড়া-সামগ্রী করিয়া দেই।

কান্তসেবা সুখপূর,   সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি,   তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি—তাহার কান্তার ন্যায় আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া, লোক স্বীয় কান্তার দেহ যেমন সম্ভোগ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে আমার দেহকে সম্ভোগ করিয়া তদুপায়ে আমাকে তাহার কান্তাত্ব দিয়া।

কহে "তুমি প্রাণেশ্বরী"—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাহার "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া সম্বোধন করেন। "কহে মোরে প্রাণেশ্বরী" পাঠান্তরও আছে।

মোর হয় দাসী অভিমান—তিনি আমাকে "প্রাণেশ্বরী বলিয়া ডাকিলেও, আমার কিন্তু "তাহার প্রাণেশ্বরী" বলিয়া নিজেকে মনে হয় না, তখনও আমার মনে হয়, আমি তাহার দাসী মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দেহ উপভোগ করিয়া শ্রীরাধাকে তাঁহার কান্তাত্ব ও প্রাণেশ্বরীত্ব দিয়াছেন, আবার নিজেও প্রাণের অন্তস্থল হইতে তাঁহাকে "প্রাণেশ্বরী" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন, তথাপি কিন্তু শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া অভিমান জাগে না—শ্রীকৃষ্ণের "দাসী" বলিয়াই সর্বদা অভিমান জাগে। ইহাই শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের মাহাত্ম্য সূচিত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী যিনি হইবেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহ, মন, প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিবার অধিকার তাঁহারই থাকিবে—কারণ, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের ঈশ্বরী, সুতরাং দেহ-মনেরও ঈশ্বরী। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুখ-সাধন-বস্তু-রূপেই পরিগণিত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরীত্বের অভিমান যাঁহার আছে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ-মন-প্রাণ যে তাঁহার সুখ-সাধন—এই ধারণাও তাঁহার স্বভাবতঃই থাকিবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সুখ-সাধন বস্তুরূপে শ্রীরাধা কোনও সময়েই মনে করেন না—এইরূপ ধারণার ছায়াও কোনও সময়ে তাঁহার মনে স্থান পায় না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের "প্রাণেশ্বরী" বলিয়া অভিমানও কোনও সময়ে তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

শ্রীরাধা চাহেন,—নিজের সুখ দুঃখের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাসীর ন্যায় সেবা করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিতে; তাই "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসী" এই অভিমানই সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তে জাগরূক।

৫১। কান্তের সহিত সঙ্গম-সুখ অপেক্ষা তাঁহার পাদসম্বাহনাদি-সেবার সুখ যে অনেক বেশী, তাহা বলিতেছেন। ইহা দ্বারা—সঙ্গম-সুখ না চাহিয়া কেন সেবা-সুখ চাওয়া হয়—তাহারও সমাধান করিতেছেন।

সুখপূর—সুখের পূর্তি, সুখের সমুদ্র, পরিপূর্ণ সুখ।

কান্তসেবা সুখপূর—কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি সেবাই সুখের সমুদ্রতুল্য, তাহা হইতেই পরিপূর্ণ সুখ পাওয়া যায়। কান্তের সেবা হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাতেই হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে, তাই অন্য কোনও সুখের বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না।

সঙ্গম হৈতে সুমধুর—কান্তের সহিত সঙ্গমে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে কান্তের সেবা-সুখ অনেক বেশী মধুর, আস্বাদ্য। কান্ত-সঙ্গমের সুখ হইতে কান্তসেবার সুখ পরিমাণেও অনেক বেশী (সুখপূর) এবং মধুরতায়ও অনেক শ্রেষ্ঠ। তাই সেবা-সুখ পাইলে আর সঙ্গম-সুখের নিমিত্ত কোনওরূপ লালসা জন্মে না। মধুর আস্বাদ যে পায়, গুড়ের জন্য তাহার আর লোভ থাকে না।

তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী—সঙ্গমসুখ হইতে যে সেবাসুখ অনেক বেশী এবং অনেক গুণে মধুরতর, শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীই তাহার প্রমাণ। লক্ষ্মী কিরূপে ইহার প্রমাণস্থানীয়া হইলেন, তাহা বলিতেছেন "নারায়ণের হৃদে" ইত্যাদি বাক্যে।

নারায়ণের হৃদে স্থিতি—নারায়ণের হৃদয়ে শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীর স্থিতি, শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে এত প্রীতি করেন যে, সর্ব্বদা তিনি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন।

এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায় ।
ভাবে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধরণ না যায় ॥ ৫২

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

তভু পাদসেবায় মতি—লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও, তাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, নারায়ণের পাদ-সেবার নিমিত্তই তাঁহার ইচ্ছা (মতি) হয়।

সেবা করে—লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবা (পাদসেবাদি) করেন (বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি ত্যাগ করিয়া)।

দাসীঅভিমানী—নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী প্রেয়সী হইয়াও, নারায়ণের প্রাণেশ্বরী হইয়াও শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজেকে নারায়ণের দাসী মনে করিয়াই সেবাদি করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, "প্রেয়সী"-অভিমান অপেক্ষা "দাসী" অভিমানই বেশী লোভনীয়, আর কান্তের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া বিহারাদি করা অপেক্ষা কান্তের পাদ-সম্বাহনাদি সেবার আকর্ষণই অনেক বেশী, স্বয়ং লক্ষ্মীও নারায়ণের বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া নারায়ণের পাদ-সম্বাহনাদির নিমিত্ত লুব্ধা হয়েন।

সঙ্গম সুখ অপেক্ষাও সেবা-সুখের আতিশয্য খ্যাপন করায় সেবা পরায়ণা-মঞ্জরীদিগের অসমোর্দ্ধ আনন্দই সূচিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না, যে স্থানে কৃষ্ণকৃত-সঙ্গম-চেষ্টার সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থানেও তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কেবলমাত্র সেবা নিমিত্ত তাঁহারা ব্যাপৃত, তাই তাঁদের আনন্দও অসমোর্দ্ধ।

এ পর্য্যন্ত রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর প্রলাপ-বচন শেষ হইল। ইহার পরবর্ত্তী ত্রিপদীগুলি গ্রন্থকারের উক্ত।

৫২। **এই রাধার বচন**—'আমি কৃষ্ণপদদাসী' হইতে "সেবা করে দাসী অভিমানী" পর্য্যন্ত উক্তিসমূহ

বিশুদ্ধ প্রেম—স্বসুখ বাসনাগন্ধশূন্য কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য্যময় প্রেম।

বিশুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ—ইহা "রাধার বচনের" বিশেষণ। বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ আছে যাহাতে সেই রাধার বচন। "আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" হইতে 'সেবা করে দাসী অভিমানী' পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। নিজের সুখ-দুঃখের—মান অভিমানাদির কোনরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণেরই দাসী অভিমানে তাঁহার সেবা করা—ইহাই বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণ।

আস্বাদয়ে ইত্যাদি—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিশুদ্ধ-প্রেমের লক্ষণযুক্ত শ্রীরাধার বচনসমূহ আস্বাদন করেন। **ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে

ভাবে মন অস্থির—শ্রীরাধার উক্তি আস্বাদন করিবার সময়ে, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে রাধা ভাবাবিষ্ট প্রভুর মন অস্থির হইয়া গেল। **সাত্ত্বিক**—অশ্রু, কম্প, স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয়ে। **ব্যাপে শরীর**—শরীরে ব্যাপ্ত হয়। আস্বাদনকালে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রভুর দেহে প্রকটিত হইল। **মন-দেহ ধরণ না যায়**—মন ও দেহকে স্থির করা যায় না। নানাবিধ ভাবের উদয়ে প্রভুর মন অস্থির, কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে প্রভুর দেহ অস্থির

৫৩। **জাম্বুনদ**—সম্যক্‌রূপে পবিত্র, যাহাতে অপবিত্রতার গন্ধ মাত্রও নাই। **হেম**—স্বর্ণ, সোনা। **জাম্বুনদ হেম**—অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ যাহাতে খাদের গন্ধ মাত্রও নাই, এরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণ। **আত্ম-সুখের**—নিজের সুখের। **গন্ধ**—লেশমাত্রও। ২।২।৩৮-পয়ারের টীকায় "জাম্বুনদ" শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেম ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, ইহাতে স্ব-সুখবাসনারূপ মলিনতা নাই। বিশুদ্ধ স্বর্ণে যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর লেশমাত্রও থাকে না, তদ্রূপ বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমেও

এই মত প্রভু তত্তদ্ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পঢ়িয়া॥ ৫৪

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কৃষ্ণের সুখ-বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনাই নাই, ইহাতে স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। **সে প্রেম**—সেই বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেম। **—এই শ্লোক**—"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক। **সে প্রেম জানাইতে** ইত্যাদি—কাম-গন্ধহীন বিশুদ্ধ ব্রজপ্রেমের মর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রভু "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। **পদে**—"আমি কৃষ্ণপদ-দাসী" ইত্যাদি পদে। **অর্থের নিবন্ধ**—শ্লোকার্থের বৃত্তি, অর্থের বিবৃতি।

পদে কৈল ইত্যাদি—কেবল শ্লোকটীর রচনা করিয়াই পরমকরুণ প্রভু ক্ষান্ত হয়েন নাই। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোক,—বিশেষতঃ অতি সংক্ষিপ্ত—সকলে হয়তো ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; তাই তিনি কৃপা করিয়া "আমি কৃষ্ণপদদাসী" ইত্যাদি পদ সমূহে উক্ত শ্লোকটীর বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"পদে" স্থানে "পাদ" এবং "পদ" পাঠান্তরও আছে। অর্থ—অর্থের নিবন্ধরূপ (আমি কৃষ্ণপদদাসী ইত্যাদি) পদ (পাদ—পদ) করিলেন।

"নিবন্ধ" স্থলে "নির্ব্বন্ধ" পাঠও আছে। নির্ব্বন্ধ—পুনঃ পুনঃ যত্ন। পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়া (নানাবকম উদাহরণাদি দ্বারা বক্তব্য বিষয়টীকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়া) শ্লোকটীর অর্থ প্রকাশ করার নিমিত্ত প্রভু "আমি কৃষ্ণপদদাসী" ইত্যাদি পদ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৫৪। **তত্তদ্ভাবাবিষ্ট**—শ্রীরাধার সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া, যে যে ভাবের বশীভূত হইয়া শ্রীরাধা "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোকাদি বলিয়াছিলেন সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

তত্তৎ শ্লোক—সেই সেই শ্লোক, ভাবের আবেশে শ্রীরাধা যে সকল শ্লোক বলিয়াছিলেন। "যুগায়িতং নিমেষেণ" ও "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" ইত্যাদি শ্লোক।

৫৫। **অষ্টশ্লোক**—চেতোদর্পণমার্জ্জনাদি আটটী শ্লোক। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রভু পূর্ব্বেই এই আটটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, পরে প্রেমোন্মাদ-অবস্থায় শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রায়রামানন্দাদির সঙ্গে সেই আটটী শ্লোক আস্বাদন করিলেন এবং প্রলাপ করিয়া তাহাদের অর্থ প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত এই আটটী শ্লোককে শিক্ষাষ্টক-শ্লোক বলে।

এই আটটী শ্লোকের বেশ সুন্দর এক ধারাবাহিকতা আছে; জীবের পক্ষে সার কথা যাহা শিক্ষণীয়, তাহাই এই শিক্ষাষ্টকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ "চেতোদর্পণ" শ্লোকে শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবদ্ধ জীবকে নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রলুব্ধ করার হেতু এই যে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবানের তো অনন্ত নাম; কোন নাম কীর্ত্তনীয়? এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু "নাম্নামকারি" ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) দ্বিতীয় শ্লোকে জানাইলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন অভিলাষ বশতঃ ভগবানের একই নামে সকলের রুচি না হইতে পারে, তাই পরমকরুণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত নাম প্রকটিত করিয়াছেন, যেন প্রত্যেক লোকই স্বীয় অভিরুচি-অনুসারে ভগবানের যে কোনও নাম কীর্ত্তন করিতে পারে। প্রত্যেক নামই যেন অভীষ্টফলপ্রদ হয়, তাই ভগবান্ প্রত্যেক নামেই স্বীয় সমগ্র অচিন্ত্য শক্তি বিভাগ করিয়া অর্পণ করিয়াছেন, কেবল ইহাই নহে—যাহাতে যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে নাম-কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নাম-গ্রহণের নিমিত্ত কোনও বিশেষ নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করেন নাই। এত কৃপা জীবের প্রতি শ্রীভগবানের!

প্রভুর শিক্ষাষ্টকশ্লোক যেই পড়ে-শুনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৫৬

যদ্যপিহ প্রভু কোটীসমুদ্র-গম্ভীর।
নানাভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবন্নামের অনন্ত ফল কীর্ত্তিত হইলেও নাম-কীর্ত্তনের মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রাপ্তি। নিরপরাধ জীব একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে, কিন্তু অপরাধী জীবের পক্ষে তাহা হয় না। কিরূপে নাম-কীর্ত্তন করিলে অপরাধী জীব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারে, পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি" ইত্যাদি (শিক্ষাষ্টকের) তৃতীয় শ্লোকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন। "তৃণাদপি" শ্লোকানুযায়িনী চিত্তের অবস্থা অপরাধী মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ঐ অবস্থা জন্মিতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বোধ হয়, তাহাই উপদেশ দিলেন—নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে প্রভো! ধন-জনাদি কিছুই আমি চাহি না, মায়াবশে যদিও ধন-জনাদির কামনা চিত্তে উদিত হয়, তথাপি প্রভো, তুমি ধন-জনাদি আমাকে দিও না—তোমার চরণে অচলা অহৈতুকী ভক্তিই তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দিও, ইহাই প্রভু তোমার চরণে প্রার্থনা (ন ধনং ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোক)।" আরও প্রার্থনা করিতে হইবে—"হে নন্দ-তনুজ! আমি আপন কর্ম্মদোষে বিষম সংসার সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছি, তথাপি প্রভু! আমি তোমারই নিত্যদাস—কৃপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার দাস বলিয়া মনে কর, তোমার চরণধূলির ন্যায় সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও। করিয়া যাহাতে তোমার চরণ-সেবা করিতে পারি, তাহাই কর প্রভো! (অয়ি নন্দ-তনুজ ইত্যাদি পঞ্চমশ্লোক)"—আর প্রার্থনা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, প্রভো! এমন দিন আমার কবে হইবে—যখন তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, অঙ্গ পুলকাবলীতে ভূষিত হইবে, আর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে—গদ্‌গদ্ বাক্যমাত্র স্ফুরিত হইবে (নয়নং গলদশ্রুধারয়া ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোক)।" এইরূপ প্রার্থনার সহিত নামকীর্ত্তন করিতে করিতেই চিত্তে তৃণাদপি শ্লোকানুযায়ী ভাবের উদয় হইবে, কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম আবির্ভূত হইলে সাধকের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাও "যুগায়িতং নিমেষেণ" ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন—হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের উৎকট লালসা জন্মিবে, কৃষ্ণের বিরহ স্ফুরিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় এক নিমেষ-পরিমিত সময়কেও ভক্তের নিকটে যেন এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইবে—তাঁহার নয়নে সর্ব্বদাই বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে সমস্ত জগৎই তাঁহার নিকট এক বিরাট শূন্য বলিয়া মনে হইবে।

প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বলিয়া ব্রজপ্রেমের স্বরূপটীও প্রভু "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" ইত্যাদি অষ্টম শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—এই প্রেম কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়, নিজের সুখ-দুঃখ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভাল-মন্দ ইত্যাদি সমস্তের ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার চেষ্টাই ব্রজপ্রেমের একমাত্র তাৎপর্য্য।

৫৬। **পড়ে শুনে**—পাঠ করে এবং শ্রবণ করে।

এই পয়ারে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিতেছেন (গ্রন্থকার)।

৫৭। **কোটি-সমুদ্রগম্ভীর**—সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য অপেক্ষাও কোটিগুণ গাম্ভীর্য্য যাঁহার।

নানাভাবচন্দ্রোদয়ে—নানাবিধ সঞ্চারি-ভাবাদিরূপ চন্দ্রের উদয়ে।

সমুদ্র স্বভাবতঃ গম্ভীর (অচঞ্চল) হইলেও চন্দ্রোদয়ে যেমন তরঙ্গাদির আকারে তাহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বভাবতঃ সমুদ্র অপেক্ষাও কোটি গুণে গম্ভীর হইলেও, নানাবিধ সঞ্চারিভাবের উদয়ে তিনি সময় সময় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৫৮
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ ৫৯
দ্বাদশবৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধুসনে ॥ ৬০
সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে বর্ণে—নাহি পায় অন্ত ॥ ৬১
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৬২
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৬৩
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৬৪
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৫৮-৯। "যেই যেই শ্লোক" হইতে "করে আস্বাদন" পর্য্যন্ত দুই পয়ার। শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে, রায়-রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকে এবং বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীরাধার বর্ণিত ভাববিশেষের যে সমস্ত শ্লোক আছে প্রভু সেই সমস্ত শ্লোক পাঠ করিতেন এবং যেই শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু সেই শ্লোক আস্বাদন করিতেন।

জয়দেবে—জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দে। **ভাগবতে**—শ্রীমদ্ভাগবতে। **রায়ের নাটকে**—রায় রামানন্দরচিত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকে, **কর্ণামৃতে**—শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে। **সেই সেই ভাবাবেশে**—শ্লোকে শ্রীরাধার যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

৬০। দ্বাদশ বৎসর—প্রভুর নীলাচলবাসের শেষ বার বৎসর। **ঐছে দশা**—ঐরূপ অবস্থা, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্টতা। **রাত্রিদিনে**—দিনে ও রাত্রিতে সকল সময়ে প্রভুর রাধাভাবের আবেশ থাকিত। **দুই বন্ধু**—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর। ইহাদের সঙ্গেই প্রভু শেষ বার বৎসর রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণরস আস্বাদন করিতেন, গৌর লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন।

৬১। শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ বার বৎসরে যে সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, স্বয়ং অনন্তদেব নিজের সহস্র বদনে বর্ণন করিয়াও তাহার অন্ত পায়েন না।

৬২। গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী নিজের দৈন্য জানাইতেছেন। স্বয়ং অনন্তদেব সহস্রবদন হইয়াও সহস্র-বদনে যাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি তাহা কিরূপে বর্ণন করিব? তবে যে বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছি, তাহাকে লীলাবর্ণনা বলা যায় না, কেবল আত্ম-শোধনের উদ্দেশ্যে আমি সেই অনন্ত লীলাসমুদ্রের এক কণিকামাত্র স্পর্শ করিয়াছি।

আপনা শোধিতে—আত্ম-শোধনের নিমিত্ত, নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে।

৬৩। যত চেষ্টা—প্রভুর যত আচরণ।

যত প্রলাপ—প্রভুর যত প্রলাপ। **নাহি তার পার**—তাহার অন্ত নাই।

৬৪-৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে লীলাবর্ণনার প্রকার বলিতেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) প্রভুর যে-সকল লীলা বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী সেই সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সূত্রাকারে উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। আর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে-সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী সে-সকল লীলাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতির ভয়ে কোনও লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন নাই, তথাপি অনেক লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থ খুব বড় হইয়া গিয়াছে।

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥ ৬৬
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই-অনুসারে হবে আর আস্বাদন ॥ ৬৭
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৬৮
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন ॥ ৬৯
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭০
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ? ॥ ৭১
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥ ৭২
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥ ৭৩
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৭৪
'যে কিছু বর্ণিল—সেহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি' গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত লীলা একত্র করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে।

প্রথম যে লীলা বর্ণিল—শ্রীচৈতন্যভাগবতে। শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। **তার ত্যক্ত**—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরিত্যক্ত। **অবশেষ**—অবশিষ্ট লীলা, বৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহার বর্ণনার পরে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা। **লীলার বাহুল্যে**—অধিক সংখ্যক লীলা বলিয়া।

৬৬। **সে সব লীলা** ইত্যাদি—গ্রন্থের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে-সকল লীলা বর্ণন করেন নাই, সে সকল লীলাও আর সমস্ত বর্ণন করিতে পারিলাম না।

৬৮। **বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি**—লীলাতে আমার বুদ্ধির প্রবেশ নাই, লীলা বুঝিতে পারি না। **তাতে**—সেই জন্য, বুদ্ধি-প্রবেশ নাই বলিয়া।

৭২। **যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি**—যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি। "যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ" স্থলে "যাতেক বুদ্ধ্যের গতি তেতেক" পাঠান্তরও আছে। অর্থ একই।

৭৩। **নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র**—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপার পাত্র। **তেঁহো**—বৃন্দাবনদাস **আদি ব্যাস**—প্রথম বিস্তারক। ব্যাসদেব যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবন-দাসও সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস গৌরলীলার আদি ব্যাস (সর্ব্বপ্রথম লীলাবর্ণনকারী)।

৭৪। **তাঁর আগে**—শ্রীবৃন্দাবনদাসের সম্মুখে।

যদিও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাই নিত্যানন্দের কৃপায় অবগত ছিলেন, তথাপি অল্প কয়েকটী লীলা বর্ণন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

৭৫। শ্রীলবৃন্দাবনদাস নিজ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন "—আমি আমার গ্রন্থে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলা যাহা কিছু লিখিলাম, তাহাও অতি সংক্ষেপে লিখিলাম, আর আমি লিখিতে পারি না।" বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর সূত্রমধ্যে যে-সকল লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন, সে-সকল লীলাও সমস্ত বর্ণন করিতে পারেন নাই, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লীলাবর্ণনে তিনি এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ঐ লীলাই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় গৌরলীলা সম্যক বর্ণন করেন নাই। "চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে— ॥ ৭৬
'সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥' ৭৭
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে—'ব্যাস আগে করিব বর্ণনে' ॥ ৭৮
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধিসমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥ ৭৯
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার। বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন। নিত্যানন্দ-লীলাবর্ণনে হইল আবেশ॥ চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ ১৮৮২ ৪ ॥'

"রাখিয়াছে লিখিয়া" স্থলে "রাখিয়াছে উট্টঙ্কিয়া' পাঠও আছে। উট্টঙ্কিয়া—উল্লেখ করিয়া, লিখিয়া।

৭৬। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে সমস্ত-লীলাবর্ণন করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তিই ইহার প্রমাণ।

চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল", পরে ইহার নাম হয় "শ্রীচৈতন্যভাগবত"।

৭৭। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানেই লিখিয়াছেন যে, "গৌরলীলা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, বিস্তার করিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে বেদব্যাস এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন।"

৭৮। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে। ইহা পূর্ব্বপয়ারের মর্ম্ম। চৈতন্যভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত পয়ারেও দেখিতে পাওয়া যায়:—'শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥ আদি, ১ম অঃ।"

সত্য কহে ইত্যাদি—কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন:—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বলিলেন, "ভবিষ্যতে ব্যাসদেব এই লীলা বর্ণন করিবেন এ কথা সত্যই, কারণ যিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার কলিযুগলীলা বর্ণন করিবার অধিকারও সেই ব্যাসদেবেরই, তাই আমিও ইহা বর্ণন করিতে পারিলাম না, বাস্তবিক ব্যাসদেবই ভবিষ্যতে বর্ণন করিবেন।

৭৯। চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—চৈতন্যলীলারূপ অমৃতের সমুদ্র। **দুগ্ধাব্ধি সমান**—দুগ্ধের সমুদ্রের ন্যায় স্বাদু এবং অনন্ত।

ঝারী—গাড়ু, জলপাত্র।

তেঁহো—বৃন্দাবনদাস।

শ্রীচৈতন্যের লীলা সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত, কেহই ইহা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে না। যিনি যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি পায়েন, তিনি ততটুকুই বর্ণনা করেন, বৃন্দাবনদাসও যতটুকু বর্ণনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, ততটুকুই বর্ণনা করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলারূপ অমৃত-সমুদ্র দুগ্ধ সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঝারী ভরিয়া তাঁহার তৃষ্ণানুরূপ (যে পর্য্যন্ত তৃষ্ণানিবৃত্তি না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত) পান করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলাকে সমুদ্রের সঙ্গে এবং লীলাবর্ণন-শক্তিকে ঝারীর সঙ্গে তুলনা দেওয়ায়, লীলাবর্ণন-শক্তির দৈন্য সূচিত হইতেছে।

৮০। তাঁর—বৃন্দাবনদাসের। **ঝারীশেষামৃত**—ঝারীতে অবশিষ্ট যে-অমৃত ছিল। বৃন্দাবনদাস যে-ঝারীতে লীলামৃত পান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে ঝারীতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই আমি পান

আমি অতি ক্ষুদ্রজীব—পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৮১
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৮২
'আমি লিখি, এতো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলীসমান ॥ ৮৩
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৮৪
নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে-বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল,—রাত্রিদিনে মরি ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

করিলাম, তাহা পান করিয়াই (অতেকে) আমি তৃপ্ত হইলাম, আর পান করিবার ইচ্ছা আমার নাই (তৃষ্ণা মোর গেলা)।

ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, বৃন্দাবনদাসঠাকুর যে যে লীলা বর্ণন করিবেন বলিয়া সূত্রমধ্যে লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই, তাহা তাহাই কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিলেন।

৮১-২। রাঙ্গাটুনি—এক রকম অতি ক্ষুদ্র পক্ষী।

পানী—জল।

"আমি অতি ক্ষুদ্রজীব" হইতে "লীলার বিস্তার" পর্য্যন্ত:—গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্রজীব—রাঙ্গাটুনি পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র। রাঙ্গাটুনি যেমন পিপাসার্ত হইয়া সমুদ্রের জল পান করিতে যায়, কিন্তু সমুদ্রের একবিন্দু জল পান করিয়াই তৃপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ অনন্ত-বিস্তৃত লীলা বর্ণন করিবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া লীলাবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু সেই লীলাসমুদ্রের এক কণিকা স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছি। সমগ্র শ্রীচৈতন্যলীলার তুলনায় আমার বর্ণিত লীলা যে কত ক্ষুদ্র, এই দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝিয়া লইবে। একটী রাঙ্গাটুনি যতটুকু জল পান করিতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় তাহা যত ক্ষুদ্র, শ্রীচৈতন্যের সমগ্র লীলার তুলনায়, আমার বর্ণিত লীলাও তত ক্ষুদ্র।"

৮৩। আমি লিখি ইত্যাদি—কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন, "আমি শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করিতেছি বলিয়া যে অভিমান করিতেছি, তাহা মিথ্যা অভিমান মাত্র, কারণ, এই লীলা বাস্তবিক আমি বর্ণনা করিতেছি না, আমার এই শরীর কাঠের পুতুলের ন্যায় শক্তিহীন। কাঠের পুতুল যেমন লীলাগ্রন্থ লিখিতে পারে না, আমারও তদ্রূপ কোন গ্রন্থ লেখার শক্তি নাই।' তবে কে এই গ্রন্থ লিখিতেছেন? তাহা বলিতেছেন—'কাঠের পুতুল যেমন নিজে নাচিতে পারে না পুতুল-ক্রীড়ক তাহাকে নাচায়, তদ্রূপ আমারও লিখিবার শক্তি নাই, শ্রীরূপ-সনাতনাদির কৃপা এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপা আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।"

৮৪-৫। তাঁহার শরীর যে গ্রন্থলিখনের উপযোগী নহে, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে।

বৃদ্ধ—বুড়া। **জরাতুর**—বার্দ্ধক্যে কাতর, অচল। **আমি অন্ধবধির**—চক্ষুতে দেখি না, কানে শুনি না। **হস্ত হালে**—লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। **মনোবুদ্ধি** ইত্যাদি—আমার মন স্থির নহে (চঞ্চল), বুদ্ধিও স্থির নহে, কোনও বিষয়ে চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করার শক্তি আমার নাই। **নানারোগে গ্রস্ত**—নানাবিধ ব্যাধি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

চলিতে-বসিতে না পারি—আমি হাটিতে পারি না, স্থির হইয়া বসিতেও পারি না—(রুগ্ন ও বৃদ্ধ বলিয়া)। **পঞ্চরোগের**—বহুবিধ রোগের। পঞ্চশব্দ এ-স্থলে বহুত্ব-সূচক, যেমন "পাঁচ রকম কথা—নানাবিধ কথা।" "পঞ্চরোগের" স্থলে "পঞ্চক্লেশের" পাঠান্তর আছে। **পঞ্চক্লেশ**—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ—॥ ৮৬
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত (আর) শ্রীশ্রোতাবৃন্দ ॥ ৮৭
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ ॥ ৮৮
ইঁহাসভার চরণকৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতি কৃপা করে ॥ ৮৯
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়, তভু রহিতে না পারি ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ইহাদ্বারা গ্রন্থকার জানাইতেছেন যে, বার্দ্ধক্যাদিবশতঃ তাঁহার শরীর যেমন অশক্ত, অবিদ্যাদিবশতঃ তাঁহার মনও তদ্রূপ লীলাবর্ণনের অযোগ্য।

৮৬। পূর্ব্বগ্রন্থে—মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। **ইহা**—আমার বার্দ্ধক্য ও রোগের কথা। **তথাপি লিখিয়ে**—বৃদ্ধ ও রোগকাতর হইয়াও কেন এই গ্রন্থ লিখিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে)।

৮৮। শ্রীস্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর। তাঁহার কড়চা অবলম্বন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী অনেক লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। **শ্রীরঘুনাথ** ইত্যাদি—এস্থলে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীগুরুদেবের (দীক্ষাগুরুর) উল্লেখ করিতেছেন। "শ্রীগুরু"-শব্দের অন্বয় কি "শ্রীরঘুনাথের" সঙ্গে হইবে, না কি 'শ্রীজীবের" সঙ্গে হইবে, এই পয়ার হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী ৩।২০।১৩৮ পয়ারে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন —"শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ। সুতরাং আলোচ্য পয়ারে "শ্রীরঘুনাথের' সঙ্গেই যে "শ্রীগুরু"-শব্দের অন্বয় হইবে, ৩।২০।১৩৮ পয়ার হইতেই বুঝা যায়, শ্রীরঘুনাথই কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ১।১।২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৯। ইঁহা সভার—শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্তবৃন্দ, শ্রীচরিতামৃতের শ্রোতাগণ, শ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী, ইঁহাদের শ্রীচরণ কৃপার শক্তিই আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

আর এক হয়—এতদ্ব্যতীত আরও একজন আছেন, যিনি আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন (তিনি শ্রীমদন-মোহন, পর পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে)।

৯০। শ্রীমন্মদনগোপাল আদেশ দিয়া আমাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া বলা সঙ্গত নহে, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারি না। **কহিতে না জুয়ায়**—বলিলে দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইবে বলিয়া বলা সঙ্গত নয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী যখন বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীমন্মদনগোপালের মন্দিরে যাইয়া মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালা তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছিল। পূজারী আনিয়া সেই মালা কবিরাজ গোস্বামীর কণ্ঠে দিলেন। কবিরাজ মনে করিলেন, মদনগোপালের কৃপাদেশই মালারূপে তাঁহার বক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১।৮।২৯-৭২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

অন্যত্রও কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়। কাষ্ঠের পুত্তলি যেন কুহকে নাচায়॥ ১।৮।৭৩-৭৪॥" গৃহস্থ তাহার পালিত শুক পাখীকে যাহা শিখাইয়া দেয়, পাখী তাহাই বলে, তাহাতে পাখীর কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। যাহারা পুতুল নাচায় তাহারা সুতার সাহায্যে পুতুলকে আকর্ষণ করিয়া যে ভাবে নাচায়, পুতুল সেই ভাবেই নাচে; ইহাতে পুতুলের কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—"গ্রন্থলিখনে আমারও তদ্রূপ কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। শ্রীমদনগোপাল আজ্ঞামালা দিয়া আমাকে যেন তাঁহার লিপিকর (লেখক)-রূপেই নিয়োজিত করিয়াছেন। তারপর, আমাদ্বারা তিনি যাহা লিখাইতেছেন, আমিও তাহাই লিখিতেছি,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যে-ভাবে লিখাইতেছেন, সেই ভাবেই আমিও লিখিতেছি।" শ্রীমদনগোপাল অবশ্য শ্রুতিগোচর ভাবে মুখে কিছু বলিয়া যান নাই; ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া ভগবান্ যেমন তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, শ্রীমদনগোপালও যাহা লিখিতে হইবে, তাহা কবিরাজ-গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদ্বারা লেখাইয়া লইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের আদেশেই যে কবিরাজ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তো তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন (আদি ৮ম পরিচ্ছেদ), সুতরাং শুকপাখীর বা পুতুলের ন্যায় তিনি একেবারে কর্তৃত্বশূন্য, একথা বলার তাৎপর্য্য কি?

সবই সত্য। তবে তাহার তাৎপর্য্য এই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শেষলীলা বর্ণনের জন্য বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যে কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং গ্রন্থ লিখন-বিষয়ে কবিরাজ যে মদনগোপালের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহাও সত্য। আবার মদনগোপালই যে কবিরাজের দ্বারা গৌরের লীলা বর্ণন করাইয়াছেন তাহাও সত্য। গৌরের শেষলীলা বর্ণনের জন্য মদনগোপালেরই যেন অত্যন্ত আগ্রহ। এই আগ্রহবশতঃই তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে গ্রন্থ রচনার আদেশ দেওয়াইয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা না হইলে—বৃদ্ধ, জরাতুর, দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রবণশক্তিহীন, লিখিতে অশক্ত, বার্দ্ধক্যবশতঃ বিচারে অশক্ত—কবিরাজ-গোস্বামীকে তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিবেন কেন? আদেশ দেওয়াইয়া মদনগোপালই আবার তাঁহার নিজের আদেশ ভিক্ষার জন্য কবিরাজের চিত্তে প্রেরণা জাগাইলেন, মালারূপে আদেশও দিলেন, ভঙ্গীতে জানাইলেন—"তোমার অক্ষমতার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, যাহা করিবার আমিই সব করিব, তুমি কেবল লেখনী ধরিয়া থাকিবে, লেখনীও আমিই চালাইব, কি লিখিতে হইবে, তাহাও আমিই তোমার চিত্তে প্রকাশ করিব।"

কিন্তু গৌরলীলা প্রচারের জন্য মদনগোপালের এত আগ্রহ কেন? তিনি পরম-করুণ বলিয়া, "জীব নিস্তারিব এই" তাঁহার "স্বভাব" বলিয়াই এত আগ্রহ।

গত দ্বাপরে শ্রীমদনগোপাল যে এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার একটী উদ্দেশ্য ছিল—জীবকে স্বীয় সেবা দিয়া স্বীয় লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। দ্বাপর লীলায় তাঁহার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"—ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সেই উপদেশের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই, কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সূত্রাকারে ভজনের উপদেশই দিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও আদর্শও স্থাপন করেন নাই। ব্রজলীলা অন্তর্দ্ধান করার পরে গোলোকে বসিয়া তিনি নিজেই যেন এসব বিষয়ে ভাবিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন—এবার যাইয়া "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ ১।৩।৮৯॥" আরও যেন ভাবিলেন—"শিখাইব, ভজনের আদর্শ স্থাপন করিব। কিন্তু কেবল ভজন শিক্ষাতেই কি মায়ামুগ্ধ জীব লুব্ধ হইবে? আমি এবার গিয়া ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমই দিব—সাধন-ভজনাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপামর সাধারণকে অমনিই তাহা দিব। 'চির কাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥' এই প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য যেন তাঁহার এতই উৎকণ্ঠা হইল যে, কি ভাবে জগতে আসিলে প্রেমভক্তি দেওয়া যায়, এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করা যায়, তাহাও তিনি চিন্তা করিলেন। তিনি কি যুগাবতার-রূপেই আসিবেন? না কি স্বয়ংরূপেই আসিবেন? স্বয়ংরূপে আসিলে কি শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে আসিবেন? না কি "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে এক রূপেই" আসিবেন? না, যুগাবতার-রূপে আসিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যুগাবতার যুগধর্ম্ম নাম অবশ্য প্রচার করিতে পারিবেন, কিন্তু ব্রজপ্রেম তো দিতে পারিবেন না? "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" "আমি স্বয়ংরূপেই যাইব। কিন্তু শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে

না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা! না করিহ রোষ ॥ ৯১

তোমাসভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে-কিছু লিখন ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গেলেও আমার অভীষ্ট সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না। শ্যামসুন্দর-রূপে আমার মধ্যে তো অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার নাই? অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার নিয়া না গেলে যাহাকে তাহাকে নির্ব্বিচারে উজ্জ্বলরসময় প্রেম পর্য্যন্ত দিব কিরূপে? আমার গৌর-স্বরূপে—রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপেই—শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেম ভাণ্ডার অবস্থিত। এইরূপেই আমি যাইব। "তথি লাগি পীতবর্ণে চৈতন্যাবতার॥" এই রূপে যাওয়ার আর একটী সুবিধা এই যে—এই রূপে আমার ভক্তভাব, তাই ভজনের আদর্শও আমি স্থাপন করিতে পারিব।

শ্যামসুন্দর বংশীবদনরূপে দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া আমি সুস্পষ্টাকারে রাগমার্গের ভজনের কথা বলিয়াছি এবং সেই ভজনের ফলে আমাকে পাইলে যে লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহার কথামাত্র জীবকে শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি—যেন সে সকল কথা শুনিয়া জীব ভজনের জন্য লুব্ধ হইতে পারে। 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥' কিন্তু কেবল শুনিয়াই কি লোক প্রলুব্ধ হইবে? গৌররূপে গেলে লোভনীয় বস্তুটীর চিত্রও সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত করিতে পারিব—যাহা দেখিয়া জীব প্রলুব্ধ হইতে পারে। গৌররূপে আমি আমার নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়া থাকি, সেই আনন্দের উন্মাদনায় আমার যে যে অদ্ভুত অবস্থা হয়, তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে; বহুলোকে তাহা দেখিতে পাইবে। রাধাপ্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা, তাহাও আমার গৌরস্বরূপের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। গৌররূপে গেলে তাহাও অনেক লোক দেখিতে পাইবে। দেখিয়া প্রলুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবে না। দ্বাপর-লীলায় কোনও ব্রজ-লীলাতো আমি জীবকে দেখাই নাই, সেই লীলার কথা জীবকে শুনাইবার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াছি। এবার কোনও কোনও লীলার অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ জীবকে দেখাইব।'

এই সমস্ত ভাবিয়া পরম-করুণ মদন গোপাল গৌর রূপেই কলিতে অবতীর্ণ হইয়া অশেষবিধ লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, নিজে ভজন করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদদের দ্বারা ভজন করাইয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, গম্ভীরা-লীলাদিতে প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশকে মূর্ত্ত করিয়া দিয়াছেন এবং গোস্বামিপাদগণের দ্বারা রাগমার্গের ভজনের বিস্তৃত বিবরণও প্রচার করাইয়াছেন। এই সমস্তই করিয়াছেন স্বয়ং মদনগোপালই—তাঁহার গৌরস্বরূপে। যতদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকট ছিলেন, ততদিন সমসাময়িক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের জীব কি শ্রীশ্রীগৌরের অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় কৃপা এবং তাঁহার দান হইতে বঞ্চিত হইবে? তাহারাও সকলে যেন গৌরের অদ্ভুত চরিত-কথা শুনিয়া এবং তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাই মদনগোপালের একান্ত ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাই গৌর কথা প্রচারের জন্য তাঁহার আগ্রহ জাগাইয়াছে এবং কবিরাজগোস্বামীর দ্বারা গৌর-চরিত প্রচার করাইয়াছে। মদনগোপালের এইরূপ কৃপা না হইলে গৌরের অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তী কালের লোক গৌরলীলার কথা—গৌরের উপদেশের কথা কিরূপে জানিত?

৯১। **কৃতঘ্নতা-দোষ**—অকৃতজ্ঞতারূপ দোষ, উপকার অস্বীকার করার দোষ।

দম্ভ করি ইত্যাদি—শ্রীমন্মদনগোপালের কৃপার কথা না বলিলে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে, বলিলেও আমার দম্ভ প্রকাশ পাইবে, তথাপি, দম্ভ প্রকাশ পাইলেও দাম্ভিকতার জন্য শ্রোতা যেন রুষ্ট না হয়েন।

বাস্তবিক দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য কবিরাজ-গোস্বামী মদন গোপালের কৃপার কথা জানাইতেছেন না, মদন-গোপালের কৃপালুতার কথা প্রকাশ করিবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, তাই প্রকাশ করিলেন।

৯২। **তোমাসভার**—শ্রোতৃবৃন্দের। **তাতে**—শ্রোতৃবৃন্দের চরণধূলির কৃপায়।

এবে অন্ত্যলীলাগণের কবি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥ ৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ৯৪
তার মধ্যে শিবানন্দসঙ্গে কুক্কুর যে আইলা।
প্রভু তারে 'কৃষ্ণ' কহাইয়া মুক্ত কৈলা ॥ ৯৫
দ্বিতীয়ে ছোটহরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তাহি-মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন ॥ ৯৬
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত প্রভুরে কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৯৭
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন ॥ ৯৮
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ ॥ ৯৯
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে তাঁরে কৈল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১০০
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়ের দ্বারে তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল ॥ ১০১
তারি মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা-স্থাপন ॥ ১০২
ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা ॥ ১০৩
দামোদরস্বরূপ-ঠাঞি তারে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জমালা তারে দিলা ॥ ১০৪
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানা মতে কৈল তার গর্ব্বখণ্ডন ॥ ১০৫
অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

এই পয়ারে কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় বোধ হয় এই—ভক্ত-শ্রোতৃবৃন্দকে গৌর-লীলারূপ অমৃত পান করাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তবৎসল শ্রীমনমদনগোপাল তাঁহাদ্বারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছেন, সুতরাং শ্রোতৃভক্তবৃন্দই এই গ্রন্থলিখনের হেতু, তাই তাঁহাদের চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৯৩। **এবে**—গ্রন্থ শেষ করিয়া এক্ষণে। **অন্ত্যলীলাগণের**—গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় প্রভুর যে-সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের, অন্ত্য-লীলার পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত লীলাসমূহের। **অনুবাদ**—বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ। **অনুবাদ কৈলে**—বর্ণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিলে।

ইহার পরে, অন্ত্য-লীলায় কোন্ পরিচ্ছেদে কি বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছেন।

৯৪। **রূপের দ্বিতীয় মিলন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বিতীয়বার মিলন (নীলাচলে)। প্রথম মিলন, প্রয়াগে।

তার মধ্যে—প্রথম পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় মিলন-প্রসঙ্গে। **দুই নাটকের**—শ্রীরূপ প্রণীত ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধব নামক নাটক-গ্রন্থদ্বয়ের।

৯৫। **তার মধ্যে**—প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে।

৯৬। **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। **তাহি মধ্যে**—সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই। **আশ্চর্য্য দর্শন**—শিবানন্দের বাড়ীতে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পাক করিয়া প্রভুর ভোগ লাগাইয়া ধ্যান করিলে প্রভুর সে-স্থানে আবির্ভাবাদি।

৯৯। **সনাতনের দ্বিতীয় মিলন**—নীলাচলে, প্রথম মিলন বারাণসীতে।

১০০। **ঘামে**—রৌদ্রে। "ধূপে" পাঠান্তরও আছে। ধূপে—রৌদ্রে।

তারে—সনাতন গোস্বামীকে।

১০১। **রায়ের দ্বারে**—রায়-রামানন্দদ্বারা। প্রথম পয়ারার্দ্ধ-স্থলে "রামানন্দ পাশে কৃষ্ণকথা শুনাইল" পাঠান্তর আছে।

নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক-বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১০৭
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘবপণ্ডিতের তাহাঁ ঝালির সাজন ॥ ১০৮
তাহি-মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তাহি-মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১০৯
একাদশে হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাইল গৌর ভগবান ॥ ১১০
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥ ১১১
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১১২
রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তাহাঁই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ ১১৩
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১১৪
তাহি-মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থিসন্ধি-ত্যাগ-অনুভাবের উদগম ॥ ১১৫
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তাহি-মধ্যে প্রভুর কিছু আলাপবর্ণন ॥ ১১৬
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশে ॥ ১১৭
তাহি-মধ্যে প্রভুর পাঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তাহি-মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥ ১১৮
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১১৯
শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারি প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥ ১২০
মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আস্বাদিল ॥ ১২১
সপ্তদশে গাবীমধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাহাঁই উদগম ॥ ১২২
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গতে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥ ১২৩
ভাব-শাবল্যে পুন কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥ ১২৪
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাহাঁ দরশন ॥ ১২৫
তাহাঁই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইলা, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১২৬
ঊনবিংশে ভিত্তো প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফুর্ত্তি প্রলাপবর্ণন ॥ ১২৭
বসন্ত রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থবিবরণ ॥ ১২৮
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পঢ়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২৯
ভক্ত শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আস্বাদিল ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

১০৩। **ভক্তদত্ত আস্বাদন**—গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে-সমস্ত দ্রব্য দিয়াছিলেন (দময়ন্তীর ঝালি আদি), তাহা আস্বাদনের কথা।

১০৯। **গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ**—গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া (প্রভু) শুইয়া।

১১১। **তৈল ভঞ্জন**—তৈলের কলস ভাঙ্গা।

শিবানন্দের তাড়ন—শ্রীনিতাই-কর্ত্তৃক শিবানন্দকে লাথি দেওয়া।

১১৪। **এথা**—নীলাচলে।

১১৬। **আলাপ বর্ণন**—"প্রলাপ বর্ণন" পাঠান্তর আছে।

১৩০। **ভক্ত শিখাইতে**—ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে। "ভক্ত"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠও আছে, জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিতে

মুখ্যমুখ্য লীলার তাহাঁ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থবিবরণ ॥ ১৩১
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্যমুখ্য গণিল, শুনিতে জানিব অপার ॥ ১৩২
শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ১৩৩
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর—সব গৌড়িয়ার নাথ ॥ ১৩৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৩৫
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ ॥ ১৩৬
নিজশিরে ধরি এই সভার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ১৩৭
সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৩৮
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল ॥ ১৩৯
অনিপুণা বাণী—আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥ ১৪০
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ ॥ ১৪১
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৪২
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥ ১৪৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-
শ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতি-
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা

১৩১। স্মরে—স্মৃতিপথে উদিত হয়, মনে পড়ে। "স্মরে'-স্থলে "স্ফুরে" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১৩৬। শ্রীরঘুনাথ যে কবিরাজ গোস্বামীর গুরু, তাহা এস্থলে স্পষ্ট কথাতেই বলা হইয়াছে। ৩।১।১৯৫ ত্রিপদীর এবং ৩।২০।৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। সভার চরণকৃপা—শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহনাদি সকলের শ্রীচরণকৃপা। **উপাধ্যায়ী**—নৃত্যগীত-বাদ্যাদির সুদক্ষ আচার্য্যাণী। **মোর বাণী**—আমার (গ্রন্থকারের) কথা।

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহনাদির কৃপা নৃত্যগীতাদির আচার্য্যরূপে গ্রন্থকারের কথাকে শিক্ষা করিয়া অনেক প্রকারে নাচাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপাবলেই গ্রন্থকার নিজের কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপা করিয়া যাহা লিখাইয়াছেন, তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন।

১৪০। অনিপুণা—অপটু, নিজে নাচিতে অক্ষমা।

১৪৪। শ্রীরূপ রঘুনাথ ইত্যাদি। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী অন্যত্র বলিয়াছেন—"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। ১।১।১৮-৯॥" কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার ছয়জন শিক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরূপগোস্বামীর এবং সর্ব্বশেষে শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য এই পয়ারে, "শ্রীরূপ রঘুনাথ"-বাক্যে উল্লিখিত ছয় গোস্বামীর নামের প্রথম নাম (শ্রীরূপ) এবং সর্ব্বশেষ নাম (রঘুনাথ) উল্লেখ করিয়াই উপলক্ষণে তিনি ছয় গোস্বামীর কথাই বলিয়াছেন।

অথবা অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর সকলেই কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু হইলেও তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত তাঁহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

যেন একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত॥ ১৷৫৷১৮১॥" এবং "সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার॥ ১৷১০৷১০১॥" অবশ্য তিনি ইহাও লিখিয়াছেন—"সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। ১৷৫৷১৮১॥" শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সহিতও তাঁহার একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, শ্রীপাদ সনাতনের কৃপায় তিনি "ভক্তির সিদ্ধান্ত" পাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীপাদ রূপের কৃপাতে তিনি "ভক্তিরস প্রান্ত" পাইয়াছেন। "ভক্তি-সিদ্ধান্তের" পরম-পর্য্যবসানই হইল "ভক্তিরস প্রান্তের" প্রাপ্তিতে, সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্ত অপেক্ষা ভক্তিরস-প্রান্তের উৎকর্ষও আছে, তাই মনে হয়—শ্রীপাদ রূপ এবং শ্রীপাদ সনাতন এতদুভয়ের সঙ্গেই কবিরাজ গোস্বামীর একটা বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও "ভক্তিসিদ্ধান্ত"-জ্ঞাপয়িতা শ্রীপাদ সনাতন অপেক্ষা "ভক্তিরস প্রান্ত"-দাতা শ্রীপাদরূপের সহিত তাঁহার সম্বন্ধেরও একটা উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য আছে। আর শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামী "প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। ১৷১০৷৯০-৯১॥" শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী সে-সমস্তের প্রত্যক্ষদর্শী এবং অস্বাদক। এ-সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ কবিরাজগোস্বামী দাসগোস্বামীর নিকট হইতে পাইয়াই আস্বাদনও করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্টও করিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীলদাসগোস্বামীর সহিতও কবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধের একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরলীলারস এবং কৃষ্ণলীলারস—এই উভয় লীলারসের দ্বারাই পরিনিষিক্ত। শ্রীরূপ এবং শ্রীরঘুনাথদাস এই দুই জনের কৃপায় প্রাপ্ত রস-সম্ভারই কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই তিনি প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥" এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ার যোগ্য হইলে এই পয়ারে 'শ্রীরূপ রঘুনাথ' বাক্যে কেবল শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অন্যরূপও হইতে পারে। পূর্ব্বে (৭।১৯৫ ত্রিপদীর টীকায়) বলা হইয়াছে—বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীলরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ছিলেন কবিরাজগোস্বামীর দীক্ষাগুরু এবং শ্রীলরূপগোস্বামী ছিলেন তাঁহার পরম গুরু, সুতরাং এই দুই জনের সহিত কবিরাজগোস্বামীর সম্বন্ধ ছিল পরমবৈশিষ্ট্যময়। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে—"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।" ইত্যাদি পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীপরমগুরুদেবের চরণই স্মরণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে পয়ারস্থ "রঘুনাথ" শব্দে শ্রীল রঘুনাথভট্টগোস্বামীকেই বুঝাইবে।

অন্ত্য-লীলা সমাপ্ত।

॥ সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥

॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু ॥

———

অন্ত্য-লীলা

উপসংহার-শ্লোকাঃ

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ যঃ।
তদমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম ॥ ক ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উপসংহার-শ্লোকগুলিতে এই গ্রন্থের আস্বাদনের মাহাত্ম্য, গ্রন্থকারের ইষ্টদেবে গ্রন্থার্পণ এবং গ্রন্থসমাপ্তির সময়ের কথা বলিয়াছেন। মোট শ্লোক চারিটী। শেষ শ্লোকটী গ্রন্থসমাপ্তির সময়-সম্বন্ধে। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম তিনটী শ্লোক নাই। গ্রন্থসমাপ্তির সময়বিষয়ক শেষ শ্লোকটীমাত্র আছে—তাহাও আবার অন্ত্যলীলার বিংশপরিচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পয়ারের শেষে।

শ্লো। ক। অন্বয়। শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ (বিভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) শুভদং (মঙ্গলপ্রদ) অশুভনাশি (এবং অমঙ্গলনাশক) এতৎ (এই) চরিতামৃতং (চরিতামৃত) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) আস্বাদয়েৎ (আস্বাদন করেন) সঃ অয়ং (তিনি) তদমলপাদপদ্মে (তাঁহার অমলপাদপদ্মে) ভৃঙ্গতাম্ এত্য (ভৃঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া—ভৃঙ্গ হইয়া) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমাধ্বীক-পূর্ণ) রসং (রস) উচ্চৈঃ (প্রভূত পরিমাণে) রসয়তি (আস্বাদন করেন)।

অনুবাদ। বিভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মঙ্গলপ্রদ ও অমঙ্গল-নাশক এই চরিতামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করেন, তিনি তাঁহার অমলপাদপদ্মে ভৃঙ্গ হইয়া প্রভূত পরিমাণে প্রেমমাধ্বীকরস আস্বাদন করেন। ক

শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ—শ্রীচৈতন্যরূপ বিষ্ণুর (বা বিভুবস্তুর), শ্রীচৈতন্য যে জীব নহেন পরন্তু তিনি যে সর্ব্বব্যাপক—অনন্ত, বিভু, ব্রহ্মবস্তু, তাহাই সূচিত হইতেছে "বিষ্ণু' শব্দদ্বারা। **তদমলপাদপদ্মে**—তাঁহার (শ্রীচৈতন্যদেবের) অমল (সুবিমল) পাদ (চরণ) রূপ পদ্মে চরণকমলে। পদ্মে যেমন মধু থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণেও মধু আছে—তাঁহার চরণসেবার আনন্দই এই মধু। **প্রেমমাধ্বীকপূরং রসম্**—মাধ্বীকম মধুকপুষ্পকৃতমদ্যম্ (শব্দকল্পদ্রুম), মধুক পুষ্প হইতে জাত মদ্যকে মাধ্বীক বলে, পূর—পূর্ণ। প্রেমরূপ যে মাধ্বীক, তদ্দ্বারা পূর্ণ যে রস, তাহা। কৃষ্ণপ্রেমরসসুধা।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ব্রহ্মবস্তু—স্বয়ংভগবান—হইয়াও লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত এবং রসাস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবে জগতে জীবকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সেই লীলারই কিছু অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। এই চরিতামৃত বস্তুতঃ অমৃতের ন্যায়ই—বরং অমৃত অপেক্ষাও—আস্বাদ্য, যে-ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত এই চরিতামৃত আস্বাদন করিবেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন—ভৃঙ্গ যেমন পদ্মের মধু পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, তিনিও তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌরের চরণ সেবাজনিত অমল আনন্দের আস্বাদনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িবেন এবং তখন তাঁহারই কৃপায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমরসসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারিবেন। অপর এক স্থলেও গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী চরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন:—"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহো, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে

শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতৎ চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ খ ॥

পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্ ।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥গ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

উপজীব্য পাবি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হইবে বড় হিত ॥ ২।২।৭৪ ॥" তাই তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন —"শ্রয়তাং শ্রয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা। চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তা শ্চৈতন্যচরিতামৃতম। ৩।১২।১ শ্লোক ॥"

এই শ্লোকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলোচনার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। খ। অন্বয়। চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যদেবে অর্পিত) এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতম্ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যে অর্পিত এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক। খ

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশেই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবের ও শ্রীশ্রীমদনগোপালের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের কৃপায় তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া তাহা তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে অর্পণ করেন, তাহাতেই যেন শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তুষ্ট হয়েন—ইহাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকট-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদনগোপাল বা শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে আত্মপ্রকট করিয়া এই গ্রন্থের বর্ণিত লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সমস্ত লীলার বর্ণনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীশ্রীমদনগোপাল বা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টি, যেহেতু, এ-সমস্ত লীলা তাঁহাদেরই লীলা, তাঁহাদেরই রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের বিবৃতি—ইহা তাঁহাদের তুষ্টির উপকরণ। ৩।২।৯ -পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেবের চরণে গ্রন্থার্পণ করিলেন।

শ্লো। গ। অন্বয়। পরিমলবাসিতভুবনং (যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে), স্বরসোন্মাদিত-রসজ্ঞরোলম্বম্ (যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্ঞ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে) গিরিধরচরণাম্ভোজং (গিরিধরের সেই চরণকমল) হাতুং (ত্যাগ করিতে) কঃ (কোন্) রসিকঃ (রসিক ভক্ত) সমীহতে খলু (ইচ্ছা করেন) ?

অনুবাদ। যাহা স্বীয় পরিমলদ্বারা সমস্ত ভুবনকে সুবাসিত করে, যাহা স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা রসজ্ঞ ভ্রমরবৃন্দকে উন্মাদিত করে, গিরিধরের সেই চরণকমলকে কোন্ রসিক ভক্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন? (অর্থাৎ কেহই ইচ্ছা করেন না।) । গ

গিরিধরের—গোবর্দ্ধনধারী-শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমদনগোপালদেবের বা শ্রীগোবিন্দদেবের চরণকমল কোনও রসিকভক্তই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সমর্থও নহেন। কিরূপ সেই চরণ কমল? **পরিমলবাসিতভুবনম্**—যাহার পরিমলের (সুগন্ধের) দ্বারা বাসিত (সুবাসিত) হইয়াছে ভুবন (জগৎ), যাহার সুগন্ধে সমস্ত জগৎ সুবাসিত হইয়াছে, তাদৃশ চরণকমল। কমলের সুগন্ধে যেমন নিকটবর্ত্তী স্থান আমোদিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কমলের (সেবাসুখরূপ) সুগন্ধেও সমস্ত জগৎ (জগদ্বাসী সমস্ত লোক) কৃতার্থ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচরণের মহিমায় সমগ্র জগৎ কৃতার্থ। আর কিরূপ? **স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্**—স্বীয় রসের দ্বারা উন্মাদিত করে রসজ্ঞরূপ রোলম্ব (বা ভ্রমর)-গণকে যাহা, যে-চরণকমল স্বীয় রসের (মধুর) দ্বারা রসিকভক্তরূপ ভ্রমরগণকে উন্মাদিত করে; যে-চরণের সেবাসুখ আস্বাদন করিয়া ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ত হয় এবং যে-চরণকমলের সেবাসুখ-আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাতেও রসিকভক্তগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্যোঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ঘ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীমদন-গোপাল-গোবিন্দদেবের তুষ্টির কথা বলিয়া এই শ্লোকে সেই তুষ্টির হেতু বলিতেছেন। গোবিন্দদেবের তুষ্টির উদ্দেশ্য—তাঁহার কৃপায় তাঁহার চরণসেবাপ্রাপ্তি, চরণ-সেবার জন্য লোভের হেতু এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—পরিমলবাসিতভুবনম্ এবং স্বরসোন্মাদিতরসজ্ঞরোলম্বম্—এই দুই পদে। অথবা গ্রন্থকারের অন্যতম শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারী বিগ্রহের চরণ সেবার মাহাত্ম্যই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়া থাকিবে। শ্রীমদনগোপাল, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগিরিধর—একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন নাম এবং এই তিন বিভিন্ন নামের বাচ্য তিন বিগ্রহও একই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লিখিত হইলেও মূল লক্ষ্য ব্রজেন্দ্রনন্দনই।

শ্লো। ঘ। অন্বয়। সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ (পনর শত সাঁইত্রিশ) শাকে (শকাব্দায়) জ্যৈষ্ঠে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) সূর্য্যে অহ্নি (রবিবারে) অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে) বৃন্দাবনান্তরে (শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে) অয়ং গ্রন্থ (এই গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ) পূর্ণতাং গতঃ (পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল—সম্পূর্ণ হইল)।

অনুবাদ। ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ এই গ্রন্থের লিখন সমাপ্ত হইল)। ঘ

সিন্ধু আদি শব্দ এস্থলে সংখ্যাবাচক। **সিন্ধু**—সমুদ্র, সমুদ্র সাতটী আছে বলিয়া সিন্ধুশব্দ যখন সংখ্যাবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ৭ (সাত) বুঝায়। এইরূপে **অগ্নি** শব্দে বুঝায় ৩ (তিন) **বাণ** শব্দে বুঝায় ৫ (পাঁচ) এবং **ইন্দু**-শব্দে বুঝায় ১ (এক)। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"—এই নিয়মানুসারে কোনও রাশিবাচক শব্দে যে-সমস্ত সংখ্যার উল্লেখ থাকে, তাহাদের প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে যে রাশিটী পাওয়া যাইবে, তাহাই হইবে উক্ত রাশিবাচক শব্দের বাচ্য, এইরূপে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শব্দে প্রথমে সিন্ধু (৭), তারপর অগ্নি (৩), তারপরে বাণ (৫) এবং সর্ব্বশেষে ইন্দু (১) আছে। বামদিকে ৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বামদিকে লিখিয়া গেলে পাওয়া যায়—১৫৩৭। সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দু শব্দে ১৫৩৭ বুঝায়। এই ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লিখন সমাপ্ত হয়।

কেহ কেহ বলেন ১৫০৩ শকাব্দাতেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছিল, প্রমাণরূপে তাঁহারা "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যোঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥" এই শ্লোকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এই শ্লোক বিচারসহ নহে, ভূমিকায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তি-কাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের
গৌরকৃপাতরঙ্গিণীটীকা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরার্পণমস্তু

প্রথম সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩ সন। দ্বিতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১৪ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সন। তৃতীয় সংস্করণের টীকা সমাপ্তির তারিখ ১২ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫৮ সন।

ভক্তপদরজঃপ্রার্থী শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

অন্ত্য-লীলার টীকা-পরিশিষ্ট

(কোনও কোনও পয়ার বা শ্লোকের টীকার সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই টীকাপরিশিষ্ট দেওয়া হইল)

৩।১।৬১॥ ১৫ পৃষ্ঠায় টীকার নিম্ন হইতে ১৬ পংক্তি উপরে "ক্বচিৎ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে এইটুকু যোগ করিতে হইবে:—"ক্ব-শব্দের উত্তর "চিৎ"-প্রত্যয় যোগ করিয়া "ক্বচিৎ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অসাকল্যে চিৎ-চনৌ"—এই ব্যাকরণ বিধি অনুসারে, চিৎ ও চন প্রত্যয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এই দুইটী প্রত্যয় "অসাকল্য" বুঝায়—সকল সময় বুঝায় না, অ-সকল সময়ই বুঝায়। তাহা হইলে 'ক্বচিৎ' শব্দের অর্থ হইবে—কখনও কখনও, "সকল-সময়ে" এইরূপ অর্থ হইবে না। এইভাবে "ক্বচিৎ ন গচ্ছতি" বাক্যের অর্থ হইবে—কখনও কখনও যায়েন না। "কখনও যায়েন না"—এইরূপ অর্থ চিৎ-প্রত্যয়দ্বারা সমর্থিত নহে। তাহা হইলে কখন যায়েন, আর কখন যায়েন না? উত্তর—প্রকট লীলায় যায়েন, অপ্রকট লীলায় যায়েন না। এই অর্থ পূর্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণাদিদ্বারাও সমর্থিত।

উক্ত (৩।১।৬০) পয়ারের টীকার শেষে, ১১ পৃষ্ঠায় এই অংশ যোগ করিতে হইবে:—(চ) কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।" কিন্তু শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহার পুরলীলাত্মক ললিতমাধব-নাটকে তো কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিয়াছেন। তাহাতে প্রভুর আদেশ কিরূপে রক্ষিত হইল?

উত্তর বোধহয় এইরূপ।—প্রভুর আদেশ জানিয়া শ্রীরূপ বিচার করিলেন—"পৃথক নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা। জানিনু পৃথক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা॥ ৩।১।৬৮॥" ইহার পরেই শ্রীরূপ দুইটী পৃথক নাটকের জন্য পৃথক পৃথক নান্দী-প্রস্তাবনাদি লিখিলেন (৩।১।৬৪-৬৫)। ইহাতে মনে হয়, শ্রীরূপ মনে করিয়াছেন—ব্রজলীলার পৃথক নাটক লিখিবার জন্যই প্রভু আদেশ করিলেন এবং ব্রজলীলার নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির না করার জন্যই প্রভু আদেশ করিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই শ্রীরূপ নাটক লিখিয়াছেন। তিনি ব্রজলীলা বর্ণনাত্মক বিদগ্ধমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করেন নাই। তাহাতেই তাঁহার পক্ষে প্রভুর আদেশ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীরূপ মনে করিয়াছেন—পুরলীলা-বর্ণনাত্মক নাটকেও যে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিতে হইবে না, ইহা প্রভুর আদেশের অভিপ্রায় নহে, তাই তিনি পুরলীলা বর্ণনাত্মক ললিতমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিয়াছেন, তাহাতে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘিত হয় নাই। পুরলীলা বর্ণনাত্মক নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করা যে প্রভুর অনভিপ্রেত ছিল না—সুতরাং ললিতমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করাতে যে শ্রীরূপকর্ত্তৃক প্রভুর আদেশ লঙ্ঘিত হয় নাই—তাহার প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই দৃষ্ট হয়। তাহা এই। নীলাচলে শ্রীরূপ তাঁহার নাটকদ্বয়ের যতটুকু লিখিয়াছিলেন রায়রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরাদির সঙ্গে প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। ললিতমাধব নাটকের যে অংশ তাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, সেই অংশ ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। "হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ"-ইত্যাদি (৩।১।৫১ শ্লো), "হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ"-ইত্যাদি (৩।১।৫২ শ্লো) "সহচরি নিরাতঙ্কঃ" ইত্যাদি (৩।১।৫৩ শ্লো), 'বিহারসুরদীর্ঘিকা মম" ইত্যাদি (৩।১।৫৪ শ্লো)—ললিতমাধব হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহই তাহার প্রমাণ। পুরলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ের উল্লেখেই জানা যাইতেছে যে, পুরলীলা-বর্ণনাত্মক ললিতমাধব-নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করা হইবে। প্রভু এই শ্লোকগুলি আস্বাদন করিয়াছেন এবং পুরলীলা-বর্ণনাত্মক নাটকে শ্রীরূপ যে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করার সূচনা করিতেছেন, তাহাও প্রভু অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে বুঝা

হইবে বোধহয় বৈকুণ্ঠে, ব্রজে নহে, তাঁহার যে প্রেম লাভ হইবে, তাহাও বোধহয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম, তাহা বোধ হয় ব্রজপ্রেম হইবে না। যেহেতু, ব্রজপ্রেম লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে শুদ্ধাভক্তির সাধন, যাহার আরম্ভ হয় দীক্ষার পরে। বিশেষতঃ ব্রজপ্রেম লাভ হইলে ব্রজে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়, তাহা হইতেছে আনুগত্যময়ী, ব্রজপরিকরদের আনুগত্যেই সেই সেবা করিতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যলাভের সৌভাগ্য কোনও সাধকের আপনা আপনি হয় না, সিদ্ধগুরুবর্গের কৃপাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার গুরুও থাকিবেন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সিদ্ধগুরুবর্গের কৃপায় ব্রজপরিকরদের আনুগত্য লাভও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ সমস্ত কারণে মনে হয়—দীক্ষাগ্রহণব্যতীতও কেবলমাত্র নামের আশ্রয়ে বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ হইতে পারে, কিন্তু ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন আছে।

৩।৬।২৮৬ ॥ এস্থলে প্রভু গোবর্দ্ধনশিলাকে "কৃষ্ণ কলেবর" বলিয়াছেন পরবর্ত্তী ২৮৮ পয়ারেও "কৃষ্ণের বিগ্রহ" বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রভুর এই উক্তির অনুসরণ করিয়া এখনও বহু ভক্ত শ্রীশ্রীগিরিধারী জ্ঞানে গোবর্দ্ধন-শিলার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রীমদ্ভাগবতের "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ"-ইত্যাদি (১০।২১।১৮) শ্লোকানুসারে গিরি গোবর্দ্ধন হইতেছেন "হরিদাসবর্য্য—কৃষ্ণের সেবকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"—ভক্ততত্ত্ব মাত্র; প্রভু ভাবাবেশেই গোবর্দ্ধনশিলাকে "কৃষ্ণ-কলেবর" বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নিবেদন এই। গোবর্দ্ধন পূজাকালে ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে যে সকল উপহার নিবেদন করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের উপরে স্বীয় এক বৃহদ্বপু প্রকটন করিয়া 'আমি গোবর্দ্ধন এক' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত উপকরণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ। শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ ॥ শ্রীভা ১০।২৪।৩৫ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—গোবর্দ্ধন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন [illegible] গোবর্দ্ধন শিলা যে শ্রীকৃষ্ণকলেবর তাহা শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সমর্থিত হইতেছে। অন্যত্র গোবর্দ্ধনকে [illegible] দর্শন গোবর্দ্ধনের, এবং গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের [illegible] প্রভু গোসাঞি হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন, [illegible] অঙ্গীকার করা যায় না। কিন্তু কেবল ভাবাবেশবশতঃ যে প্রভু গোবর্দ্ধনশিলাকে [illegible] ইহা স্বীকার করা যায় না। গোবর্দ্ধনশিলার কৃষ্ণকলেবরত্ব শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত [illegible] উঠিতে না পারিলেও [illegible] বলিলেন, ইহার একটা বিশেষ কারণও বোধ হয় এই যে গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ কলেবর।

৩।৯।১১০ ॥ পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] পয়ারে বলা হইয়াছে প্রভু গোপীনাথকে বলিয়াছেন—'সে মালজাত্যাদি পাটে [illegible] ॥' আলোচ্য পয়ারে বলা হইল—প্রভু ইচ্ছা নয় যে "পুনঃ তারে নিয়া দিবা।" এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয় রাজা যেন গোপীনাথকে পদচ্যুত—অস্থায়ী সাময়িকভাবে পদচ্যুত—করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার নিযুক্ত করিলেন এবং নিযুক্তির নিদর্শনরূপে [illegible] পরাইলেন (৩।৯।১৪)।

৩।১০।৩ শ্লো ॥ 'মন মাতলা রে চকো চন্দ্রকু চাহিঁ'—জগন্মোহন জগন্নাথের বদনরূপ চন্দ্রকে দেখিয়া মনোরূপ চকোর মত্ত হইল। চকো—চকোর। চন্দ্রকু—চন্দ্রকে।

৩।১২।৪৬ ॥ পরিশিষ্টে "পাত্র পরিচয়"-নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কর্ণপুর প্রসঙ্গে' 'পুরীদাস'-নামের রহস্যসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩।১২।৯১ ॥ ২।৫।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩।১৩।৬০ ॥ পরিশিষ্টে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম ও সন্ন্যাস প্রবন্ধ" দ্রষ্টব্য।

৩।১৪।৩৪ ॥ এ সমস্ত উক্তি হইতে মনে হইতেছে—যখন প্রভু মনে করিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, তখন হইতেই যেন তাঁহার রাধাভাবের আবেশ হইয়াছিল।

৩।১৮।১০২ ॥ খিরিণী—অথবা, কেহ কেহ বলেন, খিরিণী হইতেছে বৃন্দাবন-জাত "ক্ষীরী"-নামক নিম্বফলের স্থায় ছোট, মিষ্ট এক রকম ফল।

৩।১৯।৯২ ॥ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ—অন্ধ ব্যক্তি কোনও স্থানে উপস্থিত হইলে যেমন পূর্ব্বস্থানে যাইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্ম লুব্ধ হইয়া ব্রজযুবতীগণও আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন না।

৩।২০।৭ ॥ ৭১২-পৃষ্ঠার "নামসঙ্কীর্ত্তন"-প্রসঙ্গে। শাস্ত্রে যেখানে-সেখানে নামকীর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তনের কথাই বলা হইয়াছে, অন্য কোনও নামকীর্ত্তনের কথা বলা হয় নাই। ভগবানের কোনও নামের সমান নাম যদি কাহারও থাকে (যেমন অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ), তাহা হইলে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই নামের কীর্ত্তনও হইবে নামাভাস, তাহা নামকীর্ত্তনরূপে গণ্য হইতে পারে না। অধুনা যদি কেহ কোনও মহাপুরুষকে স্বয়ংভগবান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করেন, তাঁহার নামের কীর্ত্তনও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন হইবে না, যেহেতু তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মার একদিনে (অর্থাৎ এক কল্পে) স্বয়ং ভগবান একবার মাত্রই আবির্ভূত হয়েন, বর্ত্তমানকল্পে সেই আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। এই কল্পে স্বয়ংভগবানের পুনরায় আবির্ভাব শাস্ত্রসম্মত নহে। আবার কোনও স্থলে কোনও মহাপুরুষকে যদি গৌর-গোবিন্দ অপেক্ষাও অধিকতর মাহাত্ম্যময় ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া প্রচারের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামের কীর্ত্তনও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন না, যেহেতু, এতাদৃশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যই অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীতা ১৬।২৩॥—যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করেন, তিনি সিদ্ধিও লাভ করিতে পারেন না, সুখও না, পরমাগতিও না। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ॥ গীতা ১৬।২৪॥—সুতরাং কোন্ কার্য্য করণীয় এবং কোন্ কার্য্য অকরণীয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।"

ভগবানের যে-কোনও রূপের নামই জীবের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ, কিন্তু স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না বলিয়া এবং নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া, ব্রজপ্রেম লিপ্সু সাধকের পক্ষে স্বয়ংভগবানের স্বয়ংভগবত্তাসূচক কোনও নামের কীর্ত্তনই সঙ্গত (৩।২০।১৫ পয়ারের এবং ৩।২০।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধাভক্তির সাধনেই ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, নামসঙ্কীর্ত্তনও শুদ্ধাভক্তির সাধন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শুদ্ধাভক্তির সাধনের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, নামসঙ্কীর্ত্তনেরও সেই বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিবে॥ এই লক্ষণগুলি হইতেছে এই:—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই সাধনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে (১।১।১৮-১৯ শ্লোক এবং সেই শ্লোকের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, সাধনাঙ্গ হইবে—সাসঙ্গ, অর্থাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াই সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, এইরূপ ভাব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকা দরকার (১।৮।১৫ পয়ারের এবং মধ্যলীলার ১০৪৯ পৃষ্ঠায় ২।২২।৫৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। নামসঙ্কীর্ত্তনেও এই দুইটী লক্ষণ থাকিলেই তাহা হইবে—শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধন। "আমি ভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই (অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে উপস্থিতি চিন্তা করিতে পারিলেই ভাল) ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছি"—এইরূপ ভাব হৃদয়ে থাকা দরকার। নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামের প্রীতির উদ্দেশ্যে, অথবা নামের কৃপাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, নাম কীর্ত্তিত হইলেও সাসঙ্গত্বাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়। প্রেম-প্রাপ্তির অনুকূল নামসঙ্কীর্ত্তনের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি"-শ্লোকোক্তভাব হৃদয়ে পোষণ করার উপদেশও দিয়াছেন (৩।২০।১৫-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমভক্তির সাধনরূপে নামসঙ্কীর্ত্তনের যে লক্ষণগুলির কথা উপরে উল্লিখিত হইল, কোনও নাম বা নামমালা

যদি (১) সম্বোধনাত্মক, বা, (২) নমঃ বা জয় শব্দযুক্ত, বা (৩) প্রার্থনাত্মক কোনও শব্দযুক্ত, অথবা (৪) কোনও প্রেমবাচী শব্দযুক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহাতে শুদ্ধাভক্তির সাধনরূপ নামসঙ্কীর্তনের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে এইরূপ কয়েকটী নামমালার উল্লেখ করা হইতেছে :—

(১) তারকব্রহ্মনাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ এস্থলে প্রত্যেকটী নামই সম্বোধনাত্মক এবং প্রত্যেকটীই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাচক।

(২) রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম ॥ প্রত্যেকটী নাম সম্বোধনাত্মক। শ্রীরাধা ও শ্রীশ্যামের জয়কীর্তন করা হইতেছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-নামেতে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র।"

(৩) জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রীরাধে গোবিন্দ। বা, জয় রাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(৫) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

(৬) জয়গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

একই স্বয়ংভগবান্ পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং পঞ্চতত্ত্বরূপেই প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তাই পঞ্চতত্ত্বের নামও কীর্তনীয়।

(৭) প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

(৮) হা গৌর হা নিতাই।

(৯) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

(১০) কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম ॥ ইত্যাদি (২।৭।২ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত নামমালা সমূহে, অথবা তাহাদের সমজাতীয় নামমালাসমূহে, শুদ্ধাভক্তির অঙ্গস্বরূপ কীর্তনীয় নামের লক্ষণ বিদ্যমান।

কিন্তু নামের সঙ্গে যদি, "ভজ, কহ, জপ" ইত্যাদি উপদেশ-বাচক শব্দ সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণ রক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, "ভজ, জপ, কহ"-উপদেশ-সূচক শব্দ নামমালাকে উপদেশের রূপই দান করিবে, ভগবান্‌কে বা নামকে লক্ষ্য করিয়া তাহা কীর্তন করিতে গেলে ভগবান্‌কে বা নামকে উপদেশই দেওয়া হইবে—যাহা হইবে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এতাদৃশ কোনও নামমালা কেহ যখন নিজে নিজে কীর্তন করিবেন, তখন তাহা হইবে তাঁহার পক্ষে আত্ম শিক্ষা বা মনঃশিক্ষা—ইহাও প্রশংসনীয়। অপরের উদ্দেশ্যে তাহা কীর্তিত হইলে তাহা হইবে অপরের প্রতি উপদেশ, জীব হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে তাহাও প্রশংসনীয়।

যদি কেহ বলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও তো "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণ"-এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্য, কিন্তু উক্তরূপ ভাবে পরম-করুণ নিত্যানন্দ জীবের প্রতি গৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশই দিয়া গিয়াছেন, "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি কীর্তনের উপদেশ দেন নাই। অহোরাত্রব্যাপী কীর্তনাদিতে ভক্তগণ "ভজ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি কীর্তন করেন বলিয়াও শুনা যায় না। অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দের গুণ-মহিমাদির কীর্তন উপলক্ষ্যে আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহারা "ভজ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি পদের কীর্তন করেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলেন যে—"পরম-করুণ (বা পতিত-পাবন) নিতাই বলেন—ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি॥" উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের করুণার কথা প্রকাশ করা।